গ্রন্থাবলী-সিরিজ

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

পঞ্চম

[ষষ্ঠ ভাগ]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত



বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

(সপ্তম ভাগ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

—•:•:•—

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট্ "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেশিনে"
[illegible] শিত।


SANSTHAN
1407

রঘুবীর

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

অভিনয়ের প্রথম রজনী—২১শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩১০ সাল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

অভিন্নহৃদয় সোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

মহাশয়ের করকমলে

গ্রন্থকারের ——

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

জাফর	গুজরাটের নবাব মামুদশার পারিষদ পরে নবাব।
অনন্তরাও	মামুদশার দেওয়ান।
সাহাজান	ঐ বিশ্বাসী ভৃত্য।
বলদেব	অনন্তরাওয়ের বন্ধু
বুবীর	অনন্তরাওয়ের পালিত পুত্র (জাল)।
লিয়া	রণবীরের শিষ্য ও ভগিনীপতি।
বদ	মামুদশার নিম্নকর্মচারী, পরে জাফরের দেওয়ান।
যু	বলদেবের পুত্র।
রাম	সদার খার পুত্র।
সিং	জাফরের অনুচর।
	রণবীরের শিষ্য।

সৈনিকগণ, দূতগণ, যাজকগণ, লাঠিয়ালগণ, প্রহরিগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

	মামুদশার কন্যা।
	রণবীরের ভগিনী।
	জাফরের অনুগত স্ত্রীলোক।
	চুনিয়ার ভগিনী।

রঘুবীর

——:০:——

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

পীরের আস্তানা।

চক্রান্তকারী ওমরাওগণ, কৃষ্ণপরিচ্ছদ জাফর,
সেবক ও বাহকগণ।

জাফর। এই উপযুক্ত অবসর, নিশ্চিন্ত অন্তরে নবাব এই বাগানের ঘরে অঘোর নিদ্রায়। মদ্যপানে সকলকেই অজ্ঞান ক'রেছি। প্রহরিগণ অস্ত্রশূন্য—সুরে অঘোর অচেতন। শীঘ্র যাও—বিলম্ব ক'রো না। সময় অতিবাহিত হ'লে সব পণ্ড হবে। এ সুযোগ আর আস্‌বে না। এই পীরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রছি, আমি তোমাদের। এ রাজ্যের সমস্ত ভার তোমাদের উপর থাকবে। আমার কোন স্বদেশীকে, রাজ্যের মধ্যে পরমাত্মীয়কেও, তোমাদের স্থান অধিকার ক'র্‌তে দেব না।

সেবক। আমরা প্রস্তুত হয়েই ত এসেছি।

জাফর। দেখ আমি ফকীর—অর্থে, ঐশ্বর্য্যে আমার লোভ নেই। এ শুধু প্রতিহিংসা! দারুণ অপমান, বিষম অত্যাচার। কিসের জন্য? কি অপরাধ? শুধু নবাবনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনে, তারে দেখ্‌তে চেয়েছিলুম—একবার শুধু সেই মুখের শোভায় স্বাদ অনুভব কর্‌তে কৌশলে তাকে দেখতে চেয়েছিলুম। শুধু দেখা,—দোহাই আল্লা, দুরভিসন্ধি ছিল না। শুধু সেই জন্য দারুণ অত্যাচার-প্রপীড়িত হয়েছি। সকলেই তা জান। তিন দিন প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলুম—সকলেই দেখেছ। পিপাসায় চোখের তারা ঠিকরে গেছে—তবু এক ফোঁটা জল পাইনি, সকলেই দেখেছ। প্রতিশোধ—তার প্রতিশোধ—মর্ম্মন্তুদ যাতনার প্রতীকার! নবাবনন্দিনী পরীবানুকে বাঁদী কর্‌ব। আর কিছু চাই না। রাজ্য চাই না, মান চাই না—পরী চাই—জাহান্নমে যাই, সেওবি আচ্ছা; তবু পরী চাই।—এস, বিলম্ব ক'র না। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা—পরীবানু, পরীবানু—

[সকলের প্রস্থান।

(সাহাজাদের প্রবেশ)

সাহা। কি হ'ল—এ কি হ'ল! গুপ্তহত্যার মন্ত্রণা! ভীষণ স্থান—ভীষণ আয়োজন—ভীষণ মূর্ত্তি। জাফর—ভীষণ জাফর! কি করি, কি করি। আমি একা। বুঝতে পেরেছি, পাষণ্ড উৎকোচে সবাইকে বশে এনেছে—সেপাই হাতে এনেছে। গেল! সর্ব্বনাশ হ'ল! কি করি, কোথায় যাই। বৃদ্ধ আমি, শক্তিহীন। দুরাত্মারা সশস্ত্র, সতর্ক—সংখ্যায় অনেক। টের পেলে এখনি হত্যা কর্‌বে—প্রাণ যাবে। গেল—নবাব গেল, আর রক্ষা হ'ল না! (নেপথ্যে চীৎকার) ওই চীৎকার, ওই আর্ত্তনাদ! বস্‌ সব চুপ—সব শেষ! কোথা যাই—কি করি—পরীকে রক্ষা করি। পার্‌ব—তাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব! এই অবকাশ—নিশ্চয় পার্‌ব। দোহাই আল্লা রক্ষা কর, রক্ষা কর। [প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয়নকক্ষ।

পরীবানু, সাহাজাদ।

সাহাজাদ কর্ত্তৃক নিদ্রিত পরীবানুর পাদস্পর্শ।

পরী। (উঠিয়া) কি সংবাদ সাহাজাদ? গভীর রজনী—

পুরবাসী আছে সবে নিদ্রার আশ্রয়ে,
নবাবনন্দিনী শুয়ে লভিছে বিশ্রাম,
এমন সময়ে কেন উন্মাদের মত,
হে বৃদ্ধ, পশিলে মোর ঘরে?

সাহা। ক্ষমা কর
নবাবনন্দিনী, ভৃত্য আমি—বাল্য হ'তে
নিজহস্তে করেছি পালন। সে সাহসে
না লইয়া অনুমতি পশিয়াছি ঘরে।
শুধু তাই নয়, নিঃশব্দে পশেছি আমি।
দাস দাসী কোলাহলে পাছে মোর কার্য্য
পণ্ড করে—রাখিতে তোমারে মাতঃ! পাছে
আ।ম না হই সক্ষম, তাই গুপ্ত ভাবে
চোর মত পশেছি প্রাসাদে। শীঘ্র এস
মোর সনে। দারুণ বিপন্না তুমি আজি।
এ হেন বিপদ নিদারুণ আর কভু
পশে নাই নবাব-সংসারে!

পরী। কিসের বিপদ?

সাহা। বলিবার
শক্তি নাই, বলিবার নাই মা সময়।
মুহূর্ত্তে এ গৃহ তব হবে কারাগার।
বন্দিনী হইতে যদি সাধ নাহি থাকে,
শীঘ্র এস। কেন যাব ক'র না জিজ্ঞাসা।
মান রাখ—করি মা মিনতি।

পরী। নবাবের
অনুমতি বিনা, এ ঘোর রজনীযোগে
তব সঙ্গে পলায়নে মান কি বাড়িবে,
তার আগে আন নবাবের অনুমতি।

সাহা। অনুমতি আর কি আসিবে! এই চারু
অট্টালিকা আর কি মা নবাব দেখিবে।
তাই বলি শীঘ্র এস। মান রাখিবারে
যদি থাকে আকিঞ্চন, বিলম্ব ক'র না।
এ সুন্দর সুবর্ণ-পিঞ্জর মাঝে, আছে
নিহিত যে শর্ম রমণীর, ভুজঙ্গের
ফণার প্রহার হ'তে যদ্যপি রাখিতে
তারে চাও, শীঘ্র তবে সঙ্গ মোর লও।
বিশ্বাসের শীতল কোমল উপাধানে
শির রাখি, ঘুমাইতে নিশ্চিন্ত অন্তরে,
পিতা তব চিরনিদ্রা ক'রেছে আশ্রয়।

পরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—পিতা
মোর নাই?

সাহা। নাই—আর সে নবাব নাই।
অবস্থা যা দেখিয়া এসেছি তাঁর, তা'তে
বিশ্বাস আমার, আর নাই তব পিতা।
নবাবের অন্নে পুষ্ট, নবাব-কৃপায়
রাজ্যমধ্যে সর্ব্ব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত,
সয়তান-প্রতিমূর্ত্তি দুরাত্মা জাফর
নিদ্রিত নবাব-বক্ষে বিঁধিয়াছে ছুরি।
বিশ্বাসঘাতক অন্য যত অনুচর
সেই বেইমানি কার্য্যে হ'য়েছে সহায়।

পরী। কি শুনালে সাহাজান! এই কি পি
পরিণাম! হে ঈশ্বর, কি করিলে মোরে!
নিদ্রা গেনু রাজার নন্দিনী; জেগে দেখি—
নিদ্রার অপর পারে সমস্ত জীবন
ব্যাপিয়া রাজত্বের স্মৃতি-ছায়া।
পিতৃহীনা ধামহীনা ভিখারিণী দীন!
কি শুনালে সাহাজান!

সাহা। নবাবনন্দিনী!
রোদনের আছে অবসর। উপযুক্ত
নয় এ সময়। নিস্তব্ধ রয়েছে পুরী।
অবাধে এখন চলে নিদ্রার শাসন।
চীৎকারে ভেঙ্গ না রাজ্য তায়। সর্ব্বনাশ
হবে! আত্মরক্ষা হবে অসম্ভব। চ'লে
এস।

পরী। কোথা যাব?

সাহা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
স্থান। চল তোমা সেথা লয়ে যাই। ওই
পুনঃ উঠে কোলাহল। দুরাত্মা পশিল
বুঝি পুরে। ত্বরা এস পরী! এল—এল
হ'ল সর্ব্বনাশ! নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তা
করিবার তরে, সমস্ত জীবন আছে।
পিতার উদ্দেশে দিতে শোকাশ্রু-অঞ্জলি
আছে চক্ষে সাগরের জল। চ'লে এস।

[পরীবানু ও সাহাজানের প্রস্থান।

(জাফর ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জাফর। এই ত নবাবনন্দিনীর ঘর। কিন্তু পরীবানু কই! কি হ'ল—কোথা গেল। পরীবানু কোথা গেল।—কে নিয়ে গেল। কে পলালে! তল্লাস কর—তল্লাস কর। যে নিয়ে গেছে, তাকে শূলে দাও। যে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে সপুরী এক সাত কর। জলদি যাও—জলদি চল।

তৃতীয় দৃশ্য

নাচঘর।

দেবল ও সৈনিক।

দেবল। কি ক'রলে?

সৈনিক। আর করা কি জনাব। খাওয়া আর ...। উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক।

(জাফরের প্রবেশ)

জাফর। সবাই এসেছে?

দেবল। সবাই এসেছে,—শুধু বৃদ্ধ অনন্তরাও আসেনি।

জাফর। কেন?

দেবল। দেওয়ান বলেন—আমি গোলামের ...হে মাথা হেঁট করতে পার্ব্ব না।

জাফর। বটে (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া), ...াই হায়?

সৈনিক। গোলাম হাজির খোদাবন্দ!

জাফর। জল্‌দি যাও,—একশ সিপাই সঙ্গে ...য়ে অনন্তরাওকে হাতে পায়ে বেঁধে, গ্রেপ্তার ক'রে ...ন।

দেবল। আর আমার বিশ্বাস, নবাবপুত্রকে ...রে রাখবার যদি কেউ সহায়তা ক'রে থাকে সে অনন্তরাও।

জাফর। যাও—আর বিলম্ব ক'র না।

[সৈনিকের প্রস্থান।

জাফর। দেওয়ান! আপাততঃ এ কার্য্য শেষ ... এই রাজবংশীর ওমরাওগুলোর যা হোক ...। দেখবেন কর—তারপর তোমার সকল ...সিপাহ ক'রছি। শীঘ্র কার্য্য শেষ কর, আমি ...ই বিশ্রাম নিই।

[প্রস্থান।

দেবল। যা ব্যাটা পাতি নেড়ে, জহ্লাদের ...ও হাতে এনেছে মনে ক'রে নাকে সরষের ... দিয়ে ঘুমুলে। যে রাজ্য বাবুল-সা তুমিন ...ত পারলে না, সে রাজ্য তোর হাতে থাকবে ...ন! এ রাজ্য ভবিষ্যতে আমার। আমারই ...তি-পথে তুমিই এ রাজ্যের সিংহাসনের পথ ...ষ্ক হবে।

(বিষণের প্রবেশ)

বিষণ। কি করলে বাবা? সব মারলে!

দেবল। জাফর এখন নবাব। নবাবের হুকুমে ওমরাও সব খুন হ'ল, আমার কি।

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। হুজুর! আর কি করতে হবে আদেশ করুন।

দেবল। অনন্তরাওকে ধ'রে আন। নবাবের জোর হুকুম,—যা বিষণ, সঙ্গে যা।

[ঘাতকের প্রস্থান।

বিষণ। এই মহাপাপ, এতেও নিবৃত্তি নাই। আবার সে দুর্ব্বল নিরপরাধ নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার! আর সে কাজে আমি যাব? নিরীহ নবাবের এই ভীষণ হত্যা দেখে, আমাতে পাপ স্পর্শ ক'রেছে। বাবা! আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চল্লুম।

দেবল। আরে মূর্খ, অনন্তরাওকে রাখতে আছে! সে বেঁচে থাকলে তুমিনে নবাবকে আয়ত্ত ক'র্ব্বে,—অমনি রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হবে, অমনি দেবলের টুঁটি ফাঁসির দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। উপযুক্ত সন্তান! তখন কি তুমি পিতার কষ্টো-পার্জ্জিত অর্থে, গুঁজিয়া ফকিরি বংশলোপ করতে নিযুক্ত থাকবে। নে—চ'লে আয়।

বিষণ। অনন্তরাওয়ের দয়াতেই আজ তুমি এই গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত, নইলে তুমি কে? থাকতে কোথায়? চিনতো কে? বাবা! উপকারীর সর্ব্বনাশ ক'রো না। যা করেছো তা ক'রেছো।—অনন্তরাওয়ের অনিষ্ট করো না। কের —কের।

দেবল। এখন যাস্ তো আয়।

বিষণ। দেখ বাবা!

দেবল। বলি যাস্‌তো আয়।

বিষণ। আচ্ছা বাবা!

দেবল। আবার বাবা।

বিষণ। শোন বাবা!

দেবল। না,—এ ব্যাটা কচ্‌লে কচ্‌লে, বাবা শব্দটাকে কলকে ফেল্লে দেখছি। বলি আমার সঙ্গে যাবি কি না?

বিষণ। না।

দেবল। এই "না" কইতে অত 'বাবা'র অবতারণা ক'চ্ছিলি কেন?

বিষণ। বোকা বদ্‌মায়েস আত্মহত্যা করে, মূর্খ বদমায়েস মানুষ মারে;—আর সেয়ানা বদ্‌মায়েস দেশ নষ্ট করে। তুমি দেশটাকে খেলে দেখছি।

দেবল। যাস্ তো আমার সঙ্গে আয়।

(দূতের প্রবেশ)

দেবল। খবর কি?

দূত। অনন্তরাও ধরা প'ড়ল না।

দেবল। সে কি?

দূত। সকলের চক্ষে ধূলো দিয়ে, অন্ধকারের আশ্রয় ধ'রে—কোথায় স'রে প'ড়েছে। গৃহ শূন্য—জনপ্রাণীও তার ভেতর নেই।

দেবল। সর্ব্বনাশ ক'রলে, সব পণ্ড হ'ল—এস, সঙ্গে এস। ভাল ক'রে সন্ধান কর, আটঘাট আগ্‌লাও—শীঘ্র এস।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

শ্যামলী।

গীত।

চোখের দেখা পাব ব'লে, আশায় কূলে থাকি চেয়ে।
সেধে কেঁদে মনটি বেঁধে তবু ছুটি দাগা খেয়ে।
চাঁদের আলো ফুলের হাসি,
এক নিমিষে করে বাসি,
উদয় হ'য়ে হৃদয়শশী বুকে নিতে এলো ধেয়ে।
আঁখি-ধারার ভরা নদী,
শুকিয়ে বিধি দিলে যদি,
প্রাণের নিধি নিরবধি থাকে যেন প্রাণটি ছেয়ে।

(ছুলিয়ার প্রবেশ)

ছুলিয়া। বলি ও রাজাবউ!

শ্যামলী। কিরে মিন্‌সে!

ছুলিয়া। বলি ক'রছিস কি?

শ্যামলী। ব'সে ব'সে ভাবছি।

ছুলিয়া। ভাবছিস!

শ্যামলী। শুধু ভাবছি—ভাবতে ভাবতে ভ
হয়ে গেছি।

ছুলিয়া। বলিস কি রাজাবউ, অবাক্ ক'র
বে! তোর ভাবনা আছে!

শ্যামলী। এইবারে এসেছে।

ছুলিয়া। বেশ্—ভাবনাটা কি শুনতে প
না!

শ্যামলী। ভাবছি, আমার অদৃষ্টে হ'ল কি
যাকে এক দিন এক দণ্ডের জন্ত স্থির দেখতে পাইনি
সে আজ একটি মাস ভাল মানুষটির মত আম
কাছটিতে ব'সে আছে। দিবারাত্রি বিরহ স'
স'য়েই জন্ম গেল, আজ কা'ল কি না বিধাতার এ
অনুগ্রহ! তাই ভাবছি, আমার হ'ল কি
খাওয়াতে ব'সেছি, মুখের গ্রাস ফেলে উঠে গেছি
—সেই আজও যাওয়া কালও যাওয়া। আমি ব'
বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্—রেঁধে বেড়ে প্রতীক্ষ
ব'সে আছি—সেই আজও আসা কালও আস
উপবাসে এই রকম আমার কত দিন কেটে গেছে
সেই তোকে দিবারাত্রি কাছটিতে দেখ্‌ছি। চো
নিধি একদণ্ডের জন্ত চক্ষের অন্তরালে নেই
ছায়ার ন্যায় আমি তোর কাছায় সহচরী—এ
বিধাতার অনুগ্রহ ছুলিয়া! ভাবছি, ভেবে
কিনারা পাচ্ছি না। মনটা তাই কেমন কে
ক'রছে। সত্যি বল দেখি ছুলিয়া, এ আম
হ'ল কি!

ছুলিয়া। এখন থেকে এই রকমই হ'তে চ
রাজাবউ। শ্যামলীর কাছ থেকে আর অ
অন্যত্র যেতে হবে না। মথুরা মহারাজ বলে
"এইবার থেকে তোমার খোলসা।" দ
হয়, মাঝে মাঝে দেখা ক'রে আসবো। দেখ
আর বারো মাস থাকবার দরকার নেই। য
মহারাজের কৃপায় দেশের সমস্ত ডাকাত সং
হয়েছে, চাষ বাস ক'রে সংসার প্রতিপালন ক'
কাজেই তারও কোন কাজ নেই—আমারও নেই

শ্যামলী। ভাল, দেখা যাক্।

নেপথ্যে। ছুলিয়া ঘরে আছিস?

ছুলিয়া। কে রে?

নেপথ্যে। আমি মধু। দোর খোল।

শ্যামলী। ওই হ'ল ছুলিয়া! আমার চো
দশা প্রতিপদেই বুঝি অস্ত যায়। ততক্ষণ
বুকতে দিলে না।

দুলিয়া। আরে না, না। ও বুঝি আমারই
 ছুটী পেয়ে দেখে এসেছে।
শ্যামলী। ভাল, এখন ত দোর খুলে দে।

(মন্নুর প্রবেশ)

দুলিয়া। কি খবর মন্নু ?
মন্নু। খবর আর অন্য কিছু নয়—এখনি
ায় যেতে হবে।
শ্যামলী। আর মুখ চাইলে কি হবে, যেতে
 সে অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।
দুলিয়া। বড় বিশেষ দরকার কি মন্নু? আজ
 গেলে হয় না ? ?
শ্যামলী। এ কি দিনসে ! আজ নূতন কথা
ান কেন? এখনি দুর্গা ব'লে রওনা হ'।
 হচ্ছে যেন সমস্ত পথটা ছুটে আসছিস্—
ার কি মন্নু ? বাবার সংবাদ ভাল ত ? বল-
ভাই ভাল আছে ত ?
মন্নু। মনিবের বড় বিপদ !
শ্যামলী। বিপদ !—সে কি !
দুলিয়া। রঘুয়া মহারাজ থাকতে মনিবের
 ! সে কি মন্নু !
মন্নু। আমাদের নবাব সুরাট বন্দরে তাপ্তী
 ধারে এক বাগান তইরি ক'রছিল শুনেছিলি ?
দুলিয়া। শোনাশুনি কি, আমি চক্ষে দেখে
ছি, তাতেই বুঝেছিলুম, তইরি হ'লে দুনিয়ার
 নূতন সামগ্রী হবে। কিন্তু তার সঙ্গে মনিবের
 কি ?
মন্নু। সেই বাগান অল্পদিন হ'ল তইরি
ছে। নবাব দিন তিনেক হ'ল আমীর
াও সঙ্গে ক'রে সেই বাগানে বাস ক'রতে
লন।
দুলিয়া। তারপর ?—
মন্নু। নবাব রাত্রিতে বাগানবাড়ীতে শুয়ে-
ন, এমন সময় নবাবের খোজা—সেই যে
র খাঁ—সেই যে বেদানা বেচতে গুজরাটে
ছিল ! রঘুয়া মহারাজ যাকে নর্মদার জল থেকে
 এনেছিল—
দুলিয়া। বুঝতে পেরেছি, তারপর কি
বা।
মন্নু। সেই আকবর খাঁ নবাবকে খুন ক'রেছে।
শ্যামলী। সর্বনাশ ! তারপর ?

মন্নু। তারপর সে সহরে এসেই কেল্লা দখল ক'রে নিজে নবাব হয়েছে। যত বড় বড় নবাব-বংশের ওমরাও ছিল, তাহাদের নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ীতে এনে মেরে ফেলেছে

শ্যামলী। আমাদের মনিব ?

মন্নু। ভগবান তাঁকে রক্ষা ক'রেছেন, রঘুয়া মহারাজ পাষণ্ডদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, সওদা আগলে মনিব ও বলদেব ভাইকে সরিয়ে দিয়েছে। মনিবের বাড়ীর একটি প্রাণীকেও দুরাত্মারা হত্যা ক'রতে পারেনি।

শ্যামলী। যাক—বাবা ও বলদেব ভাই বেঁচে আছে ?

মন্নু। প্রাণে বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় গিয়ে যে আশ্রয় নিয়েছে, রঘুয়া মহারাজ খুঁজে পাচ্ছে না। আজ দুদিন ধ'রে খুঁজছে, তবু তাদের দেখা নাই।

দুলিয়া। তা'হলে ত বড় বিপদ মন্নু।

মন্নু। বড় বিপদ।

দুলিয়া। তাহ'লে চলুন শ্যামলী।

শ্যামলী। কাপড় চোপড় এনে দিই ?

দুলিয়া। এখনি—আর দাঁড়াতে পারি না।

মন্নু। দাঁড়ালে বিশেষ ক্ষতি। রঘুয়া মহা-রাজ একা সকল দিক দেখতে পাচ্ছে না।

[শ্যামলীর প্রস্থান।

দুলিয়া। তাহ'লে একা গেলে ত চলবে না

মন্নু। আরও দু পাঁচজন লোক চাই ত।

মন্নু। হ'লে ত ভাল হয়।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

দুলিয়া। ও কি রাঙ্গাবউ! অত বড় পুঁটলি কেন ?

শ্যামলী। আমি যাব।

দুলিয়া। সে কি ?

শ্যামলী। মন ব'লছে, না গেলে মনিবকে আর দেখতে পাব না।

দুলিয়া। তা হয় না।

শ্যামলী। কেন হবে না ?

দুলিয়া। তুই পাগল হয়েছিস্ !

শ্যামলী। তোরা বিপদ মাথায় ক'রে চ'লে যাবি, আর আমি আকাশ পাতাল ভাববার জন্য এ অন্ধকূপে প'ড়ে থাকব।

ছুলিয়া। শুনছিস ভয়ানক বিপদ, তুই সঙ্গে গিয়ে কি বিপদের উপর বিপদ ঘটাবি?

শ্যামলী। আমাকে নিয়ে তোদের বিপদ কি?

ছুলিয়া। তোর একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শ্যামলী। আমার না তোর?

ছুলিয়া। অনেক দিন বোধ হয় আয়নাতে মুখ দেখিসনি। যাবার আগে একবার দেখে আয়। বুঝতে পারবি, ও সামগ্রী অরাজক রাজ্যে যাবার নয়।

শ্যামলী। বলিস কি! সিন্ধিনী আমি—আমি কি তোদের মুখ চেয়ে পথ চলি?

ছুলিয়া। না শ্যামলী। তা-হয় না।

মন্নু। ঝগড়া করিস্ কেন শ্যামলী? তোরে সঙ্গে নিয়ে গেলে রঘুয়া মহারাজ ব'লবে কি?

শ্যামলী। বেশ—(বস্ত্র প্রদান) এই নে।

ছুলিয়া। তা'হলে চল্লুম।

[প্রস্থান।

শ্যামলী। দুর্গা দুর্গা!—আর যদি মনিয়কে না দেখতে পাই! মন বড় কু গাইছে, আর যদি বলদেব ভাইকে না দেখতে পাই—যদি কাউকেও না দেখতে পাই! চোখ আছে, দেখব না? আমি কি কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না? রঘুবীরের ভগিনী—কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না! কলঙ্ক—রঘুবীরের কলঙ্ক। সোয়ামীর কি? সে স্বার্থপর, নিজের সুখটি বেশ বুঝলে—কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলে। আমাকে ঘরে রেখে, নিরাপদ বুকে ভরা বুকে চ'লে গেল। আমাকে সুখী দেখাই তার সুখ। সে জন্য সে আমার ভাইয়ের কষ্ট বুঝলে না, নিজের কষ্ট বুঝলে না। এত বড় স্বার্থপরকে আমি অমনি ছেড়ে দেব? সঙ্গে যাব, জ্বালাতন ক'রব। আমায় একা ফেলে যাবার প্রতিশোধ নেবো!—মনিয়া, মনিয়া!—ও মনিয়া ঠাকুরঝী!

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া। কি বউ?

শ্যামলী। আমার ঘরের চাবি নে। ধুনো দিস্, সন্ধ্যে দিস্।

মনিয়া। এ কি কথা! দাদা কোথা গেল?

শ্যামলী। চ'লে গেছে।

মনিয়া। ঝগড়া ক'রেছিস না কি? রাগ ক'[রে] গেল না কি?

শ্যামলী। না, বিশেষ দরকারে গেছে।

মনিয়া। বেশ ত, তা ত দাদা বরাবরই যা[য়]। তুই যাবি কোথায়?

শ্যামলী। তোর দাদা যেখানে গেছে।

মনিয়া। তবে দাদার সঙ্গে গেলিনে কেন?

শ্যামলী। সঙ্গে নিলে না।

মনিয়া। তবে যাবি কেমন ক'রে?

শ্যামলী। একা।

মনিয়া। সে কি! তুই যে কুলের বউ।

শ্যামলী। তোর ভাইয়ের বউ—শ্রীর... নিয়ে সাগর লঙ্ঘে যাব, আমার শক্তি রোধে কে...

মনিয়া। ওমা, এ কি কথা!

শ্যামলী। ঠাকুরঝি! হাতে ধরি, যাবা... প্রাণ স্বামীর সঙ্গে ছুটে গেছে, এ দেহকে আ... ক'রে প্রাণ-ছাড়া করিসনি। একটা তুচ্ছ... আমি, আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার দেবতা... পরোপকারকার্য্য ত্যাগ ক'রে, আমার কাছ... এসে ব'সে থাকবে—এ আমি কেমন ক'রে স... সেইজন্য আমি এতকাল বিরহকে বিরহ... না ক'রে আনন্দে বন-হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বি... ক'রেছি। কিন্তু আর ক'রব কেন? ইচ্ছা ক... একমুহূর্ত্তে যে বিরহকে দেশত্যাগী ক'রে... পারে, সেই হব আমি বিরহের দাসী! সময়... অবসর নেই, সে কি না আমাকে এসে উৎ... ক'রবে! না মনিয়া! রাগে আমার অঙ্গ জ্ব... আমি চল্লুম। এই নে সিন্দুকের চাবি। ... আমার বিবাহের সময় আমাকে যে মণি যৌ... দিয়েছে, সেইটে আমায় এনে দে। সেটা... নিয়ে গেলে বাবা আমার বড় দুঃখ করে। ... এইনে ঘরের চাবি, ধাঁই দিস্, সন্ধ্যে দিস।

মনিয়া। আস্‌বি কবে?

শ্যামলী। (মুখচুম্বন করিয়া) যা কা... জিজ্ঞাসা করিস্। তোকে ফেলে যাচ্ছি, আ... কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস্ কেন মনিয়া?

——

পঞ্চম দৃশ্য

নর্ম্মদাতীর।

নাবিক।

নাবিক। আমিও ফকীর হ'লুম, দেশেও আকাল
। ঘটী বাটী গহনা পত্র বেচে খা ওইরি করলুম।
খানে লোকজন পার ক'রে দিন গুজরান করব,
কোথা থেকে নূতন নবাবের হুকুম বেরুল যে,
কেউ লোকজনকে নদী পার করবে, অমনি
র গর্দ্দান যাবে। হা আল্লা! তোমার মনে
ছিল! কি ক'রে খাই, কি ক'রে জরু
য়ালকে খাওয়াই।

(অনন্তরাও ও বলদেবের প্রবেশ)

অনন্ত। আমরা এলুম, কিন্তু রঘুবীরকে পেলুম
। সে না এলে আমার আসা যে বৃথা হ'ল।
ল আসছে না, পা চলছে না, রঘুবীরকে ফেলে
ছি। আমি যে তাকে বড় যত্নে পালন
রেছি। সে যে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমার
। কি হবে বলদেব? আমাদের জীবন রক্ষা
র শেষে রঘুবীরকে প্রাণ দিতে হ'ল?

বল। ভয় কি বাবা। মাঝিকের দেবতা
র।

অনন্ত। হাঁ বাপু মাঝী।

নাবিক। কি হুজুর!

অনন্ত। আমাদের দুই জনকে পার ক'রে দিতে
?

নাবিক। হুজুর, আমি পারব না।

অনন্ত। কেন বাপু মাঝী? ভাল রকম
স করব।

নাবিক। সামান্য বকসিসের জন্য গর্দ্দান দেবে
হুজুর?

অনন্ত। গর্দ্দান যাবে—গর্দ্দান যাবে? তা
কাজ নেই বাপু মাঝী।

নাবিক। নতুন নবাবের হুকুম—তাঁকে না
রে যদি কাউকে পার করি, তা হ'লে আমার
হাওয়াল—যে যেখানে কেউ আছে, সবাইকে
লাতে যেতে হবে।

নন্ত। তা হ'লে কাজ নেই বাপু মাঝী।—
া অজয় যাই। আর বলদেব, বলে চুকি।
দেখ বাপু মাঝী। পার করতে পার আর না পার, আমরা যে এখানে এসেছি, কাউকে ব'ল না।

নাবিক। তা ব'লতে যাব কেন হুজুর। উপকার করতে পারলুম না ব'লে কি ক্ষতি ক'রব? কি করব হুজুর! গরীব—ছেলে পুলে আছে—উপার্জ্জন ক'রতে একা আমি—জানের ভয় করি।

অনন্ত। তুমি বড় ভাল লোক বাপু মাঝী। পার করলে কিছু পেতে, প্রাণের ভয়ে পারলে না। পরের অপরাধে তোমার ক্ষতি হয় কেন।—এই নাও বাপু কিছু বকসিস।

(স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

নাবিক। সে কি হুজুর—কিছু করলুম না—হুজুর!

অনন্ত। তা হোক—তুমি বড় ভাল লোক—আমি মনখোস হয়ে দিচ্ছি—না ব'ল না।

নাবিক। যা থাকে বরাতে—হুজুর, তোমাকে আমি পার ক'রব।

অনন্ত। না বাপু, আর আমি পার হব না। আমার জন্য তোমার সর্ব্বনাশ হবে কেন—চল্ বলদেব! কি ক'রে তোরে বাঁচাই বলদেব?—আমার অন্ধের নড়ী—আমার আশার শেষ—

বল। আমার জন্য ভাবছ কি?—সম্মুখে স্থিরা নর্ম্মদা—বিরামদায়িনী নর্ম্মদা—যাই ত ওর কোলে যাব। তা ব'লে বেইমানকে ধরা দেব?

অনন্ত। তাই বুঝি যেতে হয়।—আমার সব যেখানে গেছে—অবশিষ্ট তুই—তুই বা সেখানে না যাবি কেন?

বল। সব গেছে কি পিতা?

অনন্ত। এখানে নয়—বনে চল। কিছুক্ষণের জন্য আত্মরক্ষা কর—সব শুনতে পাবে। আসি বাপু মাঝী।—সেলাম।

নাবিক। হুজুর!

অনন্ত। দুঃখ ক'র না বাপু মাঝী। নসীব—নসীব।

[প্রস্থান।

নাবিক। যা থাকে অদৃষ্টে, পার করি—নদী ডাকি। মরণ? সেত একদিন আছেই। এমন ভাল লোকের কিছু করতে পারলুম না। অমনি অমনি দুঃখ রেখে যাব। যা থাকে অদৃষ্টে, পার করি। নদী ডাকি, যেতে না চায়, হাতে পায়ে ধ'রেও পার করি।

[প্রস্থানোদ্যত।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। বাপু! এ দিকে একটি বৃদ্ধ ও সেই সঙ্গে একটি যুবক দেখেছ?

নাবিক। সর্ব্বনাশ! এই বুঝি ধরতে এসেছে! কিছুতেই বলব না।—

রঘু। বল না বাপু,—চুপ ক'রে রইলে যে!

নাবিক। বোকা মাঝী—কথা কইলে ধরা প'ড়ব—দাঁতে জিব কামড়ে থাকি! কোন মতেই কথা কইব না।

রঘু। কিহে বাপু! হাঁ কি না যা হ'ক একটা বল—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝতে পেরেছি—তাদের দেখেছ; কিন্তু বলতে সাহস ক'রছ না।

নাবিক। হাঁ হুজুর!

রঘু। ভয় নেই, আমি তার আত্মীয়। তুমি নিঃসঙ্কোচে বল—কিছু ভয় নেই!

নাবিক। না হুজুর!

রঘু। না হুজুর কি!

নাবিক। হাঁ হুজুর!

রঘু। না হুজুর হাঁ হুজুর করছ কেন?

নাবিক। কি আর করি হুজুর! না ক'রে যে আর উপায় নেই!

রঘু। তোমায় কাপ্তান কি বারণ ক'রে গেছে?

নাবিক। না হুজুর!

রঘু। আঃ মূর্খ! প্রকাশ করতে বাকী রাখলি কি?

নাবিক। আজ্ঞে না হুজুর! আমি কখন কারও কিছু বাকী রাখিনি, সবই নগদা-নগদি!

রঘু। কাউকে কি নদী পার হ'তে দেখেছিস্?

নাবিক। আমি দেখতে জানি না হুজুর।

রঘু। তুই ঠিক দেখেছিস্—তারা নিশ্চয় এসেছে—তুই দেখে বলছিস্ নি!

নাবিক। দোহাই হুজুর! আমি দেখতেও জানিনি, বলতেও জানিনি।

রঘু। বেশ, আমাকে নর্ম্মদা পার ক'রে দিতে পারিস্?

নাবিক। আর সব পারি, কেবল ওইটেই পারিনি।

রঘু। তবে দূর হ!

নাবিক। আজ্ঞে হাঁ হুজুর। সেই ভাল। তা' হলে হুজুর সেলাম করি।

রঘু। তোকে পুরস্কার দিতুম,—বলতে পারলিনি! দেখে থাকিস্ ত বল—আমি সেই বৃদ্ধের পরমাত্মীয়। বিষম দুর্য্যোগের সূত্রপাত—ঝড় উঠলো—নর্ম্মদা এখনই সংহারিণী মূর্ত্তি ধরবে। সম্মুখে গভীর বন, নিকটে আশ্রয় নেই—জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। তিনি আমার প্রভু—পিতা। দেখে থাকিস্ ত বল্ ভাই! চিরকালের মত তো[র] কেনা থাকব।

নাবিক। খোদার কসম—মিথ্যে ক'রো না। সত্য ক'রে বল তুমি কে?

রঘু। রঘুবীরের নাম শুনেছিস্?

নাবিক। তুমিই সেই?

রঘু। আমিই সেই।

নাবিক। তুমিই এক চড়ে এক বাঘ মেরেছ?

রঘু। আমিই।

নাবিক। তুমিই শুঁড় ধরে একটা বুনো হাতী বন থেকে টেনে এনেছ?

রঘু। আমিই।

নাবিক। একটা আস্ত তালগাছ মাথায় ভেঙ্গে দাঁতন করেছিলে তুমি?

রঘু। (হাস্য) আরে পাগল, তা কি মানুষ পারে!

নাবিক। এই নর্ম্মদায় টপ ক'রে ডুব দি[য়ে] একটা কালামুখো শুশুক্ আর কুমীর ডাঙ্গায় তুলেছিলে তুমি?

রঘু। আমি।

নাবিক। তুমিই বোম্বাওয়ালাকে নর্ম্মদা থে[কে] উদ্ধার করেছো?

রঘু। এতক্ষণ হাসিমুখে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিলেম মিঞা। আর থাকতে পারলেম না। সেই নরাধমকে রক্ষা ক'রে আমি দেশের সর্ব্বনাশ ক'রেছি। এখনও অবিশ্বাস করছ—পা ছুঁয়ে দেখছ—বড় নরম—না?

নাবিক। বাবা! তিন বচ্ছর দাঁড় টেনে হাল ধ'রে, কোটে টেনে হাত দুরস্ত ক'রেছি,—পা[য়ের] কাছে হারলো বাজী! তুমি রঘুবীর। এই বুড়ো পা—বাও—এখানে কেউ আসেনি। উঃ! (চীৎকার)

রঘু। কি হ'ল—কি হ'ল মিঞা?

নাবিক। ওরে বাবা! আঙুলে এত জোর! এমনি হাতের হাড় ভেঙে হাড়ু হবে দিয়ে আর কি! এখন বুঝেছি—ওরে বাবা!

রঘু। বুঝেছো?

নাবিক। বিলক্ষণ বুঝেছি!—ছেলেপুলে কাছে থাকলে এই এক চিপনীতেই বংশলোপ হয়ে যেত! ওরে বাবা রঘুবীর! তোমায় ত আমি নায়ে তু'লতে পারব না। তুমি যে নায়ে উঠে, আহার ক'রে, দাঁতে একটি চিপনী দেবে, আর আমার না খানা খেতে দেখতে খানচান হয়ে যাবে, সেটি হচ্ছে না। উঃ বাবা,—এক চিপনী নাক চিড়িক মারে যেয়ে!

রঘু। তবে কি আমার মনিব ওপারে?

নাবিক। রক্ষা কর বাবা। তোমার মনিব মনিব—তোমার গন্ধও আর ওপারে নয়। কে বাবা না খানি দুইবে, ছেলে পুলেকে না খাইবে হবে? ছেড়ে দাও বাবা ভিক্ষা মাগের—দুড়ি হুজুর রঘুবীর! ঝড় উঠলো, আমি ঘর পালাইছে।

রঘু। তা হ'লে আমার মনিব কোথা?

নাবিক। এই ঝড়ের ভেতর বাবা!—উঃ কটকট, মড়মড়, চিড়িক চিড়িক, কটাস্ কটাস্, ঝাস্ ঝড়াস্ নানা জাতের আওয়াজ—রঘুবীর—কর বাবা!

রঘু। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্মদা।
ফেনিল বারুণী বুকে তুলিয়া হুঙ্কার,
দশদিকে উন্মত্ততা করিয়া প্রচার,
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী?
জানি না কি স্বর্গচ্যুত কৌমুদী পুতুলী
কি অপূর্ব পারিজাত লোভে, প্রভঞ্জনে
ধরেছে সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে
পুরিয়া অঞ্জলি। শোণিত-সিঞ্চিত ধরা
আগে হ'তে দুরাত্মার নির্ঝর চরণ-
তলে ধর ধর কাঁপে—কাঁপে প্রাণ, তার
যাতনায়। তবে কেন নর্মদা সুন্দরী!
আমার জীবন! দৃষ্টি বহি, অবিরাম,
সহস্র কর্ষণ হতে বাধিত শরীরে
তার করিস প্রহার? কথা কে নর্মদা!
অতীত বরষ শত, এমনি জীবন
নিশা—এমনিই ঘন অন্ধকারে, তব
বক্ষে করি ভীম রণ, এক নরাধমে
কাড়িয়া লইয়াছিনু তব গ্রাস হ'তে।
প্রতিহিংসা ল'তে তাই এলে কি নর্মদা?
নিয়তির কার্য্যে বাধাদানে, করিয়াছি
সেই মহাপাপ, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিব তাহার। জীবন মৃত্যুর তরে
আবদ্ধ প্রভু মোর, আসিয়াছি তব
জলে প্রাণ বিসর্জ্জিতে। শিরপুত্র সঙ্গে
আছে তার—আর আছে পুত্র সব এই
মহাব্রত—একের জীবন বিনিময়ে
এত প্রাণে হবে নাকি সন্তোষ তোমার?
তবে শোন উন্মাদিনী কল্লোলিনী। দেখা
যদি নাহি পাই তার, তোমারে করিব
আত্মদান, ক্লান্ত আমি সংসারে ঘুরিয়া।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন।

সাহাজাদা, পরীবানু।

সাহা। পরী! বিদ্যুতের জন্য এই শিলাতলে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি স্থান অন্বেষণ করি। ভয়ানক ঝড়—মহাপ্রলয়—পরী! তোকে পাবার জন্য চারিদিক থেকে যেন শয়তানের অনুচরেরা হাত বাড়াচ্ছে। দানা তাণ্ডব নৃত্য করছে—ডাকিনী খলখল হাসছে। পরী এই শিলার আশ্রয়ে অবস্থান কর। খোদা! পরীকে রক্ষা কর—এদের বাহুবলের দুর্ভিক্ষ হাতে ফেলো না। এ কোহিনুর প্রলয় পাথারে ডুবিয়ে যেও না। ব'স পরী, আমি স্থান দেখি।—কোথাও যাসনি।—এ শিলাতল পরিত্যাগ ক'রে এক পদও অগ্রসর হ'সনি। যদি স্বয়ং পীর এসে স্থান ত্যাগ ক'রতে বলে, তবু উঠিসনি। আমি খুঁজে দেখি—অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখি—এ নির্মম কঠোর অরণ্যের বুকে এক বিন্দুও দয়া'র অস্তিত্ব আছে কি না।

পরী। আমি এইখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকব?

সাহা। চুপ ক'রে থাকবি—একপদও স্থানান্তরে যাসনি।

পরী। ফিরতে কতক্ষণ হবে?

সাহা। যতক্ষণ না আশ্রয় পাই।—(মস্তকে বৃক্ষপতন) পরী—পরী! সব শেষ—আমি গেছি—আমার জীবন শেষ—প্রকাণ্ড গাছ আমার মাথে পড়েছে।—আমি মলুম! আমি মলুম!

পরী। হা আল্লা! আমার সব গেল!—কই কোথা তুমি—কতদূরে তুমি?

সাহা। উঠো না, এসো না।

পরী। তুমি গেলে আমার কি হবে!

সাহা। জানি না—উঠো না। কোথাও যেও না। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে বসিয়ে রেখেছি—ব'সে থাক। যদি অনন্তরাওয়ের গৃহে আশ্রয় পাও—তা হ'লে লোকালয়ে ফিরো। নচেৎ নয়—শিলাতল—ওইখানে—উঠো না। সব পিশাচ—সয়তান—উঠো না। এসো না—ন'ড়ো না—প্রকাণ্ড গাছ—মানুষের ক্ষমতা হবে না। হ'ল না—যাই—আল্লা!—

পরী। সাহাজান—সাহাজান। কোথা তুমি? অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। খোদা! রক্ষা কর—সাহাজানকে রক্ষা কর। সাহাজান! সাহাজান!—এই বনের ভিতর কে কোথায় দয়ালু শক্তিমান আছ, এস—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। এই ভীষণ অরণ্যে,—এই নিবিড় অন্ধকারে—খুঁজি কোথায়? বিষম চীৎকারও বৃক্ষের শাখাভঙ্গ-শব্দে ডুবে যাচ্ছে। একটামাত্র আর্ত্তনাদ—কোন হতভাগ্য বিপন্নের এক করুণ কণ্ঠের স্বর—একবারমাত্র আমার শ্রুতিস্পর্শ করেছিল,—একপদ অগ্রসর হ'তে না হ'তেই, আবার প্রভঞ্জনের ভীম চীৎকারে মিলিয়ে গেছে। আর শুনতে পেলেম না। বড় অন্তর্বাতনার চীৎকার—কিন্তু কার? নর্ম্মদা কি হতভাগ্যকে গ্রাস ক'রলে?

পরী। কেগা তুমি?—কে কথা কইলে গা তুমি?

রঘু। এক রমণীকণ্ঠ! এই বিষম দুর্য্যোগে—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী লীলার মধ্যে কোমলপ্রাণা রমণী! কে মা তুমি? এ কি!—চুপ করলে কেন? কে মা তুমি? সন্তান নিকটে আছে, নির্ভয়ে কথা কও। কই মা! কোথা মা তুমি? বড়ই ভীষণ স্থান—মৃত্যুর আশঙ্কা পদে পদে। কথা কও। শপথ ক'রছি—সন্তানের কাছে বিন্দুমাত্রও ভয়ের কারণ নেই। ভৃত্য আমি, দাস আমি, পুত্র আমি, সহোদর আমি,—কথা কও। রক্ষা করতে এসেছি, রক্ষা করব। আত্মীয়-হারা যদি হও, সেই আত্মীয়ের সন্ধান ক'রে দেব। উত্তর দাও—এখনও দিচ্ছ না,—তবে বলপ্রয়োগে ধ'রে নিয়ে যাব—কাউকে বিপন্ন দেখে ফেলে যাওয়া আমার রীতি নয়। বিপন্ন সর্পকে রক্ষা ক'রে মাথায় দংশ নিয়েছি—তবু তাকে ফেলে আসিনি। উত্তর দাও।

পরী। একটি বৃদ্ধ বিপন্ন—গাছ চাপা প'ড়েছে

রঘু। কোথায়—কোথায়?

পরী। দুচার পদ এই দিকে যান।

রঘু। বেঁচে আছেন?

পরী। তা জানি না। (রঘুবীর-সহ বৃক্ষাপসারণ ও পরীক্ষা)

রঘু। মা। সব পরিশ্রম যে বৃথা হ'ল। যে প্রাণে বেঁচে নেই।

পরী। সাহাজান! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল

রঘু। কেঁদো না মা। এখন আত্মরক্ষার সময়। এ বৃদ্ধ তোমার কে?

পরী। পরমাত্মীয়।

রঘু। কে ইনি?

পরী। তা বলব না।

রঘু। বেশ, তোমাদের ঘর কোথায়?

পরী। তাও বলব না।

রঘু। বেশ—কোথায় রেখে আসতে হবে বল

পরী। কোথাও নয়।

রঘু। তাও কি কখন হয়!

পরী। আত্মীয় আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।

রঘু। সে অবস্থা ত আর নেই! আত্মীয় ত আর ফিরছেন না।

পরী। আমিও এখানে থাকব—আর ফিরব না।

রঘু। এ অন্যায় পণ।

পরী। তিনি বলেছেন—এখান থেকে উঠলে বিপদে পড়বি।

রঘু। চারিদিকে ঘিরে অন্ধ—প্রতিমুহূর্ত্তে মস্তকে বৃক্ষপতনের আশঙ্কা,—এ স্থান হ'তে অধিক বিপদ আর কোথায় জননী?

পরী। সর্ব্বত্র—তিনি বলেছেন সর্ব্বত্র।

রঘু। তা ঠিক—বিপদ যে সর্ব্বস্থানেই আছে তাতে আর সন্দেহ কি? মায়ের কোলে—মায়ের স্তন্যেও বিপদের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু মা এখানে যত, এত আর ত কোথাও নেই।

পরী। এখানে বিপদ শুধু প্রাণের—বাহিরে ধর্ম্মের। সয়তান এখন ভক্তরাটের সিংহাসনে। তুমি যেই হও—তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়।

রঘু। তুমি হিন্দু—না মুসলমানী ?

পরী। তা ব'লব না।

রঘু। হিন্দু ভাই-ভগিনীর সংসারে যেতে বাস
তে পারবে ?

পরী। তা হ'লে আমি মুসলমানী।

রঘু তা হোক—বিপন্না তুমি—হিন্দুর চক্ষে
া—তোমায় আশ্রয় দিলে হিন্দুর গৃহ অপবিত্র
না।

পরী। আমাকে নিয়ে কেন বিপদে পড়বে ?

রঘু। তোমায় দিবানিশি মৃত্যুর আবরণে ঘিরে
র। তুমি যদি প্রস্তুত থাকতে পার, তা হ'লে
সাধ্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।

পরী। নিরাপদ রাখা তোমার সাধ্য কি ?

রঘু। অবিশ্বাস করছ কেন মা ?

পরী। তাই যদি থাকত, তা হ'লে এমন
মান্ প্রজা থাকতে নবাব মাসুদসার কি
' তুচ্ছ গোলামের হস্তে মৃত্যু হয়।

রঘু। আপনি কি নবাব-নন্দিনী ?

পরী। আর পূর্ব্বস্মৃতি কেন ? আমি ভিখারিণী।

রঘু। নবাব-নন্দিনী! অনন্তরাওয়ের আশ্রয়ে
ও কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?

পরী। আপনিই কি অনন্তরাও ?

রঘু। তাঁর ভৃত্য—রঘুবীর। পালিত সন্তান।

পরী। ভাই! আমার হাত ধর—অভাগিনী
-নন্দিনীকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দাও।
পরমাত্মীয়ের আদেশ—যদি দেওয়ানজীর ঘরে
য় পাই, তবেই আমি লোকালয়ে ফিরব, নচেৎ
ঈশ্বর এসে আশ্রয় দিতে চাইলেও তাঁর কাছে
পারব না। ভাই! ভগিনীকে সঙ্গে নাও।

রঘু। এস ভগিনী—হিন্দুর গৃহ-শোভাকরী
। এই দারুণ অন্ধকার ভেদ ক'রে—অনন্ত-
রর অন্ধকার ঘর আলো করবে এস।

[প্রস্থান।

—

সপ্তম দৃশ্য

অরণ্যের অপরপার্শ্ব।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

নন্ত। হা নবাব পাষণ্ড জাফর! কি
? নবাবকে হত্যা করেও কি তোর জিঘাংসা-
প্রবৃত্তি চরিতার্থ হ'ল না ? তার আদরের ধন—
একমাত্র কন্যা—সোনার কুসুমকে অকালে বৃন্তচ্যুত
ক'রে উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলি ? নিষ্ঠুরা নর্ম্মদা!
এমন আনন্দ-প্রতিমাকে তুই কোন্ প্রাণে গ্রাস
করলি ?

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। এ কি পিতা। উন্মত্তের মত আত্মনাশ
করতে এ দিকে ছুটে এসেছেন ? এ যে নর্ম্মদাতীর।
শেষকালে কি জলমগ্ন হয়ে অপঘাতে প্রাণ
হারাবেন ?

অনন্ত। কিসের শব্দ হ'ল বুঝতে পারলি কি ?

বল। ও কোন্ হতভাগ্য গাছ চাপা প'ড়ে,
বুঝি প্রাণ খোয়ালে।

অনন্ত। গাছ চাপা প'ড়ে নয়—নর্ম্মদায়—

বল। তার আর আশ্চর্য্য কি! নিরাশ্রয়ের
আশ্রয়—তুমিই যখন আজ আশ্রয়হীন, তখন কত
হতভাগ্য যে নর্ম্মদায় পড়বে, তার সংখ্যা কি!

অনন্ত। হতভাগ্য নয়—হতভাগিনী।

বল। সে কি!

অনন্ত। নবাবের কন্যা পরীবাণু।

বল। সেকি ? কে ব'ললে ?

অনন্ত। কেউ বলেনি—মায়ের করুণস্বর শুনে
বুঝেছি। সে মধুর স্বর সপ্তাহ পরে আবার শুনলেম!
কিন্তু হা ঈশ্বর! আর বুঝি শুনতে পাব না।

বল। পিতা! এ শোকের সময় নয়—আত্ম-
রক্ষার সময়।

অনন্ত। আয় মা, ফিরে আয়। হায় রঘু!
বিপন্নাকে রক্ষা করতে এসে কি তোর এই
পরিণাম!

বল। হা ভগবান্! ক'রলে কি ? এমন
মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণকেও উন্মাদ করলে।—পিতা!
ফিরে এস।

অনন্ত। রোস মা, ওদের ধ'রে আনি।

বল। কাকে আনবে ? কে আসবে ?—
বাবা! চলে এসো, যে গেছে, সে গেছে—আর
আসবে না।

(পরীবাণুকে লইয়া রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কেন আসবে না বলদেব ? প্রাণের
টানে ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে আসে—ভগবান্ করতলগত

হয়, আর একটা তুচ্ছ জীবন ফিরে আসে না ? এই নাও পিতা, তোমার নন্দিনী। নিয়তির আবরণ ভেদ ক'রে নর্ম্মদার সহস্র উন্মত্ত তরঙ্গের শিরোভূষণ —সহস্রদল স্বর্ণকমল—জল ছেড়ে স্থলে এসেছে। পিতা ! চরণে আশ্রয় দাও।

বল। সেকি ?—সেকি ? ভাই তুমি ?—যথার্থ ই তুমি ?

অনন্ত। রঘু ! নিয়তি-প্রেরিত ভার। তুমি ভিন্ন এ ভার ধারণ করে সাধ্য কার ? এই নে, আমার কন্যা পরীবানুকে শ্যামলীর পাশে স্থান দে।

রঘু। বলদেব ! বড় অন্ধকার, পথ পিচ্ছিল —বন্ধুর। পরীবানুকে হাত ধ'রে নিয়ে চল।

পরী। ভগবান্ !—ভগবান্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

(রঘুবীর ও বলদেব)

রঘু। ভাই বলদেব ! সমস্ত রাত্রি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলুম, কেউ আশ্রয় দিলে না—দিতে সাহস করলে না ; এরূপ অবস্থায় সামান্য পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে পরীকে ত আর রাখতে পারি না। রাত্রিও শেষ হ'তে চলল, দিবালোকে ত পরীকে স্থানান্তরিত করতে পারব না। পরীবানুর সন্ধানে নিশ্চয়ই চারিদিকে চর প্রেরিত হয়েছে। দুরাত্মা জাফর নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত নাই।

বল। তা হ'লে করবে কি ?

রঘু। এই অন্ধকার থাকতে থাকতে, এই দুর্য্যোগের সহায়তায়, এস আমরা অরণ্যে প্রবেশ করি। বনের পাতা লতায় গভীর অরণ্যের ভিতর কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে আপাততঃ দিন কয়েকের জন্য সেখানে বাস করি, তার পর সুবিধা দেখে আমরা সবাই রামগড়ের রাজার রাজ্যে চ'লে যাব। আপাততঃ লোকের সমক্ষে অবস্থান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

বল। রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালি[ত] দুঃখ কা'কে বলে জানে না,—বনের ভিতর কর্‌লে পরী বাঁচবে কেন ?

রঘু। সময় সমস্তই সইয়ে দেবে ভাই। ব'লে নগরের মধ্যে আজ কাল ত তাকে [...] মত্তেই নিয়ে যেতে পারি না। যমের মুখ থে[কে] রক্ষা ক'রে কি তাকে জাফরের মুখে দেব ?

বল। তা হ'লে এক কাজ কর না দাদা— উপায়ে দুরাত্মা জাফর রুস্তমের নিশ্চয় [...] হয়েছে, সেই উপায়েই তার রাজত্বের নিশ[ানা] মিটিয়ে দাও না কেন ? রাজ্যেরও মঙ্গল হয়, [...] বানুও রক্ষা পায়। তীলকের এখনও ত দে[হে] দেহে প্রবাহিত।

রঘু। ছি বলদেব ! ওকথা মুখেও এনো [না]। তুমি দেবতা পিতার সন্তান।

বল। বৃদ্ধ-পিতা আজ কি অপরাধে বন[বাসী] দাদা ?

রঘু। অপরাধ অবশ্যই আছে, নইলে [...] কেন ?

বল। পিতা অপরাধী ?

রঘু। নিশ্চয়—পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'র, জা[নতে] পা'রবে।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। কতদূর কি ক'রে উঠলে রঘু ?

রঘু। কিছু ক'রে উঠতে পারিনি।

অনন্ত। তা হ'লে উপায় ?

রঘু। বনে ঢুকব।

অনন্ত। তার পর ?

রঘু। আপাততঃ কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে [...] ভেতরে বাস করব।

অনন্ত। বেশ—তা হ'লে বিলম্ব কর্‌ছ কে[ন] অন্ধকার থাকতে থাকতে নিয়ে চল। এখা[নে] আর থাকতে সাহস কর্‌ছি না।

[রঘুবীরের প্রস্থান।

বল। তুমিও দাদার মতে মত দিলে [...] অম্লানবদনে—বিনা তর্কে দাদার কথায় বনে ঢুক[লে]।

অনন্ত। মূর্খ বালক ! কবে তোর ভাই[য়ের] কথার প্রতিবাদ করেছি। একবার তার অ[...] কাজ ক'রেছি, তার ফলে আজ বনবাসী হয়ে[...] সাগর-পরিমাণ কামনা নিয়ে রাজপুত্রে [...]

...লুম, তার ফল পেয়েছি। তবে আর কেন ...? বনে প্রবেশ কর্—রঘুবীরের কথার প্রতি-...ধ্বনি।

(পরীবানু ও রঘুবীরের প্রবেশ)

...বী। হাঁ ভাই, তুমি নাকি বনে ঢুকতে ...হ'চ্ছ?

...ল। শুধু তোমার জন্য পরী।

...বী। ছিলুম নবাব-নন্দিনী—সাজ পিবিনি ...হারা—নবাবী ঐশ্বর্য্যকেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ...লুম। দারিদ্র্যে যে ঐশ্বর্য্য থাকে, তা ত ...ম না। সে ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেয়েছি। কি ...কি পুণ্যফলে তোমাদের সঙ্গ লাভ ক'রে, মধুরতা অনুভব করেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারী —যমুনা—দুর্ভাগ্য নামে উৎসর্গীকৃতা, আমাকে ঢুকতে ভয় দেখাও কেন ভাই?

...ল। তোমার যদি এমন অনুরাগ পরী! সে আর আমি বনে ঢুকতে কুণ্ঠিত হব কেন?

...বী। হ'বো না। দাদা বল্লে দারিদ্র্যের ...ক্ষে যে ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, তা অটল অব্যয়—...গামী সৌন্দর্য্য—ভগবানের প্রিয় সামগ্রী। আরও বল্লে, শুধু দুটি ফুলের লোভে ভগবান্ ...র এসে ভিখারী বিদুরের ঘরে উপযাচক হ'য়ে ...ই হতেন; আর হস্তিনার রাজা কত নিমন্ত্রণে ...ও সাধ্য সাধনাতেও তাঁকে ঘরে আনতে পার-... না। ভিক্ষাতেই যদি তাঁর এত লোভ, ...লে তুচ্ছ নবাবীর জন্য তেমন অভিনিবিষ্টকে ...বেব কেন?

...ম। কে বলেছে তুই নবাব-নন্দিনী? ...থেকে তুই আমার কন্যা—আমার বৃদ্ধ বয়সের ...ঙ্গিনী। আয় মা! তোর হাত ধ'রে বনে

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ।

জাফর ও সখার মা।

...ফর। হাঁ বিবি। তুমি পরীবানুকে কি ...দেখলে বল দেখি?

স, মা। জনাব। সে আর আপনাকে কি বলব। বড় কষ্ট ক'রে তাদের সন্ধান নিয়ে এসেছি। আপনাকে কি বলব—সে কি সুন্দরী। কিন্তু যা দেখলুম, তার তুলনা কই? ঘুটঘুটে আঁধার—কোলের মানুষটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না—সেই আঁধার ভেদ ক'রে সেই অগম্য বিজন বনের ভেতরে, চারিদিক আলো ক'রে, বাতাসে রূপ ছড়িয়ে—সে আপনাকে আর বেশী কি বলব জনাব! —যেন যমুনার কাল জলে সোনার কলসী ভেসে উঠল!

জাফর। বিবি! সে বস্তুটি যে আমায় এনে দিতে হচ্ছে।

স, মা। তাই ত জনাব—তাই ত জনাব! আমি হাবলা গোবলা মানুষ। সাত চড়ে আমার মুখে রা বেরোয় না। কি বলতে কি বলি, কি করতে কি করি। অবলা বিধবা—আমি কি পারব?

জাফর। তুমি নিশ্চয় পারবে। তোমার গুণের কথা শুনেই তোমায় আনিয়েছি। আর এই মুহূর্ত্তেই তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি! যাকে পাবার জন্য আমি তল্লাটের পথ নরশোণিতে প্লাবিত করেছি, তল্লাটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রাণিশূন্য করেছি, সেই অতুলনা সুন্দরী পরীবানু চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়েছে। চারিদিকে চর পাঠিয়েছিলেম, কেউ সন্ধান করতে পারেনি। তুমি করেছ। তুমিই আমার সহায়তার যোগ্যপাত্রী। পুরুষ হ'লে তোমাকে উজীর করতুম। তুমি স্ত্রীলোক, আর কি করব—তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত করব—পরীবানুকে ধ'রে দিতে পারলে জায়গীর দেব।

স, মা। তাই ত জনাব,—তাই ত জনাব! কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ব? শেষকালে কি ঠ্যাঙানি খেয়ে মরব! ম'লে, আমার জায়গীর ভোগ করবে কে?

জাফর। কে মারবে? বল কি বিবি! নবাব জাফর খাঁর লোক তুমি, চলেছ জাফর খাঁর কাজে, তোমার গায়ে হাত তুলবে? তোমার দিকে যে তীব্র দৃষ্টিতে চাইবে, সে কম্বখ্ত গিয়ে বসেছে জেনে রাখ! কোই হায়? (নেপথ্যে হুজুর!) জলদি কেরামৎখাঁকো বোলাও। (নেপথ্যে বহুত আচ্ছা) অনেক লোককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সিপাই দিচ্ছি। যা হুকুম করবে, তাই তারা করবে।

সঙ্গে ক'রে নিয়ে লোকের ঘর ঘর সন্ধান কর—পরী-বাণুকে এনে দাও।—

(কেরামৎ খাঁর প্রবেশ)

দেখ কেরামৎ—এই বিবির কার্য্যে তোমায় নিযুক্ত কল্লুম। বিবির হুকুম—সে আমার মনে কর্‌বে। যেখানে যেতে বলে যাবে,—যা কর্‌তে বলে কর্‌বে।

কেরা। যো হুকুম নবাব!

জাফর। আর বিবির যখন যে ক'জন সেপাইয়ের দরকার হবে, সে ক'জন তুমি তৎক্ষণাৎ মোতায়েন রাখ্‌বে।

কেরা। যো হুকুম।

স, মা। আচ্ছা নবাব! সে মেয়েটা যদি আর কেউ হয়?

জাফর। যেই হোক্ না কেন, তাকেই আমার জন্য নিয়ে আস্‌বে। আমি এ দেশের রাজা—এ দেশের যত কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী, সমস্তেতেই আমার অধিকার।

স, মা। তাত বটেই। নইলে আবার রাজা কি? রাজা সন্দেশের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস খাবে,—ক্ষীরসাগরের নীর গাবিয়ে তোলপাড় ক'রে শুধু ঢেউগুলি জিবের অ.গায় চাক্‌বে,—গোলাপী বাতাস্ নিঙ্গড়ে শুধু খাপিটুকুতে পিত্তি রক্ষা কর্‌বে। ফুলবাগান থেকে আরম্ভ ক'রে গো-ভাগাড় পর্য্যন্ত যেখানে যা কিছু সেরা আছে, সব তার। নইলে আবার রাজা কি?

জাফর। বলত বিবি!

স, মা। সে আমার আগে থাকতেই বলা আছে জনাব! তা হ'লে এস মিঞা! দেখা যাক্ কতদূর কি ক'রে উঠি! সেলাম জনাব!

[কেরামৎ ও সখার মা'র প্রস্থান।

(দেবলের প্রবেশ

দেবল। সেলাম নবাব! সন্ধান পেলেন কি?

জাফর। (স্বগত) পরীবাণুকে লুকিয়ে রাখার মূল অনন্তরাও—বে-অকুফ—বদমাস।

দেবল। (ভীতিপ্রকাশ ও স্বগত) আরে ম'ল—এ আবার কি মূর্ত্তি? শেষ কালে চোট্‌টা আমার ঘাড়ে এসেই পড়ে নাকি?

জাফর। শুধু মেহেরবাণী ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছি। বেতমিজ—বেইমান!

দেবল। আজ্ঞে হাঁ! হুজুর মেহেরবাণী ক'রে যে রেখেছেন সেটা ঠিক। আর সেইজন্য বেতমিজ বল্‌লেও বলা যায়। আর বেইমানের ত কথাই নেই। একশোবার বলা যায়।

জাফর। বেল্—লিক—

দেবল। (স্বগত) খেলে এইবার দেবলের দফা সার্‌লে। (প্রকাশ্যে) সন্ধান কি পাওয়া গেল না জনাব? সখার মা কি কিছু খবর দিতে পার্‌লে না?

জাফর। কেও, দেওয়ান? সন্ধান পেয়েও পাওয়া গেল না। তাইত বল্‌ছি—বদ্‌মাস, বে-তমিজ, বে-ইমান, বেল্লিক। কোতল কর্‌ব—শূলে দেব—জ্যান্ত চামড়া তুলে নেব! (দেবলের ভীতিপ্রকাশ) কি বল দেওয়ান। বল্‌তে পারি কি না?

দেবল। খুব বল্‌তে পারেন—যথাবথই বল্‌তে পারেন! বাপ, বাঁচলেম, আমাকে নয়। (স্বগত শালা চাষা—বল্‌ছে তাকে, আর পিঁচুচ্ছে আমাকে

জাফর। বুড়ো ব'লে দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছি এত বড় বেয়াদব! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে, পরীবাণুকে আশ্রয় দান—যেমন ক'রে পার অনন্তরাওকে গ্রেপ্তার কর। সব ওমরাও যখন গেছে, তখন অনন্তরাও থাকে কেন? আর দয়া নয়, অনন্তরাওকে বেঁধে আন।

দেবল। যো হুকুম জনাব।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা। ওমা আসছেই ত গো। বনের ভেতর টাকা লুকিয়ে রেখেছি, জান্‌তে পার্‌লে নাকি? লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে এ টাকা করেছি—জানতে পারলে নাকি? তা হ'লে ত দেখুব দেখছি—আর ত সখার মার প্রাণ রক্ষে হ'ল না—ভবলীলা ত সাঙ্গ হ'ল।—দোহাই বাবা, আমি গরীব—অনাথা—আমার কাছে কিছু নেই বাবা।

(বালক-বেশে ভাবনীর প্রবেশ)

ভাবনী। তুই? এখানে কতক্ষণ আছিস্?

স, মা। আমি নেই বাবা।

ভাবনী। হয়েছিস্ আবার নেই কি?

স, মা। তা তুমি যা বল বাবা, আমি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিনি।

ভাবনী। ভয় নেই, আমি একটা খবর জানতে চাই।

স, মা। অত কাছে এস না বাবা।

ভাবনী। ভয় নেই—আমি দস্যু নই।

স, মা। তা হোক, একটু দূরে থেকে কথা কও।

ভাবনী। বেশ—দূরে থেকেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—বল্ এখানে কতক্ষণ আছিস্?

স, মা। এক দণ্ডও নেই বাবা!

ভাবনী। সে কি।

স, মা। এক দম নেই।

ভাবনী। এ কি রকম কথা?

স, মা। আজকাল কথা এই রকমই হ'য়ে গেছে বাবা!

ভাবনী। সে কি! বেটী! তামাসা করছিস্?

স, মা। দোহাই বাবা! তামাসা আমাদের করতে নেই।

ভাবনী। বেশ—বল্ দেখি, এ পথ দিয়ে কোনও হিন্দু ওমরাওকে যেতে দেখেছিস্ কি না?

স, মা। আমি চোখে কিছু দেখ্‌তে পাই না বাবা। আমি ছেলে হারিয়ে অন্ধ হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি।

ভাবনী। বল্‌তে পার্‌লে, মহামূল্য পুরস্কার দেব।

স, মা। কি বল্‌লে, হিন্দু ওমরাও?

ভাবনী। হাঁ।

স, মা। কি মহামূল্য পুরস্কার দেবে দেখি।

ভাবনী। নিশ্চয় দেব। এখনি দেখাব—আগে বল্।

স, মা। দেখেছি।

ভাবনী। সত্যি?—প্রতারণা নয়?

স, মা। কই—কি পুরস্কার দেবে দাও।

ভাবনী। তারে দেখতে কেমন বল দেখি?

স, মা। তবে আর বহুদিন দেখা হয়েছে।

ভাবনী। ঠিক বল্‌ছি—দিব্যি কর্‌ছি—নিশ্চয় দেব।

স, মা। আর কখন দেবে বাবা। দেবার সময় যে উত্‌রে গেল।

ভাবনী। দেখ্‌তে কেমন—না বল্‌তে পার্‌লে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে?

স, মা। বিশ্বাস হবে না—সে ত জানা কথা বাবা! যাও বাছা, তুমি নিজে খুঁজে দেখ, আমি নিজের ছেলেকে খুঁজে দেখি।

ভাবনী। কাজেই—যাক কর বাছা—বিশ্বাস হ'ল না।

[প্রস্থানোদ্যত।

স, মা। লাগে তাক্—না লাগে তুক্, দেখি একবার অাঁধারে ঢিল মেরে। হাঁগা বাছা! দেওয়ানজীকে খুঁজ্‌ছ ত?

ভাবনী। (ফিরিয়া) এই নে পুরস্কার—মহামূল্য মণি। শীগ্‌গির বল্ কোন্ পথে গেছে। শীগ্‌গির বল্—দেরি সয় না, শীগ্‌গির বল্।

স, মা। এটা কি বল্‌লে বাছা!—মাণিক?

ভাবনী। তোর সাত পুরুষকে আর খেটে খেতে হবে না। শীগ্‌গির বল না বেটি!

স, মা। শীগ্‌গির যাও—এই পথে যাও—ছুটে যাও—গেলেই ধর্‌তে পার্‌বে।

ভাবনী। মা কালী! মুখ রেখ মা! যা বাছা, এখন অন্যত্র যা—এখানে আর তোর থাকবার দরকার নেই।

স, মা। (স্বগত) মা কালী কি আর ও মুখ রাখবেন? খানিকটে এই পথে গেলেই একটি রাস্তা—বস্, তার পর ওই চাঁদ মুখ কালো হ'য়ে যাবে। কি কর্‌ব, মাণিক হাতে পেয়েছি, আর ছাড়তে পার্‌ছি না। আহা, বেশ মুখখানি! (প্রকাশ্যে) তোমায় বেশ দেখতে বাছা। তুমি বড় সুন্দর!

ভাবনী। কি কর্‌ব বাছা, হ'য়ে পড়েছি।

স, মা। হাঁ বাছা! তুমি বুঝি কোন রাজার ছেলে?

ভাবনী। হবে। এখন যা—বহুদিন পেলি চ'লে যা।

স, মা। হরি হে—দীনবন্ধু!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। এ বেশে পিতার সম্মুখে কেমন ক'রে উপস্থিত হই? লজ্জা করছে। উঁহু—পারব না—বেশ পরিবর্তন করি।

[প্রস্থান।

স, মা। (নেপথ্যে দেখিয়া স্বগত) কেমন কেমন ঠেকছে যে! পুরুষ মানুষ ত নয়! চলন কেমন—বলন কেমন! না হ'ল না! পেছু নিতে হ'চ্ছে। ওমা! ও কি? চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রাজা ছুকরিটি হ'য়ে গেল যে! যাই—যাই—পাছু পাছু যাই। কেরামত এ সময় কোথায় গেল? যাই—সে বেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। নইলে একা পেরে উঠব না।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

দেবল ও বিষণ।

বিষণ। এমন সোনার রাজ্যটা ছারেখারে দিলে!

দেবল। কি করব, জমীকে উর্ব্বরা করতে হ'লে, দিন কতক ভাগাড় ক'রে রাখতে হয়।

বিষণ। বটে! তা হ'লে এমন রাজ্যটার ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হ'লে!

দেবল। এখন ইচ্ছে করলেও ফেরা যায় না।

বিষণ। বেশ, তবে সর্ব্বনাশই কর। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

দেবল। আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না। জিজ্ঞাসা আবার করবি কি? জিজ্ঞাসা করবার আছে কি? কাজ করতে চাস্ ত সঙ্গে আয়। মঙ্গল চাস্ ত এখনও সময় আছে, সঙ্গে আয়। নইলে নবাব যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যে, আমার ঘরে ধর্ম্ম পত্তুর শাপভ্রষ্ট হ'য়ে অবস্থান করছেন, তা হ'লে একটি চপেটাঘাতে তোমায় সেই ধর্ম্মরাজের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে। আমার বাবাও তখন ঠেকিয়ে রাখ্তে পারবে না।

বিষণ। তোমায় ঠেকাতে হবে না। আমাদের যে যেতে হবে, তা অনেক কাল বুঝেছি।

দেবল। বুঝেছিস্ ত এগিয়ে যা না।

বিষণ। ভাল, আমীর ওমরাওদের যে হত্যা করলে, তা'তে না হয় তোমাদের স্বার্থ আছে। কিন্তু রাণাপুরের নিরীহ-প্রজা—তাদের মেরে, তোমাদের কি স্বার্থ হ'ল?—গ্রামকে গ্রাম একেবারে উৎসন্ন দিলে।

দেবল। তারা ওমরাওকে স্থান দিয়েছিল কেন?

বিষণ। সবাই কি দিয়েছিল?

দেবল। সে কৈফিয়ৎ ত তোকে দিতে আসিনি! কৈফিয়ৎ নেবার অন্য লোক আছে।

বিষণ। কই—এখানে যে সে লোক দেখতে পাচ্ছি না, তাইতেই ত দুঃখ। (স্বর্গের দিকে হস্ত প্রসারণ) ওখানকার কৈফিয়ৎ যে শুন্তে পাই না—কেউ যে কখন শুন্তে পেলে না—তাইতেই ত নিরপরাধের উপর এই উৎপীড়ন!

(ছুলিয়ার প্রবেশ)

দেবল। একি! কে তুই?

বিষণ। তাই ত, কে তুই?

দেবল। কোথা থেকে এলি? কেমন ক'রে এলি?—কথা কচ্ছিস্ না যে? আরে মর, কে তুই?

বিষণ। কি আপদ! কে তুই?

দেবল। এগুস্‌নি—ওইখান থেকে দাঁড়িয়ে বল্।

বিষণ। তবু এগোয়—পেছিয়ে যা—এখনও বলছি পেছিয়ে যা। নইলে ম'লি। (দেবলের পশ্চাতে গমন)।

দেবল। বিষণ! অস্ত্র নিয়ে আয় ত—বেটার মুণ্ডচ্ছেদ করি। (বিষণের পশ্চাদ্গমন)

বিষণ। (দেবলের পশ্চাদ্গমন) কে আছিস রে! আয় ত।

দেবল। কি চাও—ওইখান থেকে বলতে পার না?

ছুলিয়া। কিছু চাই না হুজুর!

দেবল। তবে কি করতে এসেছ?

ছুলিয়া। হুজুরের নামে একখানা চিঠি আছে, দিতে এসেছি।

বিষণ। আগে বলতে হয় বেটা! নইলে এখনি যে কেটে ফেলেছিলুম!

দেবল। থাম বীরবর! আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। কার কাছ থেকে এসেছিস্?

ছুলিয়া। হুজুর চিঠি পড়লেই জানতে পারবেন। (চিঠি খুলিতে লাগিল)

দেবল। তা বাইরে দরোয়ান রয়েছে, তার হাতে কিস্‌সি কেন? তোকে আস্‌তে দিলে কে?

বিষণ। দেখ বাবা। চিঠিখানা প'ড়েই দরওয়ান বেটাদের বেরে বেশ হাঙ্কা ক'রে দাও। এত বড় আস্পর্দ্ধা। বিনা হুকুমে বাড়ীর ভেতরে লোক প্রবেশ করতে দেওয়া! কে তোকে ঢুকতে দিয়েছে বল্ ত?

হুলিয়া। আমায় কেউ ঢুকতে দেয় নি হুজুর!

বিষণ। সে কি। তবে কেমন ক'রে এলি?

হুলিয়া। ঐ বাগানের ভেতর দিয়ে এসে, এই পাঁচিল টপ্‌কে, বারান্দা বেয়ে ওই তেতলায় ওপরে উঠে, ছাদ বে—ছাদ বে এদিকে এসে, আবার দেয়াল বেয়ে নেমে, এই ঘরের ওপরে না প'ড়ে হাত না খুয়ে, ওই ওপর থেকে এসেছি।

বিষণ। ও বাবা—এ বলে কি? (দেবলের অন্তরালে গমন) এ ডাকাত যে!

দেবল। সঙ্গে লোক আছে, না একা?

হুলিয়া। এখন একা—তবে দরকার হ'লে লক্ষী জুটতে পারে।

বিষণ। ও বাবা। একটু থোটা হও না। তোমার পাশে দেখ্‌ছি সব গেল!

দেবল। রঘুবীরের নাম দেখছি। কিন্তু রঘুবীর কে?

হুলিয়া। দেওয়ান অনন্তরাওয়ের পুত্র।

দেবল। তার নাম ত বললেন। আমার অনন্তরাওয়ের ছেলে কোথায়?

হুলিয়া। ইনি তাঁর পালিত পুত্র।

দেবল। পালিত পুত্র!—হা হা হা! বুঝতে পেরেছি—সেই রঘো।

হুলিয়া। তাঁর নাম রঘুবীর—রঘো নয়।

দেবল। আচ্ছা তাই তাই। সেই ভীল ছোঁড়া ত?

হুলিয়া। ভীল ছোঁড়া নয়—ভীলরাজ।

দেবল। ভাল, তা ভীলরাজ চায় কি?

হুলিয়া। ওই চিঠিতেই লেখা আছে।

দেবল। ও বিষণ! ভীলরাজ আমাকে লিখেছেন কি শুন্‌বি?

বিষণ। ভীলরাজের আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়। তোমাকে চিঠি লেখে!

দেবল। তাই ত দেখছি। ছটো চারটে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে, ভীলরাজ শেষকালে কাকুতি মিনতি ক'রে এই ভিক্ষে করছেন, যেন তাঁর বন্দিনীর প্রতি আর কোন অত্যাচার না হয়। বেশ, ভীলরাজকে বলিস্ যে, এ গ্রাহ্যবাড়ী নয়,—এ রাজ্য। এখানে কাজ আছে—ভিক্ষে নাই। অনন্তরাও রাজদ্রোহী। তার শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে রাজার বিবেচনা—ভিক্ষে-সিক্ষে এখানে মিলছে না।

হুলিয়া। যা বল্‌বার তাকে লিখে দাও হুজুর।

দেবল। সে একটা অতি তুচ্ছ ভীল চাকর, তাকে আমি লিখে দেব কি? তাকে বলিস্, আমার বাড়ীতে যদি দরওয়ানী করতে চায় ত, দিতে পারি।

হুলিয়া। ও কথা আমি শুন্‌বো না হুজুর। যা বলতে চাও, লিখে দাও।

দেবল। আরে মর—এ বেটার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়। যা ত বিষণ, জামসিং বেটাকে ডাক্ ত। কান ধ'রে এ বেটাকে বাইরে নিয়ে যাক্।

বিষণ। আর পটাপট্ জুতো হাঁকবে দেব। দেখ্ বেটা এখনও বল্‌ছি—পালাস্ ত, মারা যাবি।

হুলিয়া। জবাব না নিয়ে যাবার হুকুম যে আমার ওপর নেই হুজুর।

দেবল। চোপ্‌রাও, বেয়াদব—পাবা পিয়োজ। আমি শির তুলা হো বাপা।

বিষণ। চোপ্‌রাও—

হুলিয়া। বেশী দেরী ক'র না হুজুর। আমার আবার অন্য কাজ আছে। মুখ চেয়ে দেখ্‌ছ কি হুজুর? জবাব না নিয়ে ত যাব না।

দেবল। যা ত বিষণ, ভীমসিং—কি, যে কেউ থাকে—ডেকে আন্ ত। বেটাকে একটা পাকা-পোক্ত জবাব দিয়ে দি।

হুলিয়া। (পথরোধ করিয়া) জবাব দিয়ে যাও।

দেবল। জামসিং—জাঁটারাম—পাঁড়ে তেওয়ারী—খবরদার খাঁ।

(নেপথ্যে—হুজুর)

জল্‌দি ইধার আও—সব আদ্‌মি আও।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

এই শালা লোগকো বাঁধ্‌কে, লোকচুটি করকে কাটকে, দরিয়ামে ফেঁক দেও।

বিষণ। ফেঁক্ দেও—জল্‌দি কাট ডালো। শালা বেয়াদবকো আভি নিঃশেষ দেও।

সকলে। আও শালা কম্‌বখ্‌ত।

১ম, প্র। (অগ্রসর হইয়া) আরে কোন্‌ হ্যায়। ছুলিয়া মহারাজ।

সকলে। (বন্দিগি—সেলাম ইত্যাদি অভিবাদন)

১ম, প্র। হিঁয়া ক্যা কর্‌নে আয়া ওস্তাদজী?

২য়, প্র। কিধার্‌ সেকে আয়া ওস্তাদজী।

৩য়, প্র। রঘুয়া মহারাজকো তবিয়ত আচ্ছি ওস্তাদজী?

৪র্থ, প্র। আইয়ে—আইয়ে, থোড়া ভাগু হ্যায়, পিজিয়ে ওস্তাদজী।

১ম, প্র। মাফ্‌ কিজিয়ে হুজুর। ছুলিয়া মহারাজ এ চারো আদ্‌মিকোহি ওস্তাদ হ্যায়। উন্‌কো লেনেকো পাকাড় হামলোক নেহি সেকেগা।

বিষণ। তব্‌ নকুরিসে বরখাস্ত হোগা।

সকলে। ক্যা করেগা হুজুর! নকুরি যাগা ত ক্যা করেগা।

১ম, প্র। নকুরি যাগা ত নকুরি মিলেগা—লেকেন ওস্তাদজী যানেসে ওস্তাদজী নেহি মিলেগা।

দেবল। বহুত আচ্ছা, চলা যাও।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

কি বলিস্‌ বিষণ?

বিষণ। আর বলাবলি কি, লিখে দাও না।

দেবল। তবে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।

ছুলিয়া। এই যে, আমারি কাছে আছে হুজুর।

দেবল। দেখ, তোমরা যে মনে করেছ অনন্তরাওয়ের ওপর—

ছুলিয়া। দেওয়ানজী বল।

দেবল। বেশ, দেওয়ানজীর উপর এই যে অত্যাচার—তোমরা হয় ত মনে করেছ, আমি করেছি। কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, আমি এর কোনও খোঁজ-খবর রাখি না। কি করব, প্রাণের দায়ে চাকরি কর্‌ছি। দেওয়ানজীর তবু অরণ্যেও স্থান আছে, কিন্তু আমার ওপর যদি জাফর রুষ্ট হয়, তা হ'লে ত্রিজগতে আমার স্থান নেই। (পত্র লিখিয়া ছুলিয়ার হস্তে প্রদান)—ভাল, রঘুবীর কি করে?

ছুলিয়া। এই ফুলবিল্বিপত্তর—এই রকম কত কি নিয়ে, কেবল পূজা-আচ্ছাই করে।

বিষণ। আচ্ছা ভাই, বাবা যদি আমার পত্রের জবাব না দিত, তা হ'লে কি হ'ত?

ছুলিয়া। সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ হুজুর! কাজ যখন মিটে গেল, তখন আর ও কথা তুলতে নেই।

দেবল। বেশ, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরল ভাবে তার উত্তর দেবে কি?

ছুলিয়া। অনুমতি কর হুজুর।

দেবল। তুমি রঘুবীরের কে?

ছুলিয়া। সাক্‌রেদ।

দেবল। তুমি যার সাক্‌রেদ, তার না জানি কত শক্তি!—আমি তার শক্তির একটু পরিচয় জান্‌তে চাই।

ছুলিয়া। কি ক'রে জানাবো?

দেবল। দেখছি, তুমি ত একা। আর আমার বাড়ী প্রহরিবেষ্টিত। এরা যেন তোমার সাক্‌রেদ। কিন্তু তা যদি না হ'ত, যদি তোমাকে দশ জনে মেরে ফেল্‌তো?

ছুলিয়া। রঘুয়া মহারাজের আশীর্ব্বাদে হুজুর। ও রকম পঞ্চাশ জনকে আমি একা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি।

দেবল। যদি একশো লোকে মেরে বসত?

ছুলিয়া। তা হ'লে?—দেখতে চাও হুজুর?

বিষণ। দেখাও না ভাই সর্দ্দার।

ছুলিয়া। (বংশীধ্বনি)

(চারিদিক হইতে ভীলগণের প্রবেশ)

(দেবল ও বিষণের ভীতির অভিনয়)

সকলে। ক্যা হুকুম মহারাজ!

ছুলিয়া। হুজুরকো সেলাম কর। (ভীলগণের দেবলকে অভিবাদন) যাও—চল, আসি হুজুর।

দেবল। কিন্তু নবাব যদি নিজে অত্যাচার করে,—আমার কথা না শুনেও অত্যাচার করে?

ছুলিয়া। সে আমরা বুঝতে পার্‌বো। আসি হুজুর—অনুমতি—সেলাম।

দেবল। সেলাম।

ছুলিয়া। (বিষণের প্রতি) সেলাম হুজুর।

বিষণ। সেলাম—সেলাম।

[ছুলিয়া ও ভীলগণের প্রস্থান।

দেবল। এ আবার কি আপদ রে বিষণ?

বিষণ। বাবা, কৈফিয়ৎ দেবার লোক এসেছে। এখনও যদি মঙ্গল চাও, ত দেওয়ানজীকে

লাথা মেরে বনবাসী হইগে চল, তাতে দুদিন বাঁচবে।

কেবল। তাই ত—তাই ত, চল্—চল্—পালাই—চল্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ময়দান।

(কৃষকের প্রবেশ)

গীত।

বুঝে বুঝি গো! তোদের কালায় নাকি
পেঁচোয় পেয়েছে।
ঢুকেছিল গোপীর গোয়ালে,
সেথায় নাকি বোসেছিল পেঁচো ডোয়ালে,
যেমনি করবে ননী চুরি, অমনি ঘাড়ে পড়েছে।
ফুকরে কেঁদে বলতেছে রাধী,
ওগো বুঝে প্রাণ গোবিন্দে দেখ গো আসি,
কাথায় যাবা রূপসী কালায় এবার বেতায় কাসি,
বুঝি না বাঁচে।

(নবাব মার প্রবেশ)

কৃষক। আপনি কোথায় যাচ্ছ বিবি?

ন, মা। হাঁরে! এ পথে তুই কি কিছু দেখেছিস্—কেউ গেছে?

কৃষক। আজ্ঞে আমি একটা রাজা বক্না ছুটে যেতে দেখেছি।

ন, মা। আর কিছু?

কৃষক। আর দেখেছি একটা গঙ্গাগোবুলো।

ন, মা। আর তোর বাবার মাথা?

কৃষক। না বিবি! সেটা দেখি নি! আমার ..., আমার হবার আগেই মারা পড়েছে। আর ...র লোকের কাছে শুনেছি, বাবার আমার ...ক্ষমতা ছেল, কিন্তু মাথা ছেল না।

ন, মা। দূর বেটা চাষা! কোন মেয়েকে ...র যে যেতে দেখেছিস্ কি?

কৃষক। আমার মেই হয় নি বিবিঠাকরুণ। ...রে দেখ্ বো।

ন, মা। মেয়েমানুষ?

কৃষক। তা দেখেছি বিবি-ঠাকরুণ।

ন, মা। কি রকম দেখেছিস্ বল্ ত?

কৃষক। বিবি-ঠাকরুণ আমাকে লজ্জা দিচ্চে—তা আমি বল্‌তে পা'রব নি।

ন, মা। কেন রে বেটা? বল্ না—বকশিস পাবি।

কৃষক। না বিবি! আমি গরীব—তুমি নবাবের বিবি—বল্‌তে ভয় খাচ্ছি।

ন, মা। কোন ভয় নেই বল—আমি নবাবের লোক—আমি অভয় দিচ্ছি। কেউ তোকে কিছু বলতে পারবে না।

কৃষক। এই তোমাকেই দেখেছি বিবি।

ন, মা। দূর বেটা চাষা।

কৃষক। হাঁ গা বিবি! চাষাতে কি দেখতে জানে না?

ন, মা। আ আমার পোড়া কপাল! দুনিয়াতে এত নবাব বাদসা, আমীর ওমরাও থাকতে, শেষকালে কি না চাষার নজরে ঠেকে গেলুম।

কৃষক। কেমন—ঠিক দেখেছি ত বিবি-ঠাকুরুণ?

ন, মা। দেখেছিস্—দেখেছিস্, তোর চোখ আছে—চোখ আছে।

কৃষক। তা হ'লে আমার বকশিস্?

ন, মা। একটি অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রীলোক—এই পথ দে যেতে দেখেছিস্?

কৃষক। ও হরি! তা ত দেখেছি।—তা আগে বল নি কেন? স্ত্রীলোক?—তা ত দেখেছি।—তবে মেয়ে মেয়ে কর্‌ছিলে কেন?

ন, মা। কোথায় দেখেছিস্ বাছা!

কৃষক। স্ত্রীলোক—গেরস্তর বউ—আহা যেন মা লক্ষ্মী বিবি-ঠাকরুণ, সে মা লক্ষ্মীর যে কি রূপ—তা আর তোমায় কি বল্‌ব?

ন, মা। কতক্ষণ দেখেছিস্ বাছা?

কৃষক। কতক্ষণ কি।—এখনও হয় ত আছেন—গাছের তলায় ব'সে আছেন। অনেক দূর থেকে বোধ হয় আস্‌ছেন।

ন, মা। কোন্ গাছের তলায়?

কৃষক। এই পথে একটুখানি গেলেই বাঁ দিকে একটা বড় গাছ।—গেলেই দেখ্‌তে পাবে।—তা হ'লে আমার কি দেবে, দাও।

ন, মা। ঠিক দেখেছিস্ ত?

কৃষক। আচ্ছা, তুমি আগে দেখে এসো, তার পর দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

স, মা। কি খবর কেরামৎ?

কেরা। কেরামতের কেরামতি! যাবে কোথায়?

স, মা। এই নে বক্‌সিস্।

কৃষক। আধ পয়সা!

স, মা। যা না বেটা! যে বকানটা বকিয়েছিস্, গর্দ্দান নিইনি, এই ভাগ্যি।

[কৃষকের প্রস্থান।

তারপর? ফেলে যে চ'লে এলি?

কেরা। ঘোড়া আগ্‌লেছি, আর যাবে কোথায়? ওই আস্‌ছে—দেখ দেখি তোমার সেই কি না?

স, মা। কেরামৎ! দেখ্ দেখ্—কি রূপ দেখ্!

কেরা। ইস্! কেয়া তোফা রে!

স, মা। নবাবের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। একবার নিয়ে গিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে হয়। (কেরামৎকে) তুই একটু আড়ালে যা, আমি ছুটো একটা কথা ক'য়ে ভাব-গতিকটে বুঝে নিই। ডাক্‌লে আসিস্। নবাব পরী পরী ক'রে মরছে কেন? একে যদি পায়, তা হ'লে তার জন্ম সার্থক হয়। স'রে পড়—স'রে পড়।

[কেরামতের প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। হাঁ বাছা! বুড় দেওয়ান অনঙ্গরাও এখানে কোথায় থাকে বল্‌তে পার?

স, মা। আর বাছা! অনঙ্গরাও কি আর আছে?

শ্যামলী। নেই?—না না, কে তুই?—তুই এখানে? কেমন ক'রে এলি?—আবার কোথা থেকে জুটলি?

স, মা। আর বাছা! বুড়ো মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে এলে—কাজেই নিরুপায়ে এখানে সেখানে ছুটোছুটী করতে হয়। তা বাছা, এমন নিষ্ঠুর তুই! সারা রাতটা আমাকে ঘুরিয়ে মারলি?

শ্যামলী। অবিশ্বাস করছিস্ কেন বাছা? সে খুব ভাল মাণিক। অমনি অমনি পেয়ে গেছিস্, তাতে আবার দুঃখ কি? তো হ'তে ত কোন কাজ হ'ল না। এই দেখ, এখনো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স, মা। এ রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাতে কার অপরাধ বাছা?

শ্যামলী। অবিশ্বাস করিস্ নি—ঘরে যা। বহুমূল্য মণি—রাজার ঘরের ধন।

স, মা। আর বাছা, তাহা ফাঁকিতে দিলে, অবিশ্বাস না ক'রে কি করি! একটা মাটীর মাণিক দিয়ে, চোখে যেন ধুলো দিয়ে, সাত রাজার ধন মাণিক চ'লে এলে—অবিশ্বাস না ক'রে কি করি?

শ্যামলী। তুই বলছিস্ কি?

স, মা। আর বলাবলি কি—মাটীর মাণিকে আর ঠকচি না।

শ্যামলী। বেশ, ঠকা বোধ করিস্—ফিরিয়ে দে!

স, মা। এই যে বাছা, আঁচলেই বাঁধা আছে।

(মণি প্রদান)

শ্যামলী। বেশ, আর কেন তবে দাঁড়িয়ে রইলি? চ'লে যা।

স, মা। দূর—ক্ষ্যাপা ছুঁড়ী!—চ'লে যাব ব'লেই কি এই পাঁচ ছ' ক্রোশ রাস্তা হেঁটে, তোকে মাণিক ফিরিয়ে দিতে এলুম? তুই কোথাকার বোকা মেয়ে! নে—সঙ্গে চ'।

শ্যামলী। কোথায় যাব?

স, মা।—যেখানে হীরের চাইয়ে হীরে বস্‌বি, মুক্তোর চূণে পান খাবি, সোনার দোলায় দুলবি, গোলাপের পাপ্‌ড়ীর তাকিয়ায় হেলান দিবি।

শ্যামলী। সে কোথায়?

স, মা। এই আমাদের নবাবের রঙ্‌মহল।

শ্যামলী। দূর্গা, দূর্গা! নে—পথ ছাড়।

স, মা। চটিস্ কেন ছুঁড়ী? শোন্ না। এই রাস্তটা মুলুকের আসল মালিক হবি তুই। নবাব হবে তোর গোলাম। নবাব তোর জন্ত একেবারে পাগল হয়েছে।

শ্যামলী। বলিস্ কি!—আমাকে না দেখেই?

স, মা। কি জানি, স্বপ্নে কেমন ক'রে তোকে দেখে ফেলেছে। দেখেই পাগল,—বলে এনে দাও

(কেরামতের প্রবেশ)

ওরে কেরামত! শুধু রূপে নয় রে! এ যে কোহিনুর! কথায়, রসিকতায়—ছুঁড়ীকে দেখ্ ঢাকা মুখখানি দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

কেরা। বল কি বিবি?—কিগো বিবি! নবাবের উপর রাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

কেরা। এই যে গোলাম হাজির বিবি।

জারলী। তবে জনাব্ আনো—হেঁটে যাব?

কেরা। এই কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব বিবি।

ন, মা। গাঁয়ের ক্ষেতটুকু পর্য্যন্ত হেঁটে চল—সেখানে পাল্কী ডেকে নিচ্ছি যাব।

জারলী। কিন্তু আমার একটা পণ আছে—আমাকে নিয়ে যেতে হ'লে আমার হাত ধ'রে নিয়ে যেতে হবে।

ন, মা। এও আবার একটা কথা কি! নে—আমার হাত ধর্। (হস্তধারণের উদ্যোগ)

জারলী। আর না যদি পারিস্, তা হ'লে নাকুটী আমাকে পছন্দ নিয়ে যেতে হবে।

ন, মা। (পিছাইয়া) সে কি কথা?—আরে ব'ল—সে কি কথা?

জারলী। কি করব বাছা! এ আমার পণ। যেতে প্রস্তুত—তোরা নিয়ে যেতে পারলেই হয়।

ন, মা। তবে কেরামৎ! ছুঁড়ীটে কি বলে শোন্ না।

কেরা। হাঁ হাঁ—ওতে আমি খুব রাজি। (কান চুলকিয়া) হাত্ সে যাচ্ছে। বল কোন্ হাতটা ধর্তে হবে?

জারলী। না বাবু, গরীব—পয়সার জন্য এতদিন গোলামী করছে। না বাবু, পথ ছাড়—বাড়ী চ'লে যাই।

কেরা। সে কি বিবি!—ছাড়বো কি?

জারলী। তবে ধর্—কিন্তু বুঝে দেখ—তামাসা কর্‌বি না—নাকুটী দিতে হবে।

কেরা। নাক কেন বিবি। তোমাকে জান পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। তুমি মেহেরবাণী ক'রে নিলেই হয়।

ন, মা। হায় হায়!—ছুঁড়ীটের দেখ্‌ছি মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে। নে—আর ভাই, আর করিস্ নি—চল্।

(জারলীর হস্তধারণ

)। তবে রে বেটী

-তুমি কি!—(সধার

। হাঁ হাঁ হাঁ—

রে ব'ল, ছাড়—গেছি

ছাড়—তবে কেরামৎ

চ।

কেরা। আরে বেটী করিস্ কি! … কি—করিস্ কি?

ন, মা। ও গো ধর না গো—মেরে ফেলে যে গো!

কেরা। তবে রে বেটী!

জারলী। তবে রে বেটা! (সধার হাতে ছাড়িয়া কেরামতকে ধারণ)

কেরা। আঃ—উঃ—গেছি গেছি—আর না!—মেহেরবাণী বিবি—ছাড় ছাড়।

জারলী। পেয়ারের মেয়েকে পথে দেখতে পেলে আর কখন তামাসা কর্‌বি?

কেরা। দোহাই বিবি!—মেহেরবাণী!—আরে বাপ!

ন, মা। ওগো—কে কোথায় আছ—বাঁচাও না গো!

জারলী। এখনও বল্।

কেরা। উঃ—উঃ আরে বাপ্!

ন, মা। ওগো, জালবাবুদের ছেলেকে মেরে ফেলে যে গো!—ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও না গো!

(নেপথ্যে, ভয় নেই—ভয় নেই।)

জারলী। বল্ এখনও বল্—নইলে খুন করব।

কেরা। আর করব না!—দোহাই দাদা বিবি! আর করব না—দোহাই জিনি বিবি!—আল্লার কিরে, আর করব না। ও যে বাবা রে।

(ছনিয়ার প্রবেশ)

ছনিয়া। ভয় নেই—ভয় নেই।

ন, মা। ও বাবা—বাঁচাও বাবা!—কি ডাকাতে ছুঁড়ী বাবা!

ছুলিয়া। কি বিপদ—স্ত্রীলোক!

স, মা। হাঁ বাবা, সর্ব্বনেশে স্ত্রীলোক বাবা

-খনে মেয়ে। আগে হাতটা ওর চুল থেকে

- বাবা। তার পর

-- ক'

সর্ব্বনা-।

স, মা। ও অ-- টা!—আর দেখছিস কি? বুঝতে পারছিস্ না?

[কেরামত ও সখার দ্বার পলায়ন।

ছুলিয়া। নে, আর এখানে থাকে না—চ'লে আয়।

শ্যামলী। যা—আমি তোর সঙ্গে যাব না।

ছুলিয়া। মাফ্ কর শ্যামলী! হাত জোড় কর্‌ছি।—এসেছিস্ ভালই হয়েছে—নইলে তোকে আন্‌তে আমায় আবার ফিরে দেশে যেতে হ'ত। —চ'লে আয়—কি অপূর্ব্ব সামগ্রী আমরা পেয়েছি—দেখ্‌বি আয়। কাঁদিস্ নি ভাই! -- তোকে সঙ্গে না এনে আমি অপরাধ করেছি। মার্জ্জনা কর্। শক্তিস্বরূপিণি! বুঝ্‌তে পারি নি। প্রাণে তরঙ্গ উঠেছিল—সে তরঙ্গ আমি রোধ কর্‌তে গিছ্‌লুম শ্যামলী! আমায় মার্জ্জনা কর্।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনমধ্যস্থ পর্ণকুটীর।

পরীবানু।

গীত।

সে যে অতীতের স্মৃতি সুমধুর।
মরম-বীণার সকরুণ সুর।
বড় প্রিয় ছবি, প্রভাতের রবি,
ধীরে ধীরে যেন উদিল।
যে যে মরুভূমে মন্দাকিনীধারা,
আঁধার সাগরে শুভ্র ধ্রুব তারা,
মনে করি ভুলি বিধাতার ভুলি,

...

(মরিল কি কলি রহিল?)

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পরী—বোন্! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

পরী। বল।

রঘু। বেশ বুঝে জবাব দাও।

পরী। কি বল।

রঘু। এমনি ক'রে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে ঘোরার চেয়ে একটা স্থিতির উপায় দেখ্‌লে হয় না?

পরী। কেন, বেশ ত আছি ভাই!

রঘু। এই কি থাকা?—এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য স্থান?—এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য অবস্থা? অতি বড় দীন যে, সে-ও এ অবস্থার কামনা করে না: এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য আহার? কারাগারের বন্দীও বুঝি এর চেয়ে সুখাদ্যে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌তে অবসর পায়।

পরী। কথায় কথায় ভুলে যাও—আমি যে এখন আকাশতলাশ্রয়ী ঋষির নন্দিনী ভাই। আনন্দ যে আমার দাসত্ব করে!

রঘু। বটে, কিন্তু আমরা তোমায় এ অবস্থায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না বোন্! পিতা যক্ষ্মাপীড়িত, বলদেব মৃতপ্রায়।

পরী। ভাল, কি রকম ক'রে স্থিতি হবে?

রঘু। লুকিয়ে আছি—বেরুবার পথ পাচ্ছি না। যদি পাঠান কোনও রকমে টের পায়, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। তখন তোমায় রক্ষা করা বড়ই কঠিন কার্য্য হ'য়ে পড়্‌বে। বেশ বুঝে দেখ।

পরী। নাই বা রক্ষা হ'ল। যদি একান্তই অশক্ত হও, তা হ'লে তোমার ভগিনীর দেহ জাফরের কাছে যেতে পারে, প্রাণ যাবে না।

রঘু। কিন্তু আমরা যে বোন্‌ তোমার সঙ্গলোভ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছি না।

পরী। বেশ, আমায় কি কর্‌তে বল?

রঘু। তোমায় কিছু কর্‌তে বলি না।—প্রভু যদি আমার একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন,—দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে কোন রকমে যদি একটু সচ্ছল হ'তে পারেন,—কুটীর ছেড়ে আবার যদি নিজের অট্টালিকায় গিয়ে বস্‌তে পারেন,—তা হ'লে ভগিনী, এ জীবনে সূর্য্যকে পর্য্যন্ত তোমার মুখ দেখ্‌তে দিই না।

পরী। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—কর্‌তে চাও কি?

রঘু। নবাব জাফরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। তা হ'লে পিতা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পরী। সে সন্ধি কর্‌বে কেন?

রঘু। সে ভরসা আমার আছে। অনঙ্গরাওকে যদি সে বন্ধু পায়, তা হ'লে জাফর আপনাকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করে। বন্ধুরূপে পাবার প্রত্যাশা নেই ব'লেই, তার এত অত্যাচার।

পরী। তা হ'লেই যে আমাকে রক্ষা কর্‌তে পারবে, তার বিশ্বাস কি?

রঘু। তোমার অস্তিত্ব জান্‌বে কে? অনঙ্গ-রাওয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে—সাহস কার? (পরীর চক্ষে অশ্রু দান) কেঁদো না ভগিনী, শুধু তোমার মত জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করেছি—তোমার মনে আঘাত দেবার জন্য নয়। তোমার তৃপ্তির জন্য রাজ-ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত ক'রে দরিদ্রতাকে চিরদিনের জন্য আত্মীয় কর্‌তে পারি। পথে পথে, তরুতলে, বিজন অরণ্যে, মরু-প্রান্তরে বাস কর্‌তে পারি, মৃত্যুকে সহাস্য বদনে আলিঙ্গন দিতে পারি। তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে আমরা যা আছি, তাই রইবুর।

পরী। অনঙ্গরাওকে পিতা বলেছি, তোমাদের ভগিনীর স্থান গ্রহণ করেছি। আমার পিতা, আমার ভাই—একটা গোলামের কাছে মাথা হেঁট কর্‌বে?

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কখন না—কখন না। পা রাখবার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে! কখন না।—ওরা না রাখতে পারে, আর পরী আমার কাছে থাক। ওরা অট্টালিকার মানুষ, অট্টালিকায় থাক। আমরা ভিখারিণী,—আর পরী,—আমরা আকাশ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করি।

রঘু। এ কি, কে তুই?—এখানে কেমন ক'রে এলি? ছায়ামূর্ত্তি—না সত্য-সত্যই শ্যামলী!

শ্যামলী। না, দাদা। ছায়া নই—কায়া—সত্য-সত্যই তোমার পোড়ারমুখী শ্যামলী!

রঘু। শ্যামলী!—এ যে অসম্ভব শ্যামলী!

শ্যামলী। নারীর অসম্ভব কি?

রঘু। দেবতার অগোচর স্থান—কে তোকে সংবাদ দিলে?

শ্যামলী। কার নাম কর্‌ব?—যিনি দেবতার দেবতা—যিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী—সেই ভবানী।

রঘু। ও! ঢুলিয়া!

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমি নই।

রঘু। বেশ করেছিস্—তাতে লজ্জা কি ভাই?

ঢুলিয়া। না মহারাজ! আমি এর কিছুই জানি না। রাস্তার মাঝে একটা লোক ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করছিল। মনে করলুম, হয় ত কাউকে বাঘে ধরেছে, না হয় ডাকাতে ঠেঙাচ্ছে। গিয়ে দেখি—দোহাই মহারাজ, গিয়ে দেখি—বাঘ নয়—ডাকাতও নয়—তোমারই ভগিনী শ্যামলী।

[ঢুলিয়ার প্রস্থান।

রঘু। এসেছিস, কিন্তু আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ কি শ্যামলী?

শ্যামলী। কতক কতক।

রঘু। কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্ নি শ্যামলী! যে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—জানিস্ এটি কে?

শ্যামলী। ভাইকে দর্শন কর্‌তে এলে যে দৈবজ্ঞি হ'য়ে আস্‌তে হয়, তা কেমন ক'রে জান্‌ব? তবে পথে আস্‌তে আস্‌তে ঢুলিয়ার কাছে শুনেছি যে, সর্ব্বদা আমাদের একটি বোন্‌ উপহার দিয়েছে। তার নাম পরীবানু।

পরী। আমি এক পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী। এঁরা দয়া ক'রে আমার পিতৃত্বের ও ভ্রাতৃত্বের ভার নিয়েছেন।

রঘু। না শ্যামলী! পরীর ভ্রাতৃত্বের ভার গ্রহণ ক'রে আজ আমি গৌরবান্বিত—আমার জীবন সার্থক। একদিন যাঁর নাম শুনে, গুজরাটের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করত, ইনি সেই মহাত্মা নবাব মামুদ সার একমাত্র নন্দিনী পরীবানু। কিন্তু ভগবান্ অযোগ্য পাত্রে ভার দিয়েছেন। ভগিনীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারব কি?

শ্যামলী। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ ত রাখবার চেষ্টা করতে হবে। প্রাণ যায়,—নিরুপায়। তখন ত আর তুমি-আমি দেখতে আস্‌ছি না! কি বলিস্ পরী? পলকমাত্র সময়ের জন্যও যার দর্শনলাভ বহুভাগ্যের কথা, সেই প্রতাপশালী নবাবের কন্যা আজ দরিদ্রের আশ্রয়ে! কে পাঠালে দাদা? নবাব যখন জীবিত ছিল, তখন এই বালিকার ঘরে সূর্য্যকিরণও যদি প্রবেশ করতে চাইত, তা হ'লে বোধ হয়, তাকেও লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ত। কিন্তু আজ নিদাঘ-তপনের প্রখর দৃষ্টি, হিংস্রক জীবের বিলোল রসনা, পিশাচের লোভ, দস্যুর অত্যাচার, সকলে চারিদিক্ হ'তে তোমার প্রতীক্ষায়! কিন্তু সে মহিমান্বিত নবাব কোথায়? আদরের কন্যার অবস্থা—শত আবেদনেও আর নবাব দেখ্‌তে আসছে না। স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারলে না, আমরা তার কি করতে পারি? তবে ভাই, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে আবার অযোগ্যতার আক্ষেপ কেন?—তা হ'লে আয় পরী—কাছে আয়। বঙ্গ রমণী—ভিখারিণী—এ অপূর্ব্ব সম্ভোগে জ্ঞানশূন্যা—আয় ভাই, কাছে আয়—আমাকে তোর স্নেহের স্থানটি ভিক্ষা দে। আমি মহানন্দের অধিকারিণী হ'য়ে, একদণ্ডব্যাপী জীবনের ভিতরে শত বৎসরের পরমায়ু আবদ্ধ ক'রে রাখি।

পরী। এস বোন্, হৃদয়ের একপ্রান্তে স্থান দিতে, আমার এই তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ হৃদয় গ্রহণ কর। অরণ্যে এসে এখন আমি শত সম্রাট্-নন্দিনীর ভাগ্য পেয়েছি। পূর্ব্ব-জীবন সাধ ক'রে ভুলে গিয়েছি। ক্ষমা কর বোন্—নিজেকে অভাগিনী ব'লে আমি নারীজীবনের অমর্য্যাদা করেছি।

শ্যামলী। পিতা কোথায়? বলদেব ভাই কই?

রঘু। এই কুটীরেরই সন্নিকটে এক গাছের তলায় তাদের বসবার স্থান ক'রে দিয়েছি।

শ্যামলী। আয় বোন্, পিতৃদর্শন ক'রে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

তরুতল।

অনন্ত ও বলদেব।

অনন্ত। রঘুবীর সন্তান আমার। পুত্রজ্ঞানে
পুত্রস্নেহে জননী তোমার, কত যত্নে
শৈশব হইতে তারে করেছে পালন।
কোন্ জাতি, কি কার্য্য তাহার, কোন্ দূর
দেশ হ'তে আগমন তার, আজীবন
করেছি গোপন। দস্যুব্যবসায়ী পিতা—
দাক্ষিণাত্যে রাজ্যেশ্বর বীর বিশ্বনাথ,
দস্যুকার্য্য ছেড়ে, অনুরক্ত ভৃত্য মত—
ছায়া যথা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে আমার।
সহস্র বিপদ হ'তে করেছে উদ্ধার।
এক দণ্ডে ছেড়েছে কামনা। এক দণ্ডে
পাসরিয়া অস্তিত্ব আপন, রাশি রাশি
অমূল্য রতন,—আজীবন দস্যুতার
যত উপার্জ্জন—সমস্ত দরিদ্রে ক'রে
দান, আমার আদেশে দারিদ্র্য করেছে
সার। মৃত্যুকালে দুটি শিশু সন্তানের
ভার, মোরে ক'রে গেছে সমর্পণ। পুত্র,
এমন অজ্ঞান আমি রেখেছিনু তারে,
বাল্যে রঘু ভৃত্যজ্ঞানে দেখেছে পিতারে।
ছিনু পুত্রহীন,—ব্রাহ্মণ দম্পতী মোরা।
দস্যুপুত্র পেয়ে সুলক্ষণ—আত্মহারা
বালকে পুত্রত্বে দিনু স্থান,—রঘুবীর
জ্যেষ্ঠ সহোদর। তারানিধি, সুলক্ষণা
শ্যামলী ভগিনী তোর। রঘুবীর মুখে
আপন বংশের মুখ করি নিরীক্ষণ।
ভাই-বোনে কাছে বসাইয়া শুনাইয়া,
শিখাইয়া, আমি ঋষিতুল্য গড়িয়াছি
ভীলের কুমারে; ঋষিকন্যা রচিয়াছি
ভীলের কুমারী। বাসিয়ে কুমার দিনু
সর্ব্বসুলক্ষণ। কামনার অপূরণ

বিন্দুমাত্র রাখি নি তাহার। বল্ দেখি
বাপ, আজি জীবনের সীমান্তে আসিয়া,
কিবা লোভে, কোন্ প্রাণে রঘুরে করিব
ঘোর ভীষণ তস্কর!—স্মরণে অন্তর
কাঁপে থর থর। আমার আদেশে ছাড়ি
পুণ্যময় জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণ-জীবন,
রঘুবীর যদি পুনঃ পশে অন্ধকারে
আমার কথায়, এত উচ্চ স্থান হ'তে
যত্তপি পতন হয় তার, বলদেব
বাপ্, হবে ব্রহ্মহত্যা পাতক আমার।

বল। তবে পিতা, অপঘাতে দিবে কি জীবন?
অহোরাত্র জীবনের আশঙ্কা বহিয়া,
অহোরাত্র দারিদ্র্যের যাতনা সহিয়া,
শিলা-জলে, প্রবল ঝঞ্ঝায়, অনিবার
তলে তলে মস্তক রাখিয়া, অন্ধকার
জঙ্গলের সনে, বনে বনে বাস ক'রে,
করিবে ভ্রমণ? যেথা যাবে, সঙ্গে যাবে
সেখানে তাড়না—তুলিতে ক্ষুধার গ্রাস,
মুখে উঠিবে না—এ ভাবে চলিবে কত-
ক্ষণ? পিতা, ভেবেছে কতক্ষণ
রহিবে জীবন? শক্তিমান্ ভাই মোর
ইচ্ছা যদি করে, শমনের মুখ হ'তে
আনিতে সে পারে ছিনাইয়া! তবে কেন
দুরাত্মা তাকর, সমের কিঙ্কর সম
অসঙ্কোচে ঘুরিবে পশ্চাতে? বল পিতা,
সহি তা কেমনে? পিতা, একবার বল—
পারে যদি, বল একবার,—“রঘুবীর,
অপঘাত মৃত্যু হ'তে, রক্ষা কর মোরে!”

অনন্ত। একি, একি! কারে দেখি রঘুবীর সনে?

(রঘুবীর ও শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী, শ্যামলী! এসো মাগো! বিপদের
দারুণ পীড়নে, নিপীড়িত ভ্রাতা-পিতা
তব। এ হেন দারুণ দুঃসময়ে কোথা
হ'তে বিধাতা আপনি, স'পেছে পিতার
করে বিপন্না-রমণী। বড়ই কাতর-
কণ্ঠে আজ, ঊর্দ্ধে চেয়ে ডেকেছি সহায়।
মা শঙ্করী দাসী তার করেছে প্রেরণ।
জননি! বুঝিয়া লও তার,—কিন্তু মাগো!
এখানে কেমনে এলি? কে দিলে সংবাদ?
এ হেন ভীষণ স্থান, কি ক'রে শ্যামলী
রাণী পাইলি সন্ধান?

শ্যামলী। কি জানি কেমনে,
সহসা হইল পিতা মন উচাটন।
ব'সে আছি ঘরে, কে যেন কঠিন করে
আকর্ষিয়া কেশে, আনি এই বনদেশে
পিতৃ-পাদপদ্মমূলে দিয়েছে ফেলিয়া।

অনন্ত। ক্লান্তিভরা মায়ের বদন! বলদেব
যাও মাকে ল'য়ে—বিশ্রাম করহ দান!

শ্যামলী। এস ভাই! বহুদিন পরে, ভাই-বোনে
পুনরায় মিলেছি যখন,—চল সাথে—
বসিয়া নির্জ্জনে, সংসার-বিস্মৃতিভরা
বহুবধূ-উপকথা করাব শ্রবণ।

[শ্যামলী ও বলদেবের প্রস্থান।

অনন্ত। ভাল কথা, কি করিলে স্থির রঘুবীর?

রঘু। দুর্জ্জন যেখানে থাকে, কর্ত্তব্য সে স্থান
পরিহার। দেশ ছাড়ি, অন্যত্র গমন
আমি করিয়াছি স্থির।

অনন্ত। কিন্তু রঘুবীর,
জন্মভূমি স্বর্গের ঈশ্বরা!—জ্যেষ্ঠ পুত্র
তুমি বুদ্ধিমান্। মত্ত মাতঙ্গের বল
বিধাতা করেছে দান। এমন সহায়
মোর, বার্দ্ধক্যে তুমার বলে বলীয়ান্
আমি। এ বৃদ্ধ বয়সে বাপ্, তস্করের
ভয়ে, চোরভাবে মাতৃপরিত্যাগ ভাগ্যে
ছিল কি আমার?

রঘু। প্রভুমুখে শুনিয়াছি—
জননী-জঠর হ'তে বিচ্যুত যে শিশু,
তার জন্মভূমি—সূতিকা-গৃহের কোণে
বিঘত প্রমাণ স্থান। যেমন বিকাশ
পায় প্রাণ, সেই সঙ্গে জন্মভূমি বাড়ে
দিনে দিনে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ কলেবরে,
ছোটে তুমি ধরণী-সীমায়। শিখায়েছ
নিষ্কাম কামনা; তবে আজ কেন দাসে
এ ছলনা? ভিক্ষা মাগি পায়, ত্যাগ শিক্ষা
দিয়াছ আমায়। নীচ আমি, ভিত্তি ভাল
নয়, আবেশ ক'র না দাসে। আসিয়াছ
ল'য়ে মহাপ্রাণ। জীবন্মৃত আত্মহারা,
উন্মত্ত ছুটিয়াছিল মরণের পথে,
করুণায় ধ'রে তারে হে করুণাময়,

অঞ্জলি পূরিয়া বিজত্ব করিয়া দান,
মিটায়ে দিয়াছ তার আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা।
পুত্রে তার আত্মজ-আদর ঢেলে, কোলে
নেছ তুলে। কর্ত্তব্য সাধনে, দলিয়াছ
অম্লান বদনে, ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময়ী
অন্তরের রেখা। পায়ে ধরি পিতা, দেখ
চেয়ে, কোথায় তোমার স্থান। পদরেণু
পড়ে আছে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—ভিক্ষা আশে
গ্রহশশী নীরবে চাহিয়া—মিলিল না
শ্রীচরণ-সীমার সন্ধান। কোথা আমি?
অতি তুচ্ছ কোথায় আকর। কোথা ক্ষুদ্র
সে গুর্জ্জর—সে কি তোমারে ঘেরিতে পারে?
প্রকাণ্ড প্রান্তর ল'য়ে ল'য়ে বন, ল'য়ে
উপবন, সুনীল গগনস্পর্শী ল'য়ে
শৈলমালা, বিধাতার সৃষ্টিকাল হ'তে
আছে বাঁধা ব্রাহ্মণের ঘর। এস পিতা!
পুত্র-কন্যা ল'য়ে সে গৃহের এক পাশে
লইয়া আশ্রয়, সংসার-যাতনা যাই
ভুলে। যে বা মহাপ্রাণ, সাগর-মেখলা
ধরা জন্মভূমি তার।

অনন্ত। করহ যাত্রার
আয়োজন। ততক্ষণ নর্ম্মদা-সলিলে
সমাপিয়া সন্ধ্যা-কার্য্য আসি রঘুবীর!

[উভয়ের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ পথ।

সখার মা।

স, মা। এ পথে গেছে?—না! নদার দিকে গেছে? না! তবে গেল কোথা?—উপে?—না। সন্ধান করলুম, হাত ধরলুম—স'রে গেল! —অমনি অমনি নয়—ঠেঙিয়ে গেল!—শুধুই মার্ খেয়ে মলুম—কাজ হ'ল না! আমায় মার্!—আমি নবাবনী—আমায় একটা উচক্কা মেয়ে এসে ঠেঙিয়ে গেল!—শোধ নিতে পারব না?—সখার মাকে মার্—জবাব দিতে পার্ব না?—কোথায় গেল—এ দিকে? না!—ওদিকে—না! বনে? হুঁ! বন ঢুঁড়ব—মাটী খুঁড়ব—আকাশে উড়ব—যেখানে পাব, সেখান থেকে ধ'রে আনব। একি! বনের ভেতর থেকে বেরোয় কে?—এ কি দাওয়ান মশাই!—ঠিক্ হয়েছে, মা কালী মুখ চেয়েছে! —ঠিক জবাব—অপমানের ঠিক জবাব দেব—কখন ছাড়ব না! দোহাই মা, মুখ রেখো মা —জোড়া মোষ মা।

[অন্তরালে গমন।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। এ আমি কি করলুম?—নর্ম্মদার তীরে আসতে পথ-ভ্রমে, এ আমি কোথায় এসে পড়লুম? ধীরে ধীরে অন্ধকার চারিদিক থেকে ঝ'রে ঝ'রে সমস্ত স্থানটা গ্রাস ক'রে ফেললে! কি ক'রে আবার গভীর বনে প্রবেশ করি? কেমন ক'রে পথ পাই? সে যে বড় দুর্গম স্থান! কেমন ক'রে ফিরে যাই?—হ্যাঁ হ্যাঁ—কে তুমি? প্রেতিনীর মত অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছ—কে তুমি?

স, মা। এই আমি বাবা।

অনন্ত। অমন ভীষণ স্থানে কেন?—এদিকে এগিয়ে এস।

স, মা। কেমন বাধ বাধ ঠেকছে বাবা!

অনন্ত। কোন ভয় নেই। নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এস।—কেও, সখার মা?

স, মা। আহ্নিক করবার জল ছিল না, তাই নর্ম্মদা থেকে একটু জল নিতে এসেছিলুম।

অনন্ত। তা এত দূরে কেন সখার মা?

স, মা। এই ভীমরতি হ'য়ে গেছি বাবা! কাছ আর দূর বড় ঠাওর করতে পারি না।

অনন্ত। মিছে নয়, পাষণ্ডের অত্যাচারে সমস্ত দেশবাসীকে জ্ঞানশূন্য করেছে, তা তুমি ত অবলা স্ত্রীলোক। ভাল, জল নিতে এসেছিলে, কলসী কই?

স, মা। আসতে আসতে পোড়া জল চ'লকে গেল ব'লে, মনের দুঃখে কলসী কোমর থেকে স'রে পড়েছে বাবা!

অনন্ত। তা হ'লে এখন একলা যাবে কেমন ক'রে?

স, মা। সেইটেই এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আর কলসীটা খুঁজছি। বোধ হয় ঘাটে ফেলে এসেছি।

অনন্ত। বেশ—খুঁজে দেখ!

স, মা। পা যে ছম্ ছম্ করছে।

অনন্ত। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম!

[সখার মার প্রস্থান।

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। হাঁ কর্ত্তা! এদিকে সখার মাকে দেখেছ?

অনন্ত। নর্ম্মদার ঘাটে কলসী ফেলে এসেছে—আন্‌তে গেছে।

সখা। কেও, দাওয়ান মশায়!

অনন্ত। হাঁ, কি সংবাদ সখারাম?

সখা। পালাও—পালাও—দাওয়ান মশায়!—বেটী খাঁসাহেবের চর। বেটী তোমায় ধরিয়ে দেবে—দিলে বকশিস্ পাবে!

অনন্ত। বলিস্ কি? তোর মা'র এমন অধঃপতন হয়েছে?

সখা। আর বাবা! মাথার ঠিক না থাকলে মেয়েমানুষের যা হয়, তাই হয়েছে। পালাও—বাবা, পালাও!

অনন্ত। কোথা যাই সখারাম? ঘোর অন্ধকার—আমি পথ হারিয়েছি।

সখা। এস, আমার হাত ধর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখার মা ও লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

স, মা। নির্ভয়ে আয়। বামুন—একা—এ সময়ও যদি কিছু না করতে পারবি, ত কর্‌বি কবে?

[সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল।]

(রক্তাক্ত কলেবরে সখারামের প্রবেশ)

সখা। কি—করুম?—হ'ল না!—দাওয়ান মহাশয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!—রাখতে পারলুম না!—মার্ খেলুম, মারতে পারলুম না। কেন পারলুম না?—সঙ্গে সখার মা!—সখার মার হুকুমে ডাকাত বেটারা দাওয়ান মশায়কে বাঁধলে। মুখে কাপড় দিয়ে কথা বন্ধ ক'রে দিলে। আমি মার্ খেলুম—দেখলুম, কিছু বলতে পারলুম না। কেন পারলুম না? মারতে গেলে আগে সখার মাকে মারতে হয়। ডাকাত বেটারা কে? সখার মার চাকর বই ত নয়!—যদি যুদ্ধ হ'ত—হওয়া উচিত ছিল সে বেটীর সঙ্গে। কিন্তু সখার মা—সে বেটী সখারামকে গর্ভে ধরেছে—স্বর্গের চেয়ে উঁচুপায়া নিয়েছে। সেইখানেই হ'ল গোল! লড়াই করতে মন এল—কিন্তু হাত এল না!

চতুর্থ দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কুটীর-প্রাঙ্গণ।

রঘু। দেখ বলদেব, হিংসা কথা ছেড়ে দাও।
ভুলোনাকো ডাকাতের নাম। রাজ্যভোগ
অদৃষ্টে যদ্যপি তার থাকে, তুমি আমি
বাধা দিলে, হইবে কি সে ভোগের শেষ?
ধর্মে হোক, লোভে হোক, অথবা ঈর্ষায়,
কৌশলে-কুচক্রে হোক, বিনা রক্তপাতে,
কিম্বা হোক নররক্তে ধরণী প্লাবিয়া,
হইবে কামনা পূর্ণ যখন যাহার,
বাধা দিতে তার, নর-শক্তি শক্তিহীন—
সম্পূর্ণ অক্ষম। পবিত্র গুর্জর রাজ্য,
আদ্য ঋষি-রাজ ছিল অধীশ্বর যার,
সে রাজ্য পাঠান কোথা পেলে? যদুকুলে
স্বর্গোত্তাপে নিত্য দগ্ধ মানুষের স্থান,
আর তার মূল্যবান্ খর্জ্জুর পাদপ
একমাত্র সম্পত্তি যাহার, সে পাঠান
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতের সহস্র বীরের
শিরে কি করিয়া পাতিল আসন? তবে
কার রাজ্য কে লয়েছে, আমি কেন মিছে
কার ধন কারে দিতে রাজদ্রোহী হব?
বল। ভাল, রক্ষা কর পিতারে তোমার। যদি
পিতৃরক্ষা ধর্ম্ম তব হয়, অপঘাত
হ'তে যদি রক্ষা তার কর্ত্তব্য তোমার,
ডাকাতের প্রাণ লও। নহে পিতা মোর
বাঁচিবে না।
রঘু। বাঁচিবার হয় যদি, পিতা
ডাকাতের সহস্র পীড়নে বেঁচে রবে!
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাঁহার—
ডাকাতের রক্তে তাহা ধৌত নাহি হবে।
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাঁহার,
তোমা আমা হ'তে তাঁর প্রাণ বেঁচে পারে।

বল। অসমর্থ কার্য্যের বিচার করে, মূর্খ দেখে
পাণ্ডিত্যে কালিমা। প্রাণ যার ধন, সেই
দেখে শৌর্য্যে-বীর্য্যে পিশাচের লীলা।

রঘু। ক্রুদ্ধ হ'ও না ভাই! ক্রুদ্ধ যেই, শুধু
আত্মনাশ কার্য্য তার। পিতারে রাখিতে
যদি মানস তোমার, শান্ত হও, দেখ
চারিধার। ধীরভাবে প্রতিকার্য্য কর
আলোচনা। সুমিষ্ট ঔষধে যদি হয়
রোগনাশ, বিষপানে কিবা প্রয়োজন?
পুণ্যবলে দ্বিজগৃহে লভেছ জনম,
বর্ণের মর্য্যাদা তুমি রাখহ ব্রাহ্মণ!

বল। হাতে পেয়ে কাল ভুজঙ্গমে, না ভাঙ্গিয়া
তুণ্ড মুণ্ড, ক্ষীরসরে করেছ তর্পণ।
এবে আদর করিয়া তারে, বান্ধি নিজ
বৃদ্ধ-প্রভু-গলে, দেখাও সংসারে ভাই
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-পরিচয়। দেখে যাক্
সমগ্র সংসার, দেখে যাক স্বর্গ হ'তে
দেবতা আসিয়া, দেখে যাক শাস্ত্রকর্ত্তা,
দেখে যাক্, এক এক ধর্ম্ম-অবতার
আজন্ম তপস্যা-রত মহর্ষিমণ্ডল,
ধরাতলে মহাধর্ম্ম-পতিষ্ঠা কেমন।
আছে পিতা নীরবে তোমার মুখ চেয়ে।
তোমার শক্তির পরে করিয়া নির্ভর,
নিশ্চিন্ত অন্তর, তব দত্ত উপহার
ননীর পুতলী হস্তে করেছে গ্রহণ।
অচলের অন্তরালে চিরছায়া মধ্যে
নিবসিয়া, জানে সে কোমলা বালা রবি-
কর কভু আর পারিবে না পরশিতে
তারে। সে ত নাহি জানে কি ধর্ম্ম তোমার?
ভাই, তারে কেন এ ছলনা! বৃদ্ধ পিতা
না হয় লজ্জার বশে, মহত্ত্বে মায়ায়
আত্মবলি দিল তব ধর্ম্মের মন্দিরে!
বালিকার কিবা অপরাধ? জ্ঞান যদি
মনে-জ্ঞানে—প্রতিশোধ লইবে না যদি
সব যায়, বলদেব অনন্ত পরাণে
একে একে যেতে দেখ রাক্ষস-উদরে,
কেন তবে বৃদ্ধ-দ্বিজ-সন্তান-মায়ায়
সুবর্ণ-কুসুম-লতা দিলে জড়াইয়া?

রঘু। কিবা তব অভিপ্রায়?

বল। অভিপ্রায় কিবা?
অভিপ্রায়? বলি কারে? জ্বলে অবিরাম
প্রতিহিংসা অন্তরে অন্তরে। চিরদুখী
স্থবির ব্রাহ্মণ, জীর্ণ শীর্ণ শোকে তাপে,
প্রাণ ল'য়ে বনে বনে করিছে ভ্রমণ,
সংজ্ঞাশূন্য,—যেন এ সংসারে কেহ নাই
তার। কার কুটিলতা-বিষে জর্জ্জরিত
প্রভু তব, প্রভুভক্ত বীর? কেন এত
স্থির? সদা স্থিরতায় পুণ্য নাই। ভাই!
সদা ক্ষমা কাপুরুষে করে। তাই বলি
পুত্রত্বের প্রতিষ্ঠা লভিয়া যাঁর গৃহে
গৃহবাসী তুমি, রঘুবীর, রক্ষা কর তাঁরে।

রঘু। ভাল, ভেবে দেখি।

বল। ফের ভেবে দেখি?
রঘুবীর, প্রতিকার্য্যে চিন্তায় যে জন
শক্তির নির্ভর করে, অস্থিরতা তার
পরিণাম—

(সখারামের প্রবেশ)

রঘু। এ কি—কে তুমি ক্ষতবিক্ষত কলেবর, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা—কে তুমি?

সখা। র'স বাবা! আমার এখন পরিচয় দেবারও সময় নেই, আর নেবারও সময় নেই। এখন তুমি কে, বল দেখি বাপধন, যম?

রঘু। আমি রঘুবীর।

সখা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। তা হ'লে বাপধন যম! তোমার যমদণ্ডটা এই গরীব অনাথের কোমল স্কন্ধে একবার ঠেকিয়ে দাও ত।

রঘু। কেও সখারাম?

সখা। এই যে বাপধনের মুন্সী চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নাম উঠেছে।

রঘু। একি সখারাম! এ প্রকার অবস্থা কেন?—এখানে কোথা থেকে এলে?

বল। কে তোকে সংবাদ দিলে?

সখা। যমের বাড়ীর সংবাদ আবার কে দেয় বাবা? নেবোক্ত—নেবোক্ত। তা হ'লে প্রভু আচমন ক'রে এই গরীবের মাথাটার উপর একটু লোভ করুন।

রঘু। তোমার এরূপ অবস্থা কেন?—কোন বিপদের সংবাদ এনেছ কি?—এই বনের ভিতর কেহ কি তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে?

সখা। অধম দাসকে আবার ওকথা কেন প্রভু? প্রভু মনিব-ভক্ষণ কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন,

একদিনের জন্ম একটা দাসত্বকণ ক'রে দেখলে ক্ষতি কি? দাস ব'লে ভয় করবেন না। পাকায় ভক্ষণ কার্য্যে এ অঙ্গে যে অস্থি সঞ্চয় করেছিলেম, দুঁচার বেটা লেঠেলের অনুগ্রহে সে গুলো আজ ছাতু হ'য়ে গেছে। সুতরাং একবার যদি আপনি পালে তোলেন, তা হ'লে কলাই ডাল-মাখা অন্নপ্রাসের মত, এ দাস অমনি চেনা রাস্তায় ... যাবে, আপনাকে চোকটি পর্য্যন্ত গিলতে

... দুতে।

... এরূপ অবস্থা কেন? বিশেষ ... কিন্তু, তা হ'লে এই স্থানে দু-

... কি যাব? আমাকে কি কষ্ট ... গোকার নিকুটি বোলে দিয়ে, দুচোর ... রাখবে?

রঘু। (স্ব গত) পাগল! এ রহস্যের সময় নয়।

সখা। আর বাবা! তোমার অত্যাচারেই পাগল হ'তে বসেছি। ত্রিলোকের মূর্ত্তি ধ' ... উলঙ্গুক দুটো ভাইকে বেলে; মা ভবানী ... তন্ত্র নিত্যের স্ত্রী দুটোর সিঁথের সিঁদুর মুছে ... সীতা মূর্ত্তিতে রাবণটাকে সবংশে ধ্বংস ... লক্ষ্মীর আবির্ভাবে—অভিমানে এবার ... আঠার অক্ষৌহিণীর দেহরক্তে অন্ধকার ক'রে ... বসে সে বেণী বন্ধন করলে। আর ... বাবা বর্ষরাজ? ছেলের কাটা মুণ্ড দে ... বাপের মাথাটা উড়িয়ে দিলে। মুষল সেজে যদু-বংশটাকে নষ্ট ক'রে ফেল্লে। আর এই কলিযুগে ক্ষত্রিয় মূর্ত্তি ধ'রে অনন্তরাওকে মুখভঙ্গি করবার ব্যবস্থা করছ।

রঘু। সে কি রকম?

সখা। আর রকম কি? এই যে স্বচক্ষে দেখে এলুম বাপধন যম!

রঘু। সে কি?

সখা। এই যে বেলাগওয়ালার অনুচর—বাম্‌নো বেটারা দেওয়ানজীকে ধ'রে নিয়ে গেল!

রঘু। সেকি?—কোথায়? কোন্ দিকে?

সখা। এতক্ষণ টাই বাম্‌নোর বণ্‌পরে।

বল। এতক্ষণে যোগ্যস্থানে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ।

রঘু। শ্যামলী!—শ্যামলী—(শ্যামলীর প্রবেশ) —এই একে নিয়ে গিয়ে—এখনি এর ক্ষতের শুশ্রূষা ক'রে পাঠিয়ে দাও। বিলম্ব ক'র না।

[সখা ও শ্যামলীর প্রস্থান।

বল। আর কেন ভাই? পিতা গেছে যবনের কারাগারে—দেবতা অনন্তরাও অবরুদ্ধ—আর ফিরবে না—উদ্ধার করতে হ'লে রক্তস্রোতে শুকরাট ভাসাতে হয়। অযোগ্য সন্তান আমি—পিতৃরক্ষায় অসমর্থ। তাই তোমার সহায়তা ভিক্ষা করেছিলুম। এখন কার্য্যশেষ। তাই, পিতার প্রতিনিধিত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে, আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার সকল দায় হ'তে নিষ্কৃতি দিলুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

রঘু। যাও কোথায়?

বল। আর তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাকব কেন?

রঘু। হায় উন্মাদ বালক! মৃত্যুমুখে ছোট কেন?

বল। বিজ্ঞতা-আবর্ত্তে প'ড়ে যদি কৃতজ্ঞতা ... যায় তা হ'লে উন্মত্ততার অপরাধ কি?

... ফেরেন, তখন ...

অজ্ঞান বর্ব্বর ভীরু পুরুষত্বহীন!

আর কেন, ছেড়ে দাও পিতারে আমার।

[প্রস্থান।

রঘু। সত্য কথা! ধিক্কার করিতে আমারে

যা বলিলে ব্রাহ্মণকুমার, প্রতিবর্ণ

সত্য তার! ডুবে বুঝি গেল কৃতজ্ঞতা!

আজীবন বালকত্ব ল'য়ে, যদি আমি

থাকিতাম চিরমূর্খ বর্ব্বর-সন্তান;

উদরপূরণ সার ভেবে, যদি আমি

শুধুমাত্র আহার খুঁজিয়া—কভু চৌর্য্যে,

কভু প্রাণিবধে, কভু দাসত্বে, ভিক্ষায়—

থাপিতাম মোর চিরদিন ; নশ্বরদেহে—
উন্মুক্ত হৃদয়ে—প্রাণ ভরা আলিঙ্গনে
কিম্বা যদি করিতাম পশুরে আপন ;
সুখ বুঝি থাকিত আমার। কেন আমি
ব্রাহ্মণে ভজিনু? কেন আমি তাঁর কথা
শুনে, আত্মপ্রশ্ন করিতে শিখিনু? বাধা—
শুধু বাধা—বাধা যেন জীবনে করেছে
ক্রীতদাস। সময়ে কি অসময়ে, ভ্রমে কিম্বা
জ্ঞানে, কার্য্যে কি অকার্য্যে, প্রতিপদে বাধা
বাঁধে দুর্ব্বল চরণ। হে বিধি! সুমতি
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার!
বিপন্ন ব্রাহ্মণ—আমি ভৃত্য। বিঘিনত
যে শক্তি আমার, হয় ত কন্টক তার
মূলসহ উৎপাটিতে পারি! নীচগৃহে
জন্ম মোর—আমার কি কাজ জনার্দ্দন?

—

পঞ্চম দৃশ্য

জাফরের কক্ষ।

জাফর, শৃঙ্খলাবদ্ধ অনন্তরাও ও প্রহরিগণ।

জাফর। পারবে না?

অনন্ত। ...

জাফর। তুমি উন্মাদ। এখনও বলছি, তুমি যদি আমার কথা শোন, তা হ'লে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার।

অনন্ত। তুমি যেখানে নবাব, সেখানে দেবলই উপযুক্ত সচিব। অযোগ্যকে আর সে পদ দেবার প্রয়োজন নাই।

জাফর। তুমি হিন্দু হ'য়ে মুসলমান-কন্যাকে গৃহে স্থান দাও, এ তোমার কত বড় বেয়াদবী!

অনন্ত। কি কর্‌ব, অদৃষ্ট। রেখে ফেলেছি, এখন আর তাকে ত ত্যাগ কর্‌তে পারিনে।

জাফর। তুমি তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছ। তার অনিচ্ছায়, বন্দিনীর মত তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ। যদি মঙ্গল চাও, যদি জীবন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, তা হ'লে পরীবানুকে আবার মুসলমানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দাও।

অনন্ত। মুসল
পাঠাবার কোন ব
নরপিশাচ নিশ্চিন্ত
পারে, সে কি মুস

জাফর। জাঃ

অনন্ত। চে
মান্ রাজা, শত্রুদে
স্থাপন ক'রে—আ
তস্কর সেই অবকাশে তার কোন...
করেছে। ঘৃণিত প্রভুঘাতক! তোমায় আ..
অধিক কি বল্‌ব, এ দেশে মানুষ থাক্‌লে, চোরের
যথোপযুক্তই শাস্তি হ'ত। সৌভাগ্য তোমার—
রাজ্যে লোক নাই। আমি বৃদ্ধ, চরণ-সঞ্চালনেও
অপারগ, নইলে এই মুহূর্ত্তেই পদাঘাতে এই অযোগ্য
মস্তক থেকে রাজ্যের ভার অপসারিত ক'রে
দিতুম।

জাফর। বদ্‌মাস্ কাফের!—(বিনাশার্থ অস্ত্র ...) —এ তোর উপযুক্ত শাস্তি নয়

—

(প্রহরীর প্রবেশ)

বদ্‌মাসে ডাকুকো ঠাণ্ডা গারোদে কা'ল ফজরে, বাজারের মাঝখানে—সাম্‌নে, দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে মেরে ফেল। এক কোপে কাটলে মরণের মজা টের পাবে না। যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লে যাও। কি বল্‌ব, তোর নিজের স্ত্রী নাই; থাক্‌লে, এই এমনি ক'রে (পদাঘাত) তাকে পদদলিত ক'রে বান্দার বাঁদী সাজিয়ে, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতুম। যাও—লে যাও।

[প্রহরী ও অনন্তরাওএর প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া দেবলের প্রবেশ)

দেবল। কি কর্‌লেন জনাব?

জাফর। কিসের কি কর্‌লুম?

দেবল। অমৃতরাওয়ের কি করলেন?

জাফর। দেয়ালে গেঁথে মারতে হুকুম দিয়েছি।

দেবল। সর্ব্বনাশ! করলেন কি? ফিরিয়ে আনুন—জনাব! ফিরিয়ে আনুন।

জাফর। কেন দেবল! ভয় পেয়েছ না কি?

দেবল। ফিরিয়ে আনুন জনাব—ফিরিয়ে আনুন। যতদিন না রঘুবীরকে ধরতে পারছেন, ততদিন কারাগারে নিক্ষেপ করুন, প্রাণে মারবেন না।

জাফর। ও—সেই রঘুবীর! সেই গোলামের ভয়ে অস্থির হ'য়ে তুমি আমাকে নিষেধ করতে ছুটে এসেছ?

দেবল। জনাব! যদি মঙ্গল চান, তা হ'লে হুকুম রদ করুন—বৃদ্ধকে প্রাণে মারবেন না।

জাফর। এই রকম প্রাণ নিয়ে তুমি রাজ্য-শাসন করবে?

দেবল। প্রাণ থাকলে ত শাসন। সে রঘুবীর থাকতে কিছু হবে না।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। ঠৈক হ্যায়—তা হ'লে আর এক দণ্ডও বিলম্ব করছি না। এখ-ই তাকে ফিরিয়ে তোমারই সম্মুখে তার জীবলীলার অবসান ক'রে দিচ্ছি। ঠৈক হ্যায়।—(নেপথ্যে হুজুর!) কয়েদীকো ফির্ লে আও।

দেবল। দোহাই জনাব, উন্মাদ হবেন না। রঘুবীর—সে ভীষণ রঘুবীর!—ইচ্ছে করলে, এখনি ছাত থেকে ঝ'রে পড়তে পারে,—দেয়াল ফুঁড়ে গজিয়ে উঠতে পারে। ফিরিয়ে আনুন—কারাগারে নিক্ষেপ করুন, দেয়ালে গাঁথবেন না,—মারবেন না!—জনাব!—জনাব!

জাফর। কি হ'ল, কি হ'ল!

দেবল। আমি নই—দোহাই, আমি নই।

জাফর। কে তুই?—কে তুই?

(রঘুবীরের প্রবেশ ও দ্বারাবরোধ)

রঘু। চিনিতে কি পার জাঁহাপনা?
আরে আরে! তুমি যাও কোথা?

(দেবল ও জাফরকে বারণ)

একি, একি! পাপস্পর্শে
পুণ্যদেহে এত কম্পমান? দাও ব'ল।
ভয় কেন? সুবিজ্ঞ দেওয়ান, এ রাজ্যের
ভার লব শিরে। কোমলা রমণী-প্রাণে—
পরশিয়া পুরুষের অঙ্গ-সমীরণ,
হয়ে যায় তরঙ্গতাড়ন, হেন নারী-
বক্ষ বুকে ধ'রে কভু রাজ্য কি শাসিত
হয় বীর? মৃত্যু সেই সহস্র-সংসারে।
শোকার্ত্তের করুণ চীৎকারে, ভরায়েছ
গুর্জ্জরের নিস্তব্ধ-গগন। জান ত হে—
সে রোদনে আছে প্রতিধ্বনি? মহাকার্য্যে
পুরস্কার আছে মহাফল? ফল ল'তে
কম্পিত অন্তর! ছি ছি বীরবর! দেখ
চারিধারে, কারা ছুটে কান্তারে কান্তারে
আমারে করিতে আবেদন! জ্ঞানচক্ষু
করি উন্মীলন, চেয়ে দেখ নরাধম!
তীব্র-স্মৃতি তীব্র আকর্ষণে, ওই দেখ
শত শত বিগত জীবনে উঠেছে কি
তীব্র কোলাহল! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা গায়। বিষাদ-তরঙ্গভরা
শোকাশ্রু অঞ্জলি, একবাক্যে ভিক্ষা চায়
প্রতিহিংসা—হত্যা কর জাফর-দেবলে।
দেয়ালে দেয়ালে কোটা, হের করে চল
চল যুগল নয়ন, সুধাধারে করে
আবেদন—পিতৃহীনা—রক্ষা কর মোরে।
ওই দেখ মধাবের বিমল বদন,
পার্শ্বে তার অবনি লুটিয়া, আঁখি ঠারে
আমারে দেখায়, শত আবেগের বল
ইঙ্গিতে বাঁধিয়া, শুধু বলে হত্যা কর
জাফর-দেবলে! কি করা কর্ত্তব্য মোর
অনুমতি কর জাঁহাপনা!

জাফর। তুমি?—তুমি রঘুবীর?

রঘু। ভুলে গেছ? আমি রঘুবীর।

জাফর। হত্যা আশে যদি আসা গভীর নিশায়,
এখনই প্রাণ লহ মোর, অন্য কথা
নাহি প্রয়োজন।

রঘু। কোন্ প্রাণে, কি সাহসে
বলিলে যবন! ভোগতৃষ্ণা মিটিল না;—
সবারে বাঁধিয়া মনে প্রাণে, তবু তব
তৃপ্তি আসিল না;—স্থবির ব্রাহ্মণ, প্রতিপদে
কম্পিত চরণ, নিজের শরীরভারে—
সর্ব্বদা কাতর, বধিতে করেছে
ভয়,—প্রতিক্ষণে বসিয়া রয়েছে মৃত্যু

মৃত্যু প্রতীক্ষায়, তবু তারে ঘরে রেখে
মন বুঝিল না !—এমন প্রাণের মায়া !
বুঝিয়াছ বৃদ্ধে অসহায়, স্থির জান
বাঁচন মরণ তার তোমার কৃপায়,
তবু, চুরি ক'রে এনেছ তাহারে ! এত
ভীত ! এমন জীবনে মায়া !—প্রাণ নিতে
কোন্ প্রাণে বলিলে জাফর ? একদিন
যে সাগরে ছিলে ভাসমান, সে সিন্ধুর
নাহি ছিল সীমা। নর্ম্মদার আবর্ত্তের
পাকে পাকে ঘুরে, কণ্ঠায় কণ্ঠায় যবে
পশেছিল জল, সে সময় মৃত্যু যদি
করিতে কামনা, সাজিত তখন। শেষে
হতভাগ্য নবাবের বিশ্বস্ত নিদ্রায়—
এ হেন গভীর নিশা করিয়া আশ্রয়—
আশাতরু করেছ রোপণ। ফল তার
করিছ ভক্ষণ। এ সময় জাঁহাপনা,
মরণ কামনা ? ভীরু ! মেষের সংহারে,
উদ্যোগ হয় না প্রয়োজন।

জাফর। তাই যদি, তবে কেন চৌরভাবে
পশিলে আমার ঘরে ?

রঘু। পুরস্কার দিবে বলেছিলে, তাই
আসিয়াছি—আসিয়াছি ল'তে পুরস্কার।
এ কণ্টক বাঁচিলে পরাণে, নিরাপদে
রাজ্যভোগ হবে না তোমার। রাজ্যভোগ
যদি চাও, আগে নিষ্কণ্টক হও ! লও—
এই লও ছুরিকা ভীষণ ! যে কণ্টকে
হিন্দুস্থানে, কত দস্যু বিদ্ধবক্ষ হ'য়ে,
ছেড়ে দেছে দস্যু-ব্যবসায়, আগে তারে
ফেল উপাড়িয়া। ধর ধর্ম্ম-অবতার।
ধর ধর, কাঁপে কেন কর ? ত্বরা মোরে
দাও পুরস্কার। তোমার জীবন রেখে
প্রভুদ্রোহী আমি। আমার উচিত শাস্তি—
তব করে প্রাণ-বিসর্জ্জন।

জাফর। রঘুবীর !
ক্ষমা কর মোরে।

রঘু। বল তবে কোথা প্রভু মম ? সে যে
হে সর্ব্বস্বত্যাগী—তারে কেন ধরিয়া
আনিলে ?

জাফর। কই হ্যায় ?—(নেপথ্যে হুজুর !)
—ব্রাহ্মণকো জল্‌দি খোলসা দেকে হিঁয়া লে আও।
(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক অনন্তরাও ও বলদেবকে আনয়ন)

জাফর। দেবল ! বন্দী শৃঙ্খল-মুক্ত হ'ক্।
(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খল মোচন)

বল। দাদা ! দাদা ! আজ বড় আনন্দের দিন ! প্রতিশোধের এই সময়। দুরাত্মা বেইমান !—
(পদাঘাত)

রঘু। কি কর—কি কর,
আত্মহারা—উন্মত্ত যুবক !

অনন্ত। বালক—বুঝতে পারেনি—অপমানে জ্ঞানশূন্য। নবাব ! ক্ষমা কর। রঘু, চ'লে এস। নরাধম পুত্র এমন উদ্ধত !

[রঘুবীর, অনন্ত ও বলদেবের প্রস্থান।

দেবল। জনাব ! বড় লেগেছে কি ? জনাব জনাব !

জাফর। দূর হ' কাপুরুষ ! সামনে থেকে এখনি দূর হ'। (পদাঘাত)

[গড়াইতে গড়াইতে দেবলের প্রস্থান।

ওঃ—এত অপমান ! কি করি, কি করি ? ওই কীটাণুকীটের অপমান উদরস্থ ক'রে আমাকে রাজ্য করতে হবে।—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। এই পশ্চিমে চেয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি এই কীটদংশন হ'তে অব্যাহতি পাই, তবেই এ রাজত্ব করব, নইলে যে ফকির ছিলুম, সেই ফকির হব। প্রতিজ্ঞা করলুম—অনন্তরাওয়ের সম্পর্কে যে কেউ থাকবে, তারেই মেরে ফেলব। রঘুবীর—কে রঘুবীর ? কিসের জীবন রক্ষা ?—তার জন্ম এত অপমান—এত লাঞ্ছনা ! কিছু রাখব না—অনন্ত রাওয়ের সম্পর্কে কিছু রাখব না। কিছু নয়—উপকার কিছু নয়। কৃতজ্ঞতা—সয়তানী—মারো—মারো, কাফের মারো।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

রঘুবীর ও শ্যামলী

রঘু। সদা ভয়—কখন কি করি। দস্যুগৃহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপনা হারায়ে

করে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সনে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম সনে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—বিজ-দত্ত
জ্ঞান-আবরণে, অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত পড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ ত হ'ল না তাহার।
গগনের সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায়
উত্যাক্ত সিন্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরঙ্গে
ব্যবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্ত্তন, যেই মত
মাঝে মাঝে দূরে—অতিদূরে শ্যামচ্ছায়-
বিলসিত বেলাভূমি দেয় কাঁপাইয়া,
শিখাচে: আচরণ হায়, হৃদয়ের
নিভৃত গুহায়,—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা
প্রবৃত্তি আবার সেই মত তুলে বুঝি
বিষম ঝঙ্কার!—এইবার শোন্ শোন্!
রক্তদর্পে সে চাহিবে চারিধার,—সে কি
প্রবোধ মানিবে আর? ক্ষুধিত শার্দ্দুল,—
সে কি হরিণীর আকর্ণ বিভ্রান্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে?—কি করি শ্যামলী?
শ্যামলী। চিত্তের প্রশান্তি লাভ সে ত বিধাতার
করুণায়। কর্ম্মক্ষেত্রে করি অবস্থান,
আজন্ম তুষার ভরা স্থির হিমাচল
হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্বালামুখী
বাষ্পকণা আজীবন রেখেছে বাঁধিয়া।
উষ্ণ নয়নের জলে তার, জন্মিয়াছে
কত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। শান্তি চাও,
কর ভগবানে আত্মসমর্পণ। তাঁরে
স্মরি, পথ চ'লে যাও। পথের কণ্টক—
শিরীষ কুসুমরাশি সম—সমর্পণে
নিষেধিবে ব্যথিত চরণ। আগে হ'তে
তবে কেন চিন্তান্বিত বীর?
রঘু। অস্ত মনে
যদি প্রাণে ক'রে দিই অনল সংযোগ,
বারুদের কণামত, বিষম প্রচণ্ড
বিস্ফোরণে, ব্রাহ্মণ নির্ম্মিত এই হৈম
(হৃদয়ে হস্ত দিয়া)
অট্টালিকা, মুহূর্ত্তে কি চূর্ণ হ'য়ে যাবে?
একদণ্ডে হব কি দানব? একদণ্ডে
জীবনের এত মধুরতা, নিমজ্জিয়া
দিব কি হে অনল-সাগরে? অদোয়ারি
সম্মুখে আমার,—যেন যাই—কোথা যাই!
স্বপ্নের নিবৃত্তিশূন্য অদম্য গমন
যেন ফিরিতে ভুলিয়া গেছে। যেন
বাধা দিতে, তটিনী হয়েছে পথরেখা।
মরুভূমি কোমল শ্যামল তৃণভরা—
দৃষ্টির আকর্ষী সম নন্দন-কানন।
কঠোর নির্ম্মম শিলা চরণ-পরশে
গ'লে যেন শিশিরে হয়েছে পরিণত।
বল দেখি প্রাণময়ী! এমন মরমে
জীবনের খাদ্য আহরিয়া, অবশেষে
ম'রে যাব ক্ষুধায় তৃষ্ণায়?
শ্যামলী। জীলনারী—
শাস্ত্রজ্ঞানহীনা। তবে, তোমার চরণ-
প্রান্তে ব'সে, যা কিছু শিখেছি এতদিন,
তাতে মোর এই মাত্র জ্ঞান—এ সংসারে
কেহ কারে করে না সংহার। প্রাণ যবে
নিজহস্তে প্রাণ-অধিকারী। প্রাণ রাখে,
যে বীর বুঝেছে তার প্রাণের মমতা।
অতৃপ্ত হইতে প্রাণ এসেছে ধরায়,
অতৃপ্তিই সাধ তার! মায়ের আদরে
পুষ্ট, দুষ্ট শিশু যথা নিত্য নব তুলে
আবদার, মায়ের প্রহার-লোভে, নিত্য
নব নব আবিষ্কারে, জননীরে করে
জ্বালাতন—প্রাণও তেমন, ক্ষীর মুখে
দিলে চায় নিম্বের আস্বাদ! নিম দাও—
অতৃপ্তি দেখাবে তার মুখের বিকারে।
ফল কথা, আত্মতৃপ্তি ছায়া-মরীচিকা।
তৃপ্তি যেথা, গতির নিবৃত্তি সেথা। তাই
দেখি, তৃপ্তি তৃপ্তি ক'রে উন্মত্ত জীবন-
স্রোতে নিত্য অভিনব উঠিছে তরঙ্গ।
তাই দেখি, তৃপ্তিলোভে সর্ব্বস্ব করিয়া
দান, কেহ আরো দানে করে আকিঞ্চন।
অসমর্থ সর্ব্বত্যাগী চারু করতলে
অবশেষে ভোগ করে বিস্ফোট-যাতনা!
তৃপ্তি লোভে কেহ করে জীবন সংহার,
কেহ রাজ্য দেয় ছারখার! পিতৃহীন
বালকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া, দেয় তারে
শ্যামতৃণে সুন্দর আসন—শির'পরে
নীলাকাশ চারু আচ্ছাদন! তৃপ্তি লোভে
কেহ বা রাজত্ব করে, কেহ বা দাসত্ব
ক'রে জীবন কাটায়। যা তোমার লাগে

ভাল, তাই কর ভাই। আমি শুধু এই
চাহি অনুমতি, আমার যা ভাল লাগে,
আমারে করিতে যেন ক'র না নিষেধ।
এইমাত্র আমি বুঝি—শাস্ত্রমতে প্রভু
যদি পরম দেবতা, প্রভুরক্ষা যদি
ধর্ম্ম হয়, তবে অন্নদাতা জ্ঞানদাতা
পবিত্র ব্রাহ্মণ-অঙ্গে বেষ্টিত হইয়া
স্থিতি, কার্য্যই তোমার।

রঘু। তাই বটে বোন্!
কিন্তু বর্ম্ম করে না ত অস্ত্রের প্রহার!
নীরবে প্রভুর গায় সংলগ্ন হইয়া
শুধু সে প্রহার সহ্য করে।

শ্যামলী। শুনিয়াছি
ধর্ম্মের রক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
প্রাণী, মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-
সমর-সাগরে। নিজে ভগবান্ কর্ম্মী—
সারথির রূপে ধর্ম্মরথে আরোহিয়া,
আপনি দেখিলা প্রভু সহাস্য বদনে
ষট্‌ত্রিংশ অক্ষৌহিণী আঁখি নিমীলন!
তবে তুমি কেন পারিবে না? ব্রাহ্মণের
জীবন রাখিতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার তরে,
যবন—যবনাধম জাফর দেবলে
যদি ধরা হ'তে দাও পাঠাইয়া, তাতে
পাপ কিবা?

রঘু। তবে বোন্, শোন অবধানে।
একদিন নর্ম্মদার ভীম গ্রাস হ'তে
রেখেছিনু দুরাত্মা সে জাফরের প্রাণ।
একদিন নিদাঘ সন্ধ্যায়, ক্ষুদ্র এক
তরণী সুন্দর দেখিলাম আসিতেছে
তটিনীর পরে। সহসা উঠিল ঝড়।
প্রবল বাত্যায় নিমেষে ডুবিয়া গেল
তরী। দৈববশে ছিনু তার তীরে। চেয়ে
দেখি, নর্ম্মদার জলে, তরঙ্গের ভীম
কোলাহলে জীবনে-মরণে টানাটানি—
মায়া আর নিয়তির ভীষণ সংগ্রাম।
রণরঙ্গে আহ্বানে স্ফালনে, ঘোর রবে
ফেনিল-বদনা ভীমা নর্ম্মদা প্রকৃতি
আর্ত্তনাদ করিছে মজ্জন। হেরি আমি
সে দৃশ্য ভীষণ, রহিতে নারিনু স্থির
তীরে। ভবানী স্মরণ করি পড়িলাম
উন্মত্ত সলিলে। কিন্তু হায় সে তরঙ্গ
বাধা ঠেলে উপনীত হইতে হইতে,
তরঙ্গিনী গ্রাসিল সবারে। বহু কষ্টে
শুধু মাত্র একেরে বাঁচানু। সে তোমার
দুরাত্মা জাফর। জল-ব্যবসায়ী বেশে
সবে মাত্র এ অভাগ্য দেশে তার সেই
পদার্পণ বল ত শ্যামলি! প্রাণময়ী
মন্ত্রি-স্বরূপিণী তুমি, প্রত্যেক কার্য্যের
মোর অর্দ্ধ ফলে তব অধিকার। ভেবে
বল ত শ্যামলি! প্রকৃতি আপনা হ'তে
যে কার্য্য সাধিতে গেল, আমি কেন বাধা
দিনু তারে? নর্ম্মদার উন্মত্ত সলিল
যে সময় নরাধমে গ্রাসিতে ছুটিল,
পাষণ্ডের প্রাণ নিরখিয়া, ভূর্জ্জরের
রক্ষাকার্য্যে প্রহরিণী—সতর্ক তটিনী
যে সময় শক্র আক্রমণ তরে অস্ত্র
ধরেছিল, আমি কেন করিনু উদ্ধার?
আমারে দেখিতে পেয়ে, লজ্জিতা প্রকৃতি,
আমারে কি দিয়ে গেল বিনাশের ভার?
প্রাণ রেখে প্রাণহত্যা করিব কেমনে?

শ্যামলী। তবে চল, রাজ্য ছেড়ে এত দূরদেশে
চ'লে যাই, যেথা পঁহুছিতে না পারিবে
দুরাত্মার করের প্রসার।

রঘু। তাই চল।
হৃদয়স্থ হৃষীকেশ! ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি
জান প্রভু!—শুধুমাত্র সাহস ভিক্ষায়
পদপানে আছি তাকাইয়া। কিন্তু কই
দেখা ত দিলে না প্রভু?—
বোঝা ত হ'ল না?
সাহস ত এলো না আমার?—নহে এই
দণ্ডে মুণ্ড ছিঁড়ে দুই দুরাত্মার রক্ত-
রাগে জবাপুষ্প সম, তব পাদপদ্মে
প্রভু, দিতাম অঞ্জলি!—তখন শ্যামলী!
মহাপুণ্য-অর্জ্জন-বিশ্বাসে, স্ফীত-বক্ষে
নক্ষত্রের চলিতাম ধরণীর বুকে।
কিন্তু হৃষীকেশ—কোথা বোন্ হৃষীকেশ?
বর্ব্বর হৃদয়-মধ্যে যদি স্থান তার,
তবে কেন এ সংসারে জাতির প্রভেদ
এত? কেন—শুধুমাত্র দুণার অর্জ্জনে—
কেন আমি ভীলনারী-জঠরে পশিনু?
এক কার্য্য—এক রক্তপাত, তবে আমি
কেন দস্যু হই, আর ধরণী-ঈশ্বর

কেন পায় পুষ্পমালা প্রতিমূর্তি গলে ?
হ'ল না শ্যামলী, চ'লে চল। নারী তুমি—
মানবের দেহ সঙ্গে বাঁধিতে জীবন
সূত্র দিয়ে পাঠায়েছে বিধাতা তোমায়—
বিধাতার চরম কল্পনা, তুমি যদি
না আসিতে, জনমের সঙ্গে সঙ্গে, ধরা
যেত রসাতলে।—নারীমুখে জিঘাংসার
কথা!—না শ্যামলী, চল যাই অন্য পথে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন।

শ্যামলী ও চুলিয়া।

শ্যামলী। ওরে মিন্‌সে! ঠাওরাচ্ছিস কি বল্ দেখি ?

চুলিয়া। তুই ঠাওরালি কি বল্ দেখি ?

শ্যামলী। ধর্ম ধর্ম ক'রে ত ভাই আমার উন্মাদ।—ও হ'তে ত কিছু হয় না। ওর ওপর নির্ভর কর্‌লে ত বামুনের সর্বনাশ হয়।

চুলিয়া। রঘু মহারাজ যদি কিছু না করে, তা হ'লে আমরা কি কর্‌ব ?

শ্যামলী। তবে কি, ক্ষমতা থাকতে, প্রতীকারের শক্তি থাকতে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হবি ?

চুলিয়া। কি কর্‌ব বল্ ?

শ্যামলী। আমি বলি—দেশে দেশে আমাদের ভীল ভাইদের নিয়ে আয়। নইলে এ অত্যাচারের দমন হবে না।

চুলিয়া। আন্‌লেই কি প্রতীকার হবে ?

শ্যামলী। এই ত আমার বিশ্বাস।

চুলিয়া। তবে এনেছি।

শ্যামলী। সে কি ?

চুলিয়া। তবে ঠাওরাচ্ছিস্ কি ?—আমি কি রঘুয়া মহারাজের মতন পাগল নাকি ? রঘুয়া মহারাজ বামুন হ'য়ে গেছে, আমরা ত আর হই নি। আমাদের দেশের ভীল-রক্ত অত্যাচার সইতে জানে না। অত্যাচারের নাম শুন্‌লে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।—আমি কি চুপ ক'রে আছি ?

শ্যামলী। সত্যি ?

চুলিয়া। জাত-ভাইদের দিয়ে বন ভরিয়ে রেখেছি।—এখন সব লুকিয়ে আছে, কিন্তু দরকার হ'লে পিল্‌পিল্ ক'রে বেরিয়ে দেশ মাস্তানাবুদ ক'রে ফেল্‌বে।

শ্যামলী। চুলিয়া! সামান্যা রমণী আমি, কিন্তু মনে মনে আমার বড় অহঙ্কার—তাই আমার রঘুবীর—স্বামী আমার চুলিয়া। চুলিয়া! দর্প ক'রে এক অবলা আর এক অবলার ভার নিয়েছে। আমি দর্প ক'রেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু দর্পভেঙ্গার ভার যার, সে আমার সম্মুখে।

চুলিয়া। আমি আগে একটি কথাও কইছি না, দেখি না রঘুয়া মহারাজের ধর্ম কি করে। যেই দেখব গতিক খারাপ, অমনি টপ্ ক'রে দিল খুলে দেব।—দেখব কোন্ বেটা শয়তান কেমন ক'রে মনিবের কাছে আসে।—কিন্তু আগে কিছু কর্‌তে পারব না শ্যামলী। ভয় করে—পাছে গুরু রাগ করে। গুরুর ক্রোধ—শ্যামলী! মনে হ'লে গা শিউরে উঠে! গুরুবাক্য অবহেলার ভয় যদি না থাক্‌ত, তা হ'লে কি বেটা নেড়ে মনে মনেও গরীবকে পাবার কামনা কর্‌তে পারে? মনের ভেতর গরীর কথা না উঠ্‌তে উঠ্‌তে, বেটার মনে তোজালি পুরে দিতুম না। বেটা লোহার সিন্দুকে থাক্‌লে, তার ভেতর সিঁধ লাগাতুম। কি বল্‌ব রাঙা-বউ।—হাত পা বাঁধা—হ'য়ে আছি।

শ্যামলী। চুপ কর্—দাদা আস্‌ছে।

চুলিয়া। তা হ'লে আমি পালালুম। আমার ওপর দু'খানা তুলি আন্‌বার হুকুম হয়েছে।—দেখিস্—আমি যা বল্‌লুম, যেন তোর দাদাকে বলিস্‌নি।

শ্যামলী। তুই কি পাগল! [চুলিয়ার প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। চুলিয়া গেল না ?

শ্যামলী। গেল—এখন তুলির চেষ্টায় গেল।

রঘু। সে ত অনেকক্ষণ বলেছি, এতক্ষণ তা হ'লে কর্‌ছিল কি ?

শ্যামলী। হাঁ দাদা! দু'খানা তুলি আন্‌তে বল্‌লি যে ?

রঘু। একখানা বামার জন্য, একখানা গরীর জন্য। বলদেরা হেঁটে যাবে—অশক্ত দেখ্‌লে কাঁধে নেব।

(পরীর প্রবেশ)

পরী। পরী তোমার ডুলিতে চ'ড়ছে না।

রঘু। না হ'লে যেতে পার্‌বি কেন?

পরী। পরী তোমার—ওই উঁচু পাহাড়ের ওপর তিনবার খড়া বেয়ে উঠেছে, ওখান থেকে তিনবার ঝাঁপ খেয়েছে। তোমার পরী আর সে পরী নেই।

রঘু। বলিস্ কি!—পরীকে এ সকল বুদ্ধি দিলে কে? তুই বুঝি?

শ্যামলী। আর কি করি? তোমরা হ'চ্ছ বামুন মানুষ—সাধু লোক। আমরা হচ্ছি ভীল। অত সাধুগিরি আমাদের ধা'তে সয় না। কি বলিস্ বোন্? কাজেই একটু লাফ'লা'ফি ছুপোছুপি, হ'ল বা লাঠিটে, হ'ল বা সড়্‌কীটে চালাচালি শিখতে হয়। হ'ল বা খানিকটে মল্লযুদ্ধই কর্‌লুম।—তোমরা এখানে নেই, এমন সময় হঠা'ৎ অবলা মনে ক'রে যদি নেড়ে বেটার কোন সেপাই শাস্ত্রীই ধর্‌তে আসে, তা হ'লে তার চুলের মুটীটে ধ'রে বার কতক হয় ত ঘোরপাকই খাইয়ে দিলুম।

রঘু। বলিস্ কি, অবাক কর্‌লি যে!

পরী। বোন্ যতটা বল্‌ছে, তত নয়—তবে কিছু কিছু দৌড় ঝাঁপটা শিখেছি বটে।—আর শিখেছি আত্মরক্ষা! দাদা! প্রাণের যাতনায় নারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বার জন্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম। দীননাথ কৃপা করেছেন—আমার মনের কথা ভগিনীকে ব'লে দিয়েছেন। শ্যামলা আমাকে আত্মরক্ষা শিখিয়েছে। সম্মুখে আমার গুরু। গুরুকৃপায় পিশাচের আক্রমণকে তুচ্ছ কর্‌বার হৃদয়বল সংগ্রহ করেছি। তোমার পাগলিনী ভগিনী এখন অসমসাহসিনী—লজ্জায় তাই তোমায় বল্‌তে পারিনি।

শ্যামলা। পরীক্ষা চাও—দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু। আর পরীক্ষায় কাজ নেই, বুঝতে পেরেছি। লজ্জা কেন পরী? ভবানীর শ্রীচরণ-প্রান্তে তোদের ফেলে রেখেছি। মা নিজে প্রতীকারের ব্যবস্থা করেছেন। শুনে আমি এক মুহূর্ত্তে সহস্র মাতঙ্গবলে বলীয়ান্—আমি নিশ্চিন্ত!—তবু সাবধান! আমরা যখন না থাকব, তখন এ স্থান কোনমতেই ত্যাগ ক'র না।

—

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্যপথ।

মন্নু ও ছুলিয়া।

মন্নু। কোথায় ছুলিয়া?

ছুলিয়া। ডুলির চেষ্টায় গাঁয়ে যাব।

মন্নু। আর যেতে হবে না—ফের্।

ছুলিয়া। কেন বল্ দেখি!

মন্নু। এবারে ব্যাপার কিছু কঠিন!—কাতারে কাতারে সৈন্ত নিয়ে নিজে জাফর এই বন দখল কর্‌তে আসছে।

ছুলিয়া। দেখেছিস্?

মন্নু। প্রথমে লোকমুখে শুন্‌লাম যে, ডাকাত ধর্‌বার জন্ত নবাব সৈন্তসামন্ত নিয়ে আস্‌ছে।—কোথা ডাকাত? এই বনে। কে ডাকাত? তা বলতে পার্‌লে না—সন্দেহ হ'ল, বনে ঢুকে এক প্রকাণ্ড শাল গাছের ডগায় উঠলুম। উঠে দেখি, কাতারে কাতারে সেপাই। পেছনে জাফর,—এক হাতীর ওপর। সঙ্গে হুজুর—সুন্দর ক'রে সাজান।

ছুলিয়া। কত লোক বোধ হ'ল?

মন্নু। সে অসংখ্য! দেখে মাথা ঠিক রইল না—নেমে পড়লুম।

ছুলিয়া। তবু আন্দাজ?

মন্নু। পাঁচ হাজারের ত কম নয়—এই এত বড় বনটা ঘেরাও কর্‌তে হবে—তুই বুঝে দেখ্ না।

ছুলিয়া। আমরা ত সবে ছশো জন—তা হ'লে উপায়?

মন্নু। ধর্ম্মযুদ্ধ যদি কর্‌তে চাও রে ভাই, তা হ'লে ছুনিয়াকে জন্মের শোধ সেলাম কর। আর অধর্ম্ম যুদ্ধ যদি কর্‌তে বল, তা হ'লে ও পাঁচ হাজার কেন অমন দশ হাজারকে দেশত্যাগী করিয়ে দিতে পারি।

ছুলিয়া। তাই ত, পিশাচের সঙ্গে পিশাচের আচরণ—খুনোখুনীতে, আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কেন! নিরপরাধ ব্রাহ্মণের সুখের পথে কণ্টক। যেমন ক'রে পারিস খুন কর্। হয় অধর্ম্ম—হোক্। আমরা ধর্ম্ম চাই না—প্রাণ চাই।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। ছিঃ! ও কথা কি কইতে আছে—ধর্ম্ম চা'স না! ধর্ম্মহীন প্রাণ—সে প্রাণের অস্তিত্ব

কই ?—অধর্মে পিশাচ নাশ—সে কি আমার তাই জানে না ? অধর্মে কার্য্যসাধন—সে ত কোন্ কালে হ'ত। তা হ'লে তোদের প্রয়োজন কেন ? ধর্ম-রক্ষার জন্ত না, তাই আমার, তোদের মুখ চেয়ে আছে ? ধর্মরক্ষা কর্—ফুলিয়া! আমার সজ্জের ঘরের দীপ নির্ব্বাণ করিস্ নি।

ফুলিয়া। বেশ—সর্দ্দার! সবাইকে তুণ বাণ নিয়ে সুবিধামত এক একটা গাছে উঠে থাক্‌তে বল্। আমি রঘু মহারাজের অনুমতি নিয়ে আসি।

সর্দ্দার। বেশী বিলম্ব করিস্ নি।

ফুলিয়া। তাই হোক্—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তা হ'লে হাসিমুখে বিদায় দে। একদিকে পাঁচ হাজার, অন্যদিকে কেবলমাত্র দু'শো। না ফেরাই ধ'রে রাখ শ্যামলী!

শ্যামলী। যিনি ধর্ম্মক্ষেত্রকর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছা। প্রাণ ত যাব ব'লে পা বাড়িয়ে আছে। তাই বিচ্ছেদের তরে আমার দেবতাকে প্রাণের সমস্ত কামনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ—বল্‌তে প্রাণ কাঁপে ফুলিয়া!—এই সোণার দেহ ভগবানের আশ্রয়ে যে না যান—বল্‌তে পারছি না—ভগবান্ বল দাও—যদিই তাকে প্রাণেশ্বর!—আমার এই মাটীর বক্ষ যেন বজ্রতুল্য কঠিন হয়, আমার এই সীঁথের সিঁদুর যেন রক্তের ফোঁটায় রঞ্জিত করে।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

ফুলিয়া। এত করিল যে তার, এত উপকার,
এত মহাধর্ম্ম শিক্ষাদানে তবু যদি
মহাপাপ পাপ নাহি ছাড়ে, ডুবে যা রে
মানব-জীবন! ধর্ম্মবলে নাহি যদি
বল, রক্তবিষে! ধর্ম্মকার্য্যে বিষ যদি
ফল, কেন সৃষ্টি করেছিলে মহেশ্বর?
ধর্ম্ম যদি শাস্ত্রের সম্বল, কেন তবে
মহাকার্য্য-অবজ্ঞার মানব রচনা?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কাননমধ্য।

রঘুবীর।

রঘু। নিস্তব্ধ সকল স্থান—স্তব্ধ অত্যাচার।
একি! প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতির
স্তব্ধতা ভীষণ! ক্ষীণ মৃদু সুবাসকে
বহিছে মলয়—ক্ষীণ হাসি মাখিয়াছে
এ অরণ্য অন্ধকার-মুখে। আকাশের
আলোক নির্ঝরে, তরু-অঙ্গ-সোহাগিনী
অতুল আনন্দময়ী লতা! হে শঙ্কর!
দৃষ্টি দাও—দৃষ্টিহীন ঘুরিতেছি সংসারে,
তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি নিমেষের তরে
দেখিতে পাইনি অবসর!—দৃষ্টি দাও—
হে প্রভু, অশুভ ভরা মরীচিকা দিয়ে
একবার করুণার মূর্ত্তি জাগাও।
দূর থেকে দেখে যাই চ'লে, দূর থেকে
হাসিতে হাসিতে ডুবি অতলের তলে।

(ফুলিয়ার প্রবেশ)

কোথা হ'তে? কি সংবাদ? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে
কেন আসিলি ফুলিয়া?

ফুলিয়া। মহারাজ! মুখে
নাহি সরে বাণী। কৃপাণ বন্দুক করে
কাতারে কাতারে, ছুটে সৈন্য চারিধারে—
ঘেরেছে সমস্ত বন। জাফর করেছে
পণ—একসঙ্গে সবারে বধিয়া দিবে
ভীষণ মৃত্যুর মুখে। খণ্ড খণ্ড করি
অস্ত্রে, অঙ্গে অঙ্গে দেখিয়া কম্পন, তবে
সে নিবৃত্ত হবে দুরাত্মা যবন। এক
প্রাণী রাখিবে না প্রাণে! সমস্ত ভর্জিয়ে
ইস্তাহারে করেছে ঘোষণা—রঘুবীর
দস্যুদলপতি। তাই আজ দস্যুদলে
করিতে সংহার, অগণ্য-বাহিনী সঙ্গে
আপনি জাফর এসে ঘেরিয়াছে বন।

রঘু। অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল ফোটালে শঙ্কর!
তীব্র কি মধুর গন্ধ বুঝিতে আঘ্রাণে,
সমস্ত নিশ্বাস বুঝি যায় ফুরাইয়া।
কি উপায়! কোথা যাই ফুলিয়া এখন?
আমি একা, অগণন শত্রুসৈন্য মাঝে, শক্তিহীনা
গতিহীনা অবলা রক্ষায়, শুধু
নামের অস্তিত্বে আছি, শৃঙ্খলে আবদ্ধ
হস্ত পদ—বন্দী যত লৌহ কারাগারে।
বল্ রে কেমনে রক্ষা করি?

ফুলিয়া। চিন্তান্বিত—
কেন গুরু? আছে শিষ্য সম্মুখে তোমার!
শিখিয়াছি রণ-বিদ্যা তোমার কৃপায়,

শিখিয়াছি বীর ব্যবহার। নাহি ডরি
যদি আসে আপনি শমন। অনুমতি
কর একবার—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিই
যবনের সেনা।
রঘু। এ যে অসম্ভব ভাই!
তুলিয়া। বুঝি না সম্ভব অসম্ভব। শীঘ্র দাও
অনুমতি। গুরুকৃপা করিয়া সম্বল
উন্মত্ত সাগর-জলে পড়ি ঝাঁপ দিয়া
তরঙ্গের মস্তক কাটিয়া, একদণ্ডে
ক'রে দিই সিন্ধুনীর স্থির।
রঘু। যুদ্ধ যদি
দিতে পার, হও অগ্রসর। কিন্তু হায়
নাহি জানি, কি হৃদয়-বলে, কোন্ দৈব-
শক্তিপরে করিয়া নির্ভর, প্রজ্জলিত
অনল-শিখায়, একা পতঙ্গ সমান
ছুটেছ তুলিয়া!
তুলিয়া। গুরুকৃপা মহাশক্তি!
উন্মাদ ভেব না মোরে হে ধীমান্! দিব
বাধা সম্মুখ সমরে। পশুমত জীবহত্যা
তরে, পশুমত গুপ্তভাবে গৃহে
প্রবেশিয়া, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত শত্রু-বুকে
খরশাণ কৃপাণ বিঁধিতে, আসি নাই
ল'তে অনুমতি। রণে যাব মহারাজ!
আশিস্ করহ মোরে দান।—
রঘু। নিরুপায়,
তাই আজ্ঞা দিলাম তোমারে। কিন্তু ভাই
সাবধান!—স্নেহ মায়া মমতা আদরে
তোমরা সবাই মিলে, আমার প্রাণের
চারিধারে র'চেছ যে নন্দন-কানন,
মুগ্ধ ফুল-মধু-গন্ধে ছাইয়া গগন,
করিয়াছ মোরে তাই বিশ্ব-অধিকারী।
সাবধান! সে ঐশ্বর্য্য কেড়ো না আমার,
একটি কলঙ্ক-রেখা—কলুষের অতি
ক্ষুদ্র কণা, তড়িত লতিকা সম, ক্ষণ
পরশনে, সোনার আবাস মোর, ক'রে
দিবে ক্ষার;—সাবধান—
তুলিয়া। যথা আজ্ঞা।
[প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল কি হ'ল? ভাই!
রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!
এ প্রচণ্ড অনল-সাগর—ঘন ভীম
প্রভঞ্জনে মুহুর্মুহু অনন্ত স্ফুলিঙ্গ-
আলোড়ন! অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
সর্ব্বনাশী তুই কেন মরিতে আসিলি?
শ্যামলী—শ্যামলী? আর নয়! অসম্ভব
জীবন সাধন—অকারণ প্রাণপণ
দেখিতে না পারি—মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
চল্ বোন্—চল্ তোরে দেশে রেখে আসি।
শ্যামলী। একা যাব?
একা নাহি যাব। স্থান ত্যাগ
যদি তাই সঙ্কল্প তোমার,
চল সবে দেশে যাই।
বিরাম লভিতে যদি
থাকে আকিঞ্চন—মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।
আছে সাজান বাগান, বিশ্রামের বিবি-
দত্ত স্থান—বিবিদত্ত আবরণে ঘেরা।
হেথা ঘন মানুষের বন, সেথা গাছ
গুল্মলতা। হেথা, গাছে গাছে জড়াইয়া
ভীম অজগর কুটিলতা, হৃদয়ের
সার শুধু করিতে ভক্ষণ, প্রতিক্ষণ
লোলুপ দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। সেথা, কয়
গাছে? আর কি তাদের শক্তি আছে, যোঝে
মর্দ্দিয়া ভীল-নারী সনে? হেথা, প্রতি
হৃদি কোটরে কোটরে হিংসা যেন ঘৃণা
ফণাধর মানুষের প্রতিপদক্ষেপে
উঠিছে গর্জ্জিয়া। সেথা আছে—কিন্তু তারা
মন্ত্রৌষধি মানে। হেথা চিরপ্রজ্জ্বলিত
দাবানল, ধূ ধূ ধূ ধূ অনল-শিখায়
শুধু কি শরীর করে ক্ষার? সংক্রামক
শক্তি তার, হৃদয়, জীবন অভিলাষ
অস্তিত্বের প্রয়োজন, সমস্তই দেয়
জ্বালাইয়া। সেথা। যে যাবে জলে। বন
হৃদয়ের আবর্জ্জনা, অনলে বিধৌত
হয়। আর যদ্যপি সংহার-বৃত্তি ধরে,
বর্ষার জলে, কিম্বা আপন অস্তিত্বে
তার আছে যে নির্ব্বাণ। তাই বলি ছাড়ি
অভিমান, সঙ্গে চল, চল ভাই চল,
আমরা আপন হতে স্বাক্ষরে করিগে
বনবাসী। পিতা হবে ভীলরাজ, তাই
হবে ভীলের নায়ক—পরীবাগ্ হবে

জীলরাণী—তুই আর ভুলিয়া শ্যামলী
তিন পরিষদ হবে সে রাজসভায়।
রঘু। তাই ভাল—তাই যাব ভগিনী আমার!
জ্ঞানশূন্য ভাই তোর—উন্মত্ত অস্থির।
দুরাত্মার আচরণ, আগ্নেয় অচল-
বহ্নি খেলেছে আমার, তাকে যদি শিরে
হিমালয়, সুমেরু-পবন বহে যদি
প্রতিক্ষণ, পশে যদি প্রতি লোমকূপে
জলিয়া রহিবে বহ্নি হিয়ার উত্তাপে।
তুমি থাক সাবধানে, ছেড় না গোপন
স্থান, বিশ্বাসঘাতক দেশে, তরুপত্র
চর। গুপ্ত অন্তরের কথা, শ্বাস-মূর্ত্তি
হৃদয়ে পশিয়া, দূরদেশে বহি ল'য়ে
যায় সমীরণ—থাক অতি সাবধানে,
বর্ম্ম হ'য়ে ব'সে থাক পত্রীরে বেরিয়া।
সাবধান, সাবধান—অতি সংগোপনে!
যেন দেবতা না জানে। প্রত্যুষে করিতে
রক্ষা চলিনু শ্যামলী!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। যাও—সাবধান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপ্রান্তস্থ পথ।

সর্দার মা।

স, মা। ওরে বাবা কি যুদ্ধ—কি ভয়ানক যুদ্ধ! কিন্তু কিসের যুদ্ধ—করছে কে! নবাবের এত সেপাই, এত সান্ত্রী—এত হোমরাও চোমরাও ফৌজদার—সব হেরে গেল! বনের ধারে কেউ এগুতে পারলে না। ওরে বাবা, গাছ-পালায় যুদ্ধ করে! আর যাব না, আর বনের ধার মাড়াব না—এই নাকে কানে খত। ম'রেই যদি যাব, ত টাকা ভোগ করে কে? ওরে বাবা, কি যুদ্ধ! আশে পাশে নবাবের সেপাই ধুপ ধাপ ক'রে পড়ল আর ম'ল!

(দেবলের প্রবেশ)

কেও দাওয়ান মশাই!—ও দাওয়ান মশাই! এদিকে এস না—পালাও পালাও।

দেবল। সেকি? আমি পালাব কি সর্দার মা? আমাদের সৈন্য আজ ডাকাতের দল ধরতে ছুটোছুটি করছে—এখন আমায় দেখে কত বেটা পালাবে—আমি পালাব কি?

স, মা। ওই ছুটোছুটি করছে—কিন্তু ডাকাতের দল যেমন তেমনি রয়েছে—ধরা প'ড়ল না!

দেবল। সেকি! ধরা পড়ল না?

স, মা। যে খড়-খেকো সেপাই সঙ্গে এনেছ দাওয়ান মশাই! ওদের দিয়ে শুধু মাটি চষা হয়, লড়াই চলে না। ওদিকে যেও না—ফিরে যাও—কি পার ত, এক চোঁচা দৌড়ে একবারে ডেরায় গিয়ে আশ্রয় নাও। গতিক ভাল নয়।

দেবল। বলিস্ কি সর্দার মা! তুই হয় ত লড়াই দেখে ভয়ে ভেবড়ে গেছিস্—কি দেখতে কি দেখেছিস্, কি বলতে কি বলছিস্।

স, মা। আমি ভেবড়েছি। কিন্তু আমার সঙ্গে যে পালোয়ান দিয়েছিলে, তারা তোমার সেপাইয়ের লড়াই দেখে, বৈঠকে না উঠে, আর এমন ক'রে টাউরি না খেতে খেতে, কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ল যে, আর দেখতে পেলুম না! এখন ভাবছি, লড়ায়ের হুকার হজমিগুলির কাজ করলে নাকি—বেটারা সব হজম হ'য়ে গেল নাকি দাওয়ান মশাই? না, না—ওই যে আমার পল্টনের ফৌজদার আসছে। ওকে জিজ্ঞাসা কর—ও সব খবর বলবে।

(কেরামতের প্রবেশ)

দেবল। নবাব কোথায়?

স, মা। পালিয়েছে।

দেবল। কি খবর কেরামৎ?

কেরা। খবর?—হ্যাঁ খবর?

স, মা। হাঁ খবর।

কেরা। হ্যাঁ খবর—হ্যাঁ খবর?—আমি কই—কোথায়?

স, মা। (কেরামতের নাড়ী ধরিয়া) না দাওয়ান মশাই, খবর ভাল নয়—কবিরাজ ডাকাও, না হয় হাকিমের সন্ধান কর। তাজা নাড়ী ধপাস্ ধপাস্ করছে—দেখতে দেখতে ভেউড়ে যাবে।

দেবল। তুমি অমন করছ কেন কেরামৎ—খবর কি?

কেরা। খবর—লড়াই।

দেবল। লড়াই ?

কেরা। ভয়ানক।

দেবল। লড়াই ?

কেরা। তুমুল !

দেবল। তুমুল কি ? ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল —এস্থানে তুমি নিরাপদ—ভয় নেই—ভয় নেই—ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, ব্যাপারটা কি !—রঘুবীর একা—বড় জোর দুই চার জন অনুচর—তাও তারা বৃদ্ধ আর অনন্তরাও নবাবনন্দিনীকে নিয়েই বিব্রত ! আমাদের বহু সৈন্য—যাবে আর সে কটা লোককে ধ'রে আন্‌বে—তখন আবার যুদ্ধ কি ?

কেরা। যুদ্ধ—ভয়ানক যুদ্ধ—তুমুল যুদ্ধ।—এদিকে চেয়ে দেখি তুমুল যুদ্ধ—ওদিকে দেখি তুমুল যুদ্ধ—সেদিকে তুমুল যুদ্ধ—গাছের ওপর—সেখানেও তুমুল যুদ্ধ !

স, মা। ওরে বাবা !—চারিদিকেই তুমুল যুদ্ধ —আবার গাছের ওপরেও তুমুল !—ওরে বাবা, তুমুল বেটা কি যোদ্ধা !

দেবল। যুদ্ধ কার সঙ্গে ?

কেরা। কার সঙ্গে—এখনও ঠিক হয় নি।

স, মা। এই ত ঠিক হ'য়ে গেল, আবার ঠিক হবে না কেন ?—তাই ত বলি, কোথায় কিছুই নেই—সেপাই ছুটোছুটি করে কেন !—বনের দিকে একবার ক'রে ছোটে আর হুড়্‌হুড়্ ক'রে পালিয়ে আসে। বনের ভেতর ব'সে ব'সে তুমুল বেটা যে যুদ্ধ্ কর্‌ছে, তা কেমন ক'রে জানব ?

দেবল। সেকি ?

কেরা। কি যে—কেউ ঠাওর কর্‌তে পারলে না।

দেবল। বনের ভেতর ভীমরুলের চাক ছিল নাকি ?

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। ছিল বইকি,—তবে তাদের হুলগুলো কিছু বড় বড়। একটার নমুনা দেখ্‌বে ?

দেবল। কই দেখি ?—ওরে বাবা, এ কিরে ? এ যে বিষমুখো তীর !—ওরে সখারাম !—এ রঘুবীরের তীর নাকি ?

সখা। সেইটেই বড় ভীমরুল—তবে তোমাদের বরাতে সেটার হুল নেই। তা যদি থাকত, তোমাদের একটাকেও ফির্‌তে হ'ত না।—(দেবলের উষ্ণীষে তীর পতন।)

দেবল। ওরে, এখানেও যে রে !—(গোল-মাল করিতে করিতে সখারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। সখারাম।

সখা। কেও ঠাকুর ?—যমের মুখে ছুটে এসেছ কেন ?

বল। পাষণ্ড দেবল এইখানে ছিল, গেল কোথা ?

সখা। প্রাণভয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে মারতে নেই।

বল। শীঘ্র বল, সে পাষণ্ড কোন্ দিকে গেল ?

সখা। তার সঙ্গে সখার মা আছে।

বল। তারে শুদ্ধ হত্যা কর্‌ব।

সখা। সে কি—নারীহত্যা ?

বল। সে নারী নয় সখারাম !—পিশাচী। যে আমার পিতার কাছে উপকার পেয়েও অম্লান-বদনে তারে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কার্য্য নাই। সন্তান-হত্যায়ও সে কুণ্ঠিত নয়। তার জীবনের কোনও প্রয়োজন নেই—কেবল অনিষ্ট,—কেবল সর্ব্বনাশ।

সখা। তা হ'ক, সে সখারামের গর্ভধারিণী।

বল। শীঘ্র বল্ সখারাম, নইলে তোকেও হত্যা কর্‌ব।

সখা। কর্‌বে তা কর—কিন্তু ঠাকুর, গরীব ভীলগুলোর মহামূল্য অস্ত্রগুলোর এমনি ক'রে অপচয় ক'রো না। বাণ ছুঁড়তে জান না—ধনুক হাতে করেছ কেন ? দেবল বুড়োর মাথায় লেগে বাণ প'ড়ে গেল। আমাকে মার্‌বে, অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন নেই—বল কি ক'রে ম'লে তোমার তৃপ্তি হয়, আমি তেমনি ক'রে ম'রি—আমারও আত্মহত্যা হবে না, তোমারও নরহত্যার পাপ হবে না। মারো—হত্যা কর—'বধ' কর্‌ছ কেন ? ছি ঠাকুর ! কথা রাখ্‌তে জান না, বীরত্বের আস্ফালন কর্‌তে ধনুক হাতে করেছ ? আর ছি !

[প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কর্‌লে কি ভাই, সর্ব্বনাশ কর্‌লে ! দুনিয়ার এমন অমায়িক চৌহান সমস্ত কলঙ্কের

জলাঞ্জলি দিলে। ক্ষুদ্র বালক শত্রু মাঝে আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এতদূর এলে, এখন যে শত্রু বেষ্টিত—তোমাকে রক্ষা কর্‌তে সব যায়।

বল। তাই। প্রাণের জন্য নয়,—ঈর্ষ্যায় নয়—শুধু ভুলিয়ার জীবন রক্ষার জন্য এই কার্য্য করেছি। বাইরে বেরিয়ে শত্রুর গতি ফিরিয়েছি। বাঁচত না—কিছুতেই বাঁচত না —ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাই এসেছি—অসহ্য –অস্ত্রপূর্ণ—শত্রু বহদূর অগ্রসর হয়েছিল। ফিরিয়েছি দাদা—ফিরিয়েছি।

(মল্লু ও ভীলগণের প্রবেশ)

মল্লু। মহারাজ—দারুণ বিপদ!

রঘু। সে বুঝতে পেরেছি।

মল্লু। আমাদের বল বুঝতে পেরে যবনসেনা আবার ফিরেছে। আমাদের পথ রোধ করেছে।

রঘু। তোমাদের আছে ক'জন?

মল্লু। বাকী আছি আটজন। ভুলিয়া আধ-মরা—তাকে শ্যামলীর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রঘু। মল্লু! বিলম্ব করো না, বলদেবকে নিয়ে এই পথে যাও।

মল্লু। তোমাকে ছেড়ে যাব?

রঘু। যদি বাঁচতে চাও—এই ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে চাও,—আর ব্রাহ্মণনন্দিনীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে চাও, তা হ'লে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রো না।

সকলে। তোমায় ছেড়ে যাব?

রঘু। আমার আদেশ অমান্য ক'র না।

মল্লু। আমরা কি মর্‌ব না? তাই আমাদের বেঁচে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছ?

রঘু। গুরুর আদেশপালনই শিষ্যের কার্য্য। সকল সময় প্রাণরক্ষা কার্য্য নয়।—কি বলিস্ মল্লু!—চুপ ক'রে আছিস্ কেন, কি কর্‌'ব বল?

মল্লু। আমরা শাস্ত্র জানি না মহারাজ। আমরা তোমাকে ফেলে এক পাও নড়ব না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল। আমিও না।

রঘু। এখনও আমার কথা রাখ, বিশ্বাস—এখনও তোমাদের রক্ষা করতে পারি। পালাও পালাও—এসো, এসো। জয় ত তোমাদের রক্ষা ক'রে, আমি আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত সক্ষম হব।

মল্লু। তা হতেই পারে না;—তাই সব, মনে পড়। বলদেব, পেছনে এসো। চালাও—চালাও। উদ্ধার পাই, একসঙ্গে পাব; মরি, একসঙ্গে ম'র্‌ব; চালাও। (ভীলগণ কর্ত্তৃক বাণবর্ষণ।)

(নেপথ্যে—আল্লা—হো—হো)

ভীলগণ। হর হর হর হর—জয় রঘুবীর মহা-রাজের জয়। (বাণবর্ষণ)

রঘু। তবে এক কাজ কর, নিষ্ফল প্রাণনাশ আমি দেখতে পারব না—কিছুতেই পা'র্‌ব না। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

মল্লু। যো হুকুম। আর যা বল্‌বেন সব কর্‌ব—ফেলে যাব না।

রঘু। দেখ, আমরা হ'লে কোন কথা থাকত না। নিরাশ্রয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আর নিরাশ্রয়া দুটি অবলা। ম'লে প্রতীকার হবে না—ধরা দিলে হ'তে পারে। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

[প্রস্থান।

মল্লু। যো হুকুম!

ষষ্ঠ দৃশ্য

পতিত ভুলিয়া-পার্শ্বে শ্যামলী

শ্যামলী। বাক্য মুখে আসে নাকো আর, শতমুখে
নিষাদে মরণ। এই যদি সাধুতার
পরিণাম, তব পদে আত্মসমর্পণে—
তোমার আদিষ্ট কার্য্যে—তোমার আদিষ্ট
প্রাণে—প্রতিপদে সাধুব্রতে, এই যদি
শোণিত-নিষিক্ত পুরস্কার, যাও নিদ্রা-
কোলে মহানিদ্রা—আর জেগো না জেগো না
বিশ্বপতি। তার মত দৃষ্টির আধার।
দাও তুলে বিশ্বব্যাপী মহাসিন্ধুজলে
পীড়িতের নিশ্বাসের সমষ্টি লইয়া
রচি এক মহা প্রভঞ্জন—দাও তুলে
বিশ্বনাশী প্রলয়-তুফান। ধরা যাক
উড়াইয়া। শুধু পীড়িতের আর্ত্তনাদ,
পীড়কের হাসি খল্ খল্—রক্তবর্ণ
পূতিগন্ধ সারে—হে নাথ, যদ্যপি এই
ধরার গঠন, ভেঙে দাও, ভেঙে দাও—
এ দৃষ্টির কিছুই না দেখি প্রয়োজন।

প্রভু, স্বামী, দেবতা—কাঁদতে আদেশ দাও নি, কার্য্য করতে আদেশ দিয়েছ। কিন্তু আমি অযোগ্য! তোমার সহধর্ম্মিণী হবার অযোগ্য। চক্ষে শোণিতের ধারা ছুটছে, তোমার পাদপদ্ম দেখতে পাচ্ছি না। নীরব কেন? প্রভু! হৃদয়েশ্বর! তোমার আদেশের সঙ্গে দুর্ব্বল হৃদয়ে তোমার প্রাণ দাও। মান রক্ষা কর—তোমার চরণাশ্রিতা শিষ্যা দাসীর মান রক্ষা কর। হৃদয়ে বল দাও, আঁখি নীরস কর।

(পরীবানুর প্রবেশ)

পরী। দিদি—দিদি! আমাদের নাকি সর্ব্বনাশ হয়েছে—সব ধরা পড়েছে? এ কি!

শ্যামলী। সবাই বলদেব ভাইকে রক্ষা ক'র্‌তে ধরা দিয়েছে।

পরী। তার পর! বেঁচে আছে কি?

শ্যামলী। তাও কি সম্ভব?

পরী। যথেষ্ট শিক্ষা—অনুতাপ—শিরায় শিরায় অনল স্রোত! কেন সেই বৃদ্ধ পরমাত্মীয়ের কথা শুন্‌লেম না? কেন শিলাতল পরিত্যাগ কর্‌লুম? কেন এলুম—দুলিয়া, দুলিয়া!—পরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী মহাপ্রাণ!—ভাই! নরদেহে দেবতার ঐশ্বর্য্য বহন ক'রে কি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে? শ্যামলী, আর কেন—ছেড়ে দে।

শ্যামলী। ছি বোন! রণক্লান্ত—সুষুপ্ত মহা-যোগীর যোগভঙ্গ ক'র না। মায়াময়—তোর কথা শুনে স্থির থাকতে পার্‌বে না, এখনি ফিরে আস্‌বে। আর দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনা কেন? এস নিজের নিজের ব্যবস্থা করি। নারীধর্ম্ম বড় ভঙ্গুর। পাপিষ্ঠের কটাক্ষে বিকৃত হয়। আর নয়, চ'লে আয়। তুই যে বড় সুন্দর—বড় মিষ্ট—বড় আদরের—বড় পিয়ারের—দেবতার পুষ্পাঞ্জলি—কিন্তু কি কর্‌ব?—ভগিনী প্রস্তুত হও, আর নয়।

পরী। সকল সময়েই ত প্রস্তুত রয়েছি দিদি!

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা। ও বাবা, কোথায় এসে পড়্‌লুম! আর যে বাঁচি না, কোথায় যাই—কি ক'রে উদ্ধার পাই? হে হরি! রক্ষে কর, আর কর্ব্বো না—পরের মন্দ আর কর্ব্বো না। দোহাই হরি! রক্ষে কর—বাঘের মুখে দিয়ো না—পথ দেখিয়ে দাও।

শ্যামলী। কে তুই?

স, মা। কে বাবা, কোথা বাবা!

শ্যামলী। এগিয়ে আয়।

স, মা। যাঁ্যা তুমি?—(উপবেশন) যাঁ্যা তুমি?—মা, আমায় মেরে ফেল, কিন্তু মা, আগে আমায় একটু জল দাও—বড় পিপাসা—জল, জল।

শ্যামলী। ভয় নেই, বোস, জল আনি। ভগিনী! অতিথি পরম শত্রু হ'লেও দেবতা। বহু ভীল ভাই প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ স্পর্শে আমি অপবিত্র, আমি স্নান ক'রে কিছু ফল সংগ্রহ ক'রে আনি। তুমি আপাততঃ ঘরে যাও, কিছু ফল থাকে ত এনে ওকে একটু জল দাও, জীবন রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

স, মা। য্যা মার্‌লে না? জল আন্‌তে গেল, ফল আন্‌তে গেল। আমায় খাওয়াবে—বাঁচাবে? আর আমি এদেরই সর্ব্বনাশ করেছি। বজ্র! আর কেন? মাথায় পড়, এ পাপিষ্ঠা পিশাচী শয়তানীকে চূর্ণ কর। ভগবান্! দেবতা সন্তানকে গর্ভে দিয়েছিলে, কিন্তু মাকে রাক্ষসী ক'রেছিলে কেন দয়াময়? মেরে ফেল—নরকে দাও—আর নয়—বড় জ্বালা! জ্বালায় জ্বালা নিবোও—নরকে দাও—নরকে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

কেরা। এই যে, এই যে বিবি এখানে মেযাজ পড়ছে। তাই ত বলি, মতলব না থাকলে কি বিবিজান বনে ঢোকে?

স, মা। সর্ব্বনাশ হ'ল—গেল! এখনি জল আন্‌বে—সর্ব্বনাশ হ'ল। দূর হ, চ'লে যা, এখানে কিছু নেই, চ'লে যা।

কেরা। কেন, তুমি ত আছ বিবি। তুমি থাক্‌লেই সব রইল।

স, মা। চ'লে যা—এখনো বল্‌ছি চ'লে যা। নইলে মর্‌বি।

কেরা। আর মার্‌বে কে বিবি? রঘুবীর ধরা পড়েছে, ওই একটা থা'ল হ'য়ে প'ড়ে আছে। মার্‌তে এখন তুমি। তা বিবি, আমি যে তোমার আসাসোটা। আমাকে কাঁধে নিয়ে তুমি জাঁহাপেনার মতন ছুপোছুপি লাফালাফি কর্‌বে। এখন এ বৃদ্ধবয়সে আমাকে মেরে কি কর্‌বে বিবি?

স, মা। তবে রে সয়তান! আমিই তোকে মেরে ফেল্‌ব।

কেরা। না বাবা! তা হ'লে ত সয়া হ'ল না। বেটী এমন করে কেন? বেটীর মতলবটা কি বুঝে নি! [প্রস্থান।

(পরীবাবুর প্রবেশ)

স, মা। এস না, পালাও—পালাও। সয়তান—পালাও।

(কেরামতের অগ্রগমন)

কেরা। হাঃ! আর পালাতে হবে কেন? এই যে আমি ঠিক আছি সাঙ্গাৎ! গোলামের ওপর হুকুম?

পরী। গাত্র স্পর্শ ক'র না—আমি আপনিই যাচ্ছি।

কেরা। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে জল্‌দি—জল্‌দি। তঞ্জাম—তঞ্জাম।

পরী। ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আগে পিপাসার্ত্তাকে জল দিই।

কেরা। সে আমি দিচ্ছি।

পরী। এইও সয়তান! ছুঁস্‌নি! দাও বাছা জল। এ জলে পিপাসাও যাবে, স্ফূর্ত্তিও হবে, বসে থাক—সংবাদ দিও। (স্বগত) আমি যাই তা হ'লে ভগিনী আমার রক্ষা পাবে; নইলে দু'জনেই যাব। কি করি—যাই—ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন—উপায় নেই। নে—চল।

[পরীবাবু ও কেরামতের প্রস্থান।

স, মা। হা ভগবান্! কি কর্‌লুম—ম'রেও মারলুম—কি কর্‌লুম? ওগো কে আছ, রক্ষে কর—রক্ষে কর।

(শালপত্র হস্তে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল? কি হ'ল?

স, মা। ওমা, সর্ব্বনাশ করেছি—মা অতিথি হ'য়ে তোদের সর্ব্বনাশ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে নবাবের লোক ছিল—তা জানতুম্ না মা! তারা এসে পরীবাবুকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

শ্যামলী। সে কি?—কখন, কোন্ পথে?

স, মা। এই পথে; এখনি গেছে, কিন্তু মা! তুমি যে মেয়ে—তারা যে অনেক! কি ক'রে রক্ষা করবে মা?

শ্যামলী। (ফুলিয়ার অস্ত্র হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণ) দেখ্‌, সবার মা! আমি চল্লুম। স্বামী যদি আমার বেঁচে থাকে, তা হ'লে রক্ষা করিস—আর যদি না থাকে, তা হ'লে সৎকার করিস্। ওই জল জল রাখলুম, আগে আত্মরক্ষা কর্। আর আমি দাঁড়াতে পারি না—চল্লুম।

(ফুলিয়াকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)

স, মা। কি ক'রে কি হবে মা?

শ্যামলী। ভয় কি?—আমি ওই মহাপুরুষের স্ত্রী। দেখিস্ মা, ওই সোণার দেহ যেন শৃগালের ভক্ষ্য না হয়।

[প্রস্থান।

স, মা। (ফুলিয়ার মুখে জল সেচন) ও বাবা! ঘুমিয়ে থাক যদি—জাগ, বেঁচে থাক যদি—ওঠ। এ যে মরবার সময় নয় বাবা!

ফুলিয়া। আমি কোথায়?

স, মা। ও বাবা! জেগেছ বাবা! তা হ'লে ওঠ—চেয়ে দেখ—তোমার সব গেছে!

ফুলিয়া। সে কি? রঘু মহারাজ?

স, মা। সব গেছে, সব গেছে।

ফুলিয়া। শ্যামলী? পরীবাবু?

স, মা। পরীবাবুকে ধ'রে এই নিয়ে গেল। শ্যামলী পাগলিনীর মত ছুটেছে। তাই বলছি ওঠ বাবা আমার—ওঠ!

ফুলিয়া। আমায় ধর।

স, মা। যাও—যাও।

সপ্তম দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও পরীবাবু।

জাফর। তোমার জন্যই আমার এত আকিঞ্চন। তুমি রাজ্যেশ্বরী—আমি গোলাম। এই তোমার জন্য সযত্ন-রক্ষিত সিংহাসন। করুণা ক'রে, এই সিংহাসনে আরোহণ ক'রে তার শোভা বর্দ্ধন কর—আর গোলামকে দয়া ক'রে সিংহাসনের তলে, তোমার চরণপ্রান্তে একটু স্থান দাও। আমি ঐ মুখের শোভা দেখে জীবন সার্থক করি।

পরী। যদি নিজের মঙ্গল চাও জাফর, তা হ'লে তোমার প্রভু-কন্যার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'র না।

জাফর। সে কি সুন্দরি! তোমার ওই চাঁদ মুখখানি প্রাণভরে দেখব ব'লেই না আমি এই অমানুষিক চেষ্টায় গুজরাটকে হস্তগত করেছি। এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ কেন প্রাণেশ্বরি?

পরী। এখনও বলছি জাফর! নিবৃত্ত হও। আমার দেবতা সহায়। যদি অঙ্গ স্পর্শ কর, এখনি সেই হস্ত শতধা বিচ্ছিন্ন হবে—মস্তক চূর্ণ হবে—নিবৃত্ত হও।

জাফর। ওঃ! তোমার দেবতা সহায়!—ভাল, তোমার সেই দেবতার সম্মুখে—তাকে সাক্ষী রেখে যদি তোমাকে আপনার ক'রে নিই, তা হ'লে ত তোমার কোন আপত্তি থাকবে না?—কৈ হায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

রঘুবীরকে নিয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

পরী। রঘুবীর বেঁচে আছে?

জাফর। আছে বই কি—তোমার গোলামের সঙ্গে সুখসম্মিলন দেখবার আশায় বেঁচে আছে (হাস্য)। নবাবনন্দিনী! তোমার দেবতা এখন আমার কাছে জীবন ভিখারী। যে তোমার শক্তিমান্ পিতার হস্ত থেকে গুজরাট ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কাছে রঘুবীর!—তাই কি না তুমি মুসলমানী হ'য়ে একটা নগণ্য দস্যুতা-ব্যবসায়ী কাফেরের শরণাপন্ন হয়েছিলে! আমি শত্রুই হই—তোমার চক্ষুঃশূলই হই, তবু মুসলমান। আমার আশ্রয়ে আসাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। একটা অতি তুচ্ছ কাফেরের কৃপাভিখারিণী হওয়া—নবাব-নন্দিনীর যোগ্য হয় নাই! তার চেয়ে আমার অঙ্কশায়িনী হওয়াই সহস্রগুণে তোমার শ্রেয়স্কর ছিল। এখনও বলছি—কৃপাভিক্ষাদানে গোলামকে চরিতার্থ কর।

পরী। ভগবান্! আর যে আমি চ'খে কাণে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছি না। ক্রমে যে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হ'য়ে আসছে। মান রাখ দয়াময়! অভাগিনী প্রাণের যাতনায় তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে—পায়ে ঠেল না, দোহাই দীনবন্ধু!—নারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। এ কি?

পরী। দাদা! দুরাত্মারা ছল ক'রে অতিথি সেজে ভগিনীর চক্ষে ধূলি দিয়ে আমায় ধ'রে এনেছে।

রঘু। কি করলে জাফর! লোকের আতিথ্য-ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিলে! তোমার পৈশাচিক আচরণে দুনিয়ায় আর যে কেউ অতিথিসৎকার করতে সাহস করবে না। মুসলমান পুরুষকেও অতিথি প্রাপ্ত হ'লে দেবজ্ঞানে তার অর্চ্চনা করে। তুমি সেই মহাধর্ম্মে আঘাত ক'রে কাফেরের কার্য্য করলে।

জাফর। যাক্—তার উত্তর পরে দেব। এখন তোমায় আনিয়েছি কেন শোন। নবাবনন্দিনী তোমাকে সাক্ষী রেখে আমায় আত্মদান করতে চান। বিষম আবদার—কি করি,—এই আবদার তোমার সম্মুখেই রাখা কর্ত্তব্য বোধে, তোমাকে এখানে আনিয়েছি।

রঘু। হস্তপদ বদ্ধ দেখে, আমার উপর এই অত্যাচার করতে চাও? তবে শুন জাফর, আমার শক্তির পরিচয় তুমি কিছুই জান না, তোমার কাপুরুষ সৈন্য আমাকে এখানে এ অবস্থায় ধ'রে আনে নি। কতকগুলি সহচরের মহামূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেছি। আমার সম্মুখে তোমার প্রভু-কন্যার উপর অত্যাচার ক'র না—মহানর্থ হবে। উপরে দেবতা আছে—ধর্ম্ম আছে।

জাফর। দেখা যা'ক, কতটা কি হয়!

রঘু। জাফর! নিবৃত্ত হও।

জাফর। আর কেন প্রাণেশ্বরি! মুখ তুলে চাও, তোমার আশা, ভরসা, এই ত এক রঘুবীর! তবন আর অবাধ্যতার ফল কি? দাও—এস—এগিয়ে এস, হৃদয়-সিংহাসন উন্মুক্ত—শূন্য—ব'সে স্থান পূর্ণ কর।

রঘু। নিবৃত্ত হ' পিশাচ—নিবৃত্ত হ'।

পরী। রক্ষা কর মঙ্গলনিধান!
রক্ষা কর দুর্ব্বল-সহায়!
সতীর সতীত্বহিয়া—রক্ষা কর
কে আছ কোথায়।

রঘু। আর নয়! ঢের সহ,—ঢের সহ প্রাণে।
আজীবন সত্যপথ করিয়া আশ্রয়,

দেখিতে কি হ'ল এই দৃপ্ত অন্তর ?
শক্তি দাও দেব মহেশ্বর। মহাবজ্র বিচূর্ণিয়া
তীব্র স্রোতে অনল ঢালিয়া—শক্তি দাও
শরীরে আমার। রমণীর সংযম
ধন—সতীধর্ম সংরক্ষণ—শক্তি দাও
বিঘনাশী দেব গজানন। শক্তি দাও—
শক্তি দাও—শক্তিস্বরূপিণি! (সুখদ অন্ত)

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কেবা যাচে শক্তির আশ্রয়—নাহি ভয়—
শক্তির সেবিকা আমি। সতীকুলরাণী
অক্ষয় ভাণ্ডার মোরে করেছে অর্পণ।
ত্রিভুবন কেঁপে যাবে, পর্ব্বত ভাঙিবে,
খণ্ড খণ্ড হবে বজ্র, পালাবে পবন।
কই কোথা—কোথা সে পিশাচ ?
(আকবরের পলায়ন)

রঘু। আর নয়
মোর—কার্য্যোদ্ধার—বিলম্বে বিফল হবে।
সত্ত্বের আধার—সর্ব্বশক্তিসার—তুমি
নারী ব'রে রূপিণী—চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতিনী
নৃমুণ্ডমালিনী! যজ্ঞাস্ত্রে ত নাহি প্রয়োজন,
আয়োজন সুসম্পন্ন এবে, চ'লে এস।
এস শরীবধূ!
[দুই হস্তে দুই জনকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জঙ্গল।

শ্যামলা, রঘুবীর ও শরীবধূ।

রঘু। (উভয়ের হস্ত ধরিয়া)
আজীবন সার দিনু জীবন-প্রান্তরে,
প্রখর অস্ত্রের দিয়ে করিনু কর্ষণ,
ফললাভ কি হ'ল আমার ? অঙ্কুরের
আবরণে, কোন্ স্থানে লুক্কায়িত ছিল
বিষবীজ, সহসা ফুটিয়া গেল। সেই
ধরিয়া অঙ্কুর—তারে সেচু বিনাশিতে,
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ অগ্রসরী হ'ল।
দিগন্তে ঢাকিল বৃক্ষ বাহুর প্রসার।
আমার আশার ছবি—আমার সুখের রবি,
আমার অতীত, ভবিষ্যৎ,
ঘন পত্র সন্নিবেশে—জলদের মত বুঝি
করিল যে আচ্ছাদন!
শাখে শাখে, গুচ্ছে গুচ্ছে, ফলেছে যাতনা।
স্কন্ধে স্কন্ধে মাটী আঁকাড়িয়া,—
শতমুখে বিদীর্ণ হইয়া,—
সহস্র সহস্র মুখে ছুটায়েছে আশা-প্রস্রবণ!
বড়ই তৃষিত আমি,
প্রতি লোমকূপে জলে মরি পিপাসায়!
হায়!
দৃষ্টি বদ্ধ, গতি রুদ্ধ, হতাশ, অস্থির—
এখন ত মিটিল না কামনা আমার ?
কোথা প্রভু!
কোথা তব সোনার সংসার ?
কোথা তুই ভুলিয়া আমারে ?
প্রকৃতিস্থ আবেগ অনল—কোথা মনু ?
কোথা ভীল ভাই ?
কোথা কোন্ কন্দরে ফিরদৌ দারা ?
কোথা তুই শরীবধূ দুহিতিনী—
ভীষণ রাক্ষসী মায়া ?
কোন্ অন্ধকারে উদ্ধ'মত্ত ছুটিয়া উঠিয়া,
কোন্ দূর অন্ধকারে মিলাতে ছুটিল ?

শ্যামলী। কি বিপদ্! সারা পথ এমন ক'রে—হাত ধ'রে—পথ চলি কি ক'রে ? বাপ্, বহুদূর এসেছি,—অরণ্যের বুকে প্রবেশ করেছি। আর কেন—ছেড়ে দে।

রঘু। ছাড়্‌ব ?

শ্যামলী। ছাড়্‌বি না ত কি, চোরের মতন হাতকড়ি দিয়ে না ত নিতে দিতে সারা পথটা আসবি ?

রঘু। ছাড়ব ? কোথায় ছাড়্‌ব ? স্থান কই ? আছে কে ? না—আর সাহস হয় না। ব্রাহ্মণের মত আর, বুঝতে না পেরে হাত পেতে নিয়েছিনুম, বুঝতে না পেরে হাতছাড়া করেছিনুম, হারিয়েছিনুম! ছাড়্‌ব না শ্যামলী—আমার আর কেউ নেই।

শ্যামলী। না থাকে—নেই নেই। তুই ত আছিস্ ? তা হ'লে তুই বা আমাদের আঁকড়ে, হাতে পায়ে শৃঙ্খল জড়া'বি কেন ? আমাদের ছেড়ে দে। আমরা নিজে অ স্বরক্ষা করি।

রঘু। আবার সে আত্মরক্ষা কথা!
বন হ'তে মৃত্যুমুখী সে কালনাগিনী,
ধ'রে এনে ঘরে দিয়ে স্থান,
সাধ ক'রে—ভ্রাতৃশিরে লইলি দংশন।
আত্মরক্ষা কথা আর কি হেতু ভগিনী?
জীবনের সঙ্গী মোর
সবাই রহিল কারাগারে,
কিন্তু বোন্ আমি কোথা?
তারা সব মৃত্যু প্রতীক্ষায়
ব'সে আছে বদ্ধ পদ-করে-
আমি কেন এ মুক্ত প্রান্তরে?
লোহার ভবন আমি স্বহস্তে রচিনু,
আশে পাশে বজ্র দিয়ে স্বহস্তে বেড়িনু
রবিরশ্মি এলো গেল ফিরে।
এমন কঠিন ঘর,
কে ভাঙ্গিল দানবী শ্যামলী?
শ্যামলী। কে ভাঙ্গিল? তুই নিজে।
আমি কি ভেঙ্গেছি?
নীচ-ঘরে জনমিয়া,
দুই দিন দ্বিজ-সহবাসে,
দুই দিন দুটো শাস্ত্র-বচন শুনিয়া
একেবারে অহঙ্কারে,
ধরাখানা সরা দেখেছিলি!
আপনারে বিশ্বকর্মা মনে ক'রে স্থির,
নদীর তরঙ্গভরা বালির বাঁধের পরে,
সাধ ক'রে অভ্রভেদী অট্টালিকা করিলি রচন—
তার যাহা পরিণাম, তাই ঘটিয়াছে;
একটি বন্যায় তার,
ইট, কাঠ, ভিত্তি, স্থান—চিহ্ন সমুদায়
একেবারে আঁধারে ডুবেছে।
ধর, দেখি অস্ত্র করে,
হ' দেখি ভীলের সন্তান।
প্রকাণ্ড সাগর সেচি প্রতিজ্ঞা লইয়া,
নরকের তমোভেদী দস্যুর দর্শনে,
খোঁজ, দেখি কে আছে কোথায়।
ধরণীর মেরুচ্ছেদী তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
খোঁজ, দেখি আফরের—দেবলের উদর-গহ্বর,
এখনি আবার সব আসিবে ফিরিয়া।
শাস্ত্রবাক্যে শুধু হয় দেবতা-তর্পণ,
মানুষের কার্য্য কিন্তু দুরে দুরে সরে।
আমি কি ভেঙ্গেছি? কে ভেঙ্গেছে ভীলরাজ?

পরী। (স্বগত) ঈশ্বর! মরণ দাও,
দাও প্রভু—আর কেন
যন্ত্রণা বিষম? বল কত সহি আর?
শ্যামলী। বিপন্ন সবার গুরু—দিয়াছিলি দিভ্য
শিক্ষা মোরে,
তাই আমি পিশাচীরে ঘরে এনেছিনু।
দেখি, লোল-জিহ্বা মৃত্যু তার পাছু ঘুরিতেছে,
তাই আমি গুরু জ্ঞানে,
তাহারে দিয়েছি স্থান।
এতে যদি সব যায় তোর—যাক্—
উপায় নাহিক রঘুবীর!
এতে যদি ভ্রাতৃত্ব-কুসুম যায় রে ছিঁড়িয়া—
যাক্—সম্পর্ক চাহি না বর্ব্বরে।
পরী। কেন ভাই আমারে রাখিলে!
কেন ভাই শেফালিকা বাঁধিতে অকালে,
সোনার সহস্রদল,
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে দিলে বিসর্জ্জন?
ভাই! মোরে ছেড়ে দাও,
এখনও সময় আছে,
রক্ষা কর আত্মীয় তোমার।
আমি ফিরে যাই।
শান্তিময় যে শিলার তলে,
মৃত্যু মোরে সাদরে তুলিতেছিল কোলে,
আবার সেখানে ফিরে যাই,
দাও ভাই অনুমতি।
রঘু। সে কি! আমি তোমারে ছাড়িব?
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি আত্মদার—
তোমারে ছাড়িব? সহস্র আত্মীয়-প্রাণে
তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা।
ভীলধর্ম্ম জান না—জান না বালা!
উপরে বৈকুণ্ঠ প্রলোভন,
নিম্নে ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন,
সে যদি আশ্রয় চায়,
আপনি শ্রীহরির বাণী,
তারে ত্যজি অম্লান বদনে।
ধর্—ফের ধর্ শ্যামলী আমার।
এ অমূল্য রত্নভার আবার দিলাম তোর করে।
শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা এ বার আমার।
শ্যামলী। সেই সঙ্গে দাও অনুমতি—
যদি হয় প্রয়োজন, যদি দেখি অক্ষম রক্ষায়,
মৃত্যুমুখে দিব আমি প্রাণের পরীরে।

নহে তব করে ভক্ত ধন,
তুমি ল'য়ে যাও রঘুবীর।

রঘু। হিতাহিত জ্ঞান যার ধর্ম্ম মর্ম্ম স্থানে যায়,
আমি আর কি বলিব তারে?
কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনে,
ভাল নিজে যা বুঝিবে বোন্,
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
যে কার্য্য করিতে চায় প্রাণ,
তাই কর,—সে কার্য্য আমার।

(সখারামের প্রবেশ)

সখারাম, ভাই! আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

সখা। দেখি, মিছে কথা কও কেন বাপধন যম! এই যে—এই যে দুটি হজমীগুলি এখনও বর্ত্তমান। ও দুটিকে পাশে দাও, গোটা দুই ঢেকুর উঠে, একেবারে সব হজম হ'য়ে যাবে এখন।

রঘু। না সখারাম, আর নয়। আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, কি এক ছায়ার স্পর্শ লেগে, মরীচিকার মৃদু হিল্লোলকম্পিত সোনার কমলের আঘ্রাণ-আকাঙ্ক্ষায় কেবল আমি ঘুরে মরেছি, আর ঘুরব না সখারাম!

সখা। সত্যি!

রঘু। এই শেষ বার, তার পর যা গতি আমার। যদি মরণে জীবনের ঔষধ না পাই, মরণে দেব রে বিসর্জ্জন। এই শেষ—এই শেষ চেষ্টা। যাও ভাই সখারাম, নিঃস্বার্থ পরোপকারী যোগী—মত্ততার আবরণে পূর্ণ জ্ঞান—তুমিই এই দৈত্যের যোগ্যপাত্র। দয়া ক'রে ভাই আমায় রক্ষা কর। একবার আকবের কাছে যাও।

সখা। অত ভণিতা কেন বাপধন যম! আমাকে ভক্ষণের পূর্ব্বে কি একটু লবণাক্ত ক'রে নিচ্ছ?

রঘু। তোমায় ভক্ষণ!—শ্যামলী! একটা পাতা কুড়িয়ে আন ত। (শ্যামলীর তথাকরণ) (দন্তে রঘুবীরের স্বীয় অঙ্গুলীচ্ছেদ ও পত্রে লিখন) এই নাও লিখে দিলুম। এই নিয়ে আকবের কাছে যাও—আগে দেখিয়ে তবে কথা ক'ও।

সখা। (পাঠ করিয়া) আমার মৃত্যুতে আকবের মৃত্যু! তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? এ কি লিখেছ?

রঘু। শুধু আকবের মৃত্যু! তোমার জীবন নাশে যে মরাধম সহায়তা করবে, তারও পর্য্যন্ত মৃত্যু জেনো রেখ সখারাম! তাই কেন, হত্যার ইচ্ছায় তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যদি কেহ হত্যায় অকৃতকার্য্য হয়, তারও রঘুবীরের হাতে নিষ্পীড়ন—বিষম লাঞ্ছনা!

সখা। তা হ'লে বাপ ধর্ম্মরাজ! আমাকেই কি বেছে বেছে লোকের নিয়ত ক'রে তুল্লে? বেশ, এখন কি কর্তে হবে? যাম্‌দো মিঞাকে কি বল্‌তে হবে?

রঘু। তুমি আকবের কাছে গিয়ে, বলবেন, ছলিয়া, ও আর আর ভীল ভাইদের প্রাণ ভিক্ষা কর।

সখা। ভিক্ষা! দোহাই ধর্ম্মরাজ! ওইটি পারব না। ও ভিক্ষে আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি।

রঘু। বেশ আদেশ,—নবাবকে আদেশ ক'র।

সখা। যদি না শোনে?

রঘু। না শোনে, ভীল-হস্তে আছে তার প্রাণ। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্যামলী। যাও সখারাম!
নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
শত্রুর বুকের পরে,—
আলোকে আঁধারে, নিরস্ত্র উলঙ্গ-বক্ষে
নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
বিধি যার পথরোধ করে,
দিও তারে শুনাইয়া ভীলের কঠিন পণ—
অঙ্গে তব আছে আবরণ।
হিমাচল টলে,
তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
জয় জয় ত্র্যম্বক—
সৃষ্টির সংহাররূপী দেব মহেশ্বর!
এতদিন পরে ভীল ফিরে এসেছে স্বস্থানে।
থাকুক সে সভ্যতার সনে,
হোক জ্ঞানী শত শত জ্ঞানে,
হেন সভ্যতার সম্পূর্ণ বিকাশে
আছে যে আশ্রিত ভীল-প্রাণ।
হিমালয় টলে, তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
(স্বগতঃ) তাই—তাই, দারুণ যাতনা।
শূন্য চক্ষে চাহি চারিধার—
তাই যে, আলোক ভিক্ষা করি।

রঘু। ভাল যাও, বনপ্রান্তে আছে লোকালয়।
আছে সাধু গৃহস্থ তথায়।
আতিথ্য-গ্রহণে, তার ঘরে কর অবস্থান।

বিলম্ব ক'র না, এখনি ফুটিবে রবি।
তোদের লইয়া, আর না আবদ্ধ আমি হইব
শ্যামলী!

যাব আমি পিতার সন্ধানে।
চিরসুখী দ্বিজ সদাশয়,
শোকে তাপে শূন্য জ্ঞান,
গৃহশূন্য—পথের পথিক।
তারে আগে আনিব ধরিয়া!

শ্যামলী। কতদিন অপেক্ষায় রব?

রঘু। সাত দিন; এই সাত দিন রহ সঙ্গোপনে।
তার পর এসে লব ভার।
যদ্যপি সপ্তাহমধ্যে না দেখ ফিরতে মোরে,—
তুমি আছ, আর আছে এ তোমার ভার।

(পরীবাণুকে শ্যামলীর হস্তে দেওন)

ঊর্দ্ধে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ,
পদতলে অনন্ত ধরণী;
যেও বোন, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী সেথা ভগবান্,
অবলার মহাবলদাতা।
এস এস ভাই সখারাম!
নারায়ণ! চান আমি—
পদ্মপত্রে ভাসে মোর জ্ঞান।
না সহে সমীর ভর—
কোমল পরশে ত্রাসে কাঁপে থরথর।
বিষম পরীক্ষা কেন প্রভু!
একি মোর সমস্যা বিষম!
অন্ধকার—অন্ধকার—চারিধার—
আর ত মঙ্গল আমি দেখিতে না পাই।
কোন্ পথে যাই? ছিল যারা জীবনের আলো,
তারাই নিবায়ে গেছে বাতী।
আশাদীপ নির্ব্বাপিত,
অন্ধকার-কবলিত জীবনের অতি দীর্ঘ পথ—
কণ্টকিত, জটিল, বন্ধুর।
এ হেন আঁধারে, পলে পলে ক্ষণপ্রভা সরে,
আমারে করিতে আকর্ষণ,
বিজলীর মহা প্রলোভন! (ছুরিকা বাহির)
একমাত্র আশাডোর, এইটি নির্ভর মোর!
এই ডোর ধরি, যাব কি শ্রীহরি!
ঘাতকের অস্ত্রে নিধি করিব সন্ধান?

[রঘুবীর ও সখারামের প্রস্থান।

শ্যামলী। কি বলিস্ বোন্? আর কেন পরের অনুগ্রহভিখারিণী হ'য়ে থাক্‌ব?

পরী। তাই ত, স্বাধীনতা পেলুম, আবার এর দোর, তার দোর কেন?

শ্যামলী। এই ঘর—যে ঘর তাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আজ হ'তে এই ধরণী আমাদের আবাসস্থান।

পরী। আর ওই উপরে আমাদের গৃহস্বামী। এস ভাই, ওই গৃহস্বামীকে সঙ্গে রেখে দিন কতক মনের সুখে বেড়াই। স্বর্গে বরুক থাক্‌তে, পৃথিবীতে আর কারও গলগ্রহ হব না।

শ্যামলী। তা হ'লে আয় বোন্! হাত ধরাধরি ক'রে, ভ্রাতৃদত্ত এই নূতন গৃহে মহানন্দে দুজনে প্রবেশ করি!

(পরীবাণু ও শ্যামলীর গীত।)

যাই চ'লে যাই
বুঝেছি এখানে বিরাম নাই।
তুষ জলদ মন্দিরে আকুলি বিজলী সকরে
ডাকে আয়, চ'লে আয় ভাই।
ধ'রে করে করে, আয় ত্বরা ক'রে,
বিরাম লভিতে চলিয়া যাই।
ছেলে দেবে তারা, সোহাগের ধারা,
মরুতে মরিতে নাহি রে চাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। এখন কর্ত্তব্য কি?

দেবল। যতক্ষণ না রঘুবীর ধরা পড়ে—

জাফর। চুপরও কাপুরুষ! তুমিই আমার অগ্রগমনের বাধা। আবার ধরা পড়ে কি? ধরা ত পড়ল। শুন্‌লে না—সেনাপতি কি ক'রে এল? রাজা নিষ্কণ্টক।

দেবল। সে সম্মুখ সংগ্রাম—এ গুপ্তহত্যা।

জাফর। দ্বারে দ্বারে ভীষণ অস্ত্রধারী প্রহরী—দুর্ভেদ্য দুর্গ,—উপরে, নীচে, দেওয়ালে, ঘরে,—

সর্ব্বত্রই তারা দিন রাত পাহারা দিচ্ছে, এখনও হত্যার ভয়! এখনও বল—কি করি? সঙ্গী ছিল, তাই তার সাহস ছিল, বল ছিল, এখন সে একা। আমার শক্তির তুলনায় কীটাণুকীট, তখন আবার ভয়?

দেবল। জনাবের অভিপ্রায় কি?

জাফর। তার সঙ্গীগুলোকে হত্যা ক'রে আগে নিশ্চিন্ত হই।

দেবল। কিন্তু আগে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে সখারামকে মারবেন না।

জাফর। (স্বগত) তা' হ'লে এক কাজ করি, সখার মাকে দিয়েই তার হত্যাকার্য্য সাধন করি। (প্রকাশ্যে) দেখ দেবল, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া এখন অসম্ভব! স্বকার্য্য সাধন ক'রেই যে ভীল আমাদের হত্যার চেষ্টা ক'র্‌বে না, তাই বা কে বল্‌লে?

(কেরামত ও সখার মার প্রবেশ)

কেরা। জাঁহাপনা! বিবি এসেছে।

[প্রস্থান।

জাফর। সখার মা! আজ আমার একটি মহা-শত্রুকে তোমার নিপাত কর্‌তে হচ্ছে।

স, মা। আমি বুঝেছি—সে শত্রু কে! আমি অবলা—কেমন ক'রে পার্‌ব জাঁহাপনা! সে রঘুবীর!

জাফর। রঘুবীর নয় বিবি! সে আমার বন্ধু, সে আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছে।

স, মা। তা হ'লে সেই ব্রাহ্মণ। হিন্দুর মেয়ে—ব্রহ্মহত্যা কেমন ক'রে কর্‌ব?

জাফর। ব্রাহ্মণ নয় বিবি, সে বৃদ্ধ অশক্ত—সে আমার কি কর্‌বে?

স, মা। তবে কে?

জাফর। তোর ছেলে।

স, মা। হাঁ্যা!—আমার ছেলে?

(কাঁদিতে কাঁদিতে ভূতলে পতন)

জাফর। পড়লে চল্‌বে না, উঠতে হবে, এ কাজ তোমাকেই কর্‌তে হবে! মহা পুরস্কার, অবাধ্য সন্তান—তাকে রেখে ফল কি? মাও —ঠ!—মহা পুরস্কার।

স, মা। আমি যে মা জাঁহাপনা!

জাফর। সে ত সুখেরই কথা! মায়ের হাতের বিষ, সন্তান সুখে মর্‌বে। মরণের জ্বালা টের পাবে না।

স, মা। দেখ—দাও।

জাফর। অপেক্ষা কর।

[সখার মার প্রস্থান।

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। আর দেরী কর্‌ছ কেন মিঞা। সময় যে উত্তীর্ণ হয়। শেষে ছেড়েও দেবে, অথচ প্রাণেও মারবে। সে বেটা ভীল—ছোট লোক—কথার খেলাপ হ'লে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। কিছু শুন্‌বে না, কোন কথা বুঝ্‌বে না। দেরী ক'র না—যা হ'ক একটা কর।

জাফর। হাঁ সখারাম! রঘুবীর কেমন ক'রে আমার ঘরে ঢুকেছিল বল্‌তে পারিস্?

সখা। আমাকে কি এমনিই বোকা পেলে মামদো মিঞা? রঘুবীর একা আর তোমার হাজার হাজার সৈন্য। অস্ত্র ধ'রে সজেই রয়েছে পাঁচ সাত বেটা। তোমাকে রঘুবীরের আসবার কৌশলটা ব'লে দিয়ে, তাকে কাহিল ক'রে দিই—কেমন? তা হ'চ্ছে না মামদো মিঞা। আমি তোমাকে সুখে রাজত্ব কর্‌তে দিচ্ছি না। বেটা ভীলের মনে মনে সঙ্কল্প যে নরহত্যা কর্‌বে না। তাতেই তোমরা আজও বেঁচে আছ। কিন্তু বেটা ভগবানের পাকে চক্রে আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে, হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছে, যে সখারামকে হত্যা কর্‌বে, যেমন ক'রে পারে সে হত্যার প্রতিশোধ নেবে ভীলের প্রতিজ্ঞা অটল। বেটাতে একটু দেবতার অংশ আছে কিনা! কিন্তু হ'লে কি হবে। ও বেটা কাতুর, আমি মাছ; ও বেটা পাক্ষিণ, আমি মাও; ও বেটা অংশ, আর আমি পূর্ণ। দশ অবতারের বুদ্ধি, এই সখার মা'র নন্দনের মস্তিষ্কে বিরাজমান। আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—রঘুবীরকে দিয়ে তোমাদের দফা রফা করাব। শুতে, বস্‌তে, দাঁড়াতে তোমাদের নাস্তানাবুদ কর্‌ব। এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম দেব না। যে হাত বেটা মানুষের ওপর তুল্‌ব না ব'লে সঙ্কল্প করেছে, সেই হাত আমি তোমাদের রক্তে রঞ্জিত কর্‌ব।

জাফর। তুই কি ঠাওরেছিস্? যে ব্যক্তি গভীর রজনীর সহায়তায় চোরের মতন একজনের গৃহে প্রবেশ করে—তাকে নিরস্ত্র দেখে বীরত্ব প্রকাশ করে—তার ভয়ে আমি নীরবে তোর মতন বাঁদীর বাচ্ছার অত্যাচার স'য়ে থাক্‌ব?

সখা। কেন সইবে? একি মানুষে সয়? তুমি নবাব। আর আমি কে—কত তুচ্ছ কাটাণু-কীট—আমি অত্যাচারের নাম শুনলে রেগে কাঁই হ'য়ে উঠি। তুমি সইবে কেন? আর যদি সও, তা হ'লে বুঝ্‌ব—তুমি বাঁদীর বাচ্ছারও অধম।

জাফর। এইও উল্লুক! মুখ সামালকে বাত কও।

সখা। তা হ'লে বুঝ্‌বে—তোমাকে উত্তেজিত ক'র্ত্তে হ'লে, একটু বিশেষ রকমের উদ্যোগ আয়োজন চাই। কেন না, আমি চাই তোমার মৃত্যু। কিন্তু সে মৃত্যু আমার মৃত্যু দিয়ে কিন্‌তে হবে। সেই জন্যই মাম্‌দো মিয়া!—তোমার দরবারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

জাফর। তুই তুচ্ছ পদার্থ, তোকে মেরে হস্ত কলুষিত করব কেন?

সখা। করতেই হবে, নইলে আমিই বা তোমাকে ছাড়্‌ব কেন? যদি না হত্যা কর, তা হ'লে তোমাকে বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হবে। নরহত্যা কর্‌তেই জন্মগ্রহণ করেছ, এ অধম বাঁদীর বাচ্ছাকে মেহেরবাণী কর্‌তে দোষ কি? নবাব! গুজরাটের ভাগ্যবিধাতা! আমায় মৃত্যু দাও। নইলে এই দাড়ী না ধ'রে—

জাফর। এই—এই—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এইও—এইও—

সখা। এই পয়জার না খুলে—

প্রহরী। হাঁ—হাঁ—(সখারামকে ধারণ) জনাব! হুকুম।

জাফর। যাও, এই কম্‌বক্তকে নিয়ে গিয়ে, বামুনের ছেলে যে ঘরে আছে, সেইখানে আবদ্ধ রাখ। যা বেইমান। সঙ্গে যা। আমি তোর মৃত্যুর বেশ সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

সখা। আঃ—তা হ'লে বাঁচাও মিয়া!

জাফর। ব্যস্ত কেন? এই যে হ'চ্ছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ—সব তীর পলাতক!

জাফর। সে কি! কি ক'রে হ'ল—কি ক'রে পালাল?

সখা। হাঁ—হাঁ—তা হ'লে পয়জার! একটু ঘন ঘন সঞ্চালিত হও।

জাফর। সব গেছে!

দূত। হাজত ঘর খুলে দেখা গেল—কেউ নেই। ছাত ফুঁড়ে সেইখান দিয়ে সবাই পালিয়েছে।

জাফর। কেউ নেই?

দূত। শুধু বামুনের ছেলে আছে। তাকে আপনি অন্য স্থানে রেখেছিলেন।

জাফর। গেছি না যেতে আছি—তা হ'লে মার্‌—বামুনের ছেলেকে মার্‌—এটাকে মার্‌—যাকে পাবি তাকে মার—

সখা। তা হ'লে মার্‌—কেবল মার্‌—হাত ঘন ঘন চল্‌—পয়জার পট্‌ পট্‌ খেল্‌।

(বিষপাত্র হস্তে সখার মার প্রবেশ)

দেবল। হাঁ—হাঁ!—ওর মা এসেছে।

জাফর। বেশ, এই নে তোর ছেলে—দেরি কর্‌লে মেরে ফেল্‌ব। এস দেবল,—তোম্‌ চলা আও।

[দেবল, জাফর ও দূতের প্রস্থান।

স, মা। বাপ সখারাম!

সখা। কেও—মা? কখন এলি মা? এ কি! তোর এ বেশ কেন? মুখে কালিমা কেন? চক্ষু রক্তবর্ণ কেন মা?

স, মা। বাবা, বিষের জ্বালা ধরেছে। এতকাল যে মহাপাপ ক'রেছি, এতদিনে তার ফল ফলেছে। বাপ! মাকে ক্ষমা কর্‌!

সখা। একি মা—হাতে তোর কি?

স, মা। বিষের বাটী।

সখা। সেকি!—আত্মহত্যা!

স, মা। আত্মহত্যার জন্য এ বিষ নয়—পুত্র-হত্যার জন্য। নবাবের কাজ করেছি—নবাব পুত্রহত্যা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে, স্বহস্তে এই বিষ তোর মুখে দিতে বলেছে।

সখা। বেশ, দে। এ সংসারে কে কার? নরাধম নিজে আমাকে হত্যা কর্‌তে সাহস না ক'রে, মায়ের উপর ভার দিয়েছে। মৃত্যু—মৃত্যু—মা, মৃত্যু দে! পুত্রহত্যা হবে না—বেশ রক্ষা হবে। জাফর যাবে—দেবল যাবে, গুজরাট থেকে পাপ পালাবে—পুণ্য হবে। প্রায়শ্চিত্ত—দে মা—

সন্তানকে বিষ দে—নামে হলাহল, কাজে সুধা। দে—শীঘ্র দে।

স, মা। তোকে দেব? পিশাচী ব'লে কি আমাতে পুত্রস্নেহও নেই? তুই আদরের নিধি, তোকে বিষ দেব? আমি নিজে খাব! বড় পিপাসা—বড় পিপাসা! জলের পিপাসা নয়—বিষের পিপাসা। (বিষপান)

সখা। নারায়ণ! মধুসূদন! করুণাময়! নারী জ্ঞানহীনা, দয়া কর—মাকে আমার চরণে আশ্রয় দাও। যা মা, চ'লে যা—এখানে মরিস্‌নি—তোর দেহ স্পর্শ ক'রে এস্থান পবিত্র হবে—ডাকুর রক্ষা পাবে! চ'লে যা।

(ঘাতকগণের প্রবেশ)

১ম, ঘা। মেরে ফেলে কে? চ'লে আয় কম্বক্ত। দে বেটী—বিষ দে।

সখা। তবে রে বেটা (চপেটাঘাত) আমার সমস্ত ক্রোধ তোদের ওপরই খরচ করুম। (মল্লযুদ্ধ)

স, মা। ছেড়ে দে—আমার ছেলেকে ছেড়ে দে পিশাচ! (পতনোন্মুখী)

(হস্তবদ্ধ বলদেবের প্রবেশ)

বল। ছেড়ে দে নরাধম—ওদের ছেড়ে দে—আমাকে হত্যা কর।

সখা। পড়িস্ নি মা,—এখানে পড়িস নি। ধ'রে থাক্—আর একটু প্রাণ ধ'রে থাক। পালা—পালা—

১ম, ঘা। নে রে ভাই—ওটাকেও টেনে নিয়ে আয়।

বল। রঘুবীর—ভাই রঘুবীর! সহস্র অত্যাচারীর দমন করেছ, কিন্তু তোমার কার্য্য করতে এসে আজ এক জন নিরীহ কিরূপ অত্যাচারিত হচ্ছে দেখ্‌বে এস, আজ তার শেষ দিন। বলদেবও ঘাতকের হাতে আজ প্রাণ দিলে!

[সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর।

অনন্তরাও।

অনন্ত। কেবা স্থির, কে গম্ভীর, এত যাতনায়
কার মুখে না পড়ে রে যাতনার লেখা?
কার বুক আঘাতে না ভাঙ্গে নারায়ণ?
সব গেল! আমার বলিতে এ সংসারে
এক প্রাণী প্রাণে না রহিল!
ভেঙ্গে গেল সোনার সংসার!
দূর হ রে চিন্তা পাপীয়সী!
বিপর্য্যস্ত পাষাণ অন্তর!
আর কেন?

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কোথা যাও উন্মাদ পথিক? হ'ল দিবা-
অবসান। কোন্ বুকে ঢুকেছ প্রান্তরে?
কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন। ফিরে যাও,
ফিরে যাও। এখনি ভাসিয়া যাবে ধরা।
স্থান কোথা পাবে না প্রবীণ, ফিরে যাও—
ফিরে যাও। অট্টহাসে হাসে কাদম্বিনী।
ভীষণ মেদিনী মূর্ত্তি যাহার আলোকে
মেঘনাদে কাঁপে বসুন্ধরা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এখনি মাথায়
ভূমিসাৎ করিবে তোমায়। ফের, ফের!

অনন্ত। কেও—রঘুবীর?

রঘু। পিতা!—পিতা! তুমি?
এই কি তোমার বেশ?
এই কি তোমার স্থান?

অনন্ত। দেখ রঘুবীর!
কেমন সুন্দর অন্ধকার!
দেখ বসু মতি যদি চাস্ লুকাইতে,
ডুব দে রে এ ঘোর অন্ধকারে।

রঘু। ছেড়ে চল এ ভীষণ স্থান!

অনন্ত। এ ভীষণ স্থান?
কে বলেছে? মিথ্যাবাদী।
ধূ ধূ করে ধরা, জন-প্রাণী নাই—
মানুষে আসে না হেন কালে
নরে যেথা রয় বাপ,—
সে হ'তে কি এ স্থান ভীষণ?

রঘু। চল ফিরে, পায়ে ধরি, চল পিতা ফিরে।

অনন্ত। কোথা যাব? সে ঘোর জঙ্গলে?
নর-ব্যাঘ্র যথা করে বাস?
রঘুবীর, অপঘাতে মরি,
হেরি করিবি কি ব্রত-উদ্‌যাপন?

রঘু। পুত্র কথা চিরকাল রেখেছ জীবন্!
শেষ কথা রাখ, মোর আকিঞ্চন।

অনন্ত। ফিরে যেতে সেধো না সেধো না আর!
সে পাপ-সংসার—
ফিরে যেতে বলো না—বলো না!
রঘু॥ ফিরে চল—শেষ ভিক্ষা!
অনন্ত। গেছে যারা, যাক চলে তারা।
ধর্ম্মপথ রয়েছে প্রসার।
পুত্র কন্যা কার? ছাড়—
চলে যাই জীবনের পথে।
রঘু। বড়ই ভীষণ পরিণাম!
কোন্ প্রাণে এ বিপদে ছাড়ি হে তোমায়!
অনন্ত। চিরদুঃখী দুঃখেই সুখের স্বাদ পায়,
তাই আমি পেয়েছি সন্তান!
আশার রাজত্বে আর যাব নাকো ফিরে।
শোন রঘু, ফিরে যেতে নাহি চাই।
যদি মরি এ আঁধার রাতে—
যদি মরি নির্জ্জন প্রান্তরে—
যদি শিরে হয় বাপ অশনি-সম্পাত
বড় সুখে ছাড়িব পরাণ।
ছাড় পথ রঘুবীর—
প্রভু তব শেষ ভিক্ষা চায়।
রঘু। রঘুবীর মরিবে যখন, যেথা ইচ্ছা
যেও সেথা—কেহ এসে করিবে না মানা।
বলদেবে করিয়া উদ্ধার—প্রাণ সমা
ভগিনীর ধর্ম্মপ্রাণ রেখে মানে মানে
সমর্পিয়া তোমার শ্রীকরে,
যদ্যপি নিশ্চিন্ত পারি বসাতে তোমায়,
তবেই ছাড়িবে দাস।
অনন্ত। ক্ষুদ্র নর, ক্ষুদ্র কীট!
এখনও এত আছে আশ!
রঘু। (সহসা উঠিয়া) ঊর্দ্ধে নারায়ণ,
তুমি জনক আমার।
ছুঁয়ে শ্রীপদ তোমার,
রঘুবীর করে অঙ্গীকার—
শোন পিতা, শোন শোন—
বলদেবে করিব উদ্ধার,
আশ্রিতা নবাব-কন্যা—
অদ্যই সঁপিব তব করে।
পাছে শত্রু ফের পাছে ফিরে,
পুত্র কন্যা লয়ে প্রাণভয়ে,
পাছে ভ্রম দেশদেশান্তরে,
দুরাত্মা জাফর-শূন্য করিব সংসার।
লৌহস্তম্ভ চারিধারে, বজ্র সৌধ শিরে
লক্ষ লক্ষ প্রহরীর মাঝে যদি রয় সে পামর,
সেথা হ'তে আনিব টানিয়া।
বুক তার খণ্ডে খণ্ডে করি বিদারণ,
মুণ্ড ছিঁড়ে দিব পূজা কালী-পদতলে।
অনন্ত। স্থির হও—স্থির হও।
রঘু। ভীল নহে মায়ের সন্তান।
শিশু-ভীল সিংহ মেরে খায়—
জান পিতঃ! ভীল শিশু সিংহ মেরে খায়?
মত্ত মাতঙ্গের সনে করি ভীম রণ,
দন্ত তার করি উৎপাটন—
আনন্দে মাতঙ্গ-শিরে নৃত্য করে সাধে।
করি-গ্রাসী ভীম অজগর—
ভয়ে যার বনচর কাঁপে থর থর,
হেলায় দলিয়ে তারে
ভীল-শিশু করে শিশু-খেলা।
অনন্ত। চল্ চল্—যেথা যাবি, যা'ব তোর সনে।
রঘু। কর তবে অঙ্গীকার—
আর যেন খুঁজিতে না হয়।
অনন্ত। তোরে ফেলে যাব নাকো আর।
রঘু। করিয়াছি সতীর উদ্ধার।
অবশিষ্ট—বলদেব।
তাহারে ফিরাতে—দূতরূপে সখারাবে
করেছি প্রেরণ।
দুর্ব্বল বুঝিয়া মোরে দুরাত্মা যবন—
বুঝি দূতের করেছে অপমান।
অতিক্রান্ত অষ্টম প্রহর, ফিরিল না সখারাম।
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ—
আর না থাকিতে পারি প্রভু!
অনন্ত। সহস্র প্রহরী তার, দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয়—
নিরস্ত্র বান্ধবহীন তুমি।
রঘুবীর! কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে
তুই মোর জীবন-সাধন,
তুই মোর প্রাণপোরা ধন,—
তোমার অস্তিত্বে মোর অস্তিত্ব নির্ভর।
রক্ষা কর্ রঘুবীর!
ফিরে আয়—কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে।
রঘু। আশীর্ব্বাদ কর মহামতি! আর আমি
নই প্রভু, ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান।
বিশ্বনাথ জনক আমার। আমি পুত্র তাঁর!
শুধু মাত্র অত্যাত সংহারে।

দেখ প্রভু, শমন-মূরতি,
কিরাতে পাপের গতি,
করিতে ধরার ধ্বংস,—
শূলী শম্ভু শিররে আমার।
সংহার—সংহার!—
হের বক্ষে মুক্তকেশী—
অট্টহাসি, অসিত-বরণা ভীমা—
ধ্বংসরূপা দানব-দলনী।
দেখ দেখি (বস্ত্র উন্মোচন ও সশস্ত্র ভীল-
বেশ প্রদর্শন)
চিনিতে কি পার হে ব্রাহ্মণ?

অনন্ত। একি মূর্ত্তি? রঘুবীর!—রঘুবীর!—

রঘু। রঘুবা! রঘুবা! রঘুবীর নহি আর।
পিতা! ম'রে গেছে রঘুবীর!
মৃত প্রাণ তার, মন তরা পূতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি।
রঘুবা কণ্টক তরু উঠেছে সেথায়।
তীব্রকুল-গন্ধে তার ভরিবে মেদিনী।
এস ফিরে লইবে আঘ্রাণ। [বেগে প্রস্থান।

অনন্ত। ফের্—রঘুবীর—ফের্—পুত্র চাই না—কিছু চাই না—ফের্।

(ঢুলিয়া, মঙ্গ, ও ভীলগণের প্রবেশ)

ঢুলিয়া। প্রভু—প্রভু! মহারাজ কই?

অনন্ত। কেবা ঢুলিয়া, কেবা মঙ্গ—ওরে ফিরিয়ে আন্—রঘুবীর উন্মাদ—দস্যু হয়েছে—একা ছুটেছে। [অনন্তরাওয়ের বেগে প্রস্থান।

মঙ্গ। জয় কালী, জয় কালী!

ভীলগণ। জয় কালী— [সকলের প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগারের সম্মুখ।

ঢুলিয়া ও রঘুবীর।

ঢুলিয়া। মহারাজ! এই সেই কারাগার।

রঘু। এই কারাগার?—শরীর কাঁপিছে ঘন ঘন
এক পদ আগুসরি যাই, আর মোর সাধ্য নাই—
যাবে—যাবে—ঢুলিয়া আমার।
দেখ্ চেয়ে কারাগার পানে,
দেখ্ বেঁচে আছে কি সে জীবনের ভাই,
দেখ্ দেখ্ কোথা আছে সখারাম—
মহাপ্রাণ—পরের কারণে
স্বাধীনতা দেছে বিসর্জ্জন।
[ঢুলিয়ার অন্তরালে গমন।
কালী—কালী! কূল দে মা, কূল দে শঙ্করী!
প্রাণ ছুটি ফিরে যেন পাই,
জবাপুষ্পরাগ-রক্তে রঞ্জিত এ কর
এখনো মা ভিজে নাই মানব-শোণিতে।
রক্ষা কর দয়াময়ী! এখনো মা ফিরে দে সন্তানে।
শরীর উদ্ধারে যদি করিয়াছ দয়া,
তবে কেন বল মহামায়া—অসম্পূর্ণ রাখিবি
আশায়।
ভাই! পেলে কি সন্ধান?

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। একি হেরি মহারাজ! বাক্শক্তি রুদ্ধ মম!
কল্পনার অতীত সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!

রঘু। কি কহ ঢুলিয়া?

ঢুলিয়া। শোণিত-সাগরে ভাসে অঙ্গ কার?
হের সখারাম অনন্ত শয়নে।

(দৃশ্যপরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত সখারাম)

রঘু। স্বর্গধামে যোগ্য স্থানে যাও মহাত্মন্!
নমস্কার তোমার আত্মার। কোন্ কুলে
দিয়াছিলে এ পাপ সংসারে শ্রীচরণ?
আসা মাত্র বুঝেছিলে উত্তাপের জ্বালা।
আর কেন বিলম্ব ঢুলিয়া, খুঁজে দেখ্
কোথা আছে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুমার।
[ঢুলিয়ার প্রস্থান।
বুঝিয়াছি পরিণাম এইরূপ তার!
মহানল জ্বলিল চৌদিকে—
কেহ গেছে কেহ যাবে সে ঘোর অনলে।
রঘুবীর সে বংশের অনন্ত আহুতি!
অপরাংশে কে পুড়িবে নিয়তি রাক্ষসী?
দূরে ব'সে সর্ব্বধ্বংস করিবি দর্শন—
এই কি মা সাধ তোর মনে?

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। মহারাজ!
নির্ম্মূল সকল আশা—তাই নাই—হের,
সুকুমার দেহ তার গতপ্রাণ প'ড়ে ধরাতলে

(পটপরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে
মৃত রঘুদেব)

রঘু। মৃত্যুর নিথর কোলে লইতে বিশ্রাম
ছুটিয়াছে বলদেব।
মরণের তীব্র সুধা আকণ্ঠ করিয়া পান,
সঙ্গে সখারাম।—শুধু তাই নয়।
ভুলিয়া, সকলি গেল! সপ্তাহ সময় মাত্র
দিয়াছিনু তারে।
সপ্তাহ সময় মাত্র নিয়েছে শ্যামলী—
সে কি আর আছে?—কই, কোথা আছে?
কোথা মোর প্রাণের ভগিনী? না না—
দেখ্ দেখ্ দেখ্ রে ভুলিয়া! ওই দেখ্
সুমহান্ কালসিন্ধু উত্তাল-তরঙ্গে
অগণ্য সপ্তাহ-বিম্ব মিলাতে ছুটেছে অবিশ্রাম।
দেখ ভাই!
তরঙ্গের শিরে প্রতিবিম্বে ফুটিয়া ফুটিয়া
ঢেলে দেছে সমস্ত সংসারে স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার
আলো!
দেখ্ দেখি কি শোভা ভুলিয়া! ওই হোথা
সহস্র সৌন্দর্য্যময়ী অপ্সরার রাণী,
পরীগণ, শ্যামলীরে রয়েছে ঘেরিয়া।

ভুলিয়া। মহারাজ! শত্রুপুরী।
এখনও জীবিত আছে নবাব-নন্দিনী,—
সে প্রাণের তুমি আবরণ।
ধরি হে চরণ—ভিক্ষা দাও,—
এ অভেদ্য বজ্রবর্ম্ম কিম্বরে তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি এসেছি হেথায়,
অদ্য রাত্রে শিক্ষা দিব দুরাত্মা জাফরে।
যদি নাহি পারি, যদি আজ পাপকণ্ঠ
মিথ্যাবাক্য করে উচ্চারণ,—
হস্ত পদ পোড়াব অনলে।
দিব ঢেলে হলাহল গলে।
গুরুর নিষেধবাক্য তুলিব না কানে।

রঘু। বেশ, ভাঙ্গি আমি কারাগারদ্বার,
দুইজনে লহ উঠাইয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কারাগারের প্রান্তভাগ।

(মন্নু ও ফাঁস হস্তে ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। হুঁসিয়ার,—খবরদার! রঘুয়া মহারাজ গারদ ভেঙ্গে বলদেব ও সখারামকে উদ্ধার করতে গেছে, আমাদের কাজ আমরা করি আয়! শব্দ শুনে দলে দলে সেপাই আসছে। সাবধান! ওর এক শালাও যেন না ফেরে! চুপে চুপে নিঃসাড়ে গলায় ফাঁসিটি লাগাবি আর টান্ দিবি। দেখিস যেন টোঁ শব্দটি না করতে পারে। পাশের লোক যেন জান্তে না পারে। ফাঁস্ লাগা—টান মার—আর গাদা কর্!

[সকলের প্রস্থান।

(সশস্ত্রে প্রহরিগণ ও কেরামতের প্রবেশ।)

কেরা। কই, কিসের শব্দ! মিছে কথা! যেখানে কেরামত, সেখানে শব্দ! মিছে কথা, ডাকাত—কোথা ডাকাত? আমার ওপর কি হুকুম হয়েছে জানিস?

১ম, প্র। হুজুর!

কেরা। ডাকাতের দলকে জবাই করা। যেমন বেটাদের হাতে পাব, অমনি এক একটি ক'রে না ধ'রে, টুঁটিটি টিপে, ছুরিখানা না জুতসই ক'রে গলায় বসিয়ে, এই এমনি করে আড়াই পেঁচ, বস্ কাম ফতে।

১ম, প্র। হুজুর! কে হাজৎখানার দোর ভাঙ্ছে!

কেরা। হাঁ্যা, সে কি! এর ভেতর, এত কড়া পাহারা—তার ভেতরে—বড় বড় পাঁচিল—টপ্কে। ঝুট বাৎ!

[নেপথ্যে পুনঃ শব্দ ও প্রহরিগণের পলায়ন।

(ভীলগণ ও মন্নুর প্রবেশ)

মন্নু। এই যে!

কেরা। হ্যা! হাঁ্যা! তুম কে?

মন্নু। এক জন ডাকু। নরাধম! অবলা পেয়ে বলপ্রয়োগ ক'রতে যাও? নিঃসহায় কুলকামিনীকে ধ'রে আন্তে পার,—তোমার বীরত্ব ওরা কি বুঝবে? দাও এসো, কাটা হাত পা ছট্ফট্ করতে করতে তোমার কেরামতীটা একবার বুঝবে এস!

কেরা। হা আল্লা। দোহাই—দোহাই!

মন্নু। যারা তোমার কেরামতী বুঝবে, তারা কোথায়, একবার দেখবে? ঐ দেখ, ওইখানে গাদা প্রমাণ হ'য়ে জমে আছে।

কেরা। হ্যা! তাই ত—তাই ত! দোহাই বাবা মেহেরবাণী—মেরো না—মেরো না।

মন্নু। তোমার অদৃষ্টে আর অমন সুখের মরণটা হ'ল না। তুমি ভীলরাণীর অঙ্গে হাত তুল্‌তে গিছলে, অকথ্য কথা বলেছিলে ;—তোমার হাত, তোমার জীভকে, আগে জবাব দিহি কর্‌তে হবে, তা'রপর তোমার জান্। যাও—লে যাও।

কেরা'। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই।

[কেরামৎকে লইয়া ভীলগণের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

মন্নু। মহারাজ! খবর? বলদেব ভাই আর সখারামের কি উদ্ধার হয়েছে?

রঘু। উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু শুধু তাদের দেহ পেয়েছি—প্রাণ পাই নি।

মন্নু। হা ভগবান্!

রঘু। শোন! এ শোকের সময় নয়, কার্য্যের সময়। পিশাচকে দুনিয়া থেকে যেমন ক'রে হোক সরাতে হবে। আগে কার্য্য শেষ, তার পর শোক। কি কর্‌ব—আমার অদৃষ্ট। পারুম না—সময়ে উপস্থিত হতে পারুম না। তাই গেল,—সব গেল, প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।

মন্নু। জয় ভবানী! জয় ভবানী!

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। ভয় কি! কাপুরুষের মত বিপদে আত্মহারা হও কেন? স্থির হ'য়ে বল। বাড়ীতে কি ডাকাত পড়েছে?

দেবল। পড়েছে কই, পিল্ পিল্ ক'রে দেয়ালের ফাটল থেকে গজিয়ে উঠেছে। সব গেল! এতক্ষণ বুঝি সব গেল। হা ভগবান্! সব গেল।

জাফর। আমার কাছে যখন এসেছ, তখন ভয় কি দাওয়ান! স্থির হও—আমার বুকতে দাও।

দেবল। ভয় ত নেই—ভরসাই বা কই? চোর-কুটুরীতে গুই, সেখানেও যখন ডাকাত ঢুকেছে, তখন আর ভরসার আছে কি জাঁহাপনা? ভাগ্যি সেখানে ছিনুম না। নইলে ত গিয়েছিনুম।

(নেপথ্যে—আল্লা আল্লা হো!)

জাফর। বস্ আর ভয় কি? ওই আমার সৈন্য সকল জাগরিত, এখনি ভীলকুলের উচ্ছেদ হবে। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনি দেখ্‌বে—ডাকাতের দল ধৃত হ'য়ে আমার নিকট আনীত হয়েছে।

(বিষণের প্রবেশ।)

দেবল। এই যে—এই যে ; কি খবর বিষণ? ভীলগুলোর সংবাদ কি?

বিষণ। সংবাদ আর কি? নির্ভয়ে এখানে সেখানে—রাজপথে—অলিতে গলিতে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জাফর। আর আমার অস্ত্রধারী দিগ্বিজয়ী সৈন্য সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে?

বিষণ। দেখবার আর বড় অবকাশ দিচ্ছে না।

জাফর। দূর হও সম্মুখ থেকে কাপুরুষ! নইলে এখনি শির জুদা হবে।

বিষণ। শিরের ভয় আর রাখি না জাঁহাপনা! শির যাবার হ'লে এতক্ষণ যেত, তোমার পুরুষত্বের অপেক্ষা কর্‌ত না। জাঁহাপনা! পার ত নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা কর, পরের মাথার দিকে লক্ষ্য ক'র না। নইলে আজকের প্রভাতসূর্য্য আর জাফরের মাথায় কিরণ বর্ষণ কর্‌বে না!

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই!

দেবল। হাঁ—ভয় নেই!

(ছদ্মবেশে মন্নু ও কতিপয় ভীলের প্রবেশ।)

মন্নু। কই জাঁহাপনা? ভয় নেই—রঘুবীর ধরা পড়েছে।

জাফর। হাঁ—রঘুবীর ধরা পড়েছে।

মন্নু। একেবারে গ্রেপ্তার!

জাফর। বস্—আর কি, আমি নির্ভয়। তা হ'লে (বিষণকে দেখাইয়া) এই কাফেরকে আগে কোতল কর।

মন্নু। যো হুকুম। এই ভাই—এসো লে যাও। (জনান্তিকে) একে কোতল ক'র না—মহারাজের হুকুম।

বিষণ। পিতা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আমার শাস্তিতে তোমার যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

[জনৈক ভীলের বিষণকে লইয়া প্রস্থান।

জাফর। আচ্ছা—একেও নিয়ে যাও।

মন্নু। ওকে আর আলাদা নয় জাঁহাপনা—ওকে তোমার সঙ্গে।

জাফর। য়্যা—সে কি! তার মানে কি?

মন্নু। তার মানে বুঝতে পারলে না জাঁহাপনা? আমরা যে তোমার বাবাকেলে নকর।

জাফর। কে তোরা?

মন্নু। এই যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ) পাছে পালিয়ে যাও, কিংবা আত্মহত্যা ক'রে আমাদের হাতের সুখ নষ্ট কর, তাই এ কাজ করেছি।

জাফর। য়্যা, য়্যাঁ!

মন্নু। যাও—শয়তানকে লে যাও।

দেবল। হ্যাঁ বাবা, নে যাও। দেখ বাবা, বিনা দোষে, শয়তান আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে হুকুম দিলে!

মন্নু। তুমি চল। শয়তানীতে তুমিও কম নও।

দেবল। এই যে পা বাড়িয়ে রয়েছি, চল না বাবা! বাবা, এক মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হয়েছি. মরতে আর ভয় নেই। চল—যেথায় নিয়ে যাবে, শীঘ্র চল। [সকলের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। আঁধারে ঢেকেছে অন্ধকার। অন্ধকার
আঁধারে আঁধারে কোলাকুলি! অমানিশা
ভুলেছে আপন। অস্তিত্ব ডুবিয়া যাবে,—
মানবত্ব মিশে যা আঁধারে। সাধ ক'রে
বিধাতা আপনি রচেছে চুরাশীলক্ষ
প্রাণী। আত্মরক্ষা ধরম সবার। পাপ-
পুণ্য সেখানে কোথায়। পাপ-পুণ্য নাহি
দেবতায়? শুধু কি মানুষ অপরাধী?
ছলনায় দানব নিধন! বৃত্রাসুর,
রাবণ, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ ভাই—
সমস্ত মরেছে ছলনায়। মহাবল
বলি মহামতি—ধার্ম্মিকের শিরোমণি—
দাতার অগ্রণী, পড়িয়াছে রসাতলে
বিধির ছলনে! তবে হায়! উচ্চ আশা
কি হেতু আমার? মার্ রঘু—শত্রু মার্।
সংহার বিধির লীলা। লীলাময়ী চির-
রূপা কালী শবাসনা নৃমুণ্ড-মালিনী—
সংহারে আনন্দময়ী। বিলোল রসনা
আছে ব্যগ্র ভক্ষিতে সংসার! মার্ রঘু—
শত্রু রাম। শাস্ত্রকথা চিন্তার সময়।
কার্য্যে কোন্ মূর্খ শাস্ত্র মানে? ভোগসুখ
কে না করে অন্বেষণ? ভোগ-ইচ্ছা কভু
ক্ষুদ্র, কভু মহা ধর্ম্মের পতন। মার্—
যে যেখানে আছে তুলে দেরে তোকালির
মুখে। বীজকণা রাখিব না। বিষকণা
তুলিতে দিব না। বুঝিয়াছি প্রাণে বাধা
অধর্ম্ম আমার।

(জাফরের কেশ ধরিয়া তুলিয়ার প্রবেশ)

তুলিয়া। মহারাজ! অধিকৃত গুর্জ্জর-আসন।
আর এই সেই শয়তান—গুজরাটের
সে মহাত্মা নবাবের আসন-তস্কর।

রঘু। ধ'রে থাক ভূমে খ'রে সম্মুখে আমার!
শোন্ নরাধম! এ জীবনে দেবতার
করিতে তর্পণ, মন্দিরের ভৃত্যকার্য্য
করিতে সাধন, উপাদান ফুল ফল লয়ে,
এতদিন যে বাহু রাখিয়াছিনু তুলে,
ব্রতভঙ্গে—প্রথম জীবনে ব্রতভঙ্গে,
প্রাণের যাতনে, একমাত্র দেখি প্রতীকার,
একমাত্র শান্তি যাতনার—
এ বাহু পিশাচ-রক্তে করিব রঞ্জিত।

জাফর। দোহাই! দোহাই! ক্ষমা কর রঘুবীর!
একদিন তুমি মোর রেখেছিলে প্রাণ,
পায়ে ধরি দাও প্রাণ, ক'রো না হরণ।

রঘু। ক্ষমা? (হাস্য) ক্ষমা কি জাফর?
নর্ম্মদার কার্য্যে বাধা দিয়ে, একদিন বর্ষ সনে
সেধেছি শত্রুতা; গুজ্জরের অধিবাসী
দিবানিশি উৎপীড়িত তোর অত্যাচারে,
ঊর্দ্ধে কৃতাঞ্জলিপুটে বিধির নিকটে
নিত্য তোর মৃত্যু ভিক্ষা করে। তাই যদি
দিবস শর্ব্বরী জলে যায় প্রাণ মোর
অনুতাপানলে। নর্ম্মদার আবেদনে
বিধাতা যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে আমায়।
মর্ম্ম ছিঁড়ে, বন্দের সমাহার সনে
আমার সকল আশা নিয়েছে অকালে।
আজি প্রায়শ্চিত্ত তার জীবন তোমার—
আমার এ দুষ্টতার যোগ্য বিনিময়।
সময় উত্তীর্ণ হয়। জাফর, প্রস্তুত
হও, স্মর ইষ্টদেবে।

জাফর। দোহাই! দোহাই!

(রঘুবীর কর্ত্তৃক হত্যা)

ফুলিয়া। মহারাজ! কার্য্য শেষ। মরেছে। তার পর?

রঘু। তারপর! তারপর! কি বলি ফুলিয়া!
বলিতে হৃদয় কাঁপে, জড়তার বাক্যশূন্য
রসনা আমার। তোদের সন্ধানে যেতে,
সন্ধি-সূত্র নিরাশ্রয় পরীবাপু তার
সঁপেছিনু ভগিনীর করে।
দিয়াছিনু সপ্তাহ সময়।
যগুপি সপ্তাহ মধ্যে না দেখে
ফিরিতে মোরে, আশ্রয় লইতে
ওই উর্দ্ধে মহাপথ দিছি দেখাইবে।
সপ্তাহ চলিয়া গেছে। চাহিয়া দাঁবার
সাদ্ধ্য-সূর্য্য চ'লে গেছে নদীর পারে।
শক্তি যদি থাকে ভাই,
নদী ভেলিয়া যাও পরপারে।
তাহারে শুধাও ভাই, সে বলিয়া দিবে
কোথায় শ্যামলী!
তার কাছে আছে স্তব্ধ শুষ্ক-কুসুম।
আর প্রশ্ন ক'রো না আমায়, পার যদি
ধ'রে আন, সিংহাসনে করহ স্থাপন।
শ্যামলী—শ্যামলী! ভিক্ষা দাও জনার্দ্দন!
ভিক্ষা দাও মা শঙ্করী, দাসীরে তোমার।

[প্রস্থান।

ফুলিয়া। ভগবান্! গুরুপদ করিয়া স্মরণ
আজ্ঞা-মন্ত্রে করিয়াছি তব উপাসনা।
ভিক্ষা—ঘৃণা। পদতলে দলেছি কামনা।
দয়াময়! এ মোর প্রথম ভিক্ষা, এই
ভিক্ষা শেষ! কর্ম্ম-যুদ্ধে জীবন-সঙ্গিনী,
শ্রান্ত দেহে আরাম-দায়িনী,
সর্ব্বনাশী—সর্ব্বস্ব আমার
অনাকাতে মিলাইয়া যদি যাব প্রভু
ধ'রে রাখ—ধ'রে রাখ—
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিয়া,
ক্ষণ তরে বেঁধে রাখ সিংগিঙ আমার।
(দেবদাকে লইয়া মধুর প্রবেশ)
ভাই মধু! ছিঁড়ে লও মুণ্ড দুরাত্মার,
শীঘ্র কর মুণ্ডশূন্য দুরাত্মা দেবলে,
আন—স'রে কালীপদে দিব উপহার।

— —

সপ্তম দৃশ্য

পার্ব্বত্য বনপ্রান্ত।

অনন্তরাওয়ের চিতা প্রজ্বলিত।

(ভগ্নকাষ্ঠ স্কন্ধে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। যাও পিতা—শান্তির ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাও। সংসারের সমস্ত জ্বালা তোমার আদরের কন্যার স্বহস্ত-প্রজ্বলিত চিতানলে নির্ব্বাপিত হয়েছে—নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও। সহস্র ডাকরেও তোমার বিশ্রামের আর ব্যাঘাত করতে পারবে না! ব্রাহ্মণ! আজীবন জ্ঞানের সেবা ক'রে শেষে উন্মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ—উন্মত্ততা বড় আদরে তোমার বিশ্রামের অতি সুন্দর—অতি মধুর—ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। সে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে, তোমার পরী আর শ্যামলী প্রসাদ পাবার লোভে ছুটেছে—নাও পিতা, তাদের কোলে তুলে নাও—তোমার ঐ শান্তিময় বিশ্রামাগারের এক কোণে তাদের একটুকু স্থান দাও—তারা বড় শ্রান্ত। কিন্তু মা শঙ্করী! একবার কি ফুলিয়াকে শেষ দেখা দেখতে দিবি নি? দোহাই মা—একবার দেখা! ফুলিয়া! ফুলিয়া! এ সময় কোথা তুই? একবার আয়।

(ফুলিয়ার প্রবেশ)

ফুলিয়া। এই যে—এই যে! জয় কালী! জয় শঙ্করী! মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। কেও ফুলিয়া? প্রণাম করি।

ফুলিয়া। একি শ্যামলী! চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? একি রাজাবউ, কাঁধে কাঠ কেন?

শ্যামলী। কাঠখানা আগে ধর—তাইকে ডাকিস্ নি।

(ফুলিয়া কর্ত্তৃক কাষ্ঠ গ্রহণ ও শ্যামলীর ফুলিয়াকে প্রণাম

মা! সতীকুলরাণী! তনয়ার কাতরকণ্ঠ তবে কি সত্য সত্য কানে তুলেছিস্ মা? যাযিন্! বহু অপরাধ করেছি, দাসীকে ক্ষমা কর।

ফুলিয়া। এ সব কি রাজাবউ?

শ্যামলী। আমি চলুম।

ফুলিয়া। একাই?

শ্যামলী। বিধাতা থাকতে দিলে না। ফুলিয়া! পরীবাপু ও আমি একত্রে বিষপান করেছি। আর পিতা জ্বলন্ত চিতায়—

ফুলিয়া। মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। ভাইকে ডাকিস নি।

ফুলিয়া। আর ত সব ফুরিয়ে গেল। গুরু আমার, উন্মাদের মত চ'লে গেছে। সে-ও জন্মের মত ছুটো কথা কয়ে নিক! মহারাজ! মহারাজ! ওরে, আমরা যে পরীবাণুর সিংহাসন আনলুম।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!

শ্যামলী। এই যে ভাই!

রঘু। তবে সর্ব্বনাশী! ভাইয়ের প্রতি করুণা দেখাতে এখনো বেঁচে আছিস্?

শ্যামলী। আছি। (প্রণাম করণ)

রঘু। পরীবাণু কই?

শ্যামলী। আর দেখে কাজ নাই।

ফুলিয়া। আর তাকে দেখে কাজ নাই!

রঘু। সে কি? তাকে দেখ্‌বো না?— শীঘ্র দেখা। সিংহাসন তার অভাবে শূন্য! পরী কই?—গুজরাটের রাণী কই?

——

(পটপরিবর্ত্তন)

(ফুলবেষ্টিত প্রস্তরাসনে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পরীবাণু)

রঘু। ওকি? ওকি?

শ্যামলী। ওই দেখ—গুর্জ্জরের রাণী ফুলরেণুর আবরণে প্রকৃতিদত্ত সোনার সিংহাসনে, অনন্ত সুখের আবেশে, অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে কেমন ব'সে আছে। দেখ ভাই! শিলাতলে কি অপূর্ব্ব শোভা! তাই, পরীকে বিষ খাইয়েছি। স্বর্ণকমলকে মন্দাকিনীর সুধার হিল্লোলে ঢেলে দিয়েছি। দুরাত্মা আকবের কর, আর ওখানে পৌঁছতে পারবে না।

রঘু। ঢেলে দে রে কর্ণদ্বারে গলিত পাষাণ,
বেঁধ চক্ষু কালফণী-দাঁতে,
বিদরিয়া হৃদয় আমার
সহস্র ধারায় ছুটে আয়,
সহস্র খাণ্ডবনাশী দাবানল।
চূর্ণ কর বক্ষবর,
প্রাণ পুড়ে হোক্ ভস্মরাশি।

শ্যামলী। তোমা এ না সাজে রঘুবীর।
দেখ চক্ষু মরুভূমি প্রায়,—জলবিন্দু নাই।
দেখ তরুস্কন্ধ কাটি বাহুবলে
সাপটিয়া করেছি ধারণ,
চিন্তা কিছু নাই—ফিরে নাহি চাই—
কোথা রয় মুক্তামুখী বালা—
দেখ্ রে পাষাণ-বক্ষ পাষাণ-শীতল।
ভূগিয়া সংসার-জ্বরে—কাতর অন্তর—
পরী মোর ঘুমাইতে চলে।
অতিঘাত প্রচণ্ড তুফান যেই
সহিতে নারিল ক্ষুদ্রতরী
তল ভেলী দিচ্ছি ডুবাইয়া।
যাক চ'লে, যাক তলে অনন্ত আঁধারে,
জলকম্প দেখা নাই আর।
পিতা মোর সুখে নিদ্রা যায়,
কার সাধ্য তুলে তায়,
কে তারে তুলিয়া আনে জাগ্রত শ্মশানে
দেখাবারে চিতের দাহন।
তবে কেন বীর রঘুবীর! এমন অস্থির?
কেন আত্মায় পীড়িত কর দারুণ বাতনে?
বিচ্ছেদেই হবেক সাধার বিস্তার,
মিলনে হবেক কত দিন?
রেখে দিনু পদপ্রান্তে ফুলিয়া আমার—
তব দত্ত উপহার—কাছে রেখো—
সুখে দুঃখে রেখো সান্ত্বনায়।
আমি চলি,—দাও পদধূলি।

(পতন ও মৃত্যু)।

(সিংহাসন লইয়া ভীলগণের প্রবেশ ও রঘুবীরের সম্মুখে রক্ষা। রঘুবীরের পদাঘাতে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত করণ)।

রঘু। যারে যরা প্রলয় কল্লোলে—
আয়—ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার প্রচণ্ড আঁধার—
ধরা দেরে ভগ্নস্তূপ ডুবাইয়া,
যেন স্মৃতিচিহ্ন না রয় ধরায়।

(শ্যামলীকে চিতায় নিক্ষেপের উদ্যোগ)

——

যবনিকা

জুলিয়া

(নাটক)

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

(প্রথমাভিনয় রজনী ১৩০৬ সাল, ১৬ই পৌষ।)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

উপহার

হেতমপুর নিবাসী

সোদরপ্রতিম কুমার শ্রীসত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

মহাশয়ের সহৃদয়তায় বিমুগ্ধ গ্রন্থকারের

সাদর উপহার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কালিক ...	বোম্বেটেদলপতি।
সালেম	যশোহরের জনৈক সওদাগরপুত্র।
আবদুল সওদাগর	সালেমের অভিভাবক।
আমির	(বোখারার রাজপুত্র) সালেমের বান্ধব।
নাদের	আবদুল সওদাগরের বান্দা।
মেহেরাব	কালিকের বান্দা।

পথিক, জনৈক পুরুষ, প্রহরী, বাহকচতুষ্টয়,
বান্দাগণ ও ভিখারিগণ।

স্ত্রীগণ

সালেমের মা।	
গুলনার ...	সালেমের ভগিনী।
জুলিয়া	(আমিরের ভগিনী) কালিকের বাঁদী।
জুবেদার ...	জুলিয়ার সহচরী।
সোফি বিবি	কালিকের গৃহের জনৈকা বেগম।

মেওয়াওয়ালী, বৃদ্ধা, জনৈকা স্ত্রীলোক,
বন্দিনীগণ, ভিখারিবালিকাগণ ও
গ্রাম্য বালিকাগণ।

জুলিয়া

———:•:———

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

বসোরা—বিলাসকক্ষ।

বন্দিনীগণ।

(গীত)

ওগো আমার সোনার ছবি ভেঙ্গে দিও না।
দেখে দূরে যাও গো স'রে কাছে যেও না॥
ছবি আছে এক পাশে
তার অধরে মধুর হাসি কাঁপে তরাসে—
(ওগো) মিশিয়ে যাবে কঠিন পরশে,
তার চোখে আঁকা জলের রেখা মুছে নিও না॥

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। তোমরা কে গা, সকালবেলায় আমার কানে মধুবর্ষণ করলে?

১ম-বন্দিনী। হুজুর, আমরা আপনার বাঁদী।

গানেম। বাঁদী—আমার বাঁদী! আমার বাঁদী ত কেউ নেই।

১ম-বন্দিনী। আপনি পিতৃশোকে বিমর্ষ থাকেন ব'লে আপনার খাঁ-খানান কা'ল বাজার থেকে আমাদের কিনে এনেছেন।

গানেম। কেন?

১ম-বন্দিনী। আপনাকে সকাল সন্ধ্যা গান শোনাবার জন্য।

গানেম। তা হ'লে তোমরা স্বেচ্ছায় আসনি।

১ম-বন্দিনী। স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন কে দেয় হুজুর?

গানেম। তোমাদের বন্দিনী করলে কে?

১ম-বন্দিনী। আর কার নাম করব—খোদা করেছে।

গানেম। বেশ, খোদা যদি তোমাদের বন্দিনী ক'রে থাকেন, খোদা আজ তোমাদের খোলসা দিলেন। যাও, তোমাদের সবার ফুরসৎ।

১ম-বন্দিনী। ফুরসৎ! তা হ'লে হুজুর আবার কি আমরা জন্মভূমি দেখতে পাব?

গানেম। যাও, তোমাদের যার যে আত্মীয়-স্বজন আছে, সবার কাছে স্বচ্ছন্দে ফিরে যাও।

সকলে। হুজুরের জয় জয়কার হ'ক।

(বাঁদী সকলের প্রস্থান।

(আজিবের প্রবেশ)

আজিব। কি করলে গানেম মিঞা?

গানেম। পিতৃশোক ভেড়ে ফেল্লুম। জন্মভূমির শোক, মা-বাপের শোক, স্বামি-পুত্রের শোক বুকে পুরে কতকগুলো বাঁদী হাস্যমুখে গান গেয়ে প্রাতঃকালে আমাকে আনন্দের খেলা দেখিয়ে গেল। আমার চেয়ে দুঃখী, তারা যদি হাসতে পারে, গান গায়, আমি কি ধৈর্য্য ধরতে পারব না?

আজিব। কেন পারবে না? গানেম মিঞা, অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়েছ—দুঃখের কথা বটে—কিন্তু ঈশ্বর যা করেন—মঙ্গলের জন্য। এই বয়সেই অভাব অনুভব করলে, এই বয়সেই পরের অভাব বুঝতে পারলে।

(গানেমের মা'র প্রবেশ)

গা-মা। কি করলি বাবা?

গানেম। মা, আর আমি শোক করব না। তুমি যে জন্য ওদের কিনে আনিয়েছ, সে কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। মা, আবার আমার আনন্দ ফিরে এসেছে। আজিব বলে, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। বাপ মরেছে মঙ্গলের জন্য। নইলে ত পরাধীনের দুঃখ বুঝতে পারতেম না।

গা-মা। তা বাবা, বাঁদী ওরা—খাটবে খুটবে খাবে—ওদের আর দুঃখ কি?

আজিব। চিরকাল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করছ, আজন্ম সুখিনী তুমি—তুমি মা সেটা বুঝতে পারবে না।

গা-মা। তা যা বলেছ বাবা আজিব, দুঃখ কি কিছুই জানতেম না বাবা। (ক্রন্দনের সুরে) যত

…ামোদে দিন কেটে গেছে বাবা! কিন্তু বাবা, …টে গেছে বটে বাবা—কিন্তু বাবা—

আজিব। যাও যাও, বুঝেছি। স্বামীর শোক …র যেন না। বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রে, বহু- …াকের উপকার ক'রে তোমাকে দুটি অমূল্য রত্ন …ন ক'রে তোমার স্বামী স্বর্গে গেছেন। এখন …বা রাত্রি তাঁর জন্ত শোক করলে, তাঁর আত্মাকে …ষ্ট দেওয়া হয়। কেঁদ না—ছেলে যদি সুস্থ হ'ল, …ন আর তাকে শোকার্ত্ত ক'র না।

গা-মা। আচ্ছা যাব—কিন্তু বাবা!

আজিব। আবার কিন্তু কেন?

গা-মা। আচ্ছা, আর কিন্তু নয় বাবা!

[প্রস্থান।

আজিব। গানেম মিঞা, তাদের ত খোলসা …ন তারাও তো স্বাধীনতা পেয়ে দিকবিদিক- …শূন্ত হয়ে ছুটে গেল, কিন্তু তারা কি ক'রে দেশে …র যাবে, তা কি একবার ভেবেছিলে?

গানেম। তাই ত! তা তো ভাবিনি! তাদের …ত ত পয়সা নেই—তারা যাবে কেমন ক'রে?

…মা—ও মা!

[প্রস্থান

আজিব। পিতার কাছে শুনেছিলুম, ঈশ্বর …রেন মঙ্গলের জন্ত। মাথার উপর দিয়ে …ড় চলে গেছে, কত যন্ত্রণা পেয়েছি। …কালে পিতৃহারা। পিতার বিশাল রাজ্য, …র বালক পেয়ে শত্রুরা ষড়যন্ত্র ক'রে কেড়ে …ছে। প্রাণদয়া ভগ্নীকে নিয়ে জীবনরক্ষার …দেশত্যাগী হয়েছি। দস্যুর হাতে প'ড়ে …প্রকারে লাঞ্ছিত হয়েছি। অবশেষে ভগ্নী …বিচ্ছিন্ন হয়ে আবু আয়ুবের ঘরে ক্রীত- …হয়েছি। বুঝি আমার পরম মঙ্গলের জন্ত …আমাকে আবু আয়ুবের পুত্রের সঙ্গী করে- …মঙ্গলময়! তোমার কার্য্যে যেন আমার …না হয়, তোমার প্রতি ভক্তি যেন চিরদিন …থাকে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বসোরা—কক্ষ।

বাহার।

(গীত)

এ্যায়সা মেরা কাম আরে এ্যায়সা মেরা কাম।
নাচ্ না কেয়্না হুকুম মেরা, কভর যোগর সাম॥
মত্, খোল দিয়া মেরা মেল,
কয়নেকো জীব হুকুম নেহি কর্নে পিয়ার মেল—
তুম হামারা হাম তুহারা—মজাদারি মেল।
দিলখোস্—বস্—আউর নেহি
ইসকা বহুত দাম॥

(আবদুলের প্রবেশ)

আব। বাচ্ছা—ওরে বাচ্ছা—ওরে পাজী বাচ্ছা!

বাহার। হুজুর।

আব। এগিয়ে আয়, কি কর্‌ছিলি?

বাহার। কাঁদছিলুম।

আব। কাঁদছিলি?

বাহার। হাঁ—হুজুর! কা'ল যে তুমি বাঁদী-গুলোকে দর কসাকসি ক'রে কিনে আন্‌লে, নবাব-জাদা সেগুলোকে আজ সকালে ছেড়ে দিয়েছে।

আব। তাতে কি হয়েছে?

বাহার। তাই কাঁদছি।

আব। কাঁদছ! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কেউ কখন নাচে কি রে বেটা? হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে? বলি বেটা, কি করছিলি?

বাহার। কাঁদছিলুম।

আব। কাঁদছিলে! চোখে জল কই?

বাহার। হুজুরকে দেখে শুকিয়ে গেছে।

আব। তবে এস, তোমাকে একবার ভাল ক'রে কাঁদিয়ে দিই। কে কোথায় আছিস্, এক-গাছা বেত নিয়ে আয় তো—

বাহার। আর করব না।

আব। আমার মাথায় বাজ পড়ল, আর আমোদ বেড়ে গেল! বেটা (প্রহারোদ্যোগ)।

বাহার। ভ্যা—ভ্যাঁ।

(গানেমের মা'র প্রবেশ)

গা-মা। কি হ'ল—বাচ্ছা কাঁদ্‌লে কেন?

আব। চুপ কর—চুপ কর।

বাহার। জ্যা—জ্যা।

আবু। আবার বেটা! আচ্ছা আর তোকে কিছু বলব না। যা—আমার শটকা নিয়ে আয়। কিন্তু দেখ বেটা, তুমি যে কেঁদে জিতে যাবে, সেটি আর হচ্ছে না। ফের যদি বেয়াদবী করবে, তা হ'লে তোমাকে জবাই করব।

বাহার। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

আবু। দেখ গানেমের মা, এমন ক'রে বিষয় ওড়ালে আমি ত আর থাকতে পারি না। আবু আয়ুব আমার দোস্ত, আমার হাতে তোমাদের সঁপে গেছে। তোমরা সবাই মিলে যদি আমার উপর জুলুম করতে সুরু করলে, তা হ'লে আমি থাকি কেমন ক'রে? আমরা হচ্ছি ব্যবসাদার মানুষ—ছোলা-ভিজুনো জল খাই—এ রকম ক'রে টাকা নয়-ছয় করা কি আমাদের সহ্য হয়?

গা-মা। কি হয়েছে?

আবু। কি হয়েছে! কা'ল একরাশ টাকা খরচ করে বাজারের সেরা বাঁদী আনলুম, রাত না পোয়াতে পোয়াতে তাদের ছেড়ে দিলে। দশ দশ হাজার চকচকে আভাঙা আসরফি চোখ না পাল্টাতে পাল্টাতে উপে গেল।

গা-মা। সে ত যা হবার হয়েই গেছে—এখন যে ছেলে আর এক বায়না ধরে বসেছে!

আবু। সে কি? আবার বায়না কি! আবার বাঁদী কিনে ছাড়বে না কি? তা হলে ত দশ হাজার দশ হাজার ক'রে রোজই বেরুতে লাগল দেখ্‌ছি! তা হ'লে ত সপ্তায় সত্তর হাজার, মাসে তিন লাখ, বছরে ছত্রিশ, পাঁচ বছরে একশ আশী, আর দু চার বছরেই ফরসা!

(উপবেশন)

গা-মা। ও কি মিঞা, ব'সে পড়লে যে।

আবু। আর কি, কোমর ভেঙ্গে গেল—আর আয়ুবের ছেলে ফকির হ'ল। বাচ্চা—বাচ্চা—দেখ বিবি, তোমার ছেলেকে আমি এখানে রাখতে পারব না। আর দেখ, ওই টুক্‌টুকে বান্দা আজিবটেকে বেচে ফেল। বান্দা খাটবে খুটবে খাবে—যতকাল পেঁট-পেঁটে হবে, ততই ভাল। বান্দার আবার চেহারা কেন?

গা-মা। তা না হয় হ'ল। কিন্তু আজিব যা হুকুম করবে, ছেলে কিনা তাই শুনবে?

আবু। বল ত বিবি!

গা-মা। বল ত সাহেব! বান্দা হ'ল কি না মনিব?

আবু। বল ত বিবি।

গা-মা। বল ত সাহেব! তুমি খাঁ খানান হাতে ক'রে মানুষ করলে, আমি মা পেটে ধরলুম—আমরা কি না কেউ নই!

আবু। বল ত বিবি!

গা-মা। বল ত সাহেব।

আবু। বেচে ফেল, বেচে ফেল। ছেলের আর সঙ্গীর দরকার নেই। ছেলেকে আমার সঙ্গে বোগদাদ পাঠিয়ে দাও।

গা-মা। সে কি সদাগর! ছেলে বোগদাদ যাবার বায়না ধরেছে, আমি কোথায় প্রতীকারের জন্য তোমার কাছে ছুটে এলুম, তুমিও বলছ বোগদাদ নিয়ে যাব!

আবু। বোগদাদ যাবার বায়না ধরেছে! তা হলে ত ছেলের এলেম হয়েছে!

গা-মা। আমি এখনও স্বামীর শোক সামলাতে পাচ্ছি না, এখন আবার ছেলেকে আড়াল করলে কি বাঁচব?

আবু। তবেই ত গোল বাধালে দেখছি!

গা-মা। খালিফার স্থান, ভাল খানা-পিনা, এখানের মত কি পাওয়া যায়?

আবু। না—একেবারে তুমি আমাকে পাগল করলে। সে বোগদাদ—খালিফের রাজধানী বোগদাদ। সোনাও কাদায় তার আঁস্তাকুঁড়ে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, সে বোগদাদ।

(বাহারের প্রবেশ)

গা-মা। ও সদাগর, তোমায় যাচ্ঞা করি, আর বোগদাদ বোগদাদ ক'র না।

বাহার। হুজুর—তামাকু।

আবু। বেরো বেটা, আধ ঘণ্টা আগে ডেকেছি, এখন এলি,—বেরো বেটা।

বাহার। আচ্ছা।

আবু। যা, বাজার থেকে সের পাঁচেক ছোলা নিয়ে আয়।

বাহার। আচ্ছা।

আব। দেরী কর ত খেয়ে হাত দিয়ে দেখব—বুঝেছ?

বাহার। বুঝেছি! [প্রস্থান।

আব। সে বোগদাদ।

গা-মা। ও সদাগর, তোমার পায়ে পড়ি।

আব। আঙ্গুর, আখরোট, বেদানা, মস্ত তার রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে—সে বোগদাদ।

গা-মা। ও সদাগর, ছেলে শুন্‌লে একেবারে ক্ষেপে যাবে।

আব। তা যাবে।

গা-মা। তা হ'লে উপায়?

আব। নিরুপায়।

গা-মা। তুমি যদি দয়া ক'রে রক্ষা কর। ছেলে যদি বোগদাদের কথা জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে তুমি ব'ল, বোগদাদ খারাপ সহর। আর একটু বুদ্ধি পাকুক, তখন সঙ্গে ক'রে বোগদাদে নিয়ে যেও। দুদিন রাখ, সদাগর সাহেব, মেহেরবাণী ক'রে দুদিন রাখ।

আব। আচ্ছা, তাই তাই—কি বল্‌ব?

গা-মা। বোলো, বোগদাদ বড় খারাপ সহর।

আব। এই কথা?

গা-মা। হাঁ সদাগর সাহেব।

আব। বহুত আচ্ছা।

(গানেমের প্রবেশ)

গা-মা। বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই, সদাগর সাহেব যেতে বলে—যা।

গানেম। সদাগর সাহেব! আমি বোগদাদ যাব!

আব। না গানেম, সেখানে তোমার কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না।

গানেম। কেন?

আব। বোগদাদ বড় খারাপ সহর।

গানেম। কিসে জানলে?

আব। নিজের মুলুক, আমি জানব না। বোগদাদ জুয়াচোরের আড্ডা—তোমার মতন ভাল-মানুষ পেলে সব ঠকিয়ে নেবে।

গানেম। বেশ, কারও সঙ্গে মিশব না।

আব। মিশবে না বল্লে ছাড়বে কে? তারা খুঁজে খুঁজে তোমার সঙ্গ নেবে। পথে বেরুলে গাঁট কাটবে, সুবিধে পেলে গলায় ছুরি দেবে।

গানেম। বল কি?

আব। তার ওপর রাস্তা-ঘাট খারাপ, খানা-পিনার সুবিধে নেই, দেখবার শোনবার জিনিস নেই—

গানেম। সে কি?

আব। জল খেলে কাসি হয়, বাতাস লাগলে বাতে ধরে।

গানেম। সে কি?

আব। হড়হড়ি কোয়াসা—ঝুপঝুপ বৃষ্টি—কট্‌কটে রদ্দুর—চটচটে জোচ্ছনা—

গানেম। আ রে আল্লা!

আব। প্যাঁচপেঁচে বেগম—ক্যাটক্যাটে কথা।

গানেম। মা, আর আমি বোগদাদ যাব না।

গা-মা। দেখলি বাবা, আমি কি তোকে মিছে কথা কয়েছিলেম?

(আজিবের প্রবেশ)

গানেম। আরে ছি ভাই, তুমি এমন মিথ্যা-বাদী!

আজিব। কি রকম?

গানেম। আবদুল সদাগর বল্‌ছে, বোগদাদ বড় খারাপ সহর

আজিব। হাঁ সদাগর সাহেব?

আব। বল্লুম বৈ কি!

আজিব। কি! কি কালিফের রাজধানী বোগ-দাদ—দুনিয়ার টেক্কা সহর বোগদাদ।

আব। হাঁ—হ্।

আজিব। বরফির গাছ, হালুয়ার পাহাড়, ক্ষীরের তালাও, সরাবের ফোয়ারা—সে বোগদাদ।

আব। বোগদাদ।

আজিব। সে বোগদাদের নিন্দে কে করে?

আব। কে করে? কোন্ শালা করে?

গানেম। ও মা, আমি বোগদাদ যাব।

গা-মা। ও সদাগর, এ কি রকম হ'ল?

আব। এই রকমই হয়ে থাকে—সে বোগদাদ।

গানেম। ও মা, যেতে বল্ না মা!

গা-মা। ও সদাগর, কি কর্‌ব, বল না।

আব। ওতে আর বলাবলি নেই, তোমায় ধরা প'ড়ে গেছি বিবি।

গানেম। মেহেরবানী ক'রে হুকুম দেন মা!

গা-মা। আচ্ছা হুকুম।

আজিব। তা হ'লে এস গানেম মিঞা—সে বোগ্‌দাদ!

গানেম। ও সদাগর সাহেব, আর দেরী করছ কেন?

আব। না না, বেশী দেরী কি। নাও, চল—চল—

গা-মা। দেখ সদাগর, তোমায় আর কি বল্‌ব—গানেম তোমার।

আব। সে আর একশবারই বলছ কেন বিবি! তুমি না বললেও গানেম আমার; আমি হাতে ক'রে ওকে মানুষ করেছি। আমার আর তিন কূলে কেউ নেই, গানেমই আমার সব। তবে সদাগরের ছেলে, ব্যবসাটা ত শিখতে হবে। যত দিন আছি, তত দিন পাঁচ জন ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিই। যাও, যাও, তোমরা এগিয়ে যাও।

গা-মা। ওকে আমি যেতে দিচ্ছি না।

আব। না, মা, তা কেন! এ ভাই ল্যাড়কা, তোমায় এখানে থাকতে হচ্ছে।

[আবদুল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(বাহারের প্রবেশ)

বাহার। ছোলা পেলুম না।

আব। ছোলা পেলিনি কি?

বাহার। না, ছোলার বড় দর।

আব। তবে এনেছিস কি?

বাহার। পায়রা মটর।

আব। আ রে মর বেটা, মটর কি! আলগা দাঁত, মটর চিবুতে পারব কেন?

বাহার। চুষে খাবে। একগাল মটরে পাঁচ দিন হবে।

আব। তবে রে বেটা!

বাহার। আর করব না—আর করব না—ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

আব। আচ্ছা রাখ—ভাল ক'রে ধর—ভাল ক'রে ধর—প'ড়ে যাবে, প'ড়ে যাবে। যা বেটা—সব লোকসান করলে।

বাহার। এগুলো যে মাটী।

আব। মাটী—হলেই বা মাটী, ও মাটী কি অমনি এসেছে, মটরের মাটী পাল্লায় ওজন হয়। যাব্—আনি ওহ বাদ, মটর বাড়ন্ত হবে, সে দিন ঐ মাটীতে পিণ্ড রক্ষে হবে। নে, খুঁটে কুড়িয়ে নিয়ে আয়, যদি একটি ধুলো ফেলে রেখে এস, তা হ'লে জবাই করব।

[প্রস্থান

বাহার।— (গীত)

মেরি ভাণ্ড দিয়া আস্তানা।
ছিপ গুটায়কে চল মেরিজান ঝুট অভি পাস্তানা॥
ময় হো গোই বাউল মেহি বিসমেমুল,
ওভি লুটনে হরদম ছুটনে লোক্‌সান এহি বিলকুল,
পান্না জহরাৎ, বাদশাহী সওগাৎ
সবভি মটরদানা॥

তৃতীয় দৃশ্য

বোগ্‌দাদ—অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

জুলিয়া।

(গীত)

এসে কাছে ফিরে গেছে ভালবাসা,
কিছু চায় না, কথা কয় না,
শুধু বাসনা কেবল কাছে আসা।
তারে আসতে বলে কে,
হৃদয় খুলে প্রাণের আদর তারে কে দেবে
তার প্রাণের জ্বালায় জল ঢালায়
যে বাড়ে পিয়াসা।
যতই আসে কাছে ঘেঁসে (তার) ততই দুরাশা॥

(নুর্‌নিহারের প্রবেশ)

নুর্‌। এ কি সাহাজাদী!

জুলিয়া। কি বাঁদী?

নুর। নেশা কি শাজাদীর ঘরেও প্রবেশ করেছে?

জুলিয়া। কিসের নেশা?

নুর্‌। বলি এ অসম্ভব ব্যাপার কেন? হঠাৎ এত প্রফুল্ল কেন?

জুলিয়া। আমি ত বলতে পারছি না, কেন বল দেখি?

নুর। যথার্থ?

জুলিয়া। সত্যি নুরনিহার, কিছু জানি না। মুখে হাসি এসেছে হেসেছি—প্রাণে গান এসেছে গেয়েছি।

নুর্‌। আমি বল্‌ব?

আব। দেরী কর ত যেন ভাঙ্গ দিয়ে কেলব

কালিক। আমার অবগুণ্ঠনে মুখ লুকুলে, তুমি বুঝতে পারলে না জুলিয়া, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমার রূপমুগ্ধ আমি—মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি। আমার প্রধানা বেগম—যে আমাকে এক লহমা না দেখলে অন্ধকার দেখে—আজ এক বৎসর তার গৃহে পদার্পণ করি নি। হস্র সহস্র সুন্দরী বাঁদী রয়েছে, এক বৎসর তাদের াছে আসতে দেই নি। ভোগ ত্যাগ করেছি, াজকার্য্য ভুলে গেছি। আমার এত যত্নের প্রতি-

তুলনায় বোগদাদপতির ভাগ্য অতি তুচ্ছ। বোগদাদপতি ইচ্ছা করলে এক দিনে চাঁদ করায়ত্ত করতে পারে, কিন্তু এক বৎসরের অহোরাত্র সাধনায় একটি ক্ষুদ্র বালিকার মন বশীভূত করতে পারলে না।

জুলিয়া। না জাঁহাপনা; আমার প্রেমের পাত্র কেউ নেই। বালিকা বয়সে আমি বন্দিনী হই। সেই অবধি অবগুণ্ঠনেই মুখ ঢেকে আসছি।

কালিক। তুমি কি আজন্ম-বন্দিনী নও?

জুলিয়া। আমি রাজনন্দিনী।

সর্ব্বস্ব একটা অতি তুচ্ছ বালিকার কাছে রক্ষিত হয়েছে। সে অমূল্য সর্ব্বস্বের ভিতরে বালিকা মনটিকে যদি রেখে দেয়, তাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে জাঁহাপনা?

কালিফ। তুমি আমার! ইয়া আল্লা! স্বর্ণাক্ষরে এই কথা আমার উষ্ণীষে লিখে রাখব, আর স্বর্ণাক্ষরে এই কথা তোমার অবগুণ্ঠনে লিখে দিই—লিখে দিই জুলিয়া?

জুলিয়া। দিন।

কালিফ। মেশরৌর!

সহ্য কর্‌তে পারব না। সোহী!

(সোহীর প্রবেশ)

সোহী। হুকুম সম্রাজী।

জোবে। সম্রাজী! এ কথা কারে বল্‌ছিস সোহী?

সোহী। সোহী যার বাঁদী হয়ে ধন্য হয়েছে, তাকে বল্‌ছি।

জোবে। জাঁহাপনা কি বল্‌লেন শুনলি?

সোহী। শুনেছি।

জোবে। শুনেও তুই আমাকে সম্রাজ্ঞী বল্‌তে সাহস করেছিস?

সোহী। তবে কি আমারই মতন ওই বাঁদীকে সম্রাজ্ঞী বল্‌ব?

জোবে। সোহী। সিংহিনীর আসন শৃগালে গ্রহণ করবে? বাঁদী ক্রীতদাসী সুলতানা হবে? আর আমি সুলতানা—সম্রাটের আত্মীয়া ঐশ্বর্য্যময়ী মানময়ী হয়ে হতাদরে কালিফের ঘরে বাঁদীর ন্যায় অবস্থান করব?

সোহী। সোহী বেঁচে থাকতে এ কথা মনেও আন্‌বেন না বেগম সাহেব! প্রাণ থাকতে একটা বাঁদীকে আপনার আসনে বসতে দেব না।

জোবে। কি ক'রে বসা রোধ করবি?

সোহী। কি ক'রে করব, সে কথা সুলতানা সাহেবার শোনবার প্রয়োজন নেই! এতদিনে করতেম, বাঁদী জুলিয়ার পরিণাম দেখবার অপেক্ষায় করি নি। সুলতানা সাহেবা নিশ্চিন্ত হ'ন। তাতারিদের দমন ক'রে ঘরে ফিরে আর জাঁহাপনাকে জুলিয়া বাঁদীর চেহারা দেখতে হবে না।

জোবে। দেখিস সোহী; হুঁসিয়ার, ঘুণাক্ষরে জাঁহাপনা যেন না জান্‌তে পারেন।

সোহী। আপনি যদি নিজে না বলেন, তা হ'লে দুনিয়ার কেউ জানবে না। জানা দূরে থাক, কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত করবে না। আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না। এখনি হয় ত জাঁহাপনা যাত্রার মুখে আপনার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে আস্‌বেন।

জোবে। আমি চল্লুম, কিন্তু শোন সোহী, আমার প্রাণ তোর হাতে সমর্পণ ক'রে চল্লুম। মারতে হয় তুই মারবি। তাও আমার সহ্য হবে, কিন্তু একটা বাঁদীর কাছে লাঞ্ছনা আমার সহ্য হবে না।

[প্রস্থান।

সোহী। শক্তিমান যথেচ্ছাচার কালেফ, তুমি অবলার উপর অত্যাচারই জান, কিন্তু তার ফল জান কি? তবে শোন সম্রাট তোমার প্রিয়তমার আজ রাত্রির সুখনিদ্রাই তার কালনিদ্রা। তার কল্য প্রভাতে জাগরণ প্রেতে দেখবে, পিশাচে দেখবে—মানুষে দেখতে পারে না।

[প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

বোগদাদ—আবদুলের বাটী।

আবদুল ও গানেম।

আব। কি রকম দেখছ বল দেখি গানেম মিঞা? বোগদাদ সহর ঠেকছে কেমন?

গানেম। ঠিক যেন একটি গোরস্থান।

আব। এই এই—মাটী করলে, মাটী করলে।

গানেম। মাটী হ'য়েই রয়েছে আর করবে কি? যে দিকে চাও, কেবল দেখ মাটীর ঢিবি! গোরস্থানের বড় বড় মিনার আকাশ পর্য্যন্ত মাথা তুলে খোদার কাছে মরা বোগদাদের পরিচয় দিচ্ছে। বোগদাদ! এই বোগদাদ! এমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, এমন সুন্দর বাগান, সব কি না প্রাণশূন্য। যত কি না মামদোর বাস। বোগদাদ! এই বোগদাদ! ছি বোগদাদ! তা যা হোক্, দেখ আবদুল সদাগর—দেখ বাপ! একটা বেগম মামদী হয়ে আমার ঘাড়ে চাপ্‌বার জন্য এসেছিল।

আব। বেগম? বেগম কি? এ আবার কি কথা?

গানেম। বেগম আবার কি কথা! বেগম যে কথা হয়, সেই কথা!

আব। এ কেয়া তাজ্জব কা বাত হায়?

গানেম। আর হায়—তুমি বাড়ীর কাজের জন্য গোলাম কিনতে গেছ, আমি একা ব'সে আছি, আর মা বোন আজিব সেখানে কি করছে ভাবছি, এমন সময় হপ্‌ ক'রে কোথা থেকে একটা বেগম এসে পড়ল। আমিও তাকে যত সেলাম ঠুকি, সেও তত আমাকে সেলাম ঠোকে। এই রকম খানিকক্ষণ সেলাম ঠোকাঠুকি চল্‌তে লাগল।

আব। তার পর?

গানেম। তার পর আমারও হাত ভেরে এল, তারও হাত ভেরে এল।

আব। তার পর?

গানেম। তার পর কান্না। সেও যতকাঁদে, আমিও তত কাঁদি।

আব। তার পর?

গানেম। কেঁদে কেঁদে দুজনেই কাহিল হয়ে পড়্‌লুম,—দু'জনেই চিঁ চিঁ করতে লাগলুম।

আব। তার পর?

গানেম। তার পর একেবারে চুপ। এই চুপ চল্লো ত চুপই চল্লো। কেউ আর কথা কয় না। সে প্যাট প্যাট ক'রে আমার পানে চেয়ে রইল, আমিও জুল জুল ক'রে তার মুখের পানে চেয়ে রইলুম।

আব। তার পর?

গানেম। তার পর। একশবারই আবার তার পর কি?

আব। কিছু তাকে দাও নি ত?

গানেম। সেখ আবদুল সদাগর বাপ, তার দুঃখের কথা শুনে অবধি প্রাণটা যে খারাপ হয়ে গেছে, তা তোমাকে আর কি বল্‌ব?

আব। এই যে বল্লে চুপ করেছিলে। তবে এ দুঃখের কথা হ'ল কখন?

গানেম। আরে মিঞা চোখে চোখে, কথা কি কেবল মুখে মুখেই কইতে হয়?

আব। কিছু তাকে দাওনি ত?

গানেম। মিছে কথাটা কেন কইব, কিছু দিতে হয়েছে বই কি।

আব। ইন্‌স্ আল্লা—ওয়ালা বিল্লা—এ কেয়া কিয়া?

গানেম। কেন হয়েছে কি?

আব। আর কি হবে, আমার মাথা! জোচ্চোরণী, সয়তানী, বেইমানী, ফকিরণী!

গানেম। বল কি? তবে কি সে বেগম নয়? ফকিরণী! কেয়া খপ্‌সুরৎ! ফকিরণী!

আব। কিধার গিয়া? কোন্ দিকে গেল? কত টাকা নিয়ে কোন্ দিকে গেল?

গানেম। ফকিরণী! কখন নয়।

আব। লাঠি—লাঠি—শীগ্‌গির আমার লাঠি! লাঠি মেরে মাথা ভেঙ্গে দেব।

গানেম। হাঁ—হাঁ, তোমার সখের লাঠি ভেঙ্গে যাবে—ভেঙ্গে যাবে।

আব। দেখ গানেম মিঞা! এমন বাড়াবাড়ি করলে তোমায় আমি এখানে আর এক লহমাও রাখতে পারি না। এ রকম খয়রাত করলে, বাদসার তোষাখানা একদিনে ফুরিয়ে যায়!

গানেম। তোমার তোষাখানা ত ফুরোয় না। দুনিয়াকে খয়রাত দাও, ঈশ্বর তোমাকে দান করবেন। ঈশ্বর দিলে তুমি খরচ ক'রে ফুরুতে পার আবদুল মিঞা! খয়রাত এক দিন করতেই হবে। যতই উপার্জ্জন কর, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে, গরীব-দুঃখীকে ফাঁকি দিয়ে, বুক দিয়ে পড়ে টাকা রক্ষা কর, খয়রাত একদিন করতেই হবে। এই প্রকাণ্ড দুনিয়ার কোটি কোটি লোকের মধ্যে কোথায় তোমার আপনার জন লুকিয়ে আছে, কোন্ দিন এমন অলক্ষ্যে এসে প'ড়ে তোমার সঞ্চিত ধন নিয়ে যাবে যে, তুমি দিবারাত্রি সজাগ জাজ্বল্যমান চক্ষেও তা দেখতে পাবে না। তা তোমার জীবনে নিক্, মরণে নিক্, আত্মীয় মূর্ত্তিতে নিক্, কি শত্রু মূর্ত্তিতে নিক্—ভিক্ষুক হয়ে নিক্, কি ডাকাত হয়ে নিক্। তা তাকে পুত্রই বল, দেবতাই বল, কি দস্যুই বল, কি শয়তানই বল। টাকা এক দিন তোমার আশ্রয় থেকে পালিয়ে যাবেই যাবে।

(বাহারের প্রবেশ)

আব। কিন্তু—এত টাকা! যাক্! খোদা কি করে কিসের জন্য—যাক্। না—এক থ'লে আসরফি! কেটী দমবাজা দিয়ে—নিক্। কিন্তু চকচকে আসরফি! নাহক দরিয়ায় গেল!—

বাহার। যাক—

আব। (ক্রোধভরে) এখনও বলছি চলে যা বাচ্ছা!

বাহার। আচ্ছা।—

— —

পঞ্চম দৃশ্য

বোগদাদ—কক্ষ।

জুলিয়া।

জুলিয়া। কি করলুম? কাজ কি ভাল করলুম? আর ত পারলুম না—এত ভালবাসা, এত আগ্রহ আর ত ঠেলতে পারলুম না। কিন্তু কি করলুম, কাজ কি ভাল করলুম? কালিফের আনন্দ—দাসদাসীর আনন্দ—রাজ্য শুদ্ধ লোকের আনন্দ, আমারও কি আনন্দ নয়? আনন্দ বৈ কি! আমি কালিফের প্রিয়তমা, কালিফ আমার কৃপাভিক্ষাবী, এতেও যদি আনন্দ না হয়, আনন্দ হবে কিসে? আমারও আনন্দ, কিন্তু সুলতানার কি সর্ব্বনাশ? কালিফের প্রিয়তমা মহিষী, রাজ্যেশ্বরী—আজ তার সর্ব্বনাশ। কিসের জন্য? ছি ছি ছি!

আমার জন্ত। বোখারার সুলতান-নন্দিনী—আজিব সায় ভগিনী, এই সর্ব্বনাশী জুলিয়ার জন্ত। কি ঘৃণা, কি লজ্জা, কি করলুম? কাজ কি ভাল করলুম? উঁহু—কাজ ভাল করলুম না। এক বৎসর রইলুম, বোবা হলুম না কেন? জান দিলুম না কেন? প্রাণ রেখে, কথা ক'য়ে, আত্মদানের প্রতিদান দিতে, এক জন নিরপরাধিনীর সর্ব্বনাশ করলুম! কাজ ভাল করলুম না—কাজ ভাল করলুম না।

(সুরনিহারের প্রবেশ)

[গীত]

দূরবীণ লেকে রংরেজ দেখা আসমান।
কেয়া মিলা আঁখ মে এ ভাগোয়ান॥
দরদকি দরমান ওকি চু ড়নে গিয়া।
কালিজেমে বাজ গিয়া সাজা হুয়া॥
মারুক বেনজীর,
খাঁ.. .া ঠামরে ভোড় দিয়া তীর
মেরা ভাজ্ দিয়া তসবীর—
উমদা দাওয়াই বেকদার ফরমাই,
আইয়ে হকিম সাব জান হায়রাণ॥

সুর। সেলাম সাজাদী।

জুলিয়া। কি খবর সুরনিহার?

সুর। খবর আচ্ছাও বলতে পারি, নাও বলতে পারি।

জুলিয়া। মানে কি?

সুর। আচ্ছা কেন—একটি সাধুদর্শন লাভ ঘটেছে। না কেন—সে তোমার ভাই নয়।

জুলিয়া। কিসে জানলি?

সুর। নামে। নাম তার আজিব নয়, ...নেম।

জুলিয়া। পরিচয় নিয়েছিলি?

সুর। নিতে হয় নি। পরিচয় আপনা আপনি ...ে উঠেছে, তার পরিচয় ছাপা থাকে না, ...দার এক সওদাগর-পুত্র, পিতৃবিয়োগের পর ... করতে বোগদাদে এসেছে।

জুলিয়া। এত সুখ্যাতি, ব্যাপারটা কি?

সুর। দাতার শিরোমণি, করুণার সাগর, ...ের প্রস্রবণ।

জুলিয়া। দেখতে কেমন?

সুর। তোমার ভাইয়ের যে রকম রূপের বর্ণনা করেছিলে, গোস্তাকি মাফ হয় সাজাদী, এ বুঝি তা হ'তেও সুন্দর!

জুলিয়া। বলিস্ কি? তা হ'লে মজে এসেছিস্ বল।

সুর। সে রূপ দেখলে সাজাদী তুমিও কি মজতে বাকী থাকতে?

জুলিয়া। চোপরাও বাঁদী, আমি এখন কালিফের গৃহিণী।

সুর। তবে আর বেশী কথা কেন সাজাদী, কি বলতে কি বলে ফেলব! সে তোমার ভাই নয়।

জুলিয়া। তোর হাতে কি?

সুর। আসরফী।

জুলিয়া। তার কাছে পেয়েছিস্ বুঝি?

সুর। সে ত মানে না, বলে আমার নয়, খোদার খয়রাত।

জুলিয়া। ওঃ! তাই তোর এত সুখ্যাতি। কিন্তু সুন্দরি! তোমার এই চাঁদমুখ দেখে, একটা যুবকের অবশ হাত থেকে যদি এক থ'লে আসরফী ঝ'রে পড়ে, সেটা কি দান হ'ল?

সুর। আর একটা কুৎসিতা কদাকারা বৃদ্ধার নাসিকাহীন মুখ দেখে, যদি সে হাত থেকে এ হতেও বেশী আসরফী ঝ'রে থাকে, সেটা কি দান নয়?

জুলিয়া। বলিস্ কি, তুই যে অবাক ক'রে দিলি!

সুর। আমি ত কিছুই পাই নি, আর পাঁচ জন লুটে নিয়েছে। সে মুক্তহস্তের কাছে যে গিয়েছে, তাকে আর অমনি ফিরতে হয় নি। বলব, কি সাজাদী, সে এক নূতন মূর্ত্তি।

জুলিয়া। আমার ভাইয়েরও ঠিক এই রকম ধরণ ছিল, তাইও আমার দানের সময় আত্মহারা হয়ে পড়ত, পাত্রাপাত্র বিচার থাকত না।

সুর। হাস্যময় সদানন্দ যুবা!—

জুলিয়া। আমিও ভাইয়ের মুখ কখন বিমর্ষ দেখিনি।

সুর। প্রতি কথায় রহস্য, প্রতি কথায় প্রাণ। বিষাদময় বোগদাদের সমস্ত জীবনটা যেন আজ একটা ঘরে আবদ্ধ হয়েছে। সে যে কি দেখলেম সাজাদী!

জুলিয়া। করিস্ কি সর্ব্বনাশি! আমাকে ভাই ভুলিয়ে দিবি? দেখ আমি কালিফের বাঁদী, আমার

কাছে পরপুরুষের নাম করিস্ নি। দেখ ভাই, সম্রাটকে ভালবেসেছি—সে কি মন্দ কাজ করেছি?

সুর। আমিও তাকে ভালবেসে ফেলেছি।

জুলিয়া। বাঁদী, ভালবাসতে গেলি কেন? সুখে ছিলি, আনন্দময়ী ছিলি, নিজের ওপর এ জুলুম কর্‌লি কেন? তাকে পাওয়া কি তোর সম্ভব?

সুর। আমি তাকে পেতে চাই না সাজাদী। আমি ধন-ভিখারিণী, ধন পেয়েছি, প্রাণ ভিক্ষা যে তার ওপর অত্যাচার! সে কে, আমি কে? সে কি, আমি কি? তাকে পাবার লোভ একবারও আমার প্রাণে জাগে নি—এখনও জাগে নি—ঈশ্বর করুন, যেন এমন স্বার্থপরতা কখন না আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে।

জুলিয়া। বেশ, তবে ভালবেসে নির্জ্জনে তার চিন্তা নিয়ে দিবারাত্রি ব'সে থাক।

সুর। তবে যে দণ্ডে তারে ভালবাসলেম, সেই দণ্ডেই তাকে সুখী করবার জন্য একটি অমূল্য সামগ্রী দান করতে ইচ্ছা হয়েছিল।

জুলিয়া। সেটি কি সুরনিহার? এই আমার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র বালিকাটির নির্ম্মল হৃদয়খানি—কেমন না? বাঁদী। বুঝি এ হ'তে অমূল্য সামগ্রী আর আমি দেখিনি। কেমন, এই ত সুরনিহার?

সুর। এ হৃদয়? এ যে কাণাকড়ি সাজাদি! অন্যমনস্কে নিয়ে খেলা করবার জন্য এর মূল্য শুধু সাজাদীর কাছে। তা নয়।

জুলিয়া। তবে কি?

সুর। কালিফের গৃহশোভাকারিণী জুলিয়া সুন্দরী।

জুলিয়া। চুপ, চুপ, কর্‌লি কি? আমি কালিফের বাঁদা, তুই বাঁদীর বাঁদী।

সুর। আমি যার বাঁদী, প্রথম দর্শনেই তারে আমি সব দিয়েছি। যারে সুখী দেখাই আমার জীবনের একমাত্র কামনা, সেই জুলিয়াকে দান ক'রে, এই বিষম ঋণ পরিশোধের অদম্য আকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার প্রাণে জেগে উঠেছিল।

জুলিয়া। চুপ চুপ পাগলি! কে শুনতে পাবে—জান যাবে।

সুর। আমি কি এমনি বেইমানী, সেই অমূল্য নিধিতে লোভ করব?

জুলিয়া। চুপ চুপ। জীবনের ভয় নে সর্ব্বনাশী? কি কর্‌লি সুরবিহার? তাকে আবা দেখতে গেলি কেন? রহস্য ক'রে ভিক্ষে কর্‌ কেন? এ বিপদ ঘরে আনলি, কেন? না— কেন কেন? আমার ভাই যে কথায় কথায় বলে ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য!

সুর। কি বল্‌লে?

জুলিয়া। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

সুর। এও যে ওই বলে গো সাজাদী!

জুলিয়া। বাঁদা, চুপ রও। আমি কালিফে বাঁদী পিয়ার, জান—আমার বিশ্বাসে কালিফে প্রাণ আমার গর্ব্বে রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করছে নারীর দুর্ব্বল হৃদয়ের ভিত্তিতে ধা মারিস্ নি।

সুর। সাজাদী! কাজ বড় অন্যায় করেছি।

জুলিয়া। কেন—অন্যায় কেন, বেশ করেছিস্ আমার হুকুমে আবার গিয়েছিস্—বেশ করেছিস্ সুখ্যাতির পাত্র সুখ্যাতি করেছিস্—অন্যায় কেন আদরের সামগ্রী, ভালবেসেছিস্, বেশ করেছিস্ নে একটা গান গা। কালিফ—কালিফ, শক্তিমান কালিফ, নারীর গর্ব্বের সামগ্রী, জুলিয়ার সর্ব্বস্ব কালিফ—আনন্দের কথা, প্রেমের কথা—সে আমার —বলবার কথা। ইতিহাসের পাতে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হবার কথা! সুরনিহার! স্ফূর্ত্তি ক'রে আজ আমায় একটা গান শুনিয়ে দে।

(জুলিয়ার পরিক্রমণ)

(সুরনিহারের গীত)

ইয়ে হাল কৈসা হয়া।
দিল আপসে বলে, যাায় বিদার চলে,
লাল দেখি কাহে আঁখিয়া॥
ইয়ারসে দিল—উসার চসম্ গিরা,
মনুসে দিয়া দিল
পরী প্যারকর গুল বদন,
দিলা দেকে ফগুবন—
বদ গিয়া বেচারা রোজি রগুবন।
আসমানসে উখাড় গিরা মাহতা॥

জুলিয়া। কই সুরনিহার, এত সাধসুর—গান গাইলি নি?

সুর। বুঝি সর্ব্বনাশ করলুম সাজাদী! ঘোর অমাবস্যার রাত্রি শেষে, প্রলয়ের মেঘকে আবাহন

করে, বুঝি জুলিয়া সুন্দরীকে আর সূর্য্য দেখতে দিলুম না! সর্ব্বনাশ করলুম! তাই বা কেন? সেই যে মহাপুরুষ বল্‌লে, এই যে সাজাদী বল্‌লে—তবে আমি কি বল্‌তে পারি না? কে আমাকে সে অদৃষ্টপূর্ব্ব-স্থানে, সে অপরিচিত পুরুষের কাছে নিয়ে গেছে? ঈশ্বর! ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

— —

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাগদাদ—ভাড়াটিয়া বাটী।

আবদুল ও গানেম।

আব। সর্ব্বনাশ করলে? সব টাকা জুলিনে ফুঁকে দিলে? কাল কি খাব, তার পর্য্যন্ত স্থির রাখলে না?—বল দেখি এখন কি করি, কোথা থেকে খরচ চালাই?

গানেম। খোদা চালিয়ে দেবে।

আব। খোদা তোমার জন্য হাতে ক'রে বসে আছে! যাও—আর পাগলামি ক'র না, চুপ ক'রে বসে থাক। যেমন ক'রে পারি জুলিন কষ্টে সৃষ্টে চালাব, তার পর ঘরের ছেলে, মানে মানে ঘরে ফিরিয়ে নে যাব। বাপ, আগুনের ফিন্‌কি কাপড়ে বেঁধে এনেছিলুম, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল, চোখে কাণে দেখতে শুনতে দিলে না। এ বোগদাদ—জুয়াচোরের খাঁটি দেখে আছে—এ বোগদাদ।

গানেম। না—না।

আব। দেখ গানেম মিঞা! আমার রাগ বাড়িও না, সুমুখ থেকে চ'লে যাও।

গানেম। তোমার কি রাগ আছে?

আব। এখানে একটা উটকো প্যাড়্‌কা এনে সর্ব্বনাশ ক'রে বসলুম। ও বাবা! টাকাগুলো দিলে কি? মহচ্ছব করলে, ছিনিমিনি খেল্‌লে! কি দেখছ—যাও না, ঘরের কোণে ব'সে থাক, আমি একবার সদাগরদের কাছে যাব, কিছু ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে আনব—খাওয়া চাই ত!

গানেম। ছ্যাঃ—মিছে কথা কও কেন? টাকা ভিক্ষে ক'রে আনবেন, তাতে আমার কি হবে? টাকা রয়েছে খয়রাতের টাকায় ...কেন?

আব। ব্যবসার টাকায় তোমায় খাওয়াব?

গানেম। খাওয়াবে না? আমি বেঁচে থাক্‌লে ত ব্যবসা।

আব। ব্যবসার টাকায় তোমায় খাওয়াব? বল কি?

গানেম। তা হ'লে তুমি ব্যবসায়ই কর—আমি না খেয়ে ম'রে যাই।

আব। তা তুমি খুনই হও, আর হারামীই হও, তা থেকে আমি সিকি পয়সাও খরচ করছিনি। আমি এ খাতার হিসেব, ও খাতায় আনছিনি। ও বাবা কি করলে, টাকাগুলো কি করলে। আরে বে-দরদি—কেয়া কিয়া! লাখো রূপেয়া কেয়া কিয়া! লাখো রূপেয়াকা জলপাই—দুলাখ হ'ত। দুলাখ রূপেয়াকা কজলী আম, চারলাখ হ'ত। (দাড়ি টানিতে টানিতে) কেয়া কিয়া! আরে কমবকত, কেয়া কিয়া—চার লাখ রূপেয়াকা চাউল, বাঙ্গালা মুলুককা চাউল—দশ লাখ হ'ত! আর দশ লাখ রূপেয়াকা অরহরকি দাউল—আরে গানেম মিঞা—আরে বে-অকুফ—ছাম আঁখ্‌মে দেখ্‌তা হায়—জাহাজ ভরপুর দশ লাখ রূপেয়াকা অরহরকা দাউল।

গানেম। ভুস্ ক'রে ডুবে যেত। আবদুল মিঞা! তোমার দশ লাখ রূপেয়াকা—অরহরকা দাউলকা জাহাজ, তোমার চখের উপর মাঝদরিয়ায় ভুস্ ক'রে ডুবে যেত। খয়রাত কর—খয়রাত কর। কেন লাখ টাকা মূলধন থেকে বিশ লাখ করে, জাহাজে পুরে চোখের উপর ডুবিয়ে, বুড়ো বয়সে দম ফেটে মরে যাবে? আমাকেও শুদ্ধ মারবে? খয়রাত কর—খয়রাত কর।

আব। আমাকে খেতে দেবে কি না দেবে বল দেখি? ব্যবসা শুদ্ধ মাটী করবে?

গানেম। আচ্ছা বাপু—আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

আব। টাকা আছে, টাকা আছে। আবু আয়ুবের ছেলে, গানেম মিঞাকে দশ বিশ হাজারের জন্য, পরের কাছে হাত পাততে হবে? টাকা আছে, টাকা আছে। কিন্তু খুন হ'লেও বার করচি নি। একটু কষ্ট হ'ক, একটু বুঝ্‌ক। ওর ধন ও খরচ করবে, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, তবে কি না ওর বাপ মরণ কালে, আমার হাতে হাতে স'পে দিয়েছে। মা আসবার সময়

গানেম আমার ব'লে গছিয়ে দিয়েছে। আমার ব্যবসা এখন ওর, ওর ভাল এখন আমার! একটু বুঝুক, একটু ঠেকুক, একটু শিখুক। ও রে বাচ্ছা! বাচ্ছা! ওরে গাধা, গিধোড়, উল্লুকবাচ্ছা?

(বাহারের প্রবেশ)

বাহার। হুজুর!

আব। ইধার আও! দেখ আমি সদাগরদের সঙ্গে দেখা করব, আর গোটাকতক গোলাম কিনে আনব। তুই ততক্ষণ দোর আগ্‌লে ব'সে থাকবি।

বাহার। আচ্ছা।

আব। যতক্ষণ না ফিরব, ততক্ষণ দরজা খুলবি নি।

বাহার। আচ্ছা।

আব। গানেম মিঞাকে এ কথা বলিস্ নি!

বাহার। না।

আব। যদি কেউ আসে, চুপি চুপি তাড়িয়ে দিবি।

বাহার। আচ্ছা।

আব। আর দেখ, যদি ওই বেটী আসে। (গা ঠেলিয়া) বুঝ্‌লি?

বাহার। বুঝেছি।

আব। কি বুঝেছিস্?

বাহার। যদি ওই বেটী আসে—

আব। তা হ'লে পয়জার হাঁক্‌রাবি।

বাহার। তা হ'লে পয়জার দাও।

আব। আরে বেটা মুখে! দরজা বন্ধ ক'রে, জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাপট মারবি।

বাহার। বহুত আচ্ছা।

(গানেমের প্রবেশ)

আব। আবার আস্‌ছ কেন?

গানেম। কি হ'ল আবদুল মিঞা? গোরস্থান কি ফেঁসে গেল? চারিদিকে মাদোরা লাফা-লাফি ছুপোছুপি করছে, হাউই উঠছে, ফানস ছুটছে, চরকী ফর্ ফর্ করছে, তুবড়ী ফেঁসে যাচ্ছে, গান বাজনা—ব্যাপার কি আবদুল মিঞা? গোর-স্থানের তলা কি উল্টে গেল?

আব। (হাস্য) হা—হা—হা, এতক্ষণে বুঝেছি—গোরস্থান গোরস্থান কর কেন—এতক্ষণে বুঝেছি। তা নয়, গানেম মিঞা তা নয়। কালি-ফের জন্য, সমস্ত সহরের লোক দুঃখিত থাক্‌তো বলে সহরটা এক রকম নিঝুম মেরে ছিল। এত দিন পরে জুলিয়া বিবি পাকড়াও হয়েছে, সহর-বাসী সকলে জান্‌তে পেরেছে, তাই খোদাদে আনন্দ লেগেছে।

গানেম। বটে! তা হ'লে ত যথার্থই আন-ন্দের কথা আবদুল মিঞা!

আব। হাঁ—এতো সাচবাত হ্যায়।

গানেম। এর চেয়ে খোস খবর আর হ'তে পারে না, কেমন না বাপ?

আব। আলবাৎ।

গানেম। তবে আমরা চুপ ক'রে আছি কেন!

আব। তুমি আর কি করবে? বিষ হারিয়ে চোড়া; তোমার আর আনন্দ করবা আছে কি?

গানেম। সে কি? চুপ ক'রে থাক্‌ব?

আব। আচ্ছা রোসো, হবে—হবে। আমি বাজার থেকে গোটা কতক তুবড়ী আর হাউ কিনে আন্‌ছি।

গানেম। আর খয়রাত?

আব। চোপরাও! আর খয়রাত? কে খয়রাত না হ'লে কি আর আমোদ হয় না? বে তাও দিচ্ছি (ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া) এ পাঁচ পয়সা। সব খরচ ক'র না। বাচ্ছা! চা পয়সার কড়ি ভাঙ্গিয়ে আন্‌তো। এই চার পয়স আজকের মত খরচ কর, এক পয়সা হাতে রাখ মুখ দেখে যথার্থ গরীব দেখে দিও, যেন ছুঁহাে চড়িও না। (নেপথ্যে কোলাহল) এ কি, গো কিসের? দোর খুলে এসেছিস্?

বাহার। তুমি আমায় ডেকেছ, চ'লে এসেছি দরজা দিয়ে আস্‌তে তো বল নি।

আব। দরজা দিয়ে আয়, দরজা দিয়ে আ

(নেপথ্যে কোলাহল)

আব। এইও—এইও—বাহার যাও, বাহ যাও। হিয়া কুচ্ নেহি মিলেগা—মার দেগা কোতল করে গা—বাত শুন্‌তা নেই? দেখো —দেখোগে?

গানেম। (আবদুলকে ধরিয়া) হাঁ হাঁ—ক আনন্দের দিন—আনন্দের দিন!

আব। আরে পাজী, দরজা দিয়ে আয়, দরজা দিয়ে আয়!

বাহার। আমার ভয় কচ্চে যে!

আব। খুন করব, দরজা দে—দরজা দে। —ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

বাহার। ভ্যাঁ—ভ্যা—(ক্রন্দন)

আব। চোপ—চোপ—রোতা হায় কাহে? চুপ কর্, চুপ কর্।

বাহার। আচ্ছা।

(ভিখারিগণের প্রবেশ)

আব। বাহার যাও—বাহার যাও। মার দে গা, খুন করে গা!

গানেম। হাঁ—হাঁ—আজ আনন্দের দিন—আনন্দের দিন!

আব। তবে দাও, কি আছে দাও। আমি এই হাত গুটুলুম। কেমন ক'রে দেবে দাও দেখি।

বাহার। হাঁ দেবে—ওদের আবার দেবে! (গানেমের প্রতি) দাও ত হুজুর, তোমার সেই টাকার থলিটে, টাকা ছুড়ে মেরে বেটাদের মাথা ফাটিয়ে দি।

আব। সে কি? টাকার থলে? কোথায় পেলে? (ট্যাকে হাত দিয়া) ওই যা! সর্ব্বনাশ করেছি—চাবি ফেলে এসেছি!

[প্রস্থান।

গানেম। যাও ভাই সব, এই যৎসামান্য কিছু কিছু নিয়ে শীগগির শীগগির চ'লে যাও।

ভিখারিগণ। হুজুরের জয় জয়কার হোক।

[প্রস্থান।

বাহার। হুজুর, ওরা কোথা থেকে এল, আর কত টাকা নিয়ে গেল, আর আমি হুজুরের গোলাম, আমি কিছু পেলুম না।

গানেম। বালক, তোর দিকে আগে আমার চাওয়া উচিত ছিল। তা যখন করি নি, তখন জরিমানার স্বরূপ বাদবাকী সব তোকে দিয়ে দিলুম।

বাহার। বাহার—বাহার। চরকী ঘোরাও, ফানস ওড়াও, হাউই ছুটাও, আর খয়রাত কর—খয়রাত কর।

গানেম। লুকো, লুকো। মিঞা সাহেব আসছে।

(আবদুলের প্রবেশ)

আব। আঁা, মূলধনে হাত, মূলধনে হাত? কই—থলে কই? ইয়া আল্লা—করলে কি? মূলধনে হাত?—যাক্, যা দিয়েছ দিয়েছ, দাও বাদবাকী আমার হাতে। হা খোদা, এ কি হ'ল?

গানেম। তোমায় একটু যেন রাগত রাগত বোধ হচ্ছে। মিথ্যে, না বাপ?

আব। দাও—দাও, দাও—দাও।

গানেম। দেব কি, আর কিছু নেই।

আব। কিছু নেই, কিছু নেই? হাজার টাকা চোখ পাল্টাতে না পাল্টাতে উপে গেল। না, শিরে সর্প ঘাত করেছে, আমি তাগা নিয়ে ছুটোছুটি করছি কেন? একে তোমার বাবাও বাঁচাতে পারবে না।

(ভিখারিণী বালিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

তুম্ লাগি হায়, কাঁহা যায়েঙ্গে,
কাঁহা মিলে খানা।
ইধার উধার যাঁহা যাঁয়ে সব তরপ্‌সে মানা॥
এত্‌নি বড়ি দুনিয়ামে এক নে বেরাদার।
তব্‌ভি নেহি ভিখ্ মিল্‌তা সব্‌ভি ফক্কিকার॥
এক হুজা দাদে দাতা, আউর নেহি দানা।
একগুণকা শওগুণ হ্যায় অল্লহসে পানা॥

গানেম। ঈশ্বর! আর ত আমার হাতে কিছু রাখ নি। প্রভু, দাসকে লজ্জায় ফেল না।

আব। আবার এদেরও কিছু দিতে হবে না কি গানেম মিঞা?

গানেম। না দিলে কি ভাল দেখায়? আজ আনন্দের দিন—তুমিই বল না বাপ!

আব। (ক্রোধে) তবে সব দাও। (চাবি নিক্ষেপ) খোদার কসম, কিছু রাখতে পারবে না।

গানেম। বাপ খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

[চাবি লইয়া বেগে প্রস্থান।

আব। সত্যিই দেবে, সত্যিই দেবে! আবু আয়ুবের কষ্ট ক'রে রোজগারের ধন, সব লুটিয়ে দেবে! তবে দে, আর আমি কিছু বলছি নি। আমি এই আড় হয়ে রইলুম।

বালিকাগণ।

গীত।

কেন পেট কাঁদে কে জানে।
খেটে মরে হাতে পায়, পেট সুধু বসে খায়,
এর কি মানে॥
পেট বড় বেয়াড়া, নড়ে না চড়ে না দেয় না সাড়া—
দিলে তাড়া, পাড়া ঘুরিয়ে আনে।
পেটের জ্বালায় পিরীতি পালায়,
ছিঁড়ে যায় এক টানে॥

(গানেমের প্রবেশ ভিক্ষাদান)

[বালিকাগণের প্রস্থান।

আব। হাঁ হাঁ—কর কি? ধন সব দিতে হবে! ওর একটি পয়সাও যদি রাখ, তা হ'লে তোমারি এক দিন, কি আমারি একদিন।

গানেম। ক্ষেপে গেলে না কি বাপ? এ তুমি কি করছ?

আব। সে আমার যা খুশী; তোমাকে কিন্তু একটি পয়সাও রাখতে দেব না।

গানেম। তুমি অমন করছ কেন? আমি কি পাগল? ঈশ্বর যদি দেন, আমি কি দিয়ে ফুরুতে পারি?

আব। ও বাত হাম নেহি শুনে গা।

গানেম। নেহি শুনে গা?

আব। নেহি শুনে গা।

গানেম। নেহি শুনে গা? তবে আয় ত বাহার, সহরে কে কোথায় গরীব, অনাথ, আতুর আছে, ঢেড়া পিটে নিয়ে আয়। খোদার হুকুম আবদুল মিঞার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! আমি সেই হুকুম তামিল করব। আয় বাহার আয়।

[প্রস্থান।

আব। সত্যিই ত, কি করলুম? ঝড়-তুফান এড়িয়ে ডেঙ্গার লা মাঝদরিয়ায় এনে হাল ছেড়ে দিলুম! এখন যদি সর্ব্বস্ব যায়, সেটা যে আমার দোষ! ওর ধন ও আপনার ইচ্ছামত গরীব দুঃখীকে দান করত, তৃপ্তি পেত, আমি তার সে সুখে বাধা দিতে গেলুম কেন? শেষে, রাগের মাথায় এ কি করলুম? ধর্ম্মতঃ আমিই ত ধনের দায়ী। খেসারত দেবে কে? ওর মা ধর্ম্মবিশ্বাসে ওর সকল ভার আমার উপর দিয়েছে, এখন যদি সব যায়, খেসারত দেবে কে? কেন, ভয় কি (বুক ঠুকিয়া) ভয় কি? খেসারত দেব আমি দুনিয়ায় খয়রাত করতে খোদা গানেমকে পাঠিয়েছে। সে গানেম দুনিয়ায় এত স্থা[ন] থাকতে আমার ঘরে এল কেন? এর কি মা[নে] নেই? আমি আবদুল সদাগর—এত বড় বোকা! —খোদা এটা কি আর আমি বুঝতে পারি নি[?] এই যে গানেমকে আবদুল সদাগরের মায়ার পা[কে] পাকে জড়িয়েছ, একদণ্ড না দেখলে চো[খে] আঁধার দেখাচ্ছ, খোদা তোমার এ খেলা আ[মি] কি বুঝতে পারি নি? গানেম দিয়ে আমার চো[খ] ফুটিয়ে দিলে। এতকাল ব্যবসা-বাণিজ্য ক'[রে] সাত সাত পুরুষ ধ'রে আমরা এই যে এত উপার্জ্জ[ন] করলেম, কি করলেম? আমার পূর্ব্ব ছয় পুরু[ষ] উপার্জ্জন ক'রে, না খেয়ে মরেছে গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে, যে যার নিজের ছেলের উপর, রোজগার ক'রে, না খেয়ে মরবার ভার দিয়ে গেছে। আমি সর্ব্ব শেষ। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আপনার বলবার, শেষকালে মুখে জল দেবার একটা প্রাণী নাই। রাশি রাশি আসরফী, চুনী, পান্না, হীরে, জহরত—সাত পুরুষের উপার্জ্জিত সম্পত্তি, কাকে আগলাতে রেখে যাবে আবদুল মিঞা? আগলাবার লোক শেষ হয়েছে, এইবারে খরচের লোক এসেছে। গানেম, গানেম! এ দৌলত তোমার। তোমার খরচের জন্য খোদা, সাতপুরুষ ধ'রে, আমাদের হাতে এ দৌলত জমা ক'রে আসছেন। গানেম, গানেম, বাপ! আজ তোর ধন, তোর হাতে সমর্পণ করি। বাপ—গানেম! বাপ—গানেম! বাপ—গানেম!

(পরিক্রমণ

(পশ্চাৎ হইতে গানেমের প্রবেশ
ও আবদুলকে ধারণ)

গানেম। আবদুল মিঞা, আবদুল মিঞা— বাপু! তুমি কি করছ?

আব। খোদার কসম, যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিস্, এ মূর্ত্তি যেন এক দিনের জন্যও ত্যা[গ] না করিস্। খয়রাতি গানেম, দুহাতে তুই খয়রা[ত] কর। না করিস্ জাহান্নমে যাবি।

গানেম। বাপ, ও তুমি কি বলছ? আ[জ] আনন্দের দিন—তুমি কি করছ? আমার বাপে[র]

দোস্ত। আমার বাপ নেই, এখন তুমিই আমার বাপ।

আব। হাঁ, এই বাত। যথার্থই আজ আনন্দের দিন। বাপ গানেম, নে সব নে।

গানেম। কি নেব?

আব। কিন্তু দেখ বাপ, হাতে ক'রে মানুষ করা যাহার—

গানেম। সে ত আমারই ভাই।

আব। বেশ বেশ—তবে এই নে গানেম। এই দেখ তোর কি আছে। এই সব নে।

—

পট-পরিবর্তন

ধনাগার—উন্মুক্ত।

গানেম। ইয়া—আল্লা—এ কি।

আব। এই সমস্তই তোমার। তোমা তোমার খরচের জন্য আমার জিম্মায় রেখে দিয়েছে।

(পরীগণের আবির্ভাব)

(গীত)

পরীগণ।

থর থর থর ফুল এনেছি।
চাঁদিনী যাড়িয়া,
অমিয় ছাঁকিয়া পরাণ ঢালিয়া রেখেছি।
ফুলের সৌরভে ছুটে এসেছে লোভে,
দিগন্তে ভিখারী শত, বাধা পথে কত পেয়েছি॥
হাতে ধরে ছিল তারামালা, গায়ে ধরেছিল চাঁদ,
মন্দাকিনী উথলা, চপলা পথে পেতেছিল ফাঁদ।
দিগঙ্গনা মধুগানে, ধরেছে তানে তানে,
তাই এ প্রাণের আবরণে,
বুকে পুরে তারে রেখেছি॥

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

বসোরা—বাগান।

গুলনার।

(গীত)

জুঁইয়ারে ফুলওয়া কুমিলা গেলি,
গোধুলি সময় বেলি, থোড়ি নয়ন দেলি,
সারারাতি আতিপাতি বাস বিলালি।
একলি চললু হায়, উমতি করলু কাম
বস করি চিত্ত চোরায়লি॥

(আজিবের প্রবেশ)

আজিব। এ কি গুলনার বিবি! সহসা তোমার এ পরিবর্তন কেন? চিরানন্দময়ি! বিষাদিনী কেন? স্বর্গের ছবি, মূর্তিমতী প্রফুল্লতা, প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যের সার সমষ্টি, তোড়াবাঁধা খোদার সওগাদ বসরাই গুল! স্বরাজ্যে এসে গোলাপ বেলা চামেলী সখীকুলের মধ্যে বসেও জলে ভাসছ কেন?

গুল। হাঁ আজিব, ঈশ্বর যা করেন, সব কি মঙ্গলের জন্য?

আজিব। এই ত আমার বিশ্বাস।

গুল। কিন্তু যে বলেছে, সে গোলাম।

আজিব। সে গানেমের গোলাম। গুলনারের দেহরক্ষী হয়ে তার সঙ্গে থাকাই তার কার্য্য।

গুল। কিন্তু পিতার কাছে শুনেছি, তুমি আজন্ম গোলাম নও।

আজিব। তা নই, কিন্তু স্বাধীন থাকলে, গানেম গুলনার দেখতে পেতেম না।

গুল। স্বাধীন থাকলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতে।

আজিব। হয় ত আত্মহত্যা করতুম।

গুল। যেথা ইচ্ছে যেতে পারতে!

আজিব। বুঝি বিপথে যেতুম।

গুল। গোলাম কবে সুখ পেয়েছে? কম হ'ক কি বেশীই হ'ক, কবে সে মনিবের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে?

আজিব। সুখ পেলে গোলাম বুঝি ঈশ্বরকে ডাকতে পেত না। অত্যাচারিত না হ'লে বুঝি গোলাম ঈশ্বরের সামীপ্য অনুভব করতে পারত না।

গুল। মুখের কথা রেখে দাও। তোমার আগ্রহেই না তাই আমার বোগ্দাদ গেছে? ভাই আমার স্বাধীন, ইচ্ছা ক'রে বোগ্দাদে গেছে, কেউ বাধা দিয়ে তাকে রাখতে পারলে না। কিন্তু তুমি পরাধীন, সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকতেও তার সঙ্গে যেতে পারলে না। মনিবের এক কথায় তোমার ইচ্ছার দমন করতে হ'ল!

আজিব। ঈশ্বর মনিবের মুখ দিয়ে আমাকে বোগ্দাদে যেতে নিষেধ করেছেন। কেন করেছেন? বোধ হয়, সঙ্গে গেলে মনিবের কোন মহাসুখের অন্তরায় হতুম। হয় ত কোন মহাবিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য খোদা আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে দেন নি। আর কেন করেছেন বলব গুলনার?

গুল। কেন?

আজিব। যা স্বপ্নেও দেখব ব'লে মনে করি নি, তাই দেখবার জন্য। এই ক্ষুদ্র বালিকার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে সাগর প্রমাণ করুণা থাকতে পারে, তাই দেখবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বোগ্দাদে যেতে দেন নি। সদানন্দরূপিণী তুমি যে এমন মমতাময়ী, একটা তুচ্ছ গোলামের জন্য এমন চিন্তিতা, মলিনা, অশ্রুসিক্তা, এ দেখবার জন্য যে আমি আমরণ শৃঙ্খলভারে থাকতে পারি গুলনার। করুণাশ্রুর এক একটি বিন্দুতে যে এক একটা সাম্রাজ্য ক্রয় করা যায়! আমি তার সহস্র বিন্দুর অধিকারী। আমার মতন ধনী আর কে আছে? গুলনার, এত দিনে বুঝলুম, আমার পরম মঙ্গলের জন্য খোদা আমাকে গোলাম করেছেন।

গুল। ছাইয়ের জন্য করেছেন, পাঁশের জন্য করেছেন, আমি এর কিছুই বুঝতে পারি না।

[প্রস্থান।

(গানেমের মার প্রবেশ)

গা-মা। দেখ বাছা! তোমায় আমি একটা কড়া কথা কইব।

আজিব। শীগগির বল, দেরী সয় না।

গা-মা। তুমি বদ্-মতলবী, ফেরেপবাজ যাদুকর।

আজিব। এই কথা?

গা-মা। তুমি আমার ছেলেকে পর করেছ।

আজিব। তার পর?

গা-মা। আমার মেয়েকেও পর করবার যোগাড় করেছ।

আজিব। আর কিছু আছে?

গা-মা। আর আছে আমার মাথা। ছেলে মেয়ে যদি পর হয়ে গেল, তবে আর রইল কি? ছেলে মা মা বলে অজ্ঞান হ'ত, কখন দেউড়ীর চৌকাঠের বাহিরে পা দিত না, সে ছেলে ভড়াক ক'রে গেল কি না বোগ্দাদে!

আজিব। আর মেয়ে?

গা-মা। আর মেয়ে? মেয়ে আমার দিনের মধ্যে চব্বিশ বার খেত, ঘুর ঘুর ক'রে ঘুরত, ছুট ছুট করে কাছে আসত, হাতটি পেতে রাবড়ী নিত, আর চুক চুক ক'রে খেত। সে মেয়ের খাওয়া কি না দু' একবারে ঠেকেছে। ঐ দু' একবার গেলেই ত মেয়ে আমার যায়। আর খাওয়া বাড়াতে গেলেই ত মেয়ে আমার হাতছাড়া হয়!

আজিব। তোমার কি বিশ্বাস, আমার জন্য?

গা-মা। বিশ্বাস আবার কি—তোমারি জন্য।

আজিব। তা হ'লে ত বড় দোষের কথা।

গা-মা। বল ত বাবা, দোষের কথা নয়? আমার মেয়ে বসোরা সহরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

আজিব। বসোরা কেন, দুনিয়ার। অনেক দেশ ঘুরিছি, অনেক আমীর বাদ্সার ঘর দেখিছি, অনেক সুন্দরী দেখিছি, কিন্তু এমনটি দেখি নি।

গা-মা। বল ত বাবা! এমন মেয়ে আবার মলিন হবে? বসোরাই গুল ফোটবার মুখেই শুকিয়ে যাবে?

আজিব। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর নাই।

গা-মা। বল ত বাবা, এর চেয়ে কি দুঃখের কথা আছে? আমার স্বামী মরণকালে বলে গিয়েছেলেন—হাতে ধ'রে, খোদার কসম দিয়ে—মেয়েকে এমন পাত্রে যেন না দেওয়া হয়, যাতে বংশ-মর্য্যাদা লোপ পায়। বংশমর্য্যাদা থাকবে, চরিত্রে ভাল থাকবে, রূপে মনোমত হবে, এমন বরটি না পেলে তিনি মেয়ের বে দেবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আমার স্বামীর জীবদ্দশায় কত আমীর, ওমরাও, নবাব, আমার মেয়ের রূপের কথা শুনে, স্বামীর পায়ে পাগড়ী রেখেছিল, কিন্তু একজনও তাঁর পছন্দ হয় নি।

হোক না নবাব বাদশা, সাদীর পর মেয়ে অসুখী হবে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌বে, এ তিনি মনে করতেও শিউরে উঠতেন।

আজিব। আমিই শিউরে উঠি, তা তিনি ত পিতা। গোলাম ব'লে কি আমাদের মর্য্যাদা জ্ঞান নেই? যদি বংশমর্য্যাদা লোপ কর, কিংবা অপাত্রে কন্যা দাও, তা হ'লে তোমাদের ওপর আমার দারুণ ঘৃণা হবে।

গা-মা। বাবা তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। এমন কথা ত আমায় কেউ বলে নি! এমন সোনার ছেলে তুমি, তুমি কেন বান্দা হ'লে!

আজিব। তার পর কি বল্‌তে চাও, বল।

গা-মা। তার পর বল্‌ব কি আর মাথা মুণ্ড। বলুম ত তাঁর সময় কত ছেলে এল, কিন্তু একটাও পছন্দে এল না। বংশ মেলে ত পাত্র মেলে না, পাত্র মেলে ত বংশ মেলে না, আর বংশ পাত্র দুই মেলে ত পোড়া মেয়ের নজরে ঠেকে না। এই বংশ, পাত্র আর পোড়া মেয়ের নজর, এই তিনে আমার হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়ে মারলে। তারপর পাত্র মিল্‌ল, পোড়া মেয়ের নজর ঠাণ্ডা হ'ল, কিন্তু আলা চার গুণ জ্ব'লে উঠল। আজিব সব মিল্‌ল, বংশ মিলল না।

আজিব। তুমি ভুল বুঝেছ।

গা-মা। তা ত বুঝবই! তুমি আমার মেয়েকে পেটে ধরেছ কি না, কাজেই তুমি যা বুঝবে, সেটা ঠিক, আর আমি যা বুঝব, সেইটাই ভুল!

আজিব। তোমার মেয়ে দয়াময়ী। আমি গোলাম। আমায় দেখে, সে করুণাসাগর উথলে উঠেছে।

গা-মা। করুণাসাগর উথলে উঠল ত খোরাক বন্ধ হ'ল কেন?

আজিব। বুড়ো মেয়ে কি এখন চব্বিশ ঘণ্টাই খাবে?

গা-মা। করুণা নয়, করুণা নয়, আজিব—ভালবাসা।

আজিব। আমি ত কই কিছুই বুঝতে পারিনি।

গা-মা। ও পোড়া রোগ, আপনা আপনি বোঝবার যো নেই, পরে বুঝিয়ে দেয়, তবে বোঝা যায়। কত হতভাগী হতভাগা আজীবন যে যার প্রেমের ঝাঁঝে শুকিয়ে ম'ল, কিন্তু কেউ কাকে বোঝাতে পারলে না।

আজিব। তুমি বুঝলে কিসে?

গা-মা। খোরাকে। গানেমের বাপকে দেখে আমার পেটে অন্নজল ঢোকেনি, কিন্তু যে দিন তার সঙ্গে সাদী হ'ল, সে দিন সাত দিনের খোরাক এক দিনে মেরে দিলুম।

আজিব। দুর বুড়ি! এই সব কথা কি ছেলের কাছে কয়?

গা-মা। কি যে ছাই কইব, কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না।

আজিব। আমায় বেচে ফেল।

গা-মা। ও বাবা! তা প্রাণ থাকতে পারব না।

আজিব। তা হ'লে ভাল পাত্রে দেখে, মেয়েকে এই বেলা সপে দাও।

গা-মা। তা পারব না।

আজিব। তা হ'লে না হয় বল, দিন কতকের জন্য স'রে যাই।

গা-মা। বাপ রে! তা বল্‌তে পারব না। মেয়ে যদি আমার মারা যায়!

আজিব। তবে বল গলায় দড়ী দিই।

গা-মা। ও রে বাবা! এ কি কথা? ভাল মানুষের ছেলে তুমি, সোনার চাঁদ তুমি, আমার গানেমের দোস্ত—পোড়া—মেয়ের—কি বল্‌তে ছিলুম ছাই—তাই। তুমি কি অপরাধে গলায় দড়ী দেবে?

আজিব। রাখতেও পারবে না—ছাড়তেও পারবে না?

গা-মা। হাঁ বাবা—ও দুটোর কিছুই করতে পারব না। থাকলে—মেয়ের খোরাক যাবে, গেলে—মারা যাবে।

আজিব। তা হ'লে কি করব বল?

গা-মা। কিছুই বল্‌তে পাচ্ছি না বাবা আজিব।

আজিব। আচ্ছা আমি একটা বল্‌ব?

গা-মা। বল ত বাবা—বল ত! বাবা আজিব—মান রক্ষা কর, পুত্র-কন্যার প্রাণ রক্ষা কর।

আজিব। আমি যদি রাজপুত্র হ'তুম, তা হ'লে তোমার আর কোনও গোল থাকত না?

গা-মা। ও বাবা, তা হ'লে যে কি মজা হ'ত বাবা, তা কি বল্‌ব? আমার ছেলে বাবা, আমার মেয়ে বাবা, আমি বাবা, পীরের দরগায় বাবা, এত এত শিরণি বাবা, এত এত খয়রাত বাবা।

আজিব। তা হ'লে আমায় দু'দিনের জন্য ছেড়ে দাও!

গা-মা। তার পর?

আজিব। কিছুদিনের জন্য বসোরা ত্যাগ করব!

গা-মা। ও বাবা!

আজিব। ও বাবা নয়—শোন, রাজপুত্র হবার চেষ্টা করব। হ'তে পারি—ফিরব, নচেৎ আর ফিরব না।

গা-মা। ও বাবা! ও কি কথা?

আজিব। আমি এখনি যাব। তোমার মেয়েকে আমার সেলাম দাও, তুমি নাও। এই ফুরসত নিলেম, এই চল্লেম। কিন্তু জেন, ফিরতে পারি আর না পারি, যেখানে থাকব, আমি তোমাদের গোলাম।

গা-মা। গোলাম তুমি, কেমন ক'রে রাজপুত্র হবে বাবা?

আজিব। খোদা যদি তোমার মেয়ের রক্ষা করবার জন্য আমায় গোলাম করতে পারে, খোদা তাকে পাবার জন্য আমায় রাজপুত্র করতে পারবে না?

গা-মা। খোদা তা কি করবেন বাবা আজিব?

আজিব। বসরাই গুল যদি আমার নসীবেই থাকে, তা হ'লে অবশ্যই করবেন।

গা-মা। বাবা, ছেলে যদি শোনে যে তুমি আমার কথায় চলে যাচ্ছ?

আজিব। খোদাকে দেখাব, মনিবের কাছে ফুরসৎ নেব, নইলে আমার যাবার সাধ্য কি? হুকুম কর—আমি আসি। গানেমের মা, গুলনারের মা, আমার মা।

গা-মা। আবার কবে আসবে বাবা?

আজিব। এই যে বল্লেম। আর আমায় আবদ্ধ ক'র না, আমি চল্লেম।

গা-মা। ও বাবা, বাগ্রতা করি বাবা, একান্তই যদি যাও ত একেবারে যেও না, দিন দু'চার আশে পাশে, আড়ালে আবডালে, আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে দেখ বাবা, মেয়ের যদি বিয়ে হয়, তা হ'লে যেয়ো। আর না যদি হয় বাবা, তা হ'লে মোল্লা ডাকিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি বাবা—আমার মানে কায নেই বাবা।

আজিব। ভাল—তা বুঝে দেখব। সেলাম

[প্রস্থান।

গা-মা। কিন্তু ঐ যে একেবারে কি বল্লে বাবা, ওটা কিছুতেই নয় বাবা! বড় জোর তিন মাস, এর বেশী কিছুতেই নয়। তা তুমি তার ভেতর যাই হও, এই আমার হুকুম বাবা! বুঝেছ বাবা?—হাঁ বাবা?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগর-তোরণ।

ভিখারী পুরুষ ও স্ত্রী।

১ম স্ত্রী। হঁ গো মিঞা, ব্যাপারটা কি হ'ল বল দেখি?

১ম-পু। দূর হ্যাকা মাগী, কণ্ঠায় কণ্ঠায় খেয়ে এসি, বুঝতে পারলি নি।

১ম-স্ত্রী। আর মিঞা বোঝবার কি সময় পেলুম! ক্ষিদে খাঁ খাঁ করছিল। মোগলাই খিচুড়ী দেখে বাকরোধ হয়ে গেল! বোঝবার কি সময় পেলুম! হাঁ মিঞা, ব্যাপারটা হ'ল কি?

২য়-পু। বোগদাদের খাঁদা সদাগর কাল রাত্তিরে মারা পড়েছে।

২য় পু। খাঁদা সদাগর! সে কে?

১ম পু। কি আপদ! খাঁদা সদাগর কে, তা জানিস্ না! আবদুল সদাগরকে জানিস্ ত? এ সেই আবদুলের ফুফুতো চাচা।

১ম-স্ত্রী। আহা!—তা তার হয়েছিল কি মিঞা?

১ম-পু। হঠাৎ বিষম খেয়ে দম আটকে মারা গেল। কাল সমস্ত দিনটে সহরে ধুমধাম প'ড়ে গিয়েছিল কি না! তাইতে সদাগর সমস্ত দিন বেচাকেনা করেছে। খাবার অবকাশ পায় নি। রাত্রে দোকান-পাট বন্ধ ক'রে ঘরে গিয়ে ছাকু টাকু যা হোক একটু মুখে দিয়েছে, আর যেমন দিয়েছে, অমনি বিষম খেয়েছে। আর যেমন বিষম খাওয়া, অমনি দম আটকে প্রাণ যাওয়া।

[প্রস্থান।

(আবদুল ও গানেমের প্রবেশ)

আব। তুমি ঘরে ফিরে যাও, আমি আজ আর সহরে যেতে পারব না। যে সদাগর আজ মরেছে, তার সঙ্গে যার যার দোস্তী লেনাদেনা ছিল,

তাদের সবাইকে এ মাঠে ব'সে খানা-পিনা করতে হবে, তারা সকলে সেই মাঠে ব'সে আজ সারারাত খোদার নাম নেবে। তার পর কাল সকালে মাটী দিয়ে নেমাজ ক'রে ঘরে ফিরবে, কাজেই আমি আজ ফিরতে পারব না। রাত প্রথম প্রহর হলেই এই ফটক বন্ধ হ'য়ে যাবে, তখন আর বাইরের লোক লোক ভেতরে যেতে পারবে না, আর ভেতরের লোক বাইরে আসতে পারবে না। তোমায় ফটক পার ক'রে আবার এখনি আমায় ফিরতে হবে। তোমায় ওপারে না রেখে, ফিরছি না। নাও, পা চালিয়ে চল।

গানেম। রস—একটু রস, সহরের এ পাশটা একবার দেখে নি। আহা দেখ বাপ, এ দিকটা কেমন চমৎকার।

আব। এখন আর দেখবার সময় নয়, আর এক দিন বেলাবেলি ঘোড়া ক'রে এসে সব দেখে যেও। নাও চল।

গানেম। রস, আর একটু রস।

আব। আজ আর নয়—আর এক দিন—কাল পরশু—যখন ইচ্ছে—তখন।

গানেম। সে ত হবেই—তবে একটু রস না, আহা দেখ বাপ, মস্ত মাঠ, তার ও দিকে দরিয়া, তার ওপরে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, কেমন দেখাচ্ছে!

আব। আরে গেল—আর এক দিন দেখ!

গানেম। দেখ, অমন করলে, আমি ব'সে পড়ব।

আব। কি আপদ, এখনি ফটক বন্ধ হয়ে যাবে যে!

গানেম। যাক্ না, তাতে তোমার কি?

আব। এ সব কি কথা?

গানেম। কেন, কি কথা কেন? যথাসর্ব্বস্ব আমায় দিয়েছ, যায় আমার যাবে, তোমার কি?

আব। দিয়েছি ব'লে কি লুটিয়ে দিতে দিয়েছি না কি? তা হ'লে কি দিতে আমার আর কেউ লোক ছিল না?

গানেম। তা হ'লে বল তোমার আত্মীয় আছে।

আব। এমন পাগলের পাল্লায় ত আমি কখন পড়ি নি গা। আরে বোকা! যার পয়সা আছে, তার কি কখন আত্মীয়ের অভাব হয়?

গানেম। তা হ'লে বাপ তোমার আত্মীয় আছে?

আব। না—আমি খাঁড়া তালগাছ—মাঠের মাঝে বাতাস খেয়ে জন্মেছি।

গানেম। আচ্ছা—আমি পরখ করব।

আব। পরখ করতে হবে না, পাগলামি রাখ—চল। গোলাম বেটারা সব নূতন—এখনও মুখ চিনে উঠতে পারি নি। ঘর-দোর ভেঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে যদি লম্বা দেয়, তা হ'লে একেবারে দফা-রফা।

প্রহরী। বাহারকা আদমী বাহার যাও, ভিতরকা আদমী ভিতর আও; ঝট পট—ঝট পট!

আব। হাঁ—হাঁ, যাতা হ্যায় মিঞা সাব—যাতা হ্যায় মিঞা সাব! চল—চল—চল!

গানেম। আমি পরখ করব।

আব। না—কেমা মুস্কিল! আবার পরখ করবে কি?

গানেম। আমি দেখব, রাস্তার লোকের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে কি না।

আব। সে কাল দেখো।—পরশু দেখো—তার পর দিন দেখো—তার পর দিন দেখো। নাও, চল চল। বাপ আমার, ধন আমার, গানেম আমার, সন্ধ্যে হলো! হয় ত আর'র ডেরা চিনতে পারবে না; চল বাপ, চল।

গানেম। বেশ ত—তুমি যাও না।

আব। আমি যাব, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?

গানেম। তা কি করব, আমার জায়গাটা বড় মিষ্টি লাগছে। আহা—দেখ আবদুল মিঞা, সমস্ত আসমানের সোনাটা যেন দরিয়ার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

আব। না—তুমি আমার ইজ্জত পর্য্যন্ত নষ্ট করলে দেখছি!

গানেম। তোমার ইজ্জত!—কোন্ বদমাস নষ্ট করে? আমি কোথাকার কে—আমার জন্ম তোমার ইজ্জত—কোন্ বেয়াদব নষ্ট করে?

আব। তুমি কোথাকার কে?

গানেম। তা নয় ত কি? আমার বাড়ী বসোরা, আর তোমার বাড়ী বোগদাদ। কোথায় ঘর, কি সম্পর্ক! আমার জন্ম কাজ-কর্ম্ম বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ—

আব। এ কেমন বাত?

গানেম। সঙ্গে সঙ্গে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে ঘুরছ, নীরবে অত্যাচার সইছ! তোমার ইজ্জত

কোন্ উল্লুক নষ্ট করে? জল্‌দি বল বাপ—উসকো, শির জুদা করেঙ্গে!

আব। আরে বে-অকুফ, তুই কোথাকার কে!

গানেম। তা নয় ত কি? আমি কোথাকার কে, তারে কি না সাত পুরুষের গচ্ছিত ধন—

আব। এই—এই, শুনতে পাবে, শুনতে পাবে!

গানেম। বাদশার ঘরে নেই এত দৌলত—

আব। এই—এই, শুনতে পাবে, শুনতে পাবে —আশে পাশে চোর—অলিতে গলিতে চোর।

গানেম। জালা জালা জহরত, চৌবাচ্চা চৌবাচ্চা মোহর—

আব। গেল গেল—সব গেল—বান্দা গেল—টাকা গেল।

প্রহরী। হুসিয়ার—খবরদার। ফটক বন্ধ হোতা হায়, জল্‌দি আও—জল্‌দি আও ঝট পট—

আব। গেল গেল—গেল গেল—চ'লে এস—চ'লে এস—পা চালিয়ে—পা চালিয়ে।

(বাহারের প্রবেশ)

বাহার। হুজুর! গোলাম, গোলাম ভাগে।

আব। মাটী করলে—মাটী করলে! চ'লে এস, ছুটে এস! (বাহারের প্রতি)—যা—যা—আগলা আগলা—আরে পাজী খাড়া কাহে! জল্‌দি যা—জল্‌দি যা—জ দি—জল্‌দি।

বাহার। তারা আমায় মারবে যে!

আব। চোপরাও পাজী নচ্ছার গিধ্বোড়—জল্‌দি যা—জল্‌দি যা—যা—যা—যা—যা—

বাহার। ভাঁ্যা—ভাঁ্যা—(ক্রন্দন)

প্রহরী। হুসিয়ার—খবরদার।

[অপর পার্শ্বে প্রস্থান।

আব। মাটী করলে—মাটী করলে! সবুর মিঞা সাহেব, থোড়া সবুর—মেহেরবাণী—থোড়া সবুর। আমীরকা লেড়কা হায়, বাউরা হায়—আরে চলে—চলে—চলে—

প্রহরী। হাঁ—হাঁ খবরদার—(গানেমের প্রতি) আইয়ে হুজুর জল্‌দি আইয়ে।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। ওগো—বাবা গো, আমার কি হ'ল গো? পোড়া পেটের জন্য কেন তাকে কাছ ছাড়া করলুম গো?

গানেম। কেন বাছা তুমি কাঁদছ?

বৃদ্ধা। কে বাবা তুমি—কে বাবা তুমি? বাবা! দয়া ক'রে এ বুড়ীর কিছু উপকার কর। বাবা রক্ষা কর, বাবা রক্ষা কর!

গানেম। কি হয়েছে—তোমার কি হয়েছে?

বৃদ্ধা। আমার ছেলে খাঁদা সদাগরের মাটী দেখতে মাঠে গেছে, এখনও ফিরল না। ও দিকে পশ্চিমে মেঘ উঠেছে, এখনি ঝড় উঠবে, আমার সর্ব্বনাশ হবে, আমি চোখে অপসা দেখি বাবা, সে আমার অন্ধের নড়ী বাবা!

আব। চোপরাও বুড্‌ঢী, উধার যাও। আমীরকা লেড়কা, ফরমাস্ মৎ কর।

বৃদ্ধা। হুজুর আমীরকা লেড়কা! তা হ'লে কি করি হুজুর, আমার কি হবে হুজুর?

গানেম। ফটক বন্ধ কর, হাম্ নেহি যাগা। চল বাছা, তোমার ছেলেকে খুঁজে দিই গে।

প্রহরী। যো হুকুম, খবরদার—খবরদার।

আব। হা আল্লা—এ কি হ'ল, খোল দেও—বকসিস্—বকসিস্—

বাহা। হুজুর মারা যাবে, খাড়ে ফটক পড়বে।

প্রহরী। খবরদার—খবরদার!

[ফটক বন্ধ।

তৃতীয় দৃশ্য

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত।

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। কই বৃদ্ধা কোথায় তুই? তোর ছেলে বিপন্ন ব'লে যে আমাকে ডেকে নিয়ে এলি? নিয়ে এসে কোথায় গেলি? তাই ত, বুড়ী কোথায় গেল—আবদুল মিঞা কোথায় গেল—সহর কোথায় গেল—অন্ধকারে আকাশ ভ'রে গেল—প্রবল বন্যা দিক আক্রমণ করবে। বা—বা—নিয়তির ঈষৎ ইঙ্গিতে এ আমি কোথায় এসে পড়লুম? কোথায় বসোরা, কোথায় বোগ্দাদ? কোথায় মায়ের আদর, ভগ্নীর স্নেহ, স্বজন বান্ধবের আত্মীয়তা, আর আমুরের ভাজমহল, আর কোথায় আলোকহীন, জীবনহীন, কেবল বিষাদভরা, বিভীষিকাময় বোগ্দাদের কবরস্থান! আজিব!

আজিব। তোমার মত আজ আমি বল্‌তে পারি—দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে, মৃত্তিকা গহ্বরস্থ বিশ্রান্ত মহাত্মাদের কর্ণ বধীর ক'রে মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি—ঈশ্বর যা করেন—মঙ্গলের জন্ম! (নতজানু) ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ মঙ্গল আমায় বুঝিয়ে দাও। এই মহাবিপদে, এই ঘোর অন্ধকারে, এই ঝড়বৃষ্টি মেঘ গর্জ্জন করকাপাত বজ্রাঘাতের ভিতরে আমাকে একবার তোমার মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখাও! এ জীবনের অপর প্রান্তে ব'সে দেখলে সুখী হব না, কাল দেখলেও তুষ্ট হব না, আজ দেখাও—এখনি দেখাও! (উঠিয়া) আর দেখাবে কি? সেখান তো সমভাবেই চলেছে। সেই কড় কড়, সেই ঝন্ ঝন্, সেই সব রকমের একটু একটু—নেই কি? এমন সময় আজিবকে পেতেম তো তাকে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে আলাপ করবার জন্ম এইখানে দাঁড় করিয়ে রাখতেম। আর তারা যখন জলে মিলে বাতাসে দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে মেরে যেত, তখন কবরে ঢুকে মামলোর আওয়াজে চেঁচিয়ে বল্‌তেম—ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্ম।

(ছদ্মবেশে আজিবের প্রবেশ)

আজিব। ঈশ্বর যা করেন—মঙ্গলের জন্ম।

গানেম। অাঁ! সে কি কথা—সে কি কথা?

আজিব। ঐ এক কথা—ঈশ্বর যা করেন—মঙ্গলের জন্ম

গানেম। তবেই ত মুস্কিল!

আজিব। মুস্কিল আসান। তুমি আবদুল সদাগরের শিকারের জিনিষ, তোমার মুস্কিল?

গানেম। ও বাবা! পরিচয় পর্য্যন্ত জানতে পেরেছ! তা হ'লে অনেকক্ষণ থেকে পেছু নিয়েছ! বল।

আজিব। অনেকক্ষণ কি? অনেক দিন থেকে পেছু পেছু ঘুরছি।

গানেম। তবে এত দিন থাকতে আজ সুমুখে কেন মিঞা? আজ আমার কাছে ত কিছু নেই না।

আজিব। তোমার কাছে মিলবে না—এ-ও কি একটা কথা! তোমার কাছে যা দৌলত আছে, সমস্ত দুনিয়া ঢুঁড়লেও তা পাওয়া যাবে না।

গানেম। তবে ত মুস্কিলের ওপর মুস্কিল, এ খবর তোমায় কে দিলে?

আজিব। খোদা দিয়েছে।

গানেম। এই ত বাবা! খোদা একটা আস্ত মিথ্যে কথা কয়ে ফেলেছে! বাবা, খোদা তোমাকে ভালমানুষ পেয়ে দমবাজী দিয়েছে। সে খোদার ধন—আবদুল সদাগর আমাকে রক্ষক করতে চায়। তাইতে মিঞা, সদাগরের সঙ্গে আবার তকরার চলছে।

আজিব। সে ধন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, আবদুল সদাগর কোথা পাবে?

গানেম। দোহাই মিঞা, কিছু নেই!

আজিব। মিঞা সাহেব! আমাকে কি দস্যুই স্থির করলে?

গানেম। আরে মিঞা, তা কি পারি? তুমি আমার পৈতৃক অংশীদার, ঝড়বৃষ্টিটা একা একা ভোগ করছি দেখে বখরা নিতে এসেছ।

আজিব। নাও—এস মিঞা, এ গভীর রাত্রে এ বিষম দুর্যোগে, এ জনহীন দেশে আশ্রয় পাবে না। এস, তোমাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই।

গানেম আরে না না—তা কি কখন হ'তে পারে? খোদা যা করেন যখন মঙ্গলের জন্ম, তখন এই ঝড়বৃষ্টি করকাপাত বজ্রাঘাত এস দুই দোস্ত পড়ে কণ্ঠায় কণ্ঠায় খাই—এ জীবনরূপ অসহ্য ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার পাই।

আজিব। ঈশ্বর যা করেন শুধু মঙ্গলের জন্ম। তবে না কি আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বার্থপর, তাই ঈশ্বরের সকল কার্য্য বুঝতে না পেরে সময় সময় তাঁর নিন্দে করি। কিন্তু মিঞা, বাপ মায়ের মত মঙ্গলাভিলাষী আর কে আছে?

গানেম। বাবা! তুমি যে রংদার বোল ঝাড়তে লাগলে মিঞা!

আজিব। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে সব বোলই রংদার হয়। নাও, ঝড় উঠল, বৃষ্টি এল—চল।

গানেম। তা' হলে মাঠের মাঝখানে মঙ্গল সাধনটা বড় সুবিধে হবে না?

আজিব। এখনও এত অবিশ্বাস? তা হ'লে হুকুম কর আমি চলে যাই।

গানেম। আমার হুকুম! এর মানে কি?

আজিব। আমি আপনার গোলাম, আপনাকে বিপন্ন দেখে রক্ষা করতে এসেছি! আদেশ না পেলে আমার যাবার অধিকার নেই।

গানেম। ভুল বুঝেছ মিঞা, আমি কালিফ নই।

আজিব। আপনিই আমার কালিফ।

গানেম। এ শুভ সংবাদ শুনে তোমাকে যে কিছু দিতে পারলেম না!

আজিব। আমি আর কিছু চাই না, কেবল চ'লে যাবার হুকুম চাই।

গানেম। বেশ—হুকুম!

আজিব। বহুত বহুত সেলাম। গানেম সাহেব, আমি চল্লুম।

গানেম। সে কি—কে তুমি?

আজিব। তোমার গোলাম আজিব।

গানেম। আমার ভাই আজিব, আমার ওস্তাদ আজিব? আমার হৃদয়ে যে এক অপূর্ব্ব আলোক প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে, আমার সেই জান আজিব। কিন্তু এ যে অসম্ভব ভাই, সত্য সত্যই তুমি এখানে?

আজিব। হুকুম নিয়েছি এখন চল্লুম, ফিরে এসে কারণ বলব। আর আমাকে থাকতে অনুরোধ ক'র না। আমিও এই দুর্য্যোগে ইচ্ছা ক'রে মঙ্গলময়ের মঙ্গল দেখতে এসেছিলুম, কিন্তু গানেম, যা কখন দেখবার আশা করি নি, তাই দেখেছি। আবু আয়ুবের প্রিয় সন্তান দীন-দুঃখীর মা বাপ—সাহেবজাদা গানেম, আজ সর্ব্বাংশূন্য নিরাশ্রয়, নতজানু হ'য়ে ঈশ্বরের পানে দয়া-ভিখারী হ'য়ে চেয়ে আছে! এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! হুজুর পাঠিয়ে দিই, কোথাও যেও না—বাড়ীর সংবাদ ভাল, আশঙ্কার কারণ নেই। তবে আমার সঙ্গে হয় ত কিছু দিনের জন্য দেখা হবে না। কেন হবে না—প্রশ্ন ক'র না। সহরে না প্রবেশ করতে পার, বেহারারা যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাবে। আমি চল্লুম। সেলাম।

[প্রস্থান।

গানেম। আজিব—এ কেমন হ'ল? যাক্ যখন অনুরোধ করতে নিষেধ ক'রে গেল, তখন আর ডাকব না। আজিবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলুম—দেখা হ'ল আবার বিচ্ছেদ! স্বপ্নদৃষ্ট ছবির মতন, সুদূর-গগনের চঞ্চলতাময়ী বিদ্যুদ্দীপ্তির মতন, বুঝতে না বুঝতেই আনন্দ আমার মিলিয়ে গেল! যাক্, গেল গেল! কিন্তু একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী—এক মহামন্ত্র ত চিরজীবনের মত আমার-হৃদয় প্রস্তরে অঙ্কিত ক'রে গেল! খোদা! আজ আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি যা কর, মঙ্গলের জন্য।

(বাহারের পুনঃ প্রবেশ)

বাহার। হাঁ হুজুর, এটা ঠিক কথা। ওটা আমিও বুঝতে পেরেছি।

গানেম। আরে তুই কে?

বাহার। বাচ্ছা।

গানেম। তুই? ফটক বন্ধ, কেমন ক'রে এলি?

বাহার। খোদা ফটক খুলে দিয়েছে।

গানেম। বাচ্ছা!—এ সর্ব্বনেশে স্থানে আজিব, তার পর আবার বাচ্ছা!

বাহার। আজ্ঞে হাঁ হুজুর! আহাম্ম চ'লে গেল, এইবারে তার চেষ্টা। হুজুর, আমি তোমায় মজা দেখাব!

গানেম। গোরস্থানে মজা কি রে গাধা?

বাহার। হুজুর! কি বলব? তোমাকে হারিয়ে আবদুল মিঞা পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে বাড়ীর দিকে চ'লে গেল, আমিও আপনার কাছে আসব ব'লে পাগলের মতন চারিদিকে ঘুরতে লাগলুম। এমন সময় দেখি, কতকগুলো বান্দা একটা কফিন মাথায় ক'রে চুপি চুপি ফটকের কাছে এসে উপস্থিত। ফটকওয়ালা চুপি চুপি ফটক খুলে দিলে। আমিও সেই ফাঁকে গুড়ি মেরে কফিনের তলায় ঢুকে সহরের বাইরে চলে এলুম। বান্দারা কেউ কিছু জানতে পারলে না। তারা চুপি চুপি মাটীতে কফিন পুতে, আবার চুপি চুপি ফিরে গেল দেখে আমার সন্দেহ হ'ল। তারা চ'লে গেলে, আমি মাটী খুঁড়ে কফিন বার করেছি। খুলে দেখি, তার ভেতরে এক আওরৎ। এমন সুন্দরী আওরৎ আমি কখন দেখি নি। দেখে মনে হ'ল মরে নি, শুশ্রূষা করলে বাঁচে।

গানেম। চল বাহার, জল্‌দি চল—জল্‌দি চল।

বাহার। বাঁচিয়ে ফেল হুজুর, বাঁচিয়ে ফেল।

[উভয়ের প্রস্থান।

——

চতুর্থ দৃশ্য

কবর-স্থান।

তৃণশয্যায় জুলিয়া।

জুলিয়া। (চোখ মুছিতে মুছিতে) কে কোথায় আছিস্, জল নিয়ে আয়! মুরনিহার, মুরনিহার! মিরজান! আরে গেল—মরে আছিস্ না কি? জুলেখা, সমসেল, জহিরণ!—আরে গেল, হ'ল কি? মুরনিহার—মুরনিহার! (উত্থানের চেষ্টা) এ কি—আমি এত দুর্ব্বল কেন? আমার দম আটকে যাচ্ছে কেন? (পুনরুত্থানের চেষ্টা)

(গানেম ও বাহারের প্রবেশ)

বাহার। ঐ হুজুর বেঁচে উঠেছে!

গানেম। তুই কাছে যা, সেবা কর, আজিব আমার জন্য তঞ্জাম পাঠাচ্ছে, আমি সেই তঞ্জাম নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

বাহার। হাঁ—হাঁ বিবি-সাহেব প'ড়ে যাবে—উঠ না, প'ড়ে যাবে।

জুলিয়া। কে তুমি বালক?

বাহার। বান্দা।

জুলিয়া। তুমি কি ক'রে আমার ঘরে প্রবেশ করলে?

বাহার। সখ ক'রে।

জুলিয়া। তোমার প্রাণে ভয় নেই! এটা কালিফের হারেম তা জান?

বাহার। আগে জানতুম না, এইবারে জানলুম বিবি সাহেব। তা হ'লে এবার থেকে যাকে গাল দেবার দরকার হবে, তাকে বলব কালিফের হারেমে যাও।

জুলিয়া। চোপরাও উল্লুক!

বাহার। আস্তে বিবি সাহেব—হিবৃমি যাবে।

জুলিয়া। না—না—এ কি—এ কি—এ সব কি? মুরনিহার! না, এ আমি কোথায়?

বাহার। গোরে।

জুলিয়া। সে কি? এই যে আমি খানা-পিনা ক'রে পালঙ্কে শুয়েছিলুম—এখানে এলুম কেমন করে?

বাহার। কফিনে ক'রে বিবি সাহেব।

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। কি করছিস্ বাহার?

বাহার। এই হুজুরের জন্য বিবি সাহেবকে আগলে আছি।

গানেম। চোপরাও পাজী!

বাহার। আর থাকব না হুজুর!

জুলিয়া। আপনি কে মহাশয়?

গানেম। বেয়াদবি মাপ হয়—অন্ধকার—আমি আপনাকে ভাল ঠাওর করতে পারছি না। আপনিও হয় ত আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি এক জন বিদেশী—খোদার মরজিতে এখানে এসে পড়েছি। আপনাকে মৃত মনে ক'রে কতক-গুলো গোলাম আপনাকে কবর দিতে এখানে নিয়ে এসেছিল—

জুলিয়া। বুঝেছি। তা আমি কবরে না থেকে বাইরে কেন?

গানেম। খোদার মরজিতে আমি আপনার কফিন খুলেছি।

জুলিয়া। এ কাজ করলেন কেন? কথা শুনে আপনাকে এক জন সম্ভ্রান্ত ব'লে বোধ হচ্ছে—আপনি এক জন অপরিচিতা মহিলার মৃতাবরণ উন্মোচন করলেন কেন?

বাহার। এই যে বল্লে বিবি সাহেব—খোদার মর্জ্জিতে।

গানেম। বাহার, চুপ কর্!

বাহার। আচ্ছা।

জুলিয়া। আপনি যেই হ'ন, আমার এই সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত দিয়ে, এই যন্ত্রণাময় জাগরণের মাঝে আবার টেনে এনে, কাজ ভাল করেন নি।

বাহার। তা হুজুরকে দোষ দেওয়া কেন বিবি সাহেব! খোদার মর্জ্জিতে হুজুর আবার তোমায় পুঁতে ফেলবে এখন!

গানেম। মার খেলি বাহার!

বাহার। খোদার মর্জ্জিতে হুজুরের বরাতে তুমি নাচ্‌ছ, তাই মাটীতে পুঁতে তুমি যে আবার গজিয়ে উঠলে বিবি সাহেব!

গানেম। তবে পাজী, গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব বল্‌ছি!

বাহার। আর করব না।

গানেম। তুই বিবি সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, বিবি সাহেব যা করতে হুকুম কর্‌বেন শুন্‌বি। আমি দেখ্‌ছি, এখনও বন্ধু তঞ্জাম পাঠিয়ে দিলে না কেন?—কাজ খুব গর্হিত করেছি, তার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি। তবে এটা জান্‌বেন, আপনার সংজ্ঞাশূন্ত দেহ স্পর্শ ক'রে আমি আপনার মর্য্যাদার হানি করি নি। আপনার কনিষ্ঠ সহোদরের মতন এই বালককে দিয়ে আপনার শুশ্রূষা করিয়েছি।

জুলিয়া। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের মহত্ত্বে সন্দেহ ক'রে বেইমানী করেছি। মাপ করুন সাহেব! তবে আমাকে জীবন দান ক'রে, আপনি যে আমার উপকার করেন নি, এই আমার বিশ্বাস। নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম—অজ্ঞাতসারে করুণাময় পিতৃমূর্ত্তিতে মৃত্যু আমাকে কোলে টেনে নিচ্ছিল, তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে রাগান্বিত ক'রে—কাজ কি ভাল করলেন মিঞা সাহেব?

গানেম। তবে কি এ আত্মহত্যা নয়?

জুলিয়া। সুখের রাজত্বে বাস করছিলুম, আত্মহত্যা কর্‌তে কেন যাব? তবে আমি যার চক্ষুঃশূল, যার সুখের পথে অনিচ্ছায় কণ্টক হয়ে আমি নিজেই অনুতপ্ত—তারই কৌশলে আমাকে জীবন্ত কবরে আস্‌তে হয়েছে।

গানেম। কারো উপর বিদ্বেষ রাখবেন না। কোন বিপদে দুঃখ করবেন না। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্ত।

জুলিয়া। (সবিস্ময়ে) কি বল্লেন?

গানেম। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্ত। বলেছি ত, আমি এক জন পথ-ভ্রান্ত অন্ধকার-কবলিত বিপদ্‌গ্রস্ত পথিক। সারারাত এই গোরস্থানে নিরাশ্রয়ে এই পরম বন্ধু বালকের সঙ্গে বৃষ্টির জলে ভিজেছি, আশ্রয়স্থান পাবার জন্ত চারিধারে ছুটেছি, কিন্তু চারিদিকে অন্ধকার! সীমাশূন্ত মৃত্যুভরা প্রান্তর। কে জানত, এক জন অসহায়া অবলার জীবনরক্ষার জন্ত খোদা আমার শত চেষ্টাতেও আমাকে এ স্থান থেকে বেরুতে দেন নি? বিবি সাহেব, আপনি কে, আমি জান্‌তে চাই না; আমিও কে, আপনার জানবার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে এক জন আত্মীয় বলেই জান্‌বেন। তবে আবার যদি কখন বিপদে পড়েন, তখন এই অজ্ঞাত-নামা আত্মীয়ের কথা মনে রাখবেন। মনে রাখবেন—ঈশ্বর যা করেন, শুধু মঙ্গলের জন্ত। সম্পদ্, আপদ্, ব্যাধি, মৃত্যু, ঈশ্বর যা যখন মানুষকে দেন—সব মঙ্গলের জন্ত।

জুলিয়া। আপনি কি গানেম?

বাহার। আর আমি বাচ্চা।

জুলিয়া। আপনি কি গানেম?

গানেম। আমি খোদার দাস গানেম।

বাহার। আর আমি খোদার দাস বাচ্চা।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

গানেম। বুঝি তঞ্জাম এল! আমি আর একবার এগিয়ে দেখি।

[প্রস্থান।

জুলিয়া। বাহার!

বাহার। না—বাচ্চা।

জুলিয়া। না—বাহার। তুমি আমার জীবন-দাতা, আদরের সামগ্রী ছোট ভাই। কিন্তু বাহার!

বাহার। কি বিবি সাহেব?

জুলিয়া। দেখ ভাই, মহামূল্য পুরস্কার দেব।

বাহার। আমি নেব না যে বিবি সাহেব!

জুলিয়া। চিরকাল কেনা থাকব।

বাহার। খেতে দিতে পারব না যে বিবি-সাহেব!

জুলিয়া। বাহার! বাহার! ভাই!

বাহার। আমার কান্না আস্‌ছে কেন বিবি সাহেব?

জুলিয়া। ভাই—তোর মনিব না আস্‌তে আস্‌তে, আমাকে আবার কফিনে পুরে পুরে ফেল।

বাহার। তোমায় কফিন থেকে বার করতে হাতে আমার চোট লেগেছে, আর যে পারব না বিবি সাহেব!

জুলিয়া। দোহাই বাহার! ভাই হ'য়ে হতভাগিনী ভগ্নীকে জীবন্ত দগ্ধ করিস্ নি। আমায় মাটী দে।

বাহার। খোদা পোড়ায় পুড়বে। মাটীর ভেতরেও ত আগুন থাকে বিবি সাহেব।

[প্রস্থান।

জুলিয়া। গানেম—গানেম! এ কি হেঁয়ালি? কালিফের প্রিয়তমা জুলিয়া কবরপ্রান্তরে, আর

সেই কবর-প্রান্তরে গানেম। কি করলে সুলতানা—প্রাণ থাকতে কবরে পাঠিয়ে সমস্ত জীবনের সঙ্গে মরণ গেঁথে দিলে? একেবারে হত্যা ক'রে পাঠালে. বেশী কি অপরাধ করতে? নূরনিহার। গানেমের নামের সঙ্গে যন্ত্রণা এনেছিলি। সর্প শিশু ছিল, সর্বনাশী দেখে যা, সে আজ অজগর হয়েছে। তার উষ্ণদীর্ঘশ্বাসবাহী ফণার তলদেশে অভাগিনী জুলিয়ার প্রাণ। উপায় কি ঈশ্বর? না, উপায় আছে—এখনও উপায় আছে। অন্ধকার—আমার সহায়। শুধু কথা শুনেছি, দেখি নি। সবিতে গানেমের মুখ দেখি নি।—কোথায় গেলি বাহার?

(বাহারের পুনঃ প্রবেশ)

বাহার। এই যে বিবি সাহেব!

জুলিয়া। ভাই, রাত কত?

বাহার। সূর্য্যি উঠলে ব'লে দেব।

জুলিয়া। সূর্য্য কি আর উঠবে?

বাহার। সূর্য্যি উঠেছে। চোক বুজে থাকলে দেখবে কি ক'রে বিবি সাহেব? আবদুল সদাগর আমার মনিব কাণা ছিল, দেখতে পায় নি। তাই চার ধারে ছুটোছুটী করেও যেখানকার মানুষ সেইখানেই ছিল। টাকার পাহাড়ের উপর ব'সে মাটী হাতড়ে ছিল। যে দিন তার চোখ ফুটেছে, সেই দিনই দেখেছে সে গোলার রাজা, দুনিয়ার মালিক। সেই দিন থেকে বান্দা আদর পেয়েছে—চাকর মনিব হয়েছে।

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। আয় বাহার! আসুন বিবি সাহেব, গোলাম এসেছে। কিন্তু বিবি সাহেব! এই রাত্রের মতন আপনাকে সহরের বাইরেই থাকতে হবে। ফটক খুললে, বাহার আপনাকে নিজ স্থানে রেখে আসবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বোগদাদ—গোরস্থানের অপর পার্শ্ব

(নূরনিহারের প্রবেশ)

গীত।

মনের মাঝে বইছে কিসের বায়।
এত কালের সোনার স্বপন ভেঙ্গে বুঝি যায়॥
(আমার) মনের গাঙ্গে ভাঙ্গ ধ'রেছে;
কূল কিনারা ভাসিয়ে দেছে,
সুখ যে কোথায় তলিয়ে গেছে,
কে বা জানে হায়।
ঘোর আঁধারে গগন ছায়,
দিনের আলো ঐ পালায়,
আখির ঠারে লুকিয়ে তা'রে,
কে নিলে কোথায়॥

নূর। কি করলুম! আমায় এত ভালবাসতে জুলিয়া বিবি, এই কি তার প্রতিদান দিলুম? আমিই তোমার মুখে বিষ ধরলুম? এই মাঠ—এই মাঠে সোনার পরী কবরে গিয়েছে, প্রাণ থাকতে গেছে। যারে ভালবাসত, তার হাতের বিষ খেয়ে গেছে। খোদা ফিরিয়ে দাও, সোনার জুলিয়াকে ফিরিয়ে দাও। আমি তার পায়ে প'ড়ে একটু কাঁদি। হায়, হায়! কেন করলুম? সোহী সুলতানার বাঁদী, তার আদর বিষে ভরা, একবারও ভেবে দেখলুম না কেন? তার দেওয়া সরবৎ জুলিয়া বিবিকে দেবার আগে নিজে খেয়ে দেখলুম না কেন? কে-ও দানা?—না, জুলিয়া বেগমের মূর্চ্ছাছায়া? না, কে-ও—সোহী বিবি?

সোহী। আর কেন নূরনিহার? যে গেছে, কাঁদলে সে কি আর ফিরে আসবে? না জেনে, কি খেতে দিতে কি খেতে দিয়েছিস। ভালবাসতিস, ইচ্ছে ক'রে ত আর মেরে ফেলিস নি। জুলিয়া বিবির জন্ম সবাই কাঁদছে। সুলতানা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছেন। কালিফের প্রিয়তমা, ইচ্ছা ক'রে কে তার জীবন নষ্ট করে? ফিরে চল্, সুলতানা অভয় দিয়েছেন, এ কথা কেউ জানবে না। ভয় নেই নূরনিহার, ফিরে আয়। কত লোকের কবর, কোথায় তারে খুঁজে পাবি—ফিরে আয়।

নূর। সুলতানাকে আমার অসংখ্য সেলাম দিয়ে ব'ল, বাঁদী আর ফিরবে না।

সোহী। না—না—কোথায় যাবি? জুলিয়া বেগমের প্রিয় ছিলি, আবার সুলতানার প্রিয় হবি আয়। দেখবি চল্ তাঁর কত আদর!

মুর। কালিফের গৃহে এ মুখ আর দেখাব না।

সোহী। তা হ'লে কোথায় যাবি?

মুর। যেখানে দু' চোখ যায়। আমি আর লোকালয়েই থাকব না, দেওয়ানা হব।

সোহী। ভাল বল্লুম, শুন্‌লি নি, তবে মরগে যা।

মুর। সেলাম বিবি সাহেব।

সোহী। সেলাম (মুরনিহারের প্রস্থান) যা মর্‌গে যা। সুলতানার ইচ্ছে যায় যাক্, ফিরিয়ে কাজ নেই। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। কালিফের আদরে সে বেটীর স্পর্দ্ধা, সে বেটীর আদরে এ বেটীর স্পর্দ্ধা—কাউকে তৃণজ্ঞান করত না। আমার হাতের বিষ—সে বেটী মরেছে, আর এ বেটী আসামী হয়েছে। কালিফ টের পান, এ বেটী মর্‌বে, আমার কি? যাক্—দূর হয়ে যাক্। থাকলে হয় ত গোল হবে, আপদ যাক্, বালাই যাক্।

(বাহারের প্রবেশ)

বাহার। এই বাঁদী বিকিয়ে যাবি?

সোহী। কোন্ নবাব সাহেব আমাকে কিন্‌তে এসেছে?

বাহার। নবাব বাঙ্গা খান। দেখে ঠাওর হচ্ছে না। নে দর বল্।

সোহী। চোপরাও বাঁদীকা বাচ্চা, মু সামালকে বাত কও। বেয়াদব! বেগম সাহেবের সঙ্গে এ রকম কথা? এখনি শির জুদা হবে তা জানিস?

বাহার। বেগম! তা হ'লে মাফ কর বিবি সাহেব! তা হলে সেলাম বিবি সাহেব! কিন্তু বেগম ত বাদসার বাঁদী। আজ নাচ্ছো পেশওয়াজ, হীরে পান্না চুণী জহর—কাল ছ্যা ছ্যা—পরশু দূর দূর—তার পর দিন গলাধাক্কা—তার পর দিন পয়জার—শেষে আবার বাঁদীর হাটে—তা হলে ও বাঁদী, বেলাবেলি বিকিয়ে যাবি? চল না, পয়সা পাবি।

সোহী। তবে রে পাজী, এত অপমান? কে তুই?

বাহার। তোরও যা দশা, আমারও তাই।

সোহী। গোলাম?

বাহার। হাঁ বাঁদী, খোদা আমাকে গোলাম করেছে।

সোহী। তোর মনিব?

বাহার। কেন, আমাদের কিন্‌বি না কি?

সোহী। শুধু কিন্‌ব। কিনে বাড়ীতে নিয়ে, রোজ পিঠে বিশ বিশ করে পয়জার লাগাব।

বাহার। কই লাগা দিকিন বেটী—তুই বেটী যদি বেগম হ'স, তা হ'লে আমিও নবাব। আমি তোর মতন দু দশটা বাঁদীকে কিন্‌তে পারি, একশটা বিলিয়ে দিতে পারি, হাজারটাকে বাবড়ীর দরিয়ায় চুবিয়ে মারতে পারি। আর লাখোটাকে—(পশ্চাৎ হইতে আবহুলের প্রবেশ ও গলা টিপিয়া ধরণ)

বাহার। আর করব না।

আব। তবে রে পাজী।

বাহার। আর করব না হুজুর, তোমার পায়ে পড়ি।

আব। বল্ কোথায় ছিলি?

বাহার। আর থাক্‌ব না।

আব। বেইমান! লেড়কা কা মাফিক আদর কিয়া—

বাহার। আবার কর হুজুর। আবার আদর কর।

আব। আবার আদর? খোদার কসম, তোকে হাটে নিয়ে আগে বেচব তবে জল খাব।

সোহী। মিঞা সাহেব, গোলামটাকে আমায় বেচে ফেল্‌বে?

আব। এখনি, আর বেইমানকে রাখব না।—নেবে কি বিবি সাহেব?

সোহী। এখনি, দর বল।

আব। দশ হাজার টাকায় খরিদ বিবি। খোরাসানী লেড়কা, আমীরকা মাফিক চেহারা, আমীরকা মাফিক দেল, আমীরকা মাফিক কদর। ইস্কো ওয়াস্তে বহুত রূপেয়া বরবাদ কিয়া, বহুত খানা পিনা দিয়া—বিশ হাজার দেও বিবি সাহেব।

বাহার। না বিবি সাহেব, আট আনা।

আব। চোপরাও সূয়ার।

বাহার। আর চোপরাও কেন? তোমার সঙ্গে যখন সম্পর্কই রইল না, তখন নতুন মনিবের

সুবায় দেখব না? মিথ্যে কইব কেন? কি বল বিবি?—আমি খোরাসানী নই বিবি—হিন্দুস্থানী।

আব। বটে! তবে বাজারে এক পয়সায় বেচতে হয় সেও স্বীকার, তবু এখানে বিশ হাজারের কমে বেচব না।

সোহী। তাই দেব, বিশ হাজারই দেব। এই নাও মির্জা সাহেব, বিশ হাজার টাকার হুণ্ডী। লাল কুঠি থেকে টাকা নাও।

বাহার। হুজুর, আমায় বিক্রী ক'র না, খোলসা দাও, আমি রোজগার ক'রে তোমার টাকা শোধ দেব।

আব। চোপরাও বেটা, উহার যাও। (হুণ্ডী পড়িয়া কুর্ণিশ করিতে করিতে) হুজুরাইন। আপনি কি সুলতানা?

সোহী। সুলতানার প্রধানা সহচরী, সোহী বেগম। রসিদ দিয়ে চ'লে যাও, আর দাঁড়িও না! এইবারে পাজী, তোমায় কে রাখে?

[আবদুলের প্রস্থান।

বাহার। যে চিরকাল রেখে আসছে—সেই খোদা!

সোহী। চল না, তোমাকে নিয়ে তোমায় রাখাব এখন!—আবার কি মির্জা?

(আবদুলের প্রবেশ)

আব। বেগম সাহেব।

সোহী। আবার কি মির্জা? টাকা পাবার ভয় করছ?

আব। না বিবি সাহেব, কিন্তু বিবি সাহেব—

সোহী। আবার কিন্তু কেন? লোকসান বোধ করছ? আরও কিছু চাও?

আব। না বিবি সাহেব, আর চাই না!

সোহী। তবে কি চাও?

আব। আমার আর কেউ নেই।

সোহী। গোলামকে ফিরিয়ে নিতে চাও?

আব। আমি হাতে ক'রে মানুষ করেছি।

সোহী। তা করেছ করেছ, আমি ত আর জোর ক'রে কেড়ে নিই নি! বুড়ো বিন্দে, বেচলে কেন?

আব। রাগের মাথায়!

সোহী। ফেরত আর হ'তে পারে না।

আব। আজ ছয়মাস হুজুর বল্‌তে শিখেছে। এর আগে বাপ বলত! এই টাকা নাও।

সোহী। না, তা আর কিছুতেই হ'তে পারে না।

আব। জরিমানা দিচ্ছি—

সোহী। আমি চাই না।

আব। পাঁচ হাজার!

(ট্যাঁক হ'তে হুণ্ডী বাহির করণ)

সোহী। আমি চাই না।

আব। আর দশ হাজার!

(পাগড়ী হইতে হুণ্ডী বাহির করণ)

সোহী। টাকার লোভ দেখাচ্ছ কি মির্জা? আমি তোমাকে আর দশ হাজার দিচ্ছি—এই নাও।

[মাটীতে নিক্ষেপ।

আব। আউর লাখ!

[পেট হ'তে বাহির।

সোহী। এই লেও, তোম্ আউর লাখ।

(মাটীতে নিক্ষেপ)

আব। দোহাই বেগম সাহেব!

বাহার। তোমায় ছেড়ে কি ক'রে থাকব বাপ?

আব। ঐ শোন বিবি, আবার বাপ ধরেছে! ম'রে যাব ম'রে যাব। পাজী, নচ্ছার, বেইমান, উল্লুক, সারা রাত্রি কোথায় ছিলি?

বাহার। ভ্যাঁ—ভ্যাঁ—

আব। দাও বিবি মেহেরবানী! টাকায় হবে না বুঝেছি বিবি! মেহেরবানী খয়রাত কর!

সোহী। কিছুতেই নয়, ও আমার বড় অপমান করেছে!

আব। নাকে খৎ দে পাজী—নাকে খৎ দে!

বাহার। হ্যাঁ—দায় প'ড়ে গেছে। বাঁদী বেটীর কাছে নাকে খৎ দেবো! ও বাঁদী, ছেড়ে দে না!

সোহী। নেহি গোলাম, আও মেরা সাথ।

আব। দিবি নি?

সোহী। চোপরাও বেয়াদব, মু সাম্‌হালকে বাত কও।

আব। তবে এই লে তেরা রূপেয়া, আর এই লে তেরা দেন মোহর, আর এই লে তেরা খসম। (বাহারকে সোহীর গায়ে নিক্ষেপ)।

[বেগে প্রস্থান।

সোহী। আইয়ে ছোট মিঞা।

বাহার। চলিয়ে বড়ী বাঁদী! আমায় নিয়ে গিয়ে কি করবে বিবি সাহেব?

সোহী। সোনার পালঙ্কে শুইয়ে ঘুম পাড়াব।

বাহার। আর সেই অষুধ খাইয়ে দেবে?

সোহী। (চম্‌কিয়া) কোন্ অষুধ।

বাহার। আর জ্যান্ত থাক্‌তে থাকতে কফিনে পুরবে?

সোহী। চোপরাও, এ কথা তোকে কে বল্লে?

বাহার। আর জ্যান্ত থাক্‌তে থাক্‌তে এই মাঠে মাটী দিতে আসবে?

সোহী। চোপরাও পাজী, সে কি আমি?

(চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ)

বাহার। কে, এই বলছি শোন না বিবি?

সোহী। তোমার নাম কি ভাই বাচ্ছা?

বাহার। একটা বোকা বাঁদী পেয়েছিলি, তাই তার হাত দিয়ে কাজ চালিয়েছিলি। আমার বেলায় কার হাত দিয়ে দেবে বিবি সাহেব?

সোহী। ঝুটা বাত—কে তোকে বলেছে?

বাহার। খোদা—খোদা শুধু এই কথা বলে নি, আরও কত কি বলেছে শোন্। মারবারই যদি ইচ্ছে ছিল, তা হ'লে ঘুমের অষুধ দিলি কেন বেটী? আয় বেটী, দেখবি আয়। কফিনে পুরে পুততে পাঠিয়েছিলি, কিন্তু কফিন ফাঁক!

সোহী। বাচ্ছা—ভাই! খোদার কসম—বকসিস দেব, আদর করব।

বাহার। কফিনে কিছু নেই—শুধু হাওয়া।

সোহী। আমীরি দেব।

বাহার। কফিন কাঁদছে, শুতে চাস ত আমার সঙ্গে যায়।

সোহী। ভাই রক্ষা কর্। মেহেরবানী করে রক্ষে কর্।

বাহার। এই বেলা আয়, নইলে ডালকুত্তা আর নুনের ছিটে—শীগ্‌গির আয়।

সোহী। আমি নই, দোহাই আল্লা—আমি নই—

(পলায়নোদ্যোগ)

বাহার। এ বাঁদী খোলসা দিয়ে যা।

সোহী। খোলসা!

বাহার। আর বকসিস্?

সোহী। ওই নে। (লক্ষ মুদ্রার চেক প্রদান)

বাহার। আর নাকে কানে খৎ?

সোহী। আচ্ছা।

বাহার। এগুলো কুড়িয়ে নিই?

সোহী। নে।

বাহার। যা, চলে যা—কাউকে বল্‌ব না।

সোহী। খোদার কসম?

বাহার। কাউকে বলব না, আমায় বিশ্বাস কর—সেলাম।

সোহী। সেলাম। সেলাম!

[প্রস্থান।

বাহার। এই বকসিসের এক লাখ, এই এক লাখ, এই এক লাখ, এই দশ হাজার, এই পাঁচ হাজার, আর এই বাচ্ছার দাম ত্রিশ হাজার। গানেম হজুরের খরচ এমনি ক'রে খোদা চালায়। যাই, মুরনিহার বাঁদীকে পেয়েছি, আর গোটাকত বাঁদী নিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বোগদাদ—বনমধ্যস্থ বাটী।

জুলিয়া ও গানেম।

গানেম। আমি যে আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করব বুঝতে পারছি না।

জুলিয়া। বাঁদী ব'লে সম্বোধন করুন।

গানেম। এত মূল্যবান পরিচ্ছদে বাঁদী!

জুলিয়া। বাঁদী।

গানেম। আমি ত বাঁদী বল্‌তে পারব না। এত মহামূল্য অলঙ্কারে বাঁদী!

জুলিয়া। এমন প্রাণ, এমন দয়া, এমন মিষ্ট কণ্ঠ, সব অনুভব করলুম; খোদার মর্জ্জিতে এমন শুভক্ষণ পেয়ে দৃষ্টিসুখে বঞ্চিত হব? একবার দেখি, কেমন সুন্দর গানেম।

গানেম। আমি বাঁদী বল্‌তে পারব না।

জুলিয়া। দেখি, কেমন সুন্দর গানেম।

গানেম। বিবি সাহেব!

জুলিয়া। তবে আপনার যা অভিরুচি হয়! বেয়াদবি মাপ হয়, আমি হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি।

(অবগুণ্ঠন মোচন) আহা কি গানেম, কি সুন্দর গানেম!

গানেম। আহা কখনই নয়! মেহেরবাণী ক'রে বলুন, রাজ্যেশ্বরী, সাজাদী কি ওমরাও-নন্দিনী?

জুলিয়া। কিছু নয়, বাঁদী।

গানেম। এ ভুবনমোহন রূপ—

জুলিয়া। বাঁদীর—আপনি মহাশয়, সুতরাং সত্যবাদী আপনি যখন বল্লেন, তখন আমি নিশ্চিতই সুন্দরী। কিন্তু এত রূপ নিয়ে আমায় বাঁদী হ'তে হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। কেমন মিঞা সাহেব?

গানেম। নিশ্চয়!

জুলিয়া। ঈশ্বর আমাকে বাঁদী ক'রে আমার প্রতি কার্য্য পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঈশ্বর মিঞা সাহেবকেও ত পথভ্রান্ত করেছেন। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। কেমন না মিঞা সাহেব?

গানেম। নিশ্চয়।

জুলিয়া। কোথায় চিরজীবনের জন্য অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে রাখব, না কোথায় করুণাময় গানেমের কৃপায় আবার আমি জীবনে ফিরে এলেম! কিন্তু এ কি দয়া গানেম সাহেব? সংসার আমাকে ভুলতে চেয়েছিল, সংসারে সুখ পাইনি বলে, কিন্তু গানেম তাকে ভুলতে দিলে না, গানেম আমাকে মরতে দিলে না। কিন্তু গানেম সাহেব যা করে সব ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আর ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। কেমন না গানেম সাহেব?

গানেম। বিবিসাহেব, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

(বাহারের প্রবেশ)

বাহার। হুজুর, তাঞ্জাম এনেছি।

গানেম। এনেছ? তা হ'লে বেলা না হ'তে হ'তে বিবি সাহেবকে তাঁর বাড়ীতে রেখে এস।

জুলিয়া। হৃদয় কারে দিতে কারে দিয়েছি? শ্রদ্ধার পাত্র, ভক্তির পাত্র সম্রাট, আমায় ভক্তি দাও।

বাহার। এস বিবি সাহেব! বা—বা—এ কি হুজুর? হুজুর, বিবি সাহেব কি সুন্দর!

গানেম। বড় সুন্দর!

জুলিয়া। দয়ার আধার সম্রাট, শুধু ভক্তি দাও, আমার হৃদয় ফিরিয়ে দাও। স্বাধীনতা দিয়েছ, সেই সঙ্গে আমার আমিত্ব ফিরিয়ে দাও।

বাহার। মুখে ঘোমটা দাও বিবি সাহেব, ঘোমটা দাও।

জুলিয়া। এই সৌন্দর্য্য আমাকে বাঁদী করেছে, অকালে অন্যায় বলপ্রয়োগে কবরে এনেছে। আরও কি দুর্দ্দশা করবে, কে বলতে পারে?

গানেম। আবার দুর্দ্দশা?—না বিবি সাহেব! খোদা আপনাকে দুর্দ্দশার সীমা পার ক'রে দিয়েছেন।

জুলিয়া। কই দিয়েছেন? আবার দুর্দ্দশা—দারুণ দুর্দ্দশা!

বাহার। কিছু নয়—কিছু নয়। সকাল সকাল ঘোমটা দাও, তা হ'লেই সকল দুর্দ্দশার অবসান।

গানেম। ও কি বেয়াদব।

জুলিয়া। এ যন্ত্রণা থেকে ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দেবেন কি?

গানেম। অবশ্যই দেবেন—ঈশ্বর মঙ্গলময়।

বাহার। তুমি মুখ ঢাকলেই দেবেন, বিবি সাহেব! নইলে দেবেন না। তা তিনি যেই হ'ন।

গানেম। তবু বেয়াদবি বাহার?

বাহার। তবে থাক্—তবে থাক্! খোদা মুখ খুলিয়ে রেখেছে, খোদা চোখে চোখে মিলিয়ে দিয়েছে—খোদা যা করেন, মঙ্গলের জন্য। তবে কি না হুজুরের মা আছে, বোন আছে, দোস্ত আছে, আর বাচ্ছা আছে।

গানেম। খবরদার বাচ্ছা!

বাহার। আর আছে সেই বুড্‌ঢা আবদুল। তা সে হয় ত হুজুরকে না দেখতে পেয়ে, বিবি সাহেবের কবরের পাশে, পাঁচ হাত মাটীর নীচে—

গানেম। কাজ নেই, মুখ ঢাক বিবি সাহেব!

বাহার। আর কে আছে? আর কে না আছে? মা-হারা ছেলে আছে, স্বামীহারা স্ত্রী আছে, অন্নহীন, শক্তিহীন, রোগী, খঞ্জ, আতুর—নেই কে?

গানেম। মিছে কি সুন্দরি! এ অযাচিত অনুগ্রহ কেন? এ সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহার, এক জন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে এ প্রকার পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ আপনার ন্যায় মহিলার উচিত নয়।

আমারও আপনার সম্মুখে এরূপে অবস্থিতি নিন্দনীয়। মাপ করুন, যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ন।

বাহার। আর থাক্ থাক্—পাখীটি পর্য্যন্ত জানবে না, জান্‌তে শুধু খোদা। তবে খোদা কি না জানে? তবে থাক্। বোগদাদ অন্ধকার, রাস্তাঘাট মানুষশূন্য, দোকান-পাট বন্ধ, গৃহস্থের বাড়ীর দোর বন্ধ—বোগদাদ আবার যে গোরস্থান—সেই গোরস্থান।

গানেম। মানে কি?

বাহার। জুলিয়া বেগম ম'রে গেছে।

গানেম। (সবিস্ময়ে) আপনিই কি জুলিয়া?

জুলিয়া। আমিই সেই হতভাগিনী।

গানেম। যার প্রেমাকাঙ্ক্ষী কালিফ, এক বৎসর সমস্ত রাজকার্য্যে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন, পাগলের মত হয়েছিলেন—সেই জুলিয়া?

জুলিয়া। (গানেমের হস্তে অবগুণ্ঠন দান)

গানেম। এ কি? স্বর্ণাক্ষরে এতে কি লেখা?

জুলিয়া। পাঠ করুন। (স্বগতঃ) বোগদাদেশ্বর স্বাধীনতা দিয়েছ, তোমায় কৃতজ্ঞতা দিয়েছি, ভক্তি দিয়েছি, সেলাম দিয়েছি। মন যে বড় অবাধ্য, সে যে আমার কথা শোনে না জাহাপনা।

গানেম। (পাঠ করণ) (নতজানু হইয়া) মাপ কর বেগম সাহেব!

জুলিয়া। মাপ কেন গানেম?

বাহার। আমাকেও মাপ কর বেগম সাহেব! মুখে দু হাজার ফুঁ দিয়েছি, ঘাড়ে দশহাজার কিল মেরেছি, কানে বিশ হাজার মলা, আর চুলে এক লাখ টান—মাপ কর জুলিয়া খানুম! (নতজানু)

জুলিয়া। ওঠ গাধা উল্লুক!

বাহার। আচ্ছা।

গানেম। বাহার!

বাহার। হুজুর!

গানেম। এখনি বেগম সাহেবকে রঙ্গমহলে পৌঁছে দিয়ে এস।

[প্রস্থান।

বাহার। আচ্ছা, ঘোমটা দাও, হাত ধর, এস বেগম সাহেব!

জুলিয়া। বাহার!

বাহার। বাচ্ছা।

জুলিয়া। আচ্ছা ভাই। এখন একটা চুপি চুপি কথা বলি শোন্।

বাহার। বল।

জুলিয়া। দেখ ভাই, তুমি আমার ছোট ভাই।

বাহার। আমি গোলাম।

জুলিয়া। না বাহার, না বাহার! সময় যদি আসে, তখন জগতের লোককে দেখিয়ে দেব, বাহারের স্থান সম্রাটের আসন হ'তেও কত উচ্চে।

বাহার। তা হ'লে তুমি যেমন আছ, তেমনি থাক, সে সময় যেন না আসে।

জুলিয়া। আমার দুর্দ্দশা তোর ভাল লেগেছে?

বাহার। তোমার দুর্দ্দশা বড় মিষ্টি!

জুলিয়া। চোপরাও, গাধা গিদোড়, উল্লুক-বাচ্ছা! দেখ ভাই বাহার, দুর্দ্দশায় আমার হাসি এসেছে।

বাহার। হাসি মানুষ চেনে, জায়গা চেনে, তাই এসেছে।

জুলিয়া। আমি আলোক দেখেছি!

বাহার। আলোক যে দুর্দ্দশার গোলাম বিবিসাহেব!

জুলিয়া। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য, কেমন না বাহার?

বাহার। বটে—কিন্তু বোঝা শক্ত।

জুলিয়া। আবার শক্ত কেন? বড় জোর অপমান, অত্যাচার, পীড়ন, মৃত্যু। খুব বেশী না হয় গানেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এই ত? খোদা যা করেন, মঙ্গলের জন্য। নে বাহার এই হার নে, বাজারে বিক্রি ক'রে গোটাকতক বাঁদী, গোটা-কতক গোলাম আর খানাপিনার জোগাড় ক'রে নিয়ে আয়। তাই বলেছি বাহার! জ্যেষ্ঠ হারিয়েছি, কনিষ্ঠ পেয়েছি। গানেম মিঞা যে তোকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, তা আর হচ্ছে না। নে, হার নে।

বাহার। রোস, হুজুর আসছে।

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। ঈশ্বর! এ আমার কি করলে? দয়াময়, এ আমার কি যন্ত্রণা! মঙ্গলময়, এ মঙ্গলের ভাব যে বুঝতে পাচ্ছি না?

বাহার। কি বলব?—বহিন্ আমার যেতে চাচ্ছে না।

জুলিয়া। আবার যদি কবরেই পাঠাবে মনে ছিল, তবে আমাকে তুলে এনেছিলে কেন গানেম?

াানেম সাহেব, যতদিন না কালিফ তাতার থেকে ফিরে আসেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে আপনার াশ্রয়ে রাখ। গানেম! বাঘিনীর বিবরে আমাকে ার পাঠিও না—আমি আশ্রয়ভিখারিণী।

গানেম। তা হ'লে আমার খাঁ খানানের াশ্রয়ে চলুন!

জুলিয়া। না—তা যাব না। আমি আর কারো াছে পরিচিতা হ'তে পারব না। তার চেয়ে মৃত্যু াল।

গানেম। মেহেরবানী কর বেগম সাহেব! ুমি কালিফের প্রিয়তমা—তুমি জুলিয়া। তুমি যে িন কালিফকে ধরা দিয়েছিলে, সে দিন দুনিয়া মজেছে, বোগদাদ আলোক দেখেছে, আমি আনন্দে াত্মহারা হয়েছি, মহাকৃপণ আসৃংফির ভাণ্ডার খুলে ়য়েছে!

জুলিয়া। বাহার, আমায় নিয়ে চল।

গানেম। তাই ত, সেখানে গেলে যে মারা াবে বিবি!

জুলিয়া। কেন গানেম, ভয় কি গানেম? ুমি এই যে আমাকে মন্ত্র শেখালে, খোদা যা ়রেন, মঙ্গলের জন্য। কবরে—এনেছিলেন, মঙ্গল- য় জুলিয়াকে গানেমের শুশ্রূষা দান করবার জন্য। ন বুঝেনি, মন আবার বুঝতে হয়, এতদিন ানতেম না। বুঝি মনের গানেমের শুশ্রূষা পাবার ভিলাষ ছিল, তাই মরা মানুষ ফিরে এসেছে। ্রাণপূর্ণ তুমি, প্রাণ দিয়ে কথা কইয়েছ। এখন াবার কবরের মানুষ কবরে ফিরে যাবে, তাতে য় কেন গানেম?

গানেম। কি করি বাহার?

বাহার। রাখ।

গানেম। তার পর!

বাহার। (উর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া)—খোদা!

গানেম। আমার হাতে যে পয়সা নেই।

জুলিয়া। আমার অলঙ্কার আছে।

বাহার। খোদা দেবে, তোমার গহনা বেচতে ্ব কেন? পয়সা চাও?

জুলিয়া। হাঁ ভাই বাহার, পয়সা চাই।

বাহার। এই নাও।

গানেম। সত্যিই তো এ যে অনেক টাকা! োথায় পেলি বাহার? কে দিলে বাহার?

বাহার। আর বলাবলি কি—বাঁদী চাই?

জুলিয়া। চাই।

বাহার। নুরনিহার!

(নুরনিহার ও বাঁদীগণের প্রবেশ)

নুরনিহার।

গীত।

আকাশে ঢেউ লেগেছে
চাঁদ ফুটেছে চাঁদের গায়।
ছড়িয়ে গেছে সোনার কিরণ ফুরফুরে হাওয়ায়॥
ভেঙ্গে আলস, লয়ে কলস
গগনভরা ফুল,
ছুটেছে পবনভরে সোহাগে আকুল।
দেখলে পাছে জড়িয়ে ধরে গায়,
তাই তোরে বারণ করি,
যাসনে লো তার সীমানায়॥

বাঁদীগণ।

গীত।

পিরিতি বলিয়া তিনটি আখরে ফুলটি ফুটেছে।
ফুলের মধুর মধু-লোভে বঁধু অমনি এসেছে॥
টিপ টিপি ফেলে পা,
আপন গোপনে, ঢেকেছে যতনে,
আঁধার বসনে গা।
বঁধু তবু পড়েছে চেনা।
দাম দিয়ে পুরো ষোল আনা
চোরের মতন আনাগোনা,
আপন কাছে পাছে পড়ে চেনা,
বঁধু মাথা গুঁজেছে॥

তৃতীয় অঙ্ক

—:•০•:—

প্রথম দৃশ্য

শিবিরাভ্যন্তর।

বাঁদীগণ।

গীত।

জলের খেলা জলের গায়।
উঠে প'ড়ে, যে যার কাঁধে চড়ে,
ছড়িয়ে, ছড়িয়ে গড়িয়ে যায়॥

(ওগো) তারে বলে তরঙ্গ,
একটু পরশে অমনি তরাসে,
নিমেষে দেয় সে ভঙ্গ,
তবু তার রঙ্গ লেখা, জীবনের সঙ্গে মাখা,
অঙ্গে তার যায় না দেখা,
লুকিয়ে বিষাদ রয় কোথায়॥

কালিফ। দেখ সখা, আর আমার কথার প্রতিবাদ ক'র না! ধর্ম্মতঃ তাতার জয়ের সম্পূর্ণ যশে তোমার অধিকার। আর এ ভীষণ যুদ্ধে তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'রে আমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করেছ, এই নবাধিকৃত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ কর।

আজিব। গোলাম এত উচ্চপদ পাবার যোগ্য নয়।

কালিফ। আবার প্রতিবাদ? দেখ, কালিফ হারুণ-আল-রশীদ এ জীবনে কখন কারো কাছে ঋণী হয় নি। তবে তোমার এত বড় কার্য্যের পুরস্কার না দিয়ে, তোমাকে দেখে, নিত্য জড়সড় হয়ে থাকব কেন? যদি চ'লে যাও, তা হ'লে কি কেবল তোমার কথাই চিন্তা করব? রাজকার্য্য করব না? মন খুলে আমোদ উৎসবে যোগ দিতে পারব না? ঈশ্বরচিন্তার সময়েও তোমার কথা মনে পড়বে! তা হ'তে পারে না। এর চেয়ে তাতারীদের হাতে আমার পরাভব ছিল ভাল। কারাগারে একান্ত মনে ঈশ্বরকে ডাকতে পেতুম। এ আমার সব যাবে! আমার জীবনের সমস্ত শান্তি দিয়ে এ যুদ্ধ-জয়ের যশ ক্রয়। তা হ'তে পারে না। পরিচয় দিতে ইচ্ছা না কর, আর তোমাকে অনুরোধ করব না। কালিফের সখা, এখন এই তোমার পরিচয়। কিন্তু সখা, পুরস্কার তোমায় নিতেই হবে।

আজিব। আপনার অনুগ্রহ—আপনার সখা সম্বোধনই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, অন্য পুরস্কারে ধর্ম্মতঃ আমার অধিকার নেই।

কালিফ। কেন?

আজিব। আমি বান্দা জাঁহাপনা।

কালিফ। তোমার মনিব?

আজিব। বসোরার এক সওদাগর পুত্র।

কালিফ। নাম?

আজিব। গানেম।

কালিফ। বেশ, তোমার খোলসা। কালিফের প্রিয় কারো বান্দা থাকতে পারে না। আমি তার কাছে আদেশ পাঠাই, সে তোমায় এখনি খোলসা দেবে।

আজিব। জাঁহাপনা, গোস্তাকি মাপ হয়। আপনি রাজ্যেশ্বর, আমার মনিবের মনিব। আপনি তাঁকে আদেশ করলে তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য। কিন্তু তিনি আমার মনিব। আবার বলি, গোস্তাকি মাপ হয়, তাঁর সঙ্গে কালিফের যে সম্পর্ক আমার সঙ্গে তাঁর সেই সম্পর্ক। কালিফের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা অধর্ম্ম! মুসলমান আমি, সে বেইমানি কেন করব জাঁহাপনা? খোদাদের কালিফকে দিয়ে আমার কালিফের অসম্মান করব কেন?

কালিফ। মূল্য?

আজিব। তিনি নেবেন না।

কালিফ। রাজ্য?

আজিব। তাঁর চক্ষে আমি অমূল্য। অর্দ্ধ রাজ্যে আমার বিনিময় হবে না।

কালিফ। নারী?

আজিব। তাঁর পিতৃ-বিয়োগের পর মন সুস্থ রাখবার জন্য অপূর্ব্ব সুন্দরী বন্দিনী এনে, সেবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি দর্শনমাত্রেই তাদের খোলসা দেন। এই একটু পূর্ব্বে যে সকল বন্দিনী আপনার সম্মুখে নৃত্য ক'রে গেল, আর যাদের আপনার হারেমের আপনার সসেবার যোগ্য বিবেচনা ক'রে বোগদাদে পাঠিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছেন, আমার স্মরণ হচ্ছে, যেন ওদেরই মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠটিকে আমার মনিবের জন্য কেনা হয়।

কালিফ। কিছুতেই তোমাকে মুক্তি দিতে পারব না?

আজিব। মুক্তিলাভের উপায় যে দেখতে পাচ্ছি না জাঁহাপনা।

কালিফ। উপায় আছে—তুমি মুক্তি চাও না।

আজিব। মুক্তি চাই না? প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ঈশ্বরের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করি। কীটাণুও যে দাসত্ব করতে আবদ্ধ হ'তে চায় না জনাব! জাঁহাপনা আমায় মুক্তি দিন! নইলে এ জীবনে যাকিছু উপার্জ্জন করব, সব তাঁর। আমার বলবার কিছু থাকবে না।

কালিফ। এ যে বিষম যন্ত্রণা। দেখ, তোমাকে তবে সাফ কথা বলি, তোমার সহবে আমি মুগ্ধ

হয়েছি। অধিক আর কি বলুব, তোমাকে আত্মদান করেছি। যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার মুখ রক্ষা করেছ, সেই মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার হয়েছি।

আজিব। দেখুন দেখি, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার উপার্জ্জন কালিফ আপনাকেও কি তাঁর সম্পত্তি কর্‌তে হবে?

কালিফ। আমার প্রতিজ্ঞা—তোমায় মুক্ত কর্‌ব! ঋণশোধের জন্ত কালিফ কালিফের বিনিময় দিতে পারে, প্রাণ বিক্রয় কর্‌তে পারে। জান কবুল—তোমায় খোলসা দেওয়াব। মেস্‌রৌর।

নেপথ্যে। জনাব!

(মেসরৌরের প্রবেশ)

কালিফ। আমার দোস্তকে রাজধানীতে নিয়ে যাও। আমাকে যে সম্মান দেখাও, সেই সম্মানের সহিত সাবধানে নিয়ে যাবে। উজীরকে বল্‌বে, যতদিন না আমি প্রাসাদে যাই, ততদিন এই রাজ-অতিথির সেবার ভার তার উপর রইল। আর শুন, ঐ আরমাণী বাঁদীটিকে আবার আমার কাছে আস্‌তে বল।

[মেস্‌রৌর ও আজিবের প্রস্থান।

অভিমান—প্রেম—একটা সদাগর-পুত্রের কাছে কালিফ মাথা হেঁট কর্‌বে? তা হ'তে পারে না। কি ক'রে কৃতজ্ঞতা দেখাই? কেমন ক'রে সবাকে পাই? ভিক্ষা? ছি—ছি—লজ্জার কথা! তা হ'লে কি দিই? কি দিলে এ যুবকের বিনিময় হয়? ধন? না। রাজপদ? না। স্বাধীন রাজ্য? না, তাও না! কিন্তু সুন্দরী রমণী রাজ্য হতেও লোভনীয়া, চিত্তাকর্ষিণী। রমণী! তাতেও নয়! বিশ্বাস হয় না—মিথ্যা কথা। তা হ'লে জুলিয়া!—ভুবনমোহিনী, জীবনসর্ব্বস্ব, কালিফের সুখের সর্ব্বস্বসার জুলিয়া! বিনিময়ের এক সামগ্রী তুমি আছ! সেই তোমাকেও যদি অভিমানের মন্দিরে বলি দিতে হয়, তাও দেব। শুধু প্রেম বজায় রাখব। সে কত বড়বীর—তুমি, আমিও তার মুণ্ডপাত কর্‌তে পারব না? সে প্রেমে দুহিতা বশীভূত হয়—কে সে গানেম? কত জোরী গানেম?

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাজার রাস্তা।

আবদুল সওদাগর।

আব। হায় হায়! কি কর্‌লুম? কেন তারে সঙ্গে নিলুম? আরে পাঁদা সদাগর! তুই অসময়ে ম'লি কেন? আর বুড়টা, তুই ঠিক সময়ে এলি কেন? আরে ফটক, তুই পড়লি কেন? আরে টাকা, তুই টানলি কেন? হায় হায় হায়! হা গানেম, হা গানেম! তার ওপর আবার বাচ্ছা! এক সময়েই স'রে পড়্‌ল? বার বছর মানুষ করা—বার বছর কাছে কাছে—বার বছর খোরাক রাবড়ী হালুয়া বেদানা খেয়ে হা বাচ্ছা—হা গানেম—হা বাচ্ছা—হা গানেম! কোন মুখে বসোরা যাব? কি ব'লে তোর মা-বোনকে বোঝাব? কেমন ক'রে রাজা ল্যাড়কাকে মুখ দেখাব? হা গানেম! হা গানেম!

(কালিফের প্রবেশ)

কালিফ। গানেম নেই?

আব। গানেম নেই, বাচ্ছা নেই, আমি নেই, দুনিয়ায় মানুষ নেই, সে খয়রাৎ নেই, সে ইমান্‌ নেই।

কালিফ। কি বল্লে মিঞা? আমায় যে অজ্ঞান কর্‌লে! আমি যে তার খবর নিতে তার মা-বোনের কাছ থেকে এসেছি!

আব। এসেছ! এসেছ—কিন্তু কোথায় এসেছ? আবদুল্‌ মিঞার খবরে আমি গানেমের ধন আগলে ব'সে আছি, মামুলো হ'য়ে ফকির তাড়াতে ব'সে আছি, গানেমের জন্ত ব্যবসা ছেড়েছি, বাচ্ছা ছেড়েছি। আমার বাচ্ছা—ল্যাড়কাকা মাফিক বাচ্ছা! মিঞা সাহেব! গানেমের কাছে এসেছ? কিন্তু দেখছ কি, সব্‌ ফাঁক! আদমী নেই, খোদার নাম নেই, গানেমের জয়জয়কার নেই। কি দেখছ মিঞা, দেখাতে পারলুম না কালিফের বাড়ীর সিং-দরজায়ও তত লোক ছিল না—দেখাতে পারলুম না।

কালিফ। বল্লে কি মিঞা, আমার সকল আশা নির্ম্মূল কর্‌লে?

আব। আর বলুব কি? বলবার আর কিছু নেই।

কালিফ। বুঝ্তে পেরেছি তুমি দারুণ কৃপণ। গানেম ভায়ের রোগে হকিম ডাকনি, প্রাণ থাকৃতে ভাই আমার কবরে গেছে।

আব। তার নয়, আমার রোগ। সন্ধ্যাবেলা থাঁদা সদাগরের গোর দেখিয়ে সঙ্গে আন্‌ছি, ফটক পড়ে পড়ে, এমন সময় এক বেটী ডাইনী, বুড়ী, "বাবা ছেলে হারিয়েছে" বলে কঁদতে কাঁদতে এসে পড়ল। আমার টাকা রোগ—এ দিকে সহর, ওদিকে তলী, মাঝে ফটক। টাকা আমাকে এদিকে টান্‌লে, দয়া গানেমকে ওদিকে টান্‌লে। মাঝে ফটক—পড়ে গেল। আর গানেমকে পেলুম না।

কালিফ। সে কতদিনের কথা?

আব। প্রায় তিনমাস।

কালিফ। আর বাচ্ছা?

আব। বাচ্ছা? হা বাচ্ছা, হা বাচ্ছা। তারিফের কথা মিঞা। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কি করুব, কোথা যাব ভেবে এ-দিক ও-দিক চাচ্ছি, পেছনে দেখি না বাচ্ছা। তার পর তারিফ মিঞা। সম্মুখে চেয়ে দেখি, গানেম নেই। পেছনে চেয়ে দেখি বাচ্ছা নেই। হা গানেম! হা গানেম!

[প্রস্থান।

কালিফ। ভয় নেই মিঞা। দেল খোস রাখ, আমি গানেমকে এনে দিচ্ছি। যেও না মিঞা—ও মিঞা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

নুরনিহার ও বাহার।

গীত।

নুর। যা যা ঢের দেখেছি
ক্ষমতা তোর গেছে জানা।
বাহার। নইলে কি ঘুরে ফিরে করিস
এত আনাগোনা।
নুর্। কেন তা জানিস কিছু,
বাহার। ঘুরব ব'লে পিছু পিছু,
নুর। ঘুরিস তা করিস ভাল, করব না মানা।
বলব নাকো ফিরে যা,
কানে কথা তুলব না,
দেখব নাকো যাওয়া আসা তোর,
থাকব হ'য়ে কাণা।

বাহার। তা হ'লে কি করা যায়, হুঁ হুঁ তানা নানা।

নুর। আর দুজনে এমনি ক'রে করি পোড়েন টানা। দেখ বাহার, তোকে আমি স্পষ্ট কথা বলি। আর জানিস ত আমি যখন বলি, তখন স্পষ্ট কথাই বলি।

বাহার। তা ঠিক, অস্পষ্ট বল না।

নুর্। কেমন, বলি না ত? তা হ'লে শোন, আজ কাল আমি তোকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। তুইই যত সর্ব্বনাশের মূল। তুই না থাকলে, আর কোন্ দুস্মন সেই ঘোর দুর্য্যোগে সেই অন্ধকারময় প্রান্তরে সাজাদীর সুখের ঘুম ভাঙ্গাতে উপস্থিত হ'ত?

বাহার। খোদা।

নুর্। নুরনিহার দেওয়ানা হ'তে চলেছিল, কোন দুস্মন ছলনা ক'রে পথ ভুলিয়ে তাকে মৃত্যু হ'তেও ভীষণ এই জীবন-যন্ত্রণা দেখাবার জন্য, জীবন্তে তাকে দগ্ধ করবার জন্য, এই জলন্ত অনলে নিক্ষেপ করলে?

বাহার। সেটা বাহার করেছে কি খোদা করেছে, ঠিক বলতে পারছি না। যদি বাহার ক'রে থাকে, তা হ'লে বটে সে দুস্মন, আর যদি খোদা ক'রে থাকে, তা হ'লে বাঁদী চুপ রও, খোদা যা করে মঙ্গলের জন্য।

নুর্। মঙ্গল! (হাস্য) মঙ্গল! বাহার—বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিস্, তাই সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, শোকে-উল্লাসে মঙ্গলময়ের মঙ্গল দেখতে পাস্। কিন্তু বাহার, এ ত মঙ্গল নয়। শক্তিমান কালিফের উপর অত্যাচার—আমি যে কিছুতেই মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না বাহার!

বাহার। কালিফের উপর অত্যাচার? কে করলে নুরনিহার?

নুর্। কালিফ তাতার জয় ক'রে ফিরে আসছেন। মহানন্দে ফিরে আসছেন—জুলিয়ার

সুখের কথা-সুধা কালিকের হৃদয়মরুতে দুই এক বিন্দু পড়েছিল, কোন্‌কালে মিলিয়ে গেছে। অতৃপ্ত কালিক জুলিয়ার সোহাগ-সাগরে সাঁতার দিতে উন্মাদের মত ছুটে আসছেন। কিন্তু বাহার, এসে দেখবেন কি?

বাহার। এসে দেখবে জুলিয়া বাঁদী ম'রে গেছে। তার কবরে সোনার ফুল ফুটেছে। ভাগ্যে জুলিয়া মরেছিল, তাইতে ত এতগুলো গরীব দুঃখী অন্ন পেলে।

সুর্। ম'ল কই—ম'লে যে জুলিয়ার মঙ্গল ছিল। কবরে প্রবেশ করেও অভাগিনীর মৃত্যু হ'ল না, শাস্তির এখনও শেষ হ'ল না। কালিকের উপর অত্যাচার।—

বাহার। কে করলে সুরনিহার?

সুর্। তুই, আবার কে? বে-অকুফ বদমাস।—

বাহার। তামাসা করছিস্, না?

সুর্। কেন তুই তাকে কফিন থেকে বার করলি?

বাহার। সে নিঃশ্বেস ফেলছিল কেন?

সুর্। প্রাণরক্ষা করলি ত, আবার ভীষণ মৃত্যু ডেকে আনলি কেন?

বাহার। হুজুর যে আমার রাজা দেখিয়েছিল, আমি তাকে মজা দেখাব না?

সুর্। কি সর্ব্বনাশ করেছিস্, জানিস্ কি বাহার? বাহার, কালিকের অলন্ত চক্ষুর প্রভাবে অন্ধকার আবরণ পুড়ে যায়। কালিক আসছে—আজ হ'ক, কাল হ'ক—জানবেই জানবে—কেউ জুলিয়াকে তার দৃষ্টির সীমার বাহিরে রাখতে পারবে না। পৃথিবীর কোন শক্তি তার ভীষণ অপরিণামের প্রতীকার করতে পারবে না। হতভাগা বাঁচালি যদি, আশ্রয় দিলি যদি, ত তাকে কালিকের ঘরে আবার পাঠিয়ে দিলি না কেন?

বাহার। বিবি সাহেব যেতে চাইলে না যে।

সুর্। চুলের মুটি ধ'রে নিয়ে গেলি না কেন?

বাহার। মাথায় ঘোমটা ছিল যে।

সুর্। বাহার, ভীষণ পরিণাম—অনুমানে আসে না।

বাহার। ওই যে কি বললি, ওটা দেয় কে—খোদা ত? খোদা যা করে মঙ্গলের জন্ত। মজা ক'রে হাসতে খেলতে চ'লে যা সুরনিহার।

সুর্। সে চল, আর দেরী করিস্ নি, গানেম সাহেব ব'সে আছে, এক জন অতিথি খুঁজে নিয়ে শীগগির চল। আমি এই পথে যাই, তুই ওই পথে যা। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ।

কালিক।

কালিক। এ কি যন্ত্রণার কথা, এ কি বিষম প্রহেলিকাময় গানেম। আজিবের ঋণ পরিশোধ করতে এলুম, এসে—আবার ঋণজালে আবদ্ধ হলুম! বৃদ্ধের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তার গানেম তার কাছে এনে দেব, তার বাছা তাকে ফিরিয়ে দেব। যেমন শুনলে আমি গানেমের দোস্ত, অমনি আমাকে গানেমের আদর দিয়ে সেবা করলে; গানেমকে ভালবাসি তার বিশ্বাস হয়েছে, তাই বৃদ্ধ এতকাল খোদারও কাছে যে কথা গোপন রেখেছিল—আমাকে বলেছে। সে মহা কৃপণ, রত্নের ভাণ্ডার আমাকে দেখিয়েছে। তার আত্মীয়তায় মুগ্ধ আমি আত্ম-গোপনে অসমর্থ হয়েছি। সাত বাদসার দৌলত, বৃদ্ধ গানেমের জন্ম আগলে আছে। গানেমকে এনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সেই সব ধন আমার হাতে সঁপে দিয়েছে। দেখে আমি বিস্মিত। আমার ঘরে সে দৌলত নেই, দেখে আমি প্রলুব্ধ। কিন্তু এত ধনেও ত বৃদ্ধ গানেমকে কিনতে পারে নি। সে কি অমূল্য গানেম! কালিকের ধনভাণ্ডারে গানেমকে রাখতে পারলে, তবে এ ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, নতুবা দুনিয়ার দৌলতেও আমার ভাণ্ডারের ক্ষুধা মিটবে না। সাগর-সেচা মাণিক পেলেও কালিকের দারিদ্র্য ঘুচবে না। কালিকের উত্তমর্ণ আজিব, তার মনিব গানেম। কিন্তু গানেম কোথা? [প্রস্থান।

(বাহারের প্রবেশ)

গীত।

বুঝি যায় ভেঙ্গে খেলা।
কি জানি আবার কি ঘটে আমার,
তাই খেলে নি এই বেলা।

আমি শুনব না বারণ,
বলব না কারণ,
চিনে যে নিয়েছি আপন মন—
নেচে কুঁদে নিই. যত পারি আমি,
এখন আমার দিল খোলা ॥

(কালিফের পুনঃ প্রবেশ)

কালিফ। এ কি বালক, এ কি ভাই! এই নির্জ্জন ভয়সঙ্কুল পথ—দেখে বোধ হচ্ছে, কোন আমীরের সন্তান! এখানে তুমি আঁধার সন্ধ্যায় কি করছ?

বাহার। দুঃখ করছি।

কালিফ। দুঃখ করছ! গান করছ, নাচছ, দুঃখ করছ কি রকম? এ ত মহানন্দের লীলা দেখাচ্ছ।

বাহার। তা না দেখিয়ে আর কি করব? মনটা আমার কেমন করছে। কেন করছে! খোদা এমন ক'রে দিয়েছে। খোদা যা করেন মঙ্গলের জন্য। বড় মঙ্গল—নিশ্চয় মঙ্গল, তাই কাঁদবার ফুরসৎ পাচ্ছি না। কেবল নেচে গেয়ে আনন্দ করছি। হ্যাগা, আমার আর একটা গান শুনবে?

কালিফ। এ সব ব্যাপারখানা কি!

বাহার। কই গো, বল না?

কালিফ। বলছি ভাই, আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাহার। দেখ গা, অন্য দিন এ পথে যখন এসেছি, তখনই এক জন মানুষ দেখেছি। আজ কি না একটা বুনো জন্তুও নেই! কেন নেই? খোদা পাঠায়নি। খোদা যা করেন, মঙ্গলের জন্য—কেমন না গা?

গীত।

বুঝি যায় ভেঙ্গে খেলা ইত্যাদি—

কালিফ। এই ননীর মত দেহ ল'য়ে, কোন্ সাহসে ক্ষুদ্র বালক, এ পথে চলেছ—মনে ভয় নেই?

বাহার। দেখ গা, এ ত ভারি তামাসার কথা! আমার এই দেহ, একে নিয়েই অস্থির, এর আবদার শুনতে শুনতেই জান হায়রাণ, তার ওপরে আবার মন! আ রে বাপ—এ কেয়া মুস্কিল! হ্যাঁ গা, তুমি কি আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে?

কালিফ। না—তা নয়; পথভ্রান্ত বালক! বুঝতে পেরেছি, তুমি ভয় পেয়েছ। ভয় কি ভাই? অন্য দিনও যদি এ পথে লোক চলাচল করে—আজও ত চলেছে। খোদা, এই যে ভাই তোমার সঙ্গী করবার জন্য আমায় পাঠিয়েছেন! আমার বিশ্বাস, আমি সঙ্গে থাকলে কোন ভয় তোমার কাছে আসতে পারবে না। এখন বল, তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে?

বাহার। তা ত হবেই, তবে দেখ গা—সাহেব জাদা বল্লে আমার মন কেমন করছে, বিবি সাহেব বল্লে আমার মন কেমন করছে, বাঁদীরে বল্লে—আমাদের মন কেমন করছে, শুনে আমারও মনটা কেমন হয়ে গেল।

কালিফ। না—এ ত ভয় নয়, তবে কি? বলি হাঁ ভাই।

বাহার। কি খারাপ—মন খারাপ?

কালিফ। যা বলুম, শুনতে পেলি নি?

বাহার। খুব পেয়েছি—তবে কি জান মন খারাপ। সে কি—মন কি! হাত দেখলুম—পা টিপলুম, চোখ বুজলুম, মাথা নাড়লুম, পেটে হাত বুলুলুম, নাক ঝাড়লুম, কান মলুলুম, যেখানে যা সব ঠিক আছে, একটাও বেগড়ায় নি। তবে খারাপ কি? খারাপ মন! হ্যাঁ গা—এ মন এতকাল কোথায় ছিল?

কালিফ। বলি আমার একটা কথা শুনবি?

বাহার। শুনব না কেন—খুব শুনব। তবে কি জান গা!

কালিফ। না—এ সহজে হচ্ছে না, আর জানা-জানি কাজ নেই, শোন্।

বাহার। তা ত শুনবই—কিন্তু দেখ গা—আগে জানতে পারলে—

কালিফ। চোপ—

বাহার। কি গো, আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

কালিফ। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, আগে তার জবাব দে।

বাহার আগে জানতে পারলে—

কালিফ। চোপ—

বাহার। এ মনকে যে আমি জব্দ করতুম, জান গা!

কালিফ। আবার? দেখ বালক, আমার কথার প্রতিবাদ শোনা আমার অভ্যাস নাই, আমার আদেশ যে অমান্য করে—

বাহার। তার মৃত্যু! কেমন, নয় গা?

কালিফ। কি জ্বালা, এর চেয়ে ডাক্তারীদের সঙ্গে লড়াই করা যাচ্ছিল, সেও যে ভাল ছিল।

বাহার। বল না, চুপ ক'রে রইলে যে!

কালিফ। না—না, মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়।

বাহার। নয় কেন, বল না মৃত্যু—ভয় করছ কেন? সাহস ক'রে বল না মৃত্যু!

কালিফ। আরে ভাই ঘাট মান্‌ছি, মৃত্যু নয়। ভাই তুই আমার দোস্ত।

বাহার। মৃত্যু—মৃত্যু ভীষণ, কিন্তু মঙ্গলকর, কেন না শোধা দেয়। আমার মনিব এ কথা বেশ বুঝেছে—আর আজ আমি এ কথা বুঝতে পারলুম।

কালিফ। তোর মনিব? এই আমীরের পোষাকে তুই বান্দা?

বাহার। আমি বান্দা! আর আমার মনিবের বান্দার এই পোষাক। তা হাঁ গা, তুমি বলতে পার, খোদার বান্দা কালিফের কি রকম পোষাক?

কালিফ। তুমি কালিফকে কখন দেখনি?

বাহার। না—

কালিফ। বেশ, আমি দেখিয়ে দেব।

বাহার। আর দেখব কি, কালিফের না কি বড় দুঃখ?

কালিফ। কে বল্লে?

বাহার। আমার মনিব। মনিব থাকে থাকে বলে হতভাগ্য কালিফ—হতভাগ্য কালিফ! এই কথা বলে আর ফোঁস ফোঁস ক'রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

কালিফ। কেন বল দেখি?

বাহার। তা জানি না!

কালিফ। এ কি প্রহেলিকা! ছোঁড়া যে আমাকে পাগল ক'রে তুললে দেখছি, মেহেরবানী ক'রে তোর মনিবকে একবার দেখিয়ে দে না ভাই?

বাহার। তুমি দাওয়াই হ'তে পারবে?

কালিফ। দাওয়াই হব কি?

বাহার। দাওয়াই হও ত নিয়ে যাই, নইলে নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

কালিফ। আরে, পাগল, দাওয়াই দেব বল!

বাহার। সে তোমায় দিতে হবে না, আমার মনিব নিজের ওষুধ নিজে ঠিক ক'রে নিয়েছে। দাওয়াই হ'তে হবে।

কালিফ। আ রে বেটা, দাওয়াই হব কি? গলে মাড়বি না কি? না পারা গন্ধকে জড়িয়ে ফেল্‌বি?

বাহার। যখন মনে করে দিয়েছ, তখন আর আমি দেরী করতে পারছি না। শীগ্‌গির বল।

কালিফ। বোবা ক'রে ফেললি, আর বলব কি?

বাহার। না বল্‌তে পার, পথ দেখ!

কালিফ। আচ্ছা চল, তোর মনিবের একবার ওষুধ হয়ে আসি।

বাহার। সত্যি?

কালিফ। না গেলে ধ'রে নিয়ে যাব।

বাহার। এই তোমার কাছে এলুম।

কালিফ। কেটে ফেল্‌ব।

বাহার। এই গলা বাড়িয়ে দিলুম।

কালিফ। দেখ ভাই, দুনিয়ার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট খাদ্য আছে, তাই তোকে খাওয়াব!

বাহার। এই মুখ বুজলুম।

কালিফ। বাদশার ঘরে নেই, এমন মাণিক দেব!

বাহার। এই হাত গুটুলুম।

কালিফ। বেয়াদব বালক, জানিস্ আমি কে?

বাহার। বড় জোর না হয় কালিফ। কিন্তু তাতে কি? যে যার মনিব, সে তার কালিফ।

কালিফ। আরে ম'ল, এ ত বড় তোগালে! আচ্ছা ভাই, হাত-জোড় করছি।

বাহার। সত্যি কর্‌তে পার্‌বে না?

কালিফ। তোর কথা বুঝতেই পার্‌ছি না, তা সত্য কর্‌ব কি? তোর মনিব যদি আমায় মেরে ফেলে?

বাহার। মেরে ত ফেল্‌বেই।

কালিফ। বলিস কি রে!

বাহার। আমার মনিবের কাছে যে যায়, সে আর ফেরে না।

কালিফ। এমন কত লোক মেরেছে?

বাহার। তার হিসেব নেই।

কালিফ। আচ্ছা চল্, তোর মনিবকে একবার দেখে আসি।

বাহার। সত্যি কর।

কালিফ। আমাকে মেরে ফেল্‌বে, আর আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব? আমাদের

করব না? তবে এই মাত্র সত্য ক'রে বলতে পারি, তোর মনিব যদি আমার জীবন-নাশে অকৃতকার্য্য হয়, তা হ'লে আমার প্রতি অপমান অত্যাচার যা কিছু করবে, সমস্তই ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করব। আচ্ছা এও সত্য করছি, যদি জীবন দানের পাত্র তাকে বিবেচনা করি, ত জীবনও দান করব— ইতস্তত: করব না। চল্ ভাই চল্, আমি বিদেশী, একে নিরাশ্রয়, তায় ক্ষুধার্ত্ত।

বাহার। ক্ষুধার্ত্ত। তা আগে বল নি কেন? তুমিই ত ওষুধ। আমি যে তোমাকেই খুঁজতে এসেছি, শীগ্গির চল—শীগ্গির চল, মনিব তোমার জন্য হা-পিত্যেশ ক'রে বসে আছে, শীগগির চল। খানা-পিনা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। জল্দি—জল্দি, আরে বুড্ঢা জল্দি।

কালিফ। ক্ষুধার্ত্তের সেবাই কি তোর মনিবের রোগের ওষুধ?

বাহার। এই ওষুধ।

কালিফ। রোগটা কি?

বাহার। কি, কি বলব? আনন্দ—পথিক আনন্দ। মনিব আমার দুনিয়ার সব সুখ একত্র করেছে। অতি সুখে তার গাত্রদাহ। মাঝে মাঝে ক্ষুধার্ত্ত, নিরাশ্রয়, অসুখী, বিয়োগী, শোকাতুর—এদের একটু একটু না দিলে মনিব আমার ছট ফট করে।

কালিফ। তোর মনিব কি গানের?

বাহার। তুমি তা হ'লে আমার মনিবকে চেন?

কালিফ। আর তুই আবদুল মিঞার বান্দা?

বাহার। (সবিষাদে) দেখ গা, হুজুর আমাকে বেচে ফেলেছে?

কালিফ। উল্লুক। তোমায় বেচে ফেলেছে? বেচে ফেলেছে ত এখানে এলি কেমন করে?

বাহার। আমি নিজেকে বকসিস্ নিয়ে এসেছি।

কালিফ। আর তোর সেই বেইমানী মনিব কোথা? বেইমান! তোদের না দেখে, বুড়ো উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তোমরা এখানে আমোদ করছ?

বাহার। আর করব না।

কালিফ। চোপ রও পাজী বদমাস! তোর মনিব কোথা আছে শীগগির দেখিয়ে দে। আর তুই শীগ্গির আবদুল সদাগরকে ডেকে আন।

(বংশীবাদন ও জনৈক বান্দার প্রবেশ)

যাও, এই বালক যেখানে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে দেহরক্ষী হয়ে যাও। তঞ্জামে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর যা আদেশ করবে, তখনি আমার হুকুম মনে ক'রে প্রতিপালন করবে।

বান্দা। যো হুকুম জাঁহাপনা।

(নুরনিহারের প্রবেশ)

নুর।

গীত।

মনের মরম যে জানে, তারে
সব দিতে চাই।
মনের মরম যে জানে, যাই ম'রে
নিয়ে তার বালাই॥
কোন্ দেশ হ'তে আনি কোন্ ফুল,
কোন্ তারে গাঁথি হার,
যেখানে যা কিছু আছে গো মধুর,
ধ'রে দিই করে তার,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে,
কাছে ব'সে শুধু প্রাণ জুড়াই,
মনের মরম যে জানে, চেয়ে তার পানে,
ধ্যানে দিন কাটাই।

কালিফ। এ কি! এ কি। নুরনিহার! (অগ্রসর হইয়া) মনের মরম যে জানে, তাকে সব দিতে, কালিফের হারেম ছেড়ে অনেক দূরে যে এসে পড়েছ নুরনিহার?

নুর। কে ও জাঁহাপনা?

কালিফ। এ কি আদব, নুরনিহার?

নুর। জাঁহাপনা, বাঁদীকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। বাঁদী কিছু বলতে পারবে না। শুনলেম আপনি ক্ষুধার্ত্ত, আমার সঙ্গে আসুন।

কালিফ। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

বাগান।

জুলিয়া।

গীত।

এসে এ সুখের বাজারে,
কপাল দোষে গেছি মিশে ঘন আঁধারে।

হ'ল কত কি—বেচা কেনা,
ডাকে ডাকে উঠল মাটী, যেন বিকুলো সোনা,
আমার হীরে কেউ নিলে না—
বিকোয় না মাটীর দরে।

জুলিয়া। ঈশ্বর। কবরে এনে আবার আমায় ফিরিয়ে দাও কেন প্রভু? নিয়মের ব্যতিক্রম কর কেন? মরেছি—আবার বাঁচব কেন? তিন মাস আমি কবরস্থা। দেহ থাকলে এত দিন মৃত্তিকা হ'ত। কবরে বৃক্ষরোপণ করলে, এত দিন তাতে ফল ধরতো। জুলিয়ার পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের এত ব্যবধান। এ ব্যবধান অতিক্রম ক'রে আবার আমি কালিফের ঘরে ফিরে যাব। এই কি তোমার ইচ্ছা প্রভু? মঙ্গলময়! কবরে এনে গানেম দেখালে, সে গানেম কি আর দেখাবে না? কালিফকে যে আত্মদান করেছিল, সে জুলিয়া মরেছে, এ আমার পুনর্জ্জীবন। সে বাঁদী—আমি স্বাধীনা, সে কালিফ দেখেছিল, আমি গানেম দেখিছি। সে জুলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? খোদা পুনর্জ্জন্মের সঙ্গে যদি গানেম দাও, তবেই বুঝব তুমি মঙ্গলময়। নইলে সেই তিন মাস পূর্ব্বের মৃত্যু দাও। আমার সকল নাশ কর। আমার দেহের পরমাণু পর্য্যন্ত যেন জুলিয়ার সম্পর্ক ভুলে।

(গানেমের প্রবেশ)

গানেম। জুলিয়া সুন্দরি! আজ কি দিন? নগরবাসী, দরিদ্র, ভিক্ষুক উদর ভ'রে আহার করছে—আর লক্ষকণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে কালিফের প্রিয়তমার প্রেতাত্মার শুভ-কামনা করছে, কিন্তু হায়! এ উৎসবে কাহারও উল্লাস নাই। উদর পূর্ণ আহারেও তৃপ্তি নাই। কিন্তু যে দিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জীবনে প্রথম দেখবে, প্রেতরাজ্য থেকে লোক ফিরে এসেছে, যে দিন দেখবে—এ সৌন্দর্য্যময়ী জগজ্জ্যোতিরূপিণী, অন্ধ রজনীর মেঘবেষ্টিত চন্দ্রমার মত অন্ধকার ভেদ ক'রে, কালিফের অদৃষ্ট-আকাশ আবার আলো ক'রে বসেছে, সে দিন আবার কি দিন জুলিয়া সুন্দরী?

জুলিয়া। মরা কখন কি ফেরে গানেম?

গানেম। খোদা ত তাই দেখিয়ে দিচ্ছে।

জুলিয়া। এমন দেখান খোদা দেখায় না—তুমি দেখাচ্ছ। তা দেখিয়েছ বেশ করেছ, কালিফের ভক্ত প্রজা, প্রজার যোগ্য কাজ করেছ। কিন্তু এ কাজটা বড় অন্যায় করেছ।

গানেম। বেশ করেছি—আবার অন্যায় করেছি কি রকম?

জুলিয়া। ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যাঘাত দিয়েছ। মরা যদি ফেরে গানেম, তা হ'লে এক জুলিয়া হতেই সংসার যাবে।

গানেম। সে কি রকম?

জুলিয়া। জুলিয়া যদি কবর থেকে ফিরে আসে, তা হ'লে দেখবে ঘরে আর মানুষ থাকবে না। মা বাপ, ভাই ভগ্নী, পুত্র কন্যা, স্বামী স্ত্রী, যে যার মৃত প্রিয়জনের ফিরে আসবার প্রত্যাশায় কবরে গিয়ে বুক দিয়ে প'ড়ে থাকবে। সংসার এক দিনে অচল হবে। তখন তোমার মঙ্গলময়ের মঙ্গল থাকবে কোথা?

গানেম। তুমি যে কোরাণ আওড়াতে লাগলে জুলিয়া বিবি!

জুলিয়া। ছি গানেম, কাজ ভাল কর নি। বিয়োগী. হারানিধি ফিরে পেলে কি রাজ্য চায়? মৃত্যু প্রবেশ করেনি, এমন ঘর কোথা গানেম? দেখিয়ে দাও এমন ঘর, যার প্রাঙ্গণ শোকার্ত্তের লোচন-জলে সিক্ত হয়নি, দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাসে তপ্ত হয় নি, উন্মত্তের পদদলনে ব্যথিত হয় নি? ছি—ছি—গানেম, জুলিয়াকে কবর থেকে ফিরিয়ে এনে—কাজ ভাল করনি।

গানেম। জুলিয়া, আমি উপলক্ষ্য, ঈশ্বর করেছেন।

জুলিয়া। আমি সে কথা শুনব কেন? তা তুমি বেশ করেছ, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে মুসলমানের কার্য্য করেছ। কিন্তু আমিও মুসলমানী। খোদা আমার মঙ্গলের জন্য বোধ হয় কোন শান্তিময় রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমিই বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করব কেন? গানেম সাহেব, আর আমি ফিরব না।

গানেম। সেটা কি ভাল হয় জুলিয়া বিবি?

জুলিয়া। তুমি যদি স্থান না দিতে পার—অন্যত্র যাব। কালিফের ঘরে আর ফিরব না।

গানেম। এ কথা জুলিয়ার মুখে শোভা পায় না।

জুলিয়া। জুলিয়া যদি কৃতঘ্না হ'ত, তা হ'লে এ হ'তে কত অধিক কথা শুনতে গানেম সাহেব!

বেইমানী, তাই এ সর্ব্বনাশী অধিক বল্‌তে সাহস করলে না।

গানেম। যাক, অন্য কথা কও বিবিসাহেব!

জুলিয়া। অন্য রমণী হ'লে—তার জীবনদাতা, আশ্রয়দাতার পদপ্রান্তে চিরজীবনের জন্য লুণ্ঠিতা হ'ত।

গানেম। অন্য কথা কও বিবি সাহেব!

জুলিয়া। কি কইব, আদেশ কর?

গানেম। সম্রাটের জীবনস্বরূপিণী তুমি! আমার পরম সৌভাগ্য, তোমার সেবায় নিযুক্ত আছি, আমাকে লজ্জিত কর কেন বিবি সাহেব! এই সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, এ সময় মনে আবাহন করে অশান্তি কেন আন! আনন্দ কর, আনন্দ কর।

জুলিয়া। বাস্তবিক গানেম, কি চমৎকার চাঁদ্‌নী রাত্রি! ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ পূর্ব্বাকাশের চাঁদের কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশের মাঝ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। মাঝে মাঝে তারা—আহা, দেখ গানেম!

গানেম। বড় সুন্দর!

জুলিয়া। আসমানের বাদসা উপরে উঠবে—কে যেন তার ডায়মন-কাটা মারবল্ পাথরের সিঁড়ি ক'রে দিয়েছে। গানেম, কি চমৎকার রাত্রি!

গানেম। বাস্তবিক, এমনটি আর কখন দেখিনি।

জুলিয়া। আমিও কখন দেখিনি। বাঁদী—চিরকাল ঘরে আবদ্ধ থাকতুম, এ রকম বাগানে ব'সে চাঁদ দেখা আর কখন ভাগ্যে ঘটেনি। কবরে অন্ধকারে ডুব্‌তে এসে গানেমের কৃপায় আমি এ রাত্রি দেখ্‌তে পেয়েছি।

গানেম। আবার অত্যাচার আরম্ভ করলে বিবিসাহেব?

জুলিয়া। এই রকম রাত্রিকালেই চীনরাজ-কুমারী বেদৌরা, বাগানের মর্ম্মর-বেদীর উপর ব'সে সখীদের সঙ্গে গল্প কর্‌তে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর ঘুম-চোখে নিজের পাশে ঘুমন্ত রাজকুমার কমরলজমানকে দেখতে পেয়েছিল। ভাগ্যবতী বেদৌরা স্বপ্ন-সাগর পার হ'য়ে প্রাণেশ্বরের পায় হৃদয়-পুষ্প উপহার দিয়েছিল—তার অদৃষ্টে স্বপ্ন সত্য হ'ল। কিন্তু আমার কি অদৃষ্ট। সত্য আমার নসীবে স্বপ্ন হবে।

গানেম। তবে শুন জুলিয়া বিবি, খোদার মর্জিতে, এ রাত্রি এত সুন্দর, খোদার মর্জিতে মেঘের নিগ্রহে এই রাত্রিই আবার কাল রাত্রি। স্বাধীন হয়েও যদি সুখভোগ নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী নয়, তখন এ স্বাধীনতার অভিমান কি? স্বাধীন হবার প্রয়োজন নেই জুলিয়া বিবি। ঘরে যাও, গিয়ে যে বাঁদী, সেই বাঁদী হও। স্বাধীনতার অভিমানে আজ আমার এই দুর্দ্দশা।

জুলিয়া। গানেম, দুঃখিত হ'লে?

গানেম। আমার প্রিয়াভিলাষী বৃদ্ধের কথা না শুনে আমার এই দুর্দ্দশা! মা, ভগ্নী, খাঁ খানান, আমার প্রাণের বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন আমার আপনার বলবার যে কেহ আছে, সবাই আজ চক্ষের অন্তরালে। তাদের চক্ষে আজ আমি কবরস্থ। তারাই কি আমার অদর্শনে বেঁচে আছে?

জুলিয়া। গানেম সাহেব, আমায় মাপ্ কর। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও।

গানেম। স্বাধীনতা!—কোথায় স্বাধীনতা? ইচ্ছা করলেই কি যেতে পারি? না, পারি না—পা চলে না। বিপন্না রমণীর জীবন-মরণের ভার নিয়েছি, ঈশ্বর আমায় শৃঙ্খল দিয়েছেন।

জুলিয়া। প্রেমময় গানেম, দয়াময় গানেম। কবর থেকে ফিরে এসেছি—এ সর্ব্বনাশীর মৃত্যু নাই।

(কালিফের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি)

কালিফ। (স্বগতঃ) এ কি জুলিয়া? যে আমায় আত্মদান করেছে, সেই জুলিয়া? জুলিয়া অপরিচিত যুবকের সম্মুখে! বিশ্বাসঘাতিনী! না না, দৃষ্টিভ্রম। অথবা এটা প্রহেলিকা ভরা পরীর রাজ্য! গানেম মিথ্যা—জুলিয়া মিথ্যা।

জুলিয়া। গানেম, আমায় ক্ষমা কর। রহস্য করছিলেম গানেম (নতজানু), খোদার দোহাই, আমি তোমার মহত্ত্বের পরীক্ষা করছিলেম। আমায় আবার কালিফের ঘরে পাঠিয়ে দাও।

গানেম। সে কি জুলিয়া, তুমি দুঃখিত কেন জুলিয়া? অনিচ্ছায় পরপীড়িতা হয়ে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি আমার কাছে এসেছ। কিন্তু জুলিয়া, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। ঈশ্বর আমাকে আবদুল মিঞার অবাধ্য ক'রে স্বাধীনতার অভিমান ঘুচিয়ে দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, এ দেহ-কারা-

গাবে, এই দুর্দ্দান্ত মনের অধিকারে বাস ক'রে পৃথিবীপতিই স্বাধীন হ'তে পারে না, আমি ত কোন ছার! দাসী ব'লে তোমার অভিমান! একবার দর্পণে এই অলোক-সামান্যা রূপরাশি দেখতে দেখতে একবার ভ্রূভঙ্গে সেই সুবর্ণ প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন ক'রে দেখ দেখি, দেখবে, সেও ভ্রূভঙ্গে তোমার দাসত্ব কামনা করছে। বেশী আর কি বলব জুলিয়া সুন্দরী, তুমি যার বাঁদী, সেই মহা স্বাধীনতা-অভিমানী, রাজার রাজা কালিফ এই জুলিয়া বাঁদীর ক্রীতদাস।

জুলিয়া। কি কর, কি কর গানেম, উন্মাদ হ'লে নাকি? কে কোথায় শুনতে পাবে, সর্ব্বনাশ হ'বে। সর্ব্বনাশ করো না গানেম, পায়ে ধরি। এ সুন্দর জীবন কালিফের কোপানলে সমর্পণ করো না। কালিফ এ সুন্দর হৃদয় দেখবে না, এ সুন্দর আবরণ দেখবে না—সর্ব্বনাশ হবে। জগতে সৌরভ বিলাতে এই ঈশ্বর-প্রেরিত গানেম ফুল ফোটবার মুখেই শুকিয়ে যাবে। রক্ষা কর গানেম, রক্ষা কর। আজ রাত্রি প্রভাতেই আমাকে কালিফের গৃহে পাঠিয়ে দাও।

গানেম। তাই যাও—কিসের স্বাধীনতা? স্বাধীন কে? দাসীর দাস যদি স্বাধীন হয়, বাঁদীর মুখের একটা কথা শোনবার আকিঞ্চনে আবদ্ধ যে এক বৎসরকাল তার দ্বারে মাথা দিয়ে প'ড়ে থাকতে পারে, রাজ্য নষ্ট করতে পারে, সমস্ত সংসারকে গোরস্থান করতে পারে, সে যদি স্বাধীন, তবে পরাধীন কে?

জুলিয়া। তাই যাব গানেম, ঘরে চল।

(নুরনিহারের প্রবেশ)

নুর। সাজাদী, অতিথি এসেছে।

গানেম। আনন্দ এসেছে—তবে এস জুলিয়া বিবি, আজ শেষ দিনের মত উভয়ে একত্র আনন্দ উপভোগ করি।

জুলিয়া। কিন্তু গানেম—

গানেম। আবার কিন্তু কেন বিবি?

জুলিয়া। কাল প্রভাতে নিশ্চয় আমি কালিফের ঘরে যাব। তুমিও আমাকে আর নিবৃত্ত করতে পারবে না। কিন্তু গানেম, এই হস্তপদ, এই মাটীর দেহ কালিফের সম্পত্তি আবার কালিফের রাজকোষভুক্ত হবে, কিন্তু গানেম—প্রেমময় গানেম—অভাগিনী, আজন্মদুঃখিনী জুলিয়া স্বেচ্ছা প্রণোদিতা, এই হৃদয়পুষ্প যে তোমার পায়ে অঞ্জলি প্রদান করেছিল—দোহাই গানেম, দয়া কর গানেম—সেটিকে চরণপ্রান্তে আশ্রয় দাও, ফিরিয়ে দিও না। সেটি কালিফের ঘরে ফিরে যাবে না।

নুর। সাজাদী, অতিথি ক্ষুধার্ত্ত।

[কালিফের অগ্রগমন।

কালিফ। অন্তরালে—নিজের ঘরে—পশু-পক্ষীর অগোচরে—বীরত্ব প্রদর্শন, এ ত দুগ্ধপোষ্য বালকেও পারে মিঞা সাহেব? কালিফের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এইরূপ সগর্ব্বে, এই সকল কথা যদি বলতে পার, তবেই বুঝতে পারি তোমার মনুষ্যত্ব। আর অপরকে হৃদয়দান ক'রে, শুদ্ধমাত্র মাটীর দেহ কালিফকে উপহার—রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা বিবি সাহেব! আমার বিশ্বাস, কালিফ অন্ধ নয়, সুন্দর ফুল দেখতে পেলে কালিফ কি তাকে মুকুটের চুড়ায় স্থান দেয় না? ফুলের সৌন্দর্য্য শুধু রূপে নয়—গন্ধে। হৃদয়হীনা নারী আর কীট-দষ্ট পলাশ—একই পদার্থ, কালিফকে কি তাকেও মাথায় তুলে রাখতে বল সুন্দরি?

গানেম। আপনি কে মিঞা?

কালিফ। ছি—ছি—সুন্দরী, এই সুন্দর রূপে ঘৃণা মাখিও না। হৃদয়হীনে! কালিফের কাছে এই দেহের প্রলোভন, এক দিনও কি তার চক্ষে প্রাণহীন দেখাবে না? আবার বলি—কালিফ কি এত অন্ধ—অমাবস্যার অন্ধকার চপলার হাসিতে কতক্ষণ আলোকিত থাকে সুন্দরি?

গানেম। আপনি কে মিঞা?

কালিফ। আমি কালিফের এক জন ভক্ত প্রজা। সম্মুখে তার যশোগান ক'রে, অন্তরালে তার নিন্দা করি না।

জুলিয়া। জাঁ—জাঁ—(নতজানু) জনাব—জনাব! নিরপরাধ মহাপ্রাণ গানেম—বেইমানী, অপরাধিনী জুলিয়া। গানেম মর্য্যাদা রক্ষা করেছে—কালিফের প্রিয়তমার নষ্ট জীবন উদ্ধার করেছে। জাঁহাপনা, কবরে এসেছিলুম, গানেম

তুলে বাঁচিয়েছে। জাঁহাপনার জন্তই আগলে ব'সে আছে।

গানেম। মিথ্যা কথা জাঁহাপনা! খোদা করেছে, মরা মানুষ ফিরিয়ে আনা মানুষে পেরেছে—কখন শুনেছেন কি জাঁহাপনা? ঈশ্বর আপনার প্রিয়তমার জীবনরক্ষা ক'রে, আপনার অনুপস্থিতিতে আমার উপর রক্ষার ভার দিয়েছিলেন—কিন্তু এ বেইমান, এ নরাধম মর্য্যাদা রাখতে পারে নি!

জুলিয়া। না জাঁহাপনা, আমাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করেছে। অপরাধিনী জুলিয়া, বেইমানী জুলিয়া, আমার অপরাধে, নিপরাধ জাঁহাপনার পরম বন্ধু, এই মহাপ্রাণ যুবককে যেন শাস্তি দেবেন না। ধর্ম্ম যাবে—এ গৌরবান্বিত নামে কলঙ্ক হবে!

গানেম। খোদা যা করেন, মঙ্গলের জন্ত। তবে আর কেন, ধর্ম্মাবতার সম্মুখে, আবার গোপন কেন? সুপ্ত হৃদয়! তবে একবার জাগ্রত হও। তবে শুন জুলিয়া, এতকাল তোমার কাছে যে কথা গোপন ক'রে আসছি, নিজের কাছেও যে কথা বল্‌তে সাহস করি নি, যে কথা আমার সঙ্গে সঙ্গে কবরে আশ্রয় গ্রহণ করত, তাই আজ প্রকাশ করি। শুন জুলিয়া—কালিফের প্রিয়তমা, তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী। (নতজানু) জাঁহাপনা, বান্দা বেইমানি করেছে—শাস্তি চায়।

জুলিয়া। কি বল্লে গানেম, কি করলে গানেম! (মূর্চ্ছা)

নুর। কি—হ'ল! উঠ—সাজাদা! (জুলিয়াকে ধারণ)

(জুলিয়ার উত্থান)

নুর। সাজাদী ধৈর্য্য হারাও কেন? তোমরা নিত্য বল, আজ আমি বলি—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্ত। জীবনে যে গানেমের হাতের কাছে পৌছুতে পার নি, মরণের দ্বারে এসে সেই গানেমের সর্ব্বস্ব পেয়েছ। সম্মুখে ধর্ম্মাবতার—সূক্ষ্ম বিচার। শাস্তি পাবার যোগ্য হও, শাস্তি পাবে, তাতে আত্মহারা কেন সাজাদী?

জুলিয়া। জাঁহাপনা, শাস্তি ভিক্ষা চাই।

কালিফ। শাস্তি পাবেই, তার জন্ত এত ব্যস্ত কেন? তাতারে যাবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, সকল ওমরাহের সাক্ষাতে তোমাকে আপনার ক'রে নেব, শাস্তির সময়েই বা তারা দর্শন-সুখে বঞ্চিত হবে কেন?

(তূর্য্যধ্বনি)

মেসরোর। এই প্রণয়ী যুগলকে এক সঙ্গে সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে, আমার প্রমোদোদ্যানে, যেখানে এই সুন্দরীর সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও, আর উজীরকে ব'লে যত ওমরাওকে সেই স্থানে উপস্থিত থাকতে বল। সকলে দেখুক, কালিফের কাছে অপরাধ করলে তাদের কি রকম শাস্তি হয়। আর এর আত্মীয় স্বজন যে যেখানে যে কেউ আছে—সবাইকে আনতে ব'লে দাও।

মেস্। যো হুকুম।

গানেম। শাস্তি যদি না দাও জাঁহাপনা, তা হ'লে বুঝব এ রাজ্যে বিচার নাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কালিফের কক্ষ

কালিফ।

কালিফ। যথার্থই কি ঈশ্বর তুমি যা কর মঙ্গলের জন্ত? নইলে কালিফের উপর এই অত্যাচার, কালিফের সুখের রাজত্বে দুনিয়ার ছুটো ক্ষুদ্রতম কীটাণুর এই অভাবনীয় উৎপাত প্রতীকার-সামর্থ্যে নীরবে মন্ত্রমুগ্ধ জীবের মত, পক্ষাহত রোগীর মত, শুদ্ধমাত্র মনের কথা মনে রেখে পলকশূন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছি! কল্পনায়

সৃষ্টি হ'তে না হ'তে যে রাজ্যে অপরাধের শাস্তি, সে রাজ্যের বিশ্ববিজয়ী রাজার সম্মুখে তারই অভিযানের উপর এ ভীষণ অস্ত্রাঘাত। একি! আমি শক্তিহীন, সাহসহীন। কে করূলে? দুনিয়ার সমস্ত বীর একত্র হয়ে যে কার্য্য পারে না, সে কার্য্য কে করূলে? এ শক্তির অসারতা —সাক্ষী এই প্রণয়ীযুগল—নির্ভীক, নিশ্চল। বুঝতে পেরেছি—আমাকে এতকাল যা জ্ঞান করূতুম, আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান দুনিয়ার যথেচ্ছাচার, রাজার রাজা কালিফ নই। আমারও উপর রাজা আছে। সে রাজা ঈশ্বর নয়—বিশ্ব-নিয়ন্তা শত সহস্র কালিফের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নয়। সে রাজা অতিক্ষুদ্র, ক্ষণজীবি, সৃষ্টির প্রহার সহ্য করতে অসমর্থ কালিফের একটা তুচ্ছ প্রজা:— গানেম? গানেম! তোমার মত প্রজার অস্তিত্বেই কালিফের গৌরব! কালিফ তোমাকে সেলাম করে।

(আজিবের প্রবেশ)

আজিব। জাঁহাপনা! আজ এত চিন্তিত কেন?

কালিফ। আজিব, আজিব, দুস্‌মন আজিব! কি শত্রুতা করেছিলেম, তাই গোলামী রাজ্য থেকে রাজমূর্ত্তিতে ফুটে উঠে, আমার দর্প চূর্ণ করতে এসেছ?

আজিব। জাঁহাপনা, সম্রাটের সম্রাট্‌, গগন-স্পর্শী দর্প, ভুবনব্যাপী শক্তি! ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি, আমাকে লাঞ্ছনা কেন?

কালিফ। আজিব, তোমার ঋণ পরিশোধ হ'ল না। চিরঋণী আমি, সুধু এই মাত্র ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে আমাকে যে আনন্দের রাজ্যে নিয়ে এসেছ, সে আনন্দ-রাজ্য থেকে যেন বিতাড়িত না করি।

আজিব। (নতজানু) দাসের দাস আমি, ও কি কথা জাঁহাপনা?

কালিফ। (উত্তোলন করিয়া) কিন্তু এর প্রতিফল—শুন আজিব, তোমার মনিব আমার উপর অত্যাচার করেছে, কালিফের উপর অত্যাচার—

আজিব। শাস্তি দিন।

কালিফ। কিন্তু সাবধান, কথায় কথায় বল ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

আজিব। ঈশ্বরের প্রতিনিধি প্রজা-শাসনে, আপনার প্রবৃত্তি, সে ক্রোধ নয়। শাস্তিই যাঁ'র বিধান হয়—শাস্তিই আ'মার মনিবের পরম মঙ্গল।

(মেস্‌রৌরের প্রবেশ)

মেস্‌। জাঁহাপনা সব আসামী গ্রেপ্তার।

কালিফ। আজিব, তোমার মনিবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছি, তুমি যাও, শৃঙ্খল মোচন কর।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

বাগানমধ্যে সুবর্ণ মস্‌জিদ।

আবদুল, বাহার, গানেমের মা,
মেসরৌর ইত্যাদি।

মেস্‌। গানেম মিঞা, এরাই কি তোমার আত্মীয়? চুপ ক'রে থাকলে চলবে না—জল্‌দি জবাব দাও। আত্মীয় হয়—শাস্তি হবে, আর না হয়—তোমার দোষে তাদের শাস্তি কেন? বিলম্ব ক'র না, জল্‌দি জবাব দাও।

বাহার। তোমার হুকুমেই কি তাড়াতাড়ি বল্‌তে হবে?

মেস। চোপ রও বদমাস, শির জুদা করে গা।

বাহার। তবে ত মাথাটা একেবার কেনে গা!

আব। (জনান্তিকে) চুপ কর বাহার।

বাহার। কেন—চুপ কর্‌ব কেন?

আব। আরে মর্‌, চুপ কর্‌ না!

বাহার। কেন—চুপ কর্‌ব কেন? একটু বাদে যখন একেবারেই চুপ করতে হবে, তখন এমন সাধের কথাগুলো পেটের ভেতর রেখে যাব? আমি

মরব, আমার সঙ্গে কথা মরবে কেন? এই খোজা বুড্ঢা!

আব। সর্ব্বনাশ করলে—সর্ব্বনাশ করলে!

বাহার। এই ডানাকাটা পরীকা বাচ্ছা বুড্ঢা!

আব। এই গেল—এই গেল—আরে মর, চুপ কর, আমাকে আগে মরতে দে।

বাহার। এই গাধা, গিধোড়, বদমাস, উল্লুক, চুপ কাহে?

আব। গেল গেল গেল—দিলে কোতল ক'রে।

বাহার। হুজুর, এই সময় গোটাকতক গাল দাও না, আমার গালের পুঁজি যে ফুরিয়ে গেছে! এই চোর ছ্যাঁচড়, ডাকু!

মেস্। চোপ রও বদমাস্, মু'সামালকে বাত কও।

বাহার। হুজুর ব'লে দাও না, আমার কথা যোগাচ্ছে না যে!

মেস। তবে শোন্ বদমাস্, তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

বাহার। এই গাধা গিধোড় বদমাস উল্লুক—উল্লুক বদমাস্ গিধোড় গাধা। এই—আর যে কিছু মনে আস্‌ছে না রে বুড্ঢা।

মেস। শোন আবদুল মিঞা, ওর কসুরে তোমাকে শুদ্ধ শাস্তি নিতে হবে।

বাহার। দেবে কে মিঞা, তুমি? তুমি কে? এ খোদার দুনিয়া, তোমাকে ভয় করতে যাব কেন? শাস্তি দেয় খোদা দেবে। আর জানই ত হুজুর, খোদা যা করে মঙ্গলের জন্য।

মেস্। এখনও বল আবদুল মিঞা, নইলে চুপ ক'রে থেকে কেন মিছে নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাবে! তোমার বাড়ী বোগদাদ, আর গানেম মিঞার বাড়ী বসোরা। তুমি নিজেই বলেছো, ওর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তবে গানেমের সঙ্গে শাস্তি নিতে তোমার আগ্রহ কেন?

বাহার। তা তুমি কি বুঝবে খোজা মিঞা!

আব। চোপ রও পাজী গাধা বদমাস্, বাত শুন্‌তা নেই?

বাহার। ত্যা—ত্যা—

আব। থাম্ থাম্ থাম্—তখন বলেছিলে মিঞা-সাহেব, গানেম মিঞা আমীর হয়েছে। আমীরের সঙ্গে আবদুলের সম্পর্ক ছিল না। এখন দেখি, আমার গানেম বিপন্ন, বিপন্ন গানেম আমার সব। গানেম আমার জান, গানেম গেলে আমার থাকবে কি? আমি তাই এসেছি।

(আজিবের প্রবেশ)

এ কি? আল্‌হম্‌দলিল্লা! ওয়ালাবিল্লা!

বাহার। ইন্‌সাল্লা, মাসাল্লা!—হুজুর! কেমন হুজুর? সেই রাজা ন্যাড়খার হাতে আজ কেমন হুজুর? বড় রাজা ন্যাড়খাকে বেচতে চেয়েছিলে! আজ কেমন মজা হুজুর! কিন্তু হুজুরই বলেছে, এ বোগদাদ।

আব। দা—দ! তাই ত বলি তামাসা—তামাসা।

গুল। কে এসেছে চিন্‌তে পেরেছিস্ মা? এই আমীরের বেশে কে এসেছে চিন্‌তে পেরেছিস্ মা?

গা-মা। (ক্রন্দন সুরে) আর চিনে কি হবে! বাবা আজিব, আমরা সবাই এক সঙ্গে মরতে চলেছি—

বাহার। (ক্রন্দন সুরে) তাই ত! দেখ হুজুর, আমরা একজোরে বাসা করব।

জুলিয়া। এ কি দেখি! ভাই—ভাই!

গা-মা। আজিব আজিব, এমন কেন হ'ল আজিব? কি অপরাধে আমাদের এমন শাস্তি আজিব?

বাহার। বাবু সাহেবকে পেটে ধরেছ।

আজিব। ভগিনী, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। মেস্‌রোর, সবার বন্ধন মোচন কর। সুখের ভাব অনুভব করাবার জন্য খোদা আজ তোমাদের বন্ধনদশায় ফেলেছেন।

গুল। আজিব, তুমি রাজা হয়েছ?

আজিব। গুলনারের দাসত্ব যে গ্রহণ করেছে, ইহজন্মে তার আর মুক্তি নাই।

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। আসামী খাড়া রও, জাঁহাপনা আতা হ্যায়।

(ওমরাহগণ সহ কালিফের প্রবেশ)

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজবেশে গানেম ও
জুলিয়া সঙ্গে নুরনিহার।)

কালিফ। শুন ওমরাওগণ, আজ তোমাদের সাক্ষাতে একটা মহাবাক্যের প্রচার করব ব'লে সকলকে এ স্থানে আনয়ন করেছি। সে মহাবাক্য আমার পরম বন্ধু এই মহাপুরুষের মুখ হ'তে বিনির্গত। সে মহাবাক্য—ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। মঙ্গলময় মহিমা বোঝাবার জন্য কালিফকে একটা ক্রীতদাসীর দাস করেছিলেন। সেই পরম মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ক্রীতদাসী রাজনন্দিনী, তাহার সহোদর একটা স্বাধীন রাজ্যের রাজা, কালিফের পরম বন্ধু। সেই বন্ধুর কৃপায় আমি প্রেমের মর্ম অনুভব করেছি—বুঝেছি, প্রেমের তুলনায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য মহাশক্তি পরমাণু হতেও তুচ্ছ। আর বুঝেছি, যেখানে প্রেম, সেখানে মহাদান আত্মত্যাগ, আর এই হচ্ছে গানেম ও জুলিয়ার হস্ত ধরিয়া) প্রেম-রাজ্যের মহা অপরাধের শাস্তি। শুন জুলিয়া, শুন গানেম, শাস্তিই আজ তোমাদের প্রদান করি। যে মোহের আবরণে কালিফ সুলতানা, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, মান, সমস্ত ভুলে অন্ধ হয়ে এক বৎসর জগতের চক্ষে উন্মাদ ছিল, সেই দুশ্ছেদ্য মোহজালে—এই বিষম শৃঙ্খলে আজ হ'তে গানেম তোমাকে জন্মের মত আবদ্ধ করলেম।

সকলে। (একবাক্যে) জয়, কালিফের জয়।

জুলিয়া। দয়াময়, খোদাদেশর ! বাঁদী সেলাম করে।

(নত জানু)

গানেম। দয়াময় খোদাদেশর ! বান্দা সেলাম করে।

নুর্। জাঁহাপনা, এই বাঁদীর বাঁদীও সেলাম করে।

বাহার। জাঁহাপনা, আমারও তাই—এই বান্দার বান্দাও সেলাম করে। তা হ'লে জাঁহাপনা মেহেরবাণী ক'রে হুজুরের মত একটা শাস্তি আমায় দিয়ে দাও।

কালিফ। তোরে আর কি দেব ভাই, তোর অপরাধের শাস্তি আমার আইন কানুনে নাই। তোর যোগ্য পুরস্কার দি, এমন ধনও আমার ভাণ্ডারে নেই। দেবার মধ্যে (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই আছে। এতে যদি হয়, আয় বাহার, তোকে আজ রাজ-আলিঙ্গন প্রদান করি। শুননার, তোমার আজিব এখন রাজ্যেশ্বর। আমি আবার রাজা, তোমার অভিভাবক। তোমাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার। ভাণ্ডারেশ্বর! তোমার সোপার্জ্জিত পুরস্কার তুমি গ্রহণ কর। আর নুরনিহার! নিরাকাঙ্ক্ষা-রূপিণী, তুই যখন কিছু চাইলি নি, তখন এ মিলনে যত আনন্দ সব তোর।

গা-মা। ও সদাগর, ঠিকই ত তুমি বলেছিলে—এ খোদাদাদ !

আব। কেমন, বলিনি বিবিসাহেব, খোদাদাদ !

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

নুরনিহার।

গীত।

এ্যায় খোদা, তেরা ওয়াস্তে দুনিয়াকি বাদসাহী।
আঁখ যাঁহা ঘুমতা, তুঝকো দেখ্তা,
তেরা সওয়ায় কুছ্ নেই ॥
উঁচাই নিচাই, জিসিমে তাকাই,
উসিমে হায় তুহি।
তেরা খুব সুরীত, হাতসে না বন্তি,
আন্দাজ মিলতি নেহি।
খোদা, খোদা, ছোড় দিয়া হাম্
সব জান্মাল আপনা এহি।
তুঝ পর আশা, তুঝ পর ভরসা,
আউর মেরা কুছ নেহি ॥

বাঁদীগণ।

গীত।

প্রেম পরশমণি পরশে আবেশিনী
সুজলা সুফলা ধরণী।
প্রেম-পরশ-আশে আকাশে শশী ভাসে
সলিলে কুমুদী নলিনী ॥

প্রেম পরশ ভরা জীবন সারা
ফুটে তারা আপনহারা—
প্রেম-পরশ-ফলে কল্লোলে কল্লোলে
সাগর-গামিনী তটিনী ॥
পাখী গায় আঁখি ভেসে যায়,
ফুল্ল ফুলে সোহাগে মলয় বায়—
মধু প্রেম পরশে আবেশে অলসে মানিনা ॥

———

যবনিকা পতন।

বেদৌরা

(গীতি-নাট্য)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল—অভিনয় রজনী।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

সা-জমান	...	খালেদান রাজ্যের অধিপতি।
কমরলজমান	... ...	সাজমানের পুত্র।
উজীর	... ...	...
দানহাস	... ...	অপ্সর।
কাস্‌কাস্‌	... ...	দৈত্য।
চীনরাজ	... ...	...
মার্জ্জবান	... ...	বেদৌরার ধর্ম্মভ্রাতা।
আর্ম্মানস	...	এবনি উপদ্বীপের অধিপতি।

ওমরাহগণ, রক্ষিগণ, বান্দাগণ, হাকিম, নাগরিকগণ, উদ্যানপাল, কাপ্তেন ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

বেদৌরা	... ...	চীনরাজকন্যা।
মৈমুনী	... ...	অপ্সরী।
হায়তন	... ...	আর্ম্মানসের কন্যা।
ধাত্রী	... ...	...
বাঁদী	... ...	...

অপ্সরীগণ ও অনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

বেদৌরা

প্রস্তাবনা

(কোরস)

ঘুমে ঘুমে বাঁধবো প্রাণে প্রাণে ;
জেগে তো সুখ পাবে না, ঘোর যাবে না,
কাজ কি জাগার মিলনে ॥
জেগে কেউ ধরা দেবে না,
জাগা প্রেম নয় তো একটানা,
ঘুমে ঘুমে প্রেম ক'রে যাও—
ঘুমের প্রেম বয় না উজান জীবনে ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপুরী—অলিন্দ।

সা-জমান।

(উজীরের প্রবেশ)

সা-জ। উজীর! কিছু ঠিক ক'রলে?

উজীর। জনাব! গোলাম একটা মতলব ঠাউরেছে, দেখুন দেখি সেটা আপনার পছন্দ হয় কি না।

সা-জ। কি বল।

উজীর। জাঁহাপনা যে সময় পুত্রের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন সাজাদা নিতান্ত বালক। তার ওপর নতুন নতুন কেতাব প'ড়ে তখন তিনি বিদ্যার অভিমানে অভিমানী। এই জন্যই জাঁহাপনার প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য ক'রতে সাহসী হয়েছেন। এখন কিন্তু তাঁর অবস্থা ভিন্ন। কুমারের জ্ঞান ও বহুদর্শিতা লাভ হ'য়েছে। তার ওপর তিনি এখন যুবাপুরুষ। মনের বৃত্তিসকল অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করবার এই হ'চ্ছে উপযুক্ত সময়। তবু পাছে সাজাদা লজ্জায় আপনার প্রস্তাবে সম্মত না হ'ন, এই জন্য আমি ইচ্ছা ক'রেছি যে, আপনি রাজসভায় বিজ্ঞ ওমরাওদের সাক্ষাতে প্রস্তাব করুন। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিমান্ রাজকুমার ওমরাওদের সাক্ষাতে আপনার মর্য্যাদাহানি ক'র্ত্তে পার্‌বেন না।—অনিচ্ছা থাকলেও আপনার আদেশ অমান্য ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বেন না।

সা-জ। এ অতি সুন্দর যুক্তি।—দেখ উজীর, তোমাকে আর আমি অধিক কি ব'ল্‌ব!—তুমি আমার বাল্যসখা—আমিও তোমাকে চিরকাল সেই চ'ক্ষেই দেখে আসছি—তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা।—তুমিই এ সঙ্কটে আমাকে রক্ষা কর।

উজীর। আমি গোলাম—জাঁহাপনার মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা আসে তাই করি। ফলাফল ঈশ্বরের হাত। ওমরাওদের আস্‌তে আদেশ ক'রেছি। তারা এলো ব'লে, আমি ইত্যোমধ্যে সাজাদাকে সঙ্গে ক'রে আনি।

[উজীরের প্রস্থান।

সা-জ। আন। ঈশ্বর! দয়া ক'রে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পুত্র দিয়েছ—এখন দয়া ক'রে সেই পুত্রের মতি ফিরিয়ে দাও। সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান পেয়েও বংশলোপ চিন্তায় আমি এক লহমার জন্যও যে সুখী হ'তে পার্‌ছি না। দয়াময়!—যদি পুত্র পেয়েও আমার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হ'ল, যদি বংশলোপই আমার অদৃষ্ট, তবে এ পুত্র পেয়েই বা আমার লাভ কি হ'ল?—দোহাই দয়াময়! কমরলজমানের যৌবনকাল দেখা পর্য্যন্ত যখন এ গোলামকে হুকুম ক'রেছ, তখন কৃপা ক'রে আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে দুশ্চিন্তার প্রহারে মেরে ফেলো না।

(পারিষদবর্গের প্রবেশ)

১ম। কেন জনাব, গোলামদের তলব করিয়েছেন ?

সা-জ। শোন ওমরাহগণ—তোমাদের এই অসময়ে কেন আনতে পাঠিয়েছি শোন। তোমরা সকলেই জান, সাজাদা বিবাহ করতে চায় না।

১ম। গোলামেরা জানে জনাব—এবং এইজন্যই গোলামেরা কেহই সুখী নয়।

সা-জ। ছেলে যদি বিবাহ না ক'রলে, তাকে পাওয়া না পাওয়া দুই-ই সমান।—

সকলে। তা ত ঠিক।

সা-জ। তাইতে মনে করেছি—আজ আমি, তোমাদের সবার সম্মুখে সাজাদাকে আনিয়ে, তাকে বিবাহ করতে আদেশ করব। আমার বিশ্বাস, তোমাদের সুমুখে সে আর আমার কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করবে না।

সকলে। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

(উজীর ও কমরলজমানের প্রবেশ)

কমরল। কেন পিতা, গোলামকে এ সময় তলব করেছেন ?

সা-জ। দেখ বাপ। আমি দিন দিন দুর্বল হ'চ্ছি—আমার আয়ুশেষ হ'য়ে আসছে—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, অধিক দিন আর আমি বাঁচব না। দু'দিন পরে এ রাজ্য তোমাকেই শাসন করতে হবে। এই সব বিজ্ঞ ওমরাহদের পরামর্শ নিয়ে আমি এতকাল রাজ্য চালিয়ে এসেছি—এঁদেরই সৎপরামর্শে আমি সংসারী হ'য়েছি। সংসারী হ'য়ে সুখী হ'য়েছি—তোমার মতন পুত্র লাভ করেছি।—তাই এই সমস্ত সদ্‌বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য তোমাকে ডাকিয়ে আনালুম—এঁরা তোমাকে কি বলছেন শোন।

কমরল। যো হুকুম।

১ম। সাজাদা! আপনি এই বয়সে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেছেন। সুতরাং আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দেওয়া বেয়াদবী। তথাপি গোলাম কিছু বলতে ইচ্ছা করে। রাজা শুধু আত্মসুখের জন্য সংসার করেন না—প্রজার মঙ্গলই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। প্রজা রাজার বিয়োগে পাছে অনাথ হয়ে যায়, এই জন্য রাজা পুত্রকামনা করেন। পুত্রে আপনার প্রতিষ্ঠা দেখে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে স্বর্গে যান। নতুবা বংশলোপ দেখে গেলে স্বর্গে গিয়েও তাঁর শান্তি থাকবে না। তাই আমরা সকলে আপনাকে অনুরোধ করবার জন্য এসেছি যে, আপনি এই বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ ক'রে—মহানুভব পিতা, বিজ্ঞ উজীর, রাজভক্ত প্রজা, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত সুখী করুন।

সকলে। আমাদের সবার অনুরোধ, বিবাহ ক'রে আপনি এই পবিত্র বংশ রক্ষা করুন।

কম। বিবাহ করলেই যে বংশ রক্ষা হবে, তার এমন নিশ্চয়তা কি ?

সা-জ। তাতে বংশরক্ষা না হয়, আমার অদৃষ্ট—কিন্তু তা ব'লে যে অবিবাহিত থাকতে হবে, তার মানে কি ? অন্ততঃ আমি পুত্রবধূর মুখ দেখেও দু'দিন সুখী হই।

সকলে। আমরা সবাই আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি এই অনুরোধ রক্ষা করুন।

কম। এ যে অন্যায় অনুরোধ—

সা-জ। ন্যায় হোক—আর অন্যায়ই হোক—এ অনুরোধ তোমায় রক্ষা করতেই হবে।

কম। কেমন ক'রে করি—জাঁহাপনা ? কবি বলেছেন ;—

লজ্জাহীনা নারী যারে করেছে বেষ্টন,
এ জীবনে মুক্তি নাহি তার ;
সহস্র দুর্গের মাঝে যদপি রক্ষণ—
বজ্র যদি দুর্গের প্রাকার—
তথাপি নিষ্ফল বাঁধা রমণীর প্রাণ,
নিষ্ফল সে দুর্গের গঠন ;
নিকটেই থাক কিংবা দূরে অবস্থান,
তথাপি সে করিবে দংশন।
হোক্ না সে বিদ্যুদ্বরণী—
হোক্ না সে খঞ্জননয়নী—
হোক্ না সে কাদম্বিনী কুন্তল তাহার,
তথাপি মোহের আবরণে—
পশিয়া সে সংসার-কাননে—
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বনাশী করে ছারখার।
ঈশ্বরে যদপি প্রীতি রাখিতে ধীমান্
সেব তাঁরে পূজা উপচারে ;
রমণীকে দিয়ো নাকো ঘরের সন্ধান,
বাধা দিয়ো প্রবেশের দ্বারে।

সহস্র বরষব্যাপী বিষম চেষ্টায়
যদি কর বিজ্ঞানসাধনা,
রমণীপরশ মাত্রে পাড়িবে তোমায়—
পূর্ণ হ'তে কখন দেবে না।

সা-জ। কবিতে অমন নিন্দেও করেছে—অমন সুখ্যাতিও কত করেছে।

কম। দোহাই জাঁহাপনা! বিবাহ করতে আমায় অনুমতি করবেন না। ঘৃণিতা নারী দ্বারা আমি পর্য্যঙ্ক কলুষিত করতে পারব না—সোনার জীবনকে বিষময় করতে পারব না।

সা-জ। তা হ'লে এই যে এতগুলো বিজ্ঞ লোক তোমাকে অনুরোধ করছে—এরা বিবাহ ক'রে সকলেই কি অসুখী?

কম। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। সকল হাসিমুখের আবরণেই সুখের হৃদয় থাকে না।

সা-জ। ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। বিবাহ তোমায় করতে হবে।

কম। জাঁহাপনার অন্যান্য প্রজার মধ্যে গোলামও এক জন। তাঁদের প্রাণের ওপরই জাঁহাপনার অধিকার।

সা-জ। বেশ, প্রাণে যদি মমতা থাকে, তা হ'লে আমাদের কথা রক্ষা কর।

কম। বিবাহ—আমি করব না।

সা-জ। বিবাহ তোমায় করতেই হবে।

কম। গোস্তাকী মাফ হয়, দুনিয়ায় কেউ নেই যে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাতে পারে।

সা-জ। কেউ নেই, কেউ নেই? এত আস্পর্দ্ধা!—পারব না? অকৃতজ্ঞ নরাধম সন্তান। তোমার ঔদ্ধত্যের ফলভোগ কর। কই হ্যায়—পারি কি না পারি দেখাচ্ছি—কই হ্যায়?—

(প্রহরীর প্রবেশ)

সকলে। যুবরাজ! ক্ষান্ত হউন—ক্ষান্ত হউন।

সা-জ। এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে আমার পুরাতন দুর্গমধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখ। উজীর, এই নরাধম পুত্রের চিরকারাবাসের ব্যবস্থা কর। যত দিন না ও তোমাদের মনঃপুতযায়ী কার্য্য করে, তত দিন সেই অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে রাখ। সূর্য্যের মুখ দেখতে দিয়ো না। দেখি বেয়াদব, তোমার কত বড় জেদ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গ।

মৈমুনী।

মৈমুনী। দূর ছাই! সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালুম, রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত আড়ামোড়া ভাঙলুম, তবুও ঘুমের ঘোর গেল না! মানুষের দিন—আমাদের রাত। মানুষ যখন দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্তদেহে নিদ্রার কোলে মাথা রেখে শান্তিসুখ-ভোগ করে, তখন আমাদের জাগরণ। তখন বাতাসের অঙ্গে ভর দিয়ে, নীল সাগরের এ ধার থেকে ও ধারে—চাঁদের সুধার ঢেউ তুলে—তাদের তারাফুল নাচিয়ে নাচিয়ে, আমরা সাধে সাঁতার কাটি। যেখানে যা কিছু সুন্দর, যেখানে যা কিছু মধুর, সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে মানব-মানবীর ঘুমের ঘরে লুকোচুরি খেলি। এমন কাজে আমার হেলা কেন? চোখ এখনও জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। দূর ছাই! ও চোখ, ছাড় না। না—না! এ কি হ'ল? অপূর্ব্ব সৌরভ কোথা থেকে এল। গন্ধ! গন্ধ! অপূর্ব্ব গন্ধ—রূপের গন্ধ—ভর্ ভর্ করছে। এ প্রাণ মাতান রূপ নিয়ে আমার আবাসের পাশে কে বিচরণ করে রে?—এ কি মানুষ?—না পরী? শরীরী না অশরীরী? কে এল?

(গীত)

ঘুম ঘুম ঘুম জড়ান আঁখি।
সামনে খেলে রূপের তুফান,
কারে রেখে কারে দেখি।
চোখের আগে দেখার বাহার চোখেরই খেলা
যে যারে পায় চোখে চোখেই
খায় লুটি খেলা।
চোখ ভরা রূপ ছুটে প্রাণে
সাধে সাধে মাখামাখি।
প্রাণের জ্বালা সোহাগ খেলা
শুধু চোখেরি ফাঁকি॥

[প্রস্থান।

(দানহাসের প্রবেশ)

গীত

মেরা মন করে ঘুর্ ঘুর্
সেতারকি তার হরদম টানা হো গিয়া বেসুর।
কলিজামে বাজ গির্ পড়া হায় বেবাক্ বদন চুর॥
পিয়ারকি সাথ নেহি মুলাকাৎ,
মালুম নেই আয়া কি গিয়া,
হায় ঢুঁড়ে দুনিয়া হায় ঢুঁড়ে দুনিয়া,
তব নেহি মিল্‌তা, মন মেরা চল্‌তা,
বড়ি দূর আসনাইপুর॥

দান। ও বাবা, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এ কোথায় এসে প'ড়লুম! এই না সেই পুরোনো কেল্লা মৈমুনী রাণীর আস্তানা? যা চ'লে, সব মাটী! পরীরাণী টের পেলেই ত গেছি। আমার প্রতি তার যে ভালবাসা, দেখতে পেলেই ছেকলে বেঁধে ফেল্‌বে। না—কেমন কেমন ঠেকছে, মৈমুনী যেন এখানে নেই ব'লে বোধ হচ্ছে। নইলে এক প্রহর রাত—সাড়াশব্দ নেই! বোধ হয়, পরীরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

(মৈমুনীর প্রবেশ)

মৈমুনী। এ আমি কি দেখলুম? এ কি? এ কি এ অপূর্ব্ব রূপ! এমন সুন্দর পুরুষ ত আমি কখনও দেখি নি। এত কাল এই কেল্লায় বাস কর্‌ছি, এখানে কখনও মানুষ আস্‌তে দেখি নি। তবে কে এল? কে একে আন্‌লে? আরে কে ও, দানহাস যে!

দান। আঁক্।

মৈমুনী। আঁক্ ক'রে আঁত্‌কে উঠলে যে? এখানে এমন সময়?

দান। কে ও পরীরাণী? সেলাম।

মৈমুনী। হঠাৎ এমন সময় এখানে কি মনে ক'রে?

দান। এই তোমাকে দেখতে এলুম।

মৈমুনী। বল কি! আমার এত ভাগ্য যে, নিজে উপযাচক হয়ে খুঁজে আমাকে দেখতে এসেছ।

দান। তা না কর্‌লে তোমার দেখা ত সহজে মিল্‌বে না। তুমি ত আর গোলামকে দয়া ক'রে দেখা দেবে না।

মৈমুনী। চোপরাও—বেয়াদব—

দান। তা হ'লে সেলাম পরীরাণী! ভাল আছ—বাড়ীর সব খবর ভাল? তা বেশ—তা বেশ—ভাল থাক্‌লেই আমাদেরও ভাল। তা হ'লে আসি, সেলাম।

মৈমুনী। বল, কি কর্‌তে এসেছিলে? নইলে সাজা নিতে হবে। বল—কোথা থেকে আস্‌ছ—কি কর্‌তে আসছ? সত্যি বল—মিথ্যা বল্‌লে তোমার আর নিস্তার নাই।

দান। তা হ'লে অভয় দাও।

মৈমুনী। বহুত আচ্ছা, ভয় নেই।

দান। আমি এক রূপের নেশায় বোঁদ হ'য়ে এখানে পথ ভুলে এসে পড়েছি।

মৈমুনী। কি রকম?

দান। তা হ'লে বলি শোন পরীরাণী—তামাসার কথা নয়। আমি আজ ঘুরতে ঘুরতে চীনদেশে গিছলুম—সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখে এলুম। সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর বাগানে একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মর্ম্মর-বেদীর ওপর একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী নিদ্রা যাচ্ছে।

মৈমুনী। তা এ আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কি?

দান। আশ্চর্য্য এই যে, সেরূপ সুন্দরী আমি আর কখনও দেখি নি। আরও আশ্চর্য্য—সুন্দরী বন্দিনী।

মৈমুনী। বন্দিনী?

দান। হাঁ পরীরাণী—বন্দিনী। বেদীর ওপর শুয়ে আছে—তিন গোছা চুল, মুখের তিন দিকে পড়েছে! আমি চুল বেয়ে মুখের কাছটিতে গেছি—এমন সময় সুন্দরী নিশ্বাস ফেল্‌লে। আমিও সেই নিশ্বাসের ধাক্কায় টাউরি খেতে খেতে এখানে এসে পড়েছি।

মৈমুনী। ভাল, সে মেয়েটিকে এখানে তুলে আন্‌তে পার?

দান। কেন পরীরাণী?

মৈমুনী। আমি এখানে একটি ছেলে দেখেছি—আমার বিশ্বাস, তার যোগ্য সুন্দর দুনিয়ায় নেই।

দান। আর আমি সে মেয়েকে দেখে মনে করেছি যে, তার যোগ্য সুন্দরী দুনিয়ায় নেই।

মৈমুনী। কে সে?

দান। চীনরাজ-কুমারী বেদৌরা। রূপের অহঙ্কারে সে বিবাহ করবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এসে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেছে। বেদৌরা সুন্দরী কারও অনুরোধ রক্ষা করে নি। তার পিতা চীনরাজ শেষে বিরক্ত হয়ে তাকে শৃঙ্খলে বেঁধে, সেই বাগানে বন্দিনী ক'রে রেখেছে। তবু সুন্দরীর তেজ ভাঙ্গে নি! সে বলে—আমার যোগ্য পুরুষ দুনিয়ায় নেই! আর আমিও দেখলুম পরীরাণী, তার যোগ্য সুন্দর পুরুষ দুনিয়ায় নেই!

মৈমুনী। বল কি? তুমি কি এ যুবককে দেখেছ?

দান। আর দেখতে হবে না।

মৈমুনী। বেশ, তুমি একবার দেখ, দেখে এসে বল।

দান। তুমি যখন হুকুম করলে, তখন যাচ্ছি। কিন্তু সে কেবল মিছে যাওয়া—মেহনতই সার।

মৈমুনী। ভাল, তুমি একবার আগে দেখেই এস।

দান। কোথায় যাব?

মৈমুনী। কেল্লার মাঝের কামরায় দেখবে, যুবক শুয়ে আছে।

[দানহাসের প্রস্থান।

এর চেয়ে সুন্দর হ'তে পারে! কখনই নয়। দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না! মিথ্যা কথা—বেয়াদবী। যেমন বেয়াদব, না দেখে আমার সঙ্গে তর্ক করেছে, আগে আসুক, তার উপযুক্ত শাস্তি দেব।

(দানহাসের পুনঃপ্রবেশ)

কি হ'ল?

দান। ও আর হওয়া হওয়া কি, আগে যা ব'লে গেছি—এর চেয়ে সে ঢের সুন্দর। তুমি তারে দেখ নি।

মৈমুনী। এমন বেয়াদবী! আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস। কিন্তু যদি এর চেয়ে বেশী সুন্দর না হয়, তা হ'লে তোমার আর নিস্তার নেই।

দান। আর যদি হয়?

মৈমুনী। তা হ'লে যা চাইবে, তাই দেব।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেব।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেব।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেব।

দান। বহুত আচ্ছা, সেলাম—আমি এখনি নিয়ে আসছি।

[দানহাসের প্রস্থান।

(ইঙ্গিতধ্বনি)

(পরীগণের প্রবেশ)

মৈমুনী। এই যুবককে ঘুম পাড়িয়ে রাখ।

পরীগণ। (গীত)

আঁধার বেটে ঘুটে ঘুটে
দাঁতের পাটে লাগিয়ে মিশি।
কপাট ফেটে আয় গো ছুটে
ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী।
দু'জনে দু'চোখ ধরে, বেঁধে রাখ ঘুমের ঘোরে,
পাছে ঘুম নে যায় চোরে,
থাক গো জেগে সারানিশি॥

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর।

দানহাস।

দান। এনে, মেয়েটাকে ছেলের পাশে শুইয়ে বড়ই ফাঁপরে পড়লুম্ দেখছি। এখন এ দুয়ের ভেতর কে বেশী সুন্দর, তা ত ঠাওর করতে পারছিনি। এখনি মৈমুনী আসবে। আসুক না, দেখাই যা'ক্—সে যে ধমক মেরে জিতে যাবে, সেটি হচ্ছে না।

(মৈমুনীর প্রবেশ)

মৈ। কি দানহাস! খবর কি? মেয়েটিকে এনেছ?

দান। এনেছি—কিন্তু আনাই সার।

মৈ। কেন?

দান। মিছে মেহনত। এ সুন্দরীর যোগ্য পুরুষ মিলল না।

মৈ। বল কি—দেখি।

দান। এই দেখ।

মৈ। যথার্থই দানহাস—এ কন্যা রূপে রাণী!

দান। কেমন, ঠিক বলেছি না পরীরাণী? আগে থাক্‌তেই বলেছি ত যে, গোলামের ভাগ্যে জিত আছে।

মৈ। জিত—এ কথা তোমায় বল্‌লে কে?

দান। কেন—এই যে তুমি নিজে বল্‌লে।

মৈ। রমণীর রূপের প্রশংসা করলুম ব'লে কি তুমি স্থির কর্‌লে যে, এ যুবতী যুবকের চেয়ে সুন্দর?—তাও কি কখনও হ'তে পারে? এ রমণী যতই সুন্দরী হোক্, তবু যুবকের যোগ্য নয়।

দান। তোমার জোর বেশী—বেশী বেয়াদবী কর্‌লে শাস্তি দেবে, কাজেই আমি চুপ।—নইলে, অভয় দিলে বলি, যুবতী বেশী সুন্দর।

মৈ। বেশ, এখনি মীমাংসা করছি (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) কাস্‌কাস্!

দান। বসো পরীরাণী। কাস্‌কাস্ ত তোমারই লোক।

মৈ। বেশ, আমি থাক্‌ব না—কাস্‌কাস্।

(নেপথ্যে—হুজুরাইন।)

জল্‌দি আও—

(কাস্‌কাসের প্রবেশ)

কাস্। হুকুম পরীরাণী! এই জিন্‌কে কি ঠেঙাতে হবে?

দান। না, অতটা কষ্ট তোমায় কর্‌তে হবে না। তুমি কাহিল মানুষ, হাতে কি শেষকালে খিল্ ধর্‌বে।

কাস্। চোপরও জিন্!

মৈ। মারধোর কর্‌তে হবে না।

কাস। হ্যাঁ—তবে কি হ'ল!

মৈ। দেখ দেখি কাস্‌কাস্—এই যে দু'জন শুয়ে আছে, এ দু'য়ের মধ্যে কে বেশী সুন্দর? বেশ ক'রে দেখে জবাব দাও।

কাস। যো হুকুম।

[মৈমুনার প্রস্থান।

কই—এই দু'জনের ভেতরে?

দান। হাঁ দাদা! তুমি একবার দেখ ত। তুমি না দেখলে কিছুতেই এ তর্কের মীমাংসা হচ্ছে না।—(স্বগত) হাঁদা শালাকে কৌশলে গুলিয়ে দিতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) দেখ দাদা—একবার ভাল ক'রে দেখ।—হাঁ দাদা! তোমার তবিয়ত কি আচ্ছি নেই?

কাস। ঘোড়া খারাপী হ্যায়।

দান। তাই ত বলি—দাদার সে খুবসুরত চেহারাখানা দেখতে পাচ্ছি না কেন;—কানগুলো লুটিয়ে পড়েছে—আগে কেমন খাড়া থাকত;—মুখখানা এক ইঞ্চি ক'মে গেছে—আগে লম্বা ছিল;—চোখ দুটো অনেকটা জেগে উঠেছে—আগে কেমন অগম জলে মিট মিট করত;—কেন দাদা! এমনটা হ'ল?

কাস। তবিয়ত থোড়া খারাপী হ্যায়।

দান। তা খারাপী হ্যায় কি, অমনি অমনি হ্যায়—না ভিতরমে থোড়া আপনাই ঢোকা হ্যায়?—আমার বোধ হয়, তাই হ্যায়;—কেমন না দাদা?

কাস। থোড়া থোড়া—ঢোকা হ্যায়।

দান। কার সঙ্গে দাদা!—কার সঙ্গে?—এমন নসীব কার হ'ল দাদা?—কে তোমার নজরে পড়েছে?

কাস। ও বাত ছোড় দেও—আবি ঐ দোনো আদমী দেখলাও।

দান। তা তো দেখাতেই হবে—এই দেখ দাদা—ভাল করে দেখ। পরীরাণীতে আমাতে ভারি তর্ক হয়েছে—আমি এক জনকে সুন্দর বল্‌ছি, পরীরাণী বল্‌ছে আর এক জনকে।

কাস। তব তো তোম্ হারেগা।

দান। তা তো হারেইগা—তবে নাকি তুমি খাঁটি আদ্‌মী—

কাস। আলবৎ

দান। তোমার বাপ ছেল' খাঁটী আদ্‌মী—

কাস। বেশক্—

দান। তুমি নিজেও একটা পছন্দদার আদমী—

কাস। ঠিক—

দান। তার ওপর নিজেও সুপুরুষ—

কাস। সচ বাৎ—

দান। মুখখানি যেন অষ্টমীর চাঁদ—

কাস। আমি অষ্টমীতে জন্মিছিলুম—

দান। আর যেমনি হাঁ করেছিলে, অমনি চাঁদখানা তোমার মুখের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল;

—কেমন ?—শেষ টানাটানি হেঁচড়াহেঁচড়ি করতে চাঁদখানা আধা-আধি ছিঁড়ে গিয়েছিল—

কাস। চাঁদ আমি বড় ভালবাসি—

দান। তা হ'লে চাঁদপানা মুখও বাস—তা হ'লে দেখ দেখি দাদা—(কমরলকে দেখাইয়া) এই ছেলেটা বেশী সুন্দর নয়—(স্বগত) যতই বোঝাই না কেন—শালা বেঁটে মনগিরে জিন—পয়গম্বরের দুস্মণ, আমি যা ভাল বলব, শালা তার উল্‌টো বল্‌বেই বল্‌বে। (প্রকাশ্যে) দেখ দাদা ভাল ক'রে—ছেলেটা বেশী খুবসুরৎ নয় ?

কাস। নেহি—নেহি, লেড়কী—লেড়কী—

দান। না দাদা—এটা হ'তেই পারে না, ভাল ক'রে দেখ।

কাস। চোপরও—আল্‌বৎ—লেড়কী।

(মৈমুনীর প্রবেশ)

দান। নিশ্চয় পরীরাণী ইসারা করেছে।

কাস। কভি নেহি,—গাধা—গিধ্বোড়।

মৈ। কৈ—কি—কে সুন্দর ?

দান। আর তুমি ইসারায় আগে ব'লে দিয়েছ—

কাস। নেহি গাধা—উল্লুক—

দান আর উল্লুক—কখন নয়—লেড়কা—

কাস। নেহি, লেড়কা—

দান। তা হ'লে বল পরীরাণী ! কার হা'র ?

মৈ। এতে ত কিছুই মীমাংসা হ'ল না। ও গাড়োল এক কাজ কর—দু'জনকে আলাদা ক'রে জাগাও—যে বেশী মুগ্ধ হবে, তারই হার।—

(অন্তরালে গমন)

(নেপথ্যে গীত)

চাঁদের কিরণ বয়ে যায়।
উঠ হে প্রেমিক রায় এত কি ঘুমায় ॥

(কমরলজমানের উত্থান)

কম। আহা ! কে গায়—এমন সুন্দর গান এখানে কে গায় ! নিশ্চয় আমার মন নরম করবার অভিপ্রায়ে রাজা অন্তরালে বন্দীদের দিয়ে গানের ব্যবস্থা করেছেন। না, এ কি ? পাশে আমার শুয়ে কে ? আমি ত একলা শুয়েছিলুম ! এ কি ? বান্দা ভয় পেয়ে কি ভাঁড়ি মেরে মেরে আমার কাছ তে এসে শুয়েছে ? এই বান্দা—এই বেয়াদব বান্দা ! ওঠ। না না—আহা ! এ কি ! এ কি অদ্ভুত—এ কি চমৎকার !—এ আমি কি দেখি ? আমি কোথায় ? পিতা পিতা—পুত্রবৎসল পিতা। তুমি এই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমার জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখেছ ! অ্যাঁ—তা তো জানতুম না ! মরি মরি—রমণী এত সুন্দর !—আমার দর্প চূর্ণ করবার জন্যই কি আমার অজ্ঞাতসারে এ সুন্দরীকে আমার কাছে শুইয়ে রেখেছ ?—পিতা পিতা—ক্ষমা কর—আর আমি রমণীকে ঘৃণা করব না—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমি মূর্খ বুঝতে পারি নি—নিজের মন না বুঝে তোমার সঙ্গে তর্ক করেছি। আর করব না—আমায় ক্ষমা কর। এই ভুবনমোহিনীকেই আমাকে দান কর। আমি আর কিছু চাই না। প্রাণেশ্বরি, ওঠ—না বুঝে তোমাকে না দেখে আমি তোমার অমর্য্যাদা করেছি। ওঠ—দুটো কথা কও—শুধু দেখে প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না। ওঠ, তোমার হাতে আজ আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি—তোমার দাসত্ব গ্রহণ করি—ওঠ। তবু উঠলে না, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রইলে !—এই নাও তবে আমার সর্ব্বস্ব দানের নিদর্শন—(অঙ্গুরীয় প্রদান)—কথা কইলে না ! ভাল, প্রভাত হোক—তখন কেমন তুমি কথা না কও, তোমার কত অভিমান, আমি একবার দেখে নেব। (পুনঃ শয়ন)

(বেদৌরার উত্থান)

বেদৌ। কিছুতেই নয়—পুরুষের দাসত্ব কিছুতেই নয়—আমি আপনার রাণী—কেন স্বেচ্ছায় পরাধীনতা গ্রহণ করব ? কিছুতেই নয়—প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তথাপি পুরুষের দাসত্ব কিছুতেই গ্রহণ করব না। পিতা ! আমায় মৃত্যু দাও, সাদী দিয়ো না। এ কি ! আমি কোথায় ?—আমি ত বাগানে শুয়েছিলুম—এখানে কে আন্‌লে ? বাঁদী—বাঁদী ! —এ কি ! পাশে শুয়ে কে ?—এ কি ! এ কি ! আহা, এ কি !—অ্যাঁ—এ আমি কার পাশে শুয়ে ? —পিতা—পিতা—কন্যাবৎসল পিতা ! এ কি করেছ ? দাম্ভিকা কন্যার গর্ব্ব চূর্ণ করতে এ তুমি কি করেছ ? একে ত আমি কখনও দেখিনি—এমন ভুবনমোহন পুরুষ আছে, তা তো জানতুম না !—এরই হাতে আমায় সমর্পণ করেছ ? কন্যার প্রতি তোমার এত স্নেহ !—আর নয়, আর আমি তোমার

অবাধ্য হব না। এই ইনিই আমার প্রাণেশ্বর। হৃদয়বল্লভ, ওঠ—দাসীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। সে সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে বিকিয়ে দাসী হচ্ছে, ওঠ। না না—এই যে প্রাণেশ্বর আমাকে অঙ্গুরীয় দিয়েছেন—আমি সর্ব্বনাশী কালনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলুম—আমায় কত ডেকেছেন—আমার ঘুম ভাঙ্গে নি। এই নাও—আমারও অঙ্গুরী নাও। (অঙ্গুরী প্রদান) ওঠ—আর ঘুমিয়ো না—একবার ওঠ—উঠে একবার বাঁদী ব'লে ডাক। তোমার মুখের বাঁদী কথা শুনতে আমার বড় সাধ হয়েছে—প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর! এত অভিমান। উঠলে না?—উঠলে না?—ভাল, কতক্ষণ ঘুমুবে? আমি তোমার পদসেবা করতে এই জেগে রইলুম। না—এ কি রকম হ'ল—চোখ জুড়ে আসে কেন? (পুনঃ শয়ন)

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ)

দান। তার পর, পরীরাণী! কার হার?

মৈমুনী। এখনও ঠিক হ'ল না। দু'জনকে ছাড়াছাড়ি কর, মেয়েটাকে তার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যে যার জন্ম বেশী উন্মত্ত হবে, তার হার।

দান। বহুৎ আচ্ছা।

(পরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

চাঁদের কিরণ বয়ে যায়।
উঠ হে প্রেমিক রায় এত কি ঘুমায়।
চেয়ে চেয়ে মুখের পানে,
চলে চাঁদ অভিমানে,
না দেখে চোখের তারা,
তারা চলে মেঘের গায়।
(এত কি ঘুমায়)

চতুর্থ দৃশ্য

অলিন্দ।

সা-জমান ও উজীর।

সা-জ। দেখ উজীর, কাল্‌কে ছেলেটাকে গিরেফ্তার ক'রে কারাগারে পাঠাবার পর থেকে আমি প্রাণের যাতনায় ছটফট করেছি। তিলমাত্র সময়ের জন্যও কাল রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নি। যে কাছে না শুলে আমার ঘুম হ'ত না, তাকে কি না সাধারণ বন্দীর মত আমি কারাগারে নিক্ষেপ করেছি। বল দেখি উজীর, এ কি কম কষ্ট? এ আক্ষেপ কি ম'লেও যাবে?

উজীর। দুনিয়াটা এমনই মজার জায়গা জনাব! লোকে এই সুখ এই সুখ ক'রে ছুটোছুটি ক'রে তাকে ধর্‌তে যাচ্ছে, কিন্তু সুখের আর নাগাল পাচ্ছে না। এই—ছেলে হ'ল না ছেলে হ'ল না ব'লে কত কষ্ট। ছেলে হ'ল, ভাবলেন এইবারে সুখের নাগাল পেলুম। কিন্তু ছেলে যে কর্‌তে চায় না ব'লে আবার যে কষ্ট—সেই কষ্ট। ছেলে অবাধ্য হ'লেও কষ্ট। ছেলেকে শাসন কর্‌লেও কষ্ট।

সা-জ। আর তোমার মতন উজীরের মুণ্ডচ্ছেদেও কষ্ট।

উজীর। কষ্ট বইকি জনাব—নইলে এ গোলাম রোজ রোজ কত বেয়াদবী কর্‌ছে, কিন্তু জনাব আজও পর্য্যন্ত তার যথোপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছেন না।

সা-জ। দিই নি, এইবারে দেব। তোমার মতন উজীর থাকায় কোনও ফল নেই। আমি কোথায় ওঁর কাছে মনের আবেগ প্রকাশ কর্‌তে এলুম—কি করা না করা জান্‌তে এলুম—সে সব কথার জবাব না দিয়ে উনি পয়গম্বর সেজে আমাকে বুদ্ধি দিতে এলেন। যত অনিষ্টের মূল তুমি। তোমার জন্যই ছেলে আমার কারাগারে গেছে। সব ওমরাওয়ের সাক্ষাতে পুত্রকে বিবাহ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তে, তুমিই ত আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। সকল ওমরাওয়ের সাক্ষাতে সে আমার কথার ওপর কথা না কইলে ত তাকে কারাগারে পাঠাতে হুকুম দিতুম না!

উজীর। আপনি ঈশ্বর জানিত ব্যক্তি, আপনি যখন প্রিয়তম পুত্রকে শাস্তি দিয়েছেন, তখন সে শাস্তি ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়। অবশ্যই তাতে শুভফল ফল্‌বে জনাব!

সা-জ। শুভ ফল্ ফল্‌ক ত তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে, নইলে তোমার গর্দ্দান এবার আর কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছে না।

উজীর। আমারও যদি কিছু জ্ঞান থাকে জনাব, তাতে আমার এই বিশ্বাস যে, এইবারে শুভ ফল ফল্‌বে।

সা-জ। ফল্‌বে উজীর। ফল্‌বে?

উজীর। এইবারে আপনার ছেলে বিবাহ কর্‌তে নিশ্চয় সম্মত হবে।

সা-জ। হবে উজীর? সম্মত হবে? দেখ ভাই, তুমি আমার বাল্য-বন্ধু, তার ওপর আমার পরম হিতৈষী। মনের আবেগে পাগলামী ক'রে দুটো একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'র না।

উজীর। সে কি জনাব—আমি আপনার গোলাম। আপনার কৃপায় আমার শরীর ধারণ। আপনি চিরকালই আমাকে প্রেমচক্ষে দেখে আস্‌ছেন। আপনার তিরস্কার, আপনার আদরের চেয়েও বেশী মিষ্টি।

সা-জ। ছেলেকে না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

উজীর। ভাল—চলুন, এক দিনের কারাবাসেই সাজাদার মনের অবস্থা বোঝা যাবে এখন।

সা-জ। তা হ'লে চল চল, আর বিলম্ব সয় না।

উজীর। চলুন।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর

কমরলজমান।

কম। কি হ'ল! ঘুম ভেঙে উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না কেন? এর মানে ত কিছুই বুঝতে পারছি না! চারিদিক ঘুরে এলুম, কই কোথাও ত দেখতে পেলুম না। তবে কি প্রাণেশ্বরী আমাকে রহস্য করবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছে? কোথায় তুমি সুন্দরি!—আর যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অদর্শন সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না—কোথায় আছ, শীঘ্র এস, দেখা দাও।—কই, তবু ত সাড়া পাচ্ছি না।—এই ত প্রাণেশ্বরী আমাকে কৃপা ক'রে গেছে—এই ত তার আংটী দিয়ে গেছে! তবে এরূপ গোপনভাবে থাকবার মানে কি?—বান্দাটাকেও ত দেখতে পাচ্ছি না! বোধ হয় সে সমস্ত খবর জানে। এই গোলাম!

(বান্দার প্রবেশ)

বা। জনাব!—

কম। আমার পাশে কে শুয়েছিল, দেখেছিলি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব, একটা বেড়ালবাচ্ছা শুয়েছিল।

কম। বেড়াল-বাচ্ছা শুয়েছিল কি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব! এ পুরাণো কেল্লা—এর ভেতর বাঘের বাচ্ছা খুঁজলে পাওয়া যায়, তা বেড়াল-বাচ্ছা।

কম। তা নয়—আমার পাশে যে শুয়েছিল, কোথায় সে?

বা। তিনি বাইরের বারাণ্ডায় ইঁদুর ধর্‌ছেন।

কম। আ মর্ ব্যাটা!—ইঁদুর ধর্‌ছেন কি?

বা। সমস্ত রাত আপনার পায়ে শুয়ে ছিলেন, এখন ক্ষিদে পেয়েছে, তাই চুপি চুপি ইঁদুর ধর্‌ছেন।

কম। এ সব কি বল্‌ছিস্ হারামজাদা বেটা?

বা। তা হ'লে কি বল্‌ব জনাব?

কম। তামাসা—বেয়াদব, আমার সঙ্গে তামাসা? কা'ল যিনি আমার বিছানায় ছিলেন, তাঁকে নিয়ে আয়।

বা। কই আর কে ছিল, দেখিনি ত হুজুর!

কম। নিশ্চয় দেখেছিস্! বল্ তিনি কোথায়, নইলে খুন ক'রে ফেল্‌ব!

বা। (শয্যা অন্বেষণ)

কম। ও কি কর্‌ছিস্?

বা। বোধ হয় বালিশের নীচে আছে।

কম। তবে রে কমবখত—(প্রহার)

বা। দোহাই জনাব—আমি আর কিছুই জানি না।

কম। নিয়ে আয়, নইলে খুন কর্‌ব।—নিয়ে আয়।

বা। (গৃহের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) জনাব! ট্যাকটা দেখুন দেখি—যদি ট্যাকে রেখে থাকেন।

কম। (পুনঃ প্রহার)

বা। দোহাই জনাব! আমি আর কিছুই জানি না।

কম। নিয়ে আয়—(প্রহার) সাজাদীকে নিয়ে আয়।

বা। ও রে বাবা রে, গেছি রে।—

কম। না—এ শাস্তিতে তোমার হ'চ্ছে না, দড়ীতে বেঁধে পাতকোয় না ঝুলিয়ে দিলে তুমি বল্‌ছ না।

[প্রস্থান।

বা। দোহাই জনাব। দোহাই জনাব। গোলাম কিছু জানে না।

(রাজা ও উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি রে—কি রে? ব্যাপার কি?

বান্দা। জাঁহাপনা, গোলামকে রক্ষা করুন!

[রাজার পদতলে পতন।

উজীর। কি, কি, হ'ল কি?

বান্দা। সাজাদা আমার আষ্টে-পৃষ্ঠে মার্ দিচ্ছেন।

সা-জ। তুই নিশ্চয় কোন বেয়াদবী করেছিলি।

বান্দা। দোহাই জাঁহাপনা! কিছু করি নি।

উজীর। শান্ত শিষ্ট রাজকুমার তবে কি বিনা-দোষে তোকে মারলেন?

বান্দা। জনাব, কার দোষে যে মারলেন, তা ত ব'ল্‌তে পারি না!

উজীর। কিছু কি তিনি বলেন নি?

বান্দা। বল্‌লেন বই কি,—হাতে মার্‌তে লাগলেন, আর মুখে বল্‌তে লাগলেন। মারেন আর বলেন—সাজাদীকে নিয়ে আয়।

উভয়ে। সাজাদী?

বান্দা। দোহাই জনাব, সাজাদীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, বার ক'রে দিন। নইলে বান্দার প্রাণ যায়।

উজীর। সাজাদী কি রে?

সা-জ। হাঁ!—সাজাদী! সাজাদী! তাই ত বলি। এ সব তোমার চাতুরী! তাই ত বলি! তুমি কিছু জান না? আমায় বোকা বোঝাচ্ছ?

উজীর। দোহাই জনাব, এ গোলাম কিছুই জানে না।

সা-জ। ও বাৎ হাম নেহি শুনেগা, সাজাদী বোলাও।

উজীর। (স্বগত) এইবার মুস্কিল করলে, আবার এক নূতন ফ্যাসাদ বাঁধালে দেখছি। হাঁ রে বান্দা! সাজাদী কি বল্ দেখি?

বান্দা। বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিল, বান্দা ত সাজাদীকে দেখেনি হুজুর। দোহাই জনাব! বান্দা কিছুই জানে না।

সা-জ। বান্দা জান্‌বে কি। তোমার কুটকচালে বুদ্ধি, ও গরীব বান্দা বুঝবে কি? লাও, তামাশা রাখ, সাজাদীকো বোলাও।

বান্দা। হাঁ জনাব, বোলাও—নইলে যার কেটো পিট, তাকে সাজাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি আর মার খেলে ম'রে যাব। আমার প্রাণ কণ্ঠায় এসেছে।

সা-জ। সাজাদী কই?

বান্দা। আমাকে পাতকোয় ঝোলাবার জন্ম দড়ী আন্‌তে গেছেন। দোহাই জাঁহাপনা! রক্ষা করুন। মার খেয়ে আধ-মরা হ'য়েছি। দড়ীতে ঝুল্‌লে আর বাঁচব না।

উজীর। জনাব, আপনি একটু অন্তরালে যান। আমি ব্যাপারখানা কি, একবার জেনে দেখি।

সা-জ। ব্যাপার আবার কি? ব্যাপার কি তুমি জান না? আমার ছেলেকে গোপন ক'রে, আমাকে পর্য্যন্ত গোপন ক'রে তলে তলে সাজাদী জোগাড় ক'রেছ।

উজীর। দোহাই জাঁহাপনা!—খোদার দোহাই—এ গোলাম কিছুই জানে না।

সা-জ। সত্য?

উজীর। গোলাম কি এতই নীচ যে, জাঁহাপনার সঙ্গে প্রতারণা করবে? আর, ক'রে গোলামের লাভ কি? রাজকুমার যদি সংসারী হন, তাতে কি এ গোলামেরও কম আনন্দ? আমিই ত সাজাদাকে সংসারী দেখবার জন্ম জনাবকে প্রতিদিন অনুরোধ ক'রে আসছি। কিসে সাজাদা বিবাহার্থী হ'ন তার উপায় উদ্ভাবন করবার জন্ম প্রতিদিন—প্রতিক্ষণ এ গোলাম শান্তিশূন্য।

সা-জ। তা হ'লে—তা হ'লে এমনটা কেন হ'ল উজীর? পুত্র কি আমার উন্মাদ হ'ল?

উজীর। আপনি একটু অন্তরালে যান, সাজাদা এই দিকে আসছেন। ব্যাপারখানা কি,

সাজাদার মুখে না শুনলে বুঝতে পারছি না। যা রে বান্দা—সরে যা।

(রাজা ও বান্দার প্রস্থান, উজীরের অন্তরালে অবস্থিতি)

(কমরলজমানের প্রবেশ)

কম। কোথায় গেল পাজী বেটা—কোথায় গেল? এই যে, তবে রে বদ্‌মাস।

উজীর। সাজাদা! সাজাদা! আমি।

কম। কে আপনি? উজীর! আপনি? আপনিই এই বালকের দাম্ভিকতার দমনের জন্য এই তীব্র রহস্য-শাস্তির বিধান করেছেন? শাস্তি—চূড়ান্ত শাস্তি! উজীর! খালেদান রাজ্যের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞপ্রধান! এ অধম অজ্ঞানান্ধকে ক্ষমা করুন।

উজীর। গোলামকে এ আপনি কি ব'লছেন রাজকুমার?

কম। গোলাম? পিতার আবাল্য-সহচর, মন্ত্রদাতা শিক্ষক, আপনি গোলাম? জ্ঞানাভিমানী বালক না বুঝে সময়ে সময়ে আপনার অমর্য্যাদা করেছে, আজ আমি অনুতপ্ত,—সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত কর্‌ছি, আমাকে ক্ষমা করুন। যথেষ্ট শিক্ষা—চূড়ান্ত শাস্তি—আর আমি মুহূর্ত্তের জন্য সে সুন্দরীর অদর্শন সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।

উজীর। সুন্দরী কি?

কম। এখনও রহস্য? আবার রহস্য? উজীর! আমি উন্মাদ! আবার রহস্য কর্‌লে হয় ত কি কর্‌তে কি ক'রে বস্‌ব। হয় ত মর্য্যাদা রাখতে পার্‌ব না। এনে দাও, যত শীঘ্র পার এনে দাও।

উজী। রাজকুমার! আপনি বুদ্ধিমান—বিদ্বান। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আপনি এই বয়সেই সংসারে এক-রূপ বীতরাগ। এখন আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমি বেয়াদবী জ্ঞান করি। তথাপি যদি অনুমতি দেন, তা হ'লে গোলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করে। আপনি শাস্ত্র পাঠ ক'রে অনেক স্বপ্নেরও রহস্য জ্ঞাত আছেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি, এটা স্বপ্ন কি না।

কম। স্বপ্ন? কি বল্‌ছ উজীর! স্বপ্ন? আজ নিশায় শয্যাপার্শ্বে আমি যে লাবণ্যময়ী কোমলার নিশ্বাস-স্পর্শ-সুখ অনুভব করেছি, তা কি স্বপ্ন? যার নিদ্রাবেশ লুণ্ঠিত বাহু-লতা আমার দেহ-সংস্পর্শে ত উচ্ছ্বাসিত-প্রভাবে আমার হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য অবসাদ মাখিয়ে দিয়েছে, তাও কি স্বপ্ন? ভাল, তাও যদি স্বপ্ন হয়, উজীর! (অঙ্গুরীয় দেখাইয়া) একেও কি তুমি স্বপ্ন বল্‌তে চাও?

উজীর। তাই ত—এ কি! এ অঙ্গুরীয় ত আপনার নয়।

কম। স্বপ্নের—উজীর স্বপ্নের। যা আমি নিজে পারি নি—অতুল সৌন্দর্য্যময়ীর রূপে উন্মত্তবৎ হয়েও, সুন্দরীর সম্মানরক্ষার্থ আমি নিজে যে কার্য্য কর্‌তে পারি নি, প্রেমময়ী এ হতভাগ্যের মন বুঝে অপার করুণায় তাই ক'রে গেছে। আমার আত্মদানের প্রতিদানস্বরূপ আমাকে তার অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছে।

উজীর। রাজকুমার!

কম। অভিমান! অভিমান চ'লে গেছে। অভিমান! না কিসের অভিমান? কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল না দেখে, প্রাণেশ্বরী এ নীরস মূর্খের প্রেমাস্বাদে হতাশ হ'য়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে। আর কি আসবে না? উজীর! আর কি আসবে না? না না—তাকে দোষ দিচ্ছি কেন? তোমরা তাকে নিয়ে গেছ—তাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে গেছ। আমার নিদ্রা-ভঙ্গের অবসরে দুটো কথা কইতেও তাকে অবকাশ দাওনি।

উজীর। রাজকুমার! চিত্ত স্থির করুন।

কম। আমার হৃদয় মন জ্ঞান আমার অজ্ঞাত-সারে অপহৃত। উজীর! যে সর্ব্বস্ব-হারা, তার আর চিত্তই বা কি, আর সে চিত্তের স্থিরতাই বা কি?

উজীর। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এর কিছুই জানি না।

কম। (ধরিয়া) বেইমান! মিথ্যাবাদী! প্রবঞ্চক! এখনও বল্‌ছি নিয়ে আয়। নইলে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার এ কুটীল উজীরী-লীলার অবসান ক'র্‌ব।

উজী। জাহাপনা! রক্ষা করুন।

(বেগে সাজমানের প্রবেশ)

সা-জা। হাঁ-হাঁ—কর কি—কর কি? উন্মাদ! কার গায়ে হস্তক্ষেপ কর্‌ছ? (উজীরের হস্ত

ছাড়িয়া কমরলের অবস্থিতি) এমন জ্ঞানশূন্য! আমি পর্য্যন্ত যারে শ্রদ্ধা করি, নরাধম! তুমি তারে অমর্য্যাদা কর। ক্ষমা প্রার্থনা কর্—নরাধম! শীঘ্র ক্ষমা প্রার্থনা কর্, এখনি—এই দণ্ডে—আমার সম্মুখে। নইলে যে কারাগারে তোমাকে নিক্ষেপ করেছি, তা হ'তে আরও অধিক যন্ত্রণাময় কারাগারে চিরদিনের জন্ত তোমাকে নিক্ষেপ কর্‌ব।

উজীর। রাজকুমার! শান্ত হ'ন। যথার্থই বলছি—আমি কিছুই জানি না। এ প্রবঞ্চনায় লাভ কি? স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল্‌লে, আমি প্রাণপণে আপনার উপকারের চেষ্টা কর্‌তে পারি। সাজাদীর অস্তিত্ব যগুপি সত্যই হয়, দুনিয়ার সর্ব্বত্র সন্ধান ক'রে তাকে এনে দিতে পারি।

সা-জা। নরাধম! এমন হিতাকাঙ্ক্ষী উজীরেরও তুমি অপমান কর। যদি দুঃখের প্রতীকার চাও, অগ্রে নতজানু হ'য়ে এ মহাত্মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

(কমরলের নতজানু হওন)

উজীর। কিছু প্রয়োজন নেই জনাব! রাজকুমারের স্বভাব ত আমার অবিদিত নেই। চিত্তের অস্থিরতায় একটা কার্য্য ক'রে ফেলেছেন, তাতে ক্ষমা কি? (কমরলকে তুলিয়া) উঠে আসুন। জাঁহাপনা! যা দেখলুম, তাতে এ ঘটনাকে আর আমি স্বপ্ন বল্‌তে পারি না। এ ঘটনায়, এ তরলমতি বালকের চিত্তবিকার বিচিত্র কথা নয়। (কমরলের হস্ত ধরিয়া) আসুন রাজকুমার। সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চীনরাজ্য—উদ্যান।

ধাত্রী ও বাঁদী।

ধাত্রী। বলিস্ কি?

বাঁদী। আর বলাবলি নেই ধাই-মা, তুমি একবার দেখ, দেখে ব্যবস্থা কর। সর্ব্বনাশ ধাই-মা—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধাত্রী। অ্যাঁ—বলিস্ কি? বেদৌরা পাগল হয়েছে! কি সর্ব্বনেশে কথা কইলি বাঁদী?

বাঁদী। একেবারে উন্মাদ পাগল। ঘুম থেকে উঠে চারিদিক ছুটোছুটী কর্‌ছে, আপনার মনে কত কি বল্‌ছে, বান্দা বাঁদী সবার ওপর জুলুম কর্‌ছে। একবার দেখ ধাই-মা—একবার নিজের চক্ষে দেখ; দেখে ভালমন্দ যা হোক ব্যবস্থা কর।

ধাত্রী। সর্ব্বনাশ! বেদৌরা পাগল হ'ল, তা হ'লে কাকে নিয়ে থাকব? এই রাজাই দেখছি সর্ব্বনাশ কর্‌লে। বে' বে' ক'রে পেড়াপীড়ি ক'রে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে। তা এতক্ষণ তোরা চুপ ক'রে আছিস্ কেন? হকিম ডাক, দাওয়াই দে, নইলে মেয়েটা বিঘোরে মারা যাবে?

বাঁদী। সে যা কর্‌তে হয় তুমি কর, আমি রাজাকে খবর দিই গে। কেন শেষকালে দোষের ভাগী হব?

[প্রস্থান।

ধাত্রী। হায় হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল—বেদৌরা পাগল হ'ল? অমন সোনার মেয়ে পাগল হ'ল?—ওরে কোথায় আছিস্—ওরে বান্দারা, কে কোথায় আছিস্! শীগ্‌গির আয়। আরে মর—কোন্ চুলোয় গেলি—ওরে বান্দা—ওরে পাজি ছুঁচো নচ্ছার—

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। কি হুকুম ধাই-মা?

ধাত্রী। এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলি? ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙে গেল। ব'সে ব'সে কেবল রাজার অন্ন ধ্বংসাবে—দরকারের সময় পাওয়া যাবে না!

বান্দা। এই ত সবে ডেকেছ—এখন কি কর্‌তে হুকুম কর?

ধাত্রী। হায় হায়! নাতাটেও এ সময় দেশ ছাড়া। মার্জ্জমান যদি থাকৃত, তা হ'লে কি ভাবি? সে এখনি কত রকমের দাওয়াই খাইয়ে মেয়েটাকে আরোগ্য ক'রে ফেল্‌ত?

বান্দা। এখন কি জন্ত ডাক্‌লে বল?

ধাত্রী। আরে মর্—এখনও যাস্‌নি, দাঁড়িয়ে আছিস্!

বান্দা। কোথায় যেতে হবে, না বললে যাব কোথায়?

ধাত্রী। জাহান্নমে যাবি আর কোথায়? আমি বলব তবে যাবি—কেন তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই? কোথায় যেতে হবে যদি না জানবি, ত রাজসংসারে চাকরী করতে এসেছিস্ কেন? যা—যা—আরে মর্, যা—তবু দেখ দাঁড়িয়ে রইল। মিছে সময় নষ্ট করতে লাগল—ওরে মেয়েটা যে মারা যায়—যা না।

বান্দা। এ ত ভারী বিপদ—যাব কোথায়?

ধাত্রী। বেমার হ'লে কোথায় যায়?

বান্দা। গোরে যায়।

ধাত্রী। বস, তবে আর কি—এই ত সব জানিস, তা হ'লে গোরে যা।

বান্দা। আমার ত বেমার হয় নি যে, গোরে যাব।

ধাত্রী। যার বেমারই হ'ক না কেন, তোকেই গোরে যেতেই হবে। বান্দা হয়েছিলি কেন? আরে ম'ল, কেবল কথা কাটাকাটি করছিস, এতক্ষণ দাওয়াই আনলে যে, সাজাদীর বেমার অর্দ্ধেক আরাম হ'য়ে যেত!

বান্দা। ও! দাওয়াই! তাই বল, তা এখনি আনছি। [প্রস্থান।

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা। এই যে ধাই-মা! হাঁ ধাই-মা! তুই শুদ্ধ আমার সঙ্গে তামাসা আরম্ভ করলি?

ধাত্রী। না দিদি, এমন কাজ কি আমি করতে পারি? আমি যে ছাই তোমার জন্য নিত্যি তোমার বাপের সঙ্গে ঝগড়া করছি। বলছি বাছা! তোমরা কচি মেয়েকে পীড়ন ক'র না। আমি তোমার সঙ্গে তামাসা করব? এ-ও কি একটা কথা হ'ল বেদৌরা?

বেদৌরা। তবে লুকোচুরি খেলছিস্ কেন? আমার কাছে গোপন করছিস্ কেন?

ধাত্রী। কেন গোপন করব—কি জন্য গোপন করব? আমি ছিলুম না, তাই বাঁদী বেটীরে গোপন করেছে। আমি কি এমন কাজ করতে পারি?

বেদৌরা। তবে দে—শীগ্‌গির ক'রে এনে দে।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আনতে দিয়েছি, এল ব'লে দিদি, এল ব'লে। ধৈর্য্য ধর—উতলা হ'য়ো না।

বেদৌরা। মন ধৈর্য্য মানছে না—প্রাণে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সইছে না।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আনতে পাঠিয়েছি দিদি, এল ব'লে।

(বান্দার পুনঃ প্রবেশ)

এনেছিস্ বান্দা—এনেছিস্?

বান্দা। আনতে আনতে পথ থেকে ফিরে এসেছি, কি আনতে হবে তা ত বল নি।

ধাত্রী। আ আমার পোড়া কপাল! এতক্ষণ মিছে সময় নষ্ট করলি? কি আনতে হবে—আমি ব'লে দেব তবে আনবি।

বেদৌরা। ও সব বাজে কথা রাখ! যেখে আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে।

ধাত্রী। যা—শুনলি ত, প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়।

বান্দা। কতটা আনব?

ধাত্রী। এক পেয়ালা নিয়ে আয়।

বান্দা। বহুত আচ্ছা।

বেদৌরা। এক পেয়ালা প্রাণেশ্বর আনবি কি?

ধাত্রী। ওরে তবে এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্, এক পেয়ালায় দিদিমণির কুলুবে না।

বেদৌরা। আরে মর্, এক বোতল প্রাণেশ্বর আনবি কি?

ধাত্রী। তা হ'লে কত আনব দিদিমণি, বেশী প্রাণেশ্বর খেলে যে সর্দ্দি হবে।

বেদৌরা। আরে মর্ বেটী, প্রাণেশ্বর খাব কি?

ধাত্রী। না খেলে চলবে কেন দিদি! সকাল বেলায় তোমার মাথাটা খারাপ হয়েছে কি না।

বেদৌরা। তবে রে বেইমানী, তামাসা—পাজী বেটী—নচ্ছার বেটী। তুইও সময় বুঝে তামাসা আরম্ভ করলি?

ধাত্রী। য়্যা য়্যা—সে কি?—ও বাবা, তামাসা কি? সে কি? তোমার তামাসা করব কি?

বেদৌরা। লে আও—জলদি লে আও—নইলে তোমারই এক দিন কি আমারই এক দিন।

ধাত্রী। দোহাই দিদি, আমি বুড়ো মানুষ, আমার ওপর তাঁড়ুনি ক'র না। আমি তোমার বেমারীর খবর শুনেই, দাওয়াই আনতে পাঠিয়েছি।

বেদৌরা। বেয়াদী কার? আমার না তোর? তাই বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে তামাসা করছিস্। জানিস্ বাঁদী—এখনি আমি তোকে কেটে ফেল্‌তে পারি।

ধাত্রী। তা পার, কিন্তু কি অপরাধে কাটবে মা?

বেদৌরা। অপরাধ—গুরু অপরাধ। আমার পিয়ারকে সকাল বেলায় আমার কাছ থেকে তুলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্! আমি এত সাধছি, তবু আমার কথা কানে তুল্‌ছিস্ না।

ধাত্রী। পিয়ার—পিয়ার কি মা? আমি ত তা কিছুই জানি না।

বেদৌরা। জানিস্, নিশ্চয় জানিস্,—তোরা সবাই জানিস্। তুই বেটী বুড়ো বদমাস—তুই বেশী জানিস্। শীগ্‌গির আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে, নইলে এখনি তোকে কেটে ফেল্‌ব।

ধাত্রী। ও মা! দোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার কাছে ছিল, আমি কিছুই দেখি নি।

বেদৌরা। আবার মিথ্যে কথা, আবার বদ্‌মাইসী—বেইমানী!

(রাজা সহ বাঁদীর প্রবেশ)

রাজা। কি—কি? ব্যাপার কি?

ধাত্রী। এই দেখ মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—দিদিমণি আমার কেমন কেমন কর্‌ছে। দেখ মহারাজ! ভাল ক'রে দেখ, দেখে দাওয়াই দাও। কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর কর্‌ছে, তাই না হয় এনে দাও—

রাজা। এ তুই কি বল্‌ছিস্?

ধাত্রী। আর তোমরা বল্‌তে দিলে কই মহারাজ! বল্‌বার মতন বলতে দিচ্ছ কই। আজ মেয়েটার বয়স দেখে কত আমোদ কর্‌ব, তা না ক'রে কি না, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা আকুলি-বিকুলি ক'র্‌ছে। এখন যাতে দিদিমণি আমার শীগ্‌গির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে খাবার দিলে যদি সারে ত তাই দাও; আর চক্ ক'রে খাইয়ে দিলে যদি ব্যেরাম আরাম হয় ত গলা চিরে চক্ ক'রে খাইয়েই দাও। দিদিমণির আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে ক'মে যাক্।

রাজা। পাগলের মতন বকিস্ নি, চ'লে যা। ব্যাপার কি, আমায় বুঝতে দে।

ধাত্রী। বোঝ বাবা বোঝ, তোমায় হাতে ক'রে মানুষ করেছি, রাণীকে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, আর এই পুঁটে মেয়েটা—তাকেও কি না বুড়ো কালে মানুষ করলুম। আহা মেয়ে ত নয়—বাবাকে বাবা বলে, মাকে মা বলে, আর আমি যে বুড়ো দিদি—আমাকেও চিনেছে।

রাজা। যা, সব বুঝেছি, এখন চ'লে যা—চ'লে যা।

ধাত্রী। হায় হায়, কি হ'ল—কি কর্‌লে?

[প্রস্থান।

রাজা। কি হয়েছে মা?

বেদৌরা। পিতা! আর আমি অবাধ্য হব না, আর দাম্ভিকতা দেখাব না। চিরদিন বাঁদীর মতন আপনার আদেশ পালন কর্‌ব! যে যুবাকে কাল রাত্রে আমার পাশে শয়ন কর্‌তে আদেশ করেছিলেন, আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আমি বিবাহ কর্‌তে প্রতিশ্রুত হচ্ছি। কিন্তু সে না হ'লে বিবাহও কর্‌ব না, এ জীবনও রাখব না।

রাজা। যুবা পুরুষকে পাশে শয়ন কর্‌তে আদেশ করেছি কি?

বেদৌরা। দোহাই জনাব, কন্যার সঙ্গে রহস্য করবেন না!

রাজা। এ সব কি কথা?

বাঁদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা। রাজকুমারী সকাল থেকেই ওই রকম অস্থির হয়েছেন, আমাদের মার্‌তে ধর্‌তে আসছেন!

রাজা। কোন অজ্ঞাত যুবা এসে মেয়ের পাশে শুয়েছিল না কি?

বাঁদী। না জনাব! কেউ আসে নি—আমরা চারধার বেড়ে শুয়েছিলুম। পাশে থাক্‌বার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে আস্‌বে, আট-ঘাট বন্ধ।

রাজা। মা আমার ধৈর্য্য ধর, উতলা হয়ো না। আমি আজই তোমার জন্য ভাল পাত্র আনাচ্ছি।

বেদৌরা। কা'ল রাত্রে যিনি আমার পাশে ছিলেন, তিনি ভিন্ন অন্য কাউকেও আমি বরণ কর্‌ব না।

রাজা। কা'ল রাত্রে কেউ তোমার পাশে ছিল না।

বাঁদী। কেউ ছিল না! সওয়ায় আমি—আর কেউ ছিল না।

বেদৌরা। নিশ্চয় ছিল, তবে রে হারামজাদী বাঁদী!

বাঁদী। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

রাজা। বেয়াদবী আমার সুমুখে? কোই হায়! (বান্দার প্রবেশ) বাঁধ—পাপীয়সীকে গলায় শেকল দিয়ে বাঁধ। লে যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লে যাও।

বেদৌরা। মিথ্যে মনে করেন, এই আংটী দেখুন।

বাঁদী। ভেস্কী—জনাব ভেস্কী—হাওয়ার আংটী—দেখবেন না, মাথা গুলিয়ে যাবে।

রাজা। আমি কিছু দেখতে চাই না যাও—লে যাও, তুমি প্রজার সুমুখে আমার মাথা হেঁট কর্‌তে চাও। এখনি দেশ-বিদেশে আমার ঘরের কলঙ্ক রটে যাবে। আমার হুকুম না হ'লে খুলে দিয়ো না।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধাত্রীর মহাল।

ধাত্রী ও মার্জ্জমান।

মার্জ্জ। এর ভেতরে এত কাণ্ড হয়েছে!

ধাত্রী। তুই হতভাগা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবি, তা কাণ্ড কারখানা হবে না। দেখ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। ছেলেবেলায় রাজকুমারীকে আর তোকে পাশাপাশি রেখে আমি মানুষ করেছি, তোর মা তোকে রেখে ম'রে গেল, রাণীও বেদৌরাকে—আমার হাতে স'পে দিয়েছিল; আমি দুটীকে দু'বগলে ক'রে মানুষ করেছি। আহা তোরা দুটি পাশাপাশি শুয়ে থাক্‌তিস্, দেখাত যেন মাণিক-জোড়; দুই ভাই-বোনে আমার বুকের ওপর কত খেলাই খেলেছিস্!

মার্জ্জ। সে দুঃখু শোনবার এখন সময় নেই দিদি, ব্যাপারখানা কি খুলে বল। দিদিমণি কি একেবারেই উন্মাদ হয়েছে?

ধাত্রী। একদম।

মার্জ্জ। কিছু জ্ঞান নাই?

ধাত্রী। ও বাবা জ্ঞান নেই? জ্ঞান অমনি টন্‌টন্ করছে—

মার্জ্জ। জ্ঞান আছে, তবে পাগল হ'য়েছে কি?

ধাত্রী। আজকালকার মেয়ে-ছেলের রোগই ওই। খেতে দাও খাবে, শুতে দাও শোবে। কিন্তু মাথায় হাত দাও গরম, গায়ে হাত দাও ফোস্‌কা। জল ঢাল—টগবগ।

মার্জ্জ। আর বেত লাগাও।

ধাত্রী। ঠাণ্ডা।

মার্জ্জ। বুঝেছি, তা পাগল হ'য়ে বেদৌরা করেছে কি?

ধাত্রী। কেবল বক্‌ছে প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর। তাই ছাই এ পোড়া দেশের দোকানে গোলঞ্চ ক্ষেত-পাপড়া সব মিল্‌লো—কিন্তু ছাই কি প্রাণেশ্বর মিল্‌ল না।

মার্জ্জ। আচ্ছা, আমায় একবার দেখাতে পারিস্?

ধাত্রী। তুই আর কি কর্‌বি ছাই—কত হকিম তল হ'য়ে গেল। প্রাণেশ্বর না এনে দিতে পার্‌লে, রোগ কিছুতেই সার্‌বে না।

মার্জ্জ। বেশ, তাই এনে দেব। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা না।

ধাত্রী। প্রাণেশ্বর এনে দিবি?

মার্জ্জ। নিশ্চয়—দুনিয়া ঘুরে এলুম, কত সাধু ফকীরের সেবা কর্‌লুম, কত তাবিজ গড়া শিখ্‌লুম, আর বেদৌরার জন্য তুচ্ছ একটা প্রাণেশ্বর আন্‌তে পারব না।

ধাত্রী। বটে, বটে, বলিস্ কি রে ভাই?

মার্জ্জ। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা।

ধাত্রী। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আয়। [প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ বেদৌরা

গীত।

দেহ বাঁধা ঘরে আমার প্রাণ বাঁধা সেখানে।
খুঁজে প্রাণ কতই দেখি কোথায় আছে কে জানে॥
তোমরা ধ'রে রেখেছো গো ভেবেছো বাঁধাবাঁধি,
আমি সে চাঁদের পাশে ব'সে ব'সে কতই কাঁদি,
এ দেশের নয়কো সে চাঁদ বাস করে গো
কোন্ গগনে।

(ধাত্রী ও মার্জ্জমানের প্রবেশ)

ধাত্রী। এই দেখ মার্জ্জমান, তোর ভগিনীর কি অবস্থা হয়েছ একবার দেখ।

বেদৌরা। কি ভাই! উন্মাদিনী ভগিনীকে দেখতে এসেছ?

মার্জ্জ। হাঁ—তোমার এই দশা! ভুবন-মোহিনী বেদৌরা কি না আজ শেকলে বাঁধা!

বেদৌরা। আর পাগল হ'লে যা দুর্দ্দশা হয়, তাই হয়েছে।

মার্জ্জ। তুমি পাগল? যে এ কথা বলে, সে উন্মাদ। ভাল, ব্যাপারখানা কি, একবার আমায় ভেঙ্গে বল দেখি? দেখি, প্রাণপণে তোমার দুঃখের প্রতীকার ক'র্‌তে পারি কি না।

বেদৌরা। আর প্রতীকার। মৃত্যুতে এ অপমান লাঞ্ছনার প্রতীকার। মার্জ্জমান ভাই! ভগিনী ব'লে চিরকাল স্নেহের চক্ষে দেখে এসেছ। আমাকে সুখী দেখবার জন্য প্রাণপণে কত চেষ্টা করেছ। আর আজ আমার এই এই দুর্দ্দশা দেখে তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ? ভাই! হত্যা কর, ভগিনীকে হত্যা ক'রে এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান কর।

মার্জ্জ। রাজা কি এমনই জ্ঞানশূন্য? আমার এমন জ্ঞানময়ী ভগিনীকে পাগল স্থির করেছেন?

বেদৌরার গীত।

তারা বলে আমি পাগলিনী।
কেউ যা দেখে না আমি দেখি,
কেউ যা শোনে না আমি শুনি।
আমি যদি কাঁদি তারা হাসে
হাসিলে তাদের আঁখি জলে ভাসে,
মরিলে নিশ্বাসে পোড়ায় হুতাশে,
চলিলে আবেশে করে টানাটানি॥

মার্জ্জ। ভাল, ব্যাপারখানা কি, আমাকে ভেঙ্গে বল দেখি? হাঁ দিদিমণি। তুমি কি কোনও যুবাকে স্বপ্নে দেখেছ?

বেদৌরা। স্বপ্ন? হাঁ তাই দেখ দেখি—এটা কি স্বপ্ন? স্বপ্নে কি এরূপ অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়?

মার্জ্জ। তাই ত, তাই ত, এ ত বড় আশ্চর্য্য! এ আংটী ত এ রাজ্যের নয়—এখানে এমন কারিগর ত নেই? এ রকম আংটী যে আমি এক দেশে দেখেছি! কোথায় দেখেছি—কোথায় দেখেছি—হাঁ হয়েছে—হয়েছে, যে দেশে এ আংটী হয়, সে দেশে যে আমি গিয়েছি, মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে, খালেদান রাজ্যের কারিগর এই রকম আংটী প্রস্তুত করে। খোদা মুখ তুলেছেন—তোমার এ যন্ত্রণার প্রতীকারের উপায় ক'রে দিয়েছেন।

বে। হবে?—প্রতীকার হবে? ভাই! ভগিনী আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌ছে, তাকে রক্ষা কর।

মার্জ্জ। ঠিক হবে, প্রতীকার হবে। তুমি আংটীটে আমার হাতে দাও—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খালেদান রাজ্যের অঙ্গুরী। এরূপ ঘটনা কেমন ক'রে ঘটল? তোমার সঙ্গে সেখানের কোন যুবার অঙ্গুরী বিনিময়, এ যে অতি অদ্ভুত ঘটনা রাজনন্দিনি।

বে। খালেদান রাজ্য কোথায়?

মার্জ্জ। সে এখান থেকে এক বৎসরের পথ।

বে। তা হ'লে কি ক'রে এ ঘটনা হ'ল ভাই?

মর্জ্জ। যেমন ক'রেই এ ঘটনা হ'ক, খালেদান রাজ্য যতদূরই হ'ক, আমি ঠিক যাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও রাজকুমারী। স্থির জেনো, তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার না ক'রে আমি নেমক খাব না। তোমার আংটী নিয়ে আমি আজই চললুম।

ধাত্রী। ও বাবা। এ পোড়া প্রাণেশ্বর এক বৎসরের পথ।

মর্জ্জ। জাহাজে গেলে এক বৎসর, হেঁটে গেলে তিন বৎসর।

ধাত্রী। তা যা হোক মার্জ্জমান! সেইখানেই গিয়ে দিদিমণির জন্যে প্রাণেশ্বর—নিয়ে আয়।

মার্জ্জ। আচ্ছা তাই হবে।

ধাত্রী। আর দেখ, সেই সঙ্গে কতকগুলো প্রাণেশ্বরের শেকড় আনিস্ ত। আমি ঘরের কানাচে পুঁতে দেব, তোর দিদির মতন এই বয়সে খেপবার পাত্র ঢের আছে। একবারে বাড়ীর উঠোনে প্রাণেশ্বরের বন ক'রে রেখে দেব। যে খেপবে, অমনি মটমট ক'রে ডাল ভেঙ্গে, পাতার রস বার ক'রে মরীচের গুঁড়ো আর আদার রস দিয়ে বেটীদের ঢক্ ঢক্ ক'রে খাইয়ে দেব। দেখি বেটীরে কেমন ক'রে খ্যাপে। [প্রস্থান।

(মৈমুনী ও কাসকাসের প্রবেশ।)

মৈমু। দেখ কাস্‌কাস! এই মার্জ্জিয়ান, সাজাদা কমরলজমানকে আন্‌তে খালেদান রাজ্যে যাচ্ছে।

কাস। যাচ্ছে, যাচ্ছে—তা হ'লে বেশ হ'চ্ছে।

মৈমু। আরে মর্‌, বেশ হ'চ্ছে কি? আগে আমি কি বলি শোন্‌। এ ব্যক্তি গিয়ে কমরল-জমানকে এখানে নিয়ে আস্‌বে।

কাস। তা হ'লে ভারি মজা হবে।

মৈমু। দূর্‌ গাধা উল্লুক। মজা হবে কি? সাজাদা বেদৌরার কাছে এলেই আমার হার হবে।

কাস। তা হ'লে উপায়?

মৈ। ও যাতে খালেদান রাজ্যে না পৌঁছুতে পারে, তার উপায় করতে হবে। ও লোকটাকে কোনও রকমে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিতে হবে।

কাস্‌। তার আর কি? হুকুম কর, জাহাজ শুদ্ধ ডুবিয়ে দিই।

মৈ। না—তা করিস নি—তা হ'লে হয় ত দানহাস জান্‌তে পার্‌বে। কিছুতেই যেন সে না জান্‌তে পারে।

কাস্‌। তা হ'লে লোকটাকে ফেলে দিয়েই আমি সেখান থেকে স'রে পড়ব?

মৈ। ফেলে দিয়েই স'রে পড়বি। তুই ওর সঙ্গে সঙ্গে যা। যেখানে সুবিধা পাবি, সেইখানেই ফেলে দিবি।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

উজীর ও সা-জমান

সা-জ। ছেলে যদি আমার মারা যায়। তা' হ'লে কিন্তু উজীর ওমরাও সবাইকে ছেলের সঙ্গে এক গাড়ে পুঁতে ফেল্‌বো।

উজীর। ছেলে মারা যাবে, এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে জনাব?

সা-জ। ছেলে মারা গেল, আর যাবে কি? জলটি পর্য্যন্ত ছেলের পেটে তলাচ্ছে না, তখন আর কেমন ক'রে বাঁচবে? হা হুতাশ করতে করতেই যদি তার দিন কেটে গেল, তখন ছেলের খিদে কি আর হবে?

উজীর। সব হবে, আপনি উতলা হবেন না। আমাদের মেরে ফেলেন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে আর ছেলে বাঁচবে না। বরং আমরা বেঁচে থাকলে প্রতীকারের ব্যবস্থা করতে পারি।

সা-জ। হায়, হায়! কেন মরতে ছেলেকে পুরাণো কেল্লায় কয়েদ করেছিলুম?

উজীর। আপনি এত উতলা হ'লে, ছেলে আরও ভেবড়ে যাবে, তা জানেন?

সা-জ। তা হ'লে কি করবে কর—কেমন ক'রে ছেলেকে বাঁচাবে বাঁচাও।

উজীর। আজ্ঞে—ব্যবস্থা গোলাম প্রাণপণেই করছে। কিন্তু কি করব জনাব? কাজে হচ্ছে না। যান—আপনি ততক্ষণ সাজাদার পাশে ব'সে থাকুন গে। ওমরাওরা সব তাঁর কাছে আছে, দেখবেন যেন ছেলে বেশী কথা না কয়। কেন না কাহিলের উপর বেশী কথা কইলে, ছেলে আরও কাহিল হয়ে পড়বে।

সা-জ। হায়, হায়! বৃদ্ধ বয়সে ছেলে পেলুম, সে ছেলে কি না আস্‌নাই রোগে মারা গেল? হা আল্লা। তোমার মনে এই ছিল? দেখো যেন এখানে আর কেউ আসে না। ছেলের এ সমস্ত ব্যাপার বাইরের লোকে শুনলে আমার জানও যাবে, মানও যাবে। তা হ'লে কিন্তু আমি তোমার খাতির রাখবো না।

উজীর। যো হুকুম—কাউকেও আর এখানে আন্‌ছি না। (সা-জমানের প্রস্থান) কি বলব, আমার ছেলে নয়। আমার ছেলে হ'লে ও রোগ এত দিন কোন্‌ কালে সারিয়ে দিতুম। বুড়ো বয়সের ছেলে—আদর পেয়ে পেয়ে একেবারে বেয়াড়া হয়ে গেছে। ও আস্‌নাই রোগ কি আদরে সারে? আগা পাশতলা জলবিছুটি হয়, তা হ'লে এক লহমায় রোগ ছুটে যায়। এমন বেয়াদব ছেলে যে, স্বপ্নে কোথাকার কি দেখে মুখ গুঁজড়ে প'ড়ে আছে, আর বাপ কি না তাইতে আস্‌কারা দিয়ে ছেলেটার পরকালটা ঝরঝরে ক'রে দিচ্ছে। এক ছেলের জন্ত রাজকার্য্য বন্ধ, ধর্ম্মকর্ম্ম বন্ধ। দূর হোক— আর ভাবতে পারি নি, যা হয় হোক্‌ গে।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

কি রে বান্দা? খবর কি?

(সা-জমানের প্রবেশ)

সা-জ। কি রে বান্দা? হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলি যে?

বান্দা। জনাব, এক জন লোক দরিয়ায় প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাকে সাহায্য না করলে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। তাই উজীর সাহেবকে খবর দিতে এসেছি।

উজীর। যা, যা, আরও দু এক জনকে ডাক্—শীগ্‌গির ডাক্। কে হতভাগ্য সাগরে প'ড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে? তাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

সা-জ। সাগরে ডুবে মরছে, তুমি তাকে কেমন ক'রে রক্ষা করবে?

উজীর। জনাব। বাঁচে না বাঁচে খোদার মর্জ্জি, আমরা রক্ষার চেষ্টা করতে ছাড়ি কেন? বিপন্নকে আশ্রয় দিলে, খোদাও আপনাকে আশ্রয় দেবেন। হয় ত আপনার ছেলের রোগের কোন কিনারা হ'তে পারে।

সা-জ। বেশ, রক্ষার কথায় আমি বাধা দিতে পারি না। কিন্তু সাবধান, যেন লোকটা কিছুতেই আমার ছেলেকে না দেখতে পায়। বিদেশী লোক ভেতরকার খবর দেশ-বিদেশে রটালে, আমাদের মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হবে। বুঝেছ?

উজীর। বুঝেছি, তাকে এইখান থেকেই বিদেয় ক'রে দেব। তা হ'লে হুকুম করুন।

সা-জ। যাও, শীগ্‌গির যাও—গরীবকে রক্ষা কর।

উজীর। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন জাঁহাপনা। চল্ বান্দা—জলদি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দানহাসের প্রবেশ)

দান। এ মৈমুনী রাণীর কাজ। মৈমুনীর কাজ—নইলে কি ক'রে পড়ল?—ঝড় নেই, তুফান নেই, কি ক'রে পড়ল? জাহাজ ডুবলো না—জাহাজের আর কেউ পড়ল না, মাঝখান থেকে মার্জ্জমান জলে পড়ল কেন? এ নিশ্চয় মৈমুনী রাণীর কাজ। কমরলজমানকে চীন দেশে নিয়ে যেতে পারলে আমার জিত হবে, সেই জন্যই ফেলে দিয়েছে। আমিও ছাড়ছি না, লোকটাকে কিছুতেই ডুবতে দিচ্ছি না।—ঢেউএর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে ওকে ডাঙ্গায় তুলে দেব।

(কমরলজমানের প্রবেশ।)

কম। হা প্রাণেশ্বরি। এক দিন মাত্র দেখা দিয়ে জন্মের মতন অদৃশ্য হ'লে? কেন চ'লে গেলে? কি অপরাধে চ'লে গেলে? কোথা আছ, দেখা দাও।

(সা-জমানের প্রবেশ।)

সা-জ। এ কি! কে ছেড়ে দিলে? কে এত দূর আসতে দিলে?

(বেগে হকিম ও বান্দার প্রবেশ।)

বান্দা। সাজাদা—সাজাদা। চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

সা-জ। কোথায় ছিলি হারামজাদা? সাজাদা উঠে এলো দেখতে পেলি নি?

বান্দা। সাজাদা। মেহেরবাণী ক'রে চ'লে আসুন, উঠবেন না, প'ড়ে যাবেন—মারা যাবেন।

সা-জ। আর তুমি কি রকম হকিম?—চোখের সামনে এই কাহিল ছেলেকে উঠতে দিলে?

হ। জনাব—জনাব। সাজাদা ওঠেন নি, সাজাদার নাড়ী উঠেছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে কি?

হ। আজ্ঞে হাঁ জনাব—(কমরলজমানের হস্ত পরীক্ষা) একটা নাড়ী আড় হয়েছিল, সেইটে খাড়া হয়েছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে, তবে ত ছেলে গেল?

হ। ভয় নেই জনাব—ভয় নেই, আমি এখনি বসিয়ে দিচ্ছি।

কম। আমার কিছুই হয় নি, কেন আপনারা আমার উপর এই জুলুম করছেন?

সা-জ। এ-ও কি একটা কথা বাবাজান? হকিম বলছে বেমার হয়েছে, ওমরাওরা বলছে বেমার হয়েছে, যে দেখছে সেই বলছে বেমার হয়েছে, তুমি এখন বেমার হয় নি ব'লে চলবে কেন?

হ। বেমার—আলবৎ বেমার—বহুত বেমার—এই নাড়ী আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে—এই সময় চেপে ধর। ভয় কি জনাব? আর উঠতে দিচ্ছি নি। এই বান্দা। সাঁড়াশী লে আও। [বান্দার প্রস্থান।

কম। সাঁড়াশী আমার গলায় দাও—হাতে দিয়ে এ রকম জুলুম করবার চেয়ে আমার গলায় দাও—গলায় দিয়ে মেরে ফেল।

সা-জ। দেখদিকিন্ হকিম সাহেব, বেমারটা হ'ল কিসে?

হ। (নাড়ী দেখিয়া) ইস্—বহুৎ চিজ উজ নাড়ীমে ঠেকতা হায়। ইস্—এ কেয়া হায়—নাড়ীমে আউরৎ মালুম হোতা হায়।

সা-জ। ওই—ওই—ওই আউরৎটাই আমার ছেলের সর্ব্বনাশ করছে।

হ। ভয় নেই জনাব! যখন ধরেছি, তখন আর ভয় নেই—এক জোলাপে—এক ঠাণ্ডা জোলাপ দিলেই আউরৎ হজম হ'য়ে বেরিয়ে যাবে।—উঃ! বহুত উম্‌দা আউরৎ নাড়ীমে ঠেকতা হায়।

কম। আর পয়জার ঠেকতা নেই। (হকিমকে পদাঘাত) [প্রস্থান।

সা-জ। গেল, গেল, গেল, গেল, হকিমকে মেরে ফেললে।

হ। কিছু ভয় নেই জনাব, নাড়ী এইবারে পায়ে এসেছে, আঙ্গুলের একটি টিপনিতে ওঠা নাড়ী একেবারে পায়ে নেমে পড়েছে। আর কি। সাজাদা ত সেরে গেল ব'লে।

সা-জ। বটে বটে—

হ। আমার আঙ্গুলের টিপনি—নাড়ী ভয়ে কেঁপে উঠেছে। একেবারে পায়ে ধরেছে।

সা-জ। আহা হা! তা হ'লে আর বার দুই চার পা ছুঁড়লে, নাড়ীটে ঝরে যেত যে।—ওরে ধর্ ধর্, প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে।

[প্রস্থান।

হ। উঃ! (যন্ত্রণার অভিনয়) শালার ছেলে মারের মতন মার লাগিয়েছে। এখন উল্‌টে আমার নাড়ী না ছাড়লে হয়।

[প্রস্থান।

(উজীর, মার্জমান ও জনৈক বান্দার প্রবেশ)

মার্জমান। আপনি আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেছেন, আপনাকে যে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব, তা বল্‌তে পারছি না।

উজীর। কিছু নয়—কিছু নয়, খোদা করেছেন। মানুষের সাহায্যে আপনাকে ওরূপ অবস্থাতে রক্ষা করা অসম্ভব।

মার্জ। আপনি অতি মহৎ লোক, আপনার মহত্ত্বের তুলনা নাই।

উজীর। কিছু নয়,—কিছু নয়, আপনি ও কথা মনেও আন্‌বেন না।

মার্জ। খোদা আপনার মেজাজ আচ্ছা রাখুন, খোদা আপনার ভাল করুন।

উজীর। আপনি এখানে বসুন, সুস্থ হোন, তার পর গোলামের বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। বান্দা! কাছে থাক্, ফিক্রা সাহেবের তজবিজ কর্।

বান্দা। যো হুকুম।

উজীর। আর দেখিস্, খবরদার। যেন ও দিকে যায় না।

[প্রস্থান।

মার্জ। মিয়া সাহেব। তোমার আর আমার কাছে থাকবার কোনও দরকার করে না—আমি বেশ সুস্থ হয়েছি।

বান্দা। না জনাব! আপনাকে ফেলে যেতে হুকুম নেই।

মার্জ। বেশ—হুকুম না থাকে, তা হ'লে আমার কাছে ব'স।

বান্দা। ফকির সাহেব। কোন্ মুলুকে আপনার ঘর?

মার্জ। সে অনেক দূর—এক হাজার ক্রোশ পথ—তার নাম চীন মুলুক।

বান্দা। ও আল্লা। আপনি চীন মুলুকের লোক?

মার্জ। হাঁ বাবা। চীন মুলুকের লোক।

বান্দা। ও বাবা! চীন মুলুকে মানুষ আছে? আমি জানতুম চীন মুলুকে চীনে থাকে, আর চীনের মাটী থাকে। মানুষ থাকে তা ত জানতুম না।

মার্জ। হাঁ বাবা! চীনে মানুষও থাকে, মাটীও থাকে।

বান্দা। তা আপনি চীন মুলুকে কেন ছিলেন?

মার্জ। সেখানে আমার জন্মস্থান।

বান্দা। ও বাবা! আপনি স্থানে জন্মেছেন, সেখানকার মাটী ত তা হ'লে খুব জাঁকাল। তা মাটী কি আপনাকে গর্ভে ধরেছিল?

মার্জ। আ রে ম'ল—এ বেটা ত এমনি ক'রে জ্বালাতন করবে দেখছি। এ বেটাকে ত না থামালে চলছে না। দেখ বাপু। আমার একটা

বড় বেমার আছে, সেটা মাঝে মাঝে চাগাড় দিলে বড়ই মুস্কিল।

বান্দা। আহা হা—আপনার আবার রোগ আছে?

মার্জ। বেজায় রোগ, আমার মাঝে মাঝে হাত-পা ছোঁড়া রোগ হয়, স'রে যাও, কাছে থেকো না, আমার হাত-পা সড় সড় ক'রে আস্‌ছে, দূরে গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাক।

বান্দা। ত' আপনি দাওয়াই খান না কেন?

মার্জ। কথা ক'য়ো না—কথা ক'য়ো না, এলো—এলো—স'রে যাও।

বান্দা। এই স'রে যাচ্ছি, কিন্তু দেখুন—

মার্জ। (আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া) এউ—

বান্দা। এ রোগ আপনার কত দিন হয়েছে?

মার্জ। এই সবে আজ (কিল মারা)

বান্দা। (কিয়দ্দূর সরিয়া গিয়া) আপনার এ রোগ বিষম রোগ, তা এ রোগ ত কিছুতেই সার্‌বে না। তবে যদি এক কাজ করতে পারেন, তা হ'লে সারতে পারে।

মার্জ। বল ত বাবা! কাজটা কি—বল ত?

বান্দা। আমাদের সাজাদারও ওই হাত-পা ছোঁড়া রোগ হয়েছে। কত দেশ থেকে কত হকিম এসে কত দাওয়াই দিলে, কিছুতেই সে রোগ আরাম হ'লো না। আপনারা দু'জনে যদি এক দিন পাশাপাশি শুয়ে থাকেন, তা হ'লে একদিনের কিলোকিলি গুঁতোগুঁতিতে বেমারাম সেরে যায়।

মার্জ। এটা কোন্ রাজ্য মিয়া?

বান্দা। এটা খালেদান রাজ্য।

মার্জ। খালেদান রাজ্য? ইয়া আল্লা। তব তো মেরা বেমার আরাম হো গিয়া। তা মিয়া সাহেব। সাজাদা কোথায় আছেন?

বান্দা। কাছেই—এই বাগানেই আছেন, হুকুম নেই ব'লে দেখাতে পাচ্ছি না।

মার্জ। দেখাবার হুকুম নেই?

বান্দা। হাঁ ফকির সাহেব। দেখালেই উজীর সাহেবের গর্দ্দান যাবে।

মার্জ। যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন, উনিই কি উজীর?

বান্দা। হাঁ হুজুর! উনিই উজীর। উনি আপনাকে জোর ক'রে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, রাজার ইচ্ছে ছিল না।

মার্জ। রাজার ইচ্ছা ছিল না? রাজা এমন নিষ্ঠুর!

বান্দা। তা নয় হুজুর! তিনি বিদেশী লোককে এ বাগানে আস্‌তে দেন না। বিদেশী লোক এলে, রাজার ছেলের খবর জেনে দেশ বিদেশে রটিয়ে দেবে, তাতে রাজার মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে। এই জন্ত তিনি উজীরকে পৈ পৈ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছেন, যেন কোন বিদেশী লোক রাজার ছেলের কাছে না যায়। সেই জন্ত উজীর সাহেব আপনাকে এইখানে বসিয়ে রাখতে আমাকে ব'লে গেছেন; এমন কি, এখান থেকে ওইখান পর্য্যন্ত যেতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

মার্জ। (উক্ত স্থানে গমন করিয়া) এইখানে আস্‌তে নিষেধ করেছেন?

বান্দা। হাঁ হুজুর! পেছন দিকে চাইতে পর্য্যন্ত নিষেধ করেছেন।

মার্জ। কোন্ দিকে—এই দিকে?

বান্দা। হাঁ হুজুর।

মার্জ। ওই যেখানে কতকগুলি লোক মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছেন,—তার মাঝখানে ওই যে এক যুবা পুরুষ শুয়ে আছেন, ওইখানে?

বান্দা। হাঁ হুজুর। দেখবেন না—দেখবেন না।

মার্জ। আচ্ছা ভাই! মনে কর—আমি দেখ্‌ছি না, আমি দুটো একটা প্রশ্ন করি, জবাব দাও দেখি, কাছে এস—কাছে এস।

বান্দা। হুজুর! আপনার সে রোগটা?

মার্জ। সেরে গেছে, যে সংবাদ তুমি দিয়েছ, তাতে কি আর রোগ থাকে? এখন কাছে এসে বল ত বাবা! ওই যে শুয়ে আছেন, ওটি কে?

বান্দা। উনি সাজাদা! আর যারা মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে, ওরা ওমরাও। ওই রাজা দূরে,—গাছের তলায় ব'সে আছে।

মার্জ। সাজাদার বেমারটা কিসে হ'ল?

বান্দা। সে হুজুর! অনেক কথা। সাজাদা স্বপ্নে খুবসুরৎ আওরাৎকে দেখে দেওয়ানা হ'য়ে গেছে।

মার্জ। ইয়া আল্লা! কেয়া খোস্ খবর!

বান্দা। ও কি হুজুর! আপনি অমন করছেন কেন?

মার্জ। ইয়া আল্লা, ইল্‌বিল ইল্লা, কিল্‌বিল কিল্লা, মসাল্লা, ঠিক মিলা।

বান্দা। ও কি হুজুর! অমন কর্‌ছেন কেন? এখনি আমার গর্দ্দান যাবে।

মার্জ। (নৃত্য করিতে করিতে) তোফা তোফা—বড়া খোস্ খবর, আওয়াৎ দেখকে খাপ্পা হুয়া—বড়া খোস্ খবর!

(বেগে জনৈক ওমরাহের প্রবেশ।)

ওম। চেঁচায় কে? সর্ব্বনাশ করুলে—চেঁচায় কে?

মার্জ। আমি, আমি, ইল্‌বিল্ ইল্লা, কিল্‌বিল্ বিল্লা, ইয়া আল্লা।

ওম। কে আপনি? গোল করবেন না—গোল করবেন না।

বান্দা। জনাব? চটাবেন না, ভর হয়েছে—ভর হয়েছে।

ওম। অ্যাঁ-অ্যাঁ! ভর!ক—ভর কি?

মার্জ। চাই ফুঁ, চাঁই ফুঁ, খুচুমুচু কাঁইকুঁ—ফোঁচ।

বান্দা। জনাব! চীনে ভর, খেলে—খেলে।

মার্জ। হোয়াং হো, ইয়াংসিকিয়াং, কোয়াংটং, সি হংচং। (ওমরাওকে জাপটাইয়া ধরা)

ওম। ও রে বাবা রে! এ কি বিপদে পড়্‌লুম? ছাড়ুন—ছাড়ুন।

মার্জ। আপনি কি আমার ওপর জুলুম কর্‌তে এসেছেন?

ওম। আ রে আল্লা! জুলুম কেন—জুলুম কেন? আপনি একটু আস্তে কথা কইবেন।

মার্জ। হাম্ আপলোক্‌কা গোলাম্ হ্যায়।

ওম। ইসি বাৎ মৎ কহিয়ে জনাব—এাস বাৎ মৎ কহিয়ে, হাম্ আপলোক্‌কা গোলাম হ্যায়।

মার্জ। হ্যাম আলবাৎ আপলোক্‌কা গোলাম হ্যায়!

ওম। নেহি নেহি, হাম্ হ্যায়—হাম্ হ্যায়।

মার্জ। (অগ্রসর হইয়া) আপ মেহেরবান, কদরদান, করুম্ ফর্‌মাইয়ে।

ওম। আপ মেহেরবান, কদরদান, করুম্ ফর্‌মাইয়ে।

মার্জ। (অগ্র) আপ আলুম দলিল্লা, ইমতুল্লা, মাসাল্লা।

ওম। (পশ্চাৎ) আপ ইল্‌বিল্ ইল্লা, কিল্‌বিল্ কিল্লা

মার্জ। আপ জোলা জুলুল্লা হ্যায়, ছুনিয়াকা পর্‌দাদার হ্যায়।

ওম। আপ হলু খুলুল্লা হ্যায়, ছুনিয়াকা রোশনিদার হ্যায়।

মার্জ। বইঠিয়ে, বইঠিয়ে।

ওম। আপ বইঠিয়ে।

মার্জ। নেহি—আপ বইঠিয়ে।

ওম। নেহি—আপ বইঠিয়ে।

মার্জ। আপ।

ওম। আপ।

মার্জ। (ওমরাওকে ডিঙ্গাইয়া) তব হাম্ ছুটিয়ে, আপ পিছাড়ি চলিয়ে।

ওম। হাঁ হাঁ হাঁ, ও দিকে যাবেন না—ও দিকে যাবেন না।

বান্দা। গেল, গেল—গেল—গর্দ্দান গেল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান।

(সা-জমান, উজীর ও ওমরাওগণ)

সা-জ। উজীর! সে লোকটার উদ্ধার হ'ল?

উজীর। হাঁ জাঁহাপনা, আপনার কৃপায় তার উদ্ধার হয়েছে।

সা-জ। আমার কৃপায়, না তোমার কৃপায়?

উজীর। না—জনাব! আপনি গোলামকে হুকুম না করলে গোলাম ত কিছুতেই হতভাগ্যের উদ্ধার কর্‌তে পার্‌তো না।

সা-জ। তা তাকে কোথায় রেখে এলে?

উজীর। বাগানের এক পাশে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। একটু সুস্থ হ'লেই তাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

সা-জ। এখানে এসে পড়বে না ত?

উজীর। না জনাব! এখানকার খবর সে কিছু জানে না।

সা-জ। দেখো, সাবধান—এখানে যেন সে কিছুতেই না আসে। এসে, ছেলের এরূপ অবস্থা দেখলে দেশ বিদেশে সে খবর রাষ্ট্র ক'রে দেবে।

উজীর। না জনাব। সে লোক এখানে আসবে না।

সা-জ। তার বাড়ী কোথায়?

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। আজ্ঞে, জাঁহাপনা! চীন দেশে।

সা-জ। উজীর—উজীর!

উজীর। হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চলে যাও।

(ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওম। এই ও—এই ও—পাকড়াও—পাকড়াও।

সা-জ। উজীর। তোমায় জবাবদিহি করতে হবে।

উজীর। হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চ'লে যাও।

ওমরাওগণ। হাঁ হাঁ, উধার—উধার।

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। হাঁ হাঁ, কাছে যাবেন না—কাছে যাবেন না, ভয় হয়েছে—চানে ভয়।

সা-জ। আস্তে দাও। কি বলতে চায় শুনি।

(মার্জমান রাজসমীপে গিয়া)

মার্জ। জনাব। গোলাম সেলাম করে।

সা-জ। কে তুমি?

মার্জ। আমি এক জন মোসাফের, দৈবাৎপাকে সাগরে পড়েছিলুম। এই জনাব আমাকে উদ্ধার করেছেন। ব'সে ব'সে শুনলুম, আপনার পুত্র বড় রুগ্ন। আমি আপনার পুত্রকে একবার দেখতে ইচ্ছা করি। গোলামের বিশ্বাস, তাঁকে আরোগ্য করতে পারবে।

সা-জ। পারবে?

উজীর। পারবে?

মার্জ। একবার আমায় দেখতে দিন।

সা-জ। বেশ, তা যদি হয়, তা হ'লে বুঝব, ঈশ্বর আমার জন্ত তোমায় সাগরে নিক্ষেপ করেছেন।

মার্জ। জনাবদের একটু অন্তরালে যেতে হবে।

সা-জ। বেশ, সকলে এখান থেকে স'রে এস।

মার্জ। (জনান্তিকে) হাঁ তুমিই বটে—সে সবার সেরা সুন্দরী, তুমি সবার সেরা সুন্দর; সে পূর্ব্ব গগনের ঊষার ছবি, তুমি পশ্চিম গগনের সন্ধ্যারাগ,—তুমিই বটে।

গীত।

সে যে রূপে গুণে অতুলনা।
দেখার অভাবে যাতনা সহিবে,
অপরাধ কার বল না।
নিরাশে ফেলেছো চোখের জল,
চরণে বিঁধিছে ধরণীতল,
হাতে পেয়ে ফল দূরে ফেলে দেছো,
তবু বল ক্ষুধা গেল না॥
পাশে নিরুপমা সোনার প্রতিমা,
ধরি ধরি ধরা হ'ল না॥

কম। তুমি কে মিয়া?

মার্জ। আর মিয়া! কি আর বলব? সাজাদা! এক জায়গায় থেকে হা-হুতাশ করলে কি স্বপ্নের ধন মেলে? তার জন্ত দুনিয়া ঢুঁড়তে হয়—সাগরে ঝাঁপ খেতে হয়, পাহাড় থেকে পড়তে হয়—এক জায়গায় শুয়ে আকাঙ্ক্ষার ধন মেলে না। এই নাও সাজাদা! তোমার আংটী ফিরিয়ে নাও—রাজকুমারী বেদৌরা অযোগ্য পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করেছেন।

কম। অ্যাঁ—কে তুমি স্বর্গীয় দূত?

মার্জ। স্বর্গীয় দূত নই—বেদৌরার অনুচর। সাজাদা! বেদৌরা তোমার জন্ত শোকে মৃতপ্রায়। তুমি কি কুলকামিনীকে গৃহত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসতে বল? এই কি তোমার প্রেম?

কম। ক্ষমা কর—আমি অজ্ঞান, তাই দুনিয়া ঢুঁড়ে তার সন্ধান না ক'রে এক স্থানে ব'সে, হা-হুতাশ করেছি। বেদৌরা! প্রাণেশ্বরী! কোথায় তুমি?

মার্জ। উতলা হবেন না, রাজকুমার! উঠুন—আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন। যদি তাকে পেতে চান, তা হ'লে আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন—সে এ রাজ্যে নয়—বহু দূর চীনমুলুক।

কম। আমি আপনার গোলাম, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাব; যেমন ক'রে নিয়ে যেতে চান, তেমনি ক'রে যাব।

মার্জ। তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আগে জাঁহাপনাকে সেলাম করি। জাঁহাপনা! এই আপনার পুত্র নিন্; এই দেখুন, আপনার পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

সা-জ। অশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য,—পুত্র! তুমি সুস্থ হয়েছ?

কম। হাঁ জাঁহাপনা, গোলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে।

উজীর। জাঁহাপনা! এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার—এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

মার্জ। উজীর! তোমার জন্তই পুত্র আমার আরোগ্যলাভ করেছে, তুমি এই সাধু পুরুষকে এনে না বাঁচালে আমার ছেলে কিছুতেই প্রাণে বাঁচত না।

উজীর। মিয়া সাহেব! তুমি যে কার্য্য করেছ, তার যোগ্য পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তথাপি জাঁহাপনার হয়ে আপনাকে কিছু পুরস্কার নিতে অনুরোধ করি।

মার্জ। না উজীর সাহেব! পুরস্কার আমি চাই না, আপনি ভুলে গেছেন—আপনি আমার জীবনদাতা।

কম। উজীর! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সহরে আনন্দোৎসবের ঘোষণা কর। গরীব ফকীরকে খয়রাৎ কর। এস মিয়া সাহেব—সঙ্গে এস। উজীর যা বলেছে যথার্থ। এর গুণের পুরস্কার নাই।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিন্দ।

উজীর।

(সা-জমানের প্রবেশ)

সা-জ। উজীর!

উজীর। গোলাম হাজির, হুকুম জাঁহাপনা।

সা-জ। ছেলে ত আরোগ্য হ'ল, এখন রোজ রোজ নতুন নতুন বায়নাতে যে প্রাণ যায়।

উজীর। এখন আবার কি বায়না হুজুর!

সা-জ। বলে আমি শীকারে যাব।

উজীর। এ ও কি একটা কথা—ছেলেমানুষ।

সা-জ। বল ত।

উজী। না না—আজকাল শীকার কিছুতেই হ'তে পারে না।

সা-জ। পারে কি?

উজীর। কিছুতেই হ'তে পারে না।

সা-জ। বেশ, তাও যদি যেতে হয়, তা হ'লে লোক সঙ্গে নে।

উজীর। একে শীকার, তায় আবার একা!

সা-জ। একা, বলে—গোলাম টোলাম্ কাউকে সঙ্গে নেব না।

উজীর। আরে আল্লা!

সা-জ। এস ভাই, তুমি বোঝাবে এস।

উজীর। যো হুকুম!

[সা-জমানের প্রস্থান।

উজীর। এ ও বোধ হয় সে বিদেশীর চাল, নইলে হঠাৎ শীকার করতে সাজাদার এত আগ্রহ হ'ল কেন? শীকারের ছল ক'রে স'রে পড়বে না ত? সাজাদার স্বপ্নের সঙ্গে এই ফকিরের কোন সম্বন্ধ নেই ত!

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। উজীর সাহেব, সেলাম।

উজীর। সেলাম মিয়া সাহেব!

মার্জ। বেয়াদবী মাপ হয়, আমি হুকুম না নিয়েই আপনার কামরায় প্রবেশ করলুম।

উজীর। আরে ভাই! এ তোমার ঘর, তোমার দোর। রাজা তোমায় ভালবাসেন, রাজকুমার তোমায় ভালবাসেন।

মার্জ। কিন্তু আপনি বাসেন না।

উজীর। এ কি কথা, এ কি কথা?

মার্জ। আপনি আমাকে কিছু কিছু সন্দেহ করেন।

উজীর। আরে!—

মার্জ। হয় ত মনে করেছেন, এই যে রাজকুমার শীকার করতে চলেছেন, এও হয় ত আমার কথায়।

উজীর। (হাস্য) হা হা—ওটা কি জান।

মার্জ। আজ্ঞে ওটা জানি আর নাই জানি, তবে এটা জানি যে, আপনি আমার জীবনদাতা।

উজীর। খোদা করেছেন—খোদা করেছেন।

মার্জ। তা সে যাই করুন, কিন্তু আমি আপনার কেনা গোলাম।

উজীর। বলতে নেই—বলতে নেই।

মার্জ। কিন্তু আমার বড় দুঃখু, আপনি আমার উপর সন্দেহ করেন।

উজীর। আরে না না—এ ও কি একটা কথা।

মার্জ। হয় ত মনে করেছেন যে, শীকারের অছিলা ক'রে আমি সাজাদাকে নিয়ে ভেগে পড়ব।

উজীর। কেন—কি দুঃখে? আওরৎ হ'লে ভাগবার কথা ছিল বটে।

মার্জ। তা হ'লে সাজাদা কি জাবনে শীকার করবে না?

উজীর। আলবৎ করবে। পাখীটে পক্ষীটে বুল্‌বুল্ বা ছিপ নিয়ে কইটা মাগুরটা।

মার্জ। হ'ল বা আর একটু এগিয়ে গিয়ে ছাগলটা ভেড়াটা।

উজীর। হ'ল আর একটু পেছিয়ে এসে ইঁদুরটা ছুঁচোটা।

মার্জ। হ'ল বা টপ ক'রে খানিকটে ডিঙ্গিয়ে বাঘটা সিঙ্গিটা।

উজীর। বাঘটা, সিঙ্গিটা?

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব! কি একটু মাঝা-মাঝি থেকে হরিণটা, প্রজাপতিটা।

উজীর। প্রজাপতির মতন চেহারাটা, হরিণের মতন চোখটা।

মার্জ। হ'ল সিংহের মতন মাজাটা।

উজীর। তা এ কথা আমায় আগে বল নি কেন?

মার্জ। জনাব, আপনাকে না বললে যে বেইমান হব।

উজীর। তা হ'লে ত ভাই, তুমি এ রাজ্যেরই রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু কত দূরে?

মার্জ। কিছু দূর।

উজীর। বিপদের ভয় নেই ত?

মার্জ। জনাব, পূর্ব্বেই বলেছি—আমি আপনার কেনা গোলাম, আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। কিছু যে বিপদের ভয় নেই, এ কথা বলতে পারি না। সাগরের তলা থেকে মুক্ত তুলতে একটু আধটু বিপদের ভয় আছে বই কি। তবে ভয় মুক্তোর কাছে নয়।

উজীর। বুঝেছি—বিপদ পথে যেতে আসতে।

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব।—তবে তাও যে বড় বেশী, তা নয়। ফকীরবেশে যাব।

উজীর। ভাই! তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত দূত—তুমি আমার সেলাম গ্রহণ কর।

মার্জ। সে কি জনাব, আমি আপনার গোলাম।

উজীর। কিন্তু কার্য্যে যে সফলতা লাভ করবে, সে সুন্দরীকে যে পাওয়া যাবে, সাজাদার যে পছন্দ হবে, এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস আছে?

মার্জ। আজ্ঞে জনাব। খোদা আগে থাকতে সব কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। আমি সেইখান থেকেই এসেছি। রাজকুমারও যাবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

উজীর। ঈশ্বর! তোমার অপার লীলা! এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা? কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারি কি?

মার্জ। জনাব, আপনি পেড়াপীড়ি করলে বাধ্য হ'য়ে গোলামকে বলতে হবে।

উজীর। কাজ নেই, কাজ নেই—এই যে নেই আমি সন্তুষ্ট; জানবই ত।

মার্জ। তা হ'লে মৃগয়া?

উজীর। আবার সেই কথা! আমি আর কোনমতেই বাধা দেব না।

মার্জ। তা হ'লে সেলাম।

(প্রস্থান, উজীর প্রস্থানোন্মত, অন্য দিক দিয়া সা-জমানের প্রবেশ)

উজীর। এ কি জনাব, আবার ফিরলেন যে? গোলাম এই যাচ্ছিল।

সা-জ। না থাক। যাবার যখন গোঁ ধরেছে, তখন বড় পীড়াপীড়ি করলে হয় ত আবার হিতে বিপরীত হবে। তা হ'লে যেতে যখন ইচ্ছা করেছে, তখন যাক।

উজীর। আর শীকারে মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হয়। চারিদিকে নজরটা ছড়িয়ে পড়ে, হরিণটা ভেড়াটা দেখতে দেখতে গাছটা পালাটা, হ'ল বরণাটা, হ'ল বা ঝরণার ধারের ফুলগাছটা, হয় ত সেখানে খোদা যদি করেন—

সা-জ। খুবসুরৎ আওরৎটা—

উজীর। এই এই।—

সা-জ। ঠিক বলেছ—বাধা দেব না। তা হ'লে সাজাদা কি কি চায়, জেনে যোগাড় ক'রে দাও।

উজীর। এখনি দিচ্ছি।

সা-জ। কিন্তু দেখ, এক দিনের বেশী সে থাকতে পারবে না।

উজীর। আলবৎ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

কমরলজমান।

কম। আসি ব'লে সখা গেল কোথায়? এই বনের ধারে—এই চৌরাস্তার ওপরে বসিয়ে সে গেল কোথায়? আর যে আমার এক লহমাও পথে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। কখন্ বেদৌরাকে দেখব? তার জন্ত মিথ্যা কথায় স্নেহময় পিতাকে ভুলিয়ে যে চ'লে এসেছি। এক দিন থাকবার নাম ক'রে চ'লে এসেছি, আজ তিন দিন। যে পিতা আমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে দুনিয়া অন্ধকার দেখেন, তিন দিন তাঁর কাছ ছাড়া। সে পিতা কি আমার বিরহে প্রাণধারণে সমর্থ হবেন! কবে যাব? কবে ফিরে আসব? কবে প্রাণময়ী বেদৌরাকে সঙ্গে এনে পিতার চরণ-প্রান্তে উপহার দেব? আর যে বিলম্ব সইছে না! সখা—সখা—কোথায় গেলে?—

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। এই যে এসেছি।

কম। এ কি, তোমার হাতে রক্ত কেন?

মার্জ। খুন করেছি।

কম। সে কি?—এরই মধ্যে কাকে খুন করলে?

মার্জ। যাক, ব'সে আছেন, বেশ করেছেন। কোথায় আর জল পাই যে, হাত ধুই; আপনার এই বাহারে পোষাক, এইতেই মুছে ফেলি।

কম। এ কি? এ তুমি কি করছ?

মার্জ। প্রেমের ফাউ কার্য্যটা আগে থাকতে সেরে নিচ্ছি। পিরীত করতে গেলে কিলোকিলি, মারামারি, খুনোখুনি প্রভৃতি যে নানা জাতীয় প্রকরণ আছে, সেগুলো আগে থাকতে সেরে নিলে, পরে আর ঘটবে না,—বুঝেছেন রাজকুমার?

কম। এ সব তুমি কি বলছ? খুন কি?

মার্জ। খুন এমন কিছু বিশেষ বস্তু নয়। গলায় ছোরা লাগিয়ে—আঁড়াইটা পেঁচ দিয়ে—দেহ হ'তে মাথাটাকে আলাদা করা। হাঁ হাঁ,—টানবেন না—টানবেন না, বুড়ো আঙ্গুলে এখনও খানিকটে রক্ত লেগে আছে, মুছে ফেলি—মুছে ফেলি।—বস্—এইবারে আবার প্রশ্নকার্য্য আরম্ভ করুন, আমি জবাব দিতে থাকি।

কম। এ পোষাক ত নষ্ট হ'য়ে গেল।

মার্জ। গেলই ত! দু'দুটো জানই গেল, আর এ তুচ্ছ সামগ্রীটে যাবে না?

কম। দুটো খুন।

মার্জ। একটা আধটা নয়—দুটো।

কম। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করলে না কি?

মার্জ। কিছু না, নিরীহ ভদ্রলোক—আমাদের উপকারেই লাগত, কোনও অপকার হ'ত না।

কম। খুন নিয়ে রহস্য কর, তুমি কি রকম মানুষ?

মার্জ। নিরীহ—কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। যখন ভারি ফূর্ত্তি হয়, তখন চিঁ হিঁ হিঁ করে, আর পা ছোঁড়ে।

কম। এ কি! ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেল্‌লে?

মার্জ। কাজে কাজেই—এখানে মানুষ পাব কোথায়?

কম। মেরেই যদি ফেল্‌লে, তবে সঙ্গে আনলে কেন?

মার্জ। মারব বলেই এনেছি, সাজাদা, আপনিই না হয় বেদৌরার প্রেমে উন্মাদ। আমি এখনও ততটা হই নি। পিতার কাছে আপনি শুধু এক দিন বাইরে থাকবার হুকুম নিয়ে এসেছেন, কিন্তু হ'ল তিন দিন। আপনি কি মনে করেছেন, পিতা আপনার চুপ ক'রে ব'সে আছেন? দুনিয়া চুঁড়ে আপনাকে খুঁজে আনবার জন্ত এতক্ষণ চারিদিকে লোক ছুটেছে। আপনি কি তাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারবেন বিশ্বাস করেছেন?

কম। তাই ত! নইলে উপায়?

মার্জ। উপায় এই ত করলুম। ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেল্‌লুম, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে হাড়-মাস চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। এই পোষাকেও রক্ত মাখালুম। পোষাক খুলুন—এইখানে ফেলুন। তারা আপনাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এখানে এসে পড়ল ব'লে, এসে পথের ওপর হাড় দেখবে—

ন দেখবে, রক্তমাখা আপনার পোষাক দেখ্‌বে। খেই ভাববে—আপনাকে হয় ডাকাতে মেরে লেছে, নয় বাঘে খেয়েছে, তখন আর এগুবে । এইখান থেকেই ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে াঁদতে ঘরে ফিরে যাবে।

কম। সখা, তোমার বুদ্ধির বলিহারি!

মার্জ। কি হ'ল,—কি হ'ল, দূরে ঘোড়ার ায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। পোষাক খুলুন, পোষাক ুলুন, বুঝি আপনাকে ধর্‌তে আস্‌ছে। পোষাক ুলে ওই সুমুখের বনে ঢুকে ব্যাপারখানা কি, েখি গে চলুন। [পোষাক রাখিয়া প্রস্থান।

(রক্ষিগণের প্রবেশ)

১ম রক্ষী। চারিদিকে রক্ত—চারিদিকে হাড় —নিশ্চয় কোন কম্‌বক্তকে ডাকাতে মেরেছে।

২য় র। ডাকাতে নয়, বাঘে মেরেছে; নইলে াথা দেখতে পাচ্ছি না।

৩য় র। ও রে ভাই! দূরে সাজাদার ঘোড়ার তন একটা ঘোড়ার মাথা প'ড়ে রয়েছে।

সকলে। কই—কই?

১ম র। ওরে! এ কি রে?

সকলে। কি রে—কি রে?

১ম র। ওরে, সর্ব্বনাশ হয়েছে রে—সাজাদার পাষাক প'ড়ে।

সকলে। তাই ত রে! ওরে, রক্তে মাখামাখি যে রে! ওরে, কি হ'ল রে? হায় খোদা, কি রলে?

১ম র। পোষাক নিয়ে ঘরে চল—আর কি —সব শেষ!

সকলে। ওরে, কি হ'ল রে—কেমন ক'রে ফিরবো রে? [সকলের প্রস্থান।

(পরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

যদি প্রেম-দরিয়ায় দেছ গা-ভাসান।
চেয়ো না পেছন পানে পাবে নাকো স্থান॥
হোক না দেশ চেনা অচেনা,
প্রাণ ঢেলে যাও সটান ভেসে,
নদীর মুখে সোনার দেশে এ টান রবে না,
ফিরলে তো প্রাণ পাবে না, তুফানের ভয় সবে না,
ফিরবে না আর কূল-মান॥

তৃতীয় দৃশ্য

চীনদেশ—রাজপথ।

মার্জ্জমান ও কমরলজমান।

মার্জ। দেখুন সাজাদা, এইখান থেকেই আমি আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করব। আপনি এই চৌরাস্তায় দাঁড়ান, যা করতে বলেছি, তাই করবেন। রাজার লোক এসে—আপনাকে নিতে এলে আপনি তার সঙ্গে যাবেন। অন্যথা করবেন না।

কম। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?

মার্জ। আমি আপনার পেছনে পেছনে থাকবো, সঙ্গে থাকতে পারবো না। কেন না, এখানে আমাকে সবাই চেনে, তাতে আপনার কার্য্যের হানি হ'তে পারে। রাজা ওমরাও সঙ্গে ঠিক এই সময়ে বাইরে বেড়াতে বা'র হন।

কম। দেখা পাব কোথায়?

মার্জ। সে সব ভাবতে হবে না। দেখা আমি নিজে খুঁজে করব। আগে খোদা দিন দি'ন, আগে কার্য্য সিদ্ধ হ'ক, সেলাম।

মার্জমানের প্রস্থান।

কম। (উচ্চৈঃস্বরে) বালা যোসিনি জগৎশ্বরী, ঢাকী ঢাকী ফিরে কুমারী; পায়রা-চাঁদা গুড়গুড়ী হাঁস, হাজার জিউ বসে হামারী পাশ। মেরী ভক্তি, গুরুকি শক্তি, ফুরো মন্ত্র খোদাকী বাৎ। জল্‌দি আও, জল্‌দি আও। পাও রাখে পটনী বিবি, ভুঁড়ি রাখে রহমন, গলা রাখে বিল্লিকা বাচ্চা, জান্ রাখে চন্দমন্। জল্‌দি আও, জল্‌দি আও! ওই রাজা আসছেন; দূরে ছিলুম, তবু যেন এর চেয়ে ভাল ছিলুম—কাছে এসে বেদৌরাকে দেখবার জন্য প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। খোদা! মেহেরবাণী ক'রে বেদৌরাকে আমায় দেখাও। স্নেহময় পিতার মমতা ছিন্ন ক'রে চ'লে এসেছি। খালেদান রাজ্যকে শোকের বন্যায় ভাসিয়ে চ'লে এসেছি—শুধু বেদৌরাকে দেখবার জন্য। খোদা! সে বেদৌরাকে একবার দেখাও।

(রাজা ও পারিষদগণের প্রবেশ)

রাজা। দেখ ত, দূরে কে এক জন বিদেশীর মত দাঁড়িয়ে আছে না?

১ম-পা। হাঁ জনাব। বিদেশী ব'লেই বোধ হচ্ছে।

রাজা। কেন দাঁড়িয়ে আছে, সন্ধান নাও দেখি?

(পারিষদের অগ্রগমন)

পারি। মিঞা সাহেব! আপনাকে বিদেশী ব'লে বোধ হচ্ছে।

কম। আমি বিদেশী, পশ্চিম মুলুকে আমার ঘর।

পারি। কি মনে ক'রে এখানে আসা হয়েছে?

কম। জাঁহাপনার সম্মুখে বলতে ইচ্ছা করি।

পারি। এ লোকটি বিদেশীই বটে, আপনাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বলতে পার—

কম। জাঁহাপনা! আমি পশ্চিম মুলুকের অধিবাসী—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, আপনার কন্তার মত্ততার খবর শুনে আমি সেই দূরদেশ থেকে তাঁর চিকিৎসা করতে এসেছি।

রাজা। দূরদেশ থেকে যখন আমার কন্তার রোগের কথা শুনেছ, তখন সেই সঙ্গে আমার আদেশের কথাও বোধ হয় শুনে থাকবে।

কম। কি আদেশ—জাঁহাপনার মুখে শুনতে ইচ্ছা করি।

রাজা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমার কন্তাকে আরোগ্য করতে পারবে, তাকে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও সেই কন্তা দান করব; যে না পারবে, তাকে গর্দ্দান রেখে যেতে হবে।

কম। বিবাহ? আমি রাজনন্দিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে চাই না। আর আপনার রাজ্যেরও প্রয়াস নেই জাঁহাপনা! কিন্তু যদি আরোগ্য না করতে পারি, তা হ'লে গর্দ্দান দিতে প্রস্তুত।

পারি। বহু হকিম এসেছে, কিন্তু এরূপ কথা কারও কাছে শুনিনি জাঁহাপনা! এর মুখ দেখে—এর কথা শুনে—এর নিঃস্বার্থ উপকারের প্রত্যাশা দেখে, আমার মনে এক অপূর্ব্ব সাহস হচ্ছে। বোধ হচ্ছে, যেন এই ব্যক্তিই সাজাদী বেদৌরার রোগ মুক্ত করতে পারবে।

রাজা। আমারও অভিলাষ তাই—তুমি সাজাদীকে রোগমুক্ত ক'রে তাকে লাভ কর না পারলে, আমি তোমার জন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবো না। এস—সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অলিন্দ

(শৃঙ্খলাবদ্ধা বেদৌরা)

বেদৌরা। দেখতে দেখতে এক বৎসর অতীত হয়ে গেল, তবুও তাই ফিরলো না। এক দিন—এক এক বৎসর, এমনি এক বৎসর অতিবাহিত করলুম, আর কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরি? এই সর্ব্বনাশীর জন্ত কত হতভাগ্য এই এক বৎসরের ভেতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে। এমন ক'রে নিত্য নিত্য নিরীহের হত্যাই বা কেমন ক'রে দেখি? ঈশ্বর! আর যে সহ্য হয় না। দাও, দাও—আমাকে মৃত্যু দাও,—না না—মরতেও যে সাহস হচ্ছে না। প্রাণেশ্বর! তোমার সে মুখ আর একবার না দেখলে, তোমার মুখের কথা একবার না শুনলে যে, ম'রেও সুখ হবে না।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। সাজাদী! আবার এক জন হকিম এসেছে—সে আপনাকে চিকিৎসা করতে চায়।

বেদৌরা। অ্যাঁ! আবার কোন্ হতভাগ্যকে মৃত্যুতে আহ্বান করলে?

বান্দা। সে বাস্তবিকই সকলের চেয়ে হত ভাগ্য। জাঁহাপনা তার রূপ দেখে, তার এলেম দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তাকে নিরস্ত করবার জন্ত অনবরত চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই সে নিষেধ শুনছে না। জাঁহাপনা অমনি অমনি তাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছেন ভাল সুন্দরী এনে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই তার গোঁ ফেরাতে পাচ্ছেন না। সে বলে—আপনার কন্তাকে যদি আমি আরোগ্য না করতে পারি, তা হ'লে আমার জীবনই বৃথা। আমার বিদ্যাশিক্ষা যদি নিস্ফল হয়, তা হ'লে প্রাণ রেখে প্রয়োজন কি?

বেদৌরা। তা হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা!

বান্দা। বড়ই বিপদের কথা! জাঁহাপনা থেকে আরম্ভ ক'রে বান্দারা পর্য্যন্ত তার জন্ত দুঃখিত।

বেদৌরা। দেখ্‌তে কি বড়ই সুন্দর?

বান্দা। এমন সুন্দর যুবাপুরুষ চীনরাজ্যে নেই, চীন কেন—বুঝি দুনিয়াতেই নেই।

বেদৌরা। তিনি যদি না হন—আমার যদি সে স্বপ্নের ধন না হয়, তা হ'লে কি ঈশ্বর, আবার এক নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ হব?

বান্দা। তা হ'লে তাকে এইখানে নিয়ে আসি?

বেদৌরা। কি বলব?

বান্দা। সে ব্যক্তি আসবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছে। বলে—আমার বিস্তার পরিচয় না দিয়ে আমি আর এক দণ্ডের জন্তও স্থির হ'তে পাচ্ছি না। তা হ'লে তাকে আনি?

বেদৌরা। দেখ, এতে আমি কোনও কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না। জাঁহাপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

বান্দা। যো হুকুম।

বেদৌরা। কি বিপদ্! দেখ্‌তেও ইচ্ছা কর্‌ছে, আবার সাহসও হচ্ছে না। আমার যদি এতই ভাগ্য হয়, ঈশ্বরের দয়ায় যদি তিনিই এসে থাকেন, তা হ'লে আমার আংটী ত তিনি দেখাতে পারেন, দূর থেকেই ত তিনি আপনার পরিচয় দিতে পারেন?

বান্দা। কি হুকুম সাজাদী?

বেদৌরা। দেখ্ বান্দা, তুই জাঁহাপনাকে সেলাম জানিয়ে বলিস্—যদি কেউ সাজাদীকে আরাম কর্‌তে পারে, সে সাজাদীকে না দেখে দূরে থেকেই তাকে আরাম কর্‌বে। যে সাজাদীকে দেখ্‌তে চায়, তার কেতাবে সাজাদীর রোগের নাম নেই, নইলে কতকগুলো হাম-বড়া মূর্খ হকিমের মৃত্যু দেখ্‌তে তিনি আর ইচ্ছা করেন না।

বান্দা। যো-হুকুম! [প্রস্থান।

বেদৌরা। হা ঈশ্বর! এ কি নিত্য নূতন বিপদে আমাকে নিক্ষেপ কর্‌ছ? আর এরূপ কত অভাগ্যের মৃত্যুর কারণ হব? অনুতাপানলে আমার হৃদয় যে পুড়ে খাক হ'ল। আর যে বাঁচ্‌তে ভাল লাগে না। কেন বেঁচে আছি? সে কি আছে? না না—থাকবে না কেন? মরব কেন? তাকে একবার না দেখে মরব কেন? কি অপরাধে ম'রব? তাকে দেখেছি, তাকে যে প্রাণ দিয়েছি, সে না বল্‌লে কেন মরব? ওরা মরে তাতে আমার অপরাধ কি?

(গীত)

সাধ ক'রে সে যে রে মরিতে এসেছে।
সে বুঝি মরণ পাশে, সুখের আশা পেয়েছে॥
প্রাণ যে বহিতে নারে,
সে কেন রে প্রাণ ধরে,
সংসারে আসিতে তারে (কে) পায়ে ধরে সেধেছে॥
যে করে মরণে ভয়, তারো ত মরণ হয়,
সেধে যে পেয়েছে মরণ,
সে ত জলে জলে মিশেছে॥

—

পঞ্চম দৃশ্য

চীনরাজ্য—দরবার।

(কমরলজমান ও পারিষদবর্গ)

রাজা। এখনও বল্‌ছি বালক! ক্ষান্ত হও, তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে, আমি বড়ই মুগ্ধ হয়েছি।

পারিষদগণ। জনাব, আমরাও হয়েছি।

রাজা। দেখ, তাই আমরা সকলে তোমাকে নিরস্ত কর্‌ছি। পথে আস্‌তে আস্‌তে যে সব মুণ্ড ঝুল্‌তে দেখেছো, সে সমস্ত তোমারই ন্যায় উন্মাদের মুণ্ড। তারাও রাজকুমারীকে আরোগ্য কর্‌বার সম্পূর্ণ সাহস দেখিয়েছিল, কিন্তু সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। তাই বলি যুবক! ক্ষান্ত হও। —রাজ্য চাও, তোমায় রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি। —কিন্তু না পার্‌লে জান্ নেবো। তোমার জন্ত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌তে পার্‌ব না।

কম। আমি রাজ্য চাই না, আমি রাজকুমারীকে রোগমুক্ত দেখ্‌তে চাই। নইলে আমি জান দিতে প্রস্তুত!

রাজা। মৃত্যু তোমাকে আহ্বান করেছে, আমি আর কি কর্‌ব? বেশ—তবে অপেক্ষা কর, বান্দা ফিরুক।

কম। জাঁহাপনা! বিলম্ব সয় না।

১ম পারি। না, এ গেল—একে আর বাঁচান গেল না।

২য় পারি। এটার মতন পাগল একটাও আসে নি।

১ম পারি। এটা বোধ হয় গলায় দড়ী দে মরতে যাচ্ছিল। মাঝখান থেকে রাজকুমারীর সংবাদ শুনেছে, তাই একটু সুখের মরণ মরতে এসেছে।

কম। জাঁহাপনা! না হয় অনুমতি করুন, আমি এই স্থান থেকেই শক্তির পরিচয় দিই।

রাজা। পার?

সকলে। পার?

কম। নিশ্চয় পারি

রাজা। কিন্তু তা না পার্‌লেও জান্ যাবে।

(বান্দার প্রবেশ)

রাজা। কি খবর বান্দা?

বান্দা। জনাব! রাজকুমারী বলেছেন, যে তাঁরে আরোগ্য কর্‌তে পার্‌বে, সে তাঁকে না দেখেই আরোগ্য কর্‌বে। নইলে, সাজাদীর রোগের নাম তার কেতাবে নেই।

কম। আমিও তাই চাই। (অঙ্গুরী উন্মোচন ও গোপনে পত্রমধ্যে মক্ষা ও বান্দার হস্তে দান) যাও—জল্‌দি যাও।

[বান্দার প্রস্থান।

রাজা। বেশ—এ রকমে যদি তুমি আরোগ্য কর্‌তে পার, তা হ'লে যথার্থই তোমার অপূর্ব্ব শক্তি! যদি হয়, তা হ'লে শুধু রাজকুমারী কেন, রাজকুমারীর সঙ্গে সমস্ত রাজ্যও তোমাকে দান কর্‌ব। নইলে গর্দ্দান দিতেই হবে।

কম। অবশ্য দেব।

১ম পারি। আর কেন দাদা—আল্লা আল্লা বলো।

২য় পারি। আর কি! হয়ে গেল।

১ম পারি। এও না কি হয়?

৩য় পারি। আর যারা এসেছিল, তারা যেন মুখ্‌খু।

১ম পারি। ঢের রকমের পাগল দেখা গেল, এমন পাগল ত কখন দেখি নি বাবা।

(বান্দার পুনঃপ্রবেশ)

রাজা। কি রে বান্দা, খবর কি?

বান্দা। জনাব! সর্ব্বনাশ!

রাজা। সর্ব্বনাশ কি রে? কি হ'ল?

বান্দা। এই হকিম কি দাওয়াই দিয়েছে, তার ঝাঁঝে মারা গেল! নাকের কাছে সাজাদী যেই ধরেছে, অমনি একেবারে তেউড়ে উঠেছে।

রাজা। ওরে বলিস কি রে?

বান্দা। সাজাদী হাত-পা ছুড়ছে, বাঁদীগুলো দুপোদুপি লাফাচ্ছে, ছেকল ঝন্ ঝন্ কর্‌ছে।

রাজা। পাকড়াও—কই হায়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

পারি-গণ। হাঁ জনাব, জলদি জলদি।

বান্দা। হাঁ জনাব। সর্ব্বনেশে হকিম, ভয়ঙ্কর দাওয়াই, বিষম ঝাঁঝ। এখনি সব যাবে, জাঁহাপনার বাড়ী শুদ্ধ পুড়ে যাবে, গোলামরা যাবে, মুলুক পুড়ে যাবে।

১ম পারি। গেল, গেল—গা জলছে।

২য়। কান ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে।

৩য়। বুক গুর্‌গুর্।

১ম। শির টন্‌টন্।

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা। অ্যাঁ! তুমি, তুমি! সেই, সেই—

রাজা। দেখ দেখ—কি হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

সকলে। মারা গেল—মারা গেল—সাজাদী মারা গেল।

বান্দা। বলছি ত জনাব! এই বদমাস বিষ শুঁকিয়েছে।

রাজা। বদ্‌মাসকে বাঁধ। ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াও। নুণ দিয়ে মেরে ফেল।

১ম। না জনাব, শূলে দিন।

২য়। খোড় কুচি ক'রে কাটুন।

৩য়। ঠ্যাং বেঁধে ঝুলিয়ে দিন।

১ম। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে মারুন।

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—বেদৌরা—

(বেদৌরার উত্থান)

বেদৌরা। অ্যাঁ, এসেছ? এসেছ!—পিতা—পিতা! কন্তাবৎসল পিতা! ইনিই আমার প্রাণেশ্বর, এঁকেই আমি সে রাত্রে স্বামিত্বে বরণ করেছি।

রাজা। অ্যাঁ—সে কি? সে কি?

সকলে। সে কি, সে কি ?

রাজা। শীঘ্র এ যুবার বন্ধন মোচন ক'রে দাও।

কম। জাঁহাপনা! আমিও এঁর বিরহে উন্মত্ত হয়ে, পিতার পর্য্যন্ত অবমাননা করেছি। আমার স্নেহময় পিতাকে পুত্র-শোকাতুর ক'রে সহস্র ক্রোশ দূরে চ'লে এসেছি।

রাজা। এ সব ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হাজার ক্রোশ দূর! এ মিলনই বা হ'ল কবে ? আর ছাড়াছাড়িই বা হ'ল কখন্ ?

কম। সমস্তই জান্‌তে পারবেন। এখন আমাকে পুত্রত্বে অঙ্গীকার করুন। তবে এটা ব'লে রাখি, এ গোলাম বংশমর্য্যাদায় রাজকুমারীর যোগ্য পাত্র নয়। আমি খালেদান রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা। খালেদান রাজ্য! রাজা স'-জমান।

কম। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা, গোলামের নাম কমরলজমান।

রাজা। যুবক। না জেনে তোমার উপর অত্যাচার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। আজই আমি তোমার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করব।

(মার্জ্জমানের প্রবেশ)

মার্জ্জ। সাজাদী! পেয়েছ ?

বেদৌরা। ভাই! তোমার করুণায় আমি হারাধন ফিরে পেয়েছি।

রাজা। কে ও, মার্জ্জমান ?

মার্জ্জ। হাঁ জনাব! গোলাম।

রাজা। তুমি—তুমিও এ ঘটনা জান ?

মার্জ্জ। খোদা জানিয়ে দেন জনাব!

রাজা। এ যে অদ্ভুত ব্যাপার!

মার্জ্জ। খোদার দুনিয়ায় কিছুই অদ্ভুত নেই জনাব! স্বপ্নের মিলন আবার সবার আগে ভেসে ওঠে।

(গীত)

আবরণে ঘোর আঁধার।
ধীরে ধীরে ফোটে পিরীতি-ফুল
আপন গোপন স্বভাব তার।
মেঘের বরণে ঢাকিয়া গা,
পিরীতি চলে গো টিপিয়া পা,
দূরে করে অভিসার।
চলিতে কুঞ্জবন-পথে,
চায় না রাখিতে ছায়া সাথে,
তথাপি গোপত পিরীতি বেকত,
সৌরভ ছুটে চারিধার।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর।

চীনরাজ, বেদৌরা, কমরলজমান।

কম। আর কেন জাঁহাপনা! রাজ্যের সীমা থেকেও এক পক্ষের পথ অতিক্রম ক'রে এলেন। আর কত দূর আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

বেদৌরা। পিতা! নন্দিনীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন। আর কেন ?

রাজা। না, আর অধিক দূর অগ্রসর হব না। তোমরাও আজকের মতন এই স্থলে বিশ্রাম কর। কেন না, এমন স্নিগ্ধ ছায়াময় সুজল সুফল প্রান্তর তোমরা আর বহুদিন পাবে না! পথে নানারূপ কষ্ট হবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই মনোরম স্থলে আজকের মতন বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে কা'ল প্রাতে আবার যাত্রা করো। বরাবর এই পথ ধ'রে গেলে সাত মাস পরে এবনি-উপদ্বীপে উপস্থিত হবে। সে স্থান থেকে যদি জলপথে যাও, তা হ'লে তিন মাসে খালেদান দ্বীপে পৌঁছিতে পারবে, কিন্তু স্থলপথে গেলে আর এক বৎসর। সেই জন্য আমি স্থলপথে তোমাদের পাঠাতে ইচ্ছা করি না। এবনি-উপদ্বীপের রাজ আর্ম্মানস পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের সংবাদ পেলে জাহাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।

কম। আমি আর্ম্মানস রাজার নাম শুনেছি। শুনেছি—তিনি আমার পিতার বন্ধু।

রাজা। বেশ বেশ—তা হ'লে ত ভালই হ'ল। কি করব, এখান থেকে খালেদান দ্বীপে জাহাজ যাবার সুবন্দোবস্ত নেই। না হ'লে এইখান থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দিতুম। যাক্, তবে আমি আসি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে নিকটবর্ত্তী নগরে পৌঁছিতে হবে। তোমাকে ছাড়তে আমার

বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করব, তুমি পিতার দারুণ পীড়ার স্বপ্ন দেখেছ। পুত্রবৎসল রাজাকে শোকাতুর ক'রে চ'লে এসেছ। আর দেখ মা! না বুঝে তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি।

বেদৌরা। সে কি, জাঁহাপনা! আপনার বাৎসল্যের কি তুলনা আছে? যথার্থই আমি উন্মাদিনী হয়েছিলুম, আপনি তার প্রতীকারের ব্যবস্থা করেছেন, নইলে ত আমি আত্মহত্যা করতুম।

রাজা। এক বৎসর সেখানে থেকে আবার কিন্তু তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আর দেখ বেদৌরা! (অন্তরালে লইয়া) এই কোমরবন্ধটা সঙ্গে রাখ। এর সঙ্গে একখানা তাবিজ বাঁধা দেখছ? এটিকে অতি সাবধানে রক্ষা করো। তোমার ধর্ম্মভাই মার্জমান এই তাবিজখানি দিয়েছে। ব'লে দিয়েছে—যত দিন এই তাবিজ তোমার কাছে থাকবে, তত দিন তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না।

বেদৌরা। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আসি বাপ, তোমাদের মঙ্গল হোক।

[প্রস্থান।

কম। এস বেদৌরা! পথশ্রান্তি হয়েছে, বান্দারা যতক্ষণ খানাপানির ঠিক না করে, ততক্ষণ তাঁবুতে বিশ্রাম করবে চল।

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা নয় যে, তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

কম। তা কি আমিও বুঝতে পারি নি বেদৌরা!

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা—যেন কোল্জে ছিঁড়ে প্রাণটাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

কম। কি করব বেদৌরা! পিতার কাছে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। অনেক বেইমানী করেছি, এখনও করলে আমি সয়তান।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। সাজাদী! তাঁবু ঠিক হয়েছে—বিছানা প্র ত

বেদৌরা। চল্—আর দেখ, এই কোমরবন্ধটা নিয়ে গিয়ে আমার বিছানার উপর রাখ্‌ত।

(বাঁদীকে প্রদান)

কম। বা, বা! এ ত বহুৎ উমদা কোমরবন্ধ—বহুৎ উমদা জহরৎ—বহুৎ দাম!

বেদৌরা। বাবা যাবার সময় ওইটে আমাকে দিয়ে গেলেন। ওটা সর্ব্বদা কাছে রাখ্‌তেই বল্লেন। তবে এখন একটা রয়েছে, আর একটা হাতে রেখে কি করব। বড় ভারী।

কম। দেখি—একবার দেখি?

বেদৌরা। কাজ কি—কি এমন, কি দেখ্‌বে? —কোমরবন্ধ কি দেখনি? যা বাঁদী! হুঁসিয়ারিসে নিয়ে যা। আমি যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ কাছে রাখিস।—এস, আমরাও যাই।

[প্রস্থান।

(মৈমুনী ও কাস্‌কাসের প্রবেশ)

মৈমু। দেখ কাস্‌কাস! দানহাস ভারি ঠকিয়েছে—আমাদের বে-অকুফ বানিয়ে ফেলেছে। এবারে যেন কিছুতেই না ফসকে যায়। দু'জনে মিলে-জুলে যেমন খান্দেদান রাজ্যে যাবে, অমনি দানহাস আমার কাছে এসে হাত পাত্‌বে। কাজেই ওদের দু'জনকে ছাড়াছাড়ি—যেমন ক'রে হ'ক—করতেই হবে। মার্জমান বেদৌরাকে একখানা তাবিজ দিয়েছে। সেটা বেদৌরার বড় প্রিয় জিনিস। সেইটাকে কোনও রকমে হাত করতে পারলেই দু'জনকে ছাড়াছাড়ি করা যায়।

কাস। তা হ'লে কি করব—হুকুম কর।

মৈমু। আমি বেদৌরাকে কমরলজমানের কাছ থেকে সরিয়ে আনি, এই অবসরে তুই যেমন ক'রে পারিস, সেই তাবিজ সরিয়ে নিয়ে যা। কোমরবন্ধে তাবিজ বাঁধা আছে।

কাস। আমি চলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির-সম্মুখ।

(পরীগণের প্রবেশ)

(গীত)

নবীন বাসনা জাগিয়ে প্রাণে।
ঘুমের আবেশে, দুজনে দুপাশে,
সরিয়ে নে যাই যতনে ॥
ভেঙে যাক্ সোনার স্বপন বিঁধুক বুকে বাণ,
ভরে যাক্ ধীর সমীরে হুতাশ ভরা গান,
কাঁদুক প্রাণ আপন মনে নবীন ব্যথার পীড়নে ॥

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা। কে গাইলে? কই কেউ ত নেই! তবে কে গাইলে? যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। কি মধুর! এমন সুন্দর স্থানও দেখি নি, এমন সুন্দর গানও শুনি নি। খোদা যেন নিজের মনের মতন ক'রে নিজের হাতে এ বাগানটি সাজিয়েছেন। গাছপালা, ফুল-ফল, ঝরণা-দরিয়া, যে যার নিজের রূপে নিজে বিভোর। কিন্তু এ নির্জ্জন প্রদেশে গায় কে? খোদা এ সুন্দর বাগান সুধার সাগরে ডুবিয়ে রাখবার জন্য কি বাতাসে স্বর্গের গান মাখিয়ে রেখেছেন?

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। সাজাদী! কোমরবন্ধ কি সঙ্গে ক'রে এনেছ?

বেদৌরা। কই, না।

বাঁদী। কোমরবন্ধ ত দেখতে পেলুম না।

বেদৌরা। সে কি? আমি আসবার সময় আমার বিছানার ওপর কোমরবন্ধ দেখে এলুম। তাঁবুর দোরে পাহারা। কোমরবন্ধ নেবে কে?

বাঁদী। ভাল ক'রে খুঁজে দেখেছি সাজাদী!

বেদৌরা। তবে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস কর দেখি, সাজাদা ত আমার তাঁবুতে যান নি?

বাঁদী। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

বেদৌরা। এ কি? মনে সন্দেহ ওঠে কেন? কোমরবন্ধের সঙ্গে তাবিজ বাঁধা! পিতা দান করবার সময় সাবধানে রক্ষা করতে বলেছেন। বলেছেন—যত দিন ওই তাবিজ সঙ্গে থাকবে, তত দিন আমার বিপদের কোনও আশঙ্কা থাকবে না। ধরে রেখেছি, যাবে কোথায়? সাজাদা দেখতে চেয়েছিলেন, আমি দেখতে দিইনি, তাই বোধ হয়, কোমরবন্ধ দেখবার জন্য তাঁর বড় কৌতূহল হয়েছে। চারিদিকে পাহারা—পিতার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য, যাবে কোথায়?

(বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী। সাজাদা তাঁবুতে প্রবেশ করেছিলেন। আপনার কোমরবন্ধ তিনিই হাতে ক'রে নিয়ে গেছেন।

বেদৌরা। যাক্—নিশ্চিন্ত। তবে তুই চ'লে যা।

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। সাজাদী—সাজাদী! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বেদৌরা। সর্ব্বনাশ হয়েছে কি রে?

বান্দা। আপনার কোমরবন্ধ নিয়ে সাজাদা বাইরে পাইচারী করছিলেন, আর হাতে ক'রে কোমরবন্ধের গড়ন দেখছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে এক বেটা চিল এসে কোমরবন্ধ ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বেদৌরা। গেছে—গেছে, তাতে কি হয়েছে? তাতে আবার সর্ব্বনাশ কি? বেওকুফ! এমনি ক'রে এসে বলছিস্ যে, শুনে আমার বুকটো ধড়ফড় ক'রে উঠেছে।

বান্দা। তা হ'লে কিছু হয় নি?

বেদৌরা। কি হবে? একটা তুচ্ছ কোমরবন্ধ—অমন কত লাখ লাখ আমার পিতা চীনরাজের ঘরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে।

বান্দা। হায় হায়, তা হ'লে আমি মিছে চেঁচিয়ে উঠলুম!

বেদৌরা। কিছু হয় নি—তবে তার সঙ্গে একখানা তাবিজ ছিল—তা গেছে, কি করব! যাক্, তুই সাজাদাকে ডেকে দে।

বান্দা। সাজাদা সেই চিলকে ধরতে গেছেন।

বেদৌরা। চিলকে ধরতে গেছেন কি? চিল কোথা থেকে কোথায় উড়ে যাবে! অচেনা দেশ, ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন, কোন্ দিকে গেছেন?

বান্দা। এই দিকে—এখনও বেশী দূর যান নি।

বেদৌরা। যা—শীগ্‌গির যা—ফিরিয়ে আন্।

বাঁদী। ও মা, কি হ'ল গো!

বেদৌরা। থাম বাঁদী! গোল করিস্ নি!

বাঁদী। তা ত করবই না—কিন্তু কি হ'ল গো?

বেদৌরা। আরে মর্, তবু দেখ গোল করে!

বাঁদী। চুপিচুপিই বল্‌ছি—হা আল্লা, কি কর্‌লে গো!

বান্দা। তাই ত, কিছু হ'ল না কি?

বেদৌরা। আরে মর্, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্—সাজাদাকে ফিরিয়ে আন্।

[বান্দা ও সকলের প্রস্থান।

(কাস্‌কাসের প্রবেশ)

কাস্। আর ফিরিয়ে আন! ফেরানর দফা একেবারে রফা!

(মৈমুনীর প্রবেশ)

মৈ। কি খবর?

কাস। তাবিজ চোঁ মেরেছি। তার পর এখন একটা গাছের ঝোপের আড়ালে চিল হয়ে ঘুপটি মেরে ব'সে আছি, সাজাদা দেদার চিল মাচ্ছে। তার পর এখন তোমার হুকুম।

মৈ। আর কেন, সরিয়ে ফেল্।

কাস। তা হ'লে চিল হয়ে আবার উড়ি?

মৈ। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—দেরি করিস নি।

কাস। ক দিন ঘোরাব?

মৈ। দিন্ সাতেক। একটু দূরে নিয়ে যাস, যেন কোনক্রমে এরা সন্ধান না পায়।

কাস্। সে তোমায় বল্‌তে হবে না।

মৈ। দেখিস্, যেন না খাইয়ে মেরে ফেলিস্‌নি।

কাস্। ভয় নেই—ভয় নেই, পথে পথে খোরাক ছড়িয়ে রাখ্‌ব। উচ্চে গাছে বোম্বাই আম ঝুলিয়ে দেব। ঘুঘুর ডিমে চুম্বো ভেড়ার বাচ্চা—খাক্ না কত খাবে।

মৈ। বহুৎ আচ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর।

(বেদৌরা ও বাঁদীর প্রবেশ)

(গীত)

পেয়ে নিধি বিধি আমার সুখের অবধি নাই।
সদা ভয় মনে উদয়, বুঝি কখন হারাই কখন হারাই।
ছিল না ছিলেম ভাল, বিরহে কেটেছে কাল,
এ যে আমার দুকুল গেল, হাসিতে যাতনা পাই;
প্রবল ক্ষুধানলে (হ'ল) বাড়া ভাতে ছাই॥

বেদৌরা। কি কর্‌লুম বাঁদী! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম বাঁদী! হাতে পেয়ে মাণিক হারালুম! কেন মর্‌তে তাঁর সুমুখে কোমরবন্ধ বার কর্‌লুম! নইলে ত তাঁকে হারাতুম না। তিনি দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, তখন দেখ্‌তে দিলেও ত এমন সর্ব্বনাশ হ'ত না। কোথায় গেলেন? এমন অচেনা দেশে কোথায় গিয়ে পথ হারালেন? কোমরবন্ধ না নিয়ে কেমন ক'রে ফিরবেন, তাই কি লজ্জায় প্রাণেশ্বর আমার কোন জায়গায় লুকিয়ে ব'সে আছেন? রাত্রিও ত অধিক হয়ে পড়ল, আর কেমন ক'রে সন্ধান হয়?

বাঁদী। উতলা হবেন না সাজাদী, চারিদিকে ত লোক গিয়েছে। তারা আসুক, কি বলে শুনুন। আগে থাকতে হতাশ হবেন না। খোদা কি এমনিই করবেন? আজ আস্‌তে না পারেন, সাজাদা কা'ল সকালে যেখানে থাকুন না কেন, নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।

বেদৌরা। আর ফিরেছেন! আমার যা ঘটেছে, সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি!

বাঁদী। কেন হতাশ হচ্ছেন?

বেদৌরা। নইলে তাবিজ হারালুম কেন? সে তাবিজ থাকলে যে আমার কোনই অনিষ্ট হ'ত না।

বাঁদী। তাবিজও পাবেন, সাজাদাকেও পাবেন।

বেদৌরা। তাবিজ পেলে সাজাদাকে পাব, নইলে বুঝি এ জন্মের মতন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না।

(বান্দার প্রবেশ)

কি খবর বান্দা?

বান্দা। সাজাদী! কোনও দিক থেকে কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। যারা যারা সন্ধানে গিছল, তারা অমনি অমনি ফিরে এল।

বেদৌরা। নিকটে কোনও সহরের খবর পেয়েছে?

বান্দা। এক এক জন দশ বার ক্রোশ ঘুরে এসেছে, কোনও স্থানে লোকালয় দেখ্‌তে পায় নি।

বেদৌরা। বেশ, তুই কিছুক্ষণ এইখানে পাহারায় থাক্, যদি খোদার মর্জ্জিতে কেউ আসে, তা হ'লে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেও যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়।

বান্দা। যো হুকুম।

বেদৌরা। আর দেখ্, বাঁদী! সাজাদার তাঁবুতে গিয়ে তাঁর পোষাক নিয়ে আয় ত।

বাঁদী। কেন সাজাদী?

বেদৌরা। আমি তাঁর পোষাক পর্‌ব। স্ত্রীবেশে এ অচেনা দেশে চল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না। কি জানি, কখন্ কি বিপদ ঘটে।

বাঁদী। খোদা যদি এমনিই করেন, সাজাদার দেখা যদি কিছুদিন নাই মেলে, তা হ'লে যাবেন কোথায়?

বেদৌরা। যে মুখে চলেছি, সে মুখেই যাব—শ্বশুরের আশ্রয়ে উপস্থিত হব। বাবাকে আর এ মুখ দেখাব না; যা—তুই আর একটুও বিলম্ব করিস্ নি। আমি তাঁবুতে চলনুম। বান্দা! খাড়া রও।

বান্দা। যো হুকুম।—বান্দা ত চব্বিশ ঘণ্টাই খাড়া আছে, কিন্তু ফাঁকা নসীবে কিছুই যে মিলছে না। সাজাদার সন্ধান আন্‌তে পার্‌লে কত টাকাই না বকসিস্ মার্‌তুম। হয় ত বান্দাগিরিই ঘুচে যেত। ঘুচে যেত কি—ঘুচে ত গিয়েইছিল। তবে এখনও যে পাবার আশা নেই, এমন ত নয়। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, নসীব করে ত কা'ল খানিকটে উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি। পরশু আরও খানিকটে উঁচু—এই রকম ক'রে উঠ্‌তে উঠ্‌তে একেবারে সাতমহলের সাততলায়। আসে-পাশে, ইলবিল, ঝুমঝুম, ঝিমঝিম, ঝমঝম—কত রকমের আওয়াজ! তারেনাবে, তেলেনা, দেলেনা, প্যাঁ পোঁ—কত রকমের মিষ্টি আওয়াজ। কেউ বল্‌বে প্রাণেশ্বর, কেউ বল্‌বে প্রাণকান্ত, কেউ বল্‌বে জনাব মেরা জান।—উঃ—প্রাণটা আমার যেন কাকুতি মিনতি করছে—নসীব চড় চড় করছে। ওই যেন কে আস্‌ছে না?—আস্‌ছে—ঠিক আস্‌ছে। ওই সাজাদা—আলবৎ সাজাদা, নইলে এত রাত্রে এ পথে আর কে আস্‌বে? ঠিক হয়েছে—ইয়া আল্লা। কিন্তু শুধুমুখে যাওয়া হবে না। আমি চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছি—এটা বুঝতে দেওয়া হবে না। তা হ'লে বকসিস্‌টে কম হবে। এই দিক দিয়ে ঘুরে, সাজাদার পেছনেই যাই।

(মার্জ্জমানের প্রবেশ)

মার্জ্জ। আমি হচ্ছি মোসাফের—দুনিয়ার সবার সঙ্গে আমার সমান সম্বন্ধ, আমার ভেতরে আবার মায়া ঢোকে কেন রে বাপু? এ ত বড়ই বেয়াড়া কাণ্ড। সাজাদার জন্ত আবার আমার মন কেমন করে কেন? তাকে আবার দেখ্‌বার জন্ত ব্যাকুল হয় কেন? বড় অন্যায়—মার্জ্জমান মিয়া! তুমি ফকীর মানুষ, এ বড় অন্যায়, বড় অন্যায়।—খোদার নাম কর, সাজাদা সাজাদী ভুলে যাও। কেবল ঈশ্বর স্মরণ কর। আর স্ফূর্ত্তি ক'রে বল—ইলবিল ইল্লা, কিল্‌বিল কিল্লা, ওয়ালাবিল্লা, মসাল্লা, চাঁইকু কাঁইকু, ফুকুনিশি, পিকিন্, জ্ঞানকিন্, হোয়োহোহো, হয়াংসিকিয়াং। না—হ'ল না—মন বশে এলো না! কেমন কেমন করছেই লাগ্‌ল। সাজাদার কোন অনিষ্ট হ'ল না ত? না—তা কেমন ক'রে হবে? যে তাবিজ সাজাদীর কাছে আছে, রাখলে তাদের কেউ কিছু কর্‌তে পারবে না। তবু কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে! একটা ছোট পাহাড়ের ওপর উঠে নেমাজ কর্‌তে বসেছি, এমন সময় দেখি না—পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটা লোক আকাশ পানে চাইতে চাইতে ছুটে গেল। ওপরে চেয়ে দেখি—একটা চিল, তার মুখে একটা যেন কি ঝুলছে। নেমাজ কর্‌ছিলুম, উঠ্‌তে পারলুম না। উঠে সন্ধান কর্‌লুম, আর কাউকেও দেখতে পেলুম না। কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে! দূর হ'ক, আবার গুলিয়ে যাচ্ছি।—মার্জ্জমান! আমোদ কর—আমোদ কর! দূর ছাই, তাই বা কাকে নিয়ে আমোদ করি। এমন চাঁদিনী রাত, কিন্তু চাঁদমণি আমার কোথায় মুখ

লুকিয়ে ব'সে আছেন? সুমুখে এমন একটা জলা। তাতে চাঁদ প'ড়ে কোথায় কিলবিল করবে, না— সব যেন মলিন; যেন একটা নিঝুমের পালা! র'স বাবা! এমন নিঝুমের আসর গরম না করতে পারলে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই বা কেন?

(গীত)

সোনামণি চাঁদিনী নিশি!
থাকো থাকো মুখ ঢাকো কি হ'ল রূপসী।
সরসী আরশীখানি প'ড়ে উঠোনে,
খোঁপা-মোড়া ফুলের তোড়া ঘোমটাটি টেনে,
ব'সে আছ কি অভিমানে—
নিজের ছবি দেখ নিজে,
তাই দেখে প্রাণ যায় গো মজে,
তাই আজি বুঝে সুঝে,
লুকিয়ে রাখ চাঁদের হাসি॥

এই এক জন লোক আসছে। যাক বাবা! পথে একটু আমোদ করবার সঙ্গী পাওয়া গেল! না— কে ও! বেদৌরার গোলাম না? তা হ'লে ত সাজাদা, সাজাদী এই নিকটেই কোন স্থানে আছে। তা হ'লে ত বিপদ চেপে আসে দেখছি। না, তা হচ্ছে না—মায়ায় জড়ান আর কিছুতেই হচ্ছে না। বেটার গোলাম আমায় চেনে না, কিন্তু আমি চিনি। বেটাকে কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হচ্ছে না। মন অমনি অমনিই যাব যাব করছে—বেটা ত তার ওপর রসী, সুতরাং কাছে এলেই ঘুষী।

বান্দা। কই, সাজাদা ত নয়! যেই হ'ক, এর কাছে সন্ধানও ত পাওয়া যেতে পারে।

মার্জ। কে তুমি মিয়া?

বান্দা। পথে আসতে আসতে সাজাদাকে দেখেছ?

মার্জ। সাজাদাকে দেখিনি, তবে এক হারান-জাদাকে দেখেছি।

বান্দা। কি রকম, কি রকম?

মার্জ। আর মিয়া? সে বড় দুঃখের কথা। এমন বদমায়েস আমি কখন দেখিনি। আমায় তাই বেজায় মেরেছে।

বান্দা। বটে—বটে! ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে! সাজাদা ঐ রকম বেজায়ই মারে বটে।

মার্জ। (স্বগত) ওরে বেটা! আমায় মারলে, আর তোমার মিলল। রোস্ বেটা মেলাচ্ছি! কিন্তু সাজাদাকে দেখেছ—এ কথা বল্লে কেন? তবে কি যে লোক চিলের সঙ্গে ছুটেছিল, সেই কি সাজাদা? চিল কি কোন অনিষ্ট করেছে? ব্যাপারটা তাগে তাগে বুঝতে হচ্ছে।

বান্দা। কি মিয়া, থেমে গেলে কেন? ব'লে ফেল না। ঠিক মিলছে, ঠিক মিলছে।

মার্জ। আরে ভাই, বলব কি, মারের চোটে এখনও ধুঁকছি।

বান্দা। ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে। সাজাদার মার—না ধুঁকলে সারে না।

মার্জ। একটা লোক আকাশ পানে চেয়ে পথ চলছে।

বান্দা। বটে—বটে। ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে!

মার্জ। মাথার ওপর চিল।

বান্দা। ইয়া আল্লা! ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে!—চিলে তাবিজ ছোঁ মেরেছে।

মার্জ। তাবিজ!—তবেই ত গণ্ডগোলের কথা হ'ল।

বান্দা। ব'লে যাও মিয়া—ব'লে যাও।

মার্জ। এখন হয়েছিল কি, পথের ধারে ছিল ইঁদারা।—লোকটা চলতে চলতে ইঁদারার ধারে এসে উপস্থিত। পড়ে আর কি! আমি অমনি দূর থেকে হাঁ হাঁ—খবরদার খবরদার—পথ দেখে চল, নইলে মারা যাবে ব'লে চেঁচিয়ে উঠলুম।

বান্দা। বটে! বটে!

মার্জ। লোকটা এই কথা না শুনে, কটমট্ ক'রে আমার দিকে চাইলে। তার পর আমার কাছে বরাবর আস্তে আস্তে এল। গায়ে ছিল দামী পোষাক, সেটি খুললে।

বান্দা। কেয়া মজা—কেয়া তামাসা—ঠিক মিলছে, ঠিক মিলছে।

মার্জ। খুলে বললে—গাধা উল্লুক! আমার চিল হারিয়ে দিলি!

বান্দা। (অতি উল্লাসে) হঃ—ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে। তার পর—তার পর?

মার্জ। তার পর আমার টুঁটী—এই এমনি ক'রে না ধ'রে—গমাগম কিল!

বান্দা। ওরে বাবা রে! মেরে ফেল্লে রে!

মার্জ। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে—আমিও তাই ঠিক ওই রকম বাবা রে মা রে করেছিলুম!

বান্দা। ওরে শালা! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে!

মার্জ। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে, আমিও এই রকম শালা শালা করেছিলুম।—যা, এইবারে চ'লে যা। (বান্দা প্রস্থানোদ্যত) না—ফির্‌তেই হ'ল—সাজাদার সন্ধানেই আমায় যেতে হ'ল।

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা। কি রে বান্দা!—চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?

বান্দা। ওই!—শা—শা—শা—(মার্জ্জমানের দিকে ভয় প্রদর্শন)

বেদৌরা। শা—কি? সাজাদা?

বান্দা। তার ভূত।

বেদৌরা। চোপরাও বেয়াদব!—কে আপনি? কও ভাই? কোথা থেকে এলে ভাই?

মার্জ। যেখানে থেকে আমি—সাজাদা কই?

বেদৌরা। আর সাজাদা!—ভাই! সাগর ছেঁচে যে রত্ন আমায় এনে দিয়েছিলে, সে রত্ন হারিয়েছি।

মার্জ। বুঝেছি, পথে আমি তাকে দেখিছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক,—আমি তাঁকে খুঁজে আন্‌ছি। ভাবিও?

বেদৌরা। সেই ভাবিতেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মার্জ। একটা চিলে ছোঁ মেরেছে, কেমন?

বেদৌরা। ভাই! এ বিপদে তুমি ভিন্ন যে আমাকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই।

মার্জ। তোমাকে যিনি রক্ষা করবার, তিনিই করবেন। যাক, আমি আর বিলম্ব করব না। যত দেরী করব, ততই সাজাদার সঙ্গে বেশী তফাৎ হয়ে পড়ব।

বেদৌরা। আমি আর কি বলব?

মার্জ। তোমায় আর কিছু বল্‌তে হবে না। যেমন যাচ্ছ, তেমনি যাও—পথে বিলম্ব ক'র না। কোথায় যাবে?

বেদৌরা। এখনি উপদ্বীপ।

মার্জ। বহুৎ আচ্ছা। [বেদৌরার প্রস্থান

আয় বান্দা! সঙ্গে আয়!

বান্দা। হুজুর, জ—জ—জনাব!

মার্জ। না, তা কেন? শা—শা—শা শালা।

বান্দা। গোলাম জনাব—মাফ জনাব—আমি জনাব।

মার্জ। থাক থাক হয়েছে জনাব! কেমন, এইবারে সব মিলল ত?

বান্দা। আজ্ঞে হাঁ জনাব—বাদবাকী সব মিলেছে—কেবল পেটটা।

মার্জ। পেটটা কি?

বান্দা। ওইটে মিল্‌ছে না, হুজুরের মারে একটু গোলমাল হয়ে পড়েছে।

মার্জ। গোলমাল কি রে বেটা! ছাড়াছাড়ি না কি? বেরো বেটা! তোর আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না। যা, চ'লে যা!

বান্দা। আজ্ঞে, তা হ'লে গেলাম।

[প্রস্থান।

মার্জ। মনে করলুম, সম্বন্ধ ছাড়ব, কিন্তু তা না ক'রে উল্‌টে ত পাকিয়ে বসলুম দেখ্‌ছি। যা'ক্, আর ভেবে কি করব, খোদা যা করেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সিয়ার দেশ—পথ।

কমরলজমান।

কম। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কখনও দেখি নি! আমিও যত বেগে চলি, চিলও তত বেগে চলে। আমি ক্লান্ত হয়ে হতাশায় পথের কোনও স্থানে বিশ্রাম করি ত পাখীও নিকটবর্ত্তী কোন গাছে বিশ্রাম নেয়। সাত দিনের পথের ক্লেশে যখন আর আমি তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারছি না, তখন পাখীও আস্তে আস্তে আকাশপথে আমার সুমুখ দিয়ে উড়ে চলে! এ কি হেঁয়ালী! এ ত কিছুই বুঝতে পারছি না। এ কি কোন অমানুষিক জীব, আমাকে ছলনা করবার জন্য পক্ষিরূপ ধারণ করেছে? তাবিজের আশা পরিত্যাগ ক'রে বেদৌরার কাছে ফিরব মনে করি, অমনি পাখী এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়—যেন এই ধরি, এই ধরি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারলুম না।

ভেতর ঢুকে চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আর যে দেখতে পাব, সে আশাও নেই। আশা কি আছে? তাবিজ—সে ত গেছে। কিন্তু তা হ'তে কোটি কোটি গুণ মূল্যবান্—আমার সর্ব্বস্ব—আমার জীবন—বেদৌরা কোথায়? সাত দিন আকাশ পানে চেয়ে এসেছি, কোথায় এসেছি, কত দূরে এসেছি, কিছুই জানি না। আর কি বেদৌরাকে পাব? বেদৌরা—বেদৌরা! প্রাণেশ্বরি! কোথায় তুমি? আর কি এ জীবনে তোমায় দেখতে পাব? হায় হায়, কি করলুম? কেন তোমার অমতে তোমাকে না ব'লে তাবিজে হাত দিলুম? ঈশ্বর! পথভ্রান্ত, নিরাশ্রয় আমি—নিজের দোষে আমি বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমাকেও যে ডাকতে সাহস করছি না প্রভু! স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করেছি। আবার যার জন্ত পিতাকে ত্যাগ করেছি, সেই প্রাণ-প্রতিমার কথাও উপেক্ষা করেছি। কিন্তু খোদা! আমি বড়ই বিপন্ন। তুমি অপার করুণাময়, দয়া ক'রে অধমকে এ বিপদে রক্ষা কর। এই এক জন লোক আসছে, বোধ হয়, ওর কাছে এ জায়গার খবরও পেতে পারি, আশ্রয়স্থানের সন্ধানও পেতে পারি।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

পথিক। শাল্মার ওস্তাদ আজকে পাখোয়াজের এমনি কড়া বোল শিখিয়ে দিয়েছে যে, কিছুতেই তার কায়দা করতে পারছি না। (উক্ত বাজাইতে বাজাইতে) তা ধেড়েনাক্—দা ধেড়েনাক্—গদ্দি ধেড়েনাক্—গিদিঘিড়ি ধেড়েনাক ধা—এখন গিদিঘিড়ি কি দিদিবুড়ী?

কম। মিয়াসাহেব! সেলাম।

পথিক। (নিরীক্ষণ না করিয়া) কে তুমি?

কম। বিদেশী।

পথিক। বিদেশী! অ! তা ধেড়েনাক্—গেদ্দে ধেড়েনাক্—না, হ'ল না—গেদ্দেটা অত পাশে নয়। গেদ্দে, মধ্যে। (পুনঃ বাজনার অভিনয়)।

কম। আমি পথ হারিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

পথিক। পথ হারিয়েছ? অ! তা কতটা পথ হারিয়েছ?

কম। পথ আবার কতটা হারিয়েছি কি?

পথিক। বলি সবটা, না খানিকটে, না মাঝামাঝি? তেত্তে দেদ্দে ধেড়েনাক্।

কম। আরে মলো, এ বেটা পাগল না কি? মিয়া সাহেব! বোধ হয়, অন্তমনস্ক আছেন। আমি এক জন বিদেশী, পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি।

পথিক। পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছো? অ! তা কবে হারিয়েছো?

কম। আজ সাত দিন।

পথিক। তা থাকলেই হারায়। না থাকলে হারাবে কি? আমার বাপের পয়সা ছিল, আমি হারিয়েছি। তোমার বাপের পথ ছিলো, তুমি হারিয়েছো। এতে কি আর মিয়া! তা ধেড়েনাক্—আর তোমার বাপের গদ্দি ধেড়েনাক। না না—কই ধেড়েনাক্ ত নয়। আবার গুলিয়ে যাচ্ছে যে।

কম। বলি, মিয়াসাহেব! ধেড়ে নাক, লম্বা নাক রেখে, গরীবের কথাটা শুনবেন কি?

পথিক। কে তুই?

কম। বললুম ত মিয়াসাহেব! আমি একজন বিদেশী।

পথিক। তুই বিদেশী, তাতে আমার কি? আমি স্বদেশী, আমি তা ধেড়েনাক্—গদ্দি ধেড়ে—তেড়ে কেঁড়ে—না না—সব গুলিয়ে গেল। বেয়াদব! বদমাস! আমাকে গৎ ভুলিয়ে দিলি? খুন করবো—খুন করবো।—

(উদ্যানপালের প্রবেশ)

উ। হাঁ হাঁ—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

পথিক। খুন করবো—বদমাস! দেখি তোকে আজ কে রক্ষে করে।

উ। হাঁ হাঁ—থামো থামো মিয়া, হ'ল কি?

পথিক। দেখ দেখি মিয়া—বদমাসটা কানের কাছে টিকটিক ক'রে আমার গৎ ভুলিয়ে দিলে।

উ। কি করেছ মিয়া?

কম। কিছু করি নি মিয়া! আমি শুধু বিদেশী ব'লে ওঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে চাচ্ছিলুম।

পথিক। তাই বা বলবি কেন? আমি কি আশ্রয় ট্যাঁকে ক'রে নিয়ে ফিরছি। কেন বিদেশী

লি—কেন গৎ ভুলিয়ে দিলি? খুন করবো,
ন করবো।

উ। আহা—থামো থামো—মাফ্ কর।
পথিকের কমরলকে প্রহারোদ্যোগ, কমরলের ছুরিকায় হস্ত দিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন)

পথিক। ওরে বাবা! এ যে ছুরি—আচ্ছা,
াফ্ করলুম।

উ। বেশ, বেশ—এই ত মানুষের কাজ।

পথিক। আচ্ছা, তোম খাড়া রও—আমি
খন চ'লে যাচ্ছি, মাফ করব কি না, পরে এসে
ক করছি।

[প্রস্থান।

উ। কে আপনি মিয়া?

কম। আমি এক জন পথহারা বিদেশী।

উ। বিদেশী! কোথায় বাড়ী?

কম। খালেদান রাজ্যে।

উ। খালেদান! তা হ'লে ত আপনি সুন্নি?

কম। হাঁ মিয়া সাহেব!

উ। বেশ হয়েছে।—আমি দেখতে পেয়েছি,
লই হয়েছে। মিয়া! এ সিয়ার দেশ। আমি
বল সুন্নি।—চ'লে এস, চ'লে এস। কাছেই
ত্রতীরে আমার এক বাগান আছে, সেইখানে
। পথে আরও লোক জুটলে বিপদ ঘটবার
াবনা, চ'লে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পথিক ও মার্জ্জিয়ানের প্রবেশ)

মার্জ। (স্বগত) যাক্ বাবা! পরিশ্রম সফল!
দা সাজাদার সন্ধান মিলিয়েছেন।—এখন
লের সন্ধানটা পেলেই হয়।

পথিক। তুমি যদি লোকটাকে আচ্ছা ক'রে
াতে পার ত তোমায় ভাল রকম বক্‌সিস্
বো।

মার্জ। আজ আমি যাকে পাব, তাকেই
াব ব'লে ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার হাত
স্‌পিস্ করছে।

পথিক। তা হ'লে ঠিক হয়েছে—দেখো
দা! যেন তাকে দেখে হাত আবার ঠাণ্ডা মেরে
যায়। গরম রাখ—গরম রাখ, ভাল ক'রে
সিস করবো।

মার্জ। তোমায় বক্‌সিস্ করতে হবে না
দাদা—তুমি সে বদমাসকে দেখিয়ে দাও।—
আমিই তোমায় বক্‌সিস্ করব।—আমি তোমায়
আরসোলার মোরব্বা খাইয়ে দেবো।

পথিক। তোবা, তোবা!

মার্জ। জ্যান্ত টিকটিকির ঝোল?

পথিক। তোবা!

মার্জ। তোবা কি? খেলে পাখোয়াজের
বোল শিখতে আর ওস্তাদের কাছে যেতে
হবে না।

পথিক। বল কি?

মার্জ। পেটে গিয়ে টিকটিকি যত ল্যাজ
নাড়তে থাকবে, মুখ দিয়ে নানা রকমের বোল
ফুটতে থাকবে।

পথিক। বা, বা—এ ত ভারী চমৎকার
দাওয়াই!

মার্জ। তুমি একবার দেখিয়ে দাও না।

পথিক। কই! এখানে নেই ত! পালাল?

মার্জ। তা হ'লেই ত মুস্কিল।

পথিক। দেখ দেখি ভাই! লোকটার
আক্কেল! আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে ব'লে
গেলুম, লোকটা কি না চ'লে গেল?

মার্জ। ভারী অন্যায়। তুমি এসে তাকে
খুন করবে ব'লে গেলে—তাতে কি না লোকটা
অপেক্ষা করতে পারলে না। বেশ, গেলি গেলি,
গর্দ্দানটাই কোন্ না হয় রেখে গেলি?

পথিক। সেই বুড়ো মালী বেটা বোধ হয়
তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

মার্জ। মালী—সে আবার কোথায়?

পথিক। বেশী দূর নয় দাদা, এই কাছেই।
এই সোজা পথ ধ'রে খানিকটে গেলেই একটা
বাগান।

মার্জ। তা এতটা পথ আমি শুধু যাব কি
ক'রে?

পথিক। কেন, এখনও কি হাত নিস্‌পিস্
করছে?

মার্জ। নিস্‌পিস্ কি—হাতে ভারী লয় এসেছে,
সাম্‌লাতে পারছি না।

পথিক। লয় এসেছে! তা হ'লে তুমি
বাজাতে জান?

মার্জ। কিছু কিছু জানি বই কি।

পথিক। তা হ'লে শোন ত দাদা! বাজনাটা ঠিক হচ্ছে কি না—শোন—তা ধেড়ে নাক; উঁহু —তা ধেড়ে—উঁহু—

মার্জ। ও! সুর ফিঁকে তালটা বাজাচ্ছো?

পথিক। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা! বোলটা কি?

মার্জ। তা গালের বোল উরুতে বাজালে, ভুল যে হবেই দাদা!

পথিক। বটে, বটে—তাই আমার আটকে যাচ্ছে?

মার্জ। এই বুঝেছ—গালের বোল গালেই বাজাতে হয়। এসো, কাছে এসো, দেখিয়ে দি। (পথিকের গালে বাদ্যের অভিনয়)

পথিক। বাপ্!

মার্জ। হাঁ হাঁ—কথা কয়ো না, কথা কয়ো না।

পথিক। বাপ!

মার্জ। কি দাদা! তালে মিলছে?

পথিক। তালে মিলছে—কিন্তু দাদা, গাল ফেটে গেছে। [প্রস্থান।

মার্জ। হাঁ—হাঁ—যেয়ো না—যেয়ো না—এখনও তেহাই বাকি—তেহাই বাকি। [প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

এবনি—উদ্যান-সম্মুখ।

(বেদৌরা ও দূত)

বেদৌরা। এ কোন্ রাজ্যে এসেছি মিয়া-সাহেব?

দূত। জনাব, এ স্থানের নাম এবনি উপদ্বীপ।

বেদৌরা। এই এবনি উপদ্বীপ? সুলতান আর্ম্মানসই কি এ স্থানের অধিপতি?

দূত। হাঁ জনাব!

বেদৌরা। জাঁহাপনা এখন কোথায় অবস্থিতি কর্‌ছেন?

দূত। নিকটেই তাঁর এক উদ্যান আছে, আজ কয় মাস ধ'রে তিনি সেই উদ্যানেই অবস্থিতি কর্‌ছেন।

বেদৌরা। রাজকার্য্য বন্ধ দিয়ে উদ্যানে অবস্থান কর্‌ছেন কেন?

দূত। তাঁর বন্ধু খালেদান দ্বীপের রাজা সা-জমানের একমাত্র সাজাদা কমরলজমান আজ প্রায় দুই বৎসর নিরুদ্দেশ। এখন স্থলপথেই হোক, কি জলপথেই হোক, পূর্ব মুলুক থেকে পশ্চিম মুলুকে যেতে হ'লে, এই এবনি উপদ্বীপ হয়ে যেতেই হবে। তাই আমাদের সুলতান ঘাঁটী আগলে ব'সে আছেন। যদি সাজাদা এ পথ দে কখনও যান, তা হ'লে সুলতানকে তিনি কোনও ক্রমে এড়িয়ে যেতে পারবেন না! তা জলপথেই যান, কি স্থলপথেই যান!

বেদৌরা। সাজাদা যে বেঁচে আছেন, তার কিছু ঠিক আছে?

দূত। সাজাদার পিতা স্থির করেছিলেন যে, তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমাদের সুলতান সংবাদ পেয়েছেন, রাজপুত্র এখনও জীবিত। তিনি এক জন সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে এই পথ দিয়েই চ'লে গেছেন।

বেদৌরা। তিনি যে সাজাদা, তার ঠিক কি?

দূত। তা ঠিক। তিনি এক দিন ছদ্মবেশে এক রাত্রের জন্য এক সরাইয়ে অবস্থান করেন। এক জন লোক তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিল। সে লোকটি সওগাৎ নিয়ে খালেদান দ্বীপ থেকে এখানে এসেছিল, সে সাজাদাকে দেখেছে।

বেদৌরা। রাজা দেখেছেন?

দূত। তিনি কখনও দেখেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখলে আর চেন্‌বার প্রয়োজন করে না। তাঁর রূপ জগতে অতুলনীয়। সে রূপ ঢাকবার যো নেই, দেখলেই সাজাদা কমরলজমান ব'লে চেনা যায়।

বেদৌরা। তা যা বলেছো মিয়া—তাঁর রূপই তাঁর পরিচয়।

দূত। কেমন, ঠিক বলি নি জনাব?

বেদৌরা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! করেছিলুম কি! আত্মহারা হ'য়ে এখনিই ধরা পড়েছিলুম! (প্রকাশ্যে) তা সুলতানের সাজাদার জন্য এত আগ্রহ কেন?

দূত। কেন? জনাব! সুলতানের মুখেই সব শুন্‌তে পাবেন।

বেদৌরা। আমি শুন্‌তে পাব

দূত। জনাব কি সুলতানের সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না?

বেদৌরা। যোগ্য হ'লে দেখা করবার আকাঙ্ক্ষা রাখতুম। আমি এক জন তুচ্ছ ব্যক্তি।

দূত। তা আপনি যেই হ'ন, সুলতান নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

বেদৌরা। সে কি? কেউ হয় ত তাঁকে বুঝিয়েছে যে, আমিই সাজাদা কমরলজমান।

দূত। আপনি সাজাদা কি না, গোলাম বলতে পারে না, তবে জনাবের কথায় তাবে বুঝেছি যে, আপনি সাজাদাকে দেখেছেন।

বেদৌরা। আমি দেখেছি?

দূত। কেন জনাব! আপনি বললেন যে, তাঁর রূপই তাঁর পরিচয়।

বেদৌরা। মিথ্যে কথা বলব কেন, একবার দেখেছিলুম।

দূত। একবার দেখেছিলেন। কেন, জনাবের আরসী কি একবার মুখ দেখেই ভেঙ্গে গেছে। আর কি তাতে মুখের ছবি ওঠে না?

বেদৌরা। তা হ'লে মিয়া সাহেব! আপনি স্থির করলেন যে, আমিই কমরলজমান?

দূত। বেয়াদবী মাফ কর, গোলাম তাই স্থির করেছে।

বেদৌরা। বেশ, তবে আমিই কমরলজমান।

দূত। স্বয়ং সুলতানও এসে উপস্থিত হয়েছেন।

[দূতের প্রস্থান।

বেদৌরা। ঈশ্বর! এ আমার কি করলে? যে স্বামীর বিরহে আমি জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি, সেই স্বামীর বেশ প'রে তাঁর নাম নিয়ে আমাকে ছলনা করতে হবে? আমি কি সে পবিত্র নামগ্রহণের যোগ্য? তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই,— এ আমি কি করছি? অথচ আমাকে আত্ম-গোপন করতেই হবে। যতক্ষণ না খালেদান রাজ্যে পৌঁছিতে পারছি, যতক্ষণ না শ্বশুরের আশ্রয়ে উপস্থিত হচ্ছি, ততক্ষণ আমার এ পুরুষবেশ-ধারণ ভিন্ন উপায় নাই। আমি অবলা, পথে সহস্র বিপদের সম্ভাবনা। তখন কি করি? পতি ভিন্ন রমণীর আর যোগ্য আশ্রয় কি আছে? আমি অভাগিনী, সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। নিরুপায়ে আমি আজ পতির নামের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর! আমায় মাফ কর।

(আর্মানস ও পারিষদবর্গের প্রবেশ)

আর্মা। সেই পাগলই বটে। (দূতের প্রতি) যাও, জলদি সাজাদীকে আনবার ব্যবস্থা কর।

[দূতের প্রস্থান।

পারিষদগণ। না—রূপ বটে। জাঁহাপনা, এরূপ সুন্দর যুবক আমরা আর কখনও দেখি নি।

আর্মা। দেখবে কোথা থেকে, দুনিয়াতে আর এমনটি থাকলে তবে ত দেখবে? পাগল নিজের রূপেই মজেছে। তাই দুনিয়ার কোন সামগ্রী তার ভাল লাগে না।

বেদৌরা। (স্বগত) হায় রাজা! তুমি তাকে দেখ নি! মতিভ্রমে কাচে আজ তুমি আদর করছ। (অগ্রসর হইয়া) জাঁহাপনা। গোলাম সেলাম করে।

আর্মা। এস, বাপ এস। বাপ! কি অভি-মানে সংসার আঁধার ক'রে বৃদ্ধ বাপকে চোখের জলে ভাসিয়ে চ'লে এসেছ?—এই সোনার কমল পথের ধূলো মাখবার জন্যই কি সৃষ্টি হয়েছে?— চল বাপ, চল—আর তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমি স্থির হ'তে পারছি না।

বেদৌরা। গোলাম এই ত আপনার চরণ-মূলে আশ্রয় পেয়েছে, আর কোথায় যাবে জাঁহাপনা?

আর্মা। শুধু রূপ নয়, পাগলের আমার কি মিষ্ট বাক্য!

সকলে। মধু—মধু!

আর্মা। আমার পাগলীও বড় একটা ফেলা যায় না।

সকলে। আরে আল্লা!—যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে।

আর্মা। পাশে বসালে মানাবে।

সকলে। রূপে ঢেউ খেলবে, উথলে উঠবে।

বেদৌরা। (স্বগত) এ আবার কি কথা? পাগলী কি?—আমাকে বিয়ে করতে হবে না কি? ও বাবা! তা হ'লে ত মুস্কিলের ওপর মুস্কিল!— সুলতানের যেরূপ আগ্রহ দেখছি, তাতে ত এঁর হাত এড়ান দেখছি এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রতি-বাদ করলে বিপরীত হবে!—উপায়?

আর্মা। কি বাপ—মাথা গুঁজে কেন? চল।

বেদৌরা। জনাব, আমি স্বপ্নে দেখেছি—পিতা আমার পীড়িত। তাই তাঁকে দেখবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে চলেছি।

আর্ম্মা। বেশ ত বাপ! পিতাকে দেখতে ইচ্ছে করেছ, তা হ'লে তিনি তোমাকে যেরূপে দেখতে চান, সেইভাবে তাঁর কাছে যাও। একা যাবে কেন, তাঁর একটি বাঁদী নিয়ে যাও।

বেদৌরা। ফিরে এসে নিয়ে গেলে হয় না?

আর্ম্মা। ওরে বাবা! হাতে পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে? তাও কি হয়? তুমি আমার কন্যা নাও, রাজ্য নাও—আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে নির্জ্জনে ঈশ্বরের নাম করতে দাও। খালেদানে ছদিন থাক, এখানে ছদিন থাক,—এমনি ক'রে ছুটো রাজ্যই চালাও।

বেদৌরা। বিবাহ করতে হবে?

আর্ম্মা। পছন্দ না হয়, করবে কেন?

(হায়তনের প্রবেশ)

হায়। পিতা! বাঁদীকে তলব করেছেন কেন?

আর্ম্মা। এস মা, এস। যার জন্য আজও পর্য্যন্ত তোমাকে অবিবাহিত রেখেছি, সেই সাজাদা কমরলজমান তোমার সম্মুখে। মা! তাঁকে সেলাম কর। মা! আজ হ'তে ইনিই তোমার রাজা। (হায়তনের সেলামকরণ) কি বাপ, মেয়ে কি আমার তোমার পাশে দাঁড়াবার অযোগ্য?

বেদৌরা। জনাব! আপনার কন্যা আপনার মহত্ত্বের যোগ্য সৌন্দর্য্যময়ী। এস সুন্দরি! সঙ্গে এস।

আর্ম্মা। সাজাদা! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে যোগ্য সম্মানে ঘরে নিয়ে যাবার আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

বেদৌরা। তোমার নামটি কি ভাই?

হায়। পিতা আমাকে হায়তন বলে ডাকেন।

বেদৌরা। যেমন রূপ, তেমনি নাম। তা সুন্দরি! এ গোলাম কি তোমার যোগ্য?

হায়। আমি জানি না।

বেদৌরা। কিন্তু আমি জানি—আমি তোমার যোগ্য নই। হায়তন! আমি চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি, তুমি যদি আমায় ছাড়তে চাও, আমি তোমায় ছাড়বো না।

(গীত)

এস, প্রাণ এসো, হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে।
এস, নিধি এসো, আরো কাছে এস,
আঁখি-পাশে এস, নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি হে।
এস প্রফুল্ল ফুলদল সম,
মলয়-মারুত-শত-রঙ্গ,
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবন সনে রাখি মাখি হে!
(তোমারে আমার)

পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

হায়তনের কক্ষ।

হায়তন।

হায়। সাজাদার রূপও অতুল, গুণও অতুল, তবে আমার প্রতি এমন ব্যবহার কেন? অবশ্য রূপে আমি কোনও মতেই তাঁর যোগ্য নই, কিন্তু না হলেও, তিনি আমাকে দেখে শুনে পত্নীত্বে গ্রহণ করেছেন। তবে আমার সঙ্গে পরপুরুষের ন্যায় তাঁর আচরণ কেন?—আমি কোন অপরাধ করেছি কি? কই, তাও ত কিছু বলেন না। মুখে আমাকে কত আদর দেখান, যত্ন দেখান, রূপগুণের কত প্রশংসা করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ ঘৃণা ভিন্ন ত কিছু দেখান না। আমার শয্যা স্পর্শ করাও যেন তিনি পাপ মনে করেন। হা ঈশ্বর! এ আমার কি করলে? রত্ন দিলে, কিন্তু সে রত্ন ব্যবহার করতে অধিকার দিলে না। মণি আমার কাচের সিন্দুকেই পোরা রইল। শুধু দৃষ্টিসুখ—হাতে ক'রে নাড়তে চাড়তে পেলুম না। খোদা! এই কি আমার বিবাহের পরিণাম?

নেপথ্যে। মা আমার ঘরে আছ?

হায়। এ কি পিতা!—এমন সময়ে?

নেপথ্যে। মা আমার—হায়তন!

হায়। (অগ্রসর হইয়া) জনাব। বাঁদী হাজির।

(আর্য্যানসের প্রবেশ)

আর্য্যা। এই যে মা আমার দাঁড়িয়ে আছ। কা যে? রাজা কোথায়?

হায়। তিনি এখন রাজসভায়।

আর্য্যা। ইস্! বেটা ভারী রাজকার্য্য করছে! ত মেহনত করলে শরীর থাকবে কেন? রাত্রি টটা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য?

হায়। প্রতিদিনই তিনি এই রকম করছেন।

আর্য্যা। তা বুঝেছি। এই তিন দিন তাকে জোভার দিয়েছি। এই তিন দিনের ভেতরেই জাদা খুব খোসনাম নিয়েছেন। ওমরাও থেকে রম্ভ ক'রে সামান্ত প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই সুখ্যাতি।—রাজা সা-জমানকে খবর পাঠি- ছি —তাই আমার এসে দেখুক, তাঁর পাগলা লেকে কেমন বশে এনেছি—হা মা! সাজাদা মাকে যত্ন করছেন কেমন?

হায়। অ্যা—যত্ন? আমাকে—করছেন।

আর্য্যা। এ কি, এমন ঢোক গিলে বল্লে কেন?

হায়। যত্ন করেন।

আর্য্যা। না, করেন না? মা, আমায় গোপন 'র না। তোমারই জন্ত আমি এত করেছি। মাকে রাণী নাম দেবার জন্ত—তোমার সুখের ন্তই আমার এত চেষ্টা, এত যত্ন। তাই রাজা াগ ক'রে তাঁকে রাজ্য দিয়েছি। তোমার সুখে মার সুখ। তুমি যদি সুখী না হও, তবে কি জন্ত জ্যত্যাগ করলুম?

হায়। অযত্ন করেন না।

আর্য্যা। নিশ্চয় করেন। মা, বল, কি হয়েছে, ত্যে বল। আমার মন অস্থির হচ্ছে, বল?

হায়। বলুন—সাজাদার উপর অত্যাচার রবেন না?

আর্য্যা। তার ওপর অত্যাচার করবার যো ই ত মা! সে হতভাগ্য যে আমার বন্ধুর পুত্র।

হায়। রাজকুমার আমাকে আদর করেন, মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীর মত ব্যবহার করেন না। যেন ছাড়া-ছাড়ি ভাব।

আর্য্যা। হুঁ!—এই কয় দিনই এই রকম করছেন?

হায়। কয়দিনই এক রকম ব্যবহার। রাজকার্য্য ক'রে আসেন,—আমি অপেক্ষায় ব'সে থাকি। আমাকে নিয়ে কত রঙ্গ-রহস্ত করেন, কত আদর করেন। তার পর আপনার মনে গান করেন। গানের ভাবে বোধ হয়, প্রাণে যেন তাঁর অসহ্য যাতনা। যেন আমার প্রতি ভালবাসা তাঁর মৌখিক, আমাকে বিবাহ ক'রে মনে তিনি সুখী নন।

আর্য্যা। বটে!

হায়। কিন্তু আমার প্রতি ব্যবহার তাঁর এত ভদ্রতামাখা যে, আমি কোনও কথা বল্‌তে পারি না।

আর্য্যা। যেমন ব্যবহারই করুক না কেন, সে আমাকে প্রতারণা করেছে। বলি শোন, আজ যদি সে তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, তা হ'লে তার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে, দেশ হ'তে দূর করে দেবো। তোমার জন্তই তার আদর! তোমার জন্তই আমি আনন্দের সহিত তাকে রাজ্যদান করলুম। সেই তোমাকে অনাদর! বারদিগর যদি তোমার অমর্য্যাদা করে, তা হ'লে রাজসভায় সর্ব্বসমক্ষে আমিও তার অমর্য্যাদা করব।

[প্রস্থান।

হায়।— (গীত)

কেমন ক'রে ধরি গো তারে।
যে পাশে ব'সে দূরদেশে সাগর পারে॥
সে যেন এসে ধরা দেয়,
ধরি ধরি স'রে যায়,
মরীচিকা খেলে যেন মরু-শিয়রে।
ভিতরে ছলনা-ভরা হাসি অধরে॥

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা। হায়াৎন!

হায়। জনাব।

বেদৌরা। এখনও পর্য্যন্ত জেগে আছ?

হায়। আজ আমি তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কইব ব'লে জেগে আছি।

বেদৌরা। সুখের কথায় সুখ নেই—প্রাণেশ্বরি। প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথাই সুখ।

হায়। বেশ, তাই তোমাকে বলি, তুমি কাছে ব'সে শোন।

বেদৌরা। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি নমাজটা সেরে আসি।

হায়। আজ আর আমি তোমাকে নমাজ শেষ কর্তে দিচ্ছি না! আমি আজ সারারাত জেগে থাকব ব'লে প্রস্তুত হয়েছি।

বেদৌরা। তা হ'লে ত তুমি আমার শুধু প্রাণেশ্বরী নও হায়াতন! তুমি আমার ধর্ম্মের সহায়। বেশ, বসো; দেখি তুমি কতক্ষণ জেগে থাক।—(প্রস্থানোদ্যত)

হায়। আজ তোমায় আমি অন্য ঘরে যেতে দিচ্ছি না। ঈশ্বরের আরাধনা কর্‌তে চাও, আমার সুমুখে কর।

বেদৌরা। তুমি কাছে থাকলে, ঈশ্বর-চিন্তা আস্‌বে কেন প্রিয়তমে?

হায়। দেখ, আর আমি তোমার মিষ্টি কথায় ভুল্‌ছি না। তুমি কয়দিন ধ'রে আমায় প্রতারণা ক'রে আস্‌ছ।

বেদৌরা। তা কর্‌ছি, কিন্তু না ক'রে উপায় নেই।—কেন না, তোমার মহানুভব পিতা আমার ঘাড়ে যে ভার চাপিয়ে দিয়েছেন, তা বইতে হ'লে ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা কর্‌তে হয়।—হায়াতন—প্রাণেশ্বরি! তজ্জন্য মনে ক্ষোভ করো না।

হায়। স্তোকবাক্যে আজ ভুল্‌ছি না।

বেদৌরা। (স্বগত) আজ ত তা হ'লে দেখ্‌ছি বিষম বিপদ। আর এ বিপদ ভাবলে চলবেই বা কেন? কত দিন আমি এ বালিকার কাছে আত্ম-গোপন করব? (প্রকাশ্যে) হাঁ প্রাণেশ্বরি! তুমি কি আমাকে তবে প্রতারকই স্থির করলে?

হায়। ব্যবহারে কর্‌তে হয় বই কি।—রূপ থাক্‌লেই কি এত স্বার্থপর হ'তে হয় সাজাদা?—আপনাকে নিয়েই আপনি উন্মত্ত। পায়ের কাছে একটা বাঁদী প'ড়ে যে কদিন কষ্ট পাচ্ছে, তার প্রতি একবার দেখবারও অবকাশ পাও না!

(গীত)

রূপের সাগর নাগর আমার।
আপন রূপের লহর ধ'রে গলায় পরে হার,
আমার পানে চাইবে কখন্ আর॥
আমি শুধু দেখতে লহর বসেছি তীরে,
প্রাণপিয়াসী শুধুই ভাসি লোচননীরে;
(তুমি) হেসে যাও হে ফিরে, বুঝতে নারি ব্যবহার।

বেদৌরা। যথার্থই সাজাদী। আমি তোমাকে এই কয়দিন প্রতারণা ক'রে আসছি। কিন্তু বড় অনিচ্ছায়।

হায়। সেই জন্যই কি তুমি শোকের গানে মনের দুঃখ প্রকাশ কর?

বেদৌরা। হায়াতন! আমি শোকের সাগরে ভাস্‌ছি।

হায়। তা বেশ বুঝেছি। তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে সুখী নও।

বেদৌরা। তোমাকে সুখী করতে পার্‌ছি না ব'লেই আমার দুঃখ!

হায়। আমাকে সুখী কর্‌বার প্রয়োজন নেই, তুমি সুখে থাক, তা হ'লেই আমার সুখ। আমি তোমাকে নিজের জন্য বল্‌ছি না, তোমার জন্যই বল্‌ছি! পিতা আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমি মিথ্যা বল্‌তে পারি নি। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ব'লে গেছেন যে, আজও যদি তুমি অন্য কয় দিনের মত ব্যবহার কর, তা হ'লে তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেবেন। বেশী ক্রোধ হ'লে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয়। আমার জন্য যে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে, এটা বড়ই দুঃখের কথা!

বেদৌরা। (স্বগত)—উভয়সঙ্কট!—এখন যদি আত্মপ্রকাশ না করি, তা হ'লে মৃত্যু। যদি আত্ম-প্রকাশ করি ত বড়ই লজ্জার কথা। কেন না, নারী হয়ে আমি অতি দুঃসাহসিকতা করেছি—এক রাজাকে প্রতারণা করেছি; এক সরলা বালিকাকে ছলনা করেছি। এখন এই বালিকারই আশ্রয় গ্রহণ করি। ঈশ্বর! তুমি ভিন্ন এখন আমাকে এ বিপদে রক্ষা করবার আর কেউ নেই। (প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! এক জন হতভাগিনী তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছে।

হায়। সে কি—কে তুমি?

বেদৌরা। আমিও তোমার মতন এক জন রমণী।

হায়। তুমি রমণী?

বেদৌরা। আমি চীনদেশীয় রাজকুমারী, আমার নাম বেদৌরা। আমার স্বামী কমরলজমানের সঙ্গে আমি তাঁর বাপের দেশে আস্‌ছিলুম, পথে আস্‌তে আস্‌তে দৈবদুর্ব্বিপাকে স্বামীকে হারিয়েছি। অবলা—অপরিচিত পথ—ভয়ে তাঁরই পোষাক প'রে তাঁর নাম গ্রহণ করেছি। এখন আমি তোমার আশ্রিতা। ভয়ে, বিষাদে আত্মহারা; কি করেছি, জানি না।

হায়। এ ত বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা।

বেদৌরা। আমার দুঃখের ইতিহাস যথাযথ তোমায় বল্লুম, এখন সাক্ষাদী! তোমার যা কর্ত্তব্য, তাই কর।

হায়। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার অবস্থার কথা শুনে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে।

বেদৌরা। করুণাময়ি! তোমার ত অভয় পেলুম, কিন্তু রাজা জানতে পারলে কি হবে?

হায়। রাজাকে জানাব না। যত দিন না তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়, তত দিন যেমন ভাবে আছ, তেমনি ভাবেই থাক। তুমি স্বামী সেজে খেলা খেলেছিলে ভাল। যথার্থ কথা বলতে কি, তোমার রূপে গুণে আমি বড়ই মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমার আদর-সোহাগ পাবার জন্ম আমি লালায়িত হয়েছিলুম।

বেদৌরা। এ আদর-সোহাগ, এ রকম মিষ্ট রসকথা আমি স্বামীর মুখেই শুনেছিলাম।

হায়। যাক্, এখন আর অন্য কথায় প্রয়োজন নেই।

বেদৌরা। না, এখন এই পর্য্যন্ত।

হায়। এখন চল—চল, দুজনে মন খুলে খেলা করি গে। খেলতে খেলতে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবে চল। শুনতে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

বেদৌরা। চল, ভগিনি! আমার অধীনে যে কখানি কুঁড়েঘর বেঁধেছিলে, সেটি তোমার বিনা ভেঙে প'ড়ে গেল।

হায়। আঃ! বেঁচেছি। ঝড় হ'লে চারিদিকে ঠেকা দিয়ে কুঁড়েটি বাঁচাবার সাধ হ'ত। এ একেবারে নিশ্চিন্ত—ঠেলাঠেলির দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-পার্শ্ব।

কমরলজমান ও উদ্যানপালক।

উদ্যা-পা। ব'সে আছ

কম। না, ব'সে নেই—আপনি যে গাছের গোড়াটা খুঁড়তে বলেছিলেন, সেইটে খুঁড়ছিলাম।

উদ্যা-পা। হাঁ—বেশ ক'রে খুঁড়ে শিকড়গুলো কেটে গাছটাকে ফেলে দাও। মিছে আর জায়গা যোড়া ক'রে থাকে কেন? গাছটি দেখতে ছোট, কিন্তু বয়স কত জান?

কম। কেমন ক'রে জানব?

উদ্যা-পা। আমার যা বয়েস, ওরও তাই। চারকুড়ি বছর। আমার জন্মদিনে আমার বাপ ওটি পুঁতেছিলেন। ওটি এত দিন পরে গেল! আমারও বুঝি কেমন কেমন হয়।

কম। সে কি বাপ? আপনি আরও দীর্ঘজীবী হোন। আপনি না বেঁচে থাকলে আমার মতন অভাগার আশ্রয় হ'ত কে?

উদ্যা-পা। মরতে কি আমার সাধ। তবে সাধ না থাকলেও মৃত্যু ত রেহাই দেয় না! চারকুড়ি বয়স হ'ল, আর কত কাল আমাকে বাঁচতে বল? তুমি থাকতে থাকতে মলেই ভাল হয়। তুমি না থাকলে, আমার হয় ত গোরই হবে না। যাক—সে যা নসীবে আছে হবে। এখন আমি জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করতে চললুম। বছর বছর একখানি জাহাজ এখান থেকে এবনি উপদ্বীপে যায়। এবনির রাজা আমার বাগানের জলপাই বড় পছন্দ করেন। অন্যান্য বছর এত দিনে জাহাজ চ'লে যায়, এ বৎসর জলপাই নামি হয়েছে ব'লে যেতে পারে নি। যাই, কবে যাবে, খবরটা নিয়ে আসি। আর সেই সঙ্গে তোমাকেও পাঠাবার বন্দোবস্ত করি। যাও বাপ! ততক্ষণ তুমি কাজটা সেরে ফেল গে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(দানহাসের প্রবেশ)

দান। বেদৌরা যদিও রাজা হয়ে আছে, তবু অতি মনঃকষ্টে সে কালযাপন করছে। বেদৌরার কষ্ট ত আর দেখা যায় না। বদমাস কাস্কাসের দৌরাত্ম্যে সে এমন ক'রে কত দিন বিরহ সহ্য করবে। যেমন ক'রে পারি, তাবিজ কমরলজমানকে দিতেই হবে। যেমন ক'রে পারি, দুজনের মিল ঘটিয়ে মৈমুনী রাণীর দর্প চুর্ণ করতেই হবে। কাস্কাস্ চিল হয়ে তাবিজ নিয়ে স'রে পড়েছে। এখনও চিল হয়ে তাবিজ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। মনে করেছে, আমি সন্ধান করতে পারব না। কিন্তু আমার

কি তার মতন গাধার কাজ? সে কোথায়, সন্ধান পেয়েছি; যেমন ক'রে পারি, তার কাছ থেকে তাবিজ কেড়ে নিতেই হবে। যাই, আমিও চিল হয়ে উড়ি; বদমাস বেটাকে মেরে আধ-মরা ক'রে কেড়ে নিই। এই সহরে মার্জমানকে দেখতে পেয়েছি, তাবিজ তার হাত দিয়েই কমরলজমানকে দিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। না, বহুদিন হল, আর বেশী দিন স্বামি-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি ভাল নয়। কেন না আমি অনেক বিরহ দেখেছি, কিন্তু বেশী দিন একটা বিরহকেও টেঁকতে দেখি নি। দু চার দিন বিরহ গরম গরম থাকে। তার পর অল্প অল্প ক'রে বেবাক বিরহটুকু গায়ে চ'ড়ে যায়। চড়া বিরহ আর ঝরা পিত্তি দুই-ই সমান। না—কাজ নেই, সাজাদা-সাজাদীর মিলটে ঘটিয়ে দিতে হচ্ছে, কিন্তু এ দুজনের যেন মিল হ'ল; তাবিজ ত পাওয়া গেল না! তাবিজটা না পেলে ত এই রকমের ছাড়াছাড়ি আবার হবে! সাজাদার সঙ্গে তাবিজটাকে না নিয়ে গেলে ত ফূর্ত্তি হবে না। এ কি বেয়াদব চিল—তাবিজে ছোঁ! বাপধন চিল! তোমার ত কেবল পুচ্ছ, তাবিজ নিয়ে কি করবে বাবা? কোথায় আছ, এস—এসে তাবিজ ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার পুচ্ছ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব বাবা! এস বাপধন, এস, তোমাকে মগমুলুকের নাপ্পি খাওয়াব বাবা! একবার খেলেই ল্যাজে ময়ূরপুচ্ছ গজিয়ে উঠবে। এস—ধন এস—চৈ—চৈ।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। ওগো মিয়া?

মার্জ। কেন গো বিবি?

বৃদ্ধা। মিয়া মোল্লার মাঠে গো মিয়া, এত বড় চিল গো মিয়া, তার এত বড় গলা, তাতে এতখানি কি নড় নড় করছে—আর ঝক ঝক করছে।

মার্জ। ইয়া আল্লা! খোদা দেনেওয়ালা, খোদা লেনেওয়ালা, ইলুবিল্ ইল্লা, ঠিক মিলা। চিল?

বৃদ্ধা। আর একটা চিল তাকে ধরেছে, আর ঠকাঠক ঠোকোর মারছে—ভারী—লড়াই!

মার্জ। বটে, বটে, কোথায়? আমাকে একবার দেখিয়ে দাও না।

বৃদ্ধা। এই যে, এই পথে যাও না। ঐ যে মাঠ। আমি গিয়েছি, আর অমনি একটা গোদা চিল মাথার ওপরে ঠকাস্ ক'রে ঠোকর। ঐ যে গো মিয়া!

মার্জ। ঐ বটে, ইয়া আল্লা! ফেলে দিলে, ঠিক মিলা, ঠিক মিলা।

[প্রস্থান।

বৃদ্ধা। বাপ! আমি যাব না—আবার যদি ঠোকোর মারে! না রে মিয়া।

[প্রস্থান।

(উদ্যানপালক ও কাপ্তেনের প্রবেশ)

উদ্যা-পা। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলেম। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে।

কাপ্তেন। আর না আসলে চলে? অমনি অমনিই ত এবার জাহাজ ছাড়তে দেরী হয়ে গেল। এখনি উপদ্বীপ হয়ে যেতেই হবে। রাজা জলপাইয়ের জন্ম আগে থাকতেই বায়না দিয়ে রেখেছেন। জলপাই না নিয়ে গেলে কি রক্ষা আছে? তা হ'লে আর দেরী করবেন না মিয়া! জলপাই সব জালা ভর্ত্তি ক'রে রাখুন; পরশু সকালে আমাকে রওনা হ'তেই হবে।

উদ্যা-পা। বহুৎ আচ্ছা, আর দেখ মিয়া! একটি ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তাকে এখনি উপদ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে।

কাপ্তেন। তা হ'লে তাকে তৈরী থাকতে বলবেন, দেরী করলে আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে পরশু ভোরে জাহাজ ছাড়তেই হবে।

উদ্যা-পা। পরশু ত? এর ভেতরে সে খুব তৈরী হ'তে পারবে।

কাপ্তেন। বহুৎ আচ্ছা, সেলাম।

[প্রস্থান।

(মার্জমানের তাবিজ হস্তে প্রবেশ)

মার্জ। মিয়া সাহেব! সেলাম।

উদ্যা-পা। সেলাম, কে আপনি মিয়া?

মার্জ। আপনি ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। আমি বুদ্ধ হয়েছি, কবে মাটিতে মিশি, আমার আবার ভাল মন্দ কি? কিন্তু আমি ত আপনাকে চিনি না।

মার্জ। তবে থাক, আপনার কথা ছেড়ে দেওয়া গেল, আপনার জলপাই ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। জলপাই ভাল আছেন কি রকম?

মার্জ। তবে যাক, জলপাইও চুলোয় যাক। সাজাদা ভাল আছেন।

উদ্যা-পা। সাজাদা কে?

মার্জ। কেন, আপনার বাগানের যিনি মাটি খোঁড়েন, গাছের গোড়ায় জল দেন।

উদ্যা-পা। এ সব কথা তুমি কি বলছ?

মার্জ। দূর হোক, তবে আর কিছুই বলব না। আপনি সাজাদাকে এই তাবিজটে দেবেন, বলবেন—চিল মিয়া ফিরিয়ে দিয়েছেন।

উদ্যা-পা। এ কি! এ সব কি কথা? চিল মিয়া?

মার্জ। ধরুন, আর আমি দেরী করতে পারি না।

উদ্যা-পা। কার তাবিজ? আমি নেব কেন?

মার্জ। বেশ, তবে আগলে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি মিয়া, সেলাম। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন—হুশ হুশ ক'রে উড়ে গেল।

উদ্যা-পা। ও মিয়া? এ কি কর? কোথা যাও? ও মিয়া! ও চিল মিয়া! এ কি হ'ল? কার ধন আমাকে দিয়ে গেল? বুড় বয়সে ফ্যাসাদে পড়ব না কি? এ ত বহুৎ দামী তাবিজ—এ ত হেঁজিপেজি লোকের নয়! সাজাদা? কে সাজাদা? যে আমার বাগানের মালীগিরি করছে? সে লোকটা রাজার ছেলে? এ ত ভারী গোলমালে পড়ে গেলুম!

(কমরলজমানের প্রবেশ)

কম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আশ্চর্য্য ব্যাপার! গাছের তলায় সোনা! কে-ও মিয়া সাহেব?

উদ্যা-পা। সাজাদা, গরীব আদমী, আপনি আমাকে তামাসা করছেন কেন?

কম। সাজাদা!—সে কি! কে আপনাকে এ কথা বল্লে?

উদ্যা-পা। কেন, চিল মিয়া ব'লে গেল।

কম। চিল মিয়া ব'লে গেল কি?

উদ্যা-পা। শুধু কি ব'লে গেল—এই তাবিজ ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কম। অ্যাঁ! এ কি! ঈশ্বর! এ কি তোমার দয়া! ফিরে পেলুম! এ কি স্বপ্ন! না সত্য? কোথা পেলেন মিয়া?

উদ্যা-পা। জনাব!

কম। জনাব কি? আপনি আমার আশ্রয়-দাতা—পিতৃতুল্য। সন্তানজ্ঞানে যে স্নেহবাক্যে আমাকে এত দিন ধ'রে আপ্যায়িত ক'রে আসছেন—তাই বলুন। কোথায় এ তাবিজ পেলেন বাপ?

উদ্যা-পা। এই যে বললেম বাপ!—চিল মিয়া দিয়ে গেল।

কম। চিল দিয়ে গেল? চিল দিয়ে গেল কি? চিলই ত জিনিষ নিয়েছিল।

উদ্যা-পা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। নিয়েছিল, আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চিল মিয়া নিজেও ঐ কথা ব'লে গেল।

কম। চিল কথা কইলে কি?

উদ্যা-পা। এক রাশ কথা ক'য়ে গেল। ভারী জ্যাটা চিল, সে কি চুপ করে থাকে?

কম। আচ্ছা, তাকে দেখতে কেমন?

উদ্যা-পা। চিলের মতন যে ঠিক—তাও নয়। পিঠে খানিকটে পুচ্ছের মতন কি ঝুলছে বটে! খানিকটে শুঁড়িও আছে। একটু বেঁটে বেঁটে, চিলের ভাবটা বড় নয়—এই পাতি হাঁসের ভাব।

কম। বুঝেছি, মার্জ্জমান ভাই এসেছিল। যাক্—আবার আশা, তাবিজের সঙ্গে যেন আমার সব ফিরে আসছে। ঈশ্বর! আবার কি বেদৌরাকে দেখতে পাব?

উদ্যা-পা। কি বাপ! ভাবতে লাগলে কি?

কম। বাপ! আপনি আমাকে যে সামগ্রী দিয়েছেন, আমি অশক্ত হ'লেও ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত করেছেন। আপনার সেই শুকনো গাছের গোড়া খুঁড়তে গিয়ে, পঞ্চাশ ঘড়া সোনা পেয়েছি, আপনি গ্রহণ করবেন আসুন।

উদ্যা-পা। আমি নিয়ে কি করব বাপ? ঈশ্বর তোমার জন্যই ঐ ধন রেখে দিয়েছেন। আমি আজ বাদে কা'ল মরব। আমাকে আর ধনের প্রলোভন দেখিও না। আর চারকুড়ি বছর বাগানে থেকেও যখন আমি ও ধনের অধিকারে

বঞ্চিত, তখন ও ধন আমার হ'লেও তামাদি হয়ে গেছে। বাপধন! তুমিই গ্রহণ কর, আর যাবার জন্য প্রস্তুত হও। পরন্তু প্রাতঃকালে জাহাজ এখান থেকে রওনা হবে। প্রস্তুত না থাকলে এক বছরের মধ্যে আর সেখানে যেতে পারবে না। এস—সোনার ঘড়াগুলো জলপাই দিয়ে ঢেকে দিই গে, আর কাজ করতে করতে তোমার ঘটনাটা শুনি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

(কক্ষ)

(হায়তন ও বেদৌরা)

গীত।

পূরব-গগন-গায়।
অরুণ-কিরণে সোনার ফুল আকুলি-বিকুলি ভেসে যায়।
দশদিশি ভরা হাসি,
আঁধারে আলোকে মেশামিশি,
ফুটে কলি, ছুটে অলি, ভাবে গলাগলি প্রাণ মাতায়।
রঙে রঙে মিশি যা'ই ভেসে,
আলোকে পুলকে মিশাই কায়॥

বেদৌরা। প্রাণেশ্বরি! হায়তন!

হায়। হুকুম?

বেদৌরা। ছি! এই কি প্রাণেশ্বরীর যোগ্য কথা। আমি তোমাকে এত আদর ক'রে প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাকলুম, আর তুমি কি না চমকে পাখীর মত গর্জ্জে উঠলে—'হুকুম?'

হায়। অনাহত এ রাজ্যের রাজা, বেয়াদবী ক'রে থাকি, গর্দ্দান নিন্।

বেদৌরা। বলি, আজ এত ক্রোধ হ'ল কেন?

হায়। ক্রোধ না হবেই বা কেন, আমার প্রাণেশ্বরের ত আর একটি প্রাণেশ্বরী আছে?

বেদৌরা। বেশ, তাতে এত রাগ কেন? আমার প্রাণেশ্বরীর না হয়, আর একটি প্রাণেশ্বর ক'রে দেব।

হায়। কি, সতীর মুখে এই প্রস্তাব!

বেদৌরা। বেশ, আমি আগে না হয় ম'রেই যাই।

হায়। দেখ, ও সব তামাসা আমার ভাল লাগছে না। তুমি মরবে কেন? স্বপ্নের ধন লাভ করেছ, চিরকাল ভোগ কর। মরি আমি।

(গীত)

হায়তন। যাও বঁধু যাও, যাও বঁধু যাও।
মুখের আদর সরিয়ে নাও॥
(আমার) হতাশা ফিরিয়ে দাও।
বেদৌরা। ও কথা ব'ল না সরলা ললনা,
আশা বিনে প্রাণ মরুময়;
আশা ছেড়ো না, আশা ছেড়ো না,
করুণা-নয়নে চাও,
দেখ মনের মতন পাও কি না পাও।

বেদৌরা। ছি হায়তন! এই না তুমি আমায় ভালবাস?

হায়। বাসি না, প্রমাণ পেলে কিসে?

বেদৌরা। এই যে মরণের কথা কইলে, তোমার এই কঠোর বচন আমার প্রাণে কত আঘাত করে, তা জান? যদি ভালবাসতে, তা হ'লে কখনও এমন কথা কইতে না।

হায়। আগে বাসতুম।

বেদৌরা। এখন?

হায়। এখন আমি জলপাই ভালবাসি। আমি এখন জলপাইএর চিন্তা করছি, আসতে বিলম্ব দেখে মনে একটুও সুখ পাচ্ছি না, আর উনি মাঝখান থেকে প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরী!—জলপাইয়ের কথা যতই মনে পড়ছে, ততই নোলায় আমার জল সরছে। সব রস মুখে, এখন কি প্রাণে রস আছে?

বেদৌরা। কেন, জলপাইয়ে এত ভালবাসা জন্মাল কেন?

হায়। তোমারই বা হায়তনের উপর এত ভালবাসা জন্মাল কেন? ভালবাসা আমার দুঃখ।

বেদৌরা। সত্যি, তোমার জলপাই খেতে কি বড়ই সাধ হয়েছে? তা হ'লে বল, হুকুম ক'রে আনাই।

হায়। এখানকার জলপাই ভাল নয়, নিজ দেশের একটি বাগানের জলপাই।

বেদৌরা। এই কথা! আমি সে দেশে এখনি লোক পাঠাচ্ছি।

(বান্দার প্রবেশ)

হায়। কি, কি খবর বান্দা ?

বান্দা। সাজাদী! সিয়া দেশের সওদাগরের জাহাজ এসে লেগেছে। জাঁহাপনার কাছে গিছল। জাঁহাপনা সওদাগরকে এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন!—ব'লে দিলেন—রাজা ও রাণী ওইখানে আছেন, সেথায় পাঠিয়ে দাও।

হায়। জলপাই এনেছে ?

বান্দা। এনেছে—পঞ্চাশ জালা।

(বান্দাগণের জালা লইয়া প্রবেশ)

বেদৌরা। কটাতে প'ড়ে একটা জালা বয়ে এনেছিস্ ?

বান্দা। জনাব, এবারে পাপুরে জলপাই—বড় ভারী।

বেদৌরা। ভাল, রেখে চ'লে যা।

[বান্দাগণের প্রস্থান।

(জলপাই পরীক্ষা, কোমরবন্ধ দেখিয়া)

ঈশ্বর! এ কি?—এ কি দেখি? প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! কোথায় তুমি ?

হায়। কি! কি!—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভগিনি ?

বেদৌরা। যার জন্ত তুমি আমায় এ অবস্থায় দেখে গেছ, সে ফিরে এল! তুমি কই ?

হায়। ব্যাপার কি ?

বেদৌরা। সমস্তই জানবে ভগিনি। তোমার কাছে আমার গোপন কি আছে, এখন আমি বড়ই অস্থির, আমি অজ্ঞান, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না। আমায় মাফ কর। কই হায় ?

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

কাপ্তেনকো জলদি গ্রেপ্তার কর্কে লে-আও। বুঝতে পেরেছ হায়তন ?

হায় বুঝেছি, তুমি স্বামীর সংবাদ পেয়েছ।

বেদৌরা। কবে সে দিন আসবে ভগিনি—কবে স্বামীর সংবাদ পাব? তবে লুপ্ত আশা পুনরুদ্দীপ্ত হয়েছে। যে তাবিজের সঙ্গে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি, সেই তাবিজ আবার এত দিন পরে ফিরে এসেছে।

হায়। তা হ'লে তোমার স্বামীও তাবিজের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন।

বেদৌরা। আসবে হায়তন? আসবে ?

হায়। ঈশ্বরের কাছে একমনে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী এই তাবিজের সঙ্গে ফিরে আসুন। কেন না, তোমার কষ্ট আর আমি দেখতে পারি না। রমণী মনের দুঃখে কাঁদতে পায় না, উলটে মুখে হাসি মেখে থাকতে হয়, এর চেয়ে কষ্ট আর কি আছে ভগিনি ?

বেদৌরা। হায়তন! তোমায় প্রাণেশ্বরী ব'লে আমি জীবন সার্থক করেছি, তুমি রমণী-রত্ন।

(কাপ্তেনকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও প্রস্থান)

কাপ্তেন। গোলাম কি অপরাধ করেছে জনাব ?

বেদৌরা। তুমি এ জলপাই কোথায় পেলে ?

কাপ্তেন। জনাব! যে বাগান থেকে প্রতি বৎসর আনি, এবারও সেখান থেকে এনেছি।

বেদৌরা। এর ভেতরে কি আছে, তা তুমি জান ?

কাপ্তেন। না জনাব! ওপরে জলপাই দেখেছি; জলপাই জেনেই এনেছি।

হায়। জলপাই তোমাকে দিয়েছে কে? যে বৃদ্ধ বরাবর দেয়, সেই দিয়েছে কি ?

কাপ্তেন। না হুজুরাইন্। এবারে সে নয়। এবারে এক ছোকরা দিয়েছে।

বেদৌরা। তাকে দেখতে কেমন ?

কাপ্তেন। গোস্তাকী মাফ হয় জনাব! কতকটা জনাবেরই মতন চেহারা। সে ছোকরাও আসতে চেয়েছিল। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তাকে আনতে পারলুম না।

উভয়ে। কেন ?

কাপ্তেন। সে ব্যক্তি যে সময়ে জাহাজে উঠবে, ঠিক সেই সময়ে সেই বৃদ্ধ মারা যায়। কাজেই সে ব্যক্তি আসতে পারলে না। আমরা আসতে তাকে অনেক পেড়াপীড়ি করেছিলুম। কিন্তু সে এলো না। বললে—আশ্রয়দাতার মৃতদেহের অমর্যাদা ক'রে যেতে পারবো না। আগে তার সৎকার করব। আমরা অপেক্ষা করতে পারলুম না। একে ত এ বৎসর দেরী হয়ে গেছে—তার ওপর আমাকে বহুদেশে যেতে হবে।

সময়ের মধ্যে না ফিরতে পারলে আর এ বৎসরের মতন ফিরতে পারব না! কেন না, বাতাস ফিরে গেলে, আর জাহাজ চলবে না। গরীব আদমী—ব্যবসা ক'রে খাই—তা হ'লে একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাব।

বেদৌরা। এ রকম জলপাই কত জালা আছে?

কাপ্তেন। পঞ্চাশ জালা।

হায়। ও সব জলপাইয়ের জালা নয়—সব সোনা।

কাপ্তেন। সে কি?

হায়। হাঁ, সোনা। তুমি যদি এখনি গিয়ে সেই লোকটিকে নিয়ে আসতে পার, তা হ'লে ওই পঞ্চাশ জালা সোনাই তোমাকে বকসিস দিই—নইলে তোমার গর্দ্দান যাবে।

কাপ্তেন। আমি এখনি আনব জনাব!

[প্রস্থান।

বেদৌরা। হায়তন! তোমার এ অদ্ভুত মন্ত্রের যোগ্য যে কোনও কাজ করতে পারছি না—সাজাদী। আজ হ'তে—

হায়। (হস্ত ধরিয়া) আচ্ছা, সে পরের কথা। আত্মহারা হ'লে রাজ্যশাসন করবেন কেমন ক'রে?

বেদৌরা। হায়তন! তোমার কৃপাতেই আবার আজ আমি কূল পেলুম।

হায়। একশবারই এক কথা। আগে সব আসুন, তোমার শ্বশুর ত এসেছেন।

বেদৌরা। এসেছেন কি? ঐ তিনি আসছেন, বাজনা বাজছে।

হায়। তোমার স্বামীও আসছেন।

বেদৌরা। ঈশ্বরের কৃপায় তিনিও ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন।

হায়। তোমার স্বামী—ঠিক জেনেছ ত?

বেদৌরা। আগে ঠিক জানতুম বটে, তবে এখন তিনি আমার হবেন কি তোমার হবেন, সেটা বলতে পারছি নি।

হায়। আর আমাকে টানা কেন? আপনি সুখী হও।

বেদৌরা। বল কি?

হায়। আমার খুব সাধ মিটে গেছে, খুব সখের বে করেছিলুম। তোমার বরাতে এখন সে পুরুষ আছে, আমার বরাতে আবার কি শেষে মেয়েমানুষ হয়ে যাবে?

চতুর্থ দৃশ্য

দরবার।

আর্ম্মানস্, সা-জমান ও উজীর।

সা-জ। ভাই হে! এ সব করেছ কি! এ সব যে তুমুল কাণ্ড!

আর্ম্মা। আমি কি করেছি? আমি কে? আমি ত নগদা মুটে, এ সব পাগলা রাজার আয়োজন।

উজীর। তা উঁরা যদি একটু আমোদ ক'রে তৃপ্তি পান, তাতে জনাবের খুঁৎ খুঁৎ করলে চলবে কেন?

আর্ম্মা। এই—বলুন ত উজীর সাহেব।

উজীর। জনাবেরই যেন সখ নেই, তা ব'লে আর কারও কি থাকবে না?

আর্ম্মা। এই—আমরাই না হয় বুড়ো হয়েছি! ভায়ার ছেলে ত আর বুড়ো হয় নি।

সা-জ। যাক—এখন পাগলা পাগলী কই? তাদের না দেখে যে আমি স্থির থাকতে পারছি না।

(বেদৌরার প্রবেশ)

আর্ম্মা। এই যে!

বেদৌরা। জনাব!

সা-জ। এ কি!—এ কে!—এ ত আমার কমরলজমান নয়?

উজীর। না—ইনি কে? ইনি ত সাজাদা ন'ন?

আর্ম্মা। সে কি, সে কি? চোখের জ্যোতি গেছে! ভাল ক'রে দেখুন। পরিবর্ত্তন হয়েছে, ভাল ক'রে দেখুন।

সা-জ। আর ভাল ক'রে দেখব কি ভাই! প্রাণকে ছুটি চোখের ওপর এনে দেখতে এসেছিলুম। ভাই! এত কাল তবু আশায় আশায় প্রাণ ধরে-ছিলুম। ভাই দোস্ত! তুমি না জেনে আজ বুঝি সে যৌবনের শেষ করলে।

আর্ম্মা। উজীর সাহেব! আপনিও কি তাই বলেন?

উজীর। জনাব! ইনি আমাদের সাজাদা নন।

বেদৌরা। ওঁরা ঠিক বলেছেন জনাব, আমি ওঁদের সাজাদা নই।

আর্দ্দা। তা হ'লে কে তুই প্রতারক? চাতুরী ক'রে আমার কন্যার রাজ্য গ্রহণ করেছিস্! জল্‌দি বল্—নইলে আমিই তোকে কোতল করব।

(হায়তনের প্রবেশ)

হায়। হাঁ হাঁ—করেন কি, করেন কি, জনাব! উনি যেই হ'ন, উনিই এখন আমার রাজা।

আর্দ্দা। তা হ'লে চেনা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে বাঁদীর বেটা, তাকে আমি আমার রাজ্যের রাজা করব?

হায়। রাজা না করেন, হত্যা করবেন না। আগে দেখা শোনা উচিত ছিল। রাজ্য থেকে আমাদের উভয়কে বার ক'রে দিন। পিতা! গোস্তাকি মাপ হয়, আপনার দোষে আমি সাজা পাই কেন?

উজীর। যথার্থ জনাব! আপনারই সম্পূর্ণ দোষ। এক জন অজ্ঞাত-কুলশীলের কথায় প্রত্যয় ক'রে এমন একটি গুরু কাজ করা উচিত হয় নি। কন্যার মুখ চেয়ে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

আর্দ্দা। যা, দূর হ—সুমুখ থেকে দূর হ।

হায়। তা হ'লে পিতা, আমিও যাই?

আর্দ্দা। যা, তুইও দূর হ। এস রাজা, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু এস—তোমারও গেল, আমারও গেল, এস উভয়ে মিলে আমোদ ক'রে গে এস। কেন মরব? কাদের জন্য মরব? বেইমান বেইমানীদের জন্য? কেন? এস—দুজনে আজ অনেক কাল পরে মিলেছি, এস—আমোদ করি গে এস।

(কমরলজমানকে ঘিরিয়া কাপ্তেন ও অনুচরগণের প্রবেশ)

কাপ্তেন। চল্ চল্ চোর! রাজার মাল চুরি! চল্!

কম। দোহাই বাবা! আমি কারও চুরি করি নি, খোদা আমাকে দিয়েছেন।

কাপ্তেন। এই যে—খোদা তোমাকে দেওয়াচ্ছেন। চল্ না, চোট্টা ডাকু!

আর্দ্দা। এ কে? একি করেছে?

কাপ্তেন। জনাব! এ ব্যক্তি আমাই রাজার পঞ্চাশ কলসী সোনা চুরি করেছে।

আর্দ্দা। না, ছেড়ে দে—সেই বেটাই চোর। সে আর রাজা নেই। ওকে ছেড়ে দে।

কম। কে ও—কে ও—পিতা!

উজীর। জনাব! জনাব! সাজাদা।

সা-জ। অ্যাঁ অ্যাঁ, এ কি! কমরলজমান! তুই! তুই! তুই—

[পুত্রকে আলিঙ্গন।

আর্দ্দা। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার?—এই তোমার ছেলে? খুলে দে! খুলে দে—খুলে দে।

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা—মাসাল্লা, ঠিক মিলা—কে সাজাদা! চিন্‌তে পার? এমন বাঁধন বেঁধে দিয়েছিলুম, সে বাঁধন কোথায় গেল? এ কাপ্তেনের পিরীতে পড়লে কখন্?

উজীর। কে ও, ফকীর সাহেব?

মার্জ। হাঁ জনাব! সেলাম। জোড় মিলিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছিলুম জনাব! এ গোলামের কোনও দোষ নেই। এখন সাজাদার নসীবে জোড় যে মাঝখান থেকে কাপ্তেন হয়ে যাবে, তা কেমন ক'রে জানব?

সা-জ। এ সব ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ উজীর! আমি ত হতভম্ব!

উজীর। সেই ছোকরাকে আনান জনাব! কন্যাকে আনান, নইলে এ রহস্যের মীমাংসা হবে না। সেই ছোকরা সব জানে। সেই ছোকরাই এই চক্রের মূলাধার।

মার্জ। ভাল, আমিই একবার চেষ্টা করছি। সাজাদা! সাজাদী কই?

কম। পথে নিজের দোষে হারিয়েছি।

মার্জ। তা বেশ করেছ। তার পর এ বন্ধন—এ ও কি নিজের দোষে?

কম। এ যে কেন হ'ল, তা এখনও বুঝতে পারছি না। এখানকার রাজার হুকুমে আমি গ্রেপ্তার হয়ে এসেছি। শুনছি—আমি না কি রাজার সোনা চুরি করেছি।

মার্জ। পাকড়াও সে চোর রাজাকো?

আর্দ্দা। বটে—বটে! পাকড়াও পাকড়াও।

(বেদৌরাকে লই হায়তনের পুনঃ প্রবেশ)

মার্জ। সাজাদা—সাজাদা। ওই ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা। চ্যাং ফু।

সকলে। এ কি। এ কি অপূর্ব্ব সুন্দরী।

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—প্রাণেশ্বরি। বেঁচে আছ ?

বেদৌরা। বেঁচে আছি, শুধু বেঁচে নয়—একটি ছিলুম, দুটি হয়েছি, অগ্রে আমার এই ভগিনীটিকে গ্রহণ কর। কোরাণ ছুঁয়ে আমি এই বালিকাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি।

কম। কে ইনি বেদৌরা ?

বেদৌরা। কে—পরে বলব, আগে গ্রহণ কর।

মার্জ। ঢোঁক গেলো কেন সাজাদা ? টপ ক'রে নিবে ফেল। ওতে আবার দেরী কি ? আপ্‌সে গিরতা হায়, গিরনে দেও—গিরনে দেও।

বেদৌরা। আগে না নিলে আমার সঙ্গে কোন কথা হবে না। বস—নিলুম।

মার্জ। নিলুম। খুড়া, ভুলে গেলুম। সাজাদা, নিয়ে ফেল, নইলে ফস্‌কে যায়।

কম। দুনিয়ায় তোমার যা আপনার, আমারও তা। আমি তোমার দত্ত উপহার সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করলুম।

বেদৌরা। জনাব। বাঁদী কমরলজমান সেজে আপনাকে ছলনা করেছে। পিতা, আমি আপনার পুত্র না হ'লেও পুত্রস্থানীয়া।

সা-জ। অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার! মা, ওঠ, আমি তোমায় চিনেছি। তুমিই স্বপ্নে আমার ছেলেকে পাগল করেছিলে। আর তুমিও এস মা! তুমিও এস। আমি এক কন্যা খুঁজতে এসে দুই কন্যা পেয়েছি।

আর্মা। এ সব কি ব্যাপার ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

উজীর। আর বোঝাবুঝি কি ? ঈশ্বরের লীলা। এমন আনন্দের ঘটনা বুঝি কেউ কখনও দেখে নি।

বেদৌরা। চলুন, গৃহে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে বাঁদীর সব ঘটনা শুনবেন চলুন। আর রাজ্যে সকলকে বিবাহোৎসবের সমাচার দিন।

[সকলের প্রস্থান।

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ)

দান। মৈমুনী রাণি! আমাদের কাজ ত মিটে গেল, এখনি ত যে যেখান থেকে এসে পরস্পরে মিলে গেল। তার পর ?

মৈমুনী। তার পর কি ?

দান। জিত কার ? অবশ্য মৈমুনী রাণীর কাছে সত্য কথাই শুনতে পাব।

মৈমুনী। সত্য কইতে হ'লে তোমারই জিত।

দান। তা হ'লে বান্দা যা চাইবে, তাকে দাও

মৈমুনী। অবশ্য, কি চাও বল ?

দান। দয়াময়ী মৈমুনীর একটু ভালবাসা।

(দ্বৈত গীত)

দান। বিষে বিষে ভালবাসা বিষে বিষক্ষয়।
মৈমু। তোমার আমার মিলন যেমন
এমনটি কি হয়।
দান। দুচোখে দেখতে নারি,
শেষে কি না হলেম তারি,
মৈমু। তবে কেন বলবে নারী, নারীর সকল সয়
দান। তুমি আমার রসময়ী,
মৈমু। তুমি রসময়।
উভয়ে। সরমের মর্ম্ম বেঁধা ভালবাসার জয়।
(গাও ভালবাসার জয়)

যবনিকা-পতন

বরুণা

(গীতি-নাট্য)

[১৩১৫, ২৭শে আষাঢ়, কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

শিববর্ম্মা	কঙ্কণরাজ।
মানবেন্দ্র	ঐ মন্ত্রী (ছদ্মবেশী কেরলরাজ)।
পুণ্ডরীক	ঐ পুত্র।
অভিরাম	ঐ অনুচর (ছদ্মবেশী মানবেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র।
আনন্দগিরি	মহান্ত।
কঞ্চুকী	কঙ্কণ-রাজান্তঃপুররক্ষক।
মংরু	কিরাতপতি।
কাঞ্চীরাজ	... ...

সহচরগণ, ব্রাহ্মণগণ, ব্যাধগণ, সৈন্যগণ,
পুরবাসিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

বরুণা	কিরাতপালিতা কেরলরাজকুমারী।
রাণী	কঙ্কণ-মহিষী।
মাধবী	কঙ্কণ-মহিষীর পালিতা-কন্যা।
ভটাবতী	কিষ্কিন্ধ্যার রাজকুমারী।
কাঞ্চীরাজকুমারী	... ...

বন্দিনীগণ, কিরাতনন্দিনীগণ, রাজকুমারীগণ,
সখীগণ ইত্যাদি।

বরুণা

——:•:——

প্রস্তাবনা

—:•:—

রঙ্গিণীগণের গীত

চোখ থাকে ত রূপ থাকে না বিধাতার মানা।
দেখে দেখে জনম গেল আঁখির ছলনা ॥
খোলা চোখে রূপ দেখে কেউ মরমে মরা,
ভোলা আঁখি ধরলে সখী রূপের পসরা।
(তখন) রূপ-সোহাগে কাড়াকাড়ি জেগে ওঠে যাতনা
কান্না-হাসি পাশাপাশি এই ত প্রেমের নিশানা ॥

——

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

উপবন।

বরুণা।

(গীত)

প্রাণ বলে আজ খেলব এক খেলা।
কার যে সঙ্গে কেমন রঙ্গে করব কত মেলা ॥
মানা ত মানে না প্রাণ,
সাধের গাঙ্গে ডাকল বান,
দুকূল কানে কান—
চ'লে আয় কে দিবি রে গা ভাসান।
বলা ঢেউ তুলছে কত মালা
কেউ না আসে নিজে ভাসি প্রভাতবেলা ॥

বরুণা। খেলা ত খেলব, প্রাণ ত খেলতে চায়; কিন্তু কোথায় খেলি, আর কারে নিয়েই বা খেলি?

(মংকুর প্রবেশ)

বরুণা। বাপ! আজ আমি সহরে মাং বেচতে যাব।

মংকু। সত্যি বলছিস, না তামাসা করছিস রে

বরুণা। না বাপ, তামাসা নয়, আমার সহর দেখবার বড় সাধ হয়েছে।

মংকু। তা মাংসের পসরা মাথায় ক'রে যাবি কেন মা? তোর বাগানে রাশি রাশি ফুল ফোটে তাই ডালা সাজিয়ে সহরে নিয়ে যা না। তোর বাগানে যে সব ফুল আছে, তা রাজা-রাজড়ার বাগানেও খুজে পাওয়া যায় না, ফুলওয়ালী হয়ে সহরে বেড়িয়ে আয় না কেন?

বরুণা। বেদেনীর তোলা ফুল, কোন্ দেবতা' কাজে লাগবে বাপ? আমার গাছের মাথার ফুল সহরের মাটীতে ছড়াছড়ি যাবে। অমনি দিয়ে গেলেও কেউ ছোঁবে না, তা ত প্রাণে সইবে না।

মংকু। হুঁ, তা ত ঠিক বলেছিস! তা হ'লে তোকে বলব?

বরুণা। কি বাপ?

মংকু। অনেক কাল পরে বলছি—দেখছি অ না বললে চলে না।

বরুণা। কি বাপ?

মংকু। তুই রাজার বেটী।

বরুণা। বলিস কি?

মংকু। হাঁ মা, মিথ্যা নয়। আমরা বেদে বেদেনীতে তোকে মানুষ করেছি, ভগবান্ দয় ক'রে তোকে আমাদের হাতে ফেলে দিয়েছিল।

বরুণা। আমার বাপ তা হ'লে কোথা?

মংকু। তা জানিনে।

বরুণা। আছে কি না, তা জানিস?

মংকু। তাও জানি না, সমুদ্রের ধারে একবার শাঁক কুড়ুতে যাই, সেই সময় তোকে এক পেটরা ভেতর কুড়িয়ে পাই। তোর গলায় এক পদক ছিল

আর তার ভেতরে একখানা ভূর্জ্জপত্তরের চিরকুটে কি লেখা ছিল ; এক জন পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়ে জেনেছি, তুই রাজার বেটী। বরুণ দেবতা দিয়েছেন ব'লে তোকে আমরা বরুণী ব'লে ডাকি, আর ভাল নাম ত আমরা জানি না।

বরুণা। এত দিন পরে নিষ্ঠুর হলি বাপ, আমাকে ছেড়ে দিলি ?

মংরু। সে কি মা ? জান্ ছাড়তে পারি ত তোকে ছাড়তে পারি না। কিন্তু মা, বুঝে দেখ, তোর বয়েস হ'ল, আছিস বেদের মাঝখানে, তারা তোর পায়ের ধুলো ছোঁবার যুগ্যি নয়। যত বেদে-বেদেনী তোর চাকর-চাকরাণী। আর কি তোর তাদের সমান হয়ে থাকা ভাল দেখায় ? আমরা ...গী-মিনষে তোকে আলাদা রেখে মানুষ করেছি। ...োর সাথীদেরও আলাদা ক'রে রেখেছি। তোকে ...র কাছে সহবৎ শিখিয়েছি, সে সন্ন্যাসী মাও ম'রে ...ছে। তখন আর আমি কি করতে পারি ? দেশে ...দেশে সেই চিরকুট আর পদক নিয়ে তোর বাপ-...য়ের খোঁজ করেছি, কিন্তু পাইনি।

বরুণা। তা না পেয়েছিস, ভালই হয়েছে। ...রা আমাকে যা বলতে চাস্ বল, কিন্তু আমি ...দের মা বাপ ছাড়া আর কিছু বলব না। তা ...ল আজ আমি সহরে যাই ?

মংরু। যেতে ইচ্ছে করেছিস্ মা, তবে শুধু ...নি। যে পদকটি তোর গলায় বাঁধা ছিল, সেইটি ...য় প'রে যা।

বরুণা। কেন, দরকার কি ?

মংরু। তুই ত আমাদের ধন আছিস। তবু মা, ...ে তোর কিছু কিনারা হয়, সেটা আমাদের সুখ !

বরুণা। বেশ, দিবি চল্ ! [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপল্লী।

পুণ্ডরীকের সহচরগণ।

(গীত)

তাগ মেরে হান বাণ।
হাঁটু পেড়ে ব'সে, মাজা বেঁধে ক'সে,
ধগ ধেঁসে মারো ছিলের টান।
এগিয়ে চল গুটি গুটি, কাঁপিয়ে চল মাটী,
লেগে যাক সিঙ্গি-বাঘের দন্ত-কপাটি
বাসায় গিয়ে থাকুক ম'রে, নয়,
ঘরে ফিরে তাম্বুক খান।
তবে যদি সিঙ্গিমামা দন্ত করে বা'র
সেটা কিন্তু যুদ্ধকালে দেখায় না বাহার,
সাহস ক'রে পেছিয়ে এস, মাথা গুঁজে কোণে ব'স,
ইচ্ছা হয় আস্তে কেসো, নইলে ধর সুর্পনখার গান।
আর দাপট মেরে হিঁচড়ে মেরো চুণোপুঁটীর প্রাণ।

সকলে। ভাঙ্গ ঘর, ভাঙ্গ দোর, যেখানে যা শীকার আছে, টেনে বার কর।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। হাঁ হাঁ, করছিস কি, করছিস কি রে হুজুর ? শীকার করতে এসেছিস, তা গরীবের ঘরের কাছে উৎপাত করছিস কেনে ?

১ম, স। কি ব্যাটা, কি বললি, উৎপাত ! আমরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, করছি শীকার, শীকার না মিললে করব কি ?

মংরু। তা শীকার তোরা খুঁজে লিবি, না হামরা খুঁজে দেবে !

১ম, স। কি বললি বেটা ? আমরা রাজপুত্তুরের ভাই, ছানা মাখন খাই, গুটী গুটী যাই, আমরা শীকার খুঁজে নেব বেয়াদব বেটা ?

মংরু। এখানে কি শীকার আছে, তা হামি খুঁজে দেবে ?

১ম, স। বড় বড় বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নিয়ে আয়, গণ্ডার নিয়ে আয়, হাতী নিয়ে আয়।

মংরু। হামিই যদি সব এনে দেব, তোরা কি করবে ?

১ম, স। আমরা কেবল ব'সে ব'সে বাণ ছুঁড়ব, বাঘ সিঙ্গি যেমন আনতে থাকবি, আমরাও পেট পেট ক'রে বিঁধতে থাকব।

মংরু। তবেই ত মুস্কিল করলি হুজুর, এখানে বাঘ সিঙ্গি কোথায় পাব ? একটু বনের ভেতর চল্, কত বাঘ-ভল্লুক মারতে চাস্ দেখিয়ে দিচ্ছি।

১ম, স। কি বল্লি বেটা, আমরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, ধরি হাতিয়ার, বাগানে করি পাইচার, আমরা বনে ঢুকব ?

সকলে। যা বেটা নিয়ে আয়, বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নিয়ে আয়।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এই যে—এই যে—আহাম্মোক বেটারা এখানে আছে! এ বেটাদের এখান থেকে না তাড়ালে রাজকুমারকে ফেরাতে পারব না। অমন সুন্দর সুবুদ্ধি রাজকুমার কতকগুলো মুখ্‌খুর সঙ্গে জুটে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!

১ম, স। দাঁড়িয়ে রইলি কেন বেটা, নিয়ে আয়।

অভি। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

১ম, স। এই যে, এই যে—অভিরাম!

সকলে। অভি–অভি—অভিরাম!

অভি। কি?

১ম, স। অভি—অভি—আমরা শীকার করছি।

অভি। বেশ করছ, তা এ বেটার সঙ্গে কি তকরার করছ?

১ম, স। এ বেটাকে শীকার এনে দিতে বলছি।

অভি। বেশ করেছ। দে বেটা, শীকার এনে দে। (ইঙ্গিত)

মংরু। শীকার আমি কোথায় পাব?

অভি। কোথায় পাবি, তা হুজুরেরা কি ক'রে জানবে? কি কি শীকার চাই হুজুর?

সকলে। সিঙ্গি চাই, বাঘ চাই, ভাল্লুক চাই, বরা চাই, হাতী চাই।

অভি। শুধু এই!

সকলে। আরো চাই—ভেটকি মাছ চাই, পয়ঙ্গারে কই চাই, পুঁইশাক চাই।

অভি। হয়েছে, বুঝেছি। যা বেটা, বড় বড় সিঙ্গি নিয়ে আয়, হমদো হমদো বাঘ নিয়ে আয়, গোবদা গোবদা ভাল্লুক নিয়ে আয়।

মংরু। আচ্ছা হুজুর, আনছি, তা হ'লে কটা সিঙ্গি আনব?

অভি। কটি আনবে হুজুর?

সকলে। অ্যাঁ অ্যাঁ!

অভি। আচ্ছা, আমি বলছি। ওরে ধাঙড়, এই যে সব বীর দেখছিস্, এরা এক এক জনে এক বাণে এক পোণ ক'রে বাঘ মেরে ফেলতে পারে। যা গণ্ডা দশেক বাঘ এনে হাজির কর।

মংরু। আচ্ছা হুজুর, আনছি। কিন্তু হামি বাঘ আনবো আর তোরা যে পালিয়ে যাবি, সেটি হবেনা।

অভি। কি! ওরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, ঘরে হাতিয়ার, ধরা বাঘ মারে, হাতী কেনে ধারে, ওরা বাঘ দেখে পালাবে! যা শীগগির যা!

[মংরুর প্রস্থান।

১ম স। ও অভি—অভি—অভিরাম!

অভি। কি হুজুর?

১ম স। সত্যি সত্যি বেটা আনবে না কি রে?

অভি। আনলে, আবার আনবে কি।

সকলে। অ্যাঁ! (পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করণ)

অভি। ও শালা বেদে, যখন আনব ব'লে গেছে, তখন না এনে কি ছাড়বে! এখনই গম্ভীর বনে ঢুকবে, আর বাঘের কান ধ'রে এনে তোমাদের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

(সকলের ভাতি প্রদর্শন)

১ম স। ও অভি—অভি। ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন!

অভি। ও কি আর ফেরে, শালা ধাঙড় শুকর খাতির রাখে না, আর কেন হুজুর, তীর টীর নিয়ে তৈরী হয়ে থাক।

১ম স। তবে তাঁবু আগলাবে কে রে?

অন্যান্য সহচরগণ। আমি—আমি (পলায়ন)

অভি। ও হুজুর, ওরা যে পালাল।

১ম স। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, বিশ্বাসঘাতক, আমাকে একা ঘোর বিপদে ফেলে—দেখব তারা কত বড় বেইমান। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। দেখো, বেটা বাঘ আনে কি না। আনলে আমাকে খবর দিও। আমি এসেই বাঘগুলোকে এক এক চড়ে মেরে ফেলাব। আমি তাঁবু রক্ষা করতে চললুম।

অভি। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনই যাও।

[১ম সহচরের প্রস্থান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। অভিরাম!

অভি। কি প্রভু?

পুণ্ড। দেখছ, ব্যাপারখানা কি দেখছ?

অভি। তা আর দেখব না, বলেন কি? আপনি রাজপুত্র আর আমি আপনার খানসামা, আপনি যখন হুকুম করছেন, তখন আমি ব্যাপারখান কি দেখব না?

পুণ্ড। এ কি দেখলুম অভিরাম?

অভি। আপনি সর্ষে-ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। সর্ষে-ফুল দেখছি কি রে হতভাগা?

অভি। আজ্ঞে, সকালবেলায় ঘরে ব'সে ক্ষীর মাখন খাওয়া আপনার অভ্যাস, বেদের বনে এতটা ছোটাছুটি করা ত আপনার অভ্যাস নেই। তার ওপর আপনার গুণধর সঙ্গীরা এইমাত্র আপনাকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ ক'রে আপনার তাঁবু আগলাতে চ'লে গেল। কাজেই ক্লান্ত হ'য়ে মনের কষ্টে আপনি চোখে সর্ষে-ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। তারা গেছে। বেশ হয়েছে। দৃষ্টি-হীনের এ বনে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। আয় অভিরাম, সঙ্গে আয়! দেখবি আয়, বিজন অরণ্যের হৃদয়মধ্যে অমর-কাননের মত উদ্যান! তার মধ্যে কমল-কহ্লারের শোভাময় মানস-সরোবরের মত জলাশয়। তার চারিধার বেড়ে, বিচিত্র ফুলরাশি মাথায় ক'রে যেন কত অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত মলয়-সেবিতা পুষ্পলতা!

অভি। বলেন কি?

পুণ্ড। আয়, দেখবি আয়!—এই বেদের বনে অজ্ঞাতবাসে কোন অপূর্ব্ব শিল্পী অবস্থান করছে।

অভি। সত্যি বলছেন, না তামাসা?

পুণ্ড। আয় অভিরাম, তার সন্ধান করি।

অভি। সে কোথায় আছে, কি ক'রে জানবেন?

পুণ্ড। কোথায় আছে যদিও জানি না, কিন্তু বুঝেছি, এক জন আছে। কামিনী কুঞ্জের গায় তার দু'দিন আগের হাত দেখেছি। তার করস্পর্শে নবোল্লাসে কামিনী ফুলভারে মেতে উঠেছে। অশোক-তরুতলে তার পদচিহ্ন দেখেছি। অশোক ফুলরাশির উপঢৌকন নিয়ে তার পুনরাগমন প্রত্যাশা করছে।

অভি। তা হ'লে এটাও বুঝেছেন, সে শিল্পী রমণী।

পুণ্ড। বুঝেছি, সে বিলাসবিভোরা চিত্রলেখা। যদি দেখবার সাধ থাকে, তা হ'লে সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ উদ্যান।

বরুণা ও সখীগণ।

গীত

সোনার নূপুর বাজবে রাঙা পায়।
চ'লে চল্ চাঁদবদনী চাঙ্গুনী মাথায়॥
মুছে নে রাতুল চরণ,
ঢেকে নে চাঁপার বরণ,
ডুব দিয়ে নে সুলোচনে কালীর দরিয়ায়—
নইলে হাটে ভাঙবে হাঁড়ি,
রূপ নিয়ে সই কাড়াকাড়ি,
মাসের হাটে ছুটবে ভ্রমর, লুটবে এসে পায়।
বেচতে গিয়ে বিকিয়ে যাবি
ফিরিয়ে আনা হবে দায়॥

[সখীগণের প্রস্থান।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। ও মা বরুণী, তোর হাটে যাওয়া হ'ল না।

বরুণা। কেন বাপ?

মংরু। কোথাকার রাজপুত্তুর নটবহর নিয়ে শীকার করতে এসেছে,সে শালার সঙ্গীরা ভারী দু'দে, আমায় বলে, শীকার দেখিয়ে দে। আমি বলি, এখানে শীকার মিলবে কোথা? এই বলতেই শালারা আমাকে তরোয়াল নিয়ে কাটতে এসেছে। তারা ভারী উৎপাত করছে। ঘর ভাঙছে, দুয়ার ভাঙছে, যাকে সম্মুখে পাচ্ছে, তাকে মারছে। ভেড়া ছাগল মেরে লুট ক'রে ফেললে; আমি ফন্দি ক'রে পালিয়ে এসেছি। তুই আর এখানে থাকিস নি, পালিয়ে যা।

বরুণা। না পালালে চলবে না?

মংরু। তাদের দয়া-মায়া কিছুই নেই—তোকে দেখে যদি তোর ওপর অত্যাচার করে? আমরা গরীব বেদে, রাজাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পারব কেন?

বরুণা। তুই রাজপুত্তুরকে দেখেছিস?

মংরু। না মা। তাকে দেখি নি। না দেখেই সে কি মেজাজের লোক, তা বুঝে নিয়েছি। অমন চুয়াড়ে সঙ্গী যার, সে কি কখন ভাল হয়?

বরুণা। বাপ! তুই রাজপুত্তুরের সন্ধান নিতে পারিস?

মংরু। কেনে, তার সন্ধান নিয়ে কি হবে?

বরুণা। আমি তাকে শাস্তি দেব।

মংরু। সে কি পাগলী! রাজপুত্তুরকে শাস্তি দিবি কি? তাকে গাড়ল বানিয়ে ঘরে পুরতে পারিস ত খুঁজে আনি।

বরুণা। দেখাই যাক না কত দূর কি হয়, আমার আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার ক'রে সে অমনি চ'লে যাবে? ভগবান্ রাজপুত্তুরকে যেমন অত্যাচারের অস্ত্র দিয়েছে, গরীব বেদের মেয়েকেও ত তেমনই মান বাঁচাবার নাগপাশ দিয়েছে। রাজপুত্তুর দেখুক, কার জোর বেশী।

মংরু। তা হ'লে খুঁজব?

বরুণা। এখনই—যেন অত্যাচার ক'রে অমনি অমনি পালিয়ে না যায়।

[মংরুর প্রস্থান।

বরুণা। খেলবার জিনিস বনেই মিলেছে, আর বুঝি বেসাত করতে হাটে যেতে হ'ল না। কিন্তু এ কি? অজ্ঞানে বেদেনীর প্রাণ নিয়ে বনে বনে ঘুরছিলাম। ক্ষুদ্র শব্দে ত্রস্তা বনহরিণীর মত পলকে পলকে চমকে উঠতেম। পরিচয় পেয়ে এ কি সিংহিনীর অহঙ্কারের আবেগ আমার হৃদয়ে উথলে উঠল? পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। প্রতিশোধ নিতে প্রাণ মেতে উঠছে, কি যেন বিশাল রাজ্য আমার সম্মুখে—আমি রাজ্য-জয়ের অভিলাষে আমার আজন্মসঞ্চিত সমস্ত প্রহরণ হৃদয়মধ্যে সমবেত করেছি। হারি কিংবা জিতি। হারি—বেদেনীর কন্থা—তরুতলে পর্ণকুটীরে চির-অন্ধকারে মুখ লুকোবো। জিতি,—রাজনন্দিনী—স্বর্ণ-অট্টালিকায় ব'সে সমস্ত প্রজার মাথার মণি হয়ে—

নেপথ্যে পুণ্ডরীক। অভিরাম!

বরুণা। তাই ত, ভাবতে না ভাবতে মনের-কথা শেষ হ'তে না হ'তে। কোথায় রাখবো এখনও স্থির করতে পারি নি। সোনার ঝাঁপিতে পুরে রাখব, কিংবা আমার বিজয়-চিহ্ন অট্টালিকার-মাথায় বসিয়ে জগৎকে দেখাব, এখনও যে স্থির করতে পারিনি। মনের কথার বিরাম না হ'তে হ'তেই এখনই এলে! কে তুমি বুঝতে পাচ্ছিনি,—শুধু স্বর,—আহা, কি মধুর! এগুতেও পারছি না, পেছুতেও পারছি না। তা হ'লে এসো অজ্ঞাত অতিথি! সম্মুখে কমলকহলার, আশে পাশে উপহারের ভার ল'য়ে যুথী, বেলা, চামেলি—এস অতিথি। তাদের আতিথ্য গ্রহণ করবে এসো।

(জনৈক বেদের প্রবেশ)

বেদে। দিদি—দিদি!

বরুণা। কি?

বেদে। একটা রাজপুত্তুর!

বরুণা। বুঝতে পেরেছি—চ'লে আয়।

বেদে। উঃ! দিদি! চেহারার কি চেকনাই! ঠিক যেন রাজপুত্তুর!

বরুণা। বুঝতে পেরেছি—দেখা দিসনি—বাগানে আসতে না আসতে চ'লে আয়—

[প্রস্থান।

বেদে। এমন রাজপুত্তুরটোকে ভাল ক'রে না দেখে চ'লে যাব? আর দেখতে পাই কি না পাই—একটা ঝোপের আড়ালে ব'সে ব'সে খানিকক্ষণ দেখে নি।

[প্রস্থান।

(অভিরাম ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। দেখলি অভিরাম?

অভি। দেখেছি, বড়ই সুন্দর বাগান।

পুণ্ড। শুধু সুন্দর বললেই এর অভিধান হ'ল না। রাজা শিববর্ম্মার রাজধানীমধ্যে এমন উদ্যান নেই, সম্মুখে অপ্সরারচিত নন্দন-কানন, মধ্যে মানস-সরোবরের মত সুধাহিল্লোলময় জলাশয়,—দেখতে পাচ্ছিস না?—এ কি অভিরাম, এ ঘোর বনে এমন বাগান রচনা করলে কে?

অভি। তাই ত, এ বাগান রচনা করলে কে? বনের সঙ্গে কি এ বাগান আপনা আপনি তৈরী হয়েছে?

পুণ্ড। এ বাগান কি আপনা আপনি তৈরী হ'তে পারে?

অভি। তা হ'লে কি ক'রে হ'ল? অপ্সরা বেটীরে আকাশে ব'সে ব'সে মনের মত ক'রে তৈরী ক'রে,—শেষে দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুপ ক'রে কি বনের ভেতর ফেলে দিয়ে গেল?

পুণ্ড। এমন গণ্ডমূর্খ সহচরটাকে বাবা আমার সঙ্গী ক'রে পাঠিয়েছেন! হতভাগাটা কিছুতেই আমার হৃদয়ের কথা বুঝতে পারছে না।

অভি। (পুণ্ডরীকের বুকে হাত দিয়া) কৈ হুজুর, এখানে ত কোন কথা নেই, কেবল ঢিপ ঢিপ।

পুণ্ড। বেয়ো গণ্ডমূর্খ, তুই এ বাগান দেখবার যোগ্য ন'স।

অভি। আজ্ঞে, তা বুঝেছি। তবে যাবার আগে এইখানটায় একটুকু গড়াগড়ি দিয়ে যাই। অপ্সরা বেটীরা বাগান তৈরী করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়েছে, তখন এই ঘাসের গালচেয় নিশ্চয় বেটীরে শুয়েছে। (গড়াগড়ি দিয়া) আঃ আঃ!

পুণ্ড। এই পাজী নচ্ছার, ওঠ।

অভি। আ হা হা! হুজুর, এইখানে বেটীরে দস্তার চূণ দিয়ে পারিজাতী খিলি খেয়েছে—গন্ধ ভর্‌ভর্—প্রাণ ভর্!

পুণ্ড। দেখ অভিরাম, এ রহস্য করবার স্থান নয়। কেন লাঞ্ছিত হবি, চ'লে যা।

অভি। বাপ! এইখেনে এক বেটী হাতুড়ী পিটেছে। যেমন শুয়েছি, অমনি বুকটো ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠেছে।

পুণ্ড। ওরে হতভাগা মূর্খ—রহস্য করছিস কি? এই বাগানের অন্তরালে একটা হাত দেখতে পাচ্ছিস্ না?

অভি। ওরে বাবা, তাই ত—ঐ দুলছে।

পুণ্ড। কি—কি দুলছে?

অভি। একখানা হাত—

পুণ্ড। কৈ—কৈ, কোথা দেখলি?

অভি। বাবা! দেখলে আর বাঁচতুম! আপনার কাছে শুনে ভয়ে ঠিক যেন দেখে ফেললুম।

পুণ্ড। বুঝতে পাচ্ছিস না অভিরাম, এই বাগান যার হাত দিয়ে রচিত হয়েছে, সে নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী। সে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অন্তরালে অবস্থান করছে। আমি তার সুন্দর বাহুলতার কারুকার্য্য ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি।

অভি। বটে বটে! তা হ'লে আর একটুকু এগিয়ে চলুন। ঐ দেখুন, বাগানের পাশে একটা হরিণ—নিশ্চয় ওটা বিদ্যাধরী বেটীর পোষা। নইলে আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? ঐ দেখুন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে আপনাকে দেখতে লাগল। এই বেলা বস্ ক'রে একটা তীর ছুঁড়ে দিন।—

পুণ্ড। আ—হা—হা!

অভি। আবার আহা কেন, শীকার ক'রে ফেলুন। এমন সুবিধা ফস্‌কে গেলে, আর সমস্ত দিনের ভেতর শীকার জুটবে না। শুধু হাতে সহরে ফিরতে হবে।

পুণ্ড। আ—হা—হা! আমি ঐ মৃগীর চোখের অন্তরালে আর দুটি বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু যেন দেখতে পাচ্ছি।

অভি। আরে রাম! চব্বিশ ঘণ্টা অন্তরালে দেখলে সুমুখে দেখবেন কখন্? কান টানলেই মাথা আসবে। হরিণটাকে বাণ-ফোঁড়া করুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই আড়ালের কি জানি কি ধরা প'ড়ে যাবে। হুজুর, হুজুর!

পুণ্ড। কি, কি?

অভি। বিদ্যাধরী, বিদ্যাধরী।

পুণ্ড। দেখ মূর্খ! রহস্য করবি ত এখনই তোকে মেরে ফেলব!

অভি। আজ্ঞে, রহস্য নয়, একেবারে খাঁটি। হরিণের পাশের বন খস্ খস্ করছে।

পুণ্ড। তাই ত! তাই ত অভি! আমার দেহটা কেমন কেমন করছে,—তুই শীগ্‌গির যা—কি ওখানে, সন্ধান কর। বোধ হচ্ছে যেন সন্ধান পেয়েছি—ঐ—বুঝি ঐ ঝোপের ভেতরে রূপ লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছে না।

অভি। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন, ফুটে বেরুচ্ছে। তা হ'লে আপনিই যান।

পুণ্ড। না অভি, আমি যাব না, আমি গেলে হয় ত সে ভয়ব্যাকুলা হয়ে পালিয়ে যাবে, অভি! তুই যা!

অভি। বেশ, তবে অপেক্ষা করুন, আমি সন্ধান ক'রে এখনই আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

পুণ্ড। তাই ত, বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যাব? প্রাণ বলছে, সমস্ত চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তবু ত সন্ধান করতে পারছি না! বেদে-বেদেনীরে তাকে জানে, কিন্তু আমাকে বললে না। এত সাধলুম, কেউ আমাকে দয়া করলে না। আমাকে দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি এ রহস্য ভেদ না ক'রে নগরে ফিরছি না। এতে যদি ব্যাধের কুল নির্ম্মূল করতে হয়, তাও স্বীকার।

অভি। (নেপথ্যে) হুজুর—হুজুর!

পুণ্ড। কি রে, কি খবর?

অভি। আপনার সেই হাত পাকড়াও হয়েছে।

(অভিরাম ও বস্ত্রাবৃত বেদের প্রবেশ)

পুণ্ড। অ্যাঁ, তাই ত—এই অবগুণ্ঠনবতীই কি এ উদ্যানের অধিকারিণী?

অভি। আমার কাছে চালাকী, বেটী বিদ্যাধরী! হুজুর! বেটী ঐ ঝোপের ভেতর ব'সে ব'সে আপনাকে দেখছিল। যেমন আমার পায়ের সাড়া পেয়েছে, অমনই খরগোসে তাড়া পেলে যেমন ভয়ে মুখ গুজে বসে, তেমনই ক'রে বেটী ঝোপের ভেতরে মুখ লুকিয়েছিল। হরিণের কাছে একখানা চাদর প'ড়ে ছিল, আমি সেইখানা দিয়ে ঝপ ক'রে বেটীকে চাপা দিয়ে ধ'রে এনেছি। উঃ! বেটীর কি কোমল হাত। উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। দে হতভাগা! হাত ছেড়ে দে। সুন্দরি! আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। আপনি আমাকে আপনার গুণমুগ্ধ বলেই জানবেন।

অভি। উঃ, চাদর চাপা দিতে গিয়ে—বাপ! কি চকচকে রূপ—এখন হাত ধ'রে—উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। কি বেয়াদব! তুচ্ছ চাকর তুই—আমার মনোমোহিনীর হাত ধ'রে তোর প্রাণ যায়! এত বড় স্পর্দ্ধা? এখনই হাত ছাড়, নইলে তোর বেয়াদব প্রাণকে এখনই আমি মুষ্ট্যাঘাতে দূর ক'রে দেব।

অভি। তবে থাক্—আমার অনেক কষ্টের প্রাণ—দুদিক থেকে তাড়া। এদিকে কোমল হাত, ও দিকে কঠোর ঘুসী—কাজ কি—কাজ কি—উঃ! কিন্তু উঃ! আগুন—আগুন! বাগান তইরী করা হাত—বাপ্। কঠোরে কোমলে যেন আগুনের কুন্নী—

পুণ্ড। কিসের লজ্জা সুন্দরি? যে এই বিজন অরণ্যের ভেতরে এমন নন্দন-লাঞ্ছন উদ্যান রচনা করতে পারে, এ সংসারে তার লজ্জা দেখাবার লোক কে আছে? আপনি আমাকে এক জন কৃপাভিক্ষার্থী বলেই জানবেন! সুন্দরি, নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা ক'ন—আমি রাজপুত্র। আমি ভাগ্যক্রমে আপনার কলা-কৌশল দেখেছি—সুন্দরি, কৃপা ক'রে অধম ভিখারীকে মুখ দেখান।

অভি। তাই ত! পাজী বেটী! শুধু কলা দেখিয়ে আমাদের সোনার রাজপুত্তুরকে পাগল করতে চাস্—দেখা বেটী কৌশল দেখা। নইলে এক কিলে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব।

বেদে। (ক্রন্দন)

অভি। কাঁদবি কি—মুখ দেখা।

পুণ্ড। অভে! এ কাকে আনলি?

অভি। ঠিক এনেছি—আগুন—আগুন। সুন্দরি, মুখ খোল, আর মান ক'র না।

বেদে। (ক্রন্দন) সব মান খাইয়া ফ্যালে—পুড়ায়ে খাইছি রে—

পুণ্ড। দূর হ'—দূর হ—(বেদের প্রস্থান) পাজী নচ্ছার অভে! তোকেই আজ আমি দেখে নেবো।

অভি। এখানে নয় হুজুর—সহরে। সহরে ফিরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। আপনাকে যেরূপ আত্মহারা দেখছি, তাতে আমি আপনাকে এখানে আর এক দণ্ড থাকতে দেবো না। আপনি এতই দৃষ্টিহারা যে, কুৎসিৎ বেদে এতক্ষণ আপনার চোখের ওপর রইল, আপনি বুঝতে পারলেন না।

পুণ্ড। তবে কি আমার অনুমান মিথ্যা?

অভি। সে কি আমায় বলতে হবে?

পুণ্ড। এ বাগান তবে কি বেদেবেদেনীর রচনা?

অভি। তা নয় ত কি! আপনি কবে মৃগয়া করতে আসবেন জেনে, কে অপ্সরা আপনার অপেক্ষায় বাগান রচনা ক'রে ব'সে আছে? চ'লে আসুন, আমি দেখছি, আর কিছু হ'ক আর না হ'ক, বেশীক্ষণ বেদের বনে ঘুরলে আপনাকে বেদেনীর দড়ায় জড়াতে হবে।

পুণ্ড। তুই ফিরে যা।

অভি। বলেন যাচ্ছি—আমি ভৃত্য, আপনাকে ফেরাতে ত আমার ক্ষমতা নেই। তবু যা'বার সময় ব'লে যাই, প্রেমের পাকে হাত পা এলিয়ে যেন বেদেনীর কুঞ্জে বাঁধা পড়বেন না।

পুণ্ড। তুই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভৃত্য, তুই ভৃত্যের অনুযায়ী কথা বললি। কিন্তু মূর্খ! আমি এখনও বলছি, এ অপূর্ব্ব উদ্যানরচনা, নীচজাতীয়া ব্যাধনন্দিনীর কার্য্য নয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

তবে রে মূর্খ, তুমি মিথ্যা কথায়, তোমার ভৃত্যের মূর্খতায় আমাকে ভোলাতে চাও।

অভি। তাই ত—তাই ত। এ যে কিন্নরীর গান! তবে কি সত্যসত্যই এ বনে অপ্সরারা বাস করে?

পুণ্ড। প্রলয়ঙ্করী সুধাধারা—সম্মোহন শরের ফোয়ারা—অভিরাম! যদি ঐ প্রস্রবিণী-তীরে পৌছিতে পারি—যদি কঙ্কণ রাজোদ্যানে ব'সে ঐ সুধা-নির্ঝরে কোনও দিন আপনাকে স্নান করাতে পারি, তবেই আমি ফিরব, নইলে এই আমার প্রথম মৃগয়া, এই আমার শেষ। [প্রস্থান।

আভ। তাই ত! আমি এখন কি করি? এ পাগলকে ত আমি ফেরাতে পারব না। এখন রাজধানী ফিরে রাজাকে খবর দেওয়া ছাড়া ত অন্য উপায় দেখি না! আর আমিই বা কতকাল এক পাগল রাজপুত্রের কাছে দীন ভিখারী-বেশে অবস্থান করব? যার সন্ধানে ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ঘুরলুম, সেই কেরলরাজকে ত দেখতে পেলুম না! তখন মিছে একটা ভৃত্য সেজে, রাজা ও রাজপুত্রের তিরস্কার খেতে এখানে থাকি কেন? যখন সঙ্গে এসেছি, তখন রাজপুত্রের শুভাগমনের সংবাদ রাজার কাছে দিতে আমি বাধ্য। সংবাদ দিয়ে, কঙ্কণ ত্যাগ ক'রে আমি নিজরাজ্যে চ'লে যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান (অপরাহ্ণ)

বরুণা।

(গীত)

ওই প্রেমিকার প্রাণের কামনা সে যে প্রাণমার শশী।
বল্‌লো কুমুদা জানিস যদি,
কেন তারে আমি ভালবাসি॥
তাহারে ধরিতে সমারে সমীরে জলদপুঞ্জ ফেরে,
সুধার জালে তারার মালা আছে ঘেরে দিবানিশি।
সে সব সোহাগ দূরে ফেলে,
পড়ে আছে তোর পদতলে,
ছাড়িয়া আকাশ সুদূর প্রবাস লহরীর শিরে ভাসি।
না জানি অধরে বেঁধেছ কি ক'রে,
সুধাংশু ভুলান হাসি॥

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। আর কেনে মা! ক্ষান্ত দে।

বরুণা। এখনি ক্ষান্ত দেবো? আমার আশ্রয়দাতাদের ওপর অত্যাচার করেছে, তার শাস্তির এখনও হয়েছে কি?

মংরু। আর ঘোরালে রাজপুত্তুর প্রাণে বাঁচবে না।

বরুণা। আর ঘোরাব না?

মংরু। আর ঘুরিয়ে লাভ কি মা?

বরুণা। লাভ? লাভের কথা আর তোকে কি বলব বাপ? পশুভরা বনের মাঝে একটা রাজপুত্র মস্ত হরিণের মত আমার গানের টানে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে। আমি দেখছি আর তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিভোর হয়ে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে বেদের মেয়ের লাভ আর কি হ'তে পারে?

মংরু। না মা, আর তুই তাকে ঘোরাতে পারবিনি। রাজপুত্তুরকে দেখেই হামার মায়া হচ্ছে। তার কষ্ট দেখে হামার প্রাণ কেঁদে উঠছে। মা সোনার কমল। রাজার দীঘিতে ফুটতে ভুলিয়ায় এসেছিলি—গরীব বুনো বেদের বরাতে ছেলো, সে দিনকতক নাড়াচাড়া করেছে। মরুভুঁয়ে আর কেন? শুকোবার সময় এলো যে মা! মা! মালী তোকে মাথায় ক'রে নিতে এসেছে। দীঘির কমল! দীঘিতে যা।

বরুণা। তুই কি ক্ষেপে গেলি না কি বাপ? বেদের মেয়েকে সে নেবে কেন?

মংরু। কেন, তোর পরিচয় দিয়ে দিই।

বরুণা। বাপ, তাও কি হয়। আমাকে বেদের মেয়ে জেনে যদি সে গ্রহণ করে, তবেই আমি তার হ'তে পারি, নইলে নয়।

মংরু। দোহাই বিটী, গোল করিস্‌নি।

বরুণা। দোহাই বাপ, অনুরোধ করিস্‌নি। দ্বিতীয় বার ও কথা বললে, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

মংরু। জানি না বিটী, তোর মতলবটা কি আছে। তা হ'লে হামি তাকে ধরে নিয়ে আসি?

বরুণা। আয়। আমিও মাসের পশরা মাথায় নিয়ে আসি। হাটের নাম ক'রে বেরিয়েছি, আমায় হাটে যেতেই হবে।

[বরুণার প্রস্থান।

(সোমরা ও সুমরীর প্রবেশ)

মংরু। এই সোমরা সুমরী! বরুণী যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তার দোর আগলে থাক্।

[প্রস্থান।

দ্বৈত গীত।

ঝুমরী। প্রাণ উঠছে যে নেচে, খেলা মিলেছে।
সোমরা। চুপ ক'রে র' রগ যে সে সে কাছে এসেছে॥
ঝুমরী। খেলার মতন মিললো খেলোয়াড়।
চুপ করা কি যায় রে বোকা আহ্লাদে প্রাণ আড়॥
সোমরা। নরম টিপে ধরিস্ লো তার ঘাড়—
নইলে সাড় হবে না, ধরলে চেপে পড়বি বিপাকে।
ঝুমরী। আমি কি এমনি বোকা?
সোমরা। আমিও কি কচি খোকা?
(তবু) কি জানি তা মাছটা পাকা
ফসকে যায় পাছে।
উভয়ে। নরম গরম টান দিয়ে চল্ আনিগে কাছে॥

(মংরু ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। কই ব্যাধ! কোথায় আমার মনো-মোহিনী?

মংরু। এই যে দেখাচ্ছি রাজা! ওরে ছোঁড়া! ওরে ছুঁড়ি! তোরা হামার বেটীকে এইখানে ধ'রে লিয়ে আয়।

উভয়ে। আনছি রে সরদার

[উভয়ের প্রস্থান।

পুণ্ড। বেটী কি, ব্যাধ?

মংরু। হামার বেটী, হামার বেটী, আবার কি রাজা?

পুণ্ড। ওরা তরুকোটরে প্রবেশ করলে যে?

মংরু। কোটরেই সে থাকে যে রাজা!

পুণ্ড। এ বাগান রচনা করেছে কে?

মংরু। আমার বেটী!

পুণ্ড। গান গাইলে কে?

মংরু। আমার বেটী।

পুণ্ড। হুঁ! আচ্ছা, তোর বেটীকে নিয়ে আয়।

(সর্পভূষিতা ছদ্মবেশিনী বরুণার প্রবেশ)

মংরু। এই যে এসেছে রাজা! এ বেটী, এটা রাজপুত্তুর রে, এটাকে গড় কর্।

পুণ্ড। এইটেই কি এতক্ষণ আমাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল? কই না—প্রাণ যে এখনও এ কথা বলতে চায় না—চোক্ যে এখনও এরূপে প্রতারিত হ'তে চায় না?

বরুণা। ধরা পড়লো কে—আমি না রাজপুত্র? ভগবান্! ছেলেবেলা থেকে আমি ব্যাধের আশ্রয়ে কে আমি, কোথাকার আমি, কেন এখানে আমি কিছুই ত জানি না। সহবৎ শিখিনি, কথা শিখিনি—কেমন ক'রে রাজপুত্রের সুমুখে দাঁড়াব? কি কথা কইব? হা ভগবান্! প্রাণের ভেতর কাঁদন দিলি ত কথা দিলিনি?

মংরু। ভ্রূকুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গড় কর।

(বরুণার প্রণাম করণ)

পুণ্ড। তবে রে পাপিষ্ঠা ব্যাধনন্দিনী!

মংরু। ওকি রাজা! কি কর্‌ছিস্ রাজা?

পুণ্ড। চোখে পড়েছ আর তুমি যাবে কোথায় সর্পভূষিত হয়ে মনে করেছ, তুমি শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে? এইখান থেকে বাণবিদ্ধ ক'রে তোমাকে আমি নিপাত করব। নিষ্ঠুর কিরাতনন্দিনী ভগবান্‌কে স্মরণ কর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট।

মংরু। দোহাই রাজা, বেটীকে মারিসনি।

সকলে। দোহাই রাজা! আমাদের রাণীকে মারিসনি!

পুণ্ড। আমি কারও অনুরোধ রাখব না। সে নিষ্ঠুরা আমার কি করেছে! পাপিষ্ঠা! আপন পরিচিত বনপথে ইচ্ছামত গান গেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ আমি উন্মাদের মত অপরিচিত পথে তোমায় অনুসরণ করতে এই দশায় পড়েছি। যখন ধরেছি তখন আর তোমায় ফিরতে দিচ্ছি না!

বরুণা। একান্তই মারবি রাজা?

পুণ্ড। নিশ্চয়, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

বরুণা। তবে মার্।

গীত।

প্রাণ নেবো এ কথা প্রাণ কয়ো না।
ভিখারীর চোখে ব্যাকুলতা দেখে
অত ঘন মুখ পানে চেয়ো না॥
আমি ত দেবো বলি বেঁধে আছি অঞ্জলি
নেবে—ত্বরা নাও, দেখো না ভুলে যাও
বঁধু হে নিদয় এত হয়ো না—
প্রাণ নিতে এসে ফিরে যেয়ো না॥

(পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে ধনুর্বাণ পতিত হইল। পুণ্ডরীক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বরুণার হস্ত ধরিল

মংকু। হাঁ—হাঁ—সাপে কাটবে, সাপে কাটবে।

বরুণা। মারতে এলি, হাত ধরলি, আমি যে শোধ লেবো, তারও উপায় রাখলিনি।

পুণ্ড। তাই ত, এ আমি কি করলুম? ফণাধর! ফণা তুলে নিথর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার মস্তকে দংশন কর। এমন পরাভব জীবনে আমি কখন অনুভব করিনি। কিরাতনন্দিনী! প্রতিশোধ নাও।

বরুণা। আর যে লেবার যো নেই রাজা। আমি আইবড় মেয়ে। তুই যে হাত ধরলি, আমার বর হয়ে গেলি।

পুণ্ড। কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কিরাতনন্দিনী! আমি ত তোকে গ্রহণ করতে পারব না।

বরুণা। তা না নিলি, তাতে কি—

পুণ্ড। বেশ বল দেখি—এ গান তুই কোথায় শিখলি?

বরুণা। এক রাজার বেটী আমায় শিখিয়েছে!

পুণ্ড। বাগান কে রচনা করেছে?

বরুণা। সেই রাজার বেটীই আমার হাত দিয়ে তইরি করিয়েছে।

পুণ্ড। সে রাজকন্যা কোথায় থাকে বলতে পারিস?

বরুণা। সতীনের খবর কেনে দেবো রাজা?

পুণ্ড। বেশ, তাকে যদি খুঁজে না পাই, তখন তোকে গ্রহণ করব।

বরুণা। কতদিন খুঁজবি রাজা?

পুণ্ড। শুনলে কি তুই খুসী হবি? মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত—যদি তোর ভাগ্যে থাকে, সেই দিন তুই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিস্।

বরুণা। সত্যি বলছিস্?

পুণ্ড। সত্যি বলছি।

বরুণা। বেশ।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান। এর মধ্যে আমাকে পাবার প্রত্যাশা ক'র না। আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা হয়েছে, আর ক'র না কিরাতনন্দিনী!

[প্রস্থান।

বরুণা। চল ভাই সব, এইবারে আমি হাটে যাই।

সকলে। রাজপুত্তুরকে কাঁদে ফেলে ছাড়লি কেন রাণী?

বরুণা। দেখাই যাক্ না রে—কতদূর যাবে দেখাই যাক্ না।

মংকু। হুঁসিয়ার হয়ে মাকে হাটে নিয়ে যাবি।

বেদিনীগণের গীত।

বাজারে করবো বেচা-কেনা।
সাজিয়ে দেবো রূপের ডালি, ভরা বুক করবো খালি,
খরিদ্দার জুটবে হাজার, করবে আনাগোনা॥
নয়ন বাণে হানবো শেল,
আসল খাঁটি নয়কো ভেল,
দেখিয়ে দেবো আস্থারামের খেল—
বনবেড়ালের বিকিয়ে পেটি, নেবো আঁচল ভরে সোনা॥

——

দ্বিতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

কঞ্চুকীর বাটী।

অভিরাম।

অভি। রাত্রে ত কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। রাজকুমার ফেরেনি ব'লেই বোধ হচ্ছে। ফিরলে মোসাহেবগুলোর বিকট হাসিতে এতক্ষণ আসর সরগরম হয়ে যেতো। এক বেটা মোসাহেবকেও দেখতে পাচ্ছি না যে খবর নিই! রাজকুমার না ফিরলেও ত বাড়ীতে এতক্ষণ হৈচৈ প'ড়ে যেতো। রাণী কি ছেলেকে এতক্ষণ না দেখলে চুপ ক'রে থাকতে পারত? তাই ত, কার কাছে খবর পাই! এই ত কঞ্চুকী মহাশয়ের ঘর, এরই কাছে খবর নিই। যদি রাজকুমারের সন্ধান পাই ত আজকে রাত্রের মত চুপ ক'রে থাকি। যদি না পাই, তা হ'লে রাত্রির মধ্যে তল্পীতল্পা নিয়ে লম্বা দিই। কে বাবা মিনি অপরাধে একটা পাগলা রাজপুত্তুরের জন্ত গর্দ্দান দেবে। রাণী জানতে পারলে হয় ত রাজাকে ব'লে বসবে, যে যে রাজপুত্রের সঙ্গে মৃগয়া করতে গেছে, সবার গর্দ্দানা নাও। বুঝে সুঝে মোসাহেব বেটারা পালিয়েছে। তখন আমিই বা কেন থাকি? তবে খবরটা একবার জেনে যেতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু ব্যাপার জানতে না জানতে যদি

গোয়েন্দা এসে ক্যাঁক ক'রে ধ'রে ফেলে? এক, দয়াময় দেওয়ানের আশ্রয়ে থাকলে নির্ভয়—আর ত' কারও কাছে ভরসা নেই। বিশেষতঃ রাণীর প্রিয় মাধবী ছুঁড়ীর আমার ওপর যে রাগ, অন্তের হাত থেকে নিস্তার পেলেও তার হাত থেকে রক্ষে নেই। কঞ্চুকী মশায় ঘরে আছেন? কই ঘরে কেউ ত নেই—ঘরের দোর খোলা অথচ কঞ্চুকী মশায় নেই। তাই ত, কোন গোলমাল বাঁধলো না কি? তাই কি তাঁর রাজান্তঃপুরে তলব হয়েছে?

মাধবী। (নেপথ্যে) কঞ্চুকী ম'শায়।

অভি। সর্ব্বনাশ! মনে করতে না করতেই মাধবী ছুঁড়ী—ছুঁড়ী দেখতে পেলেই একটা বিষম গণ্ডগোল বাধাবে। কিন্তু লুকোবার জায়গাই বা কোথায়? তা হ'লে আপৎকালে কঞ্চুকী ম'শায়ের ঘরেই খিল লাগানো যাক।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কঞ্চুকি ম'শায়!

অভি। উত্তর না দিলে ত ছুঁড়ী দোর ভাঙবে—চাৎকারে বাড়ী মাত করবে। দেশের লোককে জাগিয়ে তুলবে।

মাধবী। বলি ও ঠাকুর মশায়—

অভি। (বিকৃতস্বরে) কেন?

মাধবী। দোর খুলুন—

অভি। কেন—বল।

মাধবী। আগে দোর খুলুন না—পরে বলছি।

অভি। ওইখান থেকেই বল।

মাধবী। সে কথা চেঁচিয়ে বলবার নয়।

অভি। বেশ, চুপি চুপিই বল।

মাধবী। দোর খুলবেন না?

অভি। বড় জ্বর।

মাধবী। এই ত রাণীর কাছে সের দশেক সরপুরিয়া খেয়ে এলেন, এরই ভেতরে জ্বর হ'ল কখন?

অভি। পথে।

মাধবী। একান্তই উঠতে পারবেন না?

অভি। বড় জ্বর।

মাধবী। রাণীমা আপনাকে ডাকছেন? ভাইরাজা—

অভি। এখনও কি ফেরেননি?

মাধবী। ফিরেছেন, কিন্তু উন্মাদ।

অভি। বল কি?

মাধবী। তাকে কে বিষ খাইয়েছে।

অভি। কে গো?

মাধবী। সে ত এখন থেকে বলতে পারব না।

অভি। তবেই ত মুস্কিল করলে! তুমি কপাটের ফাঁকে মুখ দিয়ে বল, আমি কাছে ঘেঁসে কান ঠেসে শুনি।

মাধবী। কেন, আপনি দোর খুলতে পারবেন না?

অভি। পারলে কি আর তোমাকে দোর-গোড়ায় রেখে কষ্ট দি? কি জান মাধবী, এত রাত্রে দোর খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে।

মাধবী। পোড়া কপাল! তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে কেন?

অভি। তবে কার সঙ্গে দেখলে করে মাধবী?

মাধবী। ও মা! জরোবুড়োর এ কি কথা!

অভি। বল না—শুনি।

মাধবী। যা বলতে এসেছি, শুনবেন ত শুনুন—নইলে রাণীমাকে গিয়ে বলিগে। রাণীমা পরামর্শ জানবার জন্ম আপনাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন।

অভি। বল।

মাধবী। কপাটে কান দিয়েছেন?

অভি। তুমি ঠোঁট দিয়েছ?

মাধবী। দিয়েছি—

অভি। তবে বল।

মাধবী। অভিরাম ভাই-রাজাকে বিষ খাইয়েছে।

অভি। কে বললে?

মাধবী। যে সব লোক রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সব সাক্ষী দিয়েছে। তাদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে চাকরটা রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনে ঢুকে গিয়েছিল। যখন বেরিয়ে এল—তখন ভাই-রাজা একেবারে উন্মাদ—

অভি। বটে!

মাধবী। বিষ খাইয়েই অভিরাম পলাতক।

অভি। বিষ খাইয়েছে জানলে কি ক'রে?

মাধবী। কেউ কেউ তার হাতে বিষ দেখেছে।

অভি। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

মাধবী। কার মনে কি আছে, তা কি ক'রে জানব? তবে সে যে চালাক, সে সামান্ত চাকর হয়ে

;'দিনের ভেতরে মহারাজকে আর ভাই-রাজাকে য ভাবে বশ করেছে, তাতে সে সব করতে ারে।

অভি। তা হ'লে তোমাকেও ত সে কতকটা শ করেছে?

মাধবী। পোড়া কপাল! আমাকে সে বশ করতে যাবে কেন?

অভি। তুমিও ত তার সঙ্গে কথা কও।

মাধবী। কথা কইলেই কি বশ হওয়া হ'ল—আমি কি, আর সে কি? রাণীর মেয়ে নেই—আমি তাঁর মেয়ে। সকলে আমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকে। আর সে সবার ওপর টেক্কা দিয়ে চলে ব'লে, আমি বিরক্ত।

অভি। তা হ'লে এক কাজ করি, অভে শালাকে ধরিয়ে দি!

মাধবী। সে কোথায় আছে জানেন?

অভি। জানি। সে পালাতে না পালাতে তাকে ধ'রে শূলে চাপিয়ে দিই। কি বল মাধবী! চুপ ক'রে রইলে কেন?

মাধবী। আপনিও কি তার ওপর চটা?

অভি। আমি? আমি তাকে আজ মেরে ফেলতে পারলে, কাল অপেক্ষা করি না।

মাধবী। আপনি তার ওপর চটা কেন?

অভি। কেন? বলব মাধবী?

মাধবী। বলুন না!

অভি। বলব? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

মাধবী। দূর—এ বামুন ক্ষেপেছে না কি?

অভি। বল্ মাধবী, অভে শালাকে ফাঁসি দি।

মাধবী। আমি বল্‌তে যাব কেন? সে ভাল মানুষের ছেলে, যখন দোষী কি না দোষী জানি না—

অভি। ওই! সে শালা তোকেও মজিয়েছে।

মাধবী। আরে গেল, বামুনের আজ হ'ল কি?

অভি। জ্বর হয়েছে মাধবী—

মাধবী। শুধু জ্বর নয়—সান্নিপাত বল।

অভি। তার চেয়েও আর একটু বেশী—প্রেম—প্রেম-জ্বর।

মাধবী। দূর বিটলে ভণ্ড তপস্বী বামুন—তুমি এই স্বভাব নিয়ে কঞ্চুকীগিরি কর, এখনি আজ রাণীমা.ক ব'লে দিচ্ছি। তোমাকে আজই রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—তুমি এ দিকে আমাকে মা মা কর, আর তোমার কি না এই কথা!

[প্রস্থান।

অভি। আমারও [অপর দিক দিয়া প্রস্থান।

(কঞ্চুকী সহ মাধবীর পুনঃ প্রবেশ)

মাধবী। তাই ত এ কি রকম হ'ল?

কঞ্চুকী। আমার ঘরে, আমার নাম ক'রে কে তোমার সঙ্গে রহস্য করলে?

মাধবী। আপনি শীগ্‌গির আসুন। এখনও সে ঘর থেকে বোধ হয় বেরুতে পারে নি।

কঞ্চুকী। কই মা! এই যে দ্বার উন্মুক্ত। আর কি সে এ দেশে থাকে!

মাধবী। কে আমাকে রহস্য ক'রে পালিয়ে গেল!

কঞ্চুকী। তুমি আমাকে মনে ক'রে কোনও কি গুহ্য কথা প্রকাশ করেছ?

মাধবী। করেছি বইকি!

কঞ্চুকী। অভিরামের কথা বলেছ?

মাধবী। বলেছি!

কঞ্চুকী। আমার বোধ হচ্ছে, এ সেই অভিরাম।

মাধবী। কি—সে নীচ জাত হয়ে আমাকে রহস্য করবে?

কঞ্চুকী। অভিরাম নীচ জাতি, এ কথা কে বল্‌লে?

মাধবী। নীচ জাত নয়?

কঞ্চুকী। অমন বুদ্ধি, অমন বাকপটুতা কি নীচ জাতীয় ভৃত্যের হয়? অভিরাম নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কি কারণে ছদ্মবেশে এখানে ভৃত্যভাবে অবস্থান করছে। রাজা এ কথা বলেছেন। আমিও ওর সঙ্গে আলাপে বুঝে নিয়েছি।

মাধবী। রাজা জানলেন কি ক'রে?

কঞ্চুকী। রাজা সূক্ষ্মদর্শী প্রেমিক—ছদ্মবেশ ধ'রে কেউ কি তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে?

মাধবী। তা হ'লে অভিরাম ভাইরাজাকে বিষ খাওয়ায় নি?

কঞ্চুকী। রাম! রাম! এ নীচ কাজ কি সে করতে পারে? যাও মা! আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম করগে, কাল প্রভাতে সমস্ত রহস্যভেদের চেষ্টা করব।

(কঞ্চুকীর গৃহমধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধকরণ।)

(মাধবী প্রস্থানোদ্যত, অভিরামের পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী। আর দেখুন!

অভি। দেখেছি, বল।

মাধবী। অ্যাঁ—তাই ত!

অভি। গীত।

দেখা দিতে এসে আঁখি ফেরালে।
কইতে কথা আসতে পথে থমকে দাঁড়ালে॥
বিম্বাধরে চাপলে গান
লুকিয়ে রাখলে নয়নবাণ
কোন্ হরিণের বিঁধলে লো প্রাণ কি খেলা-ছলে॥

মাধবী। কি তুমি অভিরাম?

অভি। এই দেখতেই পাচ্ছ—তোমাদের ভারবাহী ভৃত্য।

মাধবী। আমার সঙ্গে তুমি এমন ক'রে রহস্য করলে কেন?

অভি। তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আজ তাই যাবার সময় একটু শোধ নিলুম।

মাধবী। তুমি যাবে কেন?

অভি। তুমি ঘৃণা কর কেন? ঘৃণা করাও যেমন তোমার ইচ্ছে, চলে যাওয়াও তেমনি আমার ইচ্ছে।

মাধবী। তুমি আমাকে রহস্য করেছ। আমি কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে নালিশ করব। যদি আজ রাত্রেই পালিয়ে যাও, তা হ'লে যথার্থ ই বুঝব তুমি নীচ ভৃত্য—কাপুরুষ।

অভি। বেশ, কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থেকে যাব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজার শয়নকক্ষ।
বন্দী ও বন্দিনীগণ।

গীত।

উষার অরুণ সাধিছে সাদরে
কেন লো কমলিনী ঘুমের ঘোরে॥
ধীরে ধীরে কমল আঁখি খুলে দেখ সই,
লেলো ঘুমে কুমুদিনী জাগলে তুমি কই?
গুঞ্জরিয়া ব্যাকুল অলি কাঁদিছে দুয়ারে।
মরাল-পাশে মেলার আশে ঘন ঘন চায়,
গ্রীবা-ভঙ্গে তরঙ্গ নাচায়;
কিসলয় চুমে মলয় মৃদু মধুর কয় কত সুরে।

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। ভোরের বেলায় সবে মাত্র ঘুমটি এসেছে, অমনি বেসুরো বেতালা—চ্যাঁ—ভ্যাঁ—কে তোদের আমার এখানে অত্যাচার করতে পাঠিয়েছে?

১ম ব। মহারাজ!

শিব। ব্যাটা, আস্তে আস্তে। এই ত গাধার চীৎকারে আমার কানের ভেতরে যথেষ্ট খোঁচা মারলে, আবার পিটকিরি দিয়ে যেয়ো কানে সুড়-সুড়ি দাও কেন?

১ম ব। মহারাজ!

শিব। আবার বেটা মহারাজ, আমার অগাধ ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলি!

১ম ব। আজ্ঞে অপরাধ হয়েছে।

শিব। শুধু অপরাধ হয়েছে বল্লেই মনে করেছ সব লেঠা চুকে গেল। কে আছ?

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। (ভগ্নীমস্তকে) আজ্ঞে মহারাজ।

শিব। আবার মহারাজ!

অভি। আজ্ঞে ভৃত্য চললো। তাই—

শিব। বুঝেছি বুঝেছি—তবে একটু পরে। কিছু থেকে বাপধন, আমার হুকুমটো পালন কর।

অভি। (স্বগত) তাই ত আমি চ'লে যাচ্ছি—এ কথা আমি ভিন্ন আর ত কেউ জানে না! রাজা জানলেন কেমন ক'রে?

শিব। ভাবতে লাগলে কি? বুঝেছি, এখানে থাকতে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। আচ্ছা একটু পরে—আগে আমার হুকুমটো পালন ক'রে।—

অভি। আজ্ঞে, তবে হুকুম করুন।

শিব। এই পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠাদের ধ'রে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কর।

অভি। যে আজ্ঞে! আয় পাপিষ্ঠ-পাপিষ্ঠারা চ'লে আয়, তোদের মশানে নিয়ে গিয়ে বধ করি।

সকলে। দোহাই মহারাজ! আজকের মতন মাপ করুন।

অভি। মহারাজ! এরা মাপ চাচ্ছে।

শিব। মাপ, আজ আর কিছুতেই করছি না।

অভি। মাপ আজ আর কিছু তই হচ্ছে না।

শিব। কিছুতেই না—আমি অগাধ নিদ্রায় সাত জন্মের সুখ-স্বপ্ন দেখছিলুম। যখন বেটারা নির্দ্দয় হয়ে তা ভেঙ্গে দিয়েছে, তখন কিছুতেই না।

সকলে। দোহাই মহারাজ! আপনি দয়ার ।বতার। না বুঝে দাস-দাসী দুষ্কর্ম করেছে। াদের আজকের মতন মাপ করুন।

শিব। কিছুতেই নয়। সুর ব্রহ্ম—রাগ-রাগিনী ধ আর ব্রহ্মহত্যা দুই-ই সমান। আমার বাড়ীতে ।হ্মহত্যা! নিয়ে যাও, অভিরাম, এখনি নিয়ে যাও, বটা-বেটিদের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা কর।

অভি। ঠিক বলেছেন—উঃ! আপনার বাড়ীতে ।হ্মহত্যা! চল্ বেটা-বেটীরে, তোদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

শিব। ক্ষমা যদি করি ত আর একদিন করব—আজ তোদের শাস্তি নিতেই হবে

অভি। আজ শাস্তি তোদের নিতেই হবে। মহারাজ কাল এদের ক্ষমা করবেন।

শিব। বেশ, কাল যদি তোদের গান ভাল লাগে, তা হ'লে ক্ষমা করব।

অভি। বস্—এখন চল্ বেটা-বেটীরে তোদের মশানে নিয়ে বধ করি।

১ম ব। মহারাজ! আজ যদি প্রাণই গেল—

অভি। চোপ্ চোপ্—ফের কথা কইবি ত এখানে তোদের বধ করব।

শিব। ওরা আবার গোল করে কেন?

অভি। বেটারা পালাবার চেষ্টা করছে।

শিব। পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাও।

অভি। চল্—পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা—তোদের পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাই, তা হ'লে আমার তল্পীটে ধরবে কে?

(মাধবীর প্রবেশ)

শিব। মাধবী—মাধবী—অভিরামের তল্পী ধর্—

মাধবী। সে কি মহারাজ? আমি আপনার কন্যা, আমার নিজের কত দাসী—আমি একটা চাকরের তল্পী ধরব!

অভি। রাজার কথা অমান্য,—আগে তল্পী ধর্, তার পর বিচার (তল্পীদান,) মহারাজ ফেলে দিচ্ছে—ফেলে দিচ্ছে—

শিব। হাঁ হাঁ ধ'রে থাক—ধ'রে থাক—আচ্ছা, তুমি না পার আমায় দাও।

মাধবী। না মহারাজ, আমিই রাখছি।

শিব। বেশ্।

অভি। আয় তবে পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা, তোদের এইবারে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

(বন্দী ও বন্দিনীগণের ক্রন্দন)

মাধবী। কি হয়েছে—কি হয়েছে! ওরা কাঁদছে কেন পিতা?

অভি। মহারাজ! এই মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে, "কি হয়েছে?"

শিব। আচ্ছা, যখন জিজ্ঞাসা করছে, তখন উত্তর দিতে পার।

অভি। মহারাজ এদের বধ করতে হুকুম দিয়েছেন। আমি এদের মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তাই এরা চেঁচাচ্ছে।

মাধবী। ওদের কি অপরাধ মহারাজ?

অভি। শুনলেন মহারাজ, শুনলেন? এ আপনার কাছে কাজের কৈফিয়ৎ নিতে চায়!

শিব। তাতে কি বোঝাল?

অভি। অর্থাৎ ওই যেন রাজা, আর আপনি যেন ওর তাঁবেদার।

শিব। তাই ত! এ বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

অভি। এই ভাবটা যেন বোঝালে, আপনি যেন নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, নির্ঘৃণ, নির্দ্দয়, নির্ব্বুদ্ধি। আপনি যেন এতকাল বিনা অপরাধেই মানুষ মেরে আসছেন।

শিব। ঠিক বলেছ, এই ভাবই ও বুঝিয়েছে।

অভি। মহারাজ এর শাস্তি।

শিব। আচ্ছা, ওকেও বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও—নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ কর।

অভি। নে চল, তোকেও বধ্যভূমিতে নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করি।

১ম ব। মহারাজ! কাল আমাদের গান শুনে মাপ করবেন বলেছেন, আজ যদি প্রাণই গেল, তা হ'লে কালকে মাপ করলে আমাদের কি লাভ মহারাজ?

মাধবী। মহারাজ, অধিনী কন্যার একটা নিবেদন আছে।

শিব। অভিরাম! অধিনী কন্যার একটা নিবেদন আছে, সেটা শুনা কর্ত্তব্য?

অভি। অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মুণ্ড গেলে যখন ও আর বলতে পারবে না।

শিব। আচ্ছা বল, তোমার কি আবেদন আছে।

মাধবী। যে লোক আপনাকে মিথ্যাবাদী ক'রে নরকে পাঠাবার চেষ্টা করে, তার কি শাস্তি?

শিব। যে আমাকে নরকে পাঠাতে চায়?

মাধবী। হাঁ মহারাজ, যে আপনাকে নরকে পাঠাতে চায়।

শিব। এমন লোকও রাজ্যে আছে?

মাধবী। আছে কি না আছে, সে পরে দেখিয়ে দেব, এখন তার শাস্তিটে কি বলুন?

শিব। তাকে দেখতে পেলেই শূলে দিয়ে দিই।

মাধবী। কাল আপনি এদের গান শুনে ক্ষমা করতে চেয়েছেন?

শিব। চেয়েছি।

মাধবী। আর আজ তাদের মুণ্ড নিতে হুকুম দিচ্ছেন। আজ যদি ওদের মুণ্ড যায়, তা হ'লে কাল ওদের ক্ষমা করবেন কি ক'রে?

শিব। তাই ত অভিরাম! আজ যদি ওরা ম'রে যায়, কাল ওদের ক্ষমা করব কি ক'রে?

অভি। তাই ত—কি ক'রে? কি ক'রে?

মাধবী। তা হ'লে ত আপনাকে মিথ্যাবাদী হ'তে হ'ল! মিথ্যাবাদী নরকে যায়। তা হ'লে দেখুন, এই লোকটা আপনাকে নরকে দিতে চাচ্ছিল।

শিব। ঠিক বলেছ, ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমাকে নরকে দিতে চায়। ওকে এখনি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।

মাধবী। চল, বধ্যভূমিতে চল। তোমাকে শূলে দিয়ে আসি।

অভি। মহারাজ!

শিব। আবার কথা কয়—আমাকে নরকে দিতে চাস্?

মাধবী। আবার কথা কয়, চল বধ্যভূমিতে চল!

অভি। এর শাস্তি কি মাপ হয়ে গেল?

শিব। কারও মাপ হবে না।

অভি। তা হ'লে কে কাকে নিয়ে যাবে?

শিব। যে যাকে পারবে, সে তাকে নিয়ে যাবে; কিন্তু মনে রেখো, তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—আর তোমার শূল।

অভি। মহারাজ! অধানের আর একটা নিবেদন আছে।

মাধবী। মহারাজ! এই অধীনীর আর একটা নিবেদন আছে।

শিব। কি কর্ত্তব্য?

মাধবী। শোনা কর্ত্তব্য।

শিব। বেশ, বলতে পার।

অভি। আজ্ঞে আপনি সত্যবাদী—যখন শূল দেবেন বলেছেন, তখন শূল আমার হবেই।

শিব। তাতে আর সন্দেহ নেই।

অভি। কিন্তু কি শূল দেবেন, তা আমাকে বলেন নি।

শিব। না, তা বলি নি—কি বল মাধবী?

মাধবী। না মহারাজ, তা বলেন নি।

শিব। কি বলিস্, কালোয়াত-আলোয়াতনারে?

সকলে। না মহারাজ, তা বলেন নি।

অভি। শূল কিন্তু অনেক রকম আছে, লোহার শূল, শিরঃশূল, অম্লশূল, চক্ষুঃশূল—

শিব। তা আছে, কি বল মাধবী? চুপ করলে হবে না, উত্তর দিতে হবে।

মাধবী। তা আছে।

শিব। কি বল হে তোমরা?

সকলে। আজ্ঞে মহারাজ, তা আছে।

অভি। তা হ'লে যে শূল আমি পছন্দ করি, সেই শূল অধীনকে দিতে অনুমতি করুন।

শিব। বেশ, নাম কর।

অভি। এ ছুঁড়ী বদমাইসের ধাড়ী—মুখখানা যেন কেলে হাঁড়ী—এই আমার চক্ষুঃশূল।

শিব। (হাস্য) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—অভিরামকে সবাই মিলে চক্ষুঃশূল দিয়ে দাও।

মাধবী। মহারাজ! মহারাজ! অধীনীর কথা—

শিব। আর না—আর না—চক্ষুঃশূল দিয়ে দাও—চক্ষুঃশূল দিয়ে দাও।

(বন্দিনীগণের গীত)

আহা মিলে যাও মিলে যাও।
নিরুপায়ে ঘটল এ দায়, কেন আর এদিক ওদিক চাও॥
কঠোর প্রেমে পড়েছো বাবা,
সমান সমান খায় নাকো মিল দুনিয়ার একটি ত ধাঁধা।
এখন কাছে এসো প্রেমিক দুটি, ছেড়ে দিয়ে
খুটিনাটি ভীরকুটী,
মদনকে মেরে লাঠি দাঁতকপাটী লাগিয়ে দাও।

শিব। তোরা সব বড়ই ভয় পেয়েছিস না?

১ম ব। আজ্ঞে মহারাজ! তা কেন—

অভি। বল ব্যাটা, বড় ভয় পেয়েছিলুম।

১ম ব। আজ্ঞে, বড় ভয় পেয়েছিলুম।

মাধবী। এখনও ওদের বুক টিপ টিপ করছে।

শিব। হাঁ, তাই বল—আচ্ছা যা। ওমা ধবী। এই ভৃত্যের হৃদ্যাটি তুমি চিরকাল বহন কর। ার সেই আনন্দের ফলস্বরূপ এদের এক এক জনের ক দশ সের ক'রে সোনার বাট চাপিয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণাগৃহ।

কঞ্চুকী ও সহচরগণ।

কঞ্চুকী। তোমরা ঠিক দেখেছ?

১ম সহ। আমরা সবাই মিলে দেখেছি।

কঞ্চুকী। কেমন হে, এ কথা ঠিক ত?

সকলে। আজ্ঞে ঠিক।

১ম সহ। ওর একটি এদিক ওদিক নেই। বভে তাঁকে ধ'রে বনের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল।

২য় সহ। তার পর একটা ঝোপের ভেতর নিয়ে গয়ে চক চক ক'রে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল।

কঞ্চুকী। বিষ তোমরা জানলে কি ক'রে?

১ম সহ। আজ্ঞে কড়া গন্ধে। যেমন বেটা কৌটোর মুখটো খুলেছে, অমনি ভরভর ক'রে চারিদিকে গন্ধ ছুটে গেছে।

কঞ্চুকী। এই না বললে তোমরা শীকারে ব্যস্ত ছিলে?

১ম সহ। আজ্ঞে শীকারও করছিলুম, গন্ধও শুঁকছিলুম।

২য় সহ। আমি নাকে কাপড় বেঁধে শীকার করতে লেগে গেলুম।

কঞ্চুকী। বিষই যদি জানলে ত রাজকুমারকে তার সঙ্গে যেতে দিলে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে, বিষ খাওয়াবে জানলে কি আর যেতে দিতুম?

২য় সহ। তা হ'লে আমরা রাজকুমারের কোমর ধ'রে টেনে থাকতুম।

কঞ্চুকী। তা রাজকুমার কি বিষটে জানতে পারলেন না?

১ম সহ। পাগল হয়ে গেলেন, তা জানবেন কি ক'রে?

কঞ্চুকী। খেতে না খেতেই পাগল হয়ে গেলেন।

সকলে। ছুঁতে ছুঁতেই—

২য় সহ। একেবারে উন্মাদ।

কঞ্চুকী। উঁহু! এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

১ম সহ। কেমন ক'রে বিশ্বাস হবে?

২য় সহ। এ কি বিশ্বাস হবার কথা? আমরা কেউ এ কথা বিশ্বাস করি নি।

৩য় সহ। অভে বেটা বিষ খাওয়াবে, একি বিশ্বাস হয়?

কঞ্চুকী। আমার বোধ হয় তোমরা কেউ দেখ নি।

১ম সহ। তা কেমন ক'রে দেখব, আমাদের কি দেখবার উপায় ছিল! সবাই তখন কি হ'ল কি হ'ল, কি সর্ব্বনাশ হ'ল ব'লে চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম।

২য় সহ। সে নিদারুণ দৃশ্য কি প্রাণ থাকতে দেখা যায়?

কঞ্চুকী। আমার বোধ হয়, তোমরা সকলেই মিথ্যা বলছ।

১ম সহ। আজ্ঞে তা ত বলছিই।

কঞ্চুকী। সর্ব্বৈব মিথ্যা!

২য় সহ। আজ্ঞে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

কঞ্চুকী। তা হ'লে বললে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে নিরুপায়ে বলতে হ'ল!

২য় সহ। আজ্ঞে, না বললে যে রাজকুমারের প্রাণ যায়।

১ম সহ। না বললে কবিরাজ রোগের নিদান বুঝতে পারবে কেন?

কঞ্চুকী। বেশ, রাজাকে তা হ'লে এ কথা বলি?

১ম সহ। অবশ্য বলবেন।

২য় সহ। এখনি, কালবিলম্ব করবেন না।

১ম সহ। ওই মহারাজ আসছেন!

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ আসছেন—মহারাজ আসছেন!

শিব। কি ব্রাহ্মণ! এই সকল দিগ্বিজয়ী বীর নিয়ে, প্রাতঃকালে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ না কি?

কঞ্চুকী। মহারাজ! রাজকুমার কাল মৃগয়া করতে গিয়ে কিছু চঞ্চলচিত্ত হয়ে এসেছেন!

শিব। বল কি?

কঞ্চুকী। একটু উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

শিব। কই আমি ত এ কথা শুনি নি!

কঞ্চুকী। আজ্ঞে রাত্রে আর মহারাজকে নিবেদন করবার অবকাশ হয় নি।

শিব। এখন কেমন আছে?

কঞ্চুকী। এখন বোধ হচ্ছে একটু সুস্থ আছেন, কেন না ভোরের বেলায় তাঁর একটু নিদ্রা এসেছে।

শিব। কারণটা কি অনুমান করেছ?

কঞ্চুকী। এই এরা আর অভিরাম রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল। এরা বলছে, অভিরাম তাঁকে বিষ খাইয়েছে।

শিব। অ্যাঁ, বল কি? অভিরাম? বিষ?

কঞ্চুকী। ভয়ঙ্কর বিষ।

১ম সহ। ভয়ঙ্কর—

কঞ্চুকী। এমন ভয়ঙ্কর যে, কৌটো খুলতে না খুলতে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছেন।

সকলে। উন্মাদ—উন্মাদ।

শিব। একে ভয়ঙ্কর বিষ, তার ওপরে? আবার কৌটো!

কঞ্চুকী। আজ্ঞে, এরা সব চক্ষে দেখেছে।

শিব। এই সব বীরের চোখের ওপরে?

কঞ্চুকী। কি হে, তোমাদের চোখের ওপরে!

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ! একেবারে প্রত্যক্ষ।

শিব। কি পাষণ্ড! তোমাদের সুমুখে একটা চাকরে আমার ছেলেকে বিষ খাওয়ালে?

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ! আমরা সব পেছন ফিরে ছিলুম।

শিব। তাই বল, তোমরা দেখ নি।

কঞ্চুকী। ওরা একবার বলছে দেখেছি, একবার বলছে দেখি নি।

শিব। বেশ, এক কাজ কর—তুমি ওদের একবার ক'রে শূলে দাও, একবার ক'রে তুলে নাও।

সকলে। দোহাই মহারাজ! দোহাই দয়াময়!

শিব। তা হ'লে বল, অভিরাম বিষ খাওয়ায় নি।

১ম সহ। আজ্ঞে, অভিরাম কি বিষ খাওয়াবার লোক?

২য় সহ। বিষ যে কাকে বলে, তা সে জানেই না।

১ম সহ। অভিরাম যখন খাওয়াবে, তখন বিষ কি আর বিষ থাকবে?

শিব। বেশ, তবে মাফ করলুম। যাও ব্রাহ্মণ! এদের নিয়ে গিয়ে এক একজনের পেটে আধ মণ করে সন্দেশ ঠেসে দাও।

কঞ্চুকী। বেশ, চল চল—

১ম সহ। চল চল—প্রাণ যায় সেও স্বীকার, মহারাজের আদেশ পালন করবে চল।

[শিববর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিব। বিধাতার অনুগ্রহে এ বয়স পর্য্যন্ত ত আমার পূর্ণানন্দে কেটে গেল। এখন জীবনের শেষ কটা দিন এই রকম ক'রে কাটাতে পারলেই এ জীবনটা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ হ'য়ে যায়।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ!

শিব। কি রাণী?

রাণী। প্রাতঃকালে আপনার এখানে এত গোল হচ্ছিল কেন?

শিব। ও বন্দি-বন্দিনীরে ফুর্ত্তি ক'রে গান করছিল।

রাণী। ও বাবা! ওকি গান! সারারাত আমার ছেলে ঘুমোয় নি। কত শুশ্রূষায় ভোর বেলায় একটু তার নিদ্রা এসেছিল, তা আপনার বন্দীর গানে কি না সর্ব্বনাশ করলে! গানের ধমকে বাছা আমার কি না ঘুমুতে ঘুমুতে আঁতকে উঠে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছে!

শিব। তাতো পড়বেই। বাঁটুল রাগ, খোঁচা রাগিনী, আর কোঁৎকা তাল। ছেলের ঘুমন্ত প্রাণে যেই ঢিপ ক'রে লেগেছে, অমনি আঁতকে উঠেছে।

রাণী। এমন কাজ আর করবেন না মহারাজ! ভাল গান গাইতে না পারে, ত তাদের বিদেয় দিন। নইলে কোন্ দিন ছেলে আমার বিছানা থেকে পড়ে মারা যাবে।

শিব। বিদেয় বলছ কি রাণী! তাদের একেবারে শূলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু কথার মার-পেঁচে কিছু গোলমাল হয়ে গেল ব'লে কিছু ঘুষ দিয়ে সব বেটা-বেটিদের ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাণী। তা বেশ করেছেন, আর যেন তাদের য় গান করাবেন না।

শিব। এত অনুরোধ করছ, ব্যাপারটা কি বল খি রাণী ?

রাণী। ব্যাপার আর কি ! ছেলের এ গান ল লাগছে না।

শিব। এমন গান ভাল লাগছে না ! তা হ'লে ন, আজ প্রভাতের সঙ্গীত সুর-লয়ে আমার কর্ণে চই মধুর গেলেছে যে, জীবনে এমন গান কখন নিনি।

রাণী। তা না শোনেন, আর শুনবেন না। লে বলে আর যদি এমন গান কখন শুনি তা হ'লে ড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে যাব।

শিব। বল কি রাণী ?

রাণী। উঠে অবধি সে মাথাগুঁজে বসে আছে, মি তাকে কত বললুম, তবু সে উঠল না। সে ল, ",আগে গানের পাঠ বাড়ী থেকে তুলে দাও, বে উঠব।"

শিব। ছেলে নিজে কিছু গান-টান গাইছে ?

রাণী। আজ্ঞে মহারাজ, মাথা গুঁজে গুন গুন রছে।

শিব। হুঁ! তাই বল।

রাণী। ব্যাপার কি মহারাজ ?

শিব। হুঁ—মাধবী !

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ !

শিব। চেষ্টা ক'রে শুনে এস দেখি, রাজকুমার ক গান গাইছে।

মাধবী। শুনে এসেছি মহারাজ।

শিব। বলতে পার ?

মাধবী। আজ্ঞে মহারাজ, দু'টি ছত্র তার আয়ত্ত করেছি।

শিব। বেশ, তাই বল।

মাধবী। শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা তুমি পূর্ণিমার শশী।

বল্ লো কুমুদী, জানিস যদি, কেন তোরে আমি ভালবাসি।

শিব। সুরে, মাধবী সুরে—

মাধবী। কিছুই ত সুর পাইনি মহারাজ !

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। আজ্ঞে মহারাজ ! আমি শোনাচ্ছি। আমি শোনাচ্ছি।

(বিকৃতস্বরে) শত প্রেমিকার ইত্যাদি।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। পাষণ্ড-নরাধম-নিষ্ঠুর অভে ! এখনি আমি তোকে হত্যা করব। এই বিশ্ববিমোহন সঙ্গীতের যদি এই রকম ক'রে অপমান করবি, তা হ'লে এখনি আমি তোকে হত্যা করব।

শিব। কে আছ, রাজকুমারকে বন্দী ক'রে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। দোহাই মহারাজ ! একে ছেলে বিষ-পানে উন্মত্ত হয়েছে, এই নিষ্ঠুরই তাকে বিষ খাই-য়েছে—দোহাই, পুত্রের প্রতি আপনিও নিষ্ঠুর হবেন না।

শিব। গৃহান্তরে নিয়ে যাও—

মাধবী। চলুন দাদা, আমরা অন্য গৃহে যাই।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান অভিরাম ! দেব-সঙ্গীতের আর কখনও এমন অপমান ক'র না। দ্বিতীয়বার এ কার্য্য করলে, হয় তুমি যাবে, নয় আমি যাব। দু'জন একসঙ্গে এধরণীতে থাকতে পারবে না।

মাধবী। চলুন, এখন চলুন।

[মাধবী ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

রাণী। কি গুণে এ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে এত অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন মহারাজ ?

অভি। শুধু কি যেমন তেমন অনুগ্রহ রাণী মা ! আপনার আসবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ তাকে আপনার প্রিয় কন্যা মাধবীকে দান ক'রে ফেলেছেন।

রাণী। অ্যা !

শিব। কে আছ ? রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আমার মাধবীকে ভৃত্যের হাতে সঁপে দেওয়া হ'ল ?

শিব। কে আছ ? রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আর কারও নিয়ে যাবার দরকার কি, আমি নিজেই চ'লে যাচ্ছি। মহারাজ ! এ রকম

ক'রে দগ্ধে মারার চেয়ে আমার পুত্র-কন্যা আর আমাকে একেবারে হত্যা ক'রে ফেলুন।

শিব। পরে বিবেচ্য—এখন চ'লে যাও।

রাণী। কোথা থেকে এ সর্ব্বনেশে চাকর এল! এ সবাইকে পাগল করবে।

[প্রস্থান।

শিব। এ বিষ কি কান দিয়েই ঢুকলো অভিরাম?

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আপনি অন্তর্য্যামী দেবতা, আপনার অনুমান কি মিথ্যা হয়! বনপথে চলতে চলতে আমরা এমন এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলুম যে, মনুষ্যজীবনে কেউ কখনও সেরূপ সঙ্গীত শুনেছে কি না বলতে পারি না! অপ্সরাসঙ্গীত জ্ঞানে রাজকুমার উন্মত্তের মত সেই সঙ্গীতের অন্বেষণে ছুটে গিয়েছিলেন। আমি শত চেষ্টাতেও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারি নি! তারপরই এই দশা।

শিব। তোমার কি মনে হয়, সে কিছু দেখতে পেয়েছে—গানের গোড়া কি ধরা পড়েছে?

অভি। বেদেনীর বন, সেখানে আর কি আছে, তা রাজকুমার দেখতে পাবেন? গানের গোড়া ত এক বেদেনীর মালঞ্চ।

শিব। অভিরাম! শুনেছি, কেরল-রাজকুমারী শৈশবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে! তার সংবাদ আর কখনও কোথাও কি শুনতে পেয়েছ?

অভি। আপনি এ সব কথাও জেনে রেখেছেন?

শিব। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

অভি। আজ্ঞে গরীব ভৃত্য আমি, কি জানি কি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে আপনার কাছে স্বপ্নের অগোচর অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি এ সকল কথা কি জানব মহারাজ?

শিব। তার অন্বেষণে এক কেরল-রাজকুমার বহুকাল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, তার কোন সংবাদ জান?

অভি। (স্বগত) একি শুনছি, ইনি কি সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান? নতুবা এ সব রোমহর্ষণ কথা আমাকে শোনাবার প্রয়োজন?

শিব। কি ভাবছ?

অভি। আজ্ঞে, আমি কি জানব?

শিব। জান না ত? তা হ'লেই হ'ল। আমি নিশ্চিন্ত হই।

অভি। কেন মহারাজ!

শিব। মাধবীটি কি জান?

অভি। ওই কেরল-রাজকুমারী না কি?

শিব। তোমার কি বোধ হয়?

অভি। মহারাজ অনুমতি করুন, বিদেয় হই।

শিব। কেন হে! এরই মধ্যে বিদেয় কেন? তোমাকে অমন সুলক্ষণা কন্যা দান করলুম, একটু নিকটে থাক, কৃতজ্ঞ হও।

অভি। মহারাজ! কিয়ৎক্ষণের জন্য অধীনকে অবকাশ দিন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

শিব। মিথ্যা কথা। তুমি গেলে আর ফিরবে না।

অভি। ফিরব না কেন, মহারাজ?

শিব। তুমি আত্মহত্যা করবে।

অভি। অন্তর্য্যামিন্! রক্ষা করুন—অজ্ঞানে মহাপাপ করেছি—মাধবী আমার—আমার—

শিব। ভগিনী নয়, ভয় নেই—ওঠ। কেরল-রাজকুমারী জ্ঞানে মাধবীকে পালন করেছিলুম। কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি, তা নয়। অন্য পরিচয় তার জানবার প্রয়োজন নেই, জেনে লাভও নেই। মাধবী এখন আমার কন্যা! ওঠ মাধবেন্দ্র! কেরল-রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। সবই যখন জানেন প্রভু, তখন আমার পিতৃব্য মহারাজ কেরলপতিরও সন্ধান আপনি জানেন।

শিব। সে পরের কথা—আগে রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। যথা আজ্ঞা।

শিব। বেশ, চল আগে দেওয়ানকে তিরস্কার ক'রে আসি।

—

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

মানবেন্দ্র।

মান। বড়ই সমস্যায় পড়েছি! এমন সমস্যায় পড়ব জানলে, কখনও কি এ কুহকময় রাজ্যে প্রবেশ করি। রাজ্যচ্যুত হবার পর কেরল ত্যাগ ক'রে যখন দেশে দেশে ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করেছিলুম,

তখন আমি এর চেয়ে শত গুণে ভাল ছিলুম। এখানে এখন আমি রাজার স্নেহে বন্দী। এ বন্দিত্ব থেকে কখনও যে মুক্ত হ'তে পারব, তার ত আশা দেখছি না। প্রাণময়ী সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু-শয্যায় দত্ত উপহার, আমি উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ ক'রে চ'লে এসেছি। জানি, সে নেই, মানববুদ্ধি বলে—সে কিছুতেই থাকতে পারে না, তবু আশা কানে এসে রোজ বলে যেন সে বেঁচে আছে! থাকলেও তাকে ফিরে পাবার আর ত আমি কোনও উপায় করতে পারলুম না! আমি এখানে রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করছি, আর সে হয় ত ভিখারিণী—পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'য়ে, হয় ত কোন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বাস করছে। এক একবার মনে করি, ভাববো না, কিন্তু চিন্তা যখন একবার মনের ভিতরে জেগে ওঠে, তখনই প্রাণে সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করি।

(শিববর্ম্মা ও অভিরামের প্রবেশ)

শিব। হাঁ দেওয়ান!

মান। কেন মহারাজ?

শিব। রাজ্যের সমস্ত ভার, সংসারের সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়েও যদি নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলুম, তবে তোমাকে দেওয়ান করলুম কেন?

মান। অধীন কি এমন কাজ করেছে যে, মহারাজকে তার জন্ত চিন্তিত হ'তে হয়েছে?

শিব। কি কাজ করেছ, নিজে বল।

মান। কই, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না, মহারাজ!

শিব। তুমি কি কেরলরাজের মত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করেছ যে, দেওয়ানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে, শেষে তার মতন তোমার কূট-বুদ্ধিতে আমি বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী হব?

মান। তিরস্কার না ক'রে, কি করেছি বলুন।

শিব। আমার একমাত্র বংশধর, বৃদ্ধ বয়সের পুত্র, তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছ, আর কি করবে?

মান। ষড়যন্ত্র করেছি?

শিব। নির্ব্বুদ্ধির মতন অবাক হয়ে থাকলেই মনে করেছ, আমি তোমার ব্যবহার ভুলে যাব? কেরলরাজের ভাগ্যে একটা ভাইপো ছিল, তাই তার রাজ্যটার উদ্ধার হয়েছে। আমার ত আর কেউ নেই যে, তোমার গ্রাস থেকে আমার রাজ্যটির উদ্ধার করবে।

মান। (স্বগতঃ) ভগবান্ লাঞ্ছনার ভেতরেও এক শুভ সংবাদ আমাকে দান করলেন।—মহারাজ! ষড়যন্ত্র মনে করেন ত এখনি আমাকে হত্যা করুন, নইলে এই ভৃত্যের সম্মুখে আমাকে অপমানিত করবেন না!

শিব। এখন আর ও ভৃত্য নয়, ও আমার জামাতা, আমি ওকে কন্যা মাধবীকে দান করেছি।

মান। আপনার কন্যা আপনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, কিন্তু আমি ওকে সামান্য ভৃত্য বলেই জানি।

শিব। তুমি জানলেই ত আর ও ভৃত্য হ'তে পারে না। তোমার বদলে আমি ওকে দেওয়ান করব।

মান। তা হ'লে বিলম্ব কেন, এখনি গ্রহণ করুন।

শিব। পোষাক ছেড়ে দাও। অনেক টাকা ব্যয় ক'রে কাল তোমার পোষাক ক'রে দিয়েছি। (মানবেন্দ্রের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন)—নাও অভিরাম, মন্ত্রীর পোষাক পর।

অভি। বলেন কি মহারাজ? আমি কাক—ময়ূরপুচ্ছে সাজলে, আমার দু'কুল যাবে যে। আমি দেওয়ানজীকে দেবতা ব'লে জ্ঞান করি।

শিব। নেবে না?

অভি। ক্ষমা করুন, মহারাজ।

শিব। নাও, তবে তুমি ফিরিয়ে নাও।

মান। আজ্ঞে মহারাজ! আমিও আর গ্রহণ করব না।

শিব। বেশ, তবে আমারই কাঁধে থাক্। আমি রাজা, আমিই মন্ত্রী।

মান। এখন আমার অপরাধ কি বলুন?

শিব। আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমার ছেলেকে মৃগয়ায় পাঠিয়েছিলে কেন?

মান। আপনি কিছু জানতে চান না, শুনতে চান না ব'লে বলি নি।

শিব। তার পর ছেলে যে মৃগয়ায় গিয়ে পাগল হয়ে এল, তার কি?

মান। পাগল হয়ে এল?

শিব। এস—পথে এস। এখন বল, তুমি ষড়যন্ত্র করেছ কি না?

মান। কি হয়েছে খুলে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পারলুম না।

শিব। কি, তুমি আমাকে কি হেঁজিপেঁজি রাজা পেলে যে, আমি যার তার কাছে কৈফিয়ৎ দেব। আগে পোষাক নাও, দেওয়ান হও, তবে আবার শুনতে পাবে।

মান। মহারাজ! এখনও আপনাকে চিনতে পারলুম না।

অভি। তবে পারবে কে?

শিব। পোষাক নাও।

মান। না মহারাজ! আর ও ভার আমাকে দেবেন না। আমি আপনার আসবার আগে অবসর-গ্রহণের চিন্তা করছিলুম। রাজকুমারকে বড়ই স্নেহ করি ব'লে জিজ্ঞাসা করছি, নইলে করতুম না।

শিব। আর যখন অবসরই নেবে, তখন আর মিছে স্নেহ দেখিয়ে দরকার কি? চল অভিরাম, আমরা চ'লে যাই।

অভি। দেওয়ানজী পোষাকটা নিন্।

মান। আচ্ছা দিন।

শিব। ভাই! ছেলেটা মৃগয়া করতে গিয়ে কি একটা গান শুনে পাগল হয়ে এসেছে।

মান। তা বেশ হয়েছে। তা রাজকুমারের বিবাহযোগ্য যখন বয়স হ'ল, তখন তার বিবাহ দিন।

শিব। বিবাহ কি আমি দেবো?

মান। বেশ, তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি একি করলেন? মাধবীকে আপনি ভৃত্যের হাতে স'পে দিলেন কি?

শিব। সেটা এক রকম গোলমালে হয়ে গেছে। তাই ত তোমাকে ছেলের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। সেটাতেও গোল হবে?

মান। আমি যে তার জন্ম পাত্রের অনুসন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে ভাট পাঠিয়েছি।

শিব। আর ভাই! দেরী সইল না।

মান। দেরী সইল না কি, মহারাজ?

শিব। মাধবী কাল রাত্রে এই চাকরটার সঙ্গে প্রেম-জাতীয় কথান্তর করেছে।

অভি। দোহাই মহারাজ! নিষ্ঠুর কথা কইবেন না।

মান। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য!—

শিব। আহা যেতে দাও—যুবক যুবতী—চাঁদিনী রাত—মলয় বাত—সাত খুন মাপ্। তার ওপর ও এখন আমার জামাতা।

মান। তা ও আপনার জামাতাই হোক, আর যাই হোক, ও যেন আর আমার কাছে না আসে। যখন আসবেন, তখন অন্ত কাউকে আপনার সঙ্গে আনবেন। ঐ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে যদি আনেন, তখনই আপনার চাকরী ছেড়ে দেব।

অভি। নাই বা রইলুম—এখন আমি জামাই, আমার অভিমান নেই?

শিব। বাইরে, বাইরে—অপেক্ষা—অপেক্ষা—

অভি। অপেক্ষা—কেন, কিসের জন্ম? আমি আমার প্রাণেশ্বরী মাধবীর কাছে চল্লুম। তাকে নিয়ে আমি আর কোন রাজার খানসামা গিরি করব—

[প্রস্থান।

মান। রাম! রাম! কি করলেন মহারাজ!

শিব। সে ত চুকে গেছে, এখন ছেলের কি করবে বল।

মান। বেশ, সুন্দরী রাজকন্তার সন্ধানে চারিদিকে ভাট পাঠাই।

শিব। ভাট পাঠিয়ে সন্ধান নিয়ে তবে ছেলের বিয়ে দেবে?

মান। তা না হ'লে মেয়ে পাব কোথায়?

শিব। মেয়ে পাওয়া পাওয়ি বুঝি না, ছেলের বিয়ে দাও!

মান। আচ্ছা, দু'দিন অপেক্ষা করুন।

শিব। অপেক্ষা এক দণ্ডও নয়।

মান। সে কি! এখনি?

শিব। এখনি—কালবিলম্ব নয়।

মান। সূর্য্যাস্তের অপেক্ষা পর্য্যন্ত নয়?

শিব। সূর্য্য অস্ত যেতে যেতে ছেলেও আমার অস্ত যাবে।

মান। তা হ'লে আপনি দেখুন মহারাজ, আমার কর্ম্ম নয়।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ। ভাই কিছু খাচ্ছেন না। ক্রমে চোক বুজে নেতিয়ে পড়েছেন।

মান। হায় হায়! এই মেয়েটাকে আপনি ভৃত্যের হাতে স'পে দিলেন?

শিব। তা হ'লে আমার ছেলে মরে যাওয়াই তোমার সাব্যস্ত ?

মান। কি করব, রাজপুত্রবধূ কি মুখের কথা খসাতে খসাতেই পাওয়া যায় ?

শিব। পাওয়া যায় না ?

মান। ওঃ! আপনি কি নিষ্ঠুর।

শিব। পাওয়া যায় না ?

মান। মেয়েটাকে একটা চাকরকে দিয়েছেন, ছেলেটাকে একটা চাকরাণীকে দেবেন না কি ?

মাধবী। মহারাজ ?

শিব। পাওয়া যায় কি না যায় বল ?

মান। আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত পাবার সম্ভাবনা দেখছি না।

শিব। বেশ—অভিরাম !

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। মহারাজ।

শিব। এখনি আমার একটা পুত্রবধূ খুঁজে নিয়ে এস।

অভি। যে আজ্ঞে, এখনি আনছি মহারাজ।

মান। অভিরাম পুত্রবধূ আনবে কি ?

শিব। আমি যখন বলছি, তখন নিশ্চয় ও পুত্রবধূ আনবে।

অভি। নিশ্চয় আনব, মহারাজ।

মান। এই—এই—শুনে যা—শুনে যা।

শিব। নেহি—নেহি—চলা যাও—জল্‌দি পুত্রবধূ লে আও।

[অভিরামের প্রস্থান।

মান। এই নরাধম ফিরে আয়।

শিব। যাও, যাও—আয় মা মাধবী, তোর তাহকে খাওয়াবার জোগাড় করি।

[প্রস্থান।

মান। কে আছিস্ ? (প্রহরীর প্রবেশ) শীগ্‌গিরী ওই বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আয়।

—

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ।

বেদিনীগণ।

(গীত)

গোয়ালিনী লো শ্যাম যে এখন হয়েছে রাজা।
সে আর ভাঙবে নাকো দুধের কেঁড়ে,
খাবে নাকো সর-ভাজা ॥
সাধের বেণু বেচে কানু ধনু ধ'রেছে,
সঙ্গোপনে বেদের বনে হরিণ মেরেছে ;
আমরা (তাই) বেচতে এসেছি হাটে,
দেখি কাটে কি না কাটে—
হুর্ঘি না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা ॥
সাধের ননী শিকেয় তোল্, করবি যদি গরম ঝোল্
বিকিয়ে যায় চট্‌ ক'রে আয় এখনো তাজা ॥

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। যে বেটীদের বনে গিয়ে আমাদের নাকালের একশেষ, সেই বেটীরেই আসছে না ? তাই ত, বেটীরে এখানে পর্য্যন্ত আমাদের পিছন পিছন ধাওয়া করলে না কি ? যাই হ'ক, সুবিধে হয়েছে ! বনে বেটীরে আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি এখানে বেটীদের নিয়ে একটু মজা করি। এদিকে মজা, ওদিকে একটা সমস্যার মীমাংসা। মহারাজ কি উদ্দেশ্যে আমাকে রাজ-পুত্রবধূ আনবার ভার দিলেন বুঝতে পারলুম না। রাজাও আদেশ করলেন, আমিও অমনি চ'লে এলুম। আমি ত বুঝেছি রহস্য—রাজাও কি বুঝে রহস্য করেছেন ? অথবা এ কোন দৈবলীলা ! এই অল্প সময়ের মধ্যে এ অঘটন কেউ কি ঘটাতে পারে ? বিধাতা পারে কি না জানি না, মানুষে ত পারে না। তবে যদি কোন গন্ধর্ব্বকুমারী, কি অপ্সরকুমারী মন বুঝে রাজ-পুত্রবধূরূপে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে, তবেই যদি হয়, তা হ'লে একটু মজাই করা যাক—একটা বেদিনীকে ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক। আনন্দময় রাজাকে একটু হাসায়ে ফেলা যাক। বেদিনী বেটী আর কি বুঝবে, লাভের মধ্যে তার কিছু অর্থপ্রাপ্তি হয়ে যাবে।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

প্র-গণ। হারে রে রে।—এই ইধির যাও—উধির যাও—

১ম বে। কেন যাব রে?

১ম প্র। রাস্তা ছোড়কে খাড়া হও। হারে রে রে—

অভি। আরে মর্, এ বেটারা মাঝখান থেকে হারে রে রে ক'রে উপস্থিত হ'ল কেন?

১ম বে। তোর কি কেনা রাস্তা হায় যে, তোর হুকুমে রাস্তা ছেড়িয়ে দেব।

১ম প্র। আলবৎ ছোড়তে হোবে, হামরা বেল্লিক বেটাকো গ্রেপ্তার করতে চলিয়েছে। যো আদমি সড়কপর খাড়া হোবে, উস্‌কো হামলোগ ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়ে যাবে—হাঁ।

১ম বে। কই যা দেখি বেটা—মোরা রাম রাজার মুলুকে বাস করছি, তা জানিস?

১ম প্র। কেয়া।

অভি। আরে ক্যা হুয়া তেওয়ারী ভাই?

১ম প্র। এই যে অভিরাম ভাই আছ। দেওয়ানজী মহারাজ বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার হুকুম করিয়েছে। হামলোক উ বেটাকে পাকড়াতে চলিয়েছি।

অভি। এ ত দেখছি, দেওয়ানজী আমাকেই ধরতে পাঠিয়েছে! আহাম্মক বেটারা গোলমাল ক'রে ফেলেছে। ভারি সুবিধে হয়েছে। এরে বেদিনী ছুঁড়ীরে! পথ ছাড়।

১ম বে। মোরা রাণীর হুকুম না হ'লে পথ ছাড়বো নি।

অভি। আবার তোদের রাণী কে রে?

১ম বে। রাণী পেছিয়ে আছে, যখন আসবে তখন দেখবি।

অভি। তা হ'লে তেওয়ারি ভাই, তোমরা পাস কাটিয়েই চ'লে যাও।

১ম প্র। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা?—কেয়া! এইও ভাগো।

১ম বে। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা?

অভি। এ পাঁড়ে ভাই, এ মেয়ে লোককে সাথ কেজিয়া করনেসে কুছ লাফা নেই। বাদি হোকে চলিয়ে। দেরি হোনেসে বেল্লিক বেটা ভাগ্ যাগা।

সকলে। চলিয়ে—চলিয়ে।

অভি। এ তেওয়ারী ভাই, থোড়া সবুর।

১ম প্র। কাহে ভাই?

অভি। বেল্লিক বেটা আতা হায়।

১ম প্র। হায়? আপ আঁখসে দেখা?

অভি। দেখা—একটু খাড়া হও না, তা হ'লেই আপবি দেখেগা।

১ম প্র। এ ভাই—খাড়া রহিয়ে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। হরে মুরারে মধুকৈটভারে—আরে কে তোরা?

১ম বে। মোরা বেদিনী গো।

কঞ্চুকী। তা পথ ছাড়—

১ম বে। কেনে গো—পথ ছাড়ব কেনে?

কঞ্চুকী। আরে মর, স্নান ক'রে এসে তোদের ছোঁব?

১ম বে। ওরে ঠাকুর মশায় আছে রে! পথ ছেড়িয়ে দে।

সকলে। যা ঠাকুর, চালিয়ে যা।

অভি। (প্রহরীদের ইঙ্গিত)

১ম প্র। আরে উতো কঞ্চুকীজী হায়—

অভি। ওই ত বেল্লিক হায়, দেখতা নেহি। মেইয়া লোককো সাথ কেজিয়া করতা। আপ রাস্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর বুড্ডা ওবের ভাগায়কে দেহ হায়।

১ম প্র। ইতো সচ বাত হায়।

অভি। পাকড়ো পাকড়ো—বেল্লিক বুড্‌ঢা ভাগতা হায়—পাকড়ো।

১ম প্র। এ কঞ্চুকী মশা—এ কঞ্চুকী মশা—

কঞ্চুকী। কি—খবর কি?

১ম প্র। আপকো মন্ত্রী মহারাজ কো পাস যাইতে হোবে।

কঞ্চুকী। কেন?

১ম প্র। তা হামি কি জানে। আপকে গ্রেপ্তার করনেকো হুকুম হায়—

কঞ্চুকী। আমাকে?

১ম প্র। হামি কি মিছে বলছে কঞ্চুকী মশা?

কঞ্চুকী। আরে মর, ক্ষেপেছিস্ না কি?

১ম প্র। যখন নকুরি করছি, তখন ক্ষেপাহো হইয়েছি। চলিয়ে চলিয়ে—

কঞ্চুকী। আরে মর্, এ আহাম্মোক বেটারা বলে কি? আমাকে গ্রেপ্তার কি? কেও, অভিরাম! ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

অভি। কি জানি কঞ্চুকী ম'শায়! কাল রাত্রে না কি আপনার ঘরে কি ঘটনা হয়েছিল!

কঞ্চুকী। কে এ কথা বললে?

অভি। আপনি না কি রাজকুমারী মাধবীকে—কি না কি বলেছেন—কি একটা গোলমেলে কথা, ভাল বুঝতে পারলুম না।

কঞ্চুকী। হুঁ!—আচ্ছা চল্।

১ম প্র। হাঁ! চলিয়ে চলিয়ে—

[কঞ্চুকী ও প্রহরীগণের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

১ম বে। এ রাণী, এত্তো দেরি ক'রে আইলি?

বরুণা। কি ক'রি ভাই! অন্ধের বেটারা কি পথ চলতে দেয়। সব বেটারা মাস লিতে ছুটে আইছে। সব মাস ফুরিয়ে গেছে।

১ম বে। তবে তুই হাটে শুধু ব'সে থাকবি আয়—হামরা তোরে দেখিয়ে চট্টু মাস বেচি লিব।

অভি। এই বেদেনীরাণী! রাণীই বটে! এই কি রাজকুমারকে গান গেয়ে ভুলিয়েছে? এরই ভাগ্যে কি রাজাদেশ?

বরুণা। কেনে রে?

অভি। আমার সঙ্গে যাবি?

বরুণা। কোথাকে?

অভি। রাজার বাড়ী।

বরুণা। বেদের বিটীর সঙ্গে তামাসা করিস্ কেনে?

অভি। তামাসা নয়! যাস্ ত বল্। একটা রাজপুত্তুর বিয়ে করবি?

বরুণা। মোর যে বিয়ে হইছে রে!

অভি। আবার না হয় একটা করবি।

বরুণা। দূর্, তুই বিটলে আছিস।

অভি। বিয়ে না হয়, নিকে করবি।

বরুণা। মোর সোয়ামী যদি না ছাড়ে?

অভি। তোর সোয়ামী পয়সা পেলেই ছাড়বে!

বরুণা। রাজপুত্তুর মোকে নিকে করবে?

অভি। না করে তোকে লাখ টাকা জরিমানা দেবে।

বরুণা। কি বলিস রে ভাই?

১ম বে। চল্ না রাণী, মোরা ত সাথে রইচি রে, ভয় কি?

বরুণা। আচ্ছা চল।

অভি। হাঁ আয়, আর কিছুই যদি না হয় ত তোর বরাত ফিরে যাবে। আর তোকে মাংস বেচে খেতে হবে না। দেখব সুবুদ্ধিমান মহারাজ! কেমন ক'রে তুমি এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অলিন্দ।

মানবেন্দ্র।

মান। তাই ত, এ প্রহরীগুলো করলে কি? এখনও সে বেল্লিক বেটাকে ধ'রে আনতে পারলে না, সে বেটা কি করতে কি ক'রে বস্‌বে! বুঝি গোল বাধালে! বুঝি সব মাটী করলে!

(প্রহরিগণ ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কই রে! তোরা যে হুকুম না করতে করতে ছুটে গেলি, তা করলি কি?

১ম প্র। এই হুকুম ত তামিল করিয়েছে হুজুর! বেল্লিক বেটাকে ত গ্রেপ্তার ক'রকে আনলো!

মান। কই আনলি?

১ম প্র। এই কুঞ্চুকী ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া।

মান। কঞ্চুকী ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া কি রে?

১ম প্র। বড়া বেল্লিক বন গিয়া, বুড়া আদমি হোকে ছোটী ছোটী ছুঁড়ীকো সাথ কেজিয়া কিয়া। ইসিকো ওয়াস্তে উনকো পাকাড়কে লে আয়া।

কঞ্চুকী। কি অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিয়েছেন, দেওয়ানজী?

মান। ছেড়ে দে, আহাম্মোক্ বেটারা—ছেড়ে দে!

১ম প্র। কুঞ্চুকা মশা ি বেল্লিক নেই আছে হুজুর?

মান। আরে দূর আহাম্মোক, আগে ছেড়ে দে! ছেড়ে দে।

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। কি হয়েছে, কি হয়েছে দেওয়ান?

১ম প্র। এৎনা বড়া বড়া ছুঁড়ী—বড়া কেজিয়া কিয়া।

শিব। কি হ'ল, কি হ'ল?

মান। কি হ'ল এই দেখুন না। আপনি মনে করুন, আমি পাঁচটা এদের নাচিয়ে আমোদ করি।

তাতে কি বিভ্রাট ঘটে দেখুন। অভেকে ধরতে এই ক'বেটা আহাম্মোককে পাঠালুম, বেটারা কঞ্চুকী মহাশয়কে ধ'রে এনে হাজির করলে।

কঞ্চুকী। ওদের দোষ নেই—এ সব অভিরামের ছুষ্টুমী। সেই ওদের কি বুঝিয়ে দিলে, ওরা আমাকে পাকড়াও করলে।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম কেয়া! হামলোককা ঠকায়কে দে দিয়া—কেয়া!

সকলে। কেয়া?

১ম প্র। ফিন্ চলো ভাই! অভিরামকো কান পাকাড়কে হুজুরকো পাশ হাজির করকে—ঘাড় ধরকে—চলো।

মান। আর ঘাড় ধরতে হবে না বীরপুরুষ! যে যার ডেরায় যাও—আর সিদ্ধি পাকাও। ভাঙ খেয়ে খেয়ে বেটারা একেবারে বুদ্ধি বুজিয়ে ফেলেছে! যত অকর্ম্মণ্য লোক নিয়েই মহারাজের রাজত্ব। যাও—আবি চলা যাও।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম। হামলোককো ঠকায়কে দিয়া—কেয়া?

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

শিব। বাঃ অভিরাম, বাঃ।

মান। যে আনন্দ আপনার, আর একটা মেয়ে থাকলে তাকেও দান করতেন দেখছি যে।

শিব। ঠিক বলেছ—থাকলে নিশ্চয় দিতুম।

মান। অভিরামকে কোথায় দেখলেন?

কঞ্চুকী। কতকগুলো বেদিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ত দেখলুম। সেগুলো এমন ক'রে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে যে, স্নান ক'রে আসবার পথই পাই না!

মান। কি মহারাজ! আপনার অভিরাম বেদিনীর ভেতর থেকে আপনার পুত্রবধূ বেছে আনছে না কি?

শিব। আরে ভাই, কি করে দেখ্‌ছই না।

কঞ্চুকী। বটে! মহারাজ কি তাকে পুত্রবধূ আনতে আদেশ করেছেন? তাই বুঝি সে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করছে। তাই বুঝি—বেটীদের পথ ছাড়তে বললে তেড়ে মারতে আসে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

মান। ও মহারাজ! ও কি শুনি?

শিব। (স্বগত) তাই ত, অভিরাম সত্য সত্যই কি একটা বেদেনীই ধ'রে আনবে না কি।

(অভিরাম, বরুণা ও গীত গাহিতে গাহিতে বেদিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

(বঁধু) নাগাল আর পেলেম রে তোর কই।
মরম ছিঁড়ে নিলি যদি, কেন করলিনিকো জলসই॥
কখন এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ,
কোন্ ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনো পাখীর প্রাণ।
আঁধারের ঝোপে পাখী ছিল ঘুমের ঘোরে,
চোরের মত লুকিয়ে এলি, পালিয়ে গেলি ভোরে।
কোন পথে পালালি বঁধু নিশানা নাইকো কিছু তার
গেলি গেলি ফেললি কেন গলার সোনার হার॥

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ—ছুঁবি ছুঁবি, ছুঁয়ে ফেলবি। আরে রাম রাম! সকাল বেলায় একি বিপদ!

মান। তোরা এখানে কি মনে ক'রে এসেছিস?

অভি। এই মহারাজ, প্রণাম কর, এই দেওয়ান—রাজ্যের মান—ওঁকে ভাল ক'রে প্রণাম কর। আর এই যে দেখছিস—ইনি কঞ্চুকী, এ রাজ্যের বাদ বাকী—ব্রাহ্মণ—এর আশীর্ব্বাদে রাজ্য হয়, রাজপুত্র হয়, কি না হয়,—একে কেবল ঢিপ ঢিপ্ ক'রে প্রণাম কর্।

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ ছুঁয়ে ফেলবি, ছুঁয়ে ফেলবি।

অভি। আরে বেদিনী! শ্রীচরণপঙ্কজ—ব্রাহ্মণের পদরজঃ—পা ধর্, পা ধর্।

(বরুণা প্রভৃতি সমস্ত বেদিনীগণের কঞ্চুকীর পাদস্পর্শ)

কঞ্চুকী। গেল—গেল—গেল—সব মাটী করলে, আবার আমাকে স্নান করিয়ে তবে ছাড়লে। দুর্গা—দুর্গা—

[প্রস্থান।

অভি। এই যায়ে দেওয়ানজী—চেপে ধর্, পা চেপে ধর্।

মান। পা ধরতে হবে না—কি চাও, ওইখান থেকেই বল।

অভি। হাঁ হাঁ—উনি তুষ্ট হ'লে—রাজা তুষ্ট—রাজ্য তুষ্ট—জগৎ তুষ্ট। আর এই মহারাজ—মর্ত্ত্যের দেবতা, সত্যের অবতার।

মান। হয়েছে—কি জন্ত এসেছ বল ?

বরুণা। রাজার বউ হ'তে এসেছি।

মান। কি মহারাজ ?

শিব। একটু গোলমাল হয়ে গেছে, এইবারে একটু ভাবিয়েছে। তুমি একটা মীমাংসা কর !

[শিববর্ম্মার প্রস্থান।

মান। তোকে কিছু দিচ্ছি, নিয়ে চ'লে যা।

বরুণা। কি দিবি ?

মান। কি পেলে খুসী হ'স বল্ ?

বরুণা। হামি ত সোয়ামী পেলে খুসী হই।

মান। তোর সোয়ামী কি আর রাজার ঘরে পাওয়া যায়। কিছু টাকা দিচ্ছি নিয়ে যা।

বরুণা। হামি টাকা লিবো না—হামি সোয়ামী লিবো।

মান। তোদের সকলকেই আমি টাকা দিচ্ছি।

বেদিনীগণ। হামরা লিবো না।

মান। তা হ'লে ত বিপদ দেখছি ! অভিরাম, তুমি আমার সুমুখ থেকে চ'লে যাও—রাজাও যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, তথাপি আমি করবো না। আর যদি মুহূর্ত্ত সময় এখানে থাক, তা হ'লে তোমাকে হত্যা করব।

অভি। যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।

মান। দেখ বেদেনি। ও বেটা চাকর পাগল —ও যা তোকে বলেছে, তা শুনিস্ নি। ওর কথার কোন মূল্য নেই। তবে রাজার নাম ক'রে যখন এসেছিস্, তখন কিছু কিছু অর্থ দিচ্ছি, নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যা।

বরুণা। সোয়ামী দিবি না ?

মান। দূর পাগলি ! রাজার বাড়ীর কে তোর সোয়ামী হবে ?

১ম বে। কেন, রাজপুত্তুর সোয়ামী হবে রে। সোয়ামী দিবে ব'লেই ত নিয়ে আইচে।

মান। সকলকে এক একটা সোয়ামী দিতে হবে না কি ?

১ম বে। সবার কেন রে। রাজপুত্তুর দিব বইলা হামাদের রাণীকে আনছিস্—ভাকা হইছিস না কি ?

মান। টাকা দিচ্ছি, কাপড় দিচ্ছি, গহনা দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ঘর দিচ্ছি, বাড়ী দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ভাল, একটা তালুক দিচ্ছি। আজন্ম তোদের আর কষ্ট না হয়, তা ক'রে দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। মহারাজ !

(শিববর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ)

শিব। কি দেওয়ানজী ?

মান। আপনি নিজে এ বালিকাকে বিদায় করুন।

শিব। তুমি পারলে না ?

মান। না মহারাজ, আমি পারলুম না। আমার যা দেবার অধিকার, তা দিতে চেয়েছি—আর আমার ক্ষমতায় নেই।

শিব। কি মা, কিছু পুরস্কার নিয়ে আমাকে রেহাই দেবে কি ?

বরুণা। কি দিবি রাজা ?

শিব। অর্থ, অলঙ্কার, বাসগৃহ, ভরণ-পোষণের জন্ত বিষয়-সম্পত্তি ?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। জমিদারী ?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। আমার রাজ্য ?

বরুণা। না রাজা, আমি রাজ্য লিব নি, সোয়ামী লিব।

শিব। দেওয়ান ! পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। কি সর্ব্বনাশ করলেন মহারাজ ?

শিব। কিছু নয়, তুমি পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। আপনার ভ্রমে তার যে এই অযথা দুর্ভাগ্য হবে, তা আমি কেমন ক'রে হ'তে দেব মহারাজ ?

শিব। তবে কি আমি সত্যে পতিত হব ?

মান। যে বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, তাই নিয়ে সত্য করা আপনার স্তায় বিজ্ঞ নরেশের কর্ত্তব্য হয় নি।

শিব। পুত্রের উপর পিতার অধিকার নাই ?

মান। পুত্রের দেহের উপর পর্য্যন্ত আপনার অধিকার। তাকে বন্দী করতে পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন ! কিন্তু তার জাতি-ধর্ম্মের উপর আপনার অধিকার নেই।

শিব। তোমার উপর আদেশ করবার ত আমার অধিকার আছে?

মান। সহস্রবার আছে।

শিব। তা হ'লে আমার পুত্রকে নিয়ে এস।

[মানবেন্দ্রের প্রস্থান।

শিব। হাঁ মা! পুত্র যদি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে? তোমাকে বিবাহ করতে না চায়?

বরুণা। তা হ'লে চলিয়ে যাব রাজা!

শিব। তা হ'লে কি আমার দত্ত ধন ঐশ্বর্য্য কিছু নেবে না?

বরুণা। আমি বেদের বিটী, ধন লিয়ে কি করব রাজা? আমার হরিণ ভেড়া আমার ঘরের হাঁড়িয়া খায়, তারা তো টাকা খাবেক নি।

শিব। হুঁ—আমি এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ কাকে বলে জানি না। আজ আবাহন ক'রে বিপদ এনেছি। হে শঙ্কর! আমার মতি স্থির রাখতে সহায় হও। কিন্তু এ রমণীর রাণী।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কই পিতা! আমাদের না কি বউ এসেছে—ওমা একি গো? এই বউ না কি? এটা যে বেদিনী—মাথায় মাংসের পশরা! রাম রাম—কি গন্ধ!

শিব। কিন্তু আমিই ওকে পুত্রবধূ করব ব'লে আবাহন ক'রে এনেছি।

মাধবী। তা হ'লে বউ, একটু তফাৎ দাঁড়া ভাই—এইখান থেকে একটা গড় করি।

শিব। ভক্তিও করতে হবে, আবার ঘৃণাও দেখাতে হবে?

মাধবী। কি করব বাবা! একদিকে গুরুজন, অন্তদিকে বেদিনী। গুরুজনকে ভক্তি করছি, তা ব'লে বেদিনীকে ত ছুঁতে পারব না।

(মানবেন্দ্র ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। (স্বগত) এ কি? এ কে? এ কুহকিনী এ স্থান পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছে?

মান। এই মহারাজ, আপনার পুত্রকে এনেছি।

শিব। দেওয়ান! পুণ্ডরীককে আগে সমস্ত ঘটনা ভেঙ্গে বল, যাতে আমার অবস্থাটা ও বুঝতে পারে।

মান। পথে আসতে আসতে সমস্ত বলেছি মহারাজ!

শিব। কি পুণ্ডরীক, আমার সত্য রক্ষা করতে পার?

পুণ্ড। পারি না, মহারাজ।

শিব। পার না?

পুণ্ড। পারতুম, যদি আমি নিজে না সত্য করতুম।

শিব। তুমি কি সত্য করেছ?

পুণ্ড। সে ওই কিরাতনন্দিনীকেই জিজ্ঞাসা করুন।

শিব। সেকি? এর পূর্ব্বে ওর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

মাধবী। দাদা কি ওরই গান শুনে এমন হয়ে এসেছেন?

পুণ্ড। গান ওর না—গান এক রাজকন্যার।

বরুণা। হামার সঙ্গে তোর বেটার বিয়ে হয়েছে রাজা!

পুণ্ড। মহারাজ! আমি রাজকন্যা ভ্রমে ওর হাত ধরেছিলুম।

বরুণা। তুই না বিয়ে করলে, হামাকে ত আর জাতে লিবে না।

শিব। দেওয়ান! এবারে আমি নিশ্চিন্ত—কর্ত্তব্য স্থির করবার ভার এবারে তোমার।

মান। তা যদি ক'রে থাকেন রাজকুমার, তা হ'লে এই কিরাতনন্দিনীকে আপনি বিবাহ করুন; প্রজার ধর্ম্মরক্ষা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পুণ্ড। তার পর কি কথা হয়েছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

মান। আপনিই বলুন।

পুণ্ড। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ওকে পত্নীত্বে গ্রহণ করতে পারি।

শিব। এখনি তুমি ওকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কর।

পুণ্ড। আগে মৃত্যু দিন।

শিব। বেশ, জল্লাদ!

মান। ক্রোধ করবেন না, মহারাজ!

শিব। জল্লাদ! এই অপরাধীকে মশানে নিয়ে যাও।

(জল্লাদের প্রবেশ)

বরুণা। আচ্ছা, এক বরষ সময় দে রাজা! এই এক বরষের ভিতর ওর যদি মনের মতন বহু মিলে ত হামি ওকে ছাড়িয়ে দিব।

মান। আর যদি না মেলে ?

বরুণা। তা হ'লে তোরা বিচার করবি। রাজা াছিস্, শুধু কি আমোদ করতে আছিস্, বিচার রবি না ? হারি এক বরষ পরে আবার আসব। র চল্ বহিন্, ঘরকে চল্।

শিব। দাঁড়াও কিরাত-নন্দিনী।

পুণ্ড। বেশ, মহারাজ, এক বৎসরের জন্য ামাকে দেশভ্রমণের অনুমতি দিন।

শিব। তোমার ফিরে আসবার জন্য দায়ী বে কে ?

মান। আমার শির দায়ী।

শিব। বেশ, এক বৎসরের জন্য আমি তামাকে সময় দিলুম। যে দেশেই যাও, যত দূরেই াও, পর বৎসর ঠিক এমনি দিন এমনি সময়ে খোনে ফিরে আসবে। যদি এই সময়ের এক হূর্ত্ত পরেও এসে উপস্থিত হও, তা হ'লেও তোমার হৈতৈষী এই সাধুকে প্রাণ দিতে হবে।

বরুণা। বেশ রাজা, আমি এক বরষ পরে তাকে গড় করতে আসব। গোঁসাঈ পাই থাকব, া পাই তোকে খোলসা দিয়ে উধাও হইয়ে চলিয়ে াব। (মাধবীর প্রতি) বহু ত হইলেম না বহিন্, হবে তোর গড় ফিরিয়ে দে।

[বরুণা, মাধবী ও বেদেনীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধবী। কি বউ, নমস্কার ফিরিয়ে দিলি যে ?

বরুণা। বহু হলেম না যে বহিন্!

মাধবী। নে, ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। বাগুড়ী আছি, ভাল কথা কোথায় শিখবো।

মাধবী। ন্যাকামি করিস নি—ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। তোর ভাই ত আমাকে নিলে না ভাই।

মাধবী। ভাই আমার কোথা গেল ?

বরুণা। রাজকন্যা খুঁজতে।

মাধবী। চোকের সামনে নিধি ভাসছে, সে তা ফেলে সাগরে ডুব দিতে গেল ?

বরুণা। দেখ না কি আনে।

মাধবী। আনবে কানা ঝিনুক। (নেপথ্যে—মাধবী !) এক বছর পরে আসছিস্ ত ?

বরুণা। আমার কি আর ঠাঁই আছে ?

মাধবী। রাণী ! তুই কোন্ জগতের রাণী ? কেমন ক'রে ছাড়ব ? না, না—বেশ, তোকে তিনটে নমস্কার। [প্রস্থান।

গীত।

দেখে আয় রে তোর কোথায় আপন আছে।
মাথা খাও চাঁদ চ'লে যা তোর চাঁদবদনীর কাছে ॥
এই কি ছিল মনে তোর,
কেনে নিঠুর হলি মনচোর,
আমি ব'সে হাপিত্যেশে তুই করলি নিশি ভোর—
মই যদি তুই নিবি কেড়ে, তুললি কেন গাছে।
হাতে বাঁশী কাল শশী ফিরলি কেন পাছে ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সরোবর।

মাধবী।

মাধবী। বুঝি আমাকে দেখা দিতে সাহস করলে না। অমনি অমনি চ'লে গেল। দেখা পেলে একচোট তাকে নিতুম। একটা বেদেনী ধ'রে এনে তামাসা করার মজাটা সে টের পেতো। রাজার পুণ্যে বেদেনী কোন ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা, নইলে রহস্য করতে কি বিষম বিভ্রাটই সেই বাধিয়েছিল; যখন পালিয়ে গেল, তখন আর কি করবো। মনের রাগ মনেই মিটিয়ে ফেলি। এমন মূর্খের মত কাজ কেন সে করেছিল, জানতে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল। নাগর যখন পথ থেকেই পালালো, তখন জানা আর হ'ল না। না না, ওই আসছে না ! ও যদি না আসতো, তা হ'লে ওর সঙ্গে জীবনে আর কথা কইতুম না।

(গীত)

ও আমার সাধের চয়না।
একটি ছুটি কাটতে বুলি, শেকল কেটে উড়ে গেলি,
আদর সইল না।
এখনও তোর কচি পাখা, গলায় কাঁঠি দেয়নি দেখা,
রাধা বুলি আধা শেখা কানে ঠেকে না।
মাথায় ঠুকরে দেবে কাক, উড়তে খাবি ঘোরণ পাক,
কার কানাচে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাবে ডানা।

এসে পড়ল, আর নয়; ভাল মানুষটির মতন ঘাটে একটু বসি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। পুকুরটির ধারে, শানটির ওপর ব'সে, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ রাজকুমারী? হাঁস বেটা পদ্মফুল জলে ডুবেছে মনে ক'রে, ডুব দিয়ে দিয়ে যে মল—

মাধবী। আরে যাও, তুমি এমন সর্ব্বনেশে লোক! একটা রাজার কুল মজিয়ে দিলে।

অভি। কুলটো কি একেবারেই মজলো?

মাধবী। আমার বরাতে চাকর, আর দাদার বরাতে চাকরাণী। কুল যদি এতেও না মজে, তা হ'লে আর কিসে মজবে?

অভি। তোমার বরাতে চাকর হ'তে পারে, কিন্তু তোমার দাদার বরাত খারাপ নয়।

মাধবী। কি ক'রে বুঝলে?

অভি। তুমিই বল না খারাপ কি না?

মাধবী। দাদার বরাত আরও খারাপ, রাজার দান মনে ক'রে আমি যা তা পেয়ে এক রকম তুষ্ট হলুম, কিন্তু দাদা ত তুষ্ট হ'তে পারলে না।

অভি। তুমিও কি ঠিক তুষ্ট হয়েছ মাধবী?

মাধবী। তোমার কি বোধ হয়?

অভি। যদি তুষ্ট হয়ে থাক, তা হ'লে ভাল করনি।

মাধবী। কেন?

অভি। জাতি গর্ব্ব রক্ষার জন্ত তোমার ভাই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে চলল, আর তুমি আপনার দুরবস্থায় চুপ ক'রে ব'সে রইলে?

মাধবী। আমাকে কি করতে বল?

অভি। রাজার কাছে গিয়ে তুমিও প্রতিবাদ কর।

মাধবী। এখন প্রতিবাদ করলে কি আর বিবাহ ফিরবে?

অভি। কেন, এখনও ত আমাদের বিবাহ হয় নি।

মাধবী। তন্নী বইলুম, বিয়ের আর বাকী রইল কি!

অভি। ওতে কি আর বিবাহ হ'ল, তুমি রাজার কাছে গিয়ে বল।

মাধবী। ব'লে দেখেছি।

অভি। রাজা কি বললেন?

মাধবী। তা আর শুনে কি করবে?

অভি। তবু শুনি।

মাধবী। এই বেদেনীকে আনতে রাজা তোমার ওপর মর্ম্মান্তিক কুপিত হয়েছেন।

অভি। কুপিত হয়েছেন?

মাধবী। তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছে ক'রে তাঁকে বিপদে ফেলেছ। তিনি দেওয়ানের সঙ্গে রহস্ত ক'রে তোমায় পুত্রবধূ আনতে বলেন, তুমি তাঁর সর্ব্বনাশ করতে, জেনে শুনে একটা ধাঙড়ী ধ'রে আন্‌লে! রাজা বলেন, হয় তুমি গণ্ডমূর্খ, নয় তুমি বিশ্বাসঘাতক।

অভি। তা হ'লে এই শুভাবকাশে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। তাই ত ঘাটের ধারে ব'সে ব'সে ভাবছি। কিন্তু তন্নী যে ছাড়তে পারছি না!

অভি। তন্নীটে পুড়িয়ে ফেল মাধবী!

মাধবী। কেন, তোমার তা'তে এত আগ্রহ হ'ল কেন?

অভি। আমি আর তোমাদের এখানে থাকতে পারছি না, অমন শিবতুল্য রাজার সর্ব্বনাশ করলুম!

মাধবী। তা করেছ। দাদা আর প্রাণে বাঁচছে না—কখন যে কষ্টের নাম জানে না, সে কি ক'রে এক বৎসর পথে পথে ঘুরবে? আর যদিও কোনও ক্রমে বেঁচে আসে, এসেও ত বাঁচবে না। ভাই-রাজা কি প্রাণ থাকতে বেদেনীকে বিবাহ করবে? তা হ'লে ভাইটি গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবার লোক গেল। মা শয্যাগত।

অভি। বেশ, মাধবী, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। রাজাও ওই ভাবের কথা বলছিলেন।

অভি। তবে আর বিলম্ব ক'র না। এখনি আমাকে বিদায় দাও।

মাধবী। এখনি?

অভি। আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। মাধবি! রাজকুমারের জীবনের আশা নেই। এখন তোমার যদি কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয়, তা হ'লেও রাজা একজন উত্তরাধিকারীর প্রত্যাশা করতে পারেন।

মাধবী। তা'ত বুঝতে পারছি—কিন্তু ছাই, তোমার তন্নী যে ভুলতে পারছি না।

অভি। না ভুললে চলবে না মাধবী—আমি এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারব না।

মাধবী। কোথায় যাবে?

অভি। আগে আমায় ত্যাগ কর।

মাধবী। যে ভারী তল্পী চাপিয়েছিলে, ব্যাথা এখনও ম'ল না, আমি কেমন ক'রে ভুলব?

অভি। তুমি আমাকে বিপদে ফেললে মাধবি!

মাধবী। বল কোথায় যাবে?

অভি। রাজকুমারের সঙ্গে যাব।

মাধবী। রাজকুমার ত এখন সাত সমুদ্র তের নদী পার।

অভি। তুমি যে আরও আমাকে তফাৎ ক'রে দিচ্ছ।

মাধবী। তবে তুমিও বছর খানেক ঘুরে এস—ততদিনে যদি পিঠের ব্যথা মরে, আর একটি রাজপুত্তুর জোটে, তখন দেখা যাবে।

অভি। আমি গেলে আর ফিরব না।

মাধবী। সে তোমার ইচ্ছা।

অভি। ত্যাগ করবে না?

মাধবী। মূর্খ! একটা থাবড়ী বেদেনী রাজ্য-লোভেও স্বামী ত্যাগ করলে না, আর আমি রাজ-কন্যা হয়ে তাই করব?

অভি। তবে এক বছরের মত ছুটি দাও।

মাধবী। যেতে ইচ্ছা করেছ, আমি নিষেধ করব না। তবে একবার যাবার সময়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যাও। তা না করলে যে অকৃতজ্ঞতা হবে।

অভি। কোন্ মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

মাধবী। কেন, এই আধা মলিন চাঁদমুখে।

অভি। এই যে বললে রাজা আমার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়েছেন!

মাধবী। কেন, কি অপরাধে?

অভি। আরে এই যে বললে।

মাধবী। মিথ্যে বলতে নেই?

অভি। যা বললে সব মিথ্যা?

মাধবী। সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অভি। সর্ব্বৈব মিথ্যা?

মাধবী। ঋষি তুল্য রাজা কখন কি কারও উপর রাগ করেছেন, তা তুমি ত আমার স্বামী। নিজে হাতে ক'রে তিনি আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন। যদি তোমা হ'তে রাজ্যও যায়, তথাপি তোমার ওপর কি রাগ করবার তাঁর যো আছে?

অভি। বল কি?

মাধবী। আমি তোমাকে রহস্য করছিলুম। দেখলুম, রহস্যের বেগ তুমি কতটা সইতে পার! দেখলুম, তুমি দেশশুদ্ধ লোককে রহস্য ক'রে বেড়াও, কিন্তু নিজে এক ছটাক রহস্যেরও বেগ সামলাতে পার না।

অভি। হার মানলুম মাধবি! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, করুণাময় রাজা একটা দরিদ্র ভৃত্যকে এমন রত্ন দান করেছেন যে, রাজ্যেশ্বরের ভাগ্যেও তা কখনও ঘটে কি না সন্দেহ।

মাধবী। থাক, আর বেশী সুখ্যাতি করতে হবে না। পুকুরটির ধারে ব'সে আছি, আহ্লাদের ধাক্কায় শেষে কি টাল খেয়ে অগম জলে ডুবে মরব?

অভি। বেছে বেছে এখানটিতে এসে বসলে কেন?

মাধবী। কেন আর তোমাকে কি বলব? একটা বেদেনীকে কোথা থেকে ধ'রে আনলে, তাকে ছুঁয়ে ফেলেছি। এখন চান না করেও থাকতে পারছি না, চানও করতে পারছি না। বেদেনী ছুঁয়েছি, চান না ক'রে কি ক'রে ঘরে ঢুকি? আবার এ দিকে গুরুজন, ছুঁয়ে চানই বা করি কি ক'রে? আচ্ছা, বেছে বেছে তুমি একটা বেদেনী ধ'রে আনলে কি করে? সারা সহরের পথে আর কি কোন জাত মিলল না?

অভি। রাজার পুণ্যের পরীক্ষা করতে এনেছি। ইচ্ছা ক'রে খুঁজে বেদেনী এনেছি।

মাধবী। কি রকম?

অভি। শাস্ত্রে বলে সত্যের জয় সর্ব্বত্র।

মাধবী। ওমা, প্রভুর আমার শাস্ত্রজ্ঞানও আছে!

অভি। আছে বই কি মাধবি! দেখলুম, রাজা করুণাময়—সত্যাশ্রয়ী। যাতে মানবে ঈশ্বরত্ব, রাজা সেই সম্পত্তির অধিকারী। তাই পরীক্ষা করতে বেদেনী ধ'রে এনেছি, সত্যপালক যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদা রাখতে অস্পৃশ্য কুকুর যদি ধর্ম্মমূর্ত্তি ধরতে পারে, তা হ'লে সত্যনিষ্ঠ রাজার মর্য্যাদা রাখতে একটা বেদেনী কি রাজনন্দিনী হ'তে পারে না? সত্যব্রত রাজার ধর্ম্ম কে নষ্ট করতে পারে মাধবী?

মাধবী। চাষার কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দ্দশাই হয় বটে?

অভি। আচ্ছা, দেখে নিও।

মাধবী। বেদের মেয়ে রাজনন্দিনী হয়ে যাবে?

অভি। হওয়া ত উচিত।

মাধবী। এ বিশ্বাস তোমার আছে?

অভি। সেই বিশ্বাসেই আমি একটা বন-বিহঙ্গিনী ধ'রে এনেছি। সেই বিশ্বাস এখনও অটুট আছে ব'লে আমি রাজকুমারের অনুসরণ করতে চলেছি।

মাধবী। তার অনুসরণ করবে কেন?

অভি। তাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবার চেষ্টা করব। আর যদি কোন রাজকন্যার মোহে আবদ্ধ হ'তে চায়, ত প্রাণপণে তার বিবাহে বাধা দেব।

মাধবী। তা হ'লে এখনি যাও, আর কালবিলম্ব ক'র না।

অভি। একেবারে হঠাৎ পেরমারার তাড়া—ব্যাপার কি বল দেখি?

মাধবী। দাদা যদি এই বেদেনী ছেড়ে আর কোন রাজকন্যা বিয়ে করে, তা হ'লে তার মতন হতভাগ্য আর নেই।

অভি। আবার রহস্য করছ না কি?

মাধবী। এমন রত্ন সে ত্রিভুবন সন্ধান করলেও খুঁজে পাবে না।

অভি। বল কি?

মাধবী। বলছি যাও না। দৃষ্টিহীন ভাই, শেষকালে কি একটা কূপে প'ড়ে প্রাণ হারাবে!

অভি। বেশ চললুম।

মাধবী। দাদা যে গানটা শুনে পাগল হয়েছে, সেটা তোমার মনে আছে?

অভি। যতটা শুনেছি মনে আছে।

মাধবী। দাদা পাগল হয়ে এল, আর তুমি কিছু হ'লে না?

অভি। পাগল হওয়াটা কি তোমার পছন্দ না কি?

মাধবী। অমন গান শুনে যে পাগল না হয়, সে কি রকম প্রেমিক, আমি বুঝতে পারছি না।

অভি। তোমার কথার ঝঙ্কার যে আমার কর্ণ-রন্ধ্র আগে থাকতেই রোধ ক'রে বসেছিল, সে গান স্থানই পেলে না, তা করবো কি।

মাধবী। বেশ, তবে যাও—গানটা মনে করতে করতে যাও—কাজে লাগবে।

অভি। তবে বিদায়।

মাধবী। তোমার ইচ্ছা।

দ্বৈত গীত।

অভি। তুমি ছাতার পুষে বল চন্দনা।
দেখছি তোমার প্রাণসখি, রত্ন চেনা হ'ল না
মাধবী। না হ'ক তাতে ক্ষতি কি—
আ.র লাখ টাকাতে ঘুঁটে কিনেছি
অভি। মনে কর হারিয়ে গিয়েছি।
মাধবী। হারায় যদি কেউ ছোঁবে না—
আমার ঘরের সোনা
অভি। তবে ছুড়ে দাও ফেলে,
মাধবী। আরো বাঁধছি আঁচলে,
উভয়ে। তবে বাঁধাবাঁধি চল চ'লে যে যার
কাছে হার মানা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবালয়-দ্বার।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। তাই ত, বেদের বনের চারদিকে এক মাস ধ'রে সন্ধান করলুম, কেউ কোন খবর দিতে পারলে না। বনের ভেতর এত বড় একটা বাগান রচনা হ'ল, কত কারিকর কতদিন ধ'রে যে পরিশ্রম করেছে, তার ঠিক কি? আমি তার একটাকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না। খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়লুম। বেদিনী বলেছে, এক রাজকন্যার কাছে সে গান শিখেছে, এক রাজকন্যা দিয়ে বাগান রচিত হয়েছে, বেদিনী মিথ্যা বলেনি, মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি? সে যদি বলত, এ গান আমি রচনা করেছি, তাকে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না। আমাকে পাবার লোভে সে অনায়াসে বলতে পারত, কিন্তু সে তা বল্লে না। রাজকন্যা—কোথায় সে রাজকন্যা? সে কোন্ ভাগ্যবান রাজার দুহিতা? সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে, তথাপি তার অট্টালিকার দ্বারী হয়ে আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। এ গান বেদেনী কোথায় পাবে? এ গান বেদিনী কেমন ক'রে বুঝবে? পূর্ব পুরুষের নাম নিয়ে প্রেমের নিগূঢ়তত্ত্ব বেদেনীর বোঝবার সাধ্য কি? (নেপথ্যে—সঙ্গীত)।

পুণ্ড। এই যে, এই যে! প্রেমরাণী! আর তুমি আমাকে লুকুতে পারছ না, এতদিন পরে আমি সুধা-প্রস্রবিনীর মূলের সন্ধান পেয়েছি। এইবারে মন বলছে তোমা। ধরেছি, এ অপূর্ব্ব প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকায় একটা বন্য বেদেনী কখন বাস করতে পারে না।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কেহে বাপু তুমি?

পুণ্ড। তুমি কে?

আনন্দ। আমি যে হই না, সে খবরে তোমার দরকার কি? তুমি আগে আপনার পরিচয় দাও!

পুণ্ড। যদি না দিই?

আনন্দ। তোমাকে ধ'রে বেঁধে মহান্ত মহারাজের কাছে নিয়ে যাব।

পুণ্ড। কে মহান্ত?

আনন্দ। তাই ত, তুমি বেঙ্কটেশ্বরের রাজ্যে এসে মহান্ত মহারাজ কে তা জান না? তুমি আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছ? কে তুমি শীগ্‌গির বল।

পুণ্ড। তা হ'লে কেবল কথা কাটাকাটিই হোক, কেউ কারও আর পরিচয় নেওয়া হয় না।

আনন্দ। তুমি এখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছিলে কি?

পুণ্ড। অট্টালিকা প্রবেশের পথ দেখছিলুম।

আনন্দ। এমন ক্ষমতাবান্ কেউ নেই, আজ এই অট্টালিকার দ্বারে মাথা গলাতে পারে।

পুণ্ড। কেউ নেই? (এক হস্তে পথিককে ধারণ) হতভাগ্য, এ পুরী-প্রবেশের পথ দেখা,—যদি না দেখাস্, এখনি তোকে হত্যা করব।

আনন্দ। অসম সাহসী যুবক। কে তুমি? মৃত্যু-ভয়হীন! বুঝতে পাচ্ছি তুমি প্রেমোন্মত্ত। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে পরিচয় দাও। আমিই বেঙ্কটেশ্বরের পূজক, আনন্দগিরি।

পুণ্ড। (প্রণাম করিয়া) তবে আপনার এ বেশ কেন প্রভু?

আনন্দ। আজ বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে ভারতের যত কুমারী রাজকন্যা মনোমত পতিলাভের বর প্রার্থনায় পূজা করতে আসে, সুতরাং অট্টালিকার দ্বারদেশে চিরপ্রথা অনুসারে আমাকেই প্রহরীর কার্য্য করতে হয়।

পুণ্ড। আমি কঙ্কণের রাজপুত্র।

আনন্দ। রাজপুত্র তা অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কোন্ রাজকন্যা তোমার প্রণয়িনী?

পুণ্ড। তা জানি না।

আনন্দ। তাকে দেখেছ?

পুণ্ড। কখন দেখি নি।

আনন্দ। তবে তুমি কারে দেখতে এসেছ?

পুণ্ড। তা কেমন ক'রে বলব?

আনন্দ। তুমি সত্যব্রত রাজা শিববর্ম্মার পুত্র। যে সত্যসেবক, তাকে আমি বেঙ্কটেশ্বর হ'তে ভিন্ন দেখি না, তার পুত্র হয়ে ছলনা শিক্ষা করেছ কেন?

পুণ্ড। দোহাই প্রভু, ছলনা করি নি। আমি তাকে কখন দেখিনি, কে সে জানি না, তথাপি আমি তার জন্য উন্মত্ত হয়েছি।

আনন্দ। এ ত অদ্ভুত রহস্য! তার কি কোন চিহ্ন দেখেছ?

পুণ্ড। প্রথম চিহ্ন তার স্বহস্তরচিত উদ্যান, দ্বিতীয় চিহ্ন তার রচিত অপূর্ব্ব প্রেমাভিব্যক্তিপূর্ণ গান।

আনন্দ। তাই শুনেই তুমি পাগল হয়েছ? সে বাগান— সে গান যদি কোন রাজকন্যার না হয়?

পুণ্ড। না প্রভু, ঘন অরণ্যানীর মধ্যে সে অপূর্ব্ব উদ্যান কোন চিত্রকরী রাজনন্দিনী ভিন্ন অন্যে কেউ আঁকতে পারে না।

আনন্দ। চিত্রকরের আঁকতে দোষ কি?

পুণ্ড। এই মাত্র আমি সে কোকিলকণ্ঠীর সঙ্গীত শুনেছি।

আনন্দ। তুমি ওই দেউড়িতে গিয়ে অবস্থান কর,—আমি রাজকন্যাদের মত গ্রহণ করি, তারা যদি স্বীকৃত হয়, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। [পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

আনন্দ। মন্দ কি, এ এক রকম বিপরীত স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বর সভার চিরপ্রথা অনুসারে, রাজকন্যাই অসংখ্য রাজপুত্রের মধ্যে আপনার পাত্র মনোনীত ক'রে নেয়। এ না হয় রাজপুত্র রাজকন্যাগণের মধ্য থেকে আপনার পাত্রী মনোনীত ক'রে নেবে।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এইখানটাই এসে ফসকে গেছে। আর

আনন্দ। তুমি আবার কে?

অভি। (স্বগত) যখন 'আবার' শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে, তখন রাজকুমারেরও সন্ধান মিলেছে। আজ্ঞে মহাস্ত মহারাজ! আমি দ্বিতীয় পাগল।

আনন্দ। তুমি আমাকে চিনলে কি ক'রে? তুমি ত আর কখন আমাকে দেখনি?

অভি। আজ্ঞে, সামান্য প্রহরীর বেশ ধ'রেও আপনি ত্রিপুণ্ড লুকুতে পারেন নি—শিবনেত্র দু'টি ত ঢাকতে পারেন নি।

আনন্দ। তুমি ত পাগল নও—কে তুমি?

অভি। আজ্ঞে, আমি প্রথম পাগলের ভৃত্য।

আনন্দ। মিথ্যা কথা, ঠিক বল?

অভি। আজ্ঞে, তবে বন্ধু।

আনন্দ। কোন্ দেশের রাজপুত্র?

অভি। আজ্ঞে হিজি বিজি দেশের।

আনন্দ। হিজি বিজি ব'লে কি দেশ আছে?

অভি। আজ্ঞে দেশটা অদৃষ্ট থেকে মুছে গেছে কি না—তাই আমার চক্ষে সেটা অস্পষ্ট হিজি বিজি দেখাচ্ছে।

আনন্দ। অদৃষ্টে সুন্দর দেশ দেখতে পাচ্ছি—গোপন করছ কেন?

অভি। আজ্ঞে তবে কেরলের!

আনন্দ। তুমি কি করতে এসেছ?

অভি। বন্ধুকে ফেরাতে এসেছি।

আনন্দ। বন্ধু ত প্রণয়িনী না পেলে ফিরবে না।

অভি। তার কি প্রণয়িনী আছে? সে একটা গান শুনে ক্ষেপে গেছে।

আনন্দ। তবে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আজ এই দেবমন্দিরে বহু রাজকন্যা সমবেত হয়েছে—আমি তোমার বন্ধুকে তাদের দেখাব।

অভি। প্রভু! তার পূর্ব্বে যদি আমাকে একবার দেখ্‌বার অনুমতি দেন।

আনন্দ। কেন?

অভি। তা হ'লে বন্ধুকে শীগ্‌গির ফেরাতে পারি।

আনন্দ। বেশ, চল। তোমাকেই আগে দেখিয়ে আনি।

তৃতীয় দৃশ্য

নাটমন্দির।

জটাবতী ও অন্যান্য রাজকন্যাগণ।

গীত।

আমরা পরী রাজকুমারী,
করেছি স্বয়ংবরের আয়োজন।
ফুল ফুটেছে, সব মিলেছে, অলির শুধু অনাটন।
বাপ আমাদের দিগ্‌বিজয়ী বড় বড় বীর,
মারতে মশা কামান পাতে
ছোট ব'লে ছোঁয় না তারা তীর।
কাজেই সেটা নিজেই নিচ্ছি, নয়ন কোণে জুড়ে দিচ্ছি,
ওৎটি মেরে ব'সে আছি বাঁকিয়ে ভুরু-শরাসন।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। রাজকন্যা ঠাকরুণ! প্রণাম হই।

জটা। কে তুই?

সকলে। ওমা, তাই ত—এ কে গো!

অভি। আজ্ঞে আমি অভে!

জটা। অভে কে?

অভি। আজ্ঞে রাজকন্যার ভৃত্য।

জটা। কোন্ রাজকন্যার?

অভি। আজ্ঞে তাকেই ত খুজছি।

জটা। তার নাম কি?

অভি। সেই জানবারই ত চেষ্টা করছি।

জটা। নাম জানবার চেষ্টা করছিস্ কি?

অভি। আজ্ঞে না জানলে কি করব।

জটা। কোন্ দেশের তা জানিস্?

অভি। কই মনে করতে পারছি না!

জটা। পাজী! জুয়াচোর, তোর সব মিথ্যা কথা।

অভি। তাই ত। সব মিথ্যেই ত।

সকলে। ওমা, তা হ'লে এ কে লো?

জটা। তুই পুরুষ মানুষ এখানে কেন এসেছিস্? এখনি তোর মুণ্ডচ্ছেদ হবে।

অভি। তা হ'লে তুমিই বটে।

জটা। আমি, আমি—কি—আমি কি?

অভি। আমি চেঁচিয়ে বলি, আর একটা হট্টগোল হয়ে যাক। আমি ত আর বাসুকি নই যে, হাজার মাথা—সবাই প'ড়ে মুণ্ডচ্ছেদ করলেও, এক আধটা বাড়তি পড়তি বাদ থাকবে। এই একটি

রাখায় সবার মন জোগাতে পারব কেন? শুনতে চাও ত চুপি চুপি বলতে পারি।

জটা। কি বল্, শীগ্‌গির বল্—

অভি। অনেক কথা—শীগ্‌গির বল্‌তে পারব না। তোমরা একটু আড়ালে যেতে পার। এই রাজকন্তার সঙ্গে গোপনে আমার একটা কথা আছে।

২য় ক। গোপনে কথা কইতে চাস্ ত নিকুঞ্জে নিয়ে যা। এটা ওর আপনার জায়গা নয়।

সকলে। যেতে হয়, তোরা যা—আমরা এই পা'চারি করতে লাগলুম।

অভি। ওগো, তা হ'লে কানটা এগিয়ে দাও—এরি মধ্যে সবার মনে ঈর্ষ্যা জেগেছে। (কিষ্কিন্ধ্যা রাজকুমারীর কর্ণে কথনের ইঙ্গিতাভিনয়)

৩য় ক। ওরা কি করছে ভাই?

২য় ক। চুপ কর্ না—কি করে দেখ্ না। আমরাও কি ছাড়ব—বেটার ঘাড় ধ'রে কথা বার ক'রে নেব।

৩য় ক। বোধ হয়, কোন বরের কথা কইছে।

সকলে। (পরস্পরে ইঙ্গিতাভিনয়)

জটা। ঠিক হয়েছে।

অভি। কেমন?

জটা। তোকে আমি মতির হার বকসিস্ দেব।

অভি। তোমার নাম কি বলব?

জটা। জটাবতী।

অভি। ঠিক হয়েছে—তা হ'লে জটাই বললেও চলবে?

জটা। খুব চলবে—বাপ আমায় আদর ক'রে ওই নামেই ডাকে।

অভি। বাড়ী?

জটা। কিষ্কিন্ধ্যা।

অভি। রাজার নাম?

জটা। গয়-গবাক্ষ।

অভি। ঠিক হয়েছে! গয়-গবাক্ষ রাজার কন্তা জটাই—কিষ্কিন্ধ্যা—যাও যাও, তা হ'লে আর দেরী ক'র না।

জটা। আমি এখনি যাচ্ছি। তোমরা না পৌঁছিতে যাচ্ছি।

অভি। সুরটো তা হ'লে ভাল কালোয়াত দিয়ে ঠিক ক'রে নিও।

জটা। সে আর তোমাকে বলতে হবে কেন। বাবার সভায় বড় বড় ওস্তাদ আছে।

অভি। বস্, তা হ'লে এখনি।

জটা। কি আর একবার ব'লে দাও ত।

অভি। শত প্রেমিকার।

জটা। শত প্রেমিকার।

অভি। প্রাণের কামনা।

জটা। প্রাণের কামনা—বস্, আর বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

অভি। ওগো রাজকন্তারা—নমস্কার। আমি তোমাদের যখন চক্ষুঃশূল—তখন চললুম।

২য় ক। সে কি? কোথায় যাবি—আমাদের না বললে তোকে যেতে দেবে কে?

সকলে। কি বল্‌লি বল?

অভি। ও একটা উটকো বরের কথা।

সকলে। বর? বর? কোথায় রে, কোথায় আছে?

২য় ক। আরে গেল, এগিয়ে যাচ্ছিস কি, এগিয়ে গেলেই পাবি না কি?

৩য় ক। আমি ত ঠিক বলেছি—বর।

২য় ক। বয়স কত?

অভি। কে কে শুনতে চাও, বল।

সকলে। আমি শুনব, আমি শুনব, আমি কথা কইব, আমি গান শুনাব, আমি নাচ দেখাব—আমি খাওয়া দেখিয়ে মোহিত করব।

অভি। কে কি করবে, সব একেবারে বল্‌লে ত মনে থাকবে না। তোমরা সবাই নামের একটা তালিকা দাও। আর যদি তাকে পেতে চাও, তা হ'লে একটি উপায় বাতলে দিই, তোমরা শোন।

সকলে। বল—বল—

২য় ক। আমি আগে কথা কয়েছি, তোমরা শোনবার কে?

৩য় ক। বটে! আমি সকলের আগে বর ঠাওরেছি।

২য় ক। তবে ত একেবারে মাথা কিনেছিস—তুমি বল ত, ভৃত্য, বল ত?

অভি। ওই কে আসছে—তা হ'লে এখানে নয়—এ জায়গা ছেড়ে চল, তাগটা শিখিয়ে দিইগে, এস।

সকলে। বেশ—বেশ—বকশিস দেব—বকশিস দেব! [সকলের প্রস্থান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। এতদিন পরে বেঙ্কটনাথ বুঝি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু এ কি যন্ত্রণা? কাছে এসে হাতের কাছে পেয়ে ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। দেখা দাও প্রাণেশ্বরী, দেখা দাও—আর আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেল না। একটা বেদেনীকে দিয়ে রহস্য করিয়ে আমার যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছ। বেদেনীর অপবিত্র কণ্ঠে কি এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত ঢালতে আছে? অন্য রাজকুমার হ'লে তারই মোহে আত্মহারা হয়ে হয় ত বেদেনীকেই আত্মসমর্পণ ক'রে বসত—আমি কিন্তু বেদেনীর শত চেষ্টাতেও আত্মহারা হই নি। তোমার লোভে পিতার আদেশ অমান্য করেছি। দাও প্রাণেশ্বরী—ধরা দিয়ে পুরস্কার দাও।

(২য় রাজকন্যার প্রবেশ)

২য় ক। ওহো হো! কেমন ক'রে তাকে পাব, কোথায় তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—হায় হায়! আমার কি এমন ভাগ্য যে, আমি তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—উঃ।

পুণ্ড। অ্যাঁ! কি বললে কি বললে? সে তুমি?

২য় ক। অ্যাঁ! তাই ত, কি দেখছি—তুমি?

পুণ্ড। বল, আবার বল—সেই বিশ্ববিমোহন সুরে আবার বল।

(রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

৩য় ক। বটে! ও একা বলবে—

সকলে। কেন কিসের জন্য—আমরা কি বানে ভেসে এসেছি? (পুণ্ডরীককে বেষ্টন করিয়া) শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা।

পুণ্ড। তাই ত, ব্যাপার কি?

২য় ক। রাজকুমার! এরা সব ছলনাময়ী—এদের কথা শুনবেন না।

পুণ্ড। কে তোমরা?

সকলে। ও ব্যক্তিও যে, আমরাও সে।

২য় ক। কি তোরা আর আমি এক—আমার বাপ রাজা, আর তোদের বাপ ছোট ছোট তালুকদার।

৩য় ক। সে ভারী রাজা—ভুঁইফুড় ইটেঘ হাটবাজারের রাজা।

৪র্থ ক। যা, যা, গুমোর করিস নি।

পুণ্ড। তোমরা এ কি বলছ, আমি বুঝ পারছি না। দোহাই, সত্য ক'রে বল, এ গা কে গাইছিলে? দোহাই, সুন্দরি! আমি এ পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে একজনের মধুর কণ্ঠ শুনে বল সে কার?

২য় ক। সে আমার।

সকলে। আমার গো, আমার!

৩য় ক। তবে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাজি আমাদের কারও নয়, আমরা সব শুনে শিখেছি।

সকলে। শত প্রেমিকের প্রাণের কামনা
আমি পূর্ণ মাগি

পথের মাঝে পরাণ বঁধু দিও না গলায় ফাঁসি

পুণ্ড। কি, কি বললে? আর একবার দেখি শুনি।

(অভিরামের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

অভি। (আর) দায় প'ড়ে গেছে বলতে।
আবার শুনলে আছাড় খাবে পাহাড়-পথে চলতে।

পুণ্ড। পাপিষ্ঠ নরাধম অস্তে। এখানেও তুই

অভি। তুমি শিবরাত্রের শল্তে?
তোমাকে কি পারি ভুলতে?
এ কি প্রাণে সবে, নিভে যাবে,
ভরাদীপে পুরে জ্বলতে।

পুণ্ড। সুমুখ থেকে যদি না যাস ত তোকে কেটে ফেলব।

অভি। বল, বল—রাজকুমারীরে, চুপ ক' রইলে কেন?

সকলে। আমরা সবাই, ধেরেছি তোমায়
রূপের নেশায় টলতে।

পুণ্ড। দূর—দূর—কাছে আসিসনি, কাছে আসিস নি—দূর।

অভি। ছেড়ো না—পিছু নাও—পিছু নাও।
[সকলের প্রস্থান।

(বরুণা ও আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কি মা! তুমি সঙ্গে গেলে না?

বরুণা। ওরা রাজকুমারী, ওরা তাই সঙ্গে গেল। আমি বেদের মেয়ে, আমি গিয়ে কি করব? তার ওপর আমি ত কুমারী নই!

আনন্দ। তবে তুমি কি মানসে বেঙ্কটনাথের পূজা করতে এসেছিলে?

বরুণা। আমার স্বামী দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাই তাঁর পথের কল্যাণ কামনা করতে এসেছি।

আনন্দ। বেদের মেয়ে তোমাকে মন্ত্র ব'লে দিলে কে?

বরুণা। কেন আপনি!

আনন্দ। আমি?

বরুণা। আমি ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম—ঠাকুর! আমি বেদেনী, তোমার সুমুখে আর কখন আসি নি—কি ব'লে তোমায় ডাকতে হয় জানি না। কি ব'লে তোমাকে ডাকব ব'লে দাও!—বলতে না বলতেই আপনি এলেন, মন্ত্র ব'লে দিলেন—আমি বলতে বলতে ঠাকুরের মাথার ফুল পড়ে গেল। আপনি বললেন, ঠাকুর তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন!

আনন্দ। সে কখন?

বরুণা। সেই ভোরে।

আনন্দ। কিরাতনন্দিনি! সে আমি নই, স্বয়ং বেঙ্কটনাথ তোমাকে নিজের পূজার মন্ত্রোপদেশ দিয়েছেন।

বরুণা। আপনিই ত বেঙ্কটনাথ।

আনন্দ। তা তুমি বলতে পার। এখন কোথায় যাবে?

বরুণা। বনে।

আনন্দ। বেশ যাও।

[বরুণার প্রণাম ও প্রস্থান।

বেঙ্কটনাথ! আমার মূর্ত্তি ধ'রে, এই কিরাতনন্দিনীর গুরুর কার্য্য ক'রে তোমার চিরদরিদ্র সেবককে অপদস্থ করলে কেন? তোমাকে যে পেয়েছে, তার অজ্ঞাতসারে, ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তার ভিতরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু প্রভু, আমি যে অজ্ঞান। দেখো ঠাকুর! বেদেনীর কাছে যেন অপ্রতিভ না হই, তা হ'লে তোমারই সম্মুখে বিষপানে প্রাণত্যাগ করব। তা যা হ'ক কেবল রাজনন্দিনীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কখন এল, কখন গেল, সে এক পদক ফেলে গেছে, তাইতেই সে এসেছে জানতে পেরেছি, নইলে জানতে পারতুম না।

(অন্বেষণের অভিনয় দেখাইতে দেখাইতে বরুণার পুনঃ প্রবেশ)

হুঁ। ধরা পড়েছ! কি বেটী! এ পদক কি তোর?

বরুণা। আজ্ঞে, আপনি পেয়েছেন! গলা থেকে কখন প'ড়ে গেছে জানতে পারি নি।

আনন্দ। এ পদক আমার কাছে থাক, সময়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

— —

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ।)

পুণ্ড। যাক, আর নয়—আর মিছে মরীচিকার লোভে ঘুরব না—এই কুহকময় সংসারে আমার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী মিলল না। যখন মিলল না, তখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। শুধু এই দেশটা বাকী, এখানে মিলল ত ভাল, না মেলে গৃহে ফিরে পিতাকে বলব, আমাকে মৃত্যু দিন। কুৎসিতা কদাচার বেদিনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আর চলতে পারছি না। এই নগরপ্রান্তে উপবনে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম ক'রে তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই বারেই আমার অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা। এইখানে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণেশ্বরীকে পেলুম ত পেলুম, নইলে এই স্থান থেকেই ঘরে ফিরব—চির-হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীর প্রাণ আমার ফেরবার জন্য দায়ী। সুতরাং আর বেশী দিন আমার ঘোরা চলছে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

এই—এই—ভগবা ন্ এইবার বুঝি আমার ঘোরাঘুরির শেষ করলেন। সেই কণ্ঠ—সেই সুর, কিন্তু এ ত সে গান নয়! বিধি, এইবারে বুঝতে পেরেছি, আমাকে সেই অমূল্য মণির খনিতে এনে উপস্থিত করেছ। মরি—মরি! তরঙ্গে তরঙ্গে এ মোহন সুর বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে দিলে—তরুলতার পত্রে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, পক্ষীর কলরবে যেন সহস্র বীণায় সে

সুরের ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। এসো মধুময়ি সঙ্গীত-রূপিণি! তোমাকে সহসা পাবার প্রত্যাশা ক'রে আমি অপরাধ করেছি। তুমি ধরা দিতে আমার গৃহদ্বারে গিয়েছিলে—এইবার এস প্রিয়তমে, আমি দূরে তোমার গৃহদ্বারে তোমার প্রেমমন্দিরে অতিথি হ'তে এসেছি। তাই ত, সর্ব্বাঙ্গে রত্নবিভূষিতা কিন্তু দারুণ কুৎসিতা—একে?

(জটাবতীর প্রবেশ)

জটা। কেমন?

পুণ্ড। তুমি কে?

জটা। আগে বল কেমন?

পুণ্ড। কেমন কি?

জটা। কেমন জব্দ?

পুণ্ড। কিসের জব্দ?

জটা। বটে! এখনও ঘোরবার সখ মিটে নি? সখি!

পুণ্ড। থাক্—থাক্, আর সখীকে ডাকতে হবে না। তোমাতেই যথেষ্ট! কি বলবে?

জটা। আমাতেই যথেষ্ট হ'লে কি এখনও কথা কাটাকাটি কর? এখনও তুমি জব্দ হও নি কি বল, তানপুরো আনব?

পুণ্ড। ও বাবা! এ কোথায় এলুম! ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে হাবড়ে পড়লুম! এর চেয়ে যে বেদেনী ছিল ভাল।

জটা। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলে কি? তানপুরোটা আনাই?

পুণ্ড। তানপুরো কি হবে? আমি ত গান জানি না।

জটা। সে কি, এত দিন ধ'রে শুনলে, আজও গানটা শিখতে পারলে না?

পুণ্ড। তুমি বোধ হয় লোক চিনতে পারছ না। তুমি কাকে মনে ক'রে কাকে বলছ?

জটা। আচ্ছা, তুমি না পার, আমারই একটু শোন—কাকে মনে ক'রে কাকে বলছি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

পুণ্ড। থাক্, এখন আর গানে প্রয়োজন নেই—তোমার রূপেই যথেষ্ট।

জটা। তুমি গানের পাগল, তুমি রূপের কথা তুলছ কেন ভাই?

পুণ্ড। ও বাবা! এ বলে কি?

জটা। রূপ ত আমার আছেই, সে জগতের লোকে জানে। আমার রূপ দেখে হাজার হাজার রাজপুত্তুর পাগল হয়ে গেছে।

পুণ্ড। আহা! তা হ'লে অনেক রাজাকে নির্ব্বংশ করেছ বল?

জটা। তা করতে হয় বই কি? বুঝতে পারছ না—এত বয়স পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হয় নি কেন?

পুণ্ড। কেন হয় নি সুন্দরি?

জটা। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য বাবা এক একটা রাজপুত্তুর ধ'রে আনে। সে যেমন আমাকে দেখে, অমনি পাগল হয়ে যায়। আর বাবাও অমনি তাকে দূর ক'রে দেয়। শেষে বাবা রেগে আমাকে বললে, তুই আর কখন কাউকে রূপ দেখাস্ নি।

পুণ্ড। তবে এ অধীনের প্রতি এ করুণা হ'ল কেন?

জটা। তুমি কি দেখে পাগল, তুমি যে গানে পাগল। তোমায় কি জোর ক'রে করুণা করতে হয়, তোমায় দেখলে করুণা আপনি আপনি উথলে ওঠে।

পুণ্ড। কে তুমি সুন্দরি?

জটা। সুন্দরী আমি কেন, সুন্দরী তোমার প্রাণতোষিণী বেদেনী।

পুণ্ড। (স্বগতঃ) আরে ম'ল, এ বলে কি?

জটা। কি, কথাটা কানে লাগছে?

পুণ্ড। শুধু কানে—হাড়ে, মগজে, মজ্জায়।

জটা। তাই বল—যখন দেখলুম, রূপে সুবিধে হ'ল না, তখন লাখো টাকা খরচ ক'রে, কালোয়াত দিয়ে গান শিখলুম।

পুণ্ড। আর সেটা আমারই ওপর প্রয়োগ করতে এসেছ বুঝি?

জটা। প্রয়োগ কি আজ করছি বঁধু! তুমি পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছ কার গানে?

পুণ্ড। সে কি, এতদিন আমি তোমারই গান শুনে উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ।

পুণ্ড। তোমারই জন্য আমি পিতার অবাধ্য হয়েছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ!—দেখ দেখ, আমার গানের মজা দেখ। লাখো টাকা খরচ ক'রে শেখা গান। তাতে কি চালাকিটি করবার যো আছে?

পুণ্ড। সে বাগান তুমি রচনা করেছ?

জটা। হিঃ হিঃ! রচতে রচতে হাতে কড়া প’ড়ে গেছে। দেখ—দেখ!

পুণ্ড। এখন থাক্, পরে দেখা যাবে। তুমি তত দূরে কি করতে গিয়েছিলে?

জটা। কি করি বঁধু! কাছের রাজপত্তুর সব পাগল ক’রে উজোড় ক’রে ফেলেছি, দূরের বঁধুর মধ্যে এক তুমি আছ বাকী। জানি, তুমি এক দিন না একদিন মৃগয়া করতে আসবেই। তাই বনের ভেতরে একটা বাগান তইয়েরী করতে লেগে গেলুম। আমি কিষ্কিন্ধ্যার মেয়ে, আমার পূর্ব্ব-পুরুষ সীতা-উদ্ধারের সময় সাগরে সেতু বেঁধেছে—আমি যা বাগান করব, সে কি আর দুনিয়ার লোকে করতে পারবে?

পুণ্ড। তুমি সত্য বলছ?

জটা। তা হ’লে দেখ একটা মজার কথা কই। তোমায় দেখেই ত মন-প্রাণ ম’জে গেল। মনে করলুম, তুমি বনে বনে ঘুরে ঘুরে সারা হচ্ছ, তোমাকে ধরা দিই। এই ভেবে আমার পোষা হরিণটে তোমাকে দেখালুম। কিন্তু তুমি এমন বোকা—নিজে না এসে, চাকরটা পাঠিয়ে সন্ধান নিতে গেলে। তাইতে আমার রাগ হ’ল, আমি একটা বেদেকে বউ সাজিয়ে সেখান থেকে স’রে পড়লুম। কেমন প্রাণ-বঁধু! বেদে বউটি পছন্দ হয়েছিল?

পুণ্ড। সে পছন্দের কথা আর কি বলছ—সেই অবধি প্রাণ আমার কেবল বেদে বেদে করছে।

জটা। কেমন! কেমন জব্দ করিছি! নাও —আর কষ্ট করতে হবে না। এত দিনে তোমার কষ্টের শেষ হ’ল—নাও, এইবারে চল।

পুণ্ড। কোথায়?

জটা। একেবারে ছাদনা-তলায়, আর কোথায়?

পুণ্ড। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সুন্দরী, একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জটা। আচ্ছা, আমি পাশে বসি, তুমি বিশ্রাম কর।

পুণ্ড। সর্ব্বনাশ করলুম দেখছি—একটা বেদিনীর ওপর অভিমান করতে একটা বাঘিনীর খপ্পরে পড়লুম?

জটা। তুমি শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা, তোমায় আমি কি ছেড়ে থাকতে পারি?

পুণ্ড। আরে ম’ল! এ বলে কি?

জটা। তুমি পূর্ণিমার শশী আর আমি কুমুদী।

পুণ্ড। এ কোন মায়াবিনী না কি? হে ভগবান, যদি আমাকে বেদিনী দানই তোমার অভি-প্রায় হয়, ত তাই দাও। আমাকে এ রাক্ষসী মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা কর।

জটা। কি, চোখ কপালে উঠছে যে? এখন বুঝতে পারলে আমি কে?

পুণ্ড। তাই বল, তুমি আমার কুমুদী। তা এতক্ষণ বল নি কেন? তোমার জন্যই ত আমি পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জটা। আমি কি পর মানুষ ধরে এনেছি গা! এ কথা তুমি এতক্ষণে বুঝলে!

পুণ্ড। তা হ’লে বল ত আমার প্রাণের কুমুদী, আমি তোমাকে কেন ভালবাসি?

জটা। বলব—বলব! ইয়া—ইয়া হাঁ—

পুণ্ড। কি মধুর—কি মধুর!

জটা। রিরিরিরি—এইটে হচ্ছে মহড়া—

পুণ্ড। উঃ! কি মধুর, কি মধুর!

জটা। অয়—অয়—অয়—

পুণ্ড। বাপ্!

জটা। এইটে হচ্ছে অস্থায়ী গিট্‌কিরি।

পুণ্ড। বাপ্! অস্থায়ী গিট্‌কিরিতেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, স্থায়ী গিট্‌কিরি হ’লে আর বাঁচব না। দোহাই প্রাণকুমুদী, ক্ষান্ত দাও—তোমায় কেন ভালবাসি এইবারে বুঝতে পেরেছি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। কি, আমার প্রাণকুমুদীর সঙ্গে নির্জ্জনে কে প্রেমালাপ করে? কে-ও রাজকুমার!

পুণ্ড। কে-ও—অভিরাম! আমি তোমার কি শত্রুতা করেছি অভিরাম যে, তুমি এমন ক’রে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?

অভি। কি করব রাজকুমার! আপনাকে দেখলেই মনের ভেতর আপনা-আপনি কেমন এক শত্রুতা জেগে ওঠে। তাইতেই এমনটা ক’রে ফেলি!

পুণ্ড। বেশ, যথার্থই যদি তোমার এত শত্রুতা জাগে, তা হ’লে এরূপ ক’রে অবমাননা না ক’রে, আমাকে হত্যা কর।

জটা। কি গো, তানপুরোটা আনব?

অভি। হাঁ হাঁ—অত কষ্ট করতে যাবে কেন? এক গাছা দড়ি দিই। তার এক দিক্ তুমি কোমরে

বাঁধ, আর এক দিক্ দাঁতে ধর। তা হ'লেই পয়লা নম্বরের তানপুরো হয়ে যাবে এখন। তোমার উদরদেশ একটি তুম্বো নাউ।

জটা। কি, আমাকে তামাসা? এখনি আমি রাজাকে ব'লে তোমার শিরশ্ছেদ করছি।

অভি। তাই কর! তোমার রূপ দেখে আমার চোখ টনটন করছে। [জটাবতীর প্রস্থান।

পুণ্ড। অভিরাম, আমাকে মুক্তি দাও, আমি দেশে ফিরে যাই।

অভি। সত্য কথা?

পুণ্ড। আর আমি মরীচিকার প্রলোভনে ঘুরব না।

অভি। দেখুন, এখনও বুঝে দেখুন।

পুণ্ড। তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?

অভি। গৃহে গিয়ে বেদেনীকে বিবাহ করবেন?

পুণ্ড। তা কেমন ক'রে করব—প্রাণ দেব!

অভি। তা হ'লে আপনাকে আমি যেতে দেব না। আপনি কাঞ্চী-রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করুন।

(কাঞ্চী রাজকুমারী নেপথ্যে)

কাঞ্চী-কু। কই অভিরাম, কোথায় তোমার প্রভু?

পুণ্ড। তাই ত অভিরাম! শত্রুতার ছল ক'রে এ কি রূপের ডালি সম্মুখে এনে উপস্থিত করলে। রাজনন্দিনি! রূপের ভিখারী ব'লে কি আমাকে এতই কষ্ট দিতে হয়? যেয়ো না—দোহাই প্রাণেশ্বরী, যেয়ো না, পিপাসায় নয়ন আমার পূর্ব্ব হ'তেই শক্তিহীন হয়েছে, আর তাকে অন্ধ ক'র না। মিলিয়ে দাও—সঙ্গী মিলিয়ে দাও। শুধু রাগিণীর আলাপে আর প্রাণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। অভিরাম—ভাই! সঙ্গীতে শব্দ যোজনা কর।

অভি। চলুন রাজকুমার, কাঞ্চী-রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

(গীত)

পথে কেঁদে ও কে চলেছে।
দুটি গণ্ডে তার ধা ঝরে—
চলিতে চ'লে চ'লে সে চলে,
বুঝি কে তারে পথে ছলেছে
জীবনের সাধ কি ধন আশে,
আজি রে কেন সে পরবাসে—
পবন পরশে ঘন শিহরে সে,
কে যেন কানে কি কথা বলেছে॥
অজানা পথ শেষ, হবে না পাবে না দেশ,
ফুল কি কার (ও) সে পায়ে ঢেলেছে।
এ ভাবে কবে রে পথ মিলেছে॥

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। এ কি! বেদিনী যে! এখানে পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিস্?

বরুণা। হামি বেদিনী—মনের সাধে সারা দুনিয়া ছুটোছুটি করি—হামার আবার এখান সেখান কি আছে ভাই!

অভি। আর মিছে আসা—যার জন্য এলি, তাকে এইমাত্র রূপের ফাঁদে ফেলে দিয়ে এলুম।

বরুণা। তুই-ই আমাকে সোয়ামী দিলি, এখন আবার দুসমনি করলি কেনে ভাই?

অভি। কেন দিলুম বলব বেদেনী?

বরুণা। কেনে ভাই?

অভি। তোকে দেখে আমার প্রাণে কেমন একটা উল্লাস আসে। আমার একটি বোন বহুকাল থেকে নিরুদ্দেশ। তাকে দেখতে পেলে মনে যে একটা আনন্দ হবে, এ যেন তার চেয়ে কিছু কম নয়। বোধ হয় তোকে দেখে সেই আনন্দই হয়েছে।

বরুণা। তবে দুসমনি করলি কেন ভাই?

অভি। প্রাণ দিয়ে সে দেখতে শিখছে কি শুধু চোখ দিয়ে তার দেখা—তাই বুঝতে তাকে এই সুন্দরীর কুহকে নিক্ষেপ করেছি! সে যদি শুধু বাহিরের রূপে মুগ্ধ হয়, তা হ'লে বুঝব তার গান শুনে মুগ্ধ হওয়া মিথ্যা। তুই যদি আমার ভগিনী হতিস্, আমি কখন তোকে সেই কপটাচারকে দান করতুম না।

বরুণা। এতই যদি দয়া করলি, গরীব বেদেনীকে বহিন্ বললি, তখন হামি বলি—হামিই বা একটা কাণাকে এ সাধের প্রাণ কেনে ঢেলে দিব? ভাই! তুই হামার নমস্কার লে। হামি

তোর গর্ব্ব বহিন্—আমায় আশীর্ব্বাদ কর—হামি যেন তোর মান রাখতে পারি। হামি জান দিব, তবু কাণাকে প্রাণ দিব না।

অভি। বোন—আমিও তোকে তা দিতে দেব না। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বরুণে ফিরে চল্লুম। বুঝলুম, আমি যাকে প্রথম দেখে রাজার সুমুখে উপঢৌকন দিয়েছি, সে বেদেনী হ'লেও, যে রাজার ঘরে ঢুকবে, তারই ঘর পবিত্র হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান।

পুণ্ডরীক ও কাঞ্চীকুমারী।

পুণ্ড। এই ত আমি তোমার কাছে এসেছি। আকাঙ্ক্ষার আবেগে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, আজ তোমার দ্বারে ভিখারী। প্রাণময়ি! এইবারে আমাকে তৃপ্তি ভিক্ষা দাও।

কাঞ্চী-কু। আবার কি ক'রে তৃপ্তি ভিক্ষা দেব? এই ত আমি তোমাকে বল্লুম যে, আমি তোমার। তুমিও ত আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ।

পুণ্ড। মনের আবেগে বলেছি,—ধ্রুব বিশ্বাসে বলেছি—প্রাণের সামগ্রী পেয়েছি জেনে বলেছি! কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হয়ে নীরব কেন—দাসকে পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। ওমা, আবার কি পরিচয় দেব? আমি কাঞ্চীরাজকুমারী, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

পুণ্ড। তাই কি তোমার পরিচয় সুন্দরি?

কাঞ্চী-কু। তবে আবার কি?

পুণ্ড। এ কি কথা রাজকুমারি? আমি কিসের জন্য তোমার অনুসন্ধানে জগৎ ভ্রমণ করেছি? যে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে তুমি আমার মানসচক্ষে রূপের উচ্ছ্বাস তুলেছ, আমাকে সহস্র রূপ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়ে এখানে আনিয়েছ, আমাকে তার পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। এখন আবার একি কথা! আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ। হাজার রাজপুত্র আমাকে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে। আমাকে না পেয়ে উন্মাদ হয়েছে। আমি তাদের অগ্রাহ্য ক'রে তোমাকে ভালবেসেছি। পিতা আমার বিবাহের আয়োজন করছেন! এখন আবার পরিচয় কি?

পুণ্ড। সে কি? এরই মধ্যে বিবাহের উদ্‌যোগ করেছ কি? আমি ত এখনও তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না।

কাঞ্চী-কু। কেন, তোমার কি চোখের দোষ হয়েছে? তবে আমার হাত ধরলে কেন? এ কি বেদেনীর হাত, যে ধ'রে নিস্তার পাবে?

পুণ্ড। আমি তোমার পূর্ণ পরিচয় না পেলে তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

কাঞ্চী-কু। কি, আমার রাজ্যে এসে তুমি আমার অপমান করতে চাও?

পুণ্ড। এতে যদি অপমান বোধ কর, তা হ'লে আমি কি করতে পারি?

কাঞ্চী-কু। তোমার কি জীবনের ভয় নেই?

পুণ্ড। তা থাকলে পিতার আদেশ অমান্য ক'রে এতদূর আসি? সেই গীতটি আমাকে শোনাও —শুনিয়ে আপনার ক'রে নাও।

কাঞ্চী-কু। বেদেনী যে গান গেয়েছে, আমি তাই গাইব?

পুণ্ড। বেশ, তা না গাও—যে গান শুনেছি, তার উত্তর দাও।

কাঞ্চী-কু। যদি উত্তর পছন্দ না হয়?

পুণ্ড। তা হ'লে বুঝব, রূপ দেখিয়ে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ।

কাঞ্চী-কু। একেবারে বাসরেই শুনো না কেন! দেখ প্রাণেশ্বর, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তখন মনের আবেগে কি গেয়েছি, এখন তোমাকে পেয়ে প্রাণে ভয় হচ্ছে, যদি তোমাকে না তুষ্ট করতে পারি? তোমাকে কাছে পেয়ে আমার স্বরবদ্ধ হয়ে আসছে, কেমন ক'রে তোমাকে তুষ্ট করব?

পুণ্ড। রাজকুমারী—কথার প্রাণে যে একটা সুর আছে, তা গীত-মাধুর্য্যের অপেক্ষা রাখে না। সে যে আপনা আপনিই মিষ্ট—

কাঞ্চী-কু। বেশ, তবে শোন!

(গীত)

রূপের পিয়াসী তুমি, তাই ত আকুল প্রাণ।
কুমুদীর পদতলে, সরসীর কালো জলে,
তুমি ঢেলে দেছ অভিমান।

পুণ্ড। কি বললে—রূপের পিয়াসী আমি? তোমার এই মাংসপিণ্ডের একটা রূপছায়া সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আমি এতদূরে এসেছি? আমার নেশা কেটেছে—আমি তোমাকে খুঁজতে এতদূরে আসিনি। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তিনি তোমার জন্য অন্য ভাগ্যবানের সন্ধান করুন। আমি বিদায় নিয়ে চললুম। [প্রস্থান।

কা-রা। কি, আমার বাড়ীতে এসে, আমার অপমান? মহারাজ! মহারাজ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

সেতু।

কাঞ্চীরাজ ও সৈন্যগণ।

সৈন্য। ওই যাচ্ছে—ওই বেটা চোর পালাচ্ছে।

কাঞ্চী-রা। আর পালাবে কোথা—সুমুখে নদী পড়েছে—তাতে পড়লে আর বাঁচতে হ'বে না। পালাবার এক পথ নদীর পোল, কিন্তু তার ওপারে একদল সেপাই, সহরের লোকে মোড় আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ দিক্ থেকে আমি চলেছি, দুনিয়ায় আর কে আছে, তাকে রক্ষা করে?

সৈন্য। ওই যে পোলের উপর উঠল?

কা, রা। সাধ্য কি, উঠলেই বা করবে কি—যাবে কোথা? চ'লে আয়—চ'লে আয়।

সকলে। মহারাজ! স'রে যান—স'রে যান—সাপ।

সৈ। ও বাবা! কই গো!

কা, রা। কোথায় রে—কোথায় রে?

সৈ। ও বাবা—ফোঁস ফোঁস করে কোথায় গো!

সকলে। স'রে যান—স'রে যান!

(সর্পভূষিতা বরুণার প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান)

সকলে। ওরে বাবা, ও কে গো!—পালা পালা—

নেপথ্যে। ধর—ধর—যেতে দিও না, যেতে দিও না। পালালো—পালালো।

সকলে। যেতে দিও না—যেতে দিও না।

কা, রা। যে ধরবে, তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেব, ধর ধর— [সকলের প্রস্থান।

(মংরু ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

মংরু। পোলের জোড়টা ভেঙ্গে দিবি, দিয়ে কাঁধে নিয়ে খাড়া থাকবি। বেটীকে জামাইকে পার ক'রে দিয়ে, যেই দেখবি শালারা পিছন নিয়ে সাঁকোর উপর চড়েছে, অমনি কাঁধ ছেড়ে দিবি—সব শালারা জলে পড়ে হাবু-ডুবু খাবে, আর তোরা অমনি সাঁতার দিয়ে শালাদের আধ মণ ক'রে জল খাইয়ে দিবি।

সকলে। আচ্ছা সরদার।

মংরু। বেটী জামাইয়ের জান বাঁচিয়ে যদি জান যায় রে শালা, ক্ষেতি কি রে?

সকলে। কিসের ক্ষেতি, একদিন ত জান যাইবে রে—চল, চল।

মংরু। চল্, চল্—আমি সাঁকোর নীচে একটা না ধ'রে রেখে আসি। বেটী যখন জামাইকে নিয়ে চাপবে, তখন আমি তোদের সঙ্গ লিব।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

নদীবক্ষ।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। চারদিক্ ঘেরেছে, আর ত পালাবার পথ নেই। ওপারে অস্ত্রধারী সৈন্য আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ পারে অস্ত্রধারী সৈন্য রাজার সঙ্গে ছুটে আসছে। অদূরদেশে খরস্রোতা তটিনী। কোন দিকে প্রাণ বাঁচাবার উপায় নেই। তা হ'লে কি করি? ভগবান্, যে দিকে চাই, সেই দিকেই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। তা হ'লে কতকগুলো কাপুরুষের হাতে ধরা দিয়ে মরি কেন?

(পশ্চাৎ হইতে বরুণা)

বরুণা। ঠিক বলেছ, এস ঝাঁপ খাই।

পুণ্ড। অ্যাঁ অ্যাঁ—কিরাতনন্দিনী—তুমি?

বরুণা। কথা ক'বার সময় নেই; এস, আমার সঙ্গে ঝাঁপ খাও। আমি প্রস্তুত।

পুণ্ড। প্রস্তুত—মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত, কেন কি দুঃখে কিরাতনন্দিনি?

বরুণা। কেন, তুমিই বল?

পুণ্ড। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তোমাকে গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু কিরাতনন্দিনি! এখন বুঝেছি, অপরাধ করেছি! এক সরলার হাত ধ'রে এ ভীষণ মৃত্যুর দ্বারে আমি প্রবেশ করতে পারব না। ফিরে যাও—দোহাই বেদেনী, ফিরে যাও!

বরুণা। ফেরবার যে উপায় নেই রাজা!

পুণ্ড। উপায় নেই?

বরুণা। না রাজা—নেই।

পুণ্ড। তবে আয়—জীবনের শেষক্ষণে পরস্পরে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—আয় কিরাতনন্দিনী, উত্তাল তরঙ্গশিরে আমাদের বাসর-শয্যা রচনা করি।

বরুণা। আঃ—কি সুখের দিন!

পুণ্ড। খরস্রোতা তটিনী ভীম কলনাদে এখনি আমাদের সকল কথা উদরগত করবে। এই আমার প্রথম প্রেমালাপ, এই আমার শেষ। উপরের ভবিষ্যৎ-সঙ্গী অশরীরী সহচরদের সাক্ষী রেখে এস প্রিয়তমে, তোমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করি।

(উভয়ের ঝম্প প্রদান)

নেপথ্যে। পোলে ওঠ, পোলে ওঠ—ওঠ—ওঠ—ওঠ—

(সিপাইগণের পোলের ওপর ওঠা ও পোল ভগ্ন)

পট-পরিবর্ত্তন

নদীবক্ষে তরণীর উপরে বরুণা ও পুণ্ডরীক।

(বরুণার গীত)

চায়সে অবলা হৃদয়ে অবলা
মুহি তনু তুঁহু প্রাণী।
তোহারি পিরীতি কো সমুঝে রীতি
হায় কুমুদী কিবা জানি॥
সারা দিবস ঘুমে রহি অবশ,
সাঁঝে নয়ন যব মেলি—
বঁধুয়াকো পিয়াসী চাহি দশ দিশি,
হেরি বঁধুয়া তব খেলি।
সালল তরঙ্গ উপরি করত রঙ্গ
তরণী সমুঝে ওহি বাণী—
যো হি বিদগধ জন, রসে অনুমগন,
সো কভু নহি অনুমানী।

অষ্টম দৃশ্য

বধ্যভূমি

শিববর্ম্মা, মানবেন্দ্র, মাধবী, অভিরাম

শিব। আর কেন দেওয়ান! বর্ষান্তের আর একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট। আমার মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ পুত্রের ফিরে আসবার জন্য তোমার প্রাণ দায়ী। পুত্র ফিরল না—তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মান। প্রস্তুত কি আজ হয়ে আছি মহারাজ! আজ বোল বৎসর প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করছি, স্বেচ্ছায় মৃত্যু এ ভগ্নগৃহে অতিথি হয়নি। আপনি করুণাময়, সত্যনিষ্ঠ, অন্তর্যামী, সমস্ত জেনে দরিদ্র ভৃত্যকে দয়া ক'রে মৃত্যু দান করছেন।

শিব। কেন ভাই! সে কুতন্ন পুত্রের প্রত্যাগমনের প্রতিভূ হয়েছিলে?

মান। ঠিক হয়েছিলুম—জানতুম সে ফিরবে; এখনও জানি সে ফিরবে।

শিব। এর পরে ফিরলে আর তোমার লাভ কি?

মাধবী। কি করলে? উন্মাদ ভাইকে ফেরাতে গিয়ে আপনি ফিরে এলে?

অভি। সে আসছে—আসছে।

মাধবী। আর আসছে—আর এসে লাভ কি! এ অমূল্য জীবনই যদি গেল, ত আর তার এখানে মুখ দেখাবার প্রয়োজন কি।

শিব। দেওয়ান!

মান। এই যে যূপকাষ্ঠে মস্তক রাখছি মহারাজ!

মাধবী। হা ভগবান্, কি করলে?

অভি। তাই ত! আমারই ভুলে কি সব নষ্ট হ'ল? মহারাজ! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—উন্মাদের মতন রাজকুমার সময়ে পৌঁছিবার জন্য ছুটে আসছে। মহারাজ! পবনের বেগ, পবনের বেগ, তবু বুঝি পারলে না!

শিব। জল্লাদ!

সকলে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে ভগবান্! রক্ষা কর, সাধু দেওয়ান্‌কে রক্ষা কর।

শিব। এখনও এক পল বিলম্ব জল্লাদ!

(জল্লাদের খড়্গা উত্তোলন, সকলের চক্ষু মুদ্রিত করণ)

সকলে। দুর্গে! দুর্গতিনাশিনি! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

পুণ্ডরীকের বেগে প্রবেশ, জল্লাদের খড়্গা ধারণ)

পুণ্ড। দেওয়ান, গাত্রোত্থান করুন।

মান। এসেছ?

মাধবী। জয় দুর্গা! জয় দুর্গা! ভাই এসেছ?

(সকলের জয়ধ্বনি)

শিব। পুত্র! তুমি শুধু দেওয়ানকে রক্ষা করলে না। তুমি দেওয়ানকে রক্ষা করলে, আমাকে রক্ষা করলে, আমার বংশের গৌরব রক্ষা করলে।

অ'ভ। এখনও বাকী আছে মহারাজ! বেদেনী বিয়ের বাকী আছে।

শিব। কি স্থির করলে পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। আপনার বেদেনী কই মহারাজ! এনে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করি।

শিব। তাই ত হে, বেদেনী কই?

মাধবী। ওমা! তাই ত! এতক্ষণ ত স্মরণ ছিল না, বেদেনী কই?

(পুষ্পাভরণভূষিতা বরুণা, বেদেনী ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

বরুণা। বেদেনীকে ঈর্ষ্যা-জলে ডুবিয়ে দিয়েছি মহারাজ! (প্রণাম করণ)

মাধবী। কি বেদেনী! তোল কেয়ালি যে—আমার নমস্কার ফিরিয়ে দে।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

শিব। একি প্রভু! একি! আপনি!

আনন্দ। যে বিবাহে শিব স্বয়ং ঘটক, সেখানে নন্দি-ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত বরযাত্রী না হ'লে শোভা পাবে কেন? এই নাও মহারাজ! কিরাতনন্দিনীর পরিচয়। সত্যব্রত! তোমার মর্য্যাদা রাখতে কিরাতনন্দিনী আজ রাজনন্দিনী হ'ল। কেরলরাজ! এই তোমার কন্যা!

মান। কেও—মা! এতদিন পরে আমার হারানিধি এলি?

অভি। কেও! ভগিনী—আমার ভগিনী! আর আপনি! আপনি আমার পিতৃব্য? বেঙ্কটেশ্বর, এ আমাকে কি দিলে?

আনন্দ। তোমার মহত্ত্বের পুরস্কার!

মংরু। এই সে রাজা—তোর বিটী সে, ষোল বছর কাঁধে লয়ে, যাকে মানুষ করেছি রে!

শিব। তোমার সামগ্রী তোমারই আছে। এস কিরাত! তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। এস মা কুললক্ষ্মি! আমার ঘর আলো ক'রবে এস। এস কেরলরাজ! বহুদিন থেকে তোমাকে আমি ঘরে রেখেছি, কিন্তু হৃদয়ে রাখতে অবকাশ পাইনি! এস ভাই, হৃদয়ে এস—ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে বধ্যভূমি আজ বাসরগৃহে পরিণত হ'ল।

(বেদে বেদেনীগণের গীত)

(বনে) কোথা ছিল কুমুদিনী সঙ্গোপনে।
চাকশশী ছিল বসি কোন্ গগনে॥
কারে না দেখিল কেউ,
মনে মনে ওঠে ঢেউ,
ব্যাকুল বিরহী ছুটি মনোমিলনে।
কুমুদী নয়ন মেলে, কৌমুদী গেল গলে
চাঁদ ডুবিল জলে আকুল প্রাণে।
যে যাহারে তুলে নিল হৃদি আসনে॥

যবনিকা-পতন

কবি-কাননিকা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

মহাশয়কে

'কবি-কাননিকা'

অর্পণ করিলাম।

—:০:—

বিজ্ঞাপন

'কবি-কাননিকা' মনগড়া ছবি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কেহ ইহার আদর্শ খুঁজিবেন না। অতিরঞ্জন-শক রহস্যই ইহার উপাদান। ইহাতে বাস্তবের আরোপ করিতে গেলে, পাঠক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন।

গ্রন্থকার।

কবি-কাননিকা

—০:০:০—

গৌরচন্দ্রিকা

তরল জলদ-কবলিত পূর্ণচন্দ্রমা, রজনী প্রভাত-কল্প,—কাকগুলা সমস্বরে কা কা করিয়া উঠিল। নরোত্তম শর্ম্মা শয্যা ত্যাগ করিলেন, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাকুর ডিপা খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি ত আর শেষ হয় নাই, নিদ্রা এখনও শর্ম্মার গলা জড়াইয়া আছে, তামাকু খুঁজিতে আফিমের কৌটায় হাত পড়িল। সাজিয়া ব্রাহ্মণ একবার টান দিলেন, বুঝিতে পারিলেন না,—দুই বার, তিন বার, তবুও বুঝিতে পারিলেন না, চতুর্থ বারে যখন তাঁহার জ্ঞান জন্মিল, তখন নেশা ধরিয়াছে। নরোত্তমের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। তখন পঞ্চম বারের প্রাণভরা টানে, ধূমরাশি হৃৎপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, গমনোন্মুখী রজনী সুন্দরীকে আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। চাঁদ একবার হাসিয়া একখানা বড় মেঘের ভিতর ঢুকিয়া গেল। রজনী তমস্বিনী। নরোত্তমের উটজ-প্রাঙ্গণের সমীরণে কতকগুলা সরিষা ফুল ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম দেখিলেন, আঁধার সাগরে একটা নন্দন কানন ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটা পারিজাত বৃক্ষের তলে মাদুর বিছাইয়া দেবগণ মুখামুখি করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে নরোত্তম কান বাড়াইয়া দিলেন।

নরোত্তম শুনিলেন, "কে যায় ?"—

পদ্মযোনি সুমেরুর শৃঙ্গে একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের কলিকা বসাইয়া, বাসুকিকে নল করিয়া মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। বিচারকের চক্ষু সর্ব্বদাই মুদ্রিত, মুখবিনির্গত ধূমরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, "কে যায়—এই অকালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে অপ্রস্তুত হইতে মর্ত্ত্যে কে যায় !" পদ্মযোনি একবার মাথা তুলিলেন, চারিদিক চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাই ত বিষম সমস্যার কথা—কে যায় ?"

প্রশ্নকর্ত্তা বলে, "কে যায়," উত্তরকারী বলে "কে যায় ।" সম্মুখে ভগ্নচতুষ্পাদ ধর্ম্ম, পার্শ্বে বাতব্যাধিগ্রস্তা রোগিনীর ন্যায় মুহুর্মুহু কুন্থনকারিণী ধরণী, উভয়ের চক্ষে অনর্গল জলধারা—সমস্বরে উভয়েই বলিল, "যদি কেহই না যায়, তবে উপায় ?"

ধর্ম্ম ত গিয়াছে, পৃথিবীর যাইবার আর বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীর প্রিয় সন্তান বড় বড় জ্যোতির্বিগণ গ্রহনক্ষত্রাদি সকলে অবিরাম দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বসিয়া আছে। অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী স্থান আছে কি না। চন্দ্রে পাহাড় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন। মঙ্গলে ভুবনব্যাপিনী তরঙ্গিণী—তরঙ্গ উঠিলেই প্রাণ যাইবে। উপায় !—কেমনে ধর্ম্ম ও পৃথিবী রক্ষা পায় ? পদ্মযোনি নীরবে মুখ তুলিয়া একবার মহেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন। কৈলাসনাথ তার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"আমা হইতে হইবে না—মর্ত্ত্যে গাঁজা-আফিমের কমিশন বসিয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে যাইলে সকলে আমাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি সেখানে অপ্রস্তুত হইতে অথবা পাগলা গারদে প্রবেশ করিতে যাইতে পারিব না।" "অমরেন্দ্র ! তোমার কি ?"—বলিয়াই চতুরানন তামাকুতে একটা টান দিলেন। "আমার কি ? আমার সর্ব্বনাশ ! যা লইয়া আমার অহঙ্কার, সেই ভীমনিনাদী অশনি, একটা লোহার শিকের প্রেমে মরিয়া আছে। তাহার উপর মর্ত্ত্যের একটা অপোগণ্ড বালক পর্য্যন্ত বজ্রনির্ম্মাণ কার্য্যে পারদর্শী। পথে পথে তামার তারে আমার আদরিণী কবিকুলসোহাগিনী কাদম্বিনীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি কোন্ মুখ লইয়া মর্ত্ত্যে যাইব ?" মহেন্দ্র ব্রহ্মার দিকে আর চাহিলেন না, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নখ দিয়া হরিচন্দনের পত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি বরুণের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বরুণ বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া

লেন,—"আমার দিকে চাহ কেন প্রজাপতি? ম কি সেই মহাশক্তিময় তাম্রতারের হেঁপায় য়া অম্লজান আর জলজান নামে দুইটা বাষ্প য়া আসিব?—আমি যাইব না।"

সন্তানকের পত্রান্তরাল হইতে অরুণদেব উঁকি রিতেছিলেন। প্রজাপতির সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। ত্রীসুন্দরী ব্রহ্মার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, কুরদা, ওদিকে চাহিও না, ওর বিদ্যা সেখানে হর হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্ত্যবাসিগণ বুঝিয়াছে,— ্যার বার বৎসরে আঠার হাত করিয়া কমিয়া সতেছে, আর কিছুকাল পরে উঁহাকে আমারই প্রাপ্ত হইতে হইবে। চন্দ্রদেব বহুকাল হইতেই হইয়াছেন, মানব উঁহাকেও নারী বলিতে ড়বে কি?" সূর্য্য লজ্জায় অস্তাচলের গুহায় র মুখ লুকাইল। ব্রহ্মা আকুল নয়নে গোলোকের ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, গোলোকের বদ্ধ, পুরীর আর সে শৃঙ্খলা নাই, দ্বার- জয়-বিজয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সনক ন ও সনাতনের গান প্রবল ঝটিকায় উড়িয়া াছে। ভগবানের অস্তিত্বলোপের জন্য ডিনা- ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্ট, এনার- , নিহিলিষ্ট, নিরীশ্বরবাদিগণ জগতে ঈশ্বরত্ব বে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ এ রাজা তেছে। কাল ও রাজা মরিবার আশঙ্কা য়াছে। কেহ বা আতঙ্কে জড় সড়, কেহ বা র মর মর। ঘরের আরসুলা টিকটিকি পর্য্যন্ত কশাইগুলার দলে যোগ দিয়াছে। ভয়ে রাজার , দেবতার দেবতা, পদ্মালয়াকে লইয়া পটোল য় দিয়া কলসী-শয্যায় অতি দীনভাবে অনন্ত- নে শুইয়াছেন। কে তাঁরে তুলিবে?

দেবগণ তখন একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি রল।—কি হইবে? অমর যে মরিবার নয়, ও দুঃখতার মাথায় বহিয়া অনন্ত প্রাণ লইয়া ভাগ্যেরা কি করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, "চল, সকলে ধর্ম্মকে স্কন্ধে লইয়া রুশৃঙ্গে পলাইয়া যাই।"

দূরে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে উদ্‌গ্রীব য়া সেই দিকে মুখ ফিরাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে কে আসিতেছে? বাইজীর জেড়ুয়ার ন্যায় রত্না- লঙ্কৃত, অথচ মলিন বদন, সজল নয়ন, মরুদী সীর মত অনবরত কাসিতে কাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? কে—ও, ধনাধিপতি কুবের নয়? কুবের আসিয়া ধড়াস করিয়া পদ্ম- যোনির সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। পদ্মযোনি বলিলেন, "এ কি?—বলি উত্তর-দিক্‌পাল, এ কি? এই নাও তামাক খাও,—বলি ব্যাপার কি? এমন করিয়া ছিন্নমূল তরুর মত আছাড় খাইয়া পড়িলে কেন? বলি ওহে ভায়া, কথা কও না যে। ব্যাপার কি? আমরা যে তোমার ওখানে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি।"

"আর ব্যাপার—সমস্ত জগতের ধন আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমার ঘরে ডিটেক্‌টীভ পুলিস ঢুকিয়াছে, সুমেরুর গহ্বরে গহ্বরে তল্লাশ লাগাইয়াছে।"

"আঁ—আঁ! বলিলে কি?"—দেবগণ সমস্বরে একট বিকট চীৎকার করিয়া হাঁ করিয়া কুবেরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলে—দৈত্যদানবের অগম্য, বিপন্ন দেবতার আশ্রয়স্থল—সুমেরু অচলে মানুষে আরোহণ করিল? ওহে কুবের, পাগলের মত কি কথা বলিতেছ?"

"আর বলিতেছি"—কুবের বলিল, "আর বলিতেছি—যাহা দেবতা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই তাই ঘটিল। সুমেরু-শৈলে মানুষ উঠিল, আমার ইজ্জত রাখা ভার হইল। বহু লোকে আজ বহু বৎসর ধরিয়া সুমেরু অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এত কাল একমাত্র তুষারবাণে সকলকে বিফল- মনোরথ করিয়া আসিতেছিলাম; এমন কি, সাহসি- কুলচূড়ামণি মার্কিণ চতুর্ধুরীণ ফ্রাঙ্কলিনকেও যমের ঘরে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সাহসী নরকুলের গোঁ ফিরাইতে পারিলাম না। তাহারা একটা রথী দম্পতী পাঠাইয়া দিল। এবারে তাহারাই সর্ব্বনাশ করিল। কি জানি, কি কুহকে আমার প্রধান সহায় বিজয়ের একমাত্র উপায় বরফ-প্রান্তরকে বশে আনিল। সেই বিশ্বাসঘাতক বরফাধমই নরওয়ে নিবাসী ন্যানসেন ও তাহার পত্নীর জাহাজ বুকে বহিয়া আনিয়া আমার বাড়ীর দুয়ারে লাগাইয়া দিয়াছে। রক্ষা কর প্রজাপতি, অগতির গতি, আমার প্রাণ যায়।"

সকলেই তখন গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর।"

"চুপ কর, চুপ কর, গোল করিও না, আমাকে বলিতে দাও।" ধনাধিপতি উর্দ্ধবাহু হইয়া গভীর

চীৎকারে সকলকে থামাইয়া দিল।—"কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? এ দেব-দানবের যুদ্ধ নয়, রক্ষ-মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কুকুরের সহিত যুদ্ধ করিতে কি সাহস কর? ওই দেখ, গোটা বার কুকুর মহানন্দে চারিধারে ছুটাছুটি করিতেছে। ওই দেখ আমার শ্বেত ভল্লুককূল নির্ম্মূল হইল। যেমন যাইবে, জ্ঞানসেন ও তৎপত্নীর একটিমাত্র ইঙ্গিতে তোমাদের টুঁটি ধরিবে, আর রামও বলিতে দিবে না, গঙ্গাও বলিতে দিবে না।"

সকলে কুবেরের পানে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। নলরূপী ফোপরা বাস্থকি লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কলিকার অগ্নি জলস্পর্শে নিবিয়া গেল। চারিদিকে শব্দ উঠিল—কেবল হায়—হায়!

পটোলোপাধান কলমীদলে শয়ান ভগবান্, ভক্তের এ দুঃখ আর সহিতে পারিলেন না। দেবগণ দৈববাণী শুনিল,—"মাভৈঃ, ভয় নাই, আমি অসিয়াছি।"

নব-জলধর-বিজরীরেখা সো করিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন—"গোলোকনাথ, এ কি? ক্ষীরোদতল-বাসিনী সুধাভাণ্ডধারিণী দেবতায় অমরকারিণী মোহিনি! আবার কি ভোলাকে পাগল করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছুটাইবে?" দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে গদ গদ কণ্ঠে বলিল,—"দয়াময়, এ কি?"

দয়াময় বলিলেন,—"এবারে এই, এবারে নারী অবতার!"

"হেনরী মার্টিনী, শ্লাইডার, টরপেডো, ম্যাক্‌সিম্ কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যুদ্ধ করিতে পারিব না, হোয়েল ফিশারি হইয়াছে, মীন হইতে পারিব না, হইয়া গুলী খাইয়া 'হ্যাম' হইতে পারিব না, কূর্ম্ম হইয়া হোটেলের গ্লাসকেস শোভিত করিতে পারিব না; নরসিংহ হইয়া আলিপুরের পশুশালায় কে প্রবেশ করিবে? বৃন্দাবনবিলাসী হইয়া মেজেষ্টরের কাটগড়ায় কে উঠিবে? ভারতবর্ষে আর পয়সা নাই, কে ড্যামেজ দিবে? আমি নারী হইব, নারী হইয়া পুরুষের তেজ ভাঙ্গিব। তোমরা নির্ভয়ে যে যার গৃহে গমন কর।" তখন,—

সগর্ব্বে রবাব বীণা বাজিল মুরলি,
দেবগণ ঘরে চলে হরি হরি বলি।
নারী হ'ল অবতার সমীরণ গায়,
মর্ত্ত্যের পুরুষগুলা করে হায় হায়।
পর্ব্বত পাথর হ'ল, সিন্ধু হ'ল জল,
তারকা উজ্জল হ'ল গাছে ঝোলে ফল।
আগুন গরম হ'ল, ঠাণ্ডা হ'ল হিম,
শর্করা মধুর হ'ল তেঁতো হ'ল নিম।
ভকাতে কেবল মাত্র মরুভূমে বারি,
রমণী পুরুষ হ'ল, নর হ'ল নারী।

——

অবতরণিকা

শ্রীমতী কাননিকা কবিরাজকুল কলঙ্কিত—শ্রীবিষ্ণু—উজ্জ্বল করিয়াছেন। চ্যবনপ্রাশ, কস্তুরী-ভৈরব, ত্রিফলাকল্প, মকরধ্বজে মনুষ্যের আর উপকার হয় না বুঝিয়া, ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে দেখিয়া, কাননিকা নূতন পথাবলম্বনে নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এলোপ্যাথীর কম্পাউণ্ড, হোমিওর পাল্লা, আর আয়ুর্ব্বেদের সন্নিপাত। ইহাতে টেরাপ্যাথীর পাতাল গমন, হাইড্রোপ্যাথীর বিরেচন, ইলেকট্রোর বমন; ইহাতে রোগীর জ্বর-জ্বালা ত দূর হইবেই; অধিকন্তু ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা মরিবে, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসাপনোদন হইবে। শোকী আহ্লাদে নৃত্য করিবে, বিয়োগী আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইবে, মরণোন্মুখ নর ঔষধ-প্রভাবে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিবে। আর কি হইবে!—ঔষধের গুণে গহন বনে শুকতরু মুঞ্জরিবে।

লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্ত্তের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিতেছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়া পথেই আরোগ্যলাভ করিয়া, পথ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছে। কাহাকেও বা আসিতেও হইতেছে না, ঔষধের নাম শুনিয়াই রোগমুক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা, করাচী হইতে সিলেট, গিলগিট হইতে সুন্দরবন, কাছাড় হইতে কাঞ্চী, সকল স্থানের সর্ব্ব জীবের মুখে এ ঔষধের গুণ ধরে না। নরনারী চীৎকারে, অশ্ব হ্রেষারবে, মাতঙ্গ বৃংহিত ধ্বনিতে, গাভী হাম্বায়, ময়ূর কেকায়, কোকিল কূজনে, এমন কি, ভ্রমর গুঞ্জনে ও সমীর নিস্বনে ইহার যশোগান করিতেছে। ভারতে নূতন,—সব রক্ষার জন্ম ঔষধ পেটেন্ট।

এমন ঔষধ তোমার বিদিত না হওয়াই বিচিত্র। তবে গ্রহদুর্দ্দৈববশে বধির তুমি ঔষধের কথা যদি না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই যোগিঋষির অগোচর স্বর্গদুর্লভ ঔষধের নাম করিতে হইল। প্রথমেই সন্দেহের কথা। যোগিঋষিই যদি জানিতে না পারিল, তাহা হইলে এত জীব ঔষধের কথা কি প্রকারে জানিল? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আজিকালি বঙ্গবাসী আমরা এইরূপই জানিয়া থাকি। যাহা যোগিঋষি জানে না, দেবতাও শুনে নাই, তাহাই আমরা জানিয়া ও শুনিয়া থাকি। আমাদের দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দিব্যচক্ষু আছে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বসিয়া মুদিত নয়নে কল্পবৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাই। দিব্যকর্ণ আছে। সংসারের কোলাহলের মধ্যে বসিয়া, ভূমি-কম্পান্দোলিত বিশাল সাগরের ভীম গর্জ্জন তরঙ্গ-তীরে অবস্থিত হইয়া, আকাশের গান শুনিতে পাই। দিব্য ক্ষুধা আছে। সারের সার লক্ষ্মীরূপিণী ধান্য-রাশিকে রাক্ষসের কবলে ধরিয়া দিয়া, সমীরণ-সেবনে উদর পূর্ণ করি। যোগিঋষির অজ্ঞাত গুহ্য কথা আমরা জানিব না ত জানিবে কে? অতি গুহ্য তত্ত্ব-কথায় গৃহ গৃহ নিনাদিত।

তবে এ কথা কে না জানিবে? ভাই হে! তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। না জানিলে তোমার নিস্তার নাই। রঙ্গমঞ্চের লীলাময়ী ললিতার নবনীত-কোমল করাঙ্গুলিধৃত কুসুমকোমল চাবুকের আবেশকর প্রহারের ভয়ে, অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক অভিনয় দেখিয়া বিরক্ত হইয়াও অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া থাকে। জানিতে শিখিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করিও না। ইটালীর Inquisitionএ গ্যালিলিয়োপ্রমুখ অনেক উদ্ধত পণ্ডিতকে 'সূর্য্য ঘুরিতেছে' এই কথা স্বীকার না করায়, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল। যাহারা ভয়ে তাড়নায় অথবা অবশেষে প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিয়া স্বীকার করিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল। যে অস্বীকার করিল, তাহাকে সেই পাপে কারাগারেই অস্থিপঞ্জর রাখিতে হইয়াছিল। ভাই! বুঝিয়া সুঝিয়া সাবধান।

কাননিকা পঞ্চাবতার, কাননিকা কবি, আর তাহার অব্যর্থ আদি ও অকৃত্রিম ঔষধটির নাম কবিতা-রস। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও কাননিকাকে দেখিয়া আর তাহার অনৈসর্গিক অথচ অতি মধুর হাবভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যদি কখনও ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহা এই রমণীরূপে। অধিক আর কি বলিব, কাননিকার অবতারণায়, নিরীশ্বরবাদী পৌত্তলিক হইয়াছে, চার্ব্বাকের দল ঋণ করিয়া ঘি খাইয়াছে, কর্ত্তাভজা গৃহিণীর শরণ লইয়াছে, কম্‌তির (Comte) দল বাড়তি হইয়াছে, নবদ্বীপের প্রেমাশ্রুজলে সুরধুনী ত্রিশ ফুট ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর কত পরমহংস পরমবক হইয়া আধ্যাত্ম-মাছ ধরিতে ভূমধ্যসাগরে উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু রমণীকুলে হুলস্থূল। ঈর্ষ্যায় আকুল হইয়া সকলে বক্ষে করাঘাত করিতেছেন ও মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন। ব্রাহ্মণী কঙ্কণ বেচিয়া বাইবেল কিনিলেন, খৃষ্টানী পশ্চিমমুখে বসিয়া নেমাজ পড়িলেন, মার্কিণী থান ধরিলেন; সাধারণী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিলেন, আদি বাদী হইলেন। "ঈশ্বর নারী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবে!—পোড়া কপাল সে ঈশ্বরের, আমরা ঈশ্বর মানি না।"

কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ। ঔষধের গুণাগুণ লইয়া তর্ক করিতে চাহি না, কবি হও—বুঝিতে পারিবে। তবে একান্তই যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী যাহার কাছে যাও, সেই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। বিলাসী দেশীয় রাজার অত্যাচারে যে ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া যাইত, তুলিবার লোক নাই বলিয়া সেই কাব্যকুসুম এখন ঘরে ঘরে ফুটিতেছে, পথে পথে গড়াইতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িতেছে।

কবিতা লেখে না কে? কাব্য বুঝে না কে? নারী হইয়া যদি তুমি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার প্রভু বাজার-সরকার-শিরোমণি। পুরুষ হইয়া যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার গৃহিণী তোমার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, রন্ধনশালার পঞ্চালনন্দিনী। না পারিলেও বুঝিয়াছি বলিতে লজ্জিত হইও না। ভাই হে, বুঝিয়া রাখ, কাননিকা কবি।

কবি না বলিয়া কি বলিব? কবি শব্দ স্ত্রীত্ববাচক হয় না জানি, তথাপি কাননিকাকে কবি না বলিয়া কি বলিব? মনে যে কত কথা আসিয়া পড়ে, ব্যাকরণের জাতেরস্ত্রাদীপ, ইদন্তাদীপ বা, গার্গ্যাণ্যাঃ—কত

সূত্রের ছবি জাগিয়া উঠে! কিন্তু হায়! নিরুপায়, কাননিকাকে আমরা কোন সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণে, অভিধানে, মানুষের পাণ্ডিত্যাভিমানে—দশ দিক বন্ধনে কাননিকাকে কবি বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হায়, দেবভাষা সংস্কৃত! তখন যদি জানিতে, এই ভারতে কবিতারসময়ী নারী জন্মগ্রহণ করিবে, হৃদয় ভরাইবে, ভুবন মাতাইবে, আর জানিয়া শুনিয়া যদি একটা অভিধান দিয়া যাইতে, তাহা হইলে লিঙ্গনির্ণয়ে আমাদের এত লজ্জায় পড়িতে হইত না! যদি জানিতে ডুমুরের ফুল হইবে, কল টিপিলেই জল বাহিরিবে, তাহা হইলে পাণিনিকে লইয়া আর টানাটানি করিতে হইত না। অথবা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষি অনেক বুঝিয়া, সমাধিবলে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া নারীকেও পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যাহার হৃদয়কন্দরে কোটি কোটি নরনারীর সোনার কাটি রূপার কাটি নিহিত আছে, সে পুরুষ হইল না, আর যে যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিয়া গমনে বিরত, এমন দুর্ব্বল তুমি হইলে পুরুষ! তবেই স্থির হইল, কাননিকা কবি। এমন কবির জীবনচরিত লিখিয়া লেখনী সার্থক করিব। সকলে আমার সহিত যুক্তকরে বল :—

যত্ন ক'রে ভাঁজিয়াছি গৌরচন্দ্রিকা,
আদরে সাধিয়া দিছি অবতরণিকা।
এই পাপভরা মর্ত্ত্যে করিয়া ভূমিকা,
নাবালিকা আদিলীলা শেষ বিভীষিকা
দেখাইতে রঙ্গে ভঙ্গে এস কাননিকা,
ফুল দেব শত শত জবা শেফালিকা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
সোনার থালে ভাত দেব—আর দেব 'নিকা,'
ছন্দের মিলের তরে ওগো কাননিকা!

—

ভূমিকা।

কাননিকার ভূমিকা, ভরা অমাবস্তার নিবিড় তিমিরাম্বরা নিশীথ যামিনী। সেই সময়ে শনি-শুক্রাদি গ্রহগণ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া মীনরাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ভূতভাবন ভগবান্ ভুবনের ভার হরণ করিবার জন্ত মথুরা নগরে কংসকারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকার জন্মের পর জ্যোতির্ব্বিদ্-মুখে সময়ের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং বালিকার ক্রন্দনের কিছু বিশেষত্ব শুনিয়া, দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে সকলেই ভাবিলেন, বুঝি অন্তঃপুরবদ্ধা নিত্যপীড়িতা ভারত-ললনার দুঃখ দূর করিবার জন্ত ভগবান্ এবার নারীরূপে অবতীর্ণ হইলেন! অমনি সকলের চক্ষু খুলিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসমা নন্দিনী, নারীকুলে জন্মিয়াও বৃন্দাবনে নন্দের বোঝা মাথায় লইয়া, মাথায় চূড় ও কটীতে ধড়া পরিয়া, নরাকৃতি গাভীকুল প্রহার করিতেছেন। মাতা দেখিলেন, তাঁর সাধের গোপালী সুবল সুদাম বসুদামাদি গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া, তুরঙ্গোপরে এক হস্তে বল্গা, অন্য হস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া বকাসুর সংহার করিতেছে!

রমণীকুল দেখিল—তাহাদের দাসত্ববন্ধন ছিন্ন হইল। উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন আজীবন ললাট-স্বেদ পাদমূলে নিক্ষেপ করিয়াও, বিনা অর্থরাশি ব্যয়ে যে দাসত্বপ্রথা উঠাইতে পারেন নাই, গোপালীর জন্মমাত্রেই সেই ভীষণ দাসত্বপ্রথা ভারত হইতে উঠিয়া গেল।

দিব্যচক্ষে সকলে দেখিল,—রমণী পুরুষের স্কন্ধে উঠিয়াছে। গড়ের মাঠে শ্যামল তৃণে ফুল ফুটিয়াছে। প্রান্তরচারিণী কুলকামিনীর চরণপঙ্কজ-মধুপান-বিহ্বল ফুটবল আপাদকণ্ঠোদর দ্বিগুণ ফুলাইয়া তৃণ-কুঞ্জে গা ঢালিয়া নীরবে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ক্রিকেট-উইকেট প্রকৃতির রীতি লঙ্ঘন করিয়া ছুলিতেছে। চপল টেনিস বল, বিস্তারিত-কারামুক্ত "নব পাশ"-গ্রস্ত যুবকের মত ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া গগনমার্গে ছুটিতেছে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের আর এক পর্দ্দা উঠিয়া গেল। সকলেই তখন দেখিল,—ষ্টেশনের "ষ্টীম এঞ্জিন" রমণীপাদস্পর্শ মাত্রেই মত্ত ঐরাবতের বল ধরিল। ভীম হুঙ্কারে বহুকালের হৃদয়-নিহিত-দুঃখ-রাশি উদগার করিয়া বাষ্পীয় রথ মনোরথবেগে ছয় মাসের পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রি-মূলে উপনীত হইল। আনন্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা সপ্তস্বর্গ ভেদ করিয়া মাথা তুলিল। পিক কুহরিল, ভ্রমর গুঞ্জরিল, ঝিল্লী ঝিঁঝিল। মানসসরোবরে আবার নীলোৎপল ফুটিল! উত্তর গগনপ্রান্তের রঙ্গময়ী "অরোরা বোরিয়ালী" "দুর্জ্জয়লিঙ্গে" ছাউনি করিল। সংসারের কোলাহল হইতে বহু দূরে অবস্থিত, গিরিপ্রবাসী যোগিবর ভূমিবিলম্বিনী তুষার-সিক্ত সুবর্ণজটায়

শিরোবেষ্টন করিতে করিতে শঙ্করের ধ্যান ভুলিয়া গাহিল,—"দীর্ঘকাল পরে কেন এ ভাব আবার ? কেন এ কটাক্ষ লালসার ?" হিমালয় লালসাস্পর্শে বিকম্পিততনু যোগিবরের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিল :—

গন্ধাঢ্যোয়ং ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত-মধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত ॥

কুমারিকা নীহারিকাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই ল্যাভেণ্ডার ! প্রেমময় বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন ! পুরুষের প্রভুত্ব-দুর্গ এইবার বুঝি ভূমিসাৎ হইল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে একান্তে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-মুখ-নিঃসৃত গীতামৃত পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস সঞ্জয় ! নারায়ণ ওটা কেমন কথা কহিলেন ?"

তখন সঞ্জয় নিজের ভ্রম বুঝিয়া, কথাটা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "নারায়ণ বলিলেন,—

"পরিত্রাণায় নারীনাং সমাজদলনায় চ ।
নারীদেহে তবং কৃত্বা সম্ভবামি কলৌ যুগে ॥"

সুখের পাঁচ মাস দেখিতে দেখিতে যেমন কাটিয়া যায়, তেমনি কাটিয়া গেল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে বালিকা কত হাসিল, কত কাঁদিল, কত মাটী খাইল। মাতা তাহার মুখে একদিন ব্রহ্মাণ্ডই দেখিয়া ফেলিল। এইরূপ হাসিতে, কাঁদিতে, মাটী খাইতে, ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে বালিকার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল।

নামকরণিকা।

ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও নোলকধারণ। এই দুয়ের সঙ্গে চিরাগত প্রথানুসারে নামকরণও হইয়া থাকে। পুত্রবধূর সাতটি সন্তান একটি একটি করিয়া পূতনা-রাক্ষসী ও লিভর-রাক্ষসের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে,—পিতামহী তাই বাবাঠাকুরের দ্বার ধরিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠমাত্রেই পৌত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন, "বাবাদাসী"। মাতামহী অবশ্য এ নামে তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু কি করেন, বৈবাহিকার সম্মানরক্ষার্থ অনেক বিবেচনা করিয়া, বাবাঠাকুরের নাম পঞ্চানন্দে পরিবর্ত্তন করতঃ এই অষ্টম গর্ভের বাবাদাসীর নাম রাখিলেন, "পঞ্চাননা"। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দিবালোকে নাম-কুসুমকাননের ভিতর হইতে একটা টগর আর একটা বক ফুল তুলিয়া আনা হইল দেখিয়া, চারিদিক হইতে একটা মহান্ হলহলা উপস্থিত হইল। মামী চক্ষু মুছিল, মাসী নাক ঝাড়িল, গঙ্গাজল পেট ফুলাইল; বকুল-ফুল ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণলতার নাম হইল ধুতুরা! এ কাহারও প্রাণে সহ্য হইল না।—পিতামহী-মাতামহীপ্রদত্ত নামের উপর চারিধার হইতে অজস্র বচন-ছটরা নিপতিত হইতে লাগিল। অতি মূর্খেও বুঝিল, নামের প্রাণ বুঝি আর টেকে না।

নামকরণের দিবস চারি দিক হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্ত্যে ব্যাণ্ড। তখন—

যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছা ধন'।
প্রমোদা রাখিল নাম 'কুসুমকানন' ॥
মামীমা আসিয়া নাম থুইল 'পারুল'।
মাসীমা থুইল নাম 'লেভেনিয়া ফুল' ॥
মাসীমার 'পাউডার' ছুটিয়া আসিয়া।
থুইল 'মিঠাই' নাম বাছাই করিয়া ॥
বালিকার মুখ দেখে মাতুলের শালী।
আদর করিয়া নাম রাখিল 'দুলালী' ॥
মানিনী মোদক বি, এ মুখে মধুভরা।
মধুকণ্ঠ বাছা নাম দিল 'মনোহরা' ॥
কুঞ্জবালা নাগ এম, এ কেতাব খুলিয়া।
সিলেক্ট করিয়া নাম দিল 'অফিলিয়া' ॥

কেহ বা নাম রাখিল 'লবঙ্গলতা', আবার কেহ বা রাখিল 'কপির পাতা'। এইরূপ কত লতা পাতা ফুল, কত ভৃঙ্গ-পাখীকুল, গিরি নদী উপকূল, প্রমদাগণের প্রেমাকর্ষণে সেন-ভবনে আসিয়া অনন্ত হইয়া নাম-সাগরে ডুবিয়া গেল। কত কুটুম্বিনী, কত গাঁদান সম্পর্কীয়া কামিনীকুল আসিয়া, মণ্ডলাকারে বালিকায় ঘেরিয়া বালিকার গায় নামসুধা ঢালিয়া দিল। উড়ুপোপম ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই দুস্তর নাম-সাগর পার হইব ?

কিন্তু কাননিকা নাম রাখিল কে ? কে রাখিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অন্নপ্রাশনের পর যে দিন বালিকা শয়ন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও ভুজঙ্গগমন ছাড়িয়া, প্রথম হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল, যে দিন উঠিয়া পড়িয়া, দুলিয়া

চলিয়া আগু পাছু দুই এক পদ চলিতে শিখিল, সেই-দিনেই কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বালিকা গৃহপ্রাঙ্গণস্থ ক্রোটনকুঞ্জে যাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়াছিল। যে দিন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সেই দিনেই শিশু সভয় পদে অভয় ভর দিয়া, চপলাচমকে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, যাইতি লতার অন্তরালে দণ্ডেক সময় লুকাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বালিকার এই অত্যাশ্চর্য্য কাননপ্রীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বালিকার সহিত কাননের প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ আছে অনুমান করিয়া, কাননিকার জননীর ভগিনীর ননদিনীর প্রাণসজনী স্নেসিকা বালিকার নাম রাখিল—কাননিকা।

অমনি কে যেন কোথা হইতে আসিয়া কেমন করিয়া গোলাপ মল্লিকাদি কুসুমরাশি সেনেদের অন্তঃপুরস্থ যোষিৎমণ্ডলীর পদপঙ্কজে ঢালিয়া দিল। সমীরণ স্বন্ স্বন্ বহিল, হুতাশন গন্ গন্ জ্বলিল, বৃন্তচ্যুত যূথিকা ঝর্ ঝর্ ঝরিল! আর সন্ধ্যাকালের অরুণিমগগনবিহারিণী হিরণ্ময়ী কাদম্বিনীকুল ধীর সমীরে অঙ্গ ভাসাইয়া, তরতর করিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল, নামকরণ এইবারে ঠিক হইয়াছে।

নাবালিকা

কাননিকার বাল্যলীলা লিখিব কি?—কিংবা তোমাকে একেবারে সেই প্রেমময়ীর যৌবন-তটিনীর তরলতরঙ্গে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দিব? সংসারের দুঃখভারাক্রান্ত তুমি পড়িতে পড়িতে ডুবিয়া যাও! যদি কখন বাঁধন খুলিয়া ভাসিতে পার, তরঙ্গপ্রহারের তাল সামলাইয়া উঠিতে পার ত বৃকোদরের বল পাও। না পার ত সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াইলে! কিন্তু হায়! পোড়া রসাল যে গাছে ফলে! তুমি আমি তার তলে—সেই সিন্দুর-রাগরঞ্জিত—দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ক্ষুরধার-দশন কাঠবিড়াল-খণ্ডিত পক্ক রসালটির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি। কখনও ভাবি হায় রে রসাল! তোরে বৃন্ত-বন্ধনে বাঁধিল কে? বাঁধিলই যদি, কেন তবে ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত আমার গৃহপ্রাঙ্গণে, আমার অনুন্নত পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায় আনিয়া বাঁধিল না? আমি হস্তপ্রসারণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। কখনও ভাবি, এমন বিশ্রী, নীরস, দক্রুদমাচ্ছন্ন সহকার-স্কন্ধে এমন দিগন্ত-প্রসারী কঠিন শাখায় এমন সোনার ফলটি রাখিল কে? রাখিলই যদি, ফলটিকে মাকাল করিল না কেন? কাঠবিড়াল কাছে বসিয়া করলেহন করে; পাখী পাখা ঝাড়িয়া মাথা নাড়িয়া প্রলাপ বকে; তুমি নিম্নে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পাখী-বিড়ালের রঙ্গ দেখ, আমি কল্পনার আকর্ষী দিয়া ফলটিকে আমার কুঞ্জে আনিয়া তাহার হৃদয়ে একটু মধু ঢালিয়া দিই।

তাই হে বিধিবিড়ম্বনা! এই সহকারেই সোহাগ ভরে, শাখায়-শাখায়, পাতায়-পাতায় জড়াইয়া, মাধবীলতা প্রাণ পায়। এই সহকারশিরেই প্রভাত-সমীরে তরঙ্গ তুলিয়া, বসন্তবিনোদী পিকবর ললিত পঞ্চমে গান গায়। তাই হে!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ যায় না হ'টে।
যেইখানে চন্দ্রকলা সেইখানে বটে॥

অনেক দুঃখে মানব কল্পনার আশ্রয় লয়। ছলনা-বঞ্চনার লীলাস্থল সংসারক্ষেত্রে পা বাড়াইতে সাহস না করিয়া, কত অকেজো পাগল ঘরে বসিয়া আকাশকুসুম দেখিতে ভালবাসে। তাই ত, সহকার-তলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলি, 'ভাই, অতি-গৌরব! দুলিতে দুলিতে গলিয়া যাও। আর যেন তরু তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। সুধারূপিণী তুমি ঝরিয়া ঝরিয়া, এই হতভাগ্যের বদন-কাম্যকূপে ঝাঁপ খাইয়া ডুবিয়া মর। মরিয়া 'দিল্লীশ্বরো বা' হইয়া আমার হৃদয়-রাজ্যের দুর্বৃত্ত প্রজার দমন কর। তোমার আকস্মিক পতন-প্রহারে মরিয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মরিতে মরিতে মরিব না। ইচ্ছামৃত্যু লইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুইয়াও, সহস্রবাণবিক্ষত কলেবরে আহা উহু মরি মরি করিতে করিতে যত দিন পারি, বাঁচিয়া রহিব'। তাই বলি, মধুভরা কাব্যরসের আকর, অন্তর্নিহিত কাব্যভ্রমর কাননিকার যৌবন-রসাল! কেন তুমি নীরস, অমসৃণ বাল্য-তরুশিরে অবস্থিত হইয়া সমীরণ-সোহাগে দুলিতে দুলিতে তরু-মার্জ্জার আর পরভৃত পিক-বরের লালসা বৃদ্ধি করিবে? তাহারা গাছ হইতে গাছে ফেরে, ফল হইতে ফলে যায়। আর আমরা কেবল তোমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি।

আমাদের কামনা কি পূর্ণ হইবে না? ভাই, উতলা হইও না।

একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমালোচনার তীক্ষ্ণ দর্শনে অবতারের বাল্যলীলা-বর্ণন-পথে অনেক আবর্জ্জনা-কণ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাল প্রান্তরের সীমান্তে অবস্থিত অমর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এত দিন পরে স্বরচিত ব্যাসকাশীতে আসিয়া লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল যমুনাশীকর-সিক্ত সুধাভাণ্ডটি সকলে মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। মহাভারত-রচয়িতা শ্রীমদ্ভাগবতের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের তীব্র কটাক্ষে রাসেশ্বরীর কোমল প্রাণ বুঝি আর টিঁকে না। দুই দিন পরেই শ্যামের বাম খালি হইবে। আমি নরোত্তম শর্ম্মা ঢেঁড়া দিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বিশাল বঙ্গে যে কেহ কৃষ্ণকে অবতার বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিয়া থাক, সকলে এই বেলা মৎসমীপে আবেদন কর। বালক হও, অশীতিপর বৃদ্ধ হও, রসসাগর যুবক হও, কিংবা হাস্যময়ী লাস্যশালিনী রসতরঙ্গিণী যুবতী হও, অথবা রক্তদন্তা দীর্ঘকর্ণা সূর্পণখা বর্ষীয়সীই হও, তোমাদের মধ্যে আরাধনে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকেই শ্যামবিলাসিনী করিয়া দিব। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মত পেঁচি অহিফেনসেবী নহি। সে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ খাইয়া কেঁড়ের মাপ লইয়া গোল করিত, আমি দাম দিয়া দুধের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। আমাকে অবিশ্বাস করিও না।

আর এক কথা। কোন্ অবতার বাল্যলীলা দেখাইয়াছেন? ভূবিজয়ী পরশুরামের দেবত্ব-বিকাশ ক্ষত্র-সংহারে, বামনের বলিছলনে, হরধনুর্ভঙ্গে ও ভার্গবের দর্প-চূর্ণনে আদর্শরাজ রঘুকুলেশ্বরের দেবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। গম্ভীর রজনীতে পতি-পার্শ্বগতা স্বপ্নাঙ্ক-সুখশায়িনী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া গৌতম কুলচন্দ্রমা সন্ন্যাসাবলম্বনে ন্যগ্রোধতলে যৌবন-স্ফুটিতা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। দেবীনন্দন ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে, মহম্মদ চত্বারিংশতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া নিজ নিজ দেবত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে এই সকল মহাপ্রাণ আকাশকুসুমের মত মানব অগোচরে ফুটিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট আকাঙ্ক্ষিতের মত ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন নাই বলিয়া, সকলেরই জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। তবে কাহারও বা সূতিকাগৃহে স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল, কাহারও বা সূতিকাগৃহপার্শ্বে, সহসোদিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রতারকা-পরিচালিত মেজাইগণ (mgai) আগমন করিয়া, সমবেত স্বরে ভগবৎসন্তানের যশোগান করিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জিহোবী দেবমন্দিরে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করতঃ আবার আঠার বৎসর পরে গালিলীসাগর-বিধৌত শ্যামল প্রান্তরে দণ্ডায়মান ঈশ্বর-সন্তান আন্দ্রুপ্রমুখ ভ্রাতৃবর্গকে জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। যিশুখ্রীষ্ট এই অষ্টাদশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কোন 'সুসমাচার' পড়িয়া কে কবে কি জানিতে পারিয়াছে?

তবেই হইল, অবতারের বাল্যলীলা নাই। কাজেই আমাদের কাননিকা জন্মমাত্রেই গিরি-প্রস্রবিণীর মত অন্তরে অন্তরে রসিয়া অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সৈকত-পুলিনে পশিয়া, ভাদ্রের গাঙের মত একেবারে ভরা যৌবনে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি মুণ্ডপাতের হাসি হাসিতে হাসিতে, 'ভাঙ কূল ভাঙ কূল' করিতে করিতে আসিয়া পড়েন, এইটিই না তোমার কামনা? কিন্তু তাহা আর হইল কই?

কাননিকার বাল্যলীলায় পূর্ব্বরাগ আছে; প্রেম-বৈচিত্র্য আছে; দিব্যোন্মাদ আছে। ইহা ভিন্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর পেটেণ্ট প্রেমরঙ্গ হিষ্টিরিয়া আছে। তাহার উপরে আছে লোকসমক্ষে অশ্রুজল, আর অন্তরালে জীবননাশী, সখী-সখার করপীড়নে মুচকি হাসি। সবই যদি রহিল, তবে নাই কি? সেই গোচারণের মাঠ আছে, কিন্তু গোধন নাই। সেই গোবর্দ্ধন গিরি আছে, কিন্তু ধারণ নাই। নব নারীর বদলে নব নর আছে, কিন্তু বারণ নাই। সেই যমুনার জল আছে, কদম্বের তল আছে—সন্তরণ আছে, কিন্তু হায় আরোহণ নাই। আর সেই কুটিলার ভাই গর্দ্দভকুলের চাঁই আয়ান আছে, কিন্তু ত্রিজগতে তার স্থান নাই।

সকলেই স্থির করিল, বালিকা শশিকলার ন্যায় বাড়িবে; কিন্তু কাননিকা সকলকে লজ্জিত করিয়া কদলীবৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ দুই বৎসরে তিন; তিনে পাঁচ; পাঁচে আট; আটে একাদশ বৎসরে উপনীত হইল। দ্বাদশে কাননিকা ষোড়শী। তিন বৎসরে বালিকার হাতে তুলি ও পেন্সিল হইল।

তিন বৎসরে বালিকা কত কি শিখিল। পঞ্চম বৎসরে বায়না ধরিল। সে বড় বিষম বায়না। এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ-ছাদোপরে মাতামহীর হাত ধরিয়া বালিকা পদচারণ করিতেছিল, এমন সময় পথপার্শ্বস্থ উদ্যান ভিতরে একটি বকুলবৃক্ষের অন্তরাল হইতে পূর্ণিমার চাঁদ বালিকার বদনখের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদগুলাকে দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। কিন্তু হায়! হতভাগ্য শশী, মাতামহীর কাছে আত্মগোপন করিতে পারিল না! মাতামহী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দৌহিত্রীকে চাঁদ দেখাইল। বালিকার অমনি চাঁদ ধরিবার সাধ হইল। হাত ছিনাইয়া চাঁদকে ডাকিল। চরণে স্থান পায় নাই বলিয়া, দারুণ অভিমানে অভিমানী শশধর এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে লাগিল। আর তরতর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শশী ধরা দিল না বলিয়া, কাননিকা মাতামহীকে চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিল। 'চাঁদ কি রে ধরা যায়?' বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাতামহী ফুল দেখাইল, ফল দেখাইল, মুখ চুম্বিল, গা নাড়িল। কিছুতেই কিছু হইল না। বালিকার সুর, গ্রাম হইতে গ্রাম, শেষে নগর ছাপাইবার উপক্রম করিল। তখন "গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।" গিরিবর আসিলেন, উমাকে মুকুর দেখাইলেন। কিন্তু হায়! এ উমা ত নগেন্দ্রনন্দিনী নয় যে, "মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিবে মহা সুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে"। শেষে যে যেখানে ছিল, সব আসিল; কিন্তু কিছুতেই বালিকার বায়না থামিল না। ছাদ হইতেও নামিল না; চাঁদ চাহিতেও ছাড়িল না। সহসা কোথা হইতে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, নয়নাভিরাম, সুগোল, সুডোল, একটি বালক আসিয়া একবার সলিলাপ্লুত বালিকার মুখপানে চাহিল। তার পর চাঁদের পানে চাহিল। তার পর গাহিল, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" অমনি আগুনে জল পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া বালকের মুখপানে চাহিল। কিন্তু হায়! সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সে বালক দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল। সবাই চক্ষু মুছিয়া ভাবিল, চোখের ভ্রম।

রসিকা

সুরুচি, বঙ্গভাষার অস্তিত্বলোপের বায়না করে; যে ভাষায় নিধু বাবুর টপ্পা আছে। মানিনী কবি-কুলের মুণ্ডপাতের বায়না করে; কাব্যকাননে রায় বসুর বিরহ আজও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। ভ্রমর গোলাপকে পাহাড়ে পাঠাইতে বোঁ বোঁ করে; গোলাপ তাহার ভার সয় না; কমলিনী স্থলে উঠিতে লালায়িত, জলের হিল্লোলে তাহার প্রাণ রয় না। কবি রমণীমুখের ছাঁচ তুলিবার সাধ করেন:—

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥"

কাননিকার চাঁদ ধরিবার বায়না। বুঝি বালিকা বুঝিয়াছিল, শশি-করে কমল শুকায়, বিরহীর কলেবর দগ্ধ হয়। বায়না করে না কে? তোমার বায়না নাচো 'বলে', তোমার 'তিনি'র বায়না 'পোলো' খেলে। বায়না ছাড়া কে? শয়তান ঈশ্বরত্বে বায়না করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। কংগ্রেস Simultaneous Examination-এর বায়না ধরিয়া কত গালই না খাইল! আয়রল্যাণ্ড হোমরুল লইয়া দেশ মাতাইল। সেই সঙ্গে রেডিকেল লর্ড হাউস উঠাইবার বায়না ধরিল; তাণ্ডব নাচে নাচিল। বায়না কোথায় নাই? কোমলার কোমল হৃদয়ে, প্রবলের বিশাল বক্ষে—তরুতলে, পর্ণকুটীরে, অট্টালিকায়, বেলভিডিয়ারে—বায়না কোথায় নাই? বড়লাটের বায়না শৈলাবাস, 'ছোট'র বায়না 'ফুর্ত্তি' নাশ।

তবে আমাদের কাননিকার বায়না থাকিবে না কেন? বয়সের সঙ্গে কাননিকার বায়নার পরিসর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিল যে, সকলে ঐকমত্যে বালিকার বায়নাবিকারের প্রতিকার-নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। যে সকল চিকিৎসক বীজাণু সকল রোগের কারণ বলিয়া, মাথাধরা হইতে কলেরা পর্য্যন্ত টীকা দিয়া আরোগ্য করিতে চান, তাঁহারা কোন বায়নাবীজের দেহরক্তে বালিকার টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বা চৌম্বকে, কেহ বা তাড়িতে বালিকার বায়নাকীট ধ্বংস করিতে চাহিলেন। এ সকল প্রতিকার [illegible] হইয়াছিল, কিন্তু ঈপ্সিত ফল না।

তবে কবিতায় যে জন্ম হইয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

এক দিন মাতামহের হাত ধরিয়া, গৃহসন্নিহিত প্রান্তরে পরিক্রমনিরতা কাননিকা একটি বল্গাযুক্ত, নৃত্যশীল, সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইল। বালিকাকে ভুলাইবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোক জুটিল। বালিকা ভুলিল না। মাতামহ বড় ফাঁফরে পড়িলেন! কোলে করিয়া নাচাইলেন, অকৃত্রিম ক্রোধ করিলেন। আহা! আহা! বালিকার কোমল অঙ্গে কঠিন করের প্রহার করিলেন। বালিকা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। ক্ষুদ্র তনুখনুখানিতে কথায় কথায় টঙ্কার দিল। তখন মাতামহ অপ্রস্তুত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মুখে চাদর জড়াইয়া ঘোড়া হইলেন। নাতিনীর হাতে চাদর দিলেন। নাতিনী চোখে ঠুলি দেওয়া সেই ঘোড়ায় চড়িল না। উপায়? তবে কি বাসনা-তরঙ্গিণী বাধাবিপত্তি না মানিয়া, সকলের আশা-ভরসা মাথায় লইয়া অকূলে যাইয়া মিশিবে? তাহা হইলে যে সৃষ্টি যায়।

ক্ষুদ্র জল-স্রোত জলে মিশায়। কূলনাশিনী কল্লোলিনীর মুখেই বদ্বীপ হইয়া থাকে। সেই বদ্বীপই আবার ফলে-ফুলে শোভা পায়। সেথায় ফুল্লাঙ্গী প্রিয়ঙ্গুলতা অশোক বেষ্টনে আকাশে উঠে; প্রান্তরচারী সমীরণ-অঙ্গে বুক দিয়া লুব্ধ ভ্রমর ফলে-ফুলে মধু লুটে। সেথায় সকল ভাবের ব্যতিক্রম। গৃহে গৃহে, পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুচক্র।

কাননিকার বাসনা-স্রোতোমুখে বদ্বীপ হইল। তাহাতে কবিতা-কুসুম ফুটিল। দূরে প্রান্তরপারে আঁধারে অঙ্গ ঢালিয়া কে যেন গাহিল—"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।" বালিকার ঘোড়া চড়িবার সাধ মিটিল। তখন সকলেই বুঝিল —কবিতারসই কাননিকার বাসনা-ঝোঁকের মূল। সকলেই বুঝিল, বালিকা রসিকা হইতেছে!

উপক্রমণিকা

কাননিকার মাতামহ নিরঞ্জন সেন, শ্বশুর বিশ্বপাবন রায় কর্ত্তৃক পদ্মানদীর তীর হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, গৃহজামাতৃ-পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনিও শ্বশুরের দেখাদেখি, কিন্তু তাঁহাকে ডিঙাইয়া, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়না দিয়া তিনটি জামাতৃ-শার্দ্দূল ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল ব্রহ্মপুত্রের তীরে, দ্বিতীয়টি মেঘনার ধারে, তৃতীয়টি ধবলার চরে। আমাদের কাননিকা, নিরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা ভামিনীমণির স্ত্রীধন—রমণীচরণ বাগভটের একমাত্র সম্বল। নিরঞ্জনের গৃহ রমণী-হস্ত সংসার-রাজত্ব। কন্যার কন্যা, তস্যা কন্যা —এইরূপ কন্যাপলাশে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। জামাতা, প্রজামাতা, অতিবৃদ্ধ ততোঽধিক এইরূপ জামাতাবলী লইয়া তাঁহার সংসার। আগমে জামাতা, নিগমে জামাতা। উছট খাইলে জামাতার ঘাড়ে পড়িতে হয়। পড়িয়া গেলে জামাতা-যষ্টিতে ভর করিয়া উঠিতে হয়। এক কথায় জামাতায় জামাতায় ধূল-পরিমাণ।

কিন্তু নিরঞ্জনের গৃহ রমণীসঙ্কুল হইল কেন? কন্যার বিবাহ হইলেই ত সে শ্বশুরগৃহে যায়। নিরঞ্জনের গৃহের জলস্রোত পাহাড়ে উঠিল কেন? সে কথা বলিতে পুঁথি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কাননিকা-কাব্যপলায়ে, নিরঞ্জনের সংসার-কথা যে জাফরাণ! কাজেই অগ্রে পলায়ের প্রধান উপকরণ মশলা পিষিতে হইল।

কাব্যময়ী কাননিকার অনন্ত লীলা। দুই চারি স্তবকে লীলা সাঙ্গ হয় কি? পাঠক, বোধ হয়, ইহাতেই বিরক্ত। কাননিকার কাব্যকথা, কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সহিত বাসনা-বিবর্দ্ধনের কথা, চলে চলে বর্ণে বর্ণে রসপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সে রস-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত লীলা-ললিত কাননবালার কথা শ্রবণে ধৈর্য্য চাই। পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। সেলি কিটের আবেশময় কল্পনা কক্ষে যে তৃপ্তি না পাইয়াছেন, ব্রাউনিঙের ভাবসাগরে ডুব দিয়া যে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছেন, পাঠক, কাননিকার কাব্যকথায় আপনার সে তৃপ্তির সাধ ঘুচিবে; ততোঽধিকতর মূল্যবান্ রত্নের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই বলি, পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। আর ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন, উনবিংশ শতাব্দীর এক বৎসরের এক দিবসের এক সময়, ভামিনীমণির সাত রাজার ধন রমণীচরণের শ্বশুর নয়নরঞ্জন নিরঞ্জন কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, নাগরিক-মধুকরের রহস্য-দংশনভয়ে নিরঞ্জনের কথা-কমলিনী দিবসে ফুটিতে ফুটিতে ফুটিত না। যখন ধরণী, কুমারীকুলের

পাটরাণী 'ম্যাবেস' ঠাকুরাণীর মত কোমল বক্ষের রসভরঙ্গ গোপন করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গ তিমির-বসনাঞ্চলে আবৃত করিত, যখন চটের কলের শ্রবণ-ভেদী কোলাহল, গৃহপ্রাচীরস্থ চটককুলের তদ্বৎ মধুর কলকল, দিবালোকে আঁধারদর্শী ক্রিয়াহীন, অন্নহীন, লম্বলাটপটাবৃত নব্যবঙ্গের হা হা, আর সমপ্রাণতায় দলে দলে সমাগত বায়সকুলের শ্রুতিমধুর খা খা— একত্র মিলিয়া, পেচকের কমকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেই সময় সমীরণে সাঁতার দিতে দুই একটি কথা-কুসুম নিরঞ্জনের মুখ দিয়া বাতায়ন-ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিত।

ক্রমে স্বভাবের অভাব হইল। নিরঞ্জনের কণ্ঠমৃণালে কমল না ফুটিয়া টগর ফাটিল। বঙ্গাদপি বঙ্গ-সন্তানের মুখে বাঙ্গালা বাহির না হইয়া ইংরাজী ছুটিল; ত্রিভুবন চমকিত হইল। ডারউইনের প্রেতাত্মা এই আকস্মিক বিকাশের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তিন দিবস তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া বৃন্দাবনের তমালতরুবাসী বানরচরগণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, আফ্রিকার গরিলাবাসে ফিরিয়া গেলেন। প্রতিবেশিগণ অবাক হইয়া রহিল।

কারণ নির্দ্ধারণ আমি করিয়াছি। নানা কারণে নিরঞ্জন বঙ্গভাষা ও বঙ্গনর-কুলের উপর বিরক্ত। ভাষারাক্ষসী নিরঞ্জনের মাথা খাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতিকা বঙ্গভাষা পদ্মার পারে বলে 'লবণ', কলিকাতায় বলে 'নুণ'। সেখানে বলে 'হৈত্যা', এখানে বলে 'খুন'। আর পাষণ্ড নর, তাহার বিশ্বাসহননে দুঃখিত না হইয়া নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া হাসিত। নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাঙ্গালা ভাষা আর মুখে আনিব না; বাঙ্গালীর মুখ আর চোখে দেখিব না; কিন্তু হায়! এ কি কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার প্রতিজ্ঞা,—"কাল মেঘ আর দেখব না, কাল চোখের তারা আর রাখব না সখি", যে কথার অর্থ উলটাইয়া রাগের কথা প্রেমের অর্থ প্রকাশ করিবে! 'আমার কানাই ভাল' দৃষ্টান্তের পরিবর্ত্তে বলাই-অগ্রজের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব বুঝাইবে! এ যে ঊনবিংশতি শতাব্দীর বঙ্গ-যুবকের প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞা অটল। কলিকাতায় আসিয়া মাসৈক-মধ্যে নিরঞ্জন মূক হইলেন। বৎসরৈক পরে চোখে চসমা দিয়া, বাটীর বাহিরে আসিয়া, ইংরেজীতে মুখ খুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নিরঞ্জনমুখে ইংরাজী-খই ফুটিতে লাগিল। কখন কখন বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ কোনও অকর্ম্ম করিলে মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আসল কথা, নিরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিলেন। তবে এক দিন বিছার দংশনে 'বাবা গো' বলিয়াছিলেন, আর এক দিন সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া 'গেছি রে' বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমরা বৈয়াকরণ ইহাকে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া থাকি।

নরের উপর দারুণ ঘৃণা, রমণীপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইল। প্রথমেই নিঃস্বার্থ প্রেমিক নিজের পর আদর্শ করিবার জন্য গৃহিণীর করে পাঁচনবাড়ী দিয়া, আপনি ভেড়া হইতে চাহিলেন। বিশ্বপাবন-নন্দিনী সেকালের হিন্দুরমণী স্বামিদত্ত সেই মহামূল্য ধন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু মুষল যখন জন্মিয়াছে, তখন কি অমনি অমনি মিলাইয়া যাইবে। যাদব-পরিত্যক্ত মুষলকণায় শর গজাইয়াছিল। কালে মাতৃপরিত্যক্ত ষষ্টী-ভগ্নাংশ হইতে, নলিনীতরু-হৃদয়-স্থানে স্বাধীনতার চারা জন্মিল। কালে সেই কল্পবৃক্ষের একটিতে কার্নিকা ফল ফলিল। শররূপী মুষল যদুকুল ধ্বংস করিল, ফলরূপী মুষল কুলনাশন হইবে না কেন!

শ্বশুরের কল্যাণে নিরঞ্জন হাকিম হইয়াছিলেন। হাকিম হইয়া অলি-গলি, বন-বাদাড়, মাঠ-পাথার ঘুরিয়া আইন-বাণে বদ্ধায় মাংসাশী মেষগুলাকে তাঁহার জর্জ্জরিত করিবার প্রয়োজন হইত। নিরঞ্জন সেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর ইংরাজী ভাষা শরাসনে জুড়িয়া ছুঁড়িতেন। বিচারাসনসন্নিবিষ্ট ভাষাকুরুমাধবের পক্ষশরে এক সময় মৃত্যুঞ্জয়কে পর্য্যন্ত কাঁপিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী-নরকুল নাশ করিবার জন্য নিরঞ্জন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই সে রক্তবীজ বংশ ধ্বংস হইল না।

আত্মার দোহাই দিয়া অর্থলাভে তাঁহা আবার দিন দিন কত অকার্য্য করিলেন। মানীর মান, বংশের সম্ভ্রম, দুর্ব্বলের প্রাণ, অনাথের আশ্রয়, কুলবতীর লজ্জা-ধর্ম্ম, অপরাধী হইতে যত না পাইয়াছিল,—তাহা হইতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, আমাদিগের ডেপুটীরূপী নিরঞ্জন হইতে। কিন্তু দুঃখিত হয় কে? তুমি না আমি? আমি ত চীন-জাপানের যুদ্ধ শুনিয়া মাথায় হাত

য়া বসিয়াছি। আত্মাভিমানে অন্ধ রাজার আজ্ঞায় কত নারী স্বামিহারা, কত পুত্র পিতৃহারা হইতেছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে। তুমি আমার খোয় হাত দেওয়ার কথা শুনিয়া, চক্ষে বাসনাক্ষল দিয়াছ। তাতে কার কি?

"তথা যা'সনে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী।
গেলে কথা কবে না সে নব-ভূপতি।
যাবি তোরা মানে মানে,
ফিরে আসবি অপমানে
আমরা শুনে মরব প্রাণে,
তাতে শ্যামের কি ক্ষতি?"

কি ক্ষতি? তুমি আমি কাঁদিয়া মরিলে নিরঞ্জনের কি ক্ষতি? কিন্তু এখন? এখনকার অবস্থা আর কি বলব? কেবল যাহার উপর আরোহণ করিয়া কৃষক-পুত্রেও মুখে তত্ত্বকথা বাহির হয়, সেই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন—মাটীর ধন মাটীতে মিশিয়াছে। ...নীকৃত মূষিক আবার মূষিক হইয়াছে। সেই ...নন্দন প্রভুরঞ্জন নিরঞ্জন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যৌবনসুখস্মৃতি আকাশে আঁকিয়া, গৃহপর্য্যঙ্কে গা ঢালিয়া পুলিস-প্রহরণ নিরঞ্জন এখন যষ্টিতে দণ্ডকল্পনা করিতেছেন। সকলই গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে পুনর্যৌবন-লোলুপা মালিনী মাসীর কাহহাসির মত, সেই হাকিমী আড়ার বেলটি, আর জ্র তলায় ঠোঁটের ডগায়, বিলাতী রঙ্গের রসটি।

সেই রসটি নিরঞ্জন গৃহে আসিয়া নাতিনীকুলের ...ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন। সেই রসরসিতা কাননিকা বদনকমলে প্রখর রবির কর ধরিলেন। বৃদ্ধ মাতামহী কন্যা ও দৌহিত্রীগণের তেজে জর্জ্জরিত হইয়া কাশীতে বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইলেন। আর ফিরিলেন না।

সেই দিন "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে বাণ" আসিল, যেই দিন "রাই জাগো রাই জাগো" ...কামগুলম্পনী মধুর শুকশারীর বোলে ভারতের বালিকাকুলে কল কল কোলাহল উঠিল, যেই দিন বোধাই বাই 'পতিত স্বামী' পরিত্যাগ করিয়া রমণীর কুল ছকুলে বাঁধিয়া বদরিকাশ্রম খুলিল, সেই শুভ দিনে সেনগৃহ হইতে আমাকুকুল অকূলে যাইয়া ঝাঁপ খাইল; আর কবিতাবসে আর্দ্র কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল।

কারিকা

কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল; কিন্তু তাহার দশম একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ—এই কয় বৎসর কোথায় গেল? সকলেই বলিবে, প্রতিজীবনে যেমন বৎসরের পর বৎসর উড়িয়া যায়, ষোড়শের মোহিনী অশীতির প্রেতিনী হয়, বিলাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়, কাননিকারও তাহাই হইল। সূতিকা-গৃহ হইতে একটি করিয়া জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, কাননিকা, রৌদ্র শীত, হিম, বর্ষা, রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসনাদি—নানা বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরে উপনীত হইল—সূতিকাসরসী-পঙ্কজকলিকা কাননিকা ধীরে ধীরে পত্রপ্রসারে বিস্তারময়গামিনী ফুল্ল কমলিনী বিদুষী রমণী হইল। সকলেই মনে করিয়াছ, কাননিকার মাতামহকে একটি একটি করিয়া বৎসর গণনা করিতে হইয়াছে। ভাবুক পাঠক, তাহা হয় নাই। পাঠকের আজ্ঞানুবর্ত্তী বয়োবর্দ্ধন হইলে, নায়ক-নায়িকা লইয়া আর আদর-আবদার চলে না, কাব্য মহাকাব্য লেখা হয় না। দশম বর্ষে পা দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা কাননিকা একদিন থামিয়া গেল। তাহার পর তিন তিন খানা বড় বড় নূতন পঞ্জিকার সৃষ্টি হইল, পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ ঘটিল, দশটা অকলঙ্ক শশী রাহুগ্রাসে পড়িল, তবু কাননিকার বয়োবৃদ্ধি হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কত ভাবুকের চুল পাকিয়া গেল, তবু কাননিকার বয়সের এক চুলও তফাৎ হইল না। লোবোর ব্যাগু কত পথ, কত গলি, কত ঘুঁজি ঘুরিল, তবু কাননিকার কন্যা-কাল এক ইঞ্চিও সরিল না। কি হইল,—এমন ব্যাপার কেন হইল? সরিল না, কালের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল? যে—

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাধার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়,—

সেই কাল 'আজ'ই রহিয়া গেল! ভূত না হয় ছাড়িয়াই গিয়াছে, ভবিষ্যৎ গেল কোথায়?—কাজেই আমাদিগকে কারিকা করিতে হইল।

কাননিকা যে দিন দশের মধ্যে পড়িলেন, সেই দিন জামাতা রমণীচরণ ও শ্বশুর নিরঞ্জনে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। জামাতা বলিলেন, "কাননিকার কন্যা-কাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহ দিব।"

শ্বশুর বলিলেন, "বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, সুতরাং কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না, বিবাহ দিব না।"

জামাতা। আমার দেশে মান-সম্ভ্রম আছে, পিতা আছে, সমাজ আছে,—নিন্দা হইবে। কন্যার বিবাহ না দিলে মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই ইচ্ছা করিতেছি, কন্যার বিবাহ দিব।

শ্বশুর। তোমার মুখ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তোমার মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া বলনার তীর হইতে আনি নাই। অসূর্য্যম্পশ্যা করিব বলিয়া ঘরে পুরিয়াছি। কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, বিবাহ দিব না।

জামাতা। আমার পিতা বড় দুঃখ করিবেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। বহুদিন পিতার মর্য্যাদা রাখি নাই, আজ রাখিব। শাস্ত্রমতে কন্যাকালে কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিব, অরক্ষণীয়া করিব না।

শ্বশুর। যে ব্যক্তি দশমবর্ষীয়া শিশুকে বিবাহ করিতে পারে, সে কখনই সৎ হইতে পারে না, সে পামর, নরাধম, পশু। আমি সেই পশুর হস্তে কাননিকাকে সমর্পণ করিব?—কখনই করিব না। মূর্খ! আমার আদরের নাতিনী অরক্ষণীয়া রহিবে? আমি নিজে রক্ষা করিব,—যাবজ্জীবন বাঁচিয়া থাকিব, আমি নিজে তাহাকে রক্ষা করিব।

কথা কহিতে কহিতে দুই পাঁচ কথার সহায়তায় বিবাদ-সমীরণ প্রভঞ্জনমূর্ত্তি ধারণ করিল। চারি দিক হইতে নিরঞ্জনের কন্যা, নাতিনী, প্রনাতিনীগণ ব্যাপার কি দেখিতে ঝড়ে পড়িয়া যেন উড়িয়া আসিল। নরোত্তম দূর হইতে দেখিলেন, যেন বিরাটের গোগৃহ অধিকার কালে গোধনপরিবেষ্টিত ভীষ্ম-বৃহন্নলার লড়াই বাঁধিয়াছে। কিন্তু মৎস্য-দেশের বৃহন্নলা গঙ্গানন্দনকে পরাভূত করিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের বৃহন্নলা শ্বশ্রূমোহনের তীব্র বচনে গায়ের জ্বালায় মৎস্য-দেশে ঝাঁপ দিল। নরোত্তম জলে হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন, প্রাণান্তেও আর কাহাকে উপমায় ফেলিব না।

জামাতা ভূমে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমার কন্যা, আমি তাহার যথাসময়ে বিবাহ দিবই দিব।"

শ্বশুর জামাতৃকরাহত ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যার কন্যা। আজীবন তোমার সহিত আমার ক্রোধতরঙ্গিণীর প্রবাহ চলিবে, তথাপি কাননিকার বিবাহ চলিবে না।'

"আমার জন্মদাতা পিতা, যাহার তুল্য বড় আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহার কথা না রাখিয়া আপনার কথা রাখিতে হইবে?" জামাতা এই কথা বলিয়া একবার নবাগতা ভামিনীমণির মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাণাধিকা ভামিনীর মুখখানা যেন হাঁড়ির মতন হইয়াছে, পদ্মপলাশলোচনস্থ ভ্রমর দুটা সেই হাঁড়িতে বনবন্ করিয়া ঘুরিতেছে। রমণী-চরণ হতভম্ব হইয়া ফেল ফেল করিয়া সেই 'কি জানি কেমন কেমন' মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল! যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখিল, পূজ্য-পাদ শ্বশুরমহাশয় তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "কি বলিলি রে পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ, নরাধম! উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশ্বজনীন প্রেম-কাটগড়ায় তোরে আসামী করিয়াছিলাম। বিনা জামীনে তোরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে শেষে এই শুনিতে হইল? তোর বাবা আমা হইতে বড় হইল? তুই কোথাকার কে! বলনাতীরের বানর। তোরে আমি কলিকাতায় আনিয়া আমার নয়নমণি ভামিনীকে সমর্পণ করিলাম, একবার তোর পাত্রত্বের কথা ভাবিলাম না। সেই আমা হইতে তোর বাপ বড় হইল। ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি, কীটানুকীট আমি তোরে কন্যা সমর্পণ করিলাম। কই, তোর বড়র বড় বাপ তোরে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল না? তবে বলনা পারাইয়া, ত্রিস্রোতা ছাড়াইয়া, পদ্মা ডিঙ্গাইয়া এত দূরে আসিলি কেন?"

জামাতা অপমানিত বোধ করিয়া, রোষকষায়িত লোচনে একবার শ্বশুরের মুখপানে চাহিল। শ্বশুরও চসমাবিদ্রাবী প্রখর দৃষ্টিতে জামাতার মুখপানে চাহিল। কন্যাকুঞ্জরাগণ মদস্রাবী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার রমণীচরণের শ্বশুরের মুখে চাহিল, আর বার নিরঞ্জনের জামাতার মুখে চাহিল। তার পর চারি দিকে কন্যাকুলের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও ঘন ঘন হাত পাখা চলিতে লাগিল! বইএর তাড়া হাতে করিয়া স্কুল হইতে কাননিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর জামাইকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল! কাননিকা দেখিল, যেন অসিতোৎপলে এবং শ্বেত শতদলে সংক্রমণ হয় হয় হইয়াছে। শ্বশুরের ধূসর কেশ-রাশি, জামাতার নিবিড় কৃষ্ণ কেশদামে জড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। কাননিকা দেখিয়া থাকিতে

রিল না। কিন্তু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া লিয়া উঠিল—

"কাষের পিরীতি, জ্বলে দিবারাতি—"

অমনই সম্মুখস্থ বাতায়ন-সমীরণ ভেদ করিয়া কোন দূরস্থ প্রাচীর হইতে যেন গাহিল—

—"ক্ষণে ক্ষণে দেয় ভঙ্গ।
ক্ষণে কিলোকিলি ক্ষণে চুলোচুলি,
এই ত পিরীতের রঙ্গ।"

চমকিত নিরঞ্জন জামাতার চুল ছাড়িয়া দিল, পরাভূত রমণীচরণ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়-চকিতা ভামিনী কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল, ভীতা ভগিনীকুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঠক ঠক জুতা ঠুকিল। বিমোহিতা কাননিকা কুরঙ্গিণীর মত চারি ধারে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। সকলে আবার শুনিল,

"এ কি গো এ কি গো এ কি কি দেখি গো
এ চায় উহার পানে।
পিরীতি কাহিনী বাতাসে ছুটিল,
বধির করিল কানে।"

সকলে লজ্জায় বসিয়া পড়িল।

তারপর কি হইল, কেহই বড় ভাল বুঝিতে পারিল না। শ্রোতা কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দর্শক হাঁ করিয়া চাহিল, লেখক কানে কলম গুঁজিল, পাঠক বালিশে ঠেশ দিল, নরোত্তম খানিকটা আফিম গালে দিয়া ঝুম হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিল, কাননিকা মাতামহের অপর আদেশ (until further orders) ব্যতীত, আর দশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতিবেশিগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। অরুণ দেব তাহাদের বেয়াদবী দেখিয়া চোখ রাঙাইয়া উদয়াচলের উপর উঠিয়া বসিল। ভয়ে আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

—

পাঠিকা

অবতারে কি কখনও লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। ভগবানের ভক্তগুলাকেই ত লেখাপড়া শিখাতে কত মারামারি কাটাকাটি করিতে হইয়াছিল। ভক্তকুলচূড়ামণি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ 'ক' নাম শ্রবণ-মাত্রেই কাঁদিয়া ভুবন ভাসাইয়াছিল। সুনীতি-নন্দন আজীবন বনে বনে ঘুরিল, তাহাকে 'ক' শিখাইল কে? জড়ভরত 'ক' কহিবার ভয়ে কথা কহিত না। অবতার কি মানুষের কাছে শিখিতে চায়? মীন বরাহ কূর্মকে দশ বৎসর ধরিয়া অঙ্কুশ-প্রহার করিলেও কি 'ক' বলিত? নৃসিংহ স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে লড়াই লাগাইয়া দিল, কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। বামন বলিকে ছলিবার জন্য সকাল সকাল উপনয়ন-সংস্কার সারিয়া লইল, বাড়িতে পাইল না। ভৃগুনন্দন গোঁয়ার-গোবিন্দ, পরশু-প্রহারে গর্ভধারিণীকেই শমন-সদনবাসিনী করিল, বাগ্বাদিনী এমন কি সাহসিনী ভৃগুমুনির পাড়ায় আসিয়া পা বাড়ায়? শিশুবোধ হইতে প্রমাণ, কৃষ্ণচন্দ্র একবার পাঠশালে গিয়াছিলেন। ননী-চুরীর নজীর হইতেও আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল, প্রমাণ কই। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' নন্দ-নন্দন পাঁচনবাড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিলে দেশ হইতে ছানা মাখমের পাট উঠিয়া যাইত। আর বলদেব যদি লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে বলদেও হাম্বারব ছাড়িয়া পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিত। বাকী রহিল রাম আর বুদ্ধ। কল্কির কথা ছাড়িয়া দাও, মাতৃভাষার যেরূপ দুরবস্থা, যখন কল্কি অবতার হইবে, তখন কি আর দেশে ভাষা থাকিবে! রাম, বুদ্ধ রাজার সন্তান, তাহাদের বিদ্যার্জ্জন বড় একটা অসম্ভব নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কি রাম স্ত্রৈণ পিতার এক কথায় রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়? লেখাপড়া শিখিলে, অন্ততঃ তাহার মনে এ তর্কও ত উঠিতে পারিত, এ সংসারে কে কার? কে কার পিতা, কে কার পুত্র, কে কার গুরু, কে কার শিষ্য? অনিত্য অনিত্য অনিত্য। এই দেহ অনিত্য, এই দেহ যার দেহাংশসম্ভূত, সেও অনিত্য, সুতরাং তাহার আদেশ অনিত্যের অনিত্য।

'পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।'

তবে আমি সেই অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিনাপ-রাধে পুত্রকে বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প পিতাকে অপদস্থ না করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, কিংবা অন্য কোন শাস্তি না দিয়া, বাঘ-ভালুকের সঙ্গী হইব কেন? তবে যাও রামচন্দ্র, তোমায়ও বিদ্যা

বুঝা গিয়াছে। মূর্খ! কার কথায় তুমি কোথায় গেলে? পিতা তাহার প্রিয়তমার মন যোগাইতে তোমাকে বনে দিল, তুমি কেন তোমার প্রিয়তমার মন রাখিতে ঘরে রহিলে না? তোমারই মূর্খতার ফলে তুমি সীতাহারা, বানরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এই সভ্যজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে পাইলে তুড়ুক্ষে ঠুকিয়া দিত। তুমি মহিলার মর্য্যাদা রাখিতে জান না। নরোত্তম শর্ম্মা গৃহিণীর জন্য কত পাঠকের গাল খাইল, মানসম্ভ্রম সব খোয়াইল। সে পত্নীর জন্য পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, আর তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী ত্যাগ করিলে? তুমি অন্ধের পৌত্র অজমূর্খ। তোমার বংশে কখনও সরস্বতীর চাষ হয় নাই। আর সেই কপিলাবস্তুর অকাল-কুষ্মাণ্ড, স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ? সেটা ছাগাদি হীন জন্তুর দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বামিগতপ্রাণা সদ্যপ্রসূতা স্ত্রীকে দুঃখসাগরে ভাসাইল। নিরামিষ খাওয়াইয়া নরোত্তমের চেলাগণের উদরদেশ জঙ্গলে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। বুঝা গেল, অবতার মাত্রেই মূর্খ।

বহু দিনের কথা, কাননিকার হাতে তুলি ও পেন্সিল হইয়াছিল। তাহার সাহায্যে ও শিক্ষকের উপদেশে কাননিকা কত বন উপবন, লতা পাতা, দিঘী সরোবর, এমন কি, চতুর্দ্দশ ভুবনই আঁকিয়াছিল! কাগজে কত লোকের মুণ্ডপাত করিয়াছিল, কিন্তু এ যাবৎ 'ক' লিখে নাই, তবে কি কাননিকা অন্যান্য অবতারের ন্যায় মূর্খ হইবে?

আমরা ভ্রমাত্মক মানব, আমরা অবতারের লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব? বহু দিন ধরিয়া কাননিকার 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। ‍ [illegible] ষালে সেই কাননিকাই পণ্ডিতাগ্রগণ্যা হইল। [illegible]র সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে নরোত্তমের সাত দিন নেশা ছুটিয়া গেল। অষ্টম দিনের নিশীথে শর্ম্মা দেখিলেন, দাদা মহাশয়ই বালিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবার অন্তরায়।

এক দিন ভামিনী টক টক করিয়া চলিয়া, চুরুট-বদন বহির্গমনোন্মুখ নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কোথায় ভামিনী?"

ভামিনী। আপনারই কাছে। আপনি কি কাননিকাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন? কাননিকা 'ক' বলিতে চায় না, উপায় কি?

নিরঞ্জন। 'ক' বলিতে চায় না, বলিস্ কি ভায়ু! কাননি সেই অসভ্যের ভাষার আদ্যক্ষর মুখে তুলিতে চায় না! ভামিনী, কাননি আমাদের ছলিতে আসিয়াছে। হে মহান্ প্রথম কারণ! যাহাকে অসভ্য পৌত্তলিকে পঞ্চানন্দ বলে, সভ্য মূর্খ ঈশ্বর বলে, সেই তুমি বিজ্ঞানবিনোদন, বৈজ্ঞানিকের আনন্দবর্দ্ধন, বস্তু ও গতির আদি কারণ হে মাধ্যা-কর্ষণ! তুমি কেমিক্যাল কোহিসনে কাননির জীবন দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ। নহিলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়িয়া হাউই হইয়া উড়িয়া যাইবে। কাননি বাঁচিতে আইসে নাই। হে আমার প্রিয় ভায়ু! কাননি অন্তর্য্যামিনী। যত্নপূর্ব্বক কাননিকাকে রক্ষা কর। বাধা দিও না, তিরস্কার করিও না, পড়ার জন্য তাড়া করিও না!

নিরঞ্জনের বাক্‌শক্তিতে ভামিনীমণির তাক লাগিয়া গেল। বলিল, "হে বাবা! তবে কি কাননি পড়িবে না?"

"না, পড়িবে না—যে ভাষার আদ্যক্ষর 'ক', যাহা কালিন্দীকূলের কদাকার কৃষ্ণের গোড়ায় আছে, যাহা অশ্লীলতাময়ী কালীর আবর্জ্জনাময় ঘাটের গোড়ায় আছে, কাঙ্গালী-বাঙ্গালীপূর্ণ কলিকাতার ঘাড়ে-গর্দ্দানে আছে, এমন কি, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আগাপাশতলায় আছে, সেই পাপীয়সী বঙ্গভাষা আমার প্রেয়সী নাতিনী পড়িবে?"

"Stars hids your fires;
Let not night see my black and
deep desires."

নিরঞ্জনের ভাবাবেশ হইল। পূর্ব্বকালের সেই প্রতিবেশিগণের তীব্র রহস্য একটি একটি করিয়া মনে পড়িল, মন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব লোপ, অথবা তাহার জোলাপ। নিরঞ্জন যেন দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রাণ-প্রতিমা তনয়ানন্দিনী বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে একটি একটি করিয়া প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া লইতেছে। বঙ্গ-ভাষা মরণোন্মুখী, চেঁচাইয়া দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে গোঁয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেবকগণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুক্তকণ্ঠে নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাননিকে যত্ন করিয়া কেবল বাঁচাইয়া রাখ। আদরে আদরে ফুলাইয়া তুল, রাগাইও না। কাননি কয়েদী হইবে, ক্লিওপেট্রা হইবে, তবু 'ক' বলিবে না।"

তনয়ার সুখ্যাতি শুনিয়া ভামিনী আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি করিতে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। কেবল একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমার অদৃষ্টে কাননি বাঁচিবে কি ?"

ঘরের বাহিরে কোঁস কোঁস শব্দ শ্রুত হইল। ভামিনী ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ক্রোঁকুপ্যমানা কাননিকাকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিল। "এই দেখ, কাননি আবার কিসের বায়না ধরিয়াছে।"

"কি হইয়াছে দিদিমণি ?" বলিয়া দাদা মহাশয় ছুটিয়া গিয়া নাতিনীকে ভামিনীর কোল হইতে কাড়িয়া লইল, বালিকা দাদার কোলে তেউড়িয়া উঠিল। দাদা মহাশয় নাতিনীকে আদর করিতে করিতে কোলে করিয়া নিজে নাচিয়া কত নাচাইলেন, বালিকা প্রবোধ মানিল না।

তখন আবার ভামিনীর কোলে দিয়া নিরঞ্জন ডাকিলেন—"মাষ্টার !"

পকগুম্ফ মাষ্টার উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল।

নিরঞ্জন। তুমি কি বালিকাকে মারিয়াছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার এমন কি সাহস, আমি বালিকাকে প্রহার করি ?

নিরঞ্জন। তবে কাঁদিতেছে কেন ?

নিরঞ্জনের মুখের ভাব দেখিয়া মাষ্টার কাঁপিয়া উঠিল। সে নিরঞ্জনের মুখে শুধু বিভীষিকা দেখিল না। দেখিল, বিভীষিকার সঙ্গে সেই মুখে একটি পল্লীচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পল্লীতে এক সময় নিরঞ্জন হাকিমি করিয়াছিলেন। হাকিমি করিয়া বাঘে-গরুতে জল খাওয়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ যখন তখন শুনিত, হাকিমের কাঠগড়ায় যে এক বার পা দিতেছে, সে আর ঘরে ফিরিতেছে না। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে একবার বহু দূরের গাছের আড়াল হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। দেখিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একটি বজ্র-হস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ধরিয়া কাটগড়ায় লইয়া তুলিল। চোরের মতন লুকাইয়া চারি ধারে চাহিবার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না বলিয়া, কাঠগড়া হইতে বৃদ্ধ কিছু দিনের জন্য কোথায় গিয়াছিল, অদ্যাবধি বৃদ্ধ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আজ বহুকাল পরে বৃদ্ধ দেখিল, সেই ভীম ভৈরব মূর্ত্তি। বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া একবার ভগবানকে ডাকিল, "দয়াময় ! আবার কি এক সপ্তাহের জন্য সেই অনিশ্চিত দেশে যাইতে হইবে ?"

নিরঞ্জন তার ভগবদ্ভক্তিস্রোতে বাধা দিয়া, মাটীতে পা ঠুকিয়া হাকিমি রবে আবার বলিলেন, —"তবে কাঁদিল কেন ?"

সে স্বরতরঙ্গে পৃথিবীর কাক ছাতারগুলা পর্য্যন্ত নীরব হইয়া গেল।

নিরঞ্জন। শীঘ্র বল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হুজুর খাইবার জন্য।

নিরঞ্জন। খাইবার জন্য !—আমার নাতিনী কাঁদিতেছে খাইবার জন্য !

ভামিনী মাঝখান হইতে একটা কথা কহিল। —আমার মেয়ে সোনার সামগ্রীও দিলে ফেলিয়া দেয়।—এ কি কথা মাষ্টার মহাশয় ?

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি খাইবার জন্য ?"

মাষ্টার দেখিল, সন্দেশ রসগোল্লাদি খাদ্যদ্রব্যের নাম করিলে ইহারা বিশ্বাস করিবে না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, "রিপুকর্ম্ম খাইবার জন্য।"

যেমন এই কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অমনই তাহা শুনিয়া কাননিকা বলিয়া উঠিল, "মা, আমি রিপুকর্ম খাব।"

তখন মাষ্টার দেখিল, ভগবান্ সকল বিপদের মূল এই সর্ব্বনেশে মেয়েটার মুখ দিয়াই অভয়-বাণী পাঠাইয়াছেন। তার সাহস ফিরিল। সেই সাহসে ভর করিয়া আবার বলিল, "আমি পড়াইতেছিলাম, আর ঘরের পাশ দিয়া এক রিপুকর্ম যাইতেছিল। সেই রিপুকর্ম্ম কাননিকা খাইতে চাহিল।"

নিরঞ্জন। তুমি বলিলে না কেন, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই ?

মাষ্টার। হুজুর, আমি এক বার কেন, দুইবার তিন বার, বার বার বলিয়াছি, রিপুকর্ম খাইতে নাই, খাইলেই পেটের অসুখ হইবে।

ভামিনী। তুমি কেন বলিলে না রিপুকর্ম্ম পদার্থ নয় ?

মাষ্টার। সে কথাও কি বলিতে ছাড়িয়াছি ! আমি বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদও নয়,—অপদার্থ। আমি বোধোদয়ের সমস্ত সূত্র একটি একটি করিয়া বুঝাইয়াছি।

নিরঞ্জন। তোমার মুণ্ড করিয়াছ। ফের যদি তুমি বালিকাকে পড়াইবার বেয়াদবী করিবে, তোমাকে পুলিসে দিব।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—
নিরঞ্জন। (মাষ্টারের দিকে ঝুঁকিয়া) চোপ্।
মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—
নিরঞ্জন। (লাঠি তুলিয়া) আবার—
মাষ্টার। আমার মাহিনা?
নিরঞ্জন। কৈ হায়—

ভামিনী নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া ফেলিল, আর মাষ্টারকে বলিল, "পালাও, মাহিনার কথা আর মুখে আনিও না।" মাষ্টার ভামিনীর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিল, এক দৌড়ে ঘর হইতে পলাইল। আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

এ সংবাদ ঝড়ের আগে পাড়ায় আসিল। সকলেই শুনিল, নিরঞ্জনের বাড়ীর মাষ্টার পুলিসে যাইতে যাইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। মাষ্টারের দল ভয়ে আর নিরঞ্জনের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইত না। কাজেই নিরঞ্জনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, কাননিকার পাঠের কাল বায়নায় কাটিয়া গেল। কাননিকা বায়না ধরিলেই, সেই কোথাকার দূর হইতে সঙ্গীত উঠিত। যথা রিপুকর্ম্মের বায়নার—

হায় রে রিপুকর্ম্ম
তোর এ কেমন ধর্ম্ম?
নিত্য নিত্য ছেঁড়া দিস জোড়া,
তবে কেন এ সংসারে
মানুষের ঘরে ঘরে
শুকায়ে যায় রে ফুলের তোড়া?
দেহ কাটে বড়রিপু
তাতে ত চালাও রিপু
তবে কেন শিশু হয় বুড়া?
হাসি কেন কান্না হয়
জয় কেন পরাজয়
আগা কেন হ'য়ে যায় গোড়া?

দূরের সঙ্গীতের জ্বালায় অস্থির হইয়া নরোত্তম দিন কতক আফিম ছাড়িয়া দিল। কন্যার পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া নিরঞ্জন কাননিকাকে শেষে বিদ্যালয়ে পাঠাইল।

লোকশিক্ষার জন্য অবতারের জন্ম। অবতারের মনে যাহা আছে সে করিবে, মানুষে বাধা দিয়া তার কি করিতে পারে? অথবা বাধা দিয়াই মানব বুঝি ধর্ম্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার করে। প্যালিষ্টাইনের খৃষ্টীয়গণের উৎপীড়ন হইতেই রোমরাজ্যের পতনের সূত্রপাত, আর রোমরাজ্যের পতনের সঙ্গেই ইউরোপে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। মুসলমান সম্রাট আরঙ্গীব উৎপীড়নেই শিখ সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় হইবার সহায়তা করিয়াছিলেন। কাজীসাহেব হরিদাসের যেই পীড়ন করিল, বাইশ বাজারে কোড়া খাওয়াইল, অমনই না বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল।

মাতামহ কাননিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবেন না স্থির করিলেন। কাননিকার মাষ্টারকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই জন্যই না কাননিকার আর মাষ্টার জুটিল না, আর সেই জন্যই না ভামিনীমণির মাষ্টারকুলের উপর অভিমান হইল, কাননিকাকে পড়াইবার জেদ হইল! আবার সেই জন্যই না কাননিকা স্কুলে পড়িতে চলিল। তবে সে স্থানে ইংরাজী পড়াটাই অধিক হইল, বাঙ্গালাটা লোক দেখান। তা যা হউক, একটা কিছু হইল ত! সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ম্লেচ্ছ শাস্ত্র ওটা বিদ্যা নয়—অবিদ্যা। সুতরাং কাননিকা অবতারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ মূর্খা হইয়াও কার্য্যতঃ পণ্ডিতকুলধুরন্ধরা হইলেন। কাননিকা এখন পাঠিকা, সুতরাং নয় বৎসর যাবৎ তাহার সহিত আর পাঠকের দেখা হইবে না। নরোত্তম এক বার দেখা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দারোয়ানের দুই কানমলা খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

প্রবেশিকা

নয় বৎসর পরে ১৮—খৃঃ অব্দের বাসন্তী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের এক পুস্তকালয়ের সম্মুখে একটা বৃষোৎসর্গ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে লোক ছুটিল, দেখিতে দেখিতে পথ লোকে পুরিয়া গেল। গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল বন্ধ হইল। নিকটস্থ অট্টালিকা সকলের সীমন্তিনীকুল ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিল। চারিদিকে কেবল "হৈ হৈ রৈ রৈ"! ব্যাপার কি? মানুষে ঘোড়ায় গরুতে গাধায়, স্থানটা দেখিতে দেখিতে যেন হরিহরছত্রের মেলা হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি? দেয়ালে ঠেস দিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া যে সকল পুলিস-প্রহরী শান্তিরক্ষাকার্য্যের অশান্তির বিষয় চিন্তা করিতেছিল, শেষে তাহারাও আর স্থির থাকিতে পারিল না, চক্ষু

মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল।—ব্যাপার কি? চারি দিকে কেবল মার রে—ধর রে—কাট রে—গেল রে—গেছি রে শব্দ! আকাশে কড় কড় শব্দ মাটিতে গাড়ীগাড়ী-সংঘর্ষণে মড় মড় শব্দ; জনতার সীমান্তে প্রত্যাগমনোন্মুখ শকটচক্রের গড় গড় শব্দ; জনতাদর্শনে ভীতা, গৃহছাদগতা কোমলাকুলের হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে, হিষ্টিরিয়ার সঞ্চরণে, যমন বেগের হুড় হুড় শব্দ। কেবল ছিল না শিলাবৃষ্টির চড় চড় শব্দ। আর ছিল না সমীরতাড়নে তরুপত্রের সর সর শব্দ। তার পরিবর্ত্তে ছিল, উন্মত্ত যুবজনের উল্লম্ফনে কম্পিতা ধরণীর পৃষ্ঠশোভাকারী অট্টালিকার স্খলিত বালিকামের ঝর ঝর শব্দ। কেবল শব্দ—কেবল শব্দ!—ব্যাপার কি?

পৌরাণিক ভাবিল, বুঝি আবার সমুদ্রমন্থন হইয়াছে। সে অমৃত পাইবার আশায় চক্ষু মুদিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আধুনিক ভাবিল, বুঝি আবার পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছে। সে সিরাজ-দ্দৌলার ধনাগারের টাকা আকাশে উড়িতে দেখিয়া ধরিবার জন্য লাফাইতে লাগিল। ভাটে স্থির করিল, শ্রাদ্ধ পাকিয়াছে। শকুনি স্থির করিল, মড়া পড়িয়াছে। কলিকালের পরশুরাম মনে করিল, বুঝি নারীর কথায় মাতৃহত্যা হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সংসার হইতে মাতৃকুলের উচ্ছেদ কর, কিংবা আমহাউসে পাঠাইয়া দাও। বর্ত্তমানা নরমালা-বিভূষণা, বিনিক্রান্তাসিপাশিনী কপালিনী ভাবিল, কোন রমণী বুঝি স্বামীর বুকে পা দিয়াছে। বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল, গলার কাছে চাপিয়া ধর। অহিফেনসেবী ভাবিল, বুঝি আফিমের নিলাম হইয়াছে। সে দীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা কত দর?

ব্যাপার কি? ব্যাপার আর অন্য কিছুই নয়। তিন দিবস পূর্ব্বে 'কই' বলিয়া এক খানা বই বাহির হইয়াছিল। তাহার নয় শো নিরেনব্বই কপি দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে একখানি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই পুস্তক ক্রয় করিতে দুই জন লোক যুগপৎ পুস্তকবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হইল। দুই জনেই পুস্তকের জন্য লালায়িত, বিক্রেতা কাহাকে দিবে? সে অর্থলোভে পুস্তকের মূল্য দশগুণ চড়াইয়া দিল। এই স্থানেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, পুস্তক নিলামে চড়িল।

এক জন ক্রেতা বলিল—"ভাল, আমি দশ টাকাই দিব।" অপর বলিল—"সে কি, আমি থাকিতে তুমি এই পুস্তক লইবে? আমি দ্বিগুণ দশ টাকা দিব।" এই বলিয়া ঝন ঝন করিয়া কুড়িটা টাকা পুস্তক-বিক্রেতার পাদমূলে ফেলিয়া দিল। পুস্তকবিক্রেতা প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি' ভাবিতে ভাবিতে যেমন সেই ক্রেতার পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিল, অমনি প্রথম ক্রেতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"সে কি, এরই মধ্যে লইবে কি? এই লও ত্রিশ টাকার নোট।" ক্রেতা বিক্রেতার অপর হস্তে নোট দুইখানা গুঁজিয়া দিল। বিক্রেতা উভয় সঙ্কটে পড়িল, টাকা হইতেও হাত তুলিতে পারিল না, নোটের মুষ্টিও খুলিতে সাহস করিল না। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিল, 'হায় রে প্রেস! তুই কেন এক হাজার একখানা পুস্তক প্রসব করিলি না। সগরমহিষী চক্ষের নিমেষে ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছে, আর তুই একখানা বেশী প্রসব করিতে পারিলি না?' বিক্রেতার বেশী ভাবা হইল না। দ্বিতীয় ক্রেতা একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট তাহার কানে গুঁজিয়া দিল।

১ম ক্রেতা। আমিও কি অমনি ছাড়িব? এই লও কর্ত্তা এক শো টাকা!

নোট বিক্রেতার মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ শো!

১ম ক্রেতা। এই লও হাজার!

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ হাজার।

বিক্রেতার নাকে মুখে চোখে কানে নোট প্রবেশ করিল। মাথায় রাশি রাশি নোটের আচ্ছাদন হইল। বিক্রেতা কালা হইল, কানা হইল, দম আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। মাথায় নোটের ভার, গলায় নোটের হার, কপালে নোটের টিপ। বিক্রেতা জীবনে প্রথম বুঝিল, অর্থাগম সকল সময়ে সুখকর নয়। চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবা রে দম আটকাইয়া মরি, আমি পয়সা লইয়া পুস্তক বেচিব না।"

১ম ক্রেতা। ভাল, আমি তোমাকে ডিপ্লোমা দিব।

২য় ক্রেতা। আমি তোমাকে রায় বাহাদুর টাইটেল দিব।

১ম ক্রেতা। আমি তালুক দিব।

২য় ক্রেতা। আমি মুলুক দিব।

১ম ক্রেতা। আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিব।

বিক্রেতা। আমায় কিছু দিতে হবে না, আমায় ছেড়ে দে রে বাবারা! আমি একটু জল খাই।

ক্রেতৃদ্বয় বিক্রেতাকে ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। হোল্‌ড্‌অপ-আরম্‌স, রাইটটর্ণ, লেফ্‌টটর্ণ, শ্লো-মার্চ, কুইক-মার্চ, ষ্টোকাটান্ট্যান্টে;—নানাবিধ সমরকৌশল প্রদর্শিত হইল। টানাটানিতে বই ছিঁড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে লোক জড় হইল। বিক্রেতা ভির্মি গেল। চারি দিক হইতে গ্রন্থকার আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

শেষে দর্শকগণের কিলোকিলি, দর্শিকাগণের চুলোচুলি, পুলিশের ঠেলাঠেলি। অহিফেনবাষ্পে যেন স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। যে আসিল, সেই উন্মত্তবৎ আচরণ করিল। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে যার ঘরে গেল। কেবল কতকগুলি যুবক জনতাভঙ্গের পরও সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। সকলে একখানি ছিন্ন পুস্তিকার পত্র কুড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

এক জন পড়িল—

বিবর নামেতে জন্তু অতি বলবান!
সর্ব্ব অঙ্গ আছে তার দু'টো কান॥
চলিতে হইলে সে যে পায়ে দেয় ভর।
ঠক ঠক কাঁপে তার হয় যবে জ্বর॥
মরে গেলে মড়া মত নাই নড়ে চড়ে।
এত দুঃখ তবু কিন্তু আছে সে রগড়ে॥
হেসে হেসে কথা কয় তুমি ভাব গাধা।
বিবরে খুঁজিতে পার কিছু নাহি বাধা॥
তার মত বল দেখি আর কেবা আছে।
(হায় হায় এর পর পাতা ছিঁড়ে গেছে॥)

শেষোক্ত পংক্তিটি নরোত্তম শর্ম্মার রচিত। পত্রের শেষাংশ করাল কাল ছিড়িয়া লইয়াছে। সেইটুকু অন্বেষণ করিতে যুবক চারি ধারে চাহিল। জুতার তলায়, চোখের পাতায়, নাসিকার বিবরে, ওষ্ঠাধরে সর্ব্বত্র সন্ধান করিল, মিলিল না। পেনসিল দিয়া দশইঞ্চি মাটীই খুঁড়িয়া ফেলিল, তবু সে ছিন্নাংশের সন্ধান হইল না। তখন বাহ্যজ্ঞানহীন, দশদিক শূন্য দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিল। চৌরঙ্গী পৌঁছিতে দমদমায় যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় পড়িল—

(তোটক)

লাকে লাকে ঝাঁকে ঝাঁকে পথে পথে।
রেঙ্গুনে দোলায় কাঁধে বাষ্পরথে॥
চলেছে অভাগা কত দৃষ্টিহীনে।
ভুবন আঁধার সেই এক বিনে॥
সে কোথা সে কোথা সে কোথা সে কোথা।
কাহারে বলি রে এ কথা এ কথা॥
···(ছেঁড়া) জোছনা মাড়িয়া।
(ছেঁড়া)······লব রে কাড়িয়া॥
জীবনে তাহারে আদরে ধরিয়া।
মরমে মরমে যাবরে মরিয়া॥
সরস বসন্তে···(ছেঁড়া)···নিছনি।
(ছেঁড়া)······কোথা রে বাছনি॥

তার পর বরাবর ছেঁড়া। শেষাংশ পাইবার জন্য কত হতভাগা মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি আরম্ভ করিল। চারিদিক হইতে কাগজের টুকরা জুড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায় জোড়ই সার হইল, তেলে জলে মিশিল না। এ কবিতার টুকরা তার সঙ্গে, তার টুকরা এর সঙ্গে থোয়ে দোয়ে, দুধে ডালে, কটু তিক্ত কষায় অম্বলে, রৌদ্র বীভৎস করুণা আদি, ইত্যাদি বিসদৃশ রসের সংমিশ্রণে সে কেমন এক যোগনাই খিচুড়ী হইয়া পড়িল। যথা—

নাচি বলে বলে কাঁদি দিবানিশি।
দূর হয়ে যাও···বঁধু···যেহেতু
তোমায় ভালবাসি।
মুকুতার পাঁতি যথা···কাল কুচকুচে।
সুতীক্ষ্ণ ঘরের শিশু···চড়ে গাছে গাছে।
বার মাস পাইনি তোমা···পাকা আম।
সখি রে সে কেন···ঝিম ঝিম ঝিম।

পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নরোত্তম শর্ম্মা দুই এক স্থানে প্রক্ষেপ করিয়া দিল। নিরুপায়, নহিলে পাঠকপ্রবরেরা যে দম আটকাইয়া মারা যায়! প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি কোটেশনে দিলাম।

উড়ে যায় 'হাতি' তার 'লম্বা দুটো ট্যাঙ'
'মাকড়সার' জালে পড়ে চড়ক ড্যাক্‌ড্যাক্ ড্যাঙ।
বন হতে এল 'সজারু' আহা কি মূরতি চারু।
ঘুঘু 'মারতে' ফাঁদ পেতেছি পড়ল কি না ব্যাঙ।

নরোত্তমের কবিতারসে নব্য পাঠকের তৃপ্ত মিটিল না। তাহারা 'কই' 'কই' করিতে করিতে ছুটিল। এক জন লোক তাহাদিগকে যশোরের

দিক দেখাইয়া বলিল, "যশোরে যাও; সেখানে বড় বড় কই মিলিবে!

কই যে কবিরাজের প্রিয় সামগ্রী!

তৃতীয় পড়িল।—

একদা প্রদোষকালে নিশীথসময়ে
জলদগর্জ্জন ঘোর, শ্যামল প্রান্তর
নব জলধরে যেন পটলসংযোগ।
এমন সময় মরি, মালিনী সুন্দরী
চারু মুখে মধু হাসি বিজরী ছাঁকিয়া
পূর্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, কোথা নাথ বলি
প্রবেশিল গভীর কাননে।
কেহ সেথা নাহি ছিল—
ছিল শুধু তারা, আর ছিল
বন্যজন্তু জলজন্তু শার্দ্দুল কুম্ভীর
মূষিক বিবরে, পক্ষী গাছের উপরে,
তরুতলে কাঠুরিয়া, কুঞ্জে মধুকর,
মধুলোভে অন্ধ এক রাখাল বালক।
নম্র প্রেমে মুখখানি ঢাকিয়া মালিনী
দেখিল, চলেছে নম্রা অমিয়া তটিনী।
তটিনীর বক্ষে এক তরণী সুন্দর।
হাল ধ'রে ছিল তার বসন্তকুমার॥
সে যে কি বসন্ত কিবা নীরব আকাশে।
হাসিতেছে ছায়া-মাখা গ্রামখানি পাশে॥
ওগো তুমি কেন যাও মোরে ফেলে তীরে।
সোনার তরণীখানি কূলে আন ধীরে॥
এই ব'লে ডুব দিল, মালিনী নলিনী।
দিল কবি হাল ছেড়ে বসন্তের সনে।
করিল শোকের গান। অশ্রুবিন্দু দেখা
দিল কঠোর-নয়নে। কাঁদিল আকাশে
শশী, কাঁদিল কানন, কাঁদিল জননী
কত পুত্রশোকাতুরা। বসন্তকুমার
গণ্ড ভাসাইল তার রোদনের জলে।
নম্র আলসের সেই নম্র আঁখিজল।
নম্র প্রকৃতির বুকে নম্রতা সম্বল—
নম্র প্রাণে ঝাঁপ দিল নদী-বক্ষে যুবা।
সমীর মলিনমুখে মধুর নিস্বনে
বলিল, কোথায় তুমি মালিনী সুন্দরী?
কোকিলের কলকণ্ঠ জোরে ছিনাইয়া
বলিল মালিনী, হায় মরে আছি আমি।
কোথা তুমি বসন্তকুমার? সুধামাখা
হাসিমুখে কেঁদে কেঁদে যুবা, মধুস্বরে
পাঠকে ডাকিয়া বলে, বৃথা অন্বেষণ—
হে প্রিয় পাবে না তুমি আমার সন্ধান।"

পড়িতে পড়িতে পাঠকের পুলক, বেপথু, অশ্রুজল একে একে দেখা দিল। শেষে গদগদধর্ম্ম হইয়া লোকটা তন্ময় হইয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে পুলিশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শক জিজ্ঞাসা করিল "ধরিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? লোকটা কি করিয়াছে?" পুলিশ বলিল, "কবিতারস বলিয়া কি একটা নূতন মদ উঠিয়াছে, এ লোকটা তাই খাইয়া মাতোয়ারা হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়াছে। এই দেখ, সাত ডাকে সাড়া দিতেছে না, এই দেখ রুল মারিলেও সাড় হইতেছে না।" এক জন যোগী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল। সে বলিল,—"পাহারাওয়ালা সাহেব! লোকটার যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!"

যে এত লোককে উন্মত্ত করিল, সে কবিটিকে জানিতে পারিয়াছ কি?

কার মনোমোহিনী পুস্তিকা তিন দিন আগে বাহির হইয়াছে? কে সেই ধন্য অথবা ধন্যা, নরের অগ্রগণ্য অথবা নারীর অগ্রগণ্যা? কে সেই মদন-মোহন অথবা রতিমোহিনী, যে নীরব বংশীবাদনে গো-কুলে তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল। তার জন্য বৃদ্ধকে কাচে না, দোকানী বেচে না, বালক নাচে না; তার জন্য গায়ক গায় না, পেটুক খায় না, ভিখারী চায় না; তার জন্য পাঠক পড়ে না, গাদী চড়ে না, ঘুড়ী ওড়ে না; এমন কি গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না! কে সে? এমন অসময়ে, দেশের এই দুর্দ্দিনে কোন্ মহাত্মার আবির্ভাব হইল? যদি না জানিয়া থাক, পর দিনের সংবাদপত্র পাঠ কর! ওই দেখ কি লেখা রহিয়াছে।—

আজ ভারতের কি শুভদিন। যাহা বাঙ্গালী কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই ঘটিল। এবার হইতে গ্রন্থকর্ত্তাদের প্রেসের দেনায় জেলে যাইবার ভয় ঘুচিয়াছে। বাঙ্গালী পড়িতে শিখিয়াছে। বাঙ্গালী মহিলার এক পুস্তক লইয়া বিশ সহস্র লোকে গত কল্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে। দশ জন মরিয়াছে, পঞ্চাশ জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এক শত মরিব মরিব করিতেছে, বাকি মরে নাই, অবশিষ্ট বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের নাম 'একটি'—কবি কাননিকা বাপ্‌ভট্ট ইহার রচয়িত্রী।

এইখানি তাঁহার প্রথম পুস্তক। এই সবেমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশিকা।

—

প্রহেলিকা

শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া যে দিন রমণীচরণ আত্মনির্ব্বাসন দিল, সেই দিনই পতিবিয়োগিনী ভামিনা অঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া, কি হইল কি হইল স্মরিয়া ত্রিতলে উঠিয়া, হারমোনিয়মের তিন গ্রাম সপ্তস্বরে সুর মিলাইয়া, চতুর্দ্দিকের নীল গগনে, কাল মেঘে হরিৎবর্ণ তরুলতায়, ধবধবে অট্টালিকায় শোক-সঙ্গীত ঢালিয়া দিল :—

কহ ত কহ ত সখি বোল ত বোল ত রে
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
সোঙরি সোঙরি লেহ এ তনু জরজর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥

আর ভগিনী ও সঙ্গিনীগণের প্রবোধবচনে অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া—

বলয় কর চুর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ ভূষণে
যামুন সলিলে সব ডার রে॥
সিঁথার সিন্দুর মুছিয়া কর দুর
পিয়া বিনু সহই না পার রে।
জ্যাকেট উপেখিয়া গাউন পরিয়া
হইনু বাড়ীর বার রে॥

বলিতে বলিতে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ভামিনী কাননিকাকে লইয়া অন্তমনস্কা হইবার জন্ত আলিপুরের পশুশালায় চলিয়া গেল। তার পর দিন জেদবশে কাননিকার বালিকাত্ব বজায় রাখিবার জন্ত নিরঞ্জন গৃহরাজ্যের প্রজাগণের উপর এই আদেশ জারী করিয়া দিলেন যে, কাননিকা আজি হইতে আর মাটীতে পা দিবে না। আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাননিকা এর তার কোলে কোলেই বেড়াইয়াছিল; তবে মধ্যে মধ্যে সে সময় তার দুই এক দিন পদচারণও ছিল। একাদশ বৎসরের পর হইতে দশখানা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কাননিকা ঘোড়ায় চড়িল, মাথায় উঠিল, পাল্কীর সাহায্যে আকাশেও উড়িল, কিন্তু এক দিনের এক দণ্ডের জন্তও ধরণীবক্ষ মাড়াইল না। যানাবস্থিতা কাননিকা মাতামহের আদরিণী, ঘোড়ায় খঞ্জতায়, মাথার মস্ততায়, পাল্কীর চঞ্চলতায় এক দিনের এক দণ্ডের এক পলের জন্ত আছাড়ও খাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে, গজস্কন্ধে, কখন বা নরবাহনে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল, সেখানে বেঞ্চে বসিয়া রহিল, মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না।

মাতামহ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্রে লিখিলেন, —কাননিকা কেবল ইংরাজী পড়িবে। দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা না হইয়া, হয় লাটিন, না হয় গ্রীক, না হয় জার্ম্মান ফ্রেঞ্চের মধ্যে যাহা হউক একটা, কিছুই না হয়, আরবী পারসী উর্দ্দু, এমন কি অসভ্য উড়িয়ার ভাষা হইবে, তথাপি বাঙ্গালা হইবে না। মাতামহের কঠোর আদেশে অভিমানিনী কাননিকা, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিল। বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিতে পারিল না, তাই উল্টা করিয়া কহিতে লাগিল। যথা, 'কি ব'লব'র পরিবর্ত্তে 'ইক লবব', 'আমি যা'ব'-র স্থলে 'মিয়া আওব' ইত্যাদি। মাতামহের কাছেই ওই রকমের কথা বলিত। এক দিন কাননিকা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া যেই কাষ্ঠসোপানে পা দিয়া টকাস করিয়া শব্দ করিল, অমনি নিরঞ্জন প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিলেন।

কাননিকার ফুল্লোৎপলসদৃশ মুখখানি সোপানারোহণ-পরিশ্রমে স্বেদনিষিক্ত হইয়াছিল। রক্তিম অধর দশনে চাপিয়া ভ্রূযুগলের কুঞ্চনে বালিকা শ্রমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া করকম্পনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল;—You are labouring under weakness I see.

কাননিকা। Speak Bengali please, I don't understand your idiom.

নিরঞ্জন। তুমি দুর্ব্বলতার তলায় পড়িয়া পরিশ্রম করিতেছ, আমি দেখিতেছি।

কাননিকা। ইক লবলে? (১)

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন বুঝি শুনিতে পাই নাই। কান বাড়াইয়া বলিলেন,— "কি বলিলি?"

(১) কি বললে?

কাননিকা। ছিকু আন্। (১)

বিস্মিত নিরঞ্জন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এইবারে যেমন করিয়া হউক বুঝিব। বলিলেন, "আবার বল্।"

কাননিকা। মুতি চুক্কা, মুতি ছিকু ঝুবকে রান্। (২)

নিরঞ্জন ভাবিলেন, কাননিকা বুঝি জাপানী শিখিতেছে।—

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"ভামু!"—"কেন গা" বলিয়াই ভামু নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন ;—এই তোর জাপানী মেয়েকে ঘরে লইয়া যা। কাননিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁধান দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিলেন, "নাতনী মিকাডোকে বে করিবি ?"

কাননিকাও দাদার প্রত্যুত্তরে মুক্তাপাতি বাহির করিয়া বলিল,—"আন্।" (৩)

নিরঞ্জন। হাঁ কি না বল্, ও সব কাঁইচু মাইচু বুঝিতে পারি না। বে করিস ত বল, আমি তারে চিঠি লিখি। সেখানে জেন্তোয় রাজত্ব করিবি, মিয়া-কোয় চা খাইবি, হঙকঙে গান গাইবি, চুকিয়াংএ সাঁতার কাটিবি। আর লাইহংচংএর সঙ্গে আলাপ করিবি।

কাননিকা মাতামহের কথার আর কোন উত্তর দিল না, মাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোলে উঠিল, আর বলিল, "মাঁ একটা হাম্।" মাতা কন্যার মুখ-চুম্বন করিল, সকল লেঠা চুকিয়া গেল।

বেশ হইল, কাননিকা সব শিখিল ; কিন্তু কবিতা লিখিল কে ? যদি বাঙ্গালাই শিখিতে পাইল না, যদি আজীবন ইংরাজী লইয়া কাননিকা দিন কাটাইল, তবে কেমন করিয়া কবি কাননিকা কাস্তগিরের আবির্ভাব হইল ? অথবা এ কি সেই কাননিকা ? না কাননিকা একটা প্রহেলিকা ?

কাননিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, নিরঞ্জন রিপোর্ট পড়িতেছেন। আজ মিল্‌টনের "স্বর্গবিচ্যুতি" গ্রন্থের শয়তানের সহিত কাননিকার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কাননিকার শয়তানচরিত্র বড় মধুর লাগিয়াছে। বালিকা এক শয়তান সৃষ্টির জন্যই সেই অন্ধ কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। আর কেবল বলিতেছে, 'হে শয়তান, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় কামনা করিতেছি, তুমি বজ্রধারী ঈর্ষ্যাপরায়ণ যথেচ্ছাচার স্বর্গাধিপকে পরাভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।' আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, ও কথা বলিতে নাই, শয়তান জয়ী হইলে পৃথিবীতে পাপের অবাধ প্রসার হইবে, দুই দিনের মধ্যেই পাপস্তরে পৃথিবী ডুবিয়া যাইবে। কাননিকা এ কথায় তুষ্ট হইল না, বলিল, 'ডুবিয়া যাইবে কোথায় ? আর যদিই ডুবিয়া যায়, আমরা সকলে জাহাজে করিয়া বেড়াইব !'—আমরা তর্কে তাহাকে হারাইতে পারিলাম না।

এমন বুদ্ধিমতী বালিকা পৃথিবীর আর কোন স্কুলে কোন কাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কাননিকাকে বাতাস খাইতে, হিম লাগাইতে, বেশী বেড়াইতে, কথা কহিতে, কিছুই করিতে দিবেন না। একটি গ্লাসকেশে পূরিয়া রাখিবেন।

আজ কাননিকা দান্তের প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রেতগণের সহিত কথা কহিতে তাহার কিছু আগ্রহ দেখিলাম। প্রেতপুরীতে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার কল্পনা কিছু ক্লিষ্টা হইয়াছে। সুতরাং বাড়ী যাইলে তাহাকে একটু বেশী করিয়া চা খাইতে দিবেন।

আজ কুমারী বাগ্‌ভট কাউপারের 'সোফায়' চড়িল। সোফার জন্মকথা শুনিয়া কাননিকা একটু হাসিয়া বলিল, আগেকার লোকগুলা এত মূর্খ, এই সোফা প্রস্তুত করিতে এত কাল কাটাইল! ছ টাকার স্থানে দশ টাকা খরচ করিলে এক দিনের মধ্যে শুধু সোফা কেন, কত কৌচ, কত স্প্রীংএর গদী পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়া যায়! কাননিকাকে কি আপনি পূর্ব্বে সোফা পড়াইয়াছিলেন ? সে এমন সুন্দর সমালোচনা শিখিল কোথায় ?

আজ কান্তগির আর একটু হইলেই বিদ্যালয়ে হুলস্থূল বাধাইয়াছিল। টেম্পেষ্টের এরিয়েল চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এমনি তন্ময়ী হইয়াছিল যে, এরিয়েলের মত উড়িতে যাইয়া বেঞ্চ হইতে পড়িয়া, পায়ে একটু আঘাত লাগিয়াছে। অতি সামান্য, বাড়ী যাইতে যাইতে সারিয়া যাইবে, আপনি অনুভব করিতে পারিবেন না। কাননিকা রমণীরত্ন, আজ তাহাকে বাড়ীতে পড়িতে দিবেন না। বরং আপনার উদ্যান হইতে একটি আধফুটন্ত 'প্যানসী' তুলিয়া দিবেন।

---

(১) কিছু না।
(২) তুমি বুড়া, তুমি কিছু বুঝবে না।
(৩) না।

আজ আপনার নাতিনী রাজকবি টেনিসনের কবি উপাধি কাড়িয়া লইয়াছে। টেনিসনের "সুন্দরী রমণীর স্বপ্ন" হইতে সকল বালিকাকে প্রশ্ন দিয়াছিলাম। সকলে প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল; কেবল ম্রিয়মাণা কাননিকা ডেবডেবে চক্ষু দুটিতে এক অঞ্জলি জল পূরিয়া কপোলে করবিন্যাস করত টেবিলছিদ্রস্থ একটি ছারপোকার চতুরতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমারী বাগ্‌ভট! তুমি কি আজ বাড়ীতে পড়িতে পার নাই?" উত্তর পাইলাম—"ইচ্ছা করিয়া পড়ি নাই। যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহার কবিতা পড়িতে অভিলাষিণী নহি। আর তাহাকে কবি বলিয়া কবি-নামের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চাহি না। বঙ্গসুন্দরীর—শ্যামলতৃণক্ষেত্রচারিণী, সরসীশোভিনী, বকুলতলবাসিনী, অন্তঃপুরবিলাসিনী, যেন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বঙ্গসীমন্তিনীর স্বপ্ন আগে তাহার দেখা উচিত ছিল।" কাননিকা সুন্দরী; কাননিকা মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী, গজগামিনী, কাননিকা আনন্দে উৎসাহে, ভাষণে, মৌনে, অভিমানে সর্ব্বদাই নেত্রে জল পূরিয়া রাখিয়াছে। তাহার টেনিসনের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার আছে। টেনিসনকে এ সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখিতে হইবে (১) রাজকবি যদি প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে পরের মেলে তাঁহার কাছে নাইট ব্রিগেডের চার্জ পাঠাইয়া দিব। দেখিব, টেনিসন কত শক্তিধর! কিন্তু কাননিকা?—ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে এত অনুভবশক্তি কোথা হইতে আসিল? টুলটুলে মুখখানিতে এত কথা-কুসুমরাশি কেমন করিয়া ধরিল। কি কঠিনতা! বৃদ্ধ মরণোন্মুখ টেনিসনের একমাত্র আশ্রয়স্থল কবিপদ—তাই কি না অম্লানবদনে কাড়িয়া লইল। কি কোমলতা! বঙ্গনারীর জন্য অকাতরে প্রাণভাণ্ডারে রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস ও সাগরপ্রমাণ চক্ষুজল পূরিল। কাননিকা নারী-কোলরিজ আভ্যন্তরিক কবি, কাব্যভরা প্রাণ—শত সেক্সপীয়র, সহস্র ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, অযুত বায়রণ, লক্ষ শেলীর প্রতিভা লইয়া এই ক্ষুদ্র পাখীর প্রাণ রচিত হইয়াছে। সে প্রাণের মুখ ফুটাইতে ভাষার কথা নাই। কাজেই কবি নীরব—এ ফুল ফুটিতে ফুটিতে ফুটিবে না।

(১) হায়! টেনিসন আর ইহজগতে নাই!

পেন্‌সন্‌ভোগী নিরঞ্জন, দিন দিন এই রকম রিপোর্টসুধা পান করিতে লাগিলেন এবং ষাঁড়া-ষাঁড়ীর বাণের ন্যায় জ্যামিতিক বৃদ্ধিতে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ চক্ চক্, বুক ঠক্ ঠক্, জিহ্বা লক্ লক্ করিতে লাগিল। তাঁহার দাঁত কড় কড়, হাত সড় সড়, গলা ঘড় ঘড়, প্রাণ ধড় ফড় করিতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া খাঁকারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, রে বঙ্গ, মূর্খ, অসভ্য সমাজ, সমাজ-কুলকলঙ্ক, তোর নির্ম্মম অঙ্কে আমি মিনার্ভার (১) অভিনয় দেখাইব। দেখাইয়া সমাজে আমেরিকার ওয়াসিংটন হইব।

এক দিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানপ্রান্তরে কন্যাকুলপরিবেষ্টিত নিরঞ্জন টেনিস খেলিতেছিলেন। কাননিকা কিঞ্চিৎ অসুস্থা, একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ও একটি গোলাপ ফুলের বৃন্ত ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন। বকুল গাছের ফুল আপনা-আপনি ঝরিতেছিল, ক্রোটনের পাতা আপনা-আপনি নড়িতেছিল, ফুলরেণু চারিধারে উড়িতেছিল, টেনিস বল ব্যাট হইতে ব্যাটান্তরে যাইতেছিল, কখন বা জালে আবদ্ধ হইতেছিল, কখন মাটীতে গড়াগড়ি খাইতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে কপোত কপোতী উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের পাদমূলে পতিত হইল। সকলে চমকিত হইল, আর ঠিক সেই সময়ে বিস্ময়ান্বিতা কোন এক রমণীর করনিক্ষিপ্ত টেনিস বল, কপোতের ঘাড়ে পড়িয়া তার প্রাণ বাহির করিল। সশব্দ পক্ষপুটে হৃদয়ের কাতরতা জানাইয়া কপোতী নিকটের উইলো তরুশীরে উঠিয়া বসিল। নির্ম্মম উইলো এমন সময়ে তারে স্থান দিল না। শাখা নত করিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। রমণীকুলমধ্যে একটা দুঃখের হাসির আবেশকর শব্দ উঠিল। আর কাননিকা ইজিচেয়ারে আনমনে কি একটা হিজিবিজি লিখিল। চেয়ার পড়িয়া সেই কথা সকলকে শুনাইল:—

আরে রে টেনিস বল কি কাজ করিলি রে
কপোতে বধিয়া!
আরে রে উইলো সখি, এ কি তোর কাজ দেখি?
কোমলা হইয়া,

(১) মিনার্ভা—গ্রীকদিগের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পতি-হারা কপোতীরে, দিলি কি না দূর করে!
গোরস্থানে তাই বুঝি থাকিস পড়িয়া?
টেনিসের বল সনে চ'লে যা লো লন্‌ডনে
যেথা হ'তে তো ছুটায়ে এনেছে ধরিয়া।
বঙ্গ তোরে নাহি চায়, যা লো সেন্ট-হেলেনায়,
অথবা চলিয়া যালো একেবারে কোরিয়া!

প্রজ্জ্বলিত ধুপ যেমন আকাশমার্গে হুস করিয়া উঠিয়া যায়, সনিরঞ্জনা যোবিদ্মণ্ডলীর প্রাণ তেমনি সেই কবিতানলস্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তরের দিকে ছুটিয়া গেল! কে রে?—এ প্রাণোন্মাদিনী কাব্য-কথা কে কহিল রে? কঠিনার পাথর প্রাণ দ্রব কে করিল রে? বস্ এই পর্য্যন্ত! তার পর দীপ-নির্ব্বাণ,—যেন কোথাও কিছু নাই। নিরঞ্জন ডাকিল, কাননিকে! ভামিনী বলিল, কাননি! মাতৃস্বসৃগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, কানি। নিকুঞ্জবন প্রতিধ্বনি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইল কাহু কই কোথায় কাননি?

সকলে দেখিল, ইজিচেয়ার শুধু পড়িয়া আছে। নিরঞ্জন ভাবিল, এ কবিতা কি কাননিকার? অসম্ভব, অসম্ভব। কাননিকা যে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে না। সে বাঙ্গালা কহিবার ভয়ে জাপানী শিখিয়াছে।* তবে কি ইজিচেয়ার কবিতা আওড়াইল! দূর হক, আর ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া এ প্রহেলিকার মীমাংসা হইবে না।

পরদিন প্রভাতে বিদ্যালয় হইতে রিপোর্ট আসিল। সর্ব্বনাশ, কাননিকা আর পড়িতে চায় না। সে বলে, 'যে ভাষায় বিদ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ভুলিয়া যাইব? রসনামূলে ইচ্ছাপ্রহরিণীকে বসাইয়া রাখিব, সে আর একটিও ইংরাজী কথা মুখে আসিতে দিবে না। যাহা মূর্খে বলে, অসভ্য বর্ব্বরেও বলিতে পারে, এমন সর্ব্বজনবিদিত ইংরাজীও উচ্চারণ করিব না। হাঁসপাতাল, বেঙাচি, চেহারা, ট্যারা-মাই বলিব, তবু হসপিটাল, বেঞ্চ, চেয়ার, ট্রামওয়ে বলিব না।'—কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারি নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি। বলে নাই, পড়ে নাই, একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে নাই। দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন পাষাণ-প্রতিমা।"

নিরঞ্জন তখন নারী কেন, বচার-পত্নী হইবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেন্টকে কারণ নির্দ্দেশ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতেছিলেন। কাননিকার দুই দিন বাদে "বিয়ে এমেন্ত" শেষ হইয়া ব্যাঙলারত্ব লাভ হইবে। তখন তাহাকে একটা আধটা হাকিমি না দিয়া কেমন করিয়া ঠাণ্ডা রাখিবেন, এই বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এই হৃদ্বিদারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়কবাট মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বক্ষণে যেমন পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম নির্গত হইয়া চারি-দিক আঁধার করিয়া ফেলে, নিরঞ্জন সেইরূপ একটি বাহাদুর চুরটে গোটাকতক ফাঁকা টান টানিয়া ঘরটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন, তার পর একটা হুঙ্কার গর্জ্জন। ভৃত্য বটু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিল। করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল, কথা কহিল না। দেখিল প্রভু ছড়ি লইতেছেন, লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। ঐ ছড়ি উঠিল, তাহার পৃষ্ঠে পড়িল, আবার উঠিল আবার পড়িল! বারকতক তাহার পৃষ্ঠে উঠাপড়া করিল। সে কেবল নীরবে হাত বুলাইল, আর নিরঞ্জনের প্রহারাবশিষ্ট অঙ্গগুলা হাত বুলাইবার ছলে দেখাইয়া দিল। সেইগুলাতে আর প্রহার না করিয়া, নিরঞ্জন কেবলমাত্র ক্রোধবিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"দিদি-বাবু কোথা?" ভৃত্য বাঁচিল, ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই কাননিকাকে আনিয়া হাজির করিল। দেখ দেখ! আজ কাননিকা বিচার-মন্দিরে যেন গুরু অপরাধের আসামী! বটু চাকর যেন চাপরাশী। কাননিকাকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্ত নিরঞ্জনের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ, তোমার জন্ম প্রাতঃকালে আমাকে প্রহার খাইতে হইল। আমার হাত-মুখ ঘাড়-পিট চিট হইয়া গেল। আবার যে তুমি 'হায় রে নীল গগন হায় রে নব ঘন' করিবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া নৈমিষারণ্য দেখিবে, ইজি চেয়ারে বসিয়া সাগরতরঙ্গের ভ্রূভঙ্গে কম্পিত হইবে, হাবুডুবু খাইবে, সেটি হইতেছে না আবার যে তুমি ছবিতে আঁকা পাহাড়ে উঠিয়া, তাহা হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিবে, কস্তুরী হরিণ ধরিবার জন্ম ছুটাছুটি করিবে, আর আমাদের কৈফিয়ৎ দেওয়াইতে দেওয়াইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে, সেটি কোনমতেই—আর—হই তে—ছে—না!"

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কি! ভৃত্য বেটা বলে কি? এ কি গাঁজা খাইয়াছে, অথবা কাননিকা

কর্মনাশানদীর জলে গা ঢালিয়াছে? ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। "চলিয়া" বলিয়া "যা" বলিতে না বলিতে দেখিলেন, বটু নাই। তখন রুক্ষস্বরে কাননিকাকে কহিলেন,—"হ্যা রে কাননি?"

কাননিকা উত্তর দিল না। অবনতমুখী নখ দিয়া কেবল গালিচা খুঁটিতে লাগিল। অবশ্য নখ পাদুকার ভিতরে ছিল! মাতামহ—মাতামহ কেন, নরোত্তম ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরঞ্জন আবার সুধাইলেন, "হাঁ কাননিকা?"

কাননিকার মস্তক কথাকর্ষণে আরও যেন নমিত হইয়া পড়িল। তখন নিরঞ্জন নিরুপায়, মৌনবতীর মুখ ফুটাইতে না পারিয়া হাত ধরিয়া সোহাগকম্পিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসিলেন "প্রিয় কানু?" কানু যেনী ট্যাণ্ডরার মত তিড়বিড় করিয়া হাত টানিয়া বলিল, "যাও!"

নিরঞ্জন। কেন, তোর হইল কি?

কাননিকা। আমার কিছু হয় নাই!

নিরঞ্জন আর নাতিনীকে রহস্য করিলেন না। রিপোর্ট পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছিল। কর্তব্যের অনুরোধে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন "তোর নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। তা নহিলে কেন তুই বাল সুলভ চাপল্য ছাড়িয়া প্রবীণার মত গম্ভীরা হইতেছিস্! আর তোর রহস্য ভাল লাগে না, পাঁচ জনের সহিত মিশিতে সাধ যায় না, পড়িতে রুচি হয় না। —ভাল কথা, ইংরাজী পড়িতে তোর আবার অনিচ্ছা জন্মিল কেন?"

কাননিকার মুখেও চঞ্চল হাসির পরিবর্তে গাম্ভীর্য্যের একটা স্থায়ী আবরণ আসিয়া পড়িল! মাতামহের কথায় ভাবে বুঝিল, স্কুল হইতে রিপোর্ট আসিয়াছে।—জিজ্ঞাসা করিল, "রিপোর্ট পড়িয়াছ?"

নিরঞ্জন। তবে কি ভূতের কথা শুনিলাম!

কাননিকা। যাহা শুনিয়াছ, সমুদয় সত্য, ইহার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি ইংরাজী পড়িব না। বল দেখি, 'ব্যাচিলরে'র ফেমিনাইন কি 'মেড' নয়? তবে পুরুষে যে সময়ে বিশ্ববিত্তালয়ের 'ব্যাচিলার অব আর্টস' হয়, নারী সে সময় 'মেড অব আর্টস' হয় না কেন? অর্থাৎ পুরুষে যখন বি, এ, হইবে, স্ত্রীলোকে তখন এম, এ, হইবে না কেন? যে ভাষায় বিদ্যার প্রশ্রয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না।

কাননিকার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল, মুখ বিরাট হাঁ করিল, বাঁধান দাঁত খরিয়া পড়িল। সত্যই ত, কানু এম, এ, না হইয়া বি, এ হইল কেন?

কাননিকা দাদার উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, চলিয়া গেল। রাশি রাশি সমীরণ কাননিকার ভয়ে দাদামহাশয়ের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল, যেই কাননিকা চক্ষের অন্তরাল হইল, অমনই হুঁস করিয়া পলাইয়া মরুৎ-সখাগণকে সংবাদ দিল। সমীরণ রাজ্যের ব্যাপার-খানা কি কি, মীমাংসা করিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ করিল! পোর্টকমিশনারগণ ধুচুনী নিশান উড়াইয়া দিল—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন চলিয়াছে।

নিরঞ্জনের হৃদয়ে কিন্তু আগুন জ্বলিল। নিরঞ্জনকে ক্ষার করিবার জন্য সেই অনলকে দ্বিগুণ জ্বালাইতে চারি দিক হইতে ফুৎকার আসিল। ভামিনী আসিয়া বলিল,—"বাবা বাবু, সে দিনকার কবিতা কাননি করিয়াছে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখিয়া কে এক বাল্মীকি মুনি না কি কবিতা আওড়াইয়াছিল, কাননীও কপোতের মৃত্যু দেখিয়া তাই করিয়াছে!"

নিরঞ্জন আর একটিও কথা কহিলেন না। কেবল "হুম্‌ম্" বলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভামিনী বাবা বাবুর ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিল না, পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া পলাইয়া গেল।

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত কাননিকা আর কোথাও শুনিয়া শিখিয়াছে।—নহে কি এই অসম্ভব ব্যাপার নাস্তিক নিরঞ্জন বিশ্বাস করিবে?

বাতায়নপথে বেগে সমীরণ প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ হাঁ!" দেয়ালে টিকটিকি বলিল, "ঠিক ঠিক!" পদঘর্ষণ-মুখরিতা গালিচা বলিল, "ইয়েস ইয়েস!"

কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তা নয়—এ যে প্রহেলিকা!" নিরঞ্জন হাই তুলিয়া তুড়ী দিলেন।

দূরে কে যেন গাহিল—

'বিধাতা-নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার।
যখন পুরুষবর হয় বলবান্
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্ খান্।'

নিরঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাননিকার অত্যধিক আদরে নিরঞ্জনের অপর কন্যা-দ্বয়ের ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছিল,—পিতার মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া তাহারা সেই বৃদ্ধকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার এই এক উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। জ্যেষ্ঠা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা! কাননিকা না কি একটা কবিতা লিখিয়াছে?" "বটে বটে" বলিয়াই নিরঞ্জন আর না শুনিতে হয়, এই জন্য ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিলেন। মধ্যমা কন্যা রায়বাঘিনীর মত বাপের সম্মুখে একখানা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন বহু দিন ধরিয়া পেনসন খাইতে দেখিয়া, কোম্পানী বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জীবন্তে প্রাণ করিবার জন্য তিন তিনটা মায়ারূপিনী 'হাঁ' পাঠাইয়া দিয়াছে। দুইটার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এটা বুঝি আর ছাড়িল না,—খাইল, ওই ধরিল—নিরঞ্জন একে বারে সোপানে ' চাপাইয়া দিলেন।

"বাবা বাবু যাও কোথায়? কাননির একটা কবিতা শুনিয়া যাও।" "আসছি আসছি", বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে উঠানে।

কোথায় প্রাঙ্গণান্তরালে আর একটা নাত্তিনী দাঁড়াইয়াছিল, সেটা টপ করিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, তাহার হাতে কবিতা লেখা একখানা কাগজ।—"ও কি, ও কি"—বলিয়াই হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চারি দিকে পথ দেখিতে লাগিলেন। বালিকা পড়িতে লাগিল:—

কি জানি কি সাধ নিয়ে কেন এ মরম সই
কেন মর্ম্মে বেদনার রাশি।
কেন নিমীলিত চোখে আকাশেতে চেয়ে রই
কেন গো কাঁদিতে গিয়ে হাসি।

"বেশ বেশ," বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে দরজায়। সেখানে দ্বারবানের স্কন্ধে অনৈকা নাত্তিনী বসিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই ঝাঁপাইয়া তার গলা ধরিল।—"কে তুই?"—নিরঞ্জন আর দেখিতে সাহস করিলেন না।

বালিকা বাহুযুগলে দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া, কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল:—

"আমি কে আমি কে ব'লে কিছুই শুধাও হায়
আমি কি গো নায়িকা চিন্তার?
আমার হৃদয় কি গো তোমার হৃদয় নয়,
আমিই কি একা আপনার?"

মরীচিকা

বাটীর বাহির হইয়া নিরঞ্জন ভাবিলেন,—যাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরি। কি করিতে যাইলাম, কি হইল? সমস্ত কার্য্যই যদি পণ্ড হইল, কাননিকা এম, এ পড়া যদি ছাড়িয়া দিল, তবে আর জীবন-ধারণে লাভ কি? নিরঞ্জন সঙ্কল্প স্থির করিবার পূর্ব্বে শান্তির আশায় চারি ধারে চাহিলেন। শান্তি কই? আজ রবিকর এত প্রখর কেন? সমীরণে এত কাঠিন্য কেন? পথ ধূলিরূপে অনল-কণা গায়ে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রান্তরের শ্যামল তৃণরাজি পাদুকা উপেক্ষা করিয়া সূচীর ন্যায় চরণে বিঁধিতেছে। আর ভাগীরথী!—তোর জল এমন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে কেন? অমন গরম জলে ডুবিয়া মরিলে যে গাত্রদাহ হইবে!

নিরঞ্জন ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর একটা সুগম পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে—

"————মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র-যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
বুক পাটা দম্ভছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘেতে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥"

এ হেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় যুবক রতন—
তার হাতে ছড়ি, মুখে দাড়া, চোখে পরকোলা।
করে তুচ্ছ কেশগুচ্ছ ঘাড়ে পিঠে ফেলা॥
সব ছিল না কেবল সীমন্তে সিন্দুর।
দিল দেখা মেঘ-মাখা লাবণ্য ইন্দুর॥

সেই সুন্দর, অতিসুন্দর, অতি হইতেও এককাটি বেশী সুন্দর যুবা, সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে নিরঞ্জনের দৃষ্টির ধারে পাদচারণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু হায়! পুরুষ-

সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? পুরুষ? না, পুরুষ সুধু সৌন্দর্য্যের কথা লিখিতে পারে, দেখিতে পারে না। তবে তুমি যদি আকর্ণবিশ্রান্তবদনা, মৃগমুখী শশিচোখী কঠোর রসিকা বয়োধিকার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর, আর তার প্রেমে বিশ্বসংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, তাহা হইলে সুধু পুরুষ কেন, কাফ্রিনীর মুখেও তুমি হেলেনের হাসি দেখিতে পাও। এমন তোমাকে আমার দূর হইতে নমস্কার। পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? নারী? না, রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাভিজ্ঞা বিদুষী বলিয়াছেন, "পুরুষের গুণই সুন্দর, সৌন্দর্য্য সুন্দর নয়। রমণীর চক্ষে সুন্দর পুরুষ হইতে সুন্দর নারী দেখায় ভাল।" পুরুষের রূপ দেখে কেবল উপন্যাসের নায়িকা। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; কেন না, নিরঞ্জন যুবকের রূপ দেখিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে আগন্তুক ঘুরিল, নিরঞ্জন ভাগীরথীর দিকেই চাহিয়া রহিলেন, একবারও মুখ ফিরাইলেন না। আগন্তুক গলা খাঁকারিল, লাঠি ঠুকিল, জুতা ঘষিল, চশমা খুলিল, আবার পরিল— নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ। তৎপথগামী দুই এক জন পথিককে চেনো চেনো করিয়া বার দুই হালু হালু (hallo) করিল, তথাপি নীরঞ্জন মর্ম্মর পাথর। তখন নিরুপায় হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিরঞ্জন ও ভাগীরথীর মধ্যে বিঘত প্রমাণ স্থান ছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়কে কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি না?

নিরঞ্জন তথাপি যে নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন—একবার নড়িলেনও না চড়িলেও না, জীবনের একটু চিহ্নও দেখাইলেন না! নিরঞ্জনের প্রাণ শান্তির আশায় ঘুরিতেছিল। কিন্তু হায়! কোথা হইতে এ কি নূতন অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল? নিরঞ্জন মনে মনে স্থির করিলেন যে, এ বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও ক্রমে কথা কওয়া হইবে না। ও তোবামোদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিক,—"কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি, কেমন আছেন, বাড়ীর সংবাদ ভাল,"—ইত্যাদি যা মনে আসে বলুক, আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভক্তি আসিয়াছে, আপনার তুল্য মহৎ জগতে আর নাই, আপনি ডেপুটীকুলচূড়ামণি, আপনি ধর্ম্মাবতার"—আমি কথা কহিব না। ও বলুক, "আপনিই কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে পুরা পেন্‌সন পাইয়াছেন, আপনার অবসর গ্রহণের পর হইতে দেশে চুরী ডাকাতি বাড়িয়াছে, গ্রামবাসিগণ আবার মাথা তুলিয়াছে"—আমি কথা কহিব না।

নিরঞ্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যুবকও স্থিরপ্রতিজ্ঞ; অথবা তার অভ্যন্তরে এমন কোন শক্তি সঞ্চারিত যে, বৃদ্ধের সহিত দুই একটা কথা না কহাইয়া তাহাকে নড়ায় কার সাধ্য? নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। নিরঞ্জন আবার ফিরিলেন, যুবকও আবার ঘুরিল। নিরঞ্জনের জ্ঞানবার্দ্ধক্যপিষ্ট ক্রোধ একবার হৃদয় মাঝে গাঝাড়া দিল। পদাভিমান নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতার অবকাশে, সেই ক্রোধকে মুক্ত করিবার সাহায্য করিতে টান দিল। ক্রোধ মুক্তি পাইয়া কণ্ঠে আসিল, নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা টলিল। নদীতটোত্থিতা প্রাতঃস্নাতা গৃহপ্রতিগমনশীলা ললনাকুলের দ্রুত পাদবিক্ষেপজ, সিক্ত বস্ত্রের ঝপর ঝপর শব্দ, শান্ত শৈবলিনীর তরঙ্গজননী বাষ্পীয় তরণীর চাপল্যদ্যোতক ধ্যাস ধ্যাস শব্দ, আর পোর্ট-কমিশনারকীর্ত্তি কর্ণে তালাদাত্রী হুইসলবাদিনী লোকোমোটিভ (locomotive) ভস্ ভস্ শব্দ— এই ত্রিগুণাত্মক শব্দের পেষণে নিরঞ্জনের গলা আল্‌গা হইয়া গেল। দ্বাররক্ষী দন্তপঙ্‌ক্তি কণ্ঠনির্ম্মুক্ত রিপুরাজকে বহির্গমনে বাধা দিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন হইয়া তাহার সহিত কুস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু ধারকরা (mercenary সৈন্য কতক্ষণ বীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে? বাঁধান দাঁত দুই এক বার কড় কড় করিল এই মাত্র, তার পর সব ফাঁক। দন্তপঙ্‌ক্তি কণ্ঠাগ্রে, ক্রোধ একেবারে রসনাগ্রে। বলিলেন, "তোমাকে সভ্যভব্যের ন্যায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া আমার বিপরীত বোধ হইয়াছে।"

যুবক। আজ্ঞে, আপনার যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা অনেকটা সত্য। অনেকটা কেন পৌনে পোনের আনা সত্য, তাই বা কেন, একেবারে পূরা ষোল আনাই সত্য।

যুবক সরল প্রাণে কহিল কি না, যুবকই জানে; আর জানে তার স্রষ্টা। কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনের আদৌ ভাল লাগিল না। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন কথাটা রহস্যের ছলেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইল এবং পুলিসের রহস্যময় হস্তে সেই রহস্য বুঝাইবার ভার

ভঙ্গ করিবার অভিলাষটাও সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

কল্পনা ইচ্ছাসহচরী। নিরঞ্জন যেই মনে করিলেন, বিরক্তিকর যুবকটাকে পুলিসে দিব, অমনই তিনি যেন একটা লাল পাগড়ী দেখিতে পাইলেন। যেমন লাল পাগড়ী দেখা, অমনই লাল পাগড়ীর সেই ভীষণ লোকালয়ের সুন্দরবন, অশ্বত্থবটসহকারবেষ্টিত, রক্তিম, মহকুমার কাছারীটিও চোখের উপর আসিয়া পড়িল। রাঘববোয়ালই যদি দৃষ্টিজালে পড়িল, তবে তার উদরগত রোহিত, শফরী, এরাই বা বাকি থাকে কেন? আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে একে একে তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন দেখিলেন, বামে দক্ষিণে শামলা, সম্মুখে কাঠগড়া, তন্মধ্যে বিচারপ্রেমাসক্ত বেপথুমান আসামী, উপরে পাখা, নীচে মঞ্চ, হস্তে অশনিরূপিণী লেখনী, তৎপার্শ্বে বিষভরা মসীপাত্র, আর চারি ধারে কেবল বদ্ধাঞ্জলি। মঞ্চের উপরে মানময়ী, বিভীষিকাময়ী, পয়োমুখী, গরালোদরী নিজের হাকিমশ্রী! সেটাও সময় পাইয়া নিরঞ্জনের কল্পনাপথে চোলডিগ্‌ডিগ্‌ খেলিতে লাগিল। ভাবাবেশে নিরঞ্জন বিচার আরম্ভ করিলেন;—"তোমার নাম?"

যুবক। আমার নাম লয়।

নিরঞ্জন। পিতার নাম?

যুবক। আজ্ঞে, বিশ্ব,—মাতার নাম বিদ্যা।

নিরঞ্জন। জাতি?

যুবক। আজ্ঞে, কি এক সামান্য অপরাধে আমার পিতার জাতি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। এখন বল তুমি দোষী কি না।

যুবক। দোষী!—আমি!—আমি কেন দোষী হব? আমি সকলের আগে গিয়াছিলাম।

নিরঞ্জন। সকলের আগে গিয়াছিলাম!—এ কথার অর্থ কি?

যুবক। আজ্ঞে, এ কথার অর্থ এই, আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

"কেহ ছিল না—কেহ ছিল না?"—বলিতে বলিতে আর এক যুবক কোথা হইতে যেন কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল; আসিয়া নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া আবার বলিল, "শুধু এর কথা শুনিয়া আপনি রায় দিবেন না। আমি সাক্ষী আনিতেছি। এই গেলটী, আমি নট্‌ গিলটী—(not guilty), আমি সকলের আগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন কাক পর্য্যন্ত ডাকে নাই, চোর পর্য্যন্ত জাগে নাই, পুলিস পর্য্যন্ত ভাগে নাই, সাহেব পর্য্যন্ত রাগে নাই! এমন কি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র তখনও পর্য্যন্ত পরনিন্দা ছাড়ে নাই। এমনই ঘোর রাত্রিতে আমি বাহির হইয়াছিলাম। তা হইলে বলুন দেখি, আমি দোষী কি এই দোষী? মহাশয় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবে আপনাকে 'গ্যাসকোইন' বলিয়াছে, বাঙ্গালীতে বলিয়াছে 'কালাপাহাড়'। আপনার ন্যায় মহাত্মার কাছে এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়া নিস্তার পাইবে?—এই আমার সাক্ষী আসিতেছে।" হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে সাক্ষিপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কয়টা লোকই পাগল হইয়াছে। ইহাদিগকে যেমন করিয়াই হউক গারদে পুরিতে হইবেই হইবে। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের সকলকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, তোমরা পথে অবৈধ জনতা করিয়া আমার বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতেছ। বেলা হইয়া গেল, তথাপি আমাকে বাড়ী যাইতে দিতেছ না।"

সাক্ষী। বেশ, বাড়ীই চলুন, সেই স্থানেই এঁদের বিবাদের একটা হেস্ত নস্ত করুন। সেই স্থানে বিশ্রামসুখও ভোগ করিবেন, আর বিচারও করিবেন। আমাদের আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আমরা সকলেই আপনার আত্মীয়। ওই যে আপনার ফ্রেণ্ড আসিতেছেন, উনি আমাদিগের এ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার বাল্য-বন্ধু সমধর্ম্মী চোঙ্গদার সাহেবও ডায়াবিটিস জীর্ণ করিবার জন্য প্রাতভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন! কিন্তু এখনও ত বন্ধুবর বহু দূরে লিলি করিতেছেন! এতক্ষণ কি করিয়া নীরব থাকিবেন! তাই বলিলেন, "তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের কথা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।"

সাক্ষী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি।

নিরঞ্জন। তুমি কে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমি প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ। আপনি হাকিম জাতির ড্যানিয়েল। সুতরাং আমি—আপনি বুঝিয়া লউন

আমরা ককেসিয়ান জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান শাখা। আমাদের পেশার কথা শুনিলে আপনার চক্ষে জল আসিবে। আমাদের এক প্রস্তুত পুরাণে পিষিয়াছে, এক প্রস্তুত ইতিহাসে পিষিয়াছে, শেষে প্রত্নতত্ত্ববিদে পিষিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জীবদ্দশায় সাহেবের লাথিতে পিষ্ট হইতেছি, মরিলেই খ্যাতি-রস পান করিয়া সংবাদপত্রের কলেবর পুষ্ট করিব।

নিরঞ্জন। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। না যাও ত, পাহারাওয়ালা ডাকাইয়া দূর করিয়া দিব।

সাক্ষী। আজ্ঞে, তাই দিন। নহিলে আমি নিজে যে যাই, সেরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে প্রহার করুন, অথবা পাহারাওয়ালার সেই দুর্ব্বল-লাঞ্ছন বেটন দিয়া আমার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিন। আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে একটা প্রবলা ভক্তি আসিয়াছে। আমি সেই ভক্তিতরঙ্গ ঠেলিয়া পলায়ন-নদীতীরে পৌঁছিতে পারিতেছি না।

নিরঞ্জন দেখিলেন—সাক্ষীর হাতনাড়া, মুখনাড়া, মৃদু হাসি—সব দেখিলেন। আর ভাবিলেন, এ কি বিষম বিপদ উপস্থিত! কেমন করিয়া এর হাত হইতে নিস্তার পাই?

সাক্ষী দুই একটা ঢোক গিলিয়া গিলিয়া আবার আরম্ভ করিল—"তবে এইমাত্র অনুরোধ, আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। আমি কেবল সাক্ষী, আসামীও নই, ফরিয়াদীও নই। শুধু সাক্ষী—হতভাগ্য সাক্ষী। আমি বামন, আর তিনি ঝাউ-গাছের কল। আমি মৌরলা, আর তিনি বড় কানকোমরা 'কই'। কাজেই এ ভাগ্যহীন পাঁটী গঙ্গ হইতে আপনি নিরুদ্বেগের সনন্দ পাইতে পারেন। তাহার উপরে আপনার ও আমার ভিতরে একটা বন্ধুতার আবির্ভাব হইয়াছে। কবি কালিদাস বলিয়াছেন—"

নিরঞ্জন। "কি পাষণ্ড! আবার কবিতা?" এই বলিয়াই তাহার মস্তকে প্রহার করিবার জন্ত যষ্টি উত্তোলন করিলেন।

সাক্ষী। আজ্ঞে কবিতা—এখন প্রহার করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। কবিতা শুনিলে ও তাহার অর্থ বুঝিলে আপনি আমাকে প্রহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। তখন আপনি যতই মারিবেন, ততই আপনার আনন্দ বাড়িবে। যাবজ্জীবন এই পৃষ্ঠে ছড়ি পড়িলেও আপনার হাতে ব্যথা হইবে না। কবিতাটি এই:—"সম্বন্ধমালাপন-পূর্ব্বমাহুঃ।" অর্থাৎ আলাপ করিবার পরেই সম্বন্ধ। আপনি যে দণ্ডে আলাপ করিয়াছেন, তার পর-ক্ষণেই সম্বন্ধী হইয়াছেন। সুতরাং কোন দিকেই আমা হইতে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তবে ইহাদের মধ্যে এই বাবুটিই দোষী। কেন না, ইনিই প্রথমে "কই" খানি ছিঁড়িয়া পথে খই ছড়াইয়াছেন।

কি—আমি দোষী?" এই বলিয়াই প্রথম যুবক সাক্ষীর পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল।

তখন সাক্ষী সস্মিতবদনে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এই দেখুন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, উনি সেই অপরাধে আমার পৃষ্ঠে মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আহা! ওঁর ননী-মাখন-মাখা হাত কতই কোমল, আর কোড়ায় কোড়ায় কড়া পড়িয়া আমার পিঠ কতই কঠিন! ওঁর হাতে কতই না আঘাত লাগিল!"

দ্বিতীয় যুবক তাহা দেখিয়া নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখুন বাহাদুর, লোকটা কত বড় বেয়াদব দেখুন।"

নিরঞ্জন জীবনে প্রথম দেখিলেন, পথমধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নিরপরাধে অপমানিত হইয়া প্রতিকার-সামর্থ্যসত্ত্বে এক জন লোক হাসিল। নিরঞ্জন তার মুখে ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন না।

একটা লোক হাসিল। মার খাইয়া চোখ রাঙাইল না, গালাগালি দিল না, উকিল ডাকিল না, সমন বাহির করিল না, আমি হাকিম দাঁড়াইয়া আছি, আমার কাছেও প্রতিকার চাহিল না—শুধু মুখ মুচ-কিয়া হাসিল!—নিরঞ্জন তখন তাহার মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখিলেন। দেখিলেন, তার সৌম্য শান্ত বদন, দেখিলেন তার সরলতা-মাখা নয়ন, আর দেখিলেন চক্ষুদ্বার ভেদ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের আবরণে ঢাকা সেই রমণীকোমল হৃদয়। আহা, সে হৃদয় কি সুন্দর! নিরঞ্জন প্রথমে বুঝিলেন, কাঠ-গড়ায় দাঁড়াইয়া কখন কখন আসামীও হাকিমের বিচার করিতে পারে।

নিরঞ্জন চিত্তসংযম না শিখিলে হয় ত তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া ফেলিতেন,—

"বঁধু! কি আর বলিব আমি?
জনমে জনমে মরণে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি!"

তাহা না করিয়া সেই উদ্ধত প্রহারকারী যুবকটাকে তিরস্কার করিলেন। তাহার তিরস্কারে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিতীয় যুবক সাক্ষীর হইয়া প্রথমকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন দুই জনে আবার লড়াই বাধিয়া গেল। নিরঞ্জন প্রাণপণ চীৎকারে পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন। এক দিক হইতে পাহারাওয়ালা, অন্য দিক্ হইতে মিষ্টার চোঙদার আসিয়া পড়িলেন। চোঙদার আসিয়াই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিষ্টার সেন, ব্যাপার কি?"

নিরঞ্জন তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। পাহারাওয়ালাকে বলিলেন,—"এই দো আদমিকো পাকোড়ো।"

পাহারাওয়ালা আসিয়া যোদ্ধ,যুগলকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। নিরঞ্জন তার আচরণে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গনগন করিয়া বলিলেন—"ক্যা দেখতা হ্যায় গাধা। জলদি পাকড় কর।"

পাহারাওয়ালা কিছুই না করিয়া কেবল সেলাম ঠুকিতে লাগিল। আর বলিল,—"হুজুর, উতো অনাহারী হুজুরকো লেড়কা হ্যায়।"

নিরঞ্জন সে কথায় কান দিলেন না; রুক্ষতর স্বরে বলিলেন—"জলদি পাকাড় কর।"

চোঙদার বলিলেন—"আরে ভাই, রাগ করিও না, থামো থামো।" তখন নিরঞ্জন বলেন, পাকাড়ো পাকাড়ো, চোঙদার বলে, থামো থামো; যোদ্ধদ্বয় বলে, ড্যামড্যাম্, সাক্ষী বলে, কর কি, কর কি; পাহারাওয়ালা বলে, আরে বাবু আরে বাবু, জখম হোগা।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। তাহারা বলে লাগাও লাগাও। চোঙদার মাঝে পড়িয়া, "যেতে দাও যেতে দাও" বলিতে বলিতে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। বাহিরের বিবাদ থামিয়া গেল। তবে যা একটু আধটু গোলমাল রহিল, তাহা কেবল পাহারাওয়ালার জনতাভঙ্গের জন্য! কিন্তু নিরঞ্জনের অভ্যন্তরে নানাজাতীয় চিন্তা আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

সাক্ষী তখন বলিল, "আপনি আর দাঁড়াইয়া কি করিবেন, ঘরে যান, ইহাদের বিবাদ মিটিবে না।"

চোঙদার বলিলেন "না ভাই, এ বিবাদ মিটিবার নয়। তুমি ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কিসের বিবাদ?—কিসের দোষ?"

চোঙদার। এই ত দাদা, তুমিও সময় বুঝিয়া নেকা হইলে!

নিরঞ্জন। সত্য চোঙদার, আমি কিছুই জানি না। আমি এই নব্য যুবকদের আচরণ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি

চোঙ। এ দু'টি যুবক তোমারই দু'টি বন্ধুর পুত্র। এই বলিয়া চোঙদার নিরঞ্জনের কানে কানে কি বলিল। নিরঞ্জন সেই নীরব কথা শুনিয়া কেবল একটি সশব্দ হাঁ করিলেন। তার পর বলিলেন—তা দুজনে পরস্পরে বিবাদ করিতেছে কেন?"

চোঙ। এক বিষম "কই" বাহির হইয়াই ইহাদের মাথায় দই ঢালিয়া দিয়াছে। এরা আগে ছিল দুই বন্ধু। মাথায় দই পড়িবার পর হইতেই, ইহাদের মধুর প্রেম টকিয়া গিয়াছে। এ বিবাদ হইত না, ইহারা ঝগড়ার আগে যদি আমার কাছে আসিত। যাও ভাই, বেলা হইয়াছে। উহাদের বিবাদ সহজে মিটিবে না। তবে যদি এই তোমার আত্মীয়।—

নির। আত্মীয়!

চোঙ। আত্মীয় কেন; একরকম ঘরের লোক—চোঙদার আরও বলিতে যাইতেছিল, সাক্ষীর ইঙ্গিতে চুপ করিল এবং নিরঞ্জনের হস্তকম্পন করিয়া চলিয়া গেল। যুবকদ্বয়ও অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সাক্ষী গঙ্গাতীরে বসিয়া একটা জেটীর উপর উঠিয়া গান শুনিতে লাগিল,—

"ওরে আমার কই।
থাইমেরে তুমি উঠলে ভেসে,
চলে গেলে কোন্ সোনার দেশে,
খুঁজতে গেলে বেজায় ফুলে ঢোলের মত হই।
থাপি খাওয়া হয় না হজম কর মোদের জলসই॥

সাক্ষী সেই গান শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তাহার গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "এ কণ্ঠস্বর যে শুনিয়াছি! দূরের সঙ্গীত-মূর্ত্তিতে মাঝে মাঝে এই গান আমাকে অস্থির করিয়া তুলে।—সে কি এই সাক্ষী? সাক্ষী কি অন্তর্যামী? না, হইল না,—গৃহে যাওয়া হইল না। সাক্ষীকে গ্রেপ্তার না করিয়া, গৃহে ফিরিব না। "সাক্ষী সাক্ষী"—জেটীর কাছে গিয়া নিরঞ্জন চীৎকার করিলেন। কিন্তু কই সাক্ষী, কোথা সাক্ষী—কোথা হইতে আসিল—কোথায় গেল!

নিরঞ্জন তাহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি যষ্টি পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেই যষ্টি তাঁহার ক্রোধের উপর এমন প্রহার করিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় এখন "নলিনীদলগত-জলমিব তরলং।" নিরঞ্জন এখন সাক্ষীর প্রেমে আকৃষ্ট। নিরঞ্জন এখন নদী, সাক্ষী সাগর; নিরঞ্জন রাধা, সাক্ষী কৃষ্ণ। "সাক্ষী সাক্ষী" করিয়া নিরঞ্জন জেটীবনে কত ঘুরিলেন, দেখা পাইলেন না। শেষে মান করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, সাক্ষী যাইবে কোথায়? সে যে আমার বাল্যসখা চোঙদারের পরিচিত।

তা যাউক, এ কি! চোঙদারই বা কি বলিল? সেই দুই জন যুবকই বা আমার সম্মুখে কি নাটকের অভিনয় করিল? তাহাদের এক কথাও যে বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা কি কাননিকাকে বিয়ে করিবার জন্তই খুনোখুনি করিতেছে! কি, আমার কাননা বিয়ে পাশ দিয়া এম, এ হইবার দাবী করিতেছে, আর আমি কি না সেই মহীয়সী বিদুষীকে ছোট করিয়া বিয়ে করিব। দেশ জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাক, কাননীকে আমি সধবা হইতে দিব না। কিন্তু হায়! সেই 'কই'! সে 'কই' কোন্ সরোবরে সাঁতার কাটিতেছে?

ও কি! ওই বই-ফিরিওয়ালা কি বলিতেছে। "হায় কলির এ কি গুণ, এক কবিতায় পাঁচটা খুন। —এক এক পয়সা।"—নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতায় পকেটে হাত পড়িল। তাহা হইতে একটা পয়সা বাহির হইল। আর তার বিনিময়ে তাহার হাতে সেই এক পয়সার বইখানি আসিল। প্রথম পাত খুলিয়া দেখেন, লেখা রহিয়াছে—কি লেখা রহিয়াছে? অরুণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের দৃষ্টি অবরোধ করিতে বইয়ের প্রথম পত্রেই প্রথম ছত্রেই ও কি লেখা রহিয়াছে? "ডেপুটীকুল-ধুরন্ধর নিরঞ্জন সেনের জগদ্ধাত্রী দৌহিত্রী কবি কাননিকা বাগ্‌ভট কই—"

মহাক্রোধে নিরঞ্জন বইখানা দূরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, সহসা হাতখানা একটা নরবক্ষে আহত হইল।

নিরঞ্জন। কে তুমি?

গুপ্ত। আজ্ঞে আমি সম্পাদক।

নিরঞ্জন। ইংরাজী?

গুপ্ত। বিজাতীয় ভাষায় কে কবে মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে? আমরা অর্থলোভ, পদলোভ, আশালোভ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া দুঃখিনী, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই আনন্দদায়িনী শতগ্রন্থিবাস মাতৃভাষার সেবা করিতেছি।

নিরঞ্জন। কাগজে গাল পাড়িয়া রাগ মরে নাই, তাই কি সুমুখে গালাগালি দিতে আসা হইয়াছে?

গুপ্ত। আজ্ঞে, আড়ালে যা করিয়াছি তা করিয়াছি। আপনার সুমুখে যশোগান করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জন। যাও যাও, আমার সুমুখ হইতে দূর হইয়া যাও।

গুপ্ত। আজ্ঞে রাগ করিবেন না। এই দেখুন, দেখিয়া মারিতে হয় মারুন, পায়ে রাখিতে হয় রাখুন। এই বলিয়া গুপ্ত একখানা পুস্তক নিরঞ্জনের মুখের কাছে ধরিল।

নিরঞ্জন। এ কি?

গুপ্ত। কাননিকা দেবীর পুস্তকের সমালোচনা।

নিরঞ্জন। বই কই?

গুপ্ত। আজ্ঞে।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে কি? বই কই?

গুপ্ত। আজ্ঞে—

নিরঞ্জন। কি বিপদ! তুমি কোথাকার গণ্ডমূর্খ! সমালোচনা ত দেখিতেছি, কিন্তু বই কই?

গুপ্ত। আজ্ঞে, বই ত আপনার ঘরে। বইএর নাম কই। কেন, আপনি কি তাহা পড়েন নাই? এক মাসে তার ত্রিশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। সেই যে দুই জন বাবু সর্ব্বপ্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহারাই একখানা বই লইয়া মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু আমি তেমন অসভ্য নই। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, আর তাহাদের গালাগালি "নোট" করিতেছিলাম।

নিরঞ্জন তখন ব্যাপারটা একটু একটু বুঝিতে পারিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্পাদক ইত্যবসরে তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। "হাঁ হাঁ—কর কি কর কি!"—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া যেমন তিনি চলিয়া যাইবেন, অমনি আর এক জনের ঘাড়ে পড়িলেন।

নিরঞ্জন। তুমি আবার কে?

জন। আজ্ঞে আমি।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে আমি!—আমি কি?

জন। আজ্ঞে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, সিবিল সার্ভিস দিতে বিলাত গিয়াছিলাম। তার পর ফেল হইয়া বারে জয়েন করিয়াছি।

নিরঞ্জন। তাতে আমার কি?

জন। আপনার যথেষ্ট। আমি উচ্চবংশোদ্ভব।

নিরঞ্জন। আমি না হয় নীচবংশোদ্ভব—আমাকে কি পেন্সনে দিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে, অমন কথা বলিবেন না, আপনি দেবতা। আমি অতি পরিশ্রমী, আর আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখন কিছু জানে না।

নিরঞ্জন। বটে! তবে ত তুমি জেণ্টেলম্যান হে। কিন্তু জেণ্টেলমেনের এমন অসময় পবলিক প্লেসে (pablic place) আবির্ভাব হইল কেন? আমাকে কি কনভর্ট (convert) করিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে আমি ভাল ক্রিকেটিয়ার, ভালতর সওয়ার, ভালতম বেজুনিষ্ট। আমি উত্তম গাহিতে পারি, ভাল 'পলকা' নাচ নাচিতে পারি। আর 'বলে'র কথা ত বুঝিয়াছেন—আপনি পড়িতে পড়িতে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।

নিরঞ্জন হতাশ চক্ষে চারি ধারে চাহিলেন। তাঁহার প্রাণ নীরব হইয়া আসিতেছে। কে তাঁহার হইয়া এ পাগলের কথার উত্তর করিবে?

দূরে একটি নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ছিল। সেই অন্তর্যামী সন্ন্যাসী তাঁর মনোভাব বুঝিয়াই যেন বলিল, "ওর কথায় বিশ্বাস করিবেন না। ওর একটি বিবাহ আছে।"

জন। আমি সেই অস্পর্শনীয়া অশিক্ষিতাকে ডাইভোর্স (divorce) করিব।

সন্ন্যাসী। আমায় একবার দেখুন, আমি ঘর বাড়ী সব ত্যাগ করিয়াছি, গেরুয়া ধরিয়াছি। কে আজ এ দশা করিয়াছে? দেখুন, একবার দেখুন, একবার দেখুন, আমার কি চেহারা হইয়াছে! আমার বাড়ী, আমার ঘর—কিন্তু হায়! আমি আজ কোথায়?

বুদ্ধিমান্ নিরঞ্জন এক্ষণে সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়াই হনহন করিয়া বাড়ী চলিলেন। চারি দিকে—আহা উহু হায় হায়, রে রে, গেলাম মলাম, কিচির মিচির, ড্যাম ভিলেন, টিপচাপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আর কোন দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন না।—ঘরে গিয়া একেবারে সোফায় শুইয়া চাকরকে বলিলেন, "জল দে।" কিন্তু জল কই? এ সংসার যে মরীচিকা। নিরঞ্জন জল বিনা টা টা করিতে লাগিলেন।

———

পত্রিকা।

জল আসিল না, রাশি রাশি পত্রিকা কোথা হইতে যেন আসিয়া ঝুর ঝুর করিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নিরঞ্জনকে লজ্জার "হরিণবাড়ীর" মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্য দেবকন্যাগণ নীল গগন হইতে লাজবর্ষণ করিতেছে।

নিরঞ্জন সেই গুলি কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, কাহারও উপরে কবি-কুমারী। ছন্দোবন্ধননিপুণ কোন লেখক পত্রের শিরোনামে লিখিয়াছেন, উদ্ভট্ট কবি বাগ্‌ভট্ট। চটুলচাটুপটু কোন প্রেমিকার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, রমণীকুলতিলকা কবি-কাননিকা। কেবল খান কয়েক পত্র ভামিনীর, আর এক পত্র তাঁহার নিজের।

নিরঞ্জন অগ্রে নিজের পত্রখানি পড়িলেন।

১ম পত্র

নমস্কার নিবেদনং

নীরবতাই প্রাণের কথা। ভালবাসা আপনাকে চেনে না, আপনাকে চিনাইবারও কৌশল জানে না, আপনি বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করিবেন। আজ প্রাতঃকালে বোধ হয়, সহস্র পত্রকুসুম আপনার পাদমূলে পতিত হইবে। তাহাদের প্রাণোন্মাদক গন্ধে হয় ত আপনাকে উন্মত্ত করিবে। সাবধান, বিচলিত হইবেন না। অনেক "আপনার লোক" চারি ধার হইতে আসিয়া আপনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। চক্রব্যূহ ভেদ করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি?—"আপনার লোক" খুঁজিতে হয়। আপন হইতে আপনার, সেই ভালবাসাময় পরম প্রেমিক পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে খুঁজিতে পৃথিবীর মানব সৃষ্টিকাল হইতে আজীবন পরিশ্রম করিতেছে। অধিক আর কি বলিব? এইখানে আমার চক্ষে জল আসিল। কাগজ ভিজিল, আপনি বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, সেই জন্য এই অজ্ঞাত-কুলশীল আজি হইতে নীরব হইল।

অনুগ্রহভিখারিণঃ
কস্যচিৎ অজ্ঞাতভাগ্যস্য

নিরঞ্জনের বিস্ময়ের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। অনেক বার বিস্মিত হইয়াছেন, আবার বিস্মিত হইলে তাহা হইতে সমস্ত বিস্ময়ের খরচ হইয়া অভিধান হইতেও যে কথাটা উঠিয়া যাইবে! বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তাঁহার কৌতূহল হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা থাকে, আজ সমস্ত চিঠি পাঠ করিব।

এই ভাবিয়া ভামিনীমণির চিঠি খুলিলেন। চাকর বটু চা লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত চিঠি আজ কে পাঠাইল, বলিতে পারিস?"

চাকর বলিল, "কতকগুলা, ডাকহরকরা দিয়া গিয়াছে, কতকগুলা বেয়ারায় আনিয়াছে, কতকগুলা বাবুরা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর কতকগুলা কেমন করিয়া পাইয়াছি মনে নাই, আর কতকগুলার কথা মনে আসিতে আসিতে আসিতেছে না।"

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলা এখনও আসে নাই।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলার মধ্যে কতকগুলা লেখা হইতেছে, কতকগুলার এখনও কাটাকুটি চলিতেছে, আর কতকগুলার কাগজের জন্ত বাদির কলে চিঠি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। আর তোমার মুণ্ডপাত হইতে যে এখনও বাকী রহিয়াছে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বটু মস্তক অবনত করিল, আর বলিল,—"চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।"

নিরঞ্জন কি বুঝিয়া আবার বলিলেন,—চাকরকে আর প্রহার করিলেন না। বলিলেন, "চা রাখিয়া চলিয়া যা।"

বটু আদেশ পালন করিল। নিরঞ্জন আবার পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

(২য় পত্র)

প্রিয় সখা ভানু!

এই অভাগিনী লেখিকাকে চিনিতে পার কি? আর কেমন করিয়াই বা চিনিবে!—সেই সেকাল আর একাল। ত্রিশ বৎসর আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্না। কিন্তু ভাই, মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, সেই তোমার আমার মানস-রচিত অচ্ছোদ-সরোবর! যে সরোবরের তীরে নবাগতযৌবনা দুইটি সখী, হাতধরাধরি—উপরে আকাশ, নীচে বসুমতী। আকাশে নক্ষত্র স্নিগ্ধোজ্জ্বল, অগণ্য অনন্ত—ভূমে তৃণক্ষেত্র—সুদূরবিস্তৃত শ্যামল সুন্দর! মনে পড়ে কি, অচ্ছোদের সে ঢল ঢল নীলজল? নীলাম্বরী প্রকৃতির গায়ে সোহাগ করিয়া, জলের উপর জল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দিয়া, সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লারকে বলিতেছে, চাঁদ আসিতে এখনও দেরী আছে। চারি ধারে সুন্দরে সুন্দরে মেশামিশি। দুইটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আশার রাশি। তাহাদের চক্ষে তখন সকলি সুন্দর—চাঁদ সুন্দর, আঁধার সুন্দর, ধরণী সুন্দর, শূন্য সুন্দর। এই সকল সুন্দরের মধ্যে দুইটি সুন্দর বালিকা আরও কি সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, মনে পড়ে কি ভাই! সেই অচ্ছোদ-তীরে কার সঙ্গে কবে কার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল? মহাশ্বেতে! কোথায় সেই পুণ্ডরীক? আর আমি অভাগিনী কাদম্বরী—কোথায় আমার চন্দ্রাপীড়? তুমি চাহিতে সরোজলে, আমি চাহিতাম নভোমণ্ডলে। প্রিয়সখা ভানু! আর একবার জিজ্ঞাসা করি, মনে পড়ে কি?—ভাই, মানব-জীবন চোখ বুজিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু একবার আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে কি তাই? তুমি কোথায়—আমি কোথায়? তোমার দাম্ভিক পিতা (ভাই রাগ করিও না) তোমায় কোথায় রাখিয়াছে, আমার মূর্খ পিতা আমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে। এখনও একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাকি একটি ভুবনমোহিনী কন্যা হইয়াছে! তার রূপগুণে নাকি সমস্ত বঙ্গ পাগল। ভাই আমারও একটি ভুবনমোহন পুত্র আছে। তার রূপগুণে সমস্ত বাঙ্গালা না হউক, অন্ততঃ আধাআধি পাগল—বিশেষতঃ শিক্ষিত-শিক্ষিতা-মণ্ডলের ভিতর পাগলামিটা কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভাই, আবার কি তোমার অভাগিনী সখীকে তোমার আদরের ঘরের এক কোণে স্থান দিবে? আমার পুত্র ও তোমার কন্যা দুইটি সুন্দর একসঙ্গে করিয়া, সুন্দর দেখিবার সাধ মিটাইবে?—প্রিয় সখী, আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া উঠিল না, এস না আমরা সেই অমূল্য সামগ্রীটি দুইটি যুবক

যুবতীকে দিয়া, কঠোর বিধাতার উপযুক্ত শাস্তি-বিধান করি। ভাই, বিধাতা আমাদের যে দুঃখ দিয়াছে, তুমি না হইলে আর কেহ তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে না। তোমার পিতা বিধাতার উকীল হইয়া এবারেও যদি এ বিবাহে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাকে বলিও. আমার পুত্র উচ্চবংশোদ্ভব,—অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। আমার রাশি রাশি ভালবাসা পাঠাইলাম। তুমি যত পার দিও। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তোমার ভগিনীদ্বয় ও তাহাদের কন্যাগুলিকে দিও। তোমার প্রিয় পিতাকে একটু আধটু দিলেও দিতে পার। কেন না, তিনি তোমার মত প্রেমময়ীর পিতা।

পুরাতন প্রণয়ে নূতন করিয়া ভিখারিণী।
অভাগিনী নিঝরিণী।

পত্র পাঠ করিয়া নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। রাগের মাথায় আর একখানা পত্রচ্ছদের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অক্ষরগুলা অতি ভয়ে যেন এ উহার ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িল। কোনগুলা বা জড়াজড়ি করিয়া নিরঞ্জন যাহাতে চিনিতে না পারে, এমনি ভাবে মুখের উপর মসীর আবরণ দিল যে, আর কেহ হইলে তাহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে যন্ত্রমুখে ফেলিয়া দিত, সেখানে তাহারা অনুশীলনে পিষ্ট হইয়া বিজয়াবটিকা বড়ীর মত একটি একটি করিয়া কল হইতে বাহির হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কি ছাড়িবার পাত্র! তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির অলৌকিকতায়, তাহারা হাসিতে হাসিতে সরিয়া দাঁড়াল। নিরঞ্জন দেখিলেন :—

(৩য় পত্র)

প্রিয় ভায়া!

করছিস্ কি? আমার লেখা দেখে বুঝতে পেরেছিস্ কি আমি কে? পাঁচ বৎসর নিউইয়র্কে ছিলুম, তিন বৎসর লণ্ডনে, দুই বৎসর প্যারিসে। তবু দেখ আমি কেমন ভাষা বাঙ্গলা লিখতে পারি? আর আমার গুণধর আমাকে আনতে গিয়ে, মাস দুয়ের জন্য সেখানে থেকে সব বাঙ্গলা ভুলে গেছে। তোর অদ্ভুত বাপ তোকে যদি একটা সিভিলিয়ান দেখে দে' দিত, তা হ'লে আমার মতন তার স্কন্ধে চাপিয়া কত দেশ-বিদেশ দেখতিস্। বিলেতফেরত পুরুষগুলো পরিবারকে এ দেশে রাখ্‌তে বড় নারাজ। আমার গুণধর বলে, তুমি সেইখানেই আজীবন বাস কর, আমি কেবল মনের সাধে চিঠি লিখি। আহা ভাই রে! বিলেত কি সুন্দর! ক' বৎসর ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্চে যেন আমি একেবারেই ছিলুম না। এই ক' বৎসর ফুলের ভেতর বাস ক'রে, আমার প্রাণটা যেন ফুলময় হয়ে গেছে। ভাই, আমার সঙ্গে বিলেত যাবি? সেখানে দুই দিন বাস কারলে, পোড়া ভারতের কথা আর মনেই থাকে না। বেশী আর কি বলিব সই, সোয়ামী ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, এ-ও আমি এক দিন ভুলে গিছলুম। সেই দিন ভাগ্যে চিঠি পেয়েছিলুম?—

"তোর বিলেতের কাঁথায় আগুন" বলিয়াই নিরঞ্জন চিঠিখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পড়িতে পড়িতে পাতাখানা উল্টাইয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিলেন, অপর পৃষ্ঠায় একটি ছবি আঁকা। "আরে মর এ আবার কি!" বলিয়া তিনি আবার কুড়াইলেন। আবার সেই ছবির ধারের ধারের লেখাগুলা পড়িতে লাগিলেন। "এইটিই সেই প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র পুত্রের ছবি। ছবির সুখ্যাতি, আর সেই সঙ্গে এই গুণহীন চিত্রকরীর গুণ-ব্যাখ্যানা এর পর যত পারিস্ করিস্। এখন বল্ দেখি, এ ছেলে কি সুন্দর নয়? ভাই, আমার বিবেচনায় এই ছেলেই মিস বাগ্‌ভটের যোগ্য পাত্র। সে বরাবর বিলেতেই ছিল। এক লার্ডের মেয়ে তারে বে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু তোর মেয়ের কবিতা প'ড়ে সে পাগল হয়েছে। বলে, তারে না পেলে আমি এক ডুব দিয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে যাব। সে যে ছেলে, তা সে করতে পারে। কিন্তু ভাই পার হ'তে গিয়ে যদি আটলাণ্টিক কেবেলে (cabl) আটকে যায়! তা হ'লে আমার প্রিয়তম বন্ধু পুত্রশোকে কি করবে। সে যে ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায় ভাই! আমার অনুরোধ, কাননিকাকে ভারতিনিয়ামোহনের হাতে সমর্পণ কর্। তোর মেয়ে খুব সুখে থাকবে। বিলেতে থাকবার এমন সুবিধে আর পাবি না।

তোমারই চন্দ্রা কেলকার।

নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দুইখানা পত্রই অনলমুখে সমর্পণ করিবেন। এত বড় স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রা জ্ঞানহীনা অবলা নারী আমাকে নাস্তিক অজবুক বলে? নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তাঁহার কেমন লইয়া গেল।

রমণীকুলের জন্ম নিরঞ্জন না করিয়াছেন কি? সেই রমণীই কিনা তাহাকে পরিণামে এই কটুরসাধার সার্টিফিকেট উপঢৌকন দিল। অথবা এই দুইটা পত্রলেখিকাই রমণীত্ব হারাইয়াছে। আশা আসিয়া তাঁহার প্রাণের দ্বার দিয়া বার দুই গুণগুণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, সকল নারীই কি এই দুইটার মত! দেখি লিখি আর একখানা পত্র খুলিয়া।

(৪র্থ পত্র)

আর কেন ভামিনী। এখনও কি তোর জ্ঞান জন্মিল না! কাননিকার দিকে যে আর চাওয়া যায় না। তোর বাপ বৃদ্ধ বয়সে মতি হারাইয়াছে বলিয়া কি তুইও সেই সঙ্গে পাগল হইলি? ক্ষুদ্র বালিকার চোখের উপর ঘটকালির ভার দিয়া তুই ও তোর অংকৃত পিতা নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কন্যা কি ভবিষ্যতে সুখী হইবে মনে করিয়াছিস্! লাবণ্যময়ী ও আমার এক সঙ্গেই না বিবাহ হইয়াছিল? লাবণ্যময়ী ষোড়শী—পতি বাছিয়া লইল, আর আমি বালিকা—পিতৃহীনা, অভিভাবকহীনা, দয়াবান্ প্রতিবেশিগণের সাহায্যে পাত্রস্থা হইলাম। হায়! আমার সুখের একটি-মাত্র কণাও যদি সে হতভাগিনী পাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে আফিং খাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত না। আমার স্বামী বলেন, অনেক হতভাগ্য উন্নত মনে মনে অহি-ফেনের মাঠ পর্য্যন্ত গিলিয়া বসিয়া আছে। নিজেরাই পথপ্রদর্শক, কাজেই কাচকাসির বাক্সের মধ্যে প্রাণটি পূরিয়া রাখিয়াছে, পাইসেন দিবার ভয়ে বাহির করে না। যাক্, আমি আর বলিয়া করিব কি? তোরাও ত বুদ্ধির সাগর! দুই জনে পড়িয়া অমন শান্ত সরল রমণীচরণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিস। তোর বাপ পণ্ডিত, তোর বাপ হাকিম, সে কত লোকের মাথা তোপে উড়াইয়া দিয়াছে। উপদেশ দিতে যাইয়া কি আমার মাথাটাও উড়িয়া যাইবে? আমার গুণধর স্বামী আমার শত দোষেও ত আমাকে ত্যাগ করিবে না। শেষে কন্ধকাটা মাগ লইয়া শেষ জীবনটা কি কাঁদিয়া কাটাইবে!—আমিও তার কান্না দেখিতে পারিব না,—কাজেই আমাকেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তোরে বড় ভাল বাসি বলিয়া এতগুলা কথা লিখিলাম। তোর সেই চাণক্য পণ্ডিত বাপকে আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া বলিস্ যে, হরিদাসী বলিয়াছে, এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে তিনি যেন নিজে দেখিয়া কাননীর বর আনিয়া দেন। ভাই, আর লেখা হইল না, বৌমা রাগ করিয়া ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলিয়া সংসারের কাজ দেখিতে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।

গাল খাইয়া জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম নিরঞ্জনের প্রাণ জল হইয়া গেল। পাঠান্তে নিরঞ্জন এই তীব্র সমালোচিকার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে হৃদয় বিঁধিতে জানে, তার ভাষার আর তীব্রতা কোমলতা কি!—ইংরাজী বাঙ্গলা কি!—তাহা হইলে কাননিকার লেখায় সদ্য বাঙ্গালার মুগ্ধ হওন বিচিত্র ত নয়! রাক্ষসি! তোর মাথা কাটি আর নাই কাটি, সেই পাপীয়সী ছুঁড়ির মাথা কাটিব।

ভাল, কাননিকার বরকুলের মধ্যে পাত্র মিলে কি না, দেখা যাউক।

(৫ম পত্র)

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে
সোনার চিবুকে হাত কে তুমি ব'সে?
নীরব নিরালা কোলে,
কে যেন দিয়াছে ফেলে
মুকুতা নির্ঝর কেন ঝরে উরসে?
প্রাণে কি করিছে খেলা
বল না গো এই বেলা?
সব সুখী তুমি কেন মুখ বিরসে?
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে?

রাঙা রাঙা মেঘগুলি ভাসে দু' পাশে।
সোনায় সোনায় খেলা সোনার দেশে।
কেউ আসে যায় চ'লে
কেউ গায়ে পড়ে ঢ'লে,
কেউ ঝ'রে ঝ'রে যায় কেশ-পরশে।
কেউ বা অলক ধ'রে,
কেউ দূরে মান ক'রে,
গলিয়া গলিয়া যায় নীলায় মিশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।

প্রভাতের সমীরের শীত-পরশে।
ওই ছোট পাখী মণি শাখায় ব'সে।
মাথা নাড়ে, পাখা ঝাড়ে,
থাকে থাকে প্রাণ কাড়ে,
এ ডাল ও ডাল হ'তে সুধা বরষে।
সে যে কিছু বুঝে না গো,
সে যে কভু ভাবে না গো,
কোথা হ'তে কেন প্রাণে যাতনা আসে,
কেন তুমি ম্লান মুখে দূর আকাশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।
চলেছে অচল-কোলে নিশি আলসে।
হয়ে পাগলের পারা,
ডুবে গেছে যত তারা,
একা তোমা ফেলে গেছে পথের পাশে।
আর কেন এস সই,
এ হৃদয়ে তুলে লই,
ব'সে মোর হৃদয়ের লুকান দেশে
পরাণে তুলিয়া তান গাও বিভাসে।"

নিরঞ্জন একটি একটি করিয়া অক্ষর গণিয়া কবিতাটি পড়িলেন। দেখিলেন, আট তের, তের আট অক্ষর-কুসুমে মালা-গাঁথনি। ভাবিলেন, এ আবার কি ছন্দ! পয়ার ত্রিপদী চৌপদী এ সকল ত নহে, চম্পক, তোটক, তূণক নয়, আমোদিনী, মন্দাকিনী, অমৃত লহরী, তাও নয়। তবে কি উন্মাদিনী? বাল্যকালে নিরঞ্জন ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; সেই সময় তাঁহাকে নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। যতদিন না তাঁহার মনে বাঙ্গালার উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল, যতদিন তিনি দেশে ছিলেন, তত দিন সেইগুলি ব'সিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন। কবিতার দুই এক ছত্র পড়িতে না পড়িতে ক্রোধে তাঁহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, আর কবাট লাগিল না। অসতর্ক নিরঞ্জনের মুখ হইতে যেন ছন্দবোধ-প্রপাতের হড়হড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল

নিরঞ্জন ভাবিলেন, তবে কি উন্মাদিনী? কই একবার মিলাই দেখি!—

"বুক ফেটে রক্ত উঠে মরুক মরুক মরুক,
মুখে রক্ত উঠে মরুক।
এখনই ওলাউঠা হউক হউক হউক,
এসে ওলাউঠা হউক।"

না, তাও ত নয়, এ যে কোনও ছন্দের অক্ষরের সঙ্গে মিলিল না!—তবে কি কুণ্ডলিকা?—

"আর ত বাঁচি না প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥"

তাই বা হইল কই? তবে বুঝি প্রকারান্তর মালতী!—

"রমণীজনম আর কেহ যেন লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥"

আহা হা! হইল না! প্রথমটা তের, দ্বিতীয়টা আট হইলেই যে হইত রে! তা হ'লে নিশ্চয়ই মালতীলতা!

প্রিয়ে শুনলে ত শুনলে ত শুনলে!

তবে না কি মিলিবে না! এই যে তের গো!—কিন্তু আট কই?

প্রিয়ে শুনলে ত শুনলে ত শুনলে!
হাসে বটু পাশে পটু কত কটু বলুছে।
কি বলুছে কি বলুছে?"

আট পাইয়া নিরঞ্জন উৎসাহে মালসাট মারিয়া আবার বলিলেন,

"অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বলেছে,
ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে।"

যা—আবার গোল বাঁধিয়া গেল। আটা আটা হইয়া সমস্ত অক্ষর জড়াইয়া ফেলিল। তখন কাজেই নিরঞ্জনের সকল আশা বিষাদিনী। মুখ হইতে বাহিরও হইল বিষাদিনী।

"প্রাণে আর সয় না
প্রাণে আর সয় না রে প্রাণে সয় না।
খোঁপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা ক'রে নত নেড়ে
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না।"

যখন কিছুতেই মিলিল না, তখন ক্রোধোন্মত্ত নিরঞ্জনের মুখ হইতে শাসক ছন্দ বাহির হইল। তিনি ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—

"কোথাকার কেটা তুই কোথাকার কেটা?
কি তোর বাপের নাম তুই কার বেটা।"

বলিয়াই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন কবিতার ভাব আসিয়া তাঁহার চোখের পলক চাপিয়া তাহার উপর একটা ছবি তুলিয়া ধরিল। নিরঞ্জন ঘুমাইতে ঘুমাইতে দেখিলেন, কে যেন সোনার চিবুকে হাত দিয়া প্রভাত-আকাশের হাসির ভিতর বসিয়া আছে। চোখে জল ঝরিতেছে, যেন এক একটি মুকুতা পৃথিবীর কমল-শোভনা

সরসীর স্থির জলে টুপ টাপ করিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে কে যেন আসিয়া সেই মুকুতা ধরিতে জলে ঝাঁপ দিল। এক হাতে কাগজ, আর এক হাতে লেখনী। সরোবরে জল, জলে কমল, কমলে মৃণাল, মৃণালে কণ্টক, আর মৃণালের কণ্টক গড়া বিধি—সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবুক কবিকে ধরিয়া রাখিল। কবি আর তাহাদের আদর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না; জন্মের মত ডুবিল! পাখীর কি? সে পূর্ব্ববৎ গাছে বসিয়া পাখা নাড়িতেছে, আর গান গাহিতেছে। চাষার কি? সে হল কাঁদে যুগবাহী বলদকে শ্বশুরকুলের বংশরক্ষক্ষ ভার দিয়া, দ্রুত চালাইয়া মাঠ পানে চলিতেছে। নলিনীর কি? সে প্রতিদিন যেমন সরসীর জলে মৃদু হিল্লোলে দুলে, আজিও তেমনই দুলিতেছে। কে জলমগ্ন কবির দুঃখ দেখিল? কে তোর জন্য নিজের কাজ বন্ধ দিল? তৃষাতুর পথিক সেই জল পান করিল, বালকে সাঁতার কাটিল, রমণী কলসী কলসী সতরঙ্গ জল তুলিল, তাহাতে পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন সমেত অন্ন রাঁধিল, গৃহস্থের পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত আস্বাদ লাভে বাদ যাইল না। এ সংসারে যে গেল, সেই গেল।

নিরঞ্জন-ও কবিকে জলের ভিতর বাস করিবার অনন্তকালের মত ভার দিয়া, আকাশপানে চাহিলেন। আর মনে মনে বলিলেন, "হে আকাশচারিণি, জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা! তোমাকে আমি মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই। কেন না, তুমি সেই একঘেয়ে জীবন-যন্ত্র-পরিচালক বাঙ্গালীর ভিতরে এক অভিনব নূতনত্ব দেখাইয়াছ। তুমি ঘর হইতে আফিস আর আফিস হইতে ঘর না করিয়া একেবারে মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছ।—তুমি কে? কত লোক তোমাকে দেখিয়া চলিতে চলিতে কূপে পড়িল, কত লোকে অম্বুকন্যার কোমল কোলে ঝাঁপ খাইল। কত লোকে ওই নীল সাগরের এ পারে বসিয়া—নীরব একেলা, শুধু চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত নীলাম্বু-নিধিই না গড়িয়া ফেলিল! আর তুমি হে বাহিতে, হে তৃপ্তিপ্রদে, নীল নীরদে ঠেশ দিয়া, আপনার মনে মাটী পানে চাহিয়া, সোনার চিবুকে হাত দিয়া, সকলকে কদলীবৃক্ষের সেই সাহেবপ্রিয় ফলটি দেখাইতেছ, আর কাঁদিতেছ! হে তম্বি, হে নীলনলিনাভনয়নে! তুমি কে? কেবল কাঁদিতেছ! একবারও ভাবিতেছ না, ওই সংক্রামক ক্রন্দন-রোগে সমস্ত দেশটা অকালে কালগ্রাসে পড়িতে চলিল! একবারও ভাবিলে না, সহস্র নয়নের আকাঙ্ক্ষার টানে, তোমার ওই সজল-নীরদ-সেবিত দেশ কালে জলশূন্য হইয়া একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া পড়িবে! একবারও ভাবিলে না, যেখানে একটা অশ্রুবিন্দুও মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকতে পারে না, যেখানে সম্মিলিত দুইটি মাত্র জলদকণাও দেহভারে স্থানচ্যুত হয়, সেখানে—সেই শূন্যে হে তন্বি, হে জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে। তুমি যেই হও, তুমি যে 'হেলি', তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে তোমার পানে এত লোক চাহিবে কেন? তাই বলি, হে কিসলয়-কোমলে বরাভয়করি কুমারি, তুমি "সোনার তরী"তে চাপিয়া ওই সোনার সাগরের জল কাটিয়া, ঢেউগুলি দুই পাশে রাখিয়া, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে, মানে মানে বিসহস্র নয়নে শুধু আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া চলিয়া যাও!—কিন্তু একটি বার আমায় বলিয়া যাও, তুমি কে? আর বলিয়া যাও, কেমন করিয়া উপরে উঠিলে,—সন্তরণে, না সোপানে, না বেলুনে?

আকাশের সুন্দরী যেন নিরঞ্জনের কাতরতা আর দেখিতে পারিল না, তাই মাথা তুলিল, মৃদু হাসিল, আর তাহার স্বপ্নাবিষ্ট প্রাণকে আকুল করিয়া বলিল—"সন্তরণে।"

প্রশ্ন। সন্তরণে?

উত্তর। হাঁ সন্তরণে!

প্রশ্ন। সন্তরণে। কি বলিলি অসমসাহসিকি? পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি ছাদে উঠি না, আর তুই এত সুন্দর এত কোমল, কোন্ সাহসে তুইখানি বাহুবল্লীকে পাখা করিয়া, কঠিন সমীরণ ঠেলিয়া, তরতর করিয়া উপরে উঠিলি!—ওখান হইতে পড়িলে কি তুই বাঁচিবি?—ওখানে কেন উঠিয়াছিলি!

উত্তর। তারা খুলে চুলে পরিবার জন্য আর চাঁদের হাসি ছিনাইয়া অষ্ট প্রহর চিবুক ছুঁইতে মাখিয়া রাখিবার জন্য।

প্রশ্ন। বটে বটে। তবে ত তুই বড় সৌখীন। তা হাঁ তাই জলদজালিকে! এই দন্তহীন শক্তিহীন প্রবীণ লোকটিকে বিবাহ করিবি?

উত্তর। ক্ষতি কি ?

প্রশ্ন। ক্ষতি কি! তবে কি এ তোর রহস্য নয় ?

উত্তর। রহস্য করিব কেন, সত্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিব। আমি দিন স্থির করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জনের প্রাণটা স্বপ্নাবেশে যেন খোকা হইয়া গেল। যৌবনের স্মৃতিগুলা তাঁহার বুবজনযোগ্য প্রশস্ত হৃদয়-প্রান্তরে, এধার হইতে ওধার, ওধার হইতে সেধার গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। নিরঞ্জন পাশ ফিরিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ফুকরিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল, দাঁত উঠিল, চর্ম্ম আঁটিল, চুল কাঁচিল। তাঁহার মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আজীবন চাকিমি করিয়া, মিথ্যা সাক্ষীর জবানবন্দি শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার উন্নত হৃদয়-সৌধের মাথার উপর যে নরজাতির উপর অবিশ্বাসের চারা জন্মিয়াছিল, পত্রোদ্গমে সে এখন আকাশছোঁয়া হইয়াছে, সে ত আর অট্টালিকা ভূমিসাৎ না করিয়া পড়িবে না। নিরঞ্জন ভাবিল, যে ভীষণ পতনের ভয় না করিয়া আকাশে উঠিতে পারে, নারী হইয়া উপযাচিকা, পদ-পদ্মের জন্য তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস কি ? অবিশ্বাস-ব্যাধিগ্রস্ত নিরঞ্জন বলিলেন,—"সুন্দরি! তুমি কে ?"

সুন্দরী। আমি।

নিরঞ্জন। আমি!—কে তুমি ?

সুন্দরী। আমি আমি।

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আমি কথার অর্থ কি ?

সুন্দরী। অর্থ—আমি অস্মদ্ শব্দের উত্তম পুরুষের এক বচন!

অভিমানই নিরঞ্জনের এক মাত্র সম্বল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্ম, অর্থ, প্রেম—এ সকলের অন্তরও বিসর্জ্জন দিতে পারেন, যদি কেহ তার অভিমানের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে।

নিরঞ্জন বলিলেন—"উত্তম পুরুষের এক বচন আমি জানি। কিন্তু এ জগতে উত্তম পুরুষ কই ? সব অধম, সব পাষণ্ড, সব ভণ্ড, কিন্তু তুমি ত পুরুষ নও। সুন্দরি, তুমি যে নারী! তোমার এক বচনে আমি বিশ্বাস করি না। সত্য করিয়া বল তুমি কে ?"

সুন্দরী। আমি মূর্ত্তিমতী বিষাদ।

সমীরণ অতি ধীরে ধীরে বীণার সুর-মাখা এই "বিষাদ" কথাটি নিরঞ্জনের শ্রবণ-পথ দিয়া তন্দ্রার কাছে লইয়া চলিল। তার কোমল স্পর্শে তন্দ্রা ঘুমাইল! নিরঞ্জন চোখ মেলিয়া দেখিলেন,—কাননিকা। চোখ মুছিলেন। মুছিয়া দেখিলেন কাননিকা। আবার মুছিলেন। আবার দেখিলেন, কাননিকা। তখন মুখ ফিরাইয়া চারি ধারে চাহিলেন—দেখিলেন, কাননিকার পত্রিকা।

অনামিকা

কাননিকা নিরঞ্জনকে নিদ্রোত্থিত দেখিয়া একটু মধুর স্বর কণ্ঠ ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দাদা আহারের সমস্ত উদ্যোগ। চাকরেরা আপনাকে ঘুমাইতে দেখিয়া উঠাইতে সাহস করে নাই। মা, মাসী, ইহারাও ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাই আমি ঘুম ভাঙ্গাইতে আসিয়াছি। এমন অসময়ে ঘুমাইলে কেন দাদা ?"

নিরঞ্জন নিদ্রা-জনয়িত্রী পত্রিকার কথা উল্লেখ করিলেন না। বলিলেন, "চল্ যাই! কিন্তু—"

কাননিকা। কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন ?

নিরঞ্জন। কিছু নয়, চল্ যাই।

কাননিকা। না দাদা, তুমি যেন কিছু বলিতেছিলে।

নিরঞ্জন। কিছু নয়—চল্—বেলা হইয়া গেল।

কাননিকা। নিশ্চয়ই কিছু।

নিরঞ্জন। কখনই না।

কাননিকা। অতি অবশ্যই কিছু। কিন্তুর পূর্ব্বের ক্রিয়া সমাপিকা হয় না।

নিরঞ্জন। ওরে আমার ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। তোর ক্রিয়ার হউক না হউক, এখনই আমার প্রাণের সমাপিকা হইবে। কাননিকা দাদার হাত ধরিল। দাদা দেখিলেন—সর্ব্বনাশী কানি বুঝি আবার বায়না ধরে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি ব্যাপার বিষম হইল। "কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই"—সেই কথাটি বলিতে যাইতেছিলেন। "কিন্তুর পর এত বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেল। এখন ক্ষুধা নাই বলিলে কি আর বালিকা বিশ্বাস করিবে!—তাই যে কোন প্রকারে হউক বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—

"কিন্তু একটি কথা না বলিলে, আমি কিছুই আহার করিব না।"

কাননিকা। কি কথা, বল।

নিরঞ্জন। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

কাননিকা। আকাশে—বলিয়াই কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। সে এতক্ষণ যে ঘুমন্ত দাদার সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

জাগ্রত দাদার কিন্তু মুখ গম্ভীর হইল।—স্বপ্নদৃষ্ট ছবিটে যেন আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সে ছবির সঙ্গে কাননিকার সম্বন্ধ কি?—নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতিকা ছবি কাননিকার সৌন্দর্য্যটুকু অবিকল নকল করিয়াছে। সেই নিতম্বলম্বী কুন্তলভার সেই হৃদয়দেশে আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবকারিণী চিবুকরঞ্জিনী হাসি। নিরঞ্জন ভাবিলেন, এখনও কি আমার স্বপ্ন? অথবা সে সময়ই আমি জাগ্রত!—তখন সমস্ত সংসার তাঁহার চোখে স্বপ্নময় ঠেকিল। সেই সঙ্গে—সেই স্বপ্নজালাবৃত নয়নতারকায় স্বপ্নময়ীর একটা ফটো উঠিল। সমীরণে ভাসমানা ছায়াময়ী স্বপ্নময়ীর গায়ে লাগিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। যেন মালতী মাধবী জড়াইল। "দূর ছাই, আর আমি এখানে থাকিব না।" বলিয়াই নিরঞ্জন মুখ ফিরাইলেন। কাননিকার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"তুই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলি?"

কাননিকা। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

নিরঞ্জন। হাঁ কাননি!—

কাননিকা। কি—

নিরঞ্জন। দেখ কাননি।

কাননিকা। কি দেখব?

নিরঞ্জন। শোন্ কাননি দিদিমণি।

কাননিকা। কি শুনব?

"না, কিছু নয়" বলিয়া নিরঞ্জন চলিলেন। কাননিকা দাদার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুক্ষণ গমনোন্মুখ দাদাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, দাদা ভোজনগৃহে না গিয়া অন্যত্র চলিল। তখন জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাও?"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন না। আপনার মনেই চলিলেন। কাননিকা বিস্মিতা। দাদার ভাব দেখিয়া সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। মুখ তার কাঁদ কাঁদ হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিল, কণ্ঠ বাষ্প-গদ-গদ হইল—কথা কহিতে গিয়া কহিতে পারিল না। তখন আপনার মনে অন্য দিকে চলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দাদা ভৃত্য বটুকভৈরবকে মারিতেছে। ভৃত্য কপালে করাঘাত করিতেছে আর আকাশ দেখাইতেছে।

নিরঞ্জন বরাবর বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন বটুকভৈরব আপনার মনে একটি থামের ধারে বসিয়া মাথা নাড়িতেছে। আর বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। নিরঞ্জন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভৈরব নিরঞ্জনের শ্বশুরের আমলের চাকর। সে ভামিনীর মা, ভামিনী ও ভামিনীর মেয়ে,—এই তিন পুরুষকে মানুষ করিয়াছে। এখন সেই মেয়ের একটি মেয়ে মানুষ করিবার আশায় বসিয়া আছে। মরিয়া সুখ পাইবে না বলিয়া, বৃদ্ধ বটুক মরিতে পারিতেছে না। একক্রমে চারি কুড়ি বৎসর অতিক্রম করিয়াও বৃদ্ধ কাননিকার কন্যা দেখিবার প্রত্যাশায় আজও পর্য্যন্ত তিন জনের ভাত খায়। কিন্তু এত করিয়াও তাহার আশা পুরিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, নাতিনীর নাতিনী দেখিতে পাইলেই, তাহার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিবে। বৃদ্ধ তাহাতে চাপিয়া কলিকাতার গ্যাসের আলোর মত, স্বর্গে যাইবার পথে কেবল চারি ধারে সারি সারি বাতির আলো দেখিবে। কিন্তু তাহা আর হইল কই? কাল যে বৃদ্ধ কেবল মাত্র দুই জনের অন্ন খাইয়াছে। আহার কমিলে আর কেমন করিয়া বাঁচিবে।

সেনকুলের মঙ্গলার্থী বটুকের উপর এ শত্রুতা কে সাধিল? আর কে?—সে নিরঞ্জন। কোথা হইতে সর্ব্বনেশে নিরঞ্জন আসিয়া এমন সোনার বাড়ীতে আগুন লাগাইল। মেয়েগুলাকে নিরক্ষর করিল, তাহারা ঘোমটা ছাড়িল, গাউন ধরিল। জামাইগুলা সজ্জ হইল, কান মলিল, আর যার যেখানে দুচোখ যায়, চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! এ আবার কি রকম হইল! সোনার চাঁপা পূজায় লাগিল না, ঘরে পড়িয়া শুকাইল। 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়'!—নিরঞ্জন করিলে কি? মনের দুঃখে মেয়েটা কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না। তাহার কাছে আর আসে না। আসে ত বসে না, বসে ত হাসে না। বটু-দাদা বলিয়া ডাকে না, কেবল আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, আর কাগজে

কি হিজি বিজি লেখে। নিরঞ্জন, তোমার মনে এই ছিল!

বটুকভৈরব বসিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতেছিল, আর কেবল নিরঞ্জনকে গালি পাড়িতেছিল। নিরঞ্জন পশ্চাৎ হইতে তার দুই একটি বাক্য শুনিলেন, আর জ্বলিলেন। কিন্তু বহুকালের চাকর বলিয়া তাহাকে কিছুই না বলিয়া কেবল কাছে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটি ঠেলা দিলেন। বলিলেন, "বুড়া কি বলিতেছিস্?"

বটুক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—নিরঞ্জন। দেখিবামাত্রই, তাহার সকল দুঃখ একেবারে জাগিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিল, আকাশ দেখাইয়া বলিল, "অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আর মরণ-কামনা করিতেছি।"

মিথ্যা কথায় নিরঞ্জনের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডাকিল। বলিলেন—"রে পাষণ্ড বেটা, আমি আজ চল্লিশ বৎসর কাল মানুষের জবানবন্দি লইয়া আসিতেছি, তুই আমাকে মিথ্যা বলিয়া পার পাইবি! এই বলিয়াই যাহা কখন করেন নাই, তাই করিলেন। তাঁহার কাছে রামা দামা হরে প্রভৃতি চাকরেরা প্রহার খাইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বটুক একটি ক্রোধের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পায় নাই। তিনি জীবনে আজ প্রথম বটুককে প্রহার করিলেন।

আজ মানবচরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে একেবারেই ভাবিল, তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য তার কোনও দুঃখ হইল না, দুঃখ হইল মনিবের জন্য। তাই মনিবের মুখপানে চাহিয়া একটিও কথা না কহিয়া, আবার কপালে করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইল। মনে মনে যেন বলিল, "ভগবান্! মনিবকে শেষকালে পাগল করিলে!"

কাননিকা উপর হইতে দাদার আচরণ দেখিয়া, ছুটিয়া বাড়ীতে বলিতে গেল। বটুকভৈরব ধাবমানা কাননিকাকে দেখিয়া বুঝিল, মেয়েটাও বুঝি ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইল। বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"বাছা! ভয় নাই, ভাবিস্ না, আমি নিজে তোর বর আনিয়া দিতেছি। তোর দাদার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে।" কাননিকা ভাল শুনিতে পাইল না। মনে করিল, বটুক বুঝি প্রহারযাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রত্যুত্তরে বলিল—"ভয় নাই! আমি দাদার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল আনিতেছি!"

নিরঞ্জন এ সকল কথায় কান দিলেন না। বজ্র-গম্ভীরনাদে বটুককে বলিলেন—"যা—বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। অসভ্য মূর্খ নীচ, আদর পাইয়া মাথায় উঠিয়াছিস্। জানিস্, এখনই আমি তোরে জেল খাটাইতে পারি। তুই আমার খাইয়া আমাকেই গালাগালি দিতেছিস্।"

বটুকও তেজস্বী। সে আজীবন প্রভুপরিবারের জন্য প্রাণ ঢালিয়া আসিতেছে। সে দুই একটা তীব্র কথায় আত্মহারা হইবে কেন?—সেও উত্তর দিল,—"হইয়াছে কি—আরও গালি দিব। যতই কাছু বড় হইবে, আমার গালাগালের মাত্রা ততই চড়িবে।"

নিরঞ্জন বটুককে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। এখনও আবার তেজোগর্ভ প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও বৃদ্ধের মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি যদি কাননির বিবাহ না দিই?"

বটুক। কেন দিবে না? তুমি বাবু বিবাহ করিয়াছ কেন?

নিরঞ্জন। সে আমি ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ভাল বুঝিয়াছি, কাননিকাকে কুমারী রাখিয়াছি। হতভাগা মূর্খ, চুপ রহ। আর যদি কথা কস্ তা হইলে একেবারে ফাঁসী-কাটে লটকাইয়া দিব।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না।—কেবল যাইতে যাইতে একবার মাত্র ফিরিয়া বটুককে বলিলেন, "খবরদার!"

নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে বটুকের আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে আবার ফিরিলেন। দেখিলেন, বটুক আবার বসিয়া গালে হাত দিয়াছে। তবে ত নিশ্চয় সে আবার তাঁহাকে গালাগালি দিবার গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেছে! তা হইলে ত রীতিমত শিক্ষা দেওয়া চাই-ই চাই! কিন্তু এবারে আর প্রহার কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের আদেশ মত কার্য্যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এবারে সদুপদেশ দানে তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল বুদ্ধিকে সবল করিতে হইবে। নিরঞ্জন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আবার বটুকের কাছে আসিতে লাগিলেন। বটুক বুঝিল, এবারেও তাহার অদৃষ্টে প্রহার আছে। সে পিঠ পাতিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন নিকটে আসিয়া ব্যাকরণ-শুদ্ধ গালাগালির সাহায্যে প্রথমে তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন —"ওরে যৌবন-সীমার পারগামী হতভাগ্য বটা!"—বটা মুখ তুলিল না। "ওরে লোলাঙ্গ, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, শুভাশুভ অবধারণে অক্ষম বটা!" —বটা হাঁটুর ভিতরে মুখ-লুকাইল। "ওরে পাষণ্ড, নির্ম্মম, একগুঁয়ে, অপদার্থ, অচেতন, অনর্থকারণ বটা!" বটা মুখ থুবড়িয়া শুইয়া পড়িল। তখন নিরুপায় হইয়া নিরঞ্জন তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাতটি রাখিলেন, মুখ নামাইয়া তাহার মুখটির কাছে লইয়া বলিলেন—"দেখ বটু!" বটু চক্ষু মুদিল। "দেখ প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কাননিকার তিন পুরুষের শরীর-রক্ষী, কিন্তু বিনাপরাধদণ্ডিত, সুতরাং লজ্জায় অর্দ্ধমৃত বটুকভৈরব। আমাকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া ক্রোধের বশে তোমাকে প্রহার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা করিয়া বল, বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া কি কাননিকার জীবনটা অশান্তিময় করিয়া তুলিব!" বটুকভৈরবের চক্ষু কপালে উঠিল।

"বাল্যবিবাহে ভারতবর্ষ ছারে খারে গিয়াছে ও যাইতেছে। বাল্যবিবাহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছে, লঙ্কায় বানরের উৎপাত হইয়াছে। বাল্যবিবাহে দেশ দরিদ্র হইতেছে। বৎসর বৎসর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্যশ্যামল বসুন্ধরা জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, বৎসর বৎসর স্বর্ণগর্ভা ভারতের শস্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।" বটুকের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের স্বর ক্রমে তারা উদারা মুদারায়—গ্রামে গ্রামে উঠা নামা করিতে লাগিল। "শোন্ বটুকবৈরব। বিশেষ প্রয়োজন না দেখিলে, সহজে আমি কাননিকার বিবাহ দিতেছি না।" বটুকের শিব-চক্ষু হইল।

"কাননিকা শুদ্ধ আকাশে উঠিয়াছে। আকাশে ত আজকাল অনেকে উঠিতেছে! কিন্তু সেখানে থাকিবার স্থান কই? কত লোকে যে বেলুনে করিয়া উপরে উঠিল, থাকিতে পারিল কি? নামিতে হইল। প্যারাশুট ধরিয়া পাখী হইল, কিন্তু সুড় সুড় করিয়া সকলকেই নামিতে হইল। তবে যে দিন কাননিকা তারা হইয়া নীলাকাশে চাঁদের পাশে ঘর বাঁধিবে, আর সেখানে মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিবে, সেই দিন তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া নামাইয়া আনিব। নতুবা তাহার কখনই বিবাহ দিব না। বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ,—তার দেশের সর্ব্বনাশ করিব না। ভয়? কিন্তু কারে ভয়—হিন্দুসমাজকে? সমাজ ত এখন বেতবন। তাহার ভিতর বড় বড় বাঘ লুকাইয়া আছে, গায়ে কেবল কাঁটা। কিন্তু যে দিকে নোয়াইবে, নুইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। তবে কাননিকে কুমারী রাখিতে ভয় করিব কেন? তাই বটুকবৈরব!"—বটুক তিনটি খাপি খাইল।

তবু নিরঞ্জন তাহাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না। "বালিকার এখনও যে তরল প্রাণ। সে প্রাণের একটাও বাঁধা ভাব নাই, স্থিরতা নাই। সে কি করিতেছে, নিজেই জানে না। হাসিতে হয় হাসে, কাঁদিতে হয় কাঁদে, অভিমান করিতে হয়, অভিমান করে, লোকের পানে চাহিতে হয়, চাহিয়া থাকে। তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলে বিবাহ করিবে।"

পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর হড় হড় করিয়া জল পড়িল। সম্মুখে বটুকভৈরব মরিয়া আড়ষ্ট হইল। নিরঞ্জন তবু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বলিলেন, "বিবাহ করিতে বলিলে তখনই বিবাহ করিবে। কিন্তু কেন বিবাহ করিবে, কারে বিবাহ করিবে, কত দিনের জন্য বিবাহ করিবে, জানিবে কি? তাই রে, কাননি যে আজ আমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারটা কি জানিলে কি সে আর আমাকে অমন কথা কহিতে পারিত! আহা! সে যে সরলা বালিকা, কোমল কলিকা, তাহাকে এখনও না খাওয়াইয়া দিলে সে যে খাইতে পারে না রে বটুকভৈরব!"

পশ্চাৎ হইতে কাননিকা তার হাত ধরিল। বলিল, "দাদা! খাইবে চল।" নিরঞ্জন ফিরিলেন। দেখিলেন, পাটে পাটে পাড়ে পাড়ে ঘেরা-কাপড়-পরা, মাথায় আলবার্টকাটা চুলফেরা, মুখে-হাসিভরা, পায়ে-বটু, গায়ে স্যুট, কিন্তু কক্ষে কলসী, আহা আহা কি সুন্দর, কবির চোখের রাঙা ছবি কাননী। নিরঞ্জন তখন দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুধাময় জল ঝরিতেছে। বলিলেন, "এ কি ভাব দিদিমণি?"

কাননিকা। আর এ কি ভাব। কার সঙ্গে কথা কহিতেছ? সে কি আর আছে? দাদা সর্ব্বনাশ করিলে,—বক্তৃতায়ে আমার বটুকভৈরব দাদাকে মারিয়া ফেলিলে।

নিরঞ্জন। কি, বটুক মরিয়া গেল! হাঁরে বটুক, তুই মরিলি!

বটুক নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু উত্তর করিল না।

নিরঞ্জন এইবারে বটুককে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, বটুক! কি অপরাধে তুই মরিলি! বটুক তথাপি কথা কহিল না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে পড়িয়া গড়াইয়া গেল।

কাননিকা দাদাকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া, তাঁহাকে লইয়া চলিল! লইয়া স্নান করাইয়া, গা মুছাইয়া, বেশপরিবর্ত্তন করাইয়া, কাছে বসিয়া আহার করাইল।

ক্রমে বটুকভৈরবের মৃত্যুসংবাদ বাড়ীর মধ্যে প্রচারিত হইল। ভামিনী ও তাহার ভগিনীগণ বটুকভৈরবের জন্য কাঁদিল। সহসা মধ্যাহ্ন-গগন কাঁপাইয়া দূরের সঙ্গীতের ঢেউ উঠিল—

মিছা এ রোদন বাছা, মিছা এ রোদন।
মরণ ত নয় ও যে জীবনধারণ!
জন্মে জন্মে কতবার এসেছ ধরনী!
তোমরা ত জাননাক, আমি সব জানি!
ওই যে পড়িয়া আছে বটুকভৈরব,—
হয় ত আছিল এক কুলের গৌরব!
হয় ত তাহার ছিল গোলা-পোরা ধান,
হয় ত তাহার ছিল প্রাণ-ভরা গান;
হয় ত সে পরজন্মে হয়ে যাবে হাতী,
ঘুরিবে সে বনে বনে মদগন্ধে মাতি।
হয় ত তাহার পর হবে জমাদার;
হয় ত জন্মিবে প্রাণে ভালবাসা তার;
কানুর মতন এক কুমারী তখন,
হয় ত করিতে পারে তাহারে বরণ;
যেই সেই কুমারীকে বিবাহ করিবে,
অমনি আনন্দরোলে আকাশ পূরিবে।
ওই দেখ হাসে তারা, ওই হাসে রবি;
ওই দেখ হাসিতেছে প্রকৃতির ছবি;
মেঘ হাসে, শিশু হাসে, আর হাসে শশী;
শুধু কাঁদে কাননীর মা আর মাসী!

সেই সঙ্গীত শুনিবামাত্র কাননিকার ভাবাবেশ হইল। ভাবাবেশে কাননী গাহিল—

মধুঋতু রজনী দুরন্ত সঙ্গীত
আনল সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে চপল মনোভব
মরমহি বিথারল দ্বন্দ্ব॥
সজনি পুন যাই সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥

সকলেই চমকি চাহিল। কিন্তু বাতাস ভারী হইয়া তাহাদের চোখ চাপিয়া ধরিল। দূরের সঙ্গীত সময় বুঝিয়া ইঙ্গিত করিল—

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহত বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া।

নিরঞ্জন এই ফাঁকে আসিয়া কাননীর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—

অনেকবক্ত্রনয়নামনেকাদ্ভুতদর্শনাম্।
অনেকদিব্যাভরণাং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধাম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ীং দেবীমনন্তাং বিশ্বতোমুখীম্॥

তখন তাহার মুখে বাগ্দেবী আসিয়া বসিল। সেই মুখ হইতে মুখাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বাহির হইল;—

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা।

অপরাহ্নে মুর্দ্দাফরাস আসিল। বটুকের দেহ মাথায় করিয়া কলুটোলায় লইয়া যাইতে দেখিল, বটুক নাই! তাহার পরিবর্ত্তে মৃত্তিকাশয্যায় মটুক আছে। সে হাত নাড়িতেছে, পা ছুড়িতেছে, আর আঃ উঃ করিতেছে। বটুক ভূত হইয়াছে মনে করিয়া ডোমেরা হৈ হৈ করিয়া উঠিল। তখন মটুক উঠিয়া তাহাদের প্রহার করিতে লাগিল। ডোমেরা পলাইল। সকলে সন্ধান করিতে গিয়া জানিল, নিরঞ্জনের বক্তৃতার প্রহারে বটুকের বারো আনা বয়স উঠিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বটুক এক দিনে যুবা মটুক হইয়াছে। নিরঞ্জন তাহা দেখিয়া নিজের শক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হইলেন ও আপনাকে বিশ্বকর্ম্মা মনে করিলেন। মনের উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"থাক মটুক থাক।" কন্যাগণ বলিল—"থাক, মটুক থাক"। সন্ধ্যায় ডাক্তার আসিয়া কাননিকার হাত

দেখিয়া বলিলেন—"কাননিকার একটা অসুখ হইয়াছে। সে অসুখের জন্ম তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই।" সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল—"বটুক যদি মরিয়া মটুক হইল, তবে কাননীর অসুখে সুখ হইল না কেন? এ অসুখের নাম কি?" ডাক্তার বলিলেন, "অনামিকা।"

——

অভিসারিকা

রজনীর প্রথম প্রহর বহিয়া গেল। কৃষ্ণা-তৃতীয়ার চাঁদ ধীরে ধীরে আঁধার আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। হিমশীকরবাহী সমীরণ ছোট ছোট শ্বেত কুসুমের স্তবক চারি ধারে উড়াইল। তাহারা চাঁদ ধরিতে নীলসাগরে সাঁতার দিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু চাঁদ ত ধরা দেয় না। তাহারা যে দিকে যায়, চাঁদ যে তার বিপরীত দিকে সাঁতার দেয়। শেষে লীলারঙ্গে মাতিয়া তাহারা কখন বা একটি একটি তারা ধরিয়া মাথায় পরিল। কখনও বা আপনা আপনি জড়াইল। কেহ বালিকাবেশে অন্ত বালিকার চিবুক ধরিল। কেহ মানিনী সাজিয়া আনতমুখী—সখীর প্রবোধ-বচনে মুখ ফিরাইয়া অতি রাগে বাঘিনী হইল। সখীও তখন ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষিত সাকাঙ্ক্ষ নায়কের পাশে গিয়া দুঃখের কথা জানাইল। মধু অভাবে গুড়ং—এই ন্যায়সূত্রাবলম্বী নায়ক-নায়িকার আশা ছাড়িয়া সখীর সহিত মিলিল। কেহ মালা সাজিয়া উড়িয়া উড়িয়া একটা বানরের গলায় জড়াইল। বানর দুই এক বার তাকে সোহাগ করিয়া পরিল, তার পর দাঁতে ছিঁড়িল। ছিন্ন, দলিত ফুলরাশি ঝরিয়া ঝরিয়া মনের দুঃখে মিলাইল।

রজনী সুন্দরী। চাঁদের শোভায় চন্দ্রিকা-বিধৌত অট্টালিকার অস্পষ্ট কিন্তু সুন্দর আভায় রজনী লাবণ্যময়ী। শশিকর কোমলস্পর্শে নিদ্রালসা বিরলতারকায় ত্যক্তাভরণা চাঁদ গরবিনী! ফুলে ফুলে সমীরসঞ্চারে, স্নিগ্ধ নীলাম্বরে শতদল শুভ্র জলদ-খণ্ডের ইতস্ততঃ সঞ্চরণে রজনী লীলাময়ী।

এমন রজনীতে নিরঞ্জনের নিদ্রা নাই। চিন্তাভারে আক্রান্ত নিরঞ্জনের চোখ হইতে তাবার "বোধকলুষা দয়িতার" ন্যায় নিদ্রা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি পলক দিয়া নিদ্রাকে চাপিয়া ধরিবেন স্থির করিলেন, তবুও নিদ্রা ধরা দিল না। রাশি রাশি চিন্তা ঘৃতধারার মত তাঁহার অনলময় হৃদয়ে ঝরিল! হৃদয় সহস্র গুণ জ্বলিল। তিনি বার-কতক শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিলেন। কিন্তু শয্যা তাঁহাকে রাখিতে চাহিল না। সহস্র সহস্র কণ্টক প্রসব করিয়া নিরঞ্জনকে বিঁধিতে লাগিল। নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলেন। টেবিলে আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যে দুই পাতা তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে অক্ষর নাই। তখন পুস্তক রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আলোর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটা প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের হাতের উপর পড়িল। সেখানে কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল রহিয়া একমনে যেন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সেখান হইতে দীপশিখায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্ম লণ্ঠনের চারিধারে ঘুরিল। দীপের চারিধারে দুর্ভেদ্য কাচের আবরণ। ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির সাধ্য কি, তাহা ভেদ করিয়া দীপের অঙ্গস্পর্শ করে। তবুও নিরস্ত হইল না। সে কাচ ভাঙ্গিবার জন্ম ক্ষুদ্র বলটুকু সেই ক্ষুদ্র দেহের প্রতি অঙ্গে বাঁধিয়া কাচের উপর পড়িল। কাচের কিছু হইল না, কিন্তু তাহার একটি সুত্রোপম চরণ ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া নিশাচরীর এই অসীম-সাহস নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হাত দিয়া ধীরে ধীরে তারে সরাইয়া দিলেন। প্রজাপতি সরিল না! সে আবার ফিরিল। কাচের উপর উঠিল, লণ্ঠনে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে চারিধারে ঘুরিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, হইল কি? অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, কিন্তু কেবল-সুন্দর প্রজাপতির আজ হইল কি! সকলের প্রিয় প্রজাপতি। প্রকৃতির সাত রাজার ধন মাণিক রতন! তোর প্রাণে এমন বৈরাগ্য আসিল কেন? কবি অক্ষরে, বিলাসী আলিপনে, শিল্পী তুলিতে গাঁথিবার জন্ম পাগল। ওই অতটুকু অঙ্গ—রামধনু ছাঁকিয়া প্রকৃতি-সুন্দরী নির্জ্জনে বসিয়া তোর যে অঙ্গে রঙ ফলাইয়াছে—সেই অঙ্গ আগুনে সঁপিতে কেন প্রজাপতি, তুই

উন্মাদের মত ঘুরিতেছিস্? রবি ছায়া মাখিয়া তোর গায়ে কিরণ দেয়, পাছে তোর সোনার অঙ্গ গলিয়া যায়! সমীরণ ভয়ে ভয়ে নাচায়, পাছে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আঁকা পুষ্পরেণুমাখা পাখা দু'খানি জোর বাতাসে ভাঙ্গিয়া যায়! ফুল তোরে দেখিলে দুলে। সমীরসঞ্চারী জীবন কুসুম! সে যে তোরে দেখিলে, তার যথাসর্ব্বস্ব বিনা মূল্যে তোর পায় ঢালিয়া দেয়! তোর মত উড়িতে পায় না, তাই না সে তোর অদর্শনে সকল হাসি সকল সাধ পবন-সাগরে ঢালিয়া মলিন হইয়া লজ্জাবিধানেই ঝরিয়া যায়। সরসী তোরে দেখিলে তরঙ্গকর দোলাইয়া দোলাইয়া ধরিতে আসে। তার হৃদয়শোভাকরী মৃণালিনী পাতায় যে তোরে ঢাকিয়া রাখে, আকাশের মুখ যে দেখিতে দেয় না। নিশায় তোরে পায় না, তাই না সে মনের দুঃখে কমলিনীর মুখ খুলিতে দেয় না। এমন তুই—সবার আদরের প্রজাপতি—তুই আগুনের মুখে মরিতে আসিলি কেন? তোর যদি মরিবার এত সাধ, তবে এ সংসারে আমরা কি করিব—কার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তোরও যদি সুখ নাই, তবে এ সংসারে সুখ কোথায়?

প্রজাপতি বৃদ্ধের কথায় কান দিল না—আপন মনেই ঘুরিতে লাগিল। নিরঞ্জন তখন তাহাকে ধরিলেন, আর লণ্ঠন খুলিয়া "তবে মর।" বলিয়া দীপশিখায় সমর্পণ করিলেন। তার মরিবার সাধ মিটাইলেন।—তার পর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চাঁদ। দেখিলেন, তার পাশে অনন্ত আকাশ। আকাশের গায় নক্ষত্র, নক্ষত্রের পাশে আবার আকাশ। আর দেখিলেন, চাঁদের পাশে, তারার পাশে, নীল আকাশে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র জলদখণ্ড। দেখিয়া নিরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না। এ নিশায় নিরঞ্জনের জাগিয়া লাভ কি! সে কেন জাগিবে, যে আজীবন অন্ধনয়নে দিবারাত্রি সমান দেখিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। সে জাগুক—আজ প্রথম যার চোখ ফুটিয়াছে। সে কেন জাগিবে,—আজীবন প্রবাসে কাল কাটাইয়া জীবন-মরণকে যে সমান করিয়াছে। সে জাগুক—যে বহুদিনব্যাপী বিরহের পর আজ সর্ব্বপ্রথম জীবনে সব পাইয়াছে। সে কেন জাগিবে, যার চাঁদের সহিত তুলনা করিবার কিছু নাই। যার কৌমুদী ধরিবার ভাণ্ড নাই, চাঁদ ধরিবার ফাঁদ নাই, দিবানিশি অন্তরে অন্তরে অতলস্পর্শ জলের ভিতর ডুবিতেছে, তার অগ্রগমন কেবল গভীর হইতে গভীরতর জলে আত্মনিক্ষেপ! সেখানে চাঁদ কোথায়?

সৌন্দর্য্যে নিরঞ্জনকে টানিতে পারিল না। নিরঞ্জন ক্ষণপূর্ব্বেই যে অতি সুন্দর প্রজাপতিকে অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চাঁদ দূর হইতে সুন্দর। বিজ্ঞানে বলে, চাঁদের হাসি বিভীষিকার তুলিতে অঙ্কিত। চাঁদে হৃদয় নাই—প্রাণ নাই। মরুভূমির মত দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে। আমরা চাঁদের কেবল এক দিক্ দেখিতেছি। অপর দিক্ আজীবন আমাদের নয়নের অন্তরালে। শুধু মুখের হাসি দেখিয়া তার অস্তিত্বের সার্থকতা না বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যাইব কেন?

নিরঞ্জন মাথা নামাইলেন। ছাদের উপর অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন—নিরীহ প্রজাপতিই যখন আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন আমার হৃদয় আমার কাছে রাখিব। কাহারও প্ররোচনায় হৃদয়টাকে হাতছাড়া করিব না। প্রজাপতি! তোরে যে মারিয়াছি, সে অনেক দুঃখে। তুই এত রাত্রে আমার গৃহে আসিলি কেন? "বিবাহে চ প্রজাপতিঃ।" আমার ঘরে অনূঢ়া কাননী রহিয়াছে। সে নাবালিকা কি সাবালিকা, চারি দিকে তর্ক উঠিয়াছে। সেই তর্কের আঘাতে বৃদ্ধ বটুক মরিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে যুবক মটুক আসিয়াছে। কাসুর হাত দু'খানি পাইবার জন্য চারি দিক হইতে আমার গৃহে পত্রবৃষ্টি হইতেছে। আমি কোনও রকমে তাহাকে মিষ্ট বচনে, আদরে, যত্নে, বিস্মৃতির কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছি। সে একবার জাগিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? যখন সে বুঝিবে, তার নাবালিকাত্ব ঘুচিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিব? সে যে তখন ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন একরকম হইয়া যাইবে। তখন এ দেশের দুঃখ দূর করিব কেমন করিয়া! পাপিষ্ঠ প্রজাপতি! তুই আমার ঘরে না আসিয়া যদি কাননীরই ঘরে প্রবেশ করিতিস্? যদি সে তোরে দেখিতে পাইত, আর বুঝিত, বিবাহের সম্বন্ধের সঙ্গেই প্রজাপতির সম্বন্ধ, তা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত বল্ দেখি! বেশ করিয়াছি, তোরে মারিয়া ফেলিয়াছি।" এই

বলিয়া নিরঞ্জন বিশ পঁচিশ বার ছাদের এ ধার ও ধার করিলেন। তার পর ভাবিলেন—আহা, আমার নাতিনীর এতক্ষণ এক ঘুম হইয়া গেল। হয় ত একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া এতক্ষণ আবার নূতন ঘুমের বন্দোবস্ত করিল। ঘুমন্ত কাননিকাকে একবার দেখিয়া আসিব কি? যাই, ঘুমাইলে সে কেমন সুন্দর দেখায়, একবার দেখিয়া আসি।

কাননিকার গৃহপার্শ্বে গিয়া, জানালা দিয়া দেখেন, কাননীর দুগ্ধফেননিভ শয্যা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বুঝি কাননীর দুগ্ধফেননিভ অঙ্গ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন শয্যার উপর শার্দ্দুলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, চাঁদের কিরণ জানালা দিয়া পশিয়া শয্যার উপর ঢেউ খেলিতেছে। কিন্তু কোথায় কাননিকা? ওই যে দুইটা মশক, কানু যেখানে চরণ রাখে, সেই বালিশে গুণগুণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছে, আর উড়িতেছে। ওই যে দুইটি ছারপোকা, যেন কানুর অদর্শনে পাগলের মত শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিতেছে! ওই যে দুইটি কানুকবরীপরিত্যক্ত ফুল কানের দুল হইবার জন্য কাননীর শ্রবণস্পর্শসুখালস বালিশের পানে চাহিয়া আছে। সব আছে—কাননিকা কোথায়? ঘর আছে, পালঙ্ক আছে, কাননী কোথায়? আমার চক্ষু আছে, চক্ষের জ্যোতি আছে, বাহিরে আলো আছে, ঘরের আলো কানু কোথায়? নিরঞ্জন অগ্রসর হইলেন।

দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা। ঘরে প্রবেশ করিলেন, টেবিলের উপর চারি ধারে সুশৃঙ্খলাবিন্যস্ত পুস্তক। সেই পুস্তক-প্রাচীরমধ্যে শ্যামল-প্রান্তরবৎ সুন্দর টেবিলহৃদয়ে শুভ্রচূড় শ্যামসুন্দর ল্যাম্পতরু; তৎপার্শ্বে কুসুমাধার, লতারূপিণী ভেস (vase); ভেসের পার্শ্বে টবরূপী দোয়াতে কালি, কালিতে কলম। যেন কালীহ্রদের ফণাধর কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় মাথা তুলিয়া ঈষৎ দুলিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর টেবিলটি নিরঞ্জনের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মত বোধ রইল। নিরঞ্জন তাহাতে যেন গাছ পালা লতা গুল্ম দীঘি সরোবর সব দেখিলেন;—কিন্তু মানুষ দেখিলেন না। তাঁহার পলে পলে নেশা হইতে লাগিল, পলে পলে নেশা ভাঙ্গিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, কানু বুঝি এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, পুষ্পরেণু গায়ে মাখিয়া ধেনু চরাইতেছে। আবার ভাবিলেন, না, কাননী যে আমার নাতিনী!

কিন্তু কাননী কোথায়? কৌমুদী গালিচার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে, কাননীর রাঙা পা দুখানি স্পর্শ করিবে বলিয়া। কিন্তু সে চরণ কই? কুসমালা রেকাবে পড়িয়া শুকাইতেছে, এ মালার গলা কই? আহা হা! ক্ষুণ্ণ মনে কুণ্ডলী পাকাইয়া ওই যে কানুর মেনু রহিয়াছে। কিন্তু মেনুর কানু কই?

নিরঞ্জন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, মেয়েকে 'নিশি'তে লইয়া গিয়াছে। কি করেন, ঘরে ফিরিয়া শয়ন করিলেন। কানুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশে দেখিতে পাইলেন, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা দৈত্য স্বন্ স্বন্ করিয়া তাঁহার বাড়ীর মাথার উপর উড়িতেছে। উড়িতে উড়িতে ছোঁ মারিল, আর "ছোঁ"-এর সঙ্গে তাঁহার কাননিকা উড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, দৈত্যটাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিসকে হুকুম দিই। তাহারা শূন্যমার্গে ওয়ারেণ্ট উড়াইয়া দিক। পুলিসের ওয়ারেণ্টের কাছে কার নিস্তার আছে? সে জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে, আর আকাশে উড়িয়া দৈত্য ধরিতে পারে না!

দৈত্যরাজ কাননীকে ধরিয়া ঈগল পাখীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিল। তার বাহু-অর্গলাবদ্ধ হৃদয়গৃহাশ্রিতা কাননিকা এখনও ঘুমঘোরে অচেতনা। কমলপত্রাক্ষীর নিমীলিত নয়নযুগলে গুচ্ছে গুচ্ছে অলক পড়িয়াছে। গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া আধ-আঁধার আধ-কৌমুদী মাখা চাঁদমুখখানি দৈত্যের বাহুর উপর ভর দিয়া রাখিয়াছে। সঞ্চার-কম্পনে শিথিলীকৃতা কবরীর কেশরাশি, ধীর চুম্বিত হইয়া উড়িতেছে। কখন বা গণ্ডে পড়িতেছে, কখন বা দৈত্যের শ্রমস্বেদানিষিক্ত মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি তারা খসিয়া তার কপালে লাগিয়া টীপ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুই একটা শ্বেত খণ্ড-মেঘ তার কাঁধে পড়িয়া ওড়না হইল। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি চাঁদের কর তার চিবুকে পড়িয়া জড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যবর সমীরণের সঙ্গীত ঠেলিয়া মেঘের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া বহু দূর চলিল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ধূসর গিরিশ্রেণী, শ্যাম কান্তার, নীল

জল, শ্বেত সৌধমালা, দিগন্তবিস্তৃত আরব্যদেশের মরুপ্রান্তর, গগনস্পর্শী হৈমচুড় প্রাসাদভরা কালিফের ভুবনমোহিনী বেগমকুল-নিষেবিত বোগদাদ—সকলের উপরের আকাশ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া দৈত্যরাজ তাঁহার আদরের কাননীকে কোন দূরদেশের অচল উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল। নিরঞ্জন কানুর অদর্শন সহিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষণ্ড দৈত্যাধম! দে, আমার কানুধন ফিরাইয়া দে!" দৈত্য কি বৃদ্ধ, দুর্বল, তুচ্ছ নিরঞ্জনের কথা শুনে! সে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এ দৈত্যটাকে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে! রে দৈত্য! কে তুই—মটুক? মটুকের দেহ হইতে বাহির হইয়া, ভূত সাজিয়া তুই-ই আমার কাননিকাকে হরণ করিতে আসিয়াছিস্?

তখন নিরঞ্জন দৈত্যকে ধরিবার জন্য নিজে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। দুই একবার গা ঝাঁকাইয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরটা পতঙ্গদেহবৎ লঘু হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ছাড়িয়া নিরঞ্জন দ্বিতল ত্রিতলে উঠিয়া অভ্র ভেদিয়া ধূমকেতু হইতে যাইতেছেন, এমন সময় ধরণীপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল,—"দাদা!" নিরঞ্জন মুখ নামাইয়া দেখিলেন, একটি শৈলকন্দরে, একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে, একটি শৈবলিনীর জল-কল্লোলকোলাহলের আবরণে বসিয়া, রাহুভয়ে ভূতলাবতীর্ণ নিশামণির মত কাননী আপনার মনে গান গাহিতেছে,—

"আমার মন ভুলালে যে কোথায় থাকে সে!
সে দেখে আমি দেখি না রয়েছে আশে পাশে।
বল রে তরু বল রে লতা,
আমার হৃদয়মোহন আছে কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে?"

নিরঞ্জন, "ভয় নাই, ভয় নাই," বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া আসিলেন। কাননিকা দাদাকে সেই নিভৃত-দেশে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল;—"দাদা!"

নিরঞ্জন চক্ষু মেলিয়া দেখেন, যথার্থই কাননিকা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, দাদা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। স্বপ্নে তাহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন, ঘুমবিজড়িত-চক্ষে তিনি সেই কাননীকে সহস্র গুণ সুন্দর দেখিলেন! বলিলেন, "কি দিদিমণি!"

কাননিকা। আর দিদিমণি!—তুমি স্বপ্নে যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ, শুনিয়া আমার গা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁ দাদা, তুমি অত স্বপ্ন দেখ কেন?

নিরঞ্জন। আর ভাই, জাগরণে কিছু দেখিতে পাই না, কাজেই স্বপ্নে দেখিতে হয়। দেখিতে পাইলে কেমন করিয়া বাঁচিব বল্।

কাননিকা। তা দেখ। কিন্তু তোমার দেখার দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায়!—এই দেখ, এখনও আমার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিতেছে।

নিরঞ্জন, যেন কাননিকার বিষয় কিছুই জানেন না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিস্ কি! ঘুমন্তে এমন চীৎকার করিয়াছি যে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল?"

কাননিকার হাতে দুখানি দুটি স্বরচিত কবিতা ধরিয়া আবদ্ধ ছিল। অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সমীরণ তাহার অধরোষ্ঠের সুরভি ঘ্রাণ লাভের জন্য চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। কেশের এ বেয়াদবী তাহার সহ্য হইল না। তাই সে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য বলপ্রয়োগ আরম্ভ করিল। তাহারা ভয়ে তাহার তিলফুল নাসায় জড়াইল। কাননিকা গ্রীবা-ভঙ্গে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে সংন্যস্ত করিতে গেল। বিপরীত ফল হইল! পৃষ্ঠদেশ হইতে আরও কতক-গুলি কেশ আসিয়া তার মুখ চোখ কপোল গণ্ড একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। কাননিকা বলিল, "দাদা, চুলগুলা মুখ হইতে সরাইয়া দাও ত!"

আগে শশী পিছে আঁধিয়ার ছিল। এখন আঁধিয়ার শশীর অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিল! অগণ্য তড়িৎ-লতার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সেই গৃহটাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। নিরঞ্জন কাননিকার সে মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। তিনি আরও অধিকক্ষণ দেখিবেন বলিয়া নাতনীকে বলিলেন, "নাতিনী! জলধর-অঙ্গে শতধা বিভক্ত চাঁদ দামিনী হইয়া জলদে ভাসিয়া পলকে পলকে চলিয়া যায়। তোর মুখে যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে। আমি চুল সরাইব না।"

কাননিকা তখন বাহুলতা দিয়া কোনও রকমে কেশপাশ পৃষ্ঠে ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতেছিলে ?"

নিরঞ্জন। আমার চীৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ?

কাননিকা। সে ত বুঝিতেই পারিতেছ!—দেখ দেখি, আমার মুখে এখনও কি ঘুম জড়াইয়া আছে ?

নিরঞ্জন। তোর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ঘুম আজ তিন দিন তোর চোখের ধার দিয়া যায় নাই !

কাননিকা দাদার কথায় সাত সুরে যুগপৎ ঝঙ্কার মারিয়া হাসিল। আর বলিল, "এত বোধশক্তি না থাকিলে তোমাকে হাকিম বলিবে কেন ? কিন্তু তোমাদের হাকিম জাত যে চোখ মেলিয়া ঘুমায়! আমি চাহিয়া আছি বলিয়া, আমার নিদ্রায় তোমার বিশ্বাস হইল না ?"

নিরঞ্জন। কি রাক্ষসি! সমাজের মহোপকারী দেশের প্রকৃত হিতৈষী হাকিমকে তুই অস্পর্শীয় রজকভারবাহী একটা অপকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করিলি!—আমি তোর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। তুই কোথায় ছিলি ? আর সেথায় কি করিতেছিলি ?

কাননিকা। আমি বাগানে গিয়াছিলাম। সেখানে পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে বসিয়া দুটি চাঁদ দেখিতেছিলাম। তার একটি ছিল নভঃস্থলে, অপরটি সরসীজলে। একটি চলিতেছিল, অপরটি কাঁপিতেছিল। আমি সেই দুই চাঁদের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতেছিলাম আর ঘুমাইতেছিলাম।

নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই আচ্ছোদসরোবরতীরের পত্রলেখিকা আর কাননীর জননী ভামিনী, দুয়ে মিলিয়া কাননী হইয়াছে। তাহারা দুই জনে দুই দিকে চাহিয়াছে, কাননী একাই দু কাজ সারিয়াছে। তা হ'লে ত প্রজাপতি আগুনে পুড়িয়া দেহ দহনজাত গন্ধটা কাননীর নাকের কাছে ধরিয়াছে। কাননীর বিবাহ ত না দিলে চলে না।

অন্তর্যামিনী কাননী নিরঞ্জনের মনের কথা সব শুনিল। উত্তরে বলিল—"দাদা! এমন সোনার চাঁদ থাকিতে, নারীগুলা মানুষ বিবাহ করিয়া মরে কেন ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চাঁদকে বিবাহ!—"

কাননিকা। হাঁ, চাঁদকে বিবাহ। চাঁদ যদি নারী পাইত, কখনও রাহুগ্রস্ত হইত না, কুমুদিনীর রঙ্গস্থলে জলের হিল্লোলে আছড়াপিছড়ি খাইত না; অধিক আর কি বলিব, তাহা হইলে নিশায় অমাবস্যা হইত না।

কাননিকার কথা নিরঞ্জনের কানে কেমন কেমন ঠেকিল। ভাবিলেন, মাতামহকে দেখিয়া নাত্নীর হৃদয় সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে! তাই লজ্জার বেলা-ভূমি ছাড়াইয়া রহস্যটা কিছু বেশীদূর উঠিয়া পড়িয়াছে। নাত্নীর রহস্য-স্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখন একটু ঘুমুগে।"

কাননিকা। নিদ্রা আমি চাঁদকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি! আমি আজ হইতে আর ঘুমাইব না। কেবল জাগিব। সংসারের সকল নারীর সহিত চাঁদের মিলন ঘটাইয়া, সকলকে কুমারী রাখিয়া কিছুদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তার পর চাঁদের ঘুম কাড়িয়া অনন্ত নিদ্রার কোলে মাথা রাখিব।

নিরঞ্জন দেখিলেন, কাননিকার চক্ষু জলে ভরিয়াছে। ভাবিলেন, এ কি, মেয়েটা পাগল হইল না কি! তখন ভাবিলেন, নারীর হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত কঠোর আদেশে তাহাকে অনূঢ়া রাখিয়া বুঝি পাগল করিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কালই নাত্নীর বর খুঁজিব।

তখন তিনি কাননিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল্—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। নিশিজাগরণে অসুখ হইবে।" একটু ক্রোধ দেখাইয়া কহিলেন, "কাঞ্চনময়ি! শ্রীহীনা হইতে তোর এত সাধ কেন! এ কমলনয়ন চাঁদ দেখিবার জন্য নয়।"

এই বলিয়া কাননিকার হাত ধরিয়া নিরঞ্জন তাহাকে ঘরে লইয়া চলিলেন। কাননিকা কথা কহিল না।

চলিতে চলিতে নিরঞ্জন কি বুঝিয়া মটুককে ডাকিলেন।

কাননিকা বলিল, "দাদা! মটুককে ডাকিও না।"

নিরঞ্জন। কেন ?

কাননিকা। সে আমার হইয়া চাঁদ দেখিতেছে।

নিরঞ্জন। মটুক তোর হয়ে চাঁদ দেখিতেছে কি ? কাননিকা উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আর বলিল—"হায় বটুক, তুমি মরিয়া মটুক হইলে কেন ? আবার দাদার তাড়া খাইলে তোমার নবীন প্রাণ আবার না জানি কোন দেশে উড়িয়া যাইবে।"

নিরঞ্জন প্রশ্নে প্রশ্নে আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিম্বা ভামিনী ও অন্যান্য কন্যাগণকে ডাকিয়া, তাহাদিগের কাছে কাননিকার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, খড়ার গোয়ালে আগুন দিয়া সেনগৃহের নিদ্রাকে প্রবাসিনী করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল। কাল প্রাতঃকালে তিনি কে ডাকিয়া, অথবা সহস্র পত্রলেখকের যাহাকে ক এক জনকে ডাকিয়া কাননিকার বর নির্দ্দেশ করিবেন।

কাননিকাকে গৃহপ্রবিষ্টা দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। কিন্তু সে নিদ্রা যায় কি না দেখিবার ঘরের কানাচে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন, কাননিকা গান ধরিবার ভাঁজ করিতেছে। পর শুনিলেন, অতিমধুর অস্ফুটকণ্ঠের গীত :—

সখা! এ নয় কমল-আঁখি!
সুখ সরোবরে ফুটিতে ফুটিতে মুদিবে চাঁদেরে দেখি।
আমি নিশায় কুমুদী হৃদয়ের নদী
শশীর কিরণে ধরে সে টান।
প্রভাত অরুণে পাখীগণ সনে
গাহে-আগমন ললিত গান।
আমি সাঁঝের গগন-তারা।
আপনার ভাবে আপনি বিভোরা
নীরব আপন হারা;
ফুটিতে ফুটিতে ফুটি না।
চলিতে চলিতে চলে যাই দূরে
কারে ফিরে চেয়ে দেখি না।
মেঘের আড়ালে থাকি;
দামিনী লতায় পরিয়া গলায়,
তার সনে মারি উঁকি ঝুঁকি!

উধাও প্রাণের ঢেউ,
দূর হ'তে দেখো, কাছে নাহি থাক,
ধরিতে যেও না কেউ,
যাক সে সাগর পার।
যাক ফুলে ফুলে অনন্তের কূলে,
যথা অভিলাষ তার।
ফুলের উপরে ফুল ঝরে ঝরে
মিনি গাঁথনির মালা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিকটে যেও না
কথা রাখ এই বেলা।

নিরঞ্জন তখন বুঝিলেন, এই দূরের সঙ্গীত বেটাই কাননিকাকে পাগল করিয়াছে। নৈশগগন ভেদ করিয়া তিনি উচ্চগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"দূরের সঙ্গীত!"—উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর আনিল,—ইৎ। (*) নিরঞ্জন আবার বলিলেন, "এখনও কোথায় আছিস্ বল।" প্রতিধ্বনি খল খল হাসিল।

চির-প্রবাসীর সহসোদ্দীপ্ত স্বদেশ স্মৃতি, পুলিসধৃত নিরপরাধের কারাকভীতি, কৃতাপরাধের অনুতাপ, বিরহীর স্বপ্নে, চির লাঞ্ছিতা জীবনে মৃতকল্পা, কালসমরণে উজ্জীবিতা প্রিয়ার সকরুণ তিরস্কার, আর মাতৃহীন কোমল শিশুর "দেয়ালা"—সকলে মিলিয়া পরস্পরের হাতে হাতে ধরিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রাণটা তাঁর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাশি রাশি চক্ষুজলে তিনি সেই আগত অতিথিগণের পাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। এমন সময় দূর হইতে সঙ্গীত উঠিল!—

রণরণিকা †

পরদিন সেনগৃহে হুলস্থূল বাধিয়াছে। কাননিকার বিবাহের কথা উঠিয়াছে। নিরঞ্জন বঙ্গ সমাজের খাতা খুলিয়া বিদুষী কুমারীর আয়-ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালায় কুমারী নাই। অনেকেই প্রথম বয়সে বিশ্ববিদ্যার নবোৎসাহে কুমারীর খাতায় নাম লিখাইয়াছিল। কিন্তু কেহ তারুণ্যস্রোতে অকূলে পড়িবার ভয়ে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, নর-কাষ্ঠে ভর দিয়াছে। কেহ বা কোনও প্রকারে পরপারে পৌঁছিয়াই, সম্মুখে বার্দ্ধক্যের প্রকাণ্ড জলা দেখিয়া, জীবন-পথে একলা চলিতে সাহস না করিয়া সঙ্গী লইয়াছে। খাতার এক কোণে দু' একটি নাম পড়িয়া আছে; কিন্তু কাননিকা ছাড়া, আর সবার বিবাহ হয় হয়—রয়

(*) ইৎ—লোপ, সংস্কৃত ব্যাকরণে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে আর ইতের কথা বলিতে হইবে না। কৃৎ প্রকরণের ক্বিপ প্রত্যয়ের সমস্তই ইৎ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। সুতরাং সঙ্গীতেরও সব ইৎ হইল। কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

† রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা।

না। কুমারী আছে, খৃষ্টানী কুমারী আছে বিলাতী রমণী।

কাননিকার বরে বরে বাঙ্গালা ভরিয়া রহিয়াছে। একটা ঢিল ছুঁড়িলে ছুই দশটা বরের মাথা ফাটিয়া যায়! এমন কাননী, বিভুজা, হেমগৌরাঙ্গী, বিভ্রান্ত-ভরণভূষণা, সুচারুদশনা, হরিণনয়না—বিবাহ বিনা মন ভাল থাকিবে কেন? নিরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়াছে। রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি কর্তব্য স্থির করিয়াছেন! তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। মরিতে হইলে, সংসারের উপর প্রভুত্ব রাখিতে পারিবেন না। প্রভুত্ব যাইলে কেহ তাঁহার কথা রাখিবে না। কথা না থাকিলে, যার যা ইচ্ছা তাই করিবে। যা ইচ্ছা তাই করিলে, দেশটা ছার খার হইয়া যাইবে। ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কাননিকার কুমারিত্বে দেশের যতটুকু অপকার, অন্য দিকে কুমারকুলের মনোভঙ্গে চার গুণ অপকার। ব্যারিষ্টার আইনজালে আপনাকে জড়াইবে, ইন্‌জিনিয়র বক্ষঃক্ষেত্রে দিয়া খাল চালাইবে, ডাক্তার নিজের গলায় অস্ত্র বসাইবে, প্রোফেসর আত্মহত্যার লেক্‌চর দিবে, ইঞ্জিনিয়র ছাদ হইতে ঝাঁপ খাইবে। কাজেই কাননিকার বিবাহ দেওয়া স্থির।

ভামিনী দৌহিত্রের মুখ দেখিতে লালায়িতা বাপের কাছে আসিয়া কাঁদিল। বাপ আশ্বাস দিলেন, কাননীর বিবাহ দিব।

নিরঞ্জন প্রথমে দূরের সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিলেন। চোঙদারের কাছে লোক পাঠাইলেন চোঙদার লিখিল—"তাহাকে সেইদিন তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছিলাম। তার পর আর দেখি নাই। শুনিলাম, কি জানি কি মনের দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বোধ হয় তাহার খবর জানে।" নিরঞ্জন তাহাদিগের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। তাহারাও উত্তর দিল, "জানি না।" ঈর্ষায় বলিল, কি যথার্থই বলিল, নিরঞ্জন পত্র পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলেন না। "জানি না"র পরে তাহারা কি মাথা মুণ্ড লিখিয়াছে! লিখিতে হাত কাঁপিয়াছে বোধ হইল। অক্ষরগুলা জড়াইয়া হাঁড়ি-কলসী সাপ-ব্যাঙের আকার ধরিয়াছে। নিরঞ্জন বাড়ীতে সন্ধান করিলেন। মটুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, দূরের সঙ্গীত চিনিস্?" মটুক বলিল, "হাঁ হুজু চিনি।"

নিরঞ্জন। বেশ, তবে এই চিঠি তাহাকে দি জব নি লইয়া আয়।

মটুক চিঠি হাতে ছুটিল। নিরঞ্জন অপেক্ষা বসিয়া রহিলেন।

চাকর কিছুক্ষণ পরেই ফিরিল। হাঁপাই হাঁপাইতে মনিবের হাতে একটা জিনিষ দিল নিরঞ্জন বলিলেন, "এ কি!"

মটুক। আজ্ঞে হুজুর! যবানি! বেণে দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "চিঠিখানা কি করিলি?"

মটুক। চিঠিখানা বেণের হাতে দিলাম। সে ইংরাজীলেখা পড়িতে পারিল না। এক বাবু খদ্দেরকে দিয়া পড়াইল। বাবু বলিল, "... তোমাকে পত্র পাঠমাত্র যাইতে লিখিয়াছে।" দোকানী বলিল, "এখন আমার ঢের খদ্দের—এখন যাইতে পারিব না, বৈকালে যাইব।" আমি বলিলাম, "তবে যবানি দাও।" সে বলিল "কত পয়সার?" হুজুর কিছু বলিয়া দেন নাই বলিয়া আমি ধার করিয়া এক পয়সার যবানি আনিলাম।

নিরঞ্জন। যবানি ফিরাইয়া দিয়া আমার চিঠি লইয়া আয়। আসিয়া এইখানে এক পায়ে এক এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাক।

মটুক চাকর যবানি লইয়া আবার ছুটিল। নিরঞ্জন বুঝিলেন, মটুক বটুকভৈরবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহারই মত বোকা বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বপ্নের মটুকরূপী দৈত্যের ভয়টা তাঁহার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বারবানকে দূরের সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল, "চৈতন্য লাইব্রেরীতে আছে। সে দিদিবাবুর জন্য অনেক বার তাহা আনিয়াছে।"

নিরঞ্জন মুখ ফিরাইতেছেন, এমন সময় বেণেকে সঙ্গে করিয়া মটুক ফিরিল। বেণে আসিয়া জোড়করে নিরঞ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"হুজুর! কসুর মাফ হয়। আমি বুঝিতে না পারিয়া সেই চিঠিতে মশলা বাঁধিয়া খদ্দেরকে দিয়াছি।"—নিরঞ্জন কথা কহিলেন না। বেণে কপালে হাত দিল, মটুক একপায়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন তাহাদের আর কিছু না বলিয়া বরাবর ভামিনীর কাছে গেলেন। বলিলেন, "ভামু! উপায় —দূরের সঙ্গীতের ত সন্ধান পাইলাম না তাকেই আমার পছন্দ। তুই একবার কাননীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্?"

ভামিনী। কেন পারিব না? কিন্তু দূরের সঙ্গীত পদার্থটা কি?

নিরঞ্জন। সে একটি হাস্যময় উদারহৃদয় তেজস্বী মানুষ।

ভামিনী। ও বাবা, বল কি—দূরের সঙ্গীত মানুষ!—মানুষের কথা আমি কেমন করিয়া কাননীর কাছে পাড়িব। সে মানুষের নাম শুনলেই কাঁদিয়া ফেলিবে। কাঁদিলেই তার মাথা ধরিবে। মাথা ধরিলেই হাত পা ছাড়বে।

নিরঞ্জন। কাল রাত জাগিয়াছে, তার খবর পাস্? সে রোগের চেয়ে কি মাথা ধরা বড়? যা দূর হয়ে যা। দূরের সঙ্গীতের সংবাদ লইয়া আয়। আমি কালই কাননীর বিবাহ দিব।

ভামিনীর চক্ষু দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। নিশ্বাস দেখিতে দেখিতে দমে দমে বাহির হইতে লাগিল। সে দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িল। হাসিতে না হাসিতে পা ছড়াইল।

নিরঞ্জন দেখিলেন, এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বলিলেন, "করিস্ কি?"

ভামিনী উত্তর দিল না। জননীর উদ্দেশে চাহিতে বলিল। "মা গো! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখে যাও। তোমার কাম্নু অনাথার মত ঘরের বাহিরে ঘুরে বেড়ায়। ওগো! তারে দেখে, এমন লোক কেউ নেই!"

নিরঞ্জন। আরে গেল, কাঁদিতে লাগিলি কেন? আমি তোরে এমন কি কটু কথা বলিয়াছি!

ভামিনী উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতেই লাগিল।—"যে আমার ছিল, যার হাতে তুমি দিয়ে গিয়েছিলে, সে যে মনের দুঃখে আমাকে ফেলে গেছে গো! মা গো!"

নিরঞ্জন। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

ভামিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি তারে তাড়িয়ে দিলে না ত সে গেল কেন?

নিরঞ্জন। সে ত আপনি চলিয়া গেল, তুই দিলি

ভামিনী। সে আপনি চলিয়া গেল!—আমি তারে দূর দূর করিয়া তাড়াইলে সে নড়িত না—রাগ করিয়া দু'দণ্ড বাহিরে থাকিতে পারিত না!—সে চলিয়া গেল! তুমি যে তার গলা টিপিয়া ধরিলে! —ওগো! মা গো!—আমার সে যে বড় অভিমানে চ'লে গেছে!—সে যে দশ বৎসরে কাম্নুর বে দিতে চেয়েছিল!—তখন বে দিলে ত, এখন আর দূরের সঙ্গীত খুঁজিতে হইত না। আর যদিই বা খুঁজিতে হইত, তাহা হইলে দূর—দূর—কত দূর— একেবারে হয় ত কামস্কাটকা হইতে সঙ্গীত ধরিয়া আনিত। মা গো! তোর অভিমানী জামাই আজ কোথায় গো!—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় গো! কেন তুই ত ছিলি। তুই কেন তাকে ধ'রে রাখতে পরলিনি। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়রা দেখতে লাগলি।

ভামিনী। আমার হাত জোড়া ছিল, তাই পারলেম না। আর আমি জানতেম, সে ফিরে আসবে। ওগো! মা গো!—

নিরঞ্জন। আবার মা গো? কেন, সে কি তোর তাকে ধ'রে এনে দেবে না কি?

বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের গলায় করুণরস জমিয়া গেল। সেই রসগদ্‌গদকণ্ঠে তিনি বলিলেন,— "আমি সকলের জন্য এত করিলাম, তবু যদি আমার এ লাঞ্ছনা, তবে আমিই বা আর ঘরে থাকি কেন?"

দেখিতে দেখিতে চারি দ্বার হইতে, রঙ্গিণী, যোগিনী—কন্যাদ্বয়, আর চারণী, বারণী, যামিনী, দামিনী, মেনি, পেনি, টুনি,—নাতিনীগণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জন ও ভামিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া, একেবারেই যেন সব বুঝিল। বুঝিল, কাননী মরিয়াছে! তখন যে যেখানে স্থান পাইল, বসিল; আর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। নিমেষেই যেন 'ফেরুপাল ফেউ ফেউ গভীর ফুকারিল!'—ওগো, মাগো, বাবা গো, দিদি গো,—অ্যাঁ—অ্যাঁ চ্যাঁ—ভৈরব নিনাদে নিরঞ্জনের বাড়ী যেন এক মুহূর্ত্তে শ্মশান হইয়া গেল। —"ওগো! তুই আমাদের ফেলে কোথা গেলি গো!"

মটুক ছুটিয়া আসিয়া সকলের মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

কাননিকা তত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল। সেই চীৎকারে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া

বসিল। প্রথমে তাহার বোধ হইল, যেন আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীনীরে সে বসিয়া আছে। নায়েগ্রার জলপ্রপাত হইতে রাশি রাশি জল পড়িতেছে। বাষ্পে চারিদিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।—না, তা ত নয়! এ যে কাহারা কাম্‌ গো কাম্‌ গো করিতেছে। তখন বলিল, "না ভাই জলপ্রপাত! এখন আমি ধেনু চরাইতে পারিব না। আগে আমি কালীয় দমন করিব।" এই বলিয়া আবার শয়ন করিল।

এ দিকে ভামিনীর ভগিনীসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিল, কাননী মরে নাই। তখন কান্নাটা বৃথা হইল দেখিয়া, সকলে "বাট্‌ বাট্‌—কাম্‌ নীরোগ হইয়া, অখণ্ড পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক্‌" বলিতে বলিতে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। ভামিনী তাহাদের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল, "বাবা, যেমন করিয়া পার, আমার একটা উপায় কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"আয় তবে—দেখি তোর কি উপায় করিতে পারি।"

ভামিনী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিরঞ্জন মনে মনে বলিলেন,—এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহানগরী কলিকাতায় আমি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অবতারণা করিব! কাননিকাকে স্বয়ম্বরা করিব। যাহা কোনও সংস্কারক আজিও দেখাইতে সাহস করে নাই, আমি তাই দেখাইব

চিত্তের আবেগে নিরঞ্জনের মনের শেষ কথাটা ঠোঁটে আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মটুক নিরঞ্জনের পৃষ্ঠে পাখার বাতাসের জের মিটাইতেছিল। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই একটা উল্লাসধ্বনির সহিত সে বলিয়া উঠিল—"কবে?"

নিরঞ্জন পশ্চাতে ফিরিয়া, মটুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কে?" মটুক উত্তর না করিয়া, অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। ও কি করিতেছিস্‌?

মটুক। আজ্ঞে, আমি কে হিসাব করিয়া দেখিতেছি।

নিরঞ্জন তাহাকে অনেক কথা বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু মটুকের মুখের পানে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়া একটিও বাক্য প্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না।

—

ভাণিকা।*

হে প্রিয় পাঠক!—কি ভ্রম! পাঠক কোথায়? তাঁহাকে যে কাননিকা কাব্য-কাননে বহুদিন হই[ল] ফেলিয়া আসিয়াছি! সেখানে খরবেগা কবি[তা] নদীর কিনারায় আসিয়া, 'খেয়ার কড়ি দিয়া পার' হইতে হইবে দেখিয়া, মনের দুঃখে পাঠক-[...] মানে মানে গা ঢাকা দিয়াছেন। কোথায় সম্পাদ[ক] বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে 'গ্রাহক ও অনু-গ্রাহ[কের] প্রতি' নিবেদনাদি প্রবন্ধ লিখিয়া, মাথার [...] পাগল হইয়া শয্যায় আড়—বাঙ্গালা বই পড়ি[বা]র তার সময় কই? কোথায় দেশহিতব্রতে ব্র[তী] দেশবাসীর ঘুম ভাঙ্গাইতে, ওয়েবষ্টারের [...] পদ যোজনায় বাক্য গড়িয়া জিহ্বায় আনিতে [...] মনের গলাও যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! [...] পড়িবার তবে উপায় কই? বাকি আছে [...] লেখক। সে ত আপনার কথায় আপনি [...] গৃহশোভাকরী তাহার স্বরচিত মোহনমাল[া] [...] মূষিকের অত্যাচারে দিন দিন শ্রীহীন, তাই [...] দেখিতে তাহার চক্ষু মুদ্মর। পরের পুস্তকের [...] ভিতর অক্ষর থাকে, সে অক্ষরে আবার [...] বুলাইতে হয়, এ কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। [...] মহারাজার কথা ছাড়িয়া দিই—তাঁরা ত [...] জটাকলাপ ভ্রুকুটীকুটিলমুখ দুর্ব্বাসার [...]—দুর্ব্বাসা 'ভস্ম হও' বলিলে অবিলম্বে ভস্ম হ[ই]বে, ইহাদের নামটি শুনিলেই সরস্বতী জলিয়া [...] পাঠক হইতে বহুদিন আমার ছাড়াছাড়ি। [...] বৃন্দাবনের মাঠের গোক্ষুর কাঁটায় পা [...] পলাইয়াছে।

তবে আমার কাননিকার কথা শুনিতেছে কে?

শুনিতেছে সে, যাহার অস্তিত্বে বাঙ্গালার অস্তিত্ব, যাহার উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি; যে আছে বলিয়া বাঙ্গালার লেখক আছে; যাহার [...] শুপধর বই কিনেন, যাহার উৎসাহে পাঠকের [...] অবসন্ন হাত হইতে বাঙ্গালা বই পড়িতে পড়িতে রহিয়া যায়, কান্না আসিতে আসিতে চোখে[র] কোণেই মরিয়া যায়। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মি! [...] তুমি তোমার অভাগিনী ভগিনীকে তোমার [...]

* ভাণিকা—এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধা[ন] দৃশ্যকাব্য।

রের স্মরণে আসিতে চেষ্টা করিবে? প্রভুর দেশহিতৈষিতায় আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, তার গগনভেদী চীৎকারে শব্দ নাই, তার গবলক্ষ্মী উল্লম্ফনে স্পন্দন নাই। তার উৎসাহে কার্য্য নাই, পরোপকারে প্রাণ নাই, ভালবাসায় প্রেম নাই। তাহা হইতে এখনও পর্য্যন্ত কোন উপকার হয় নাই, কবে যে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অয়ি প্রভুপত্নি, মৃদুহাসিনি, আবক্তাবিনি বিনয়মরি পাঠিকে! তোমার করুণা ভিন্ন এ ভাষার উন্নতি হইতেই পারে না। বাঙ্গালায় বিংশকোটি লোক আছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা বই ধরিবার স্থান নাই। সপ্তকোটি হৃদয় আছে, কিন্তু হায়, তার অধিকাংশের ভিতরেই বাঙ্গালা ভাব প্রবেশ করিবার স্থান নাই।

তাই তোমাকেই সম্বোধন করিয়া বলি—ওগো! পাঠিকে। কাননিকা কাব্য-ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে যখন এতদূর আসিয়াছে, তখন আর একটু চল। তাহার পর তোমাগতপ্রাণ, তোমরা তাহার কাছে যত পার, কাননিকার নিন্দা করিও—সাবধান, সুখ্যাতি করিও না। নিন্দা করিলে অন্ততঃ আমাকে গালি দিবার জন্য তোমার প্রভু সমস্ত বইখানি পড়িবেন। পড়িয়া যেমন 'ছি ছি' করিবেন, অমনি সেই 'ছি ছি' কিনিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিবে। সুখ্যাতি করিলে আমার এত আদরের কাননিকার মুখপানে কেহ ভুলিয়াও চাহিবে না।

এই গেল আমার ভাণিকার নান্দী। তার পর, নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। বলি ওগো রঙ্গময়ী কমনে!—সভাটা সৌন্দর্য্যে প্রতিভার উৎসাহে আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহাকবি নরোত্তমঠাকুর-রচিত কাননিকা-স্বয়ম্বর নামক নূতন নাটক লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে হয় না!

অয়ি পাঠিকে! চতুর্দ্দশের পর আরও দুই চারি বৎসর অতীত মনে করিয়া লও! কর্ম্মক্ষেত্রে মানবভাগ্যের অনিশ্চিত পথে দুই চারি বৎসরের জীবনযাত্রা কষ্টকর সত্য—আমি মনে করিতে বলি না। সে কাজটা আমারও পক্ষে গর্হিত, আর তোমারও পক্ষে বড় সুখকর নয়। আর আমি বলিলেও বা তুমি মনে করিতে যাইবে কেন? চারি বৎসরের আগে হয় ত তুমি প্রকৃতির আদরের ধন, তাহার কিরণ-মাখা তটিনীর তীরটিতে একা বসিয়া—চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে আশা—ধীরে ধীরে রাঙা পা দুটি দোলাইয়া, তাহাতে কোমল তরঙ্গের ঈষৎ ঈষৎ চুম্বক মাখাইয়া, অতি যত্নে, অতি আদরে কলনাদিনীর সোহাগটুকু বুকে লইতেছিলে। আর আজ হয় ত তুমি সেই তরঙ্গিণীর বুকে। কত সোহাগ, কত আদর, তুমি কল্পনার হাত দুটির সাহায্যে হৃদয়ে ধরিয়াছিলে, বিনা আয়াসে সম্রাটের সিংহাসনের বামে আপনাকে বসাইয়াছিলে। আজ হয় ত সে আসন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তটিনী-তরঙ্গের ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতে, তার স্রোতের তীব্রতায় হয় ত আজ তোমারও প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়াছে। কেন তবে চারি বৎসরের স্মৃতি জাগাইয়া, আকাশটাকে মেঘনির্ম্মুক্ত করিয়া, হতাশার জ্বালাময় কিরণগুলাকে শতগুণে প্রখর করিয়া তুলিব? তুমিও সুখী হইবে না, আর তোমাকে অসুখী করিয়া আমারও বড় সুবিধা হইবে না। তুমি অসুখী হইলে, দিবারাত্রি নয়ন মুদিয়া সেই চারি বৎসরের আগের কথা ভাবিতে বসিলে, আমার কাননিকার কথা শুনিবে কে? তাই বলি, একেবারে একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে কাননিকার জীবনের চারি বৎসর উড়াইয়া দাও। দেখিতে পাইবে, নিরঞ্জনের গৃহে মহা সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বহু কাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আশায় উৎফুল্ল হইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইতেছিল। কিন্তু চিরনশমী কাননিকার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তখন বিধাতাকে অজস্র গালি দিয়া, নিজ নিজ বিবাহিত অবস্থাকে ধিক্কার দিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবেই ছিল। সহসা এক দিন সকল সীমন্তিনীর নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিরঞ্জনের গৃহস্থিত একটা কুনো বিড়ালের তীব্র চীৎকারে সকলেই জাগিল। জাগিয়া বুঝিল, 'আজ নাতিনীর অধিবাস, কাল নাতিনীর বিয়ে।'

অধিবাস-সভায় চারি দিক হইতে লোক আসিতেছিল। নিরঞ্জনের গৃহসম্মুখস্থ পথ লোকপূর্ণ, আশপাশের গলি স্থানশূন্য, পিক, পাপিয়া, দোয়েল, টিয়া—নানাজাতীয় পক্ষীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গানে গানে গগন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। মুখর তরল-তরঙ্গ সরসী ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছিল।

এক সখী এক ছাদ হইতে অন্ত ছাদের আর এক সখীকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ ভাই গঙ্গাজল! সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

২য় সখী। সেন বুড়ো বুঝি মরিয়াছে। তাই বুঝি তার চতুর্থী।

১ম সখী। আহা, বুড়ের কি হইয়াছিল?

২য় সখী। আমাদের বাবু বলিয়াছিলেন, সে রোগের নাম নিদানে নাই।

১ম সখী। আহা, তবে ত বৃদ্ধ বড় কষ্টই পাইয়াছে!

২য় সখী। সে কথা ভাই আর বলিতে? জানা রোগেই কত কষ্ট, তা এ ত না-জানা!

১ম সখী। ডাক্তারে রোগটা চিনিতে পারিল না? সেই যে কি কানে দিয়ে, বগলে দিয়ে রোগ ধরে, তাতেও ধরা পড়িল না? বলিস্ কি ভাই গঙ্গাজল! তা কখন মরিল?

২য় সখী। বুড়ো কোন্ কর্ম্ম কবে পাড়ায় জানাইয়াছে, তা এত বড় একটা মহৎ কর্ম্ম জানাইবে?

১ম সখী। তা ভাই, সকল কর্ম্মেই আমরা সেনেদের নিমন্ত্রণ করি। তার মেয়েরা এত সমারোহ করিতেছে, পাড়ার দু' চারি জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না? আমরা তাদের না হয় কিছু খাইতাম না।

এই সময় ঘিয়ের গন্ধ তাহার নাকে আসিল আর লোককোলাহল ছাপাইয়া লুচিভাজার কল কল শব্দও তাহার কানে পশিল। চক্ষুই বা শুধু থাকিবে কেন? সে জলে ভরিয়া গেল। গলাই কি চোর? সে কতকগুলা অর্দ্ধস্ফুট করুণ স্বর ধরিয়া রাখিল এবং অপর ছাদের দ্বিতীয়া সখীর দিকে একটি একটি করিয়া ছাড়িতে লাগিল।

করুণরস-রোগটা নারীকুলে বড় সংক্রামক। প্রথমের দেখাদেখি দ্বিতীয় সখীরও গলাটা দেখিতে দেখিতে ধরিয়া গেল। কথাগুলা অনুনাসিক হইয়া পড়িল। তখন পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহের বড় বড় সমারোহের কথা শুনাইতে লাগিল। কত লুচি, কত সন্দেশ, কত অগণ্য মাছের মুড়াভরা তরকারি, তাহারা গাছকোমর বাঁধিয়া পরিবেশন করিয়াছিল; কত নিমন্ত্রিতা, পেটুকাশরোজ্জ্বলা নাসিকার গহ্বর পর্য্যন্ত আহার্য্যে পুরাইয়া, হৃতবাক্‌শক্তি, সবলয়-প্রকোষ্ঠ কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দূর হইতে পরিবেশিনীকে ফিরাইয়াছিল; সেই সমস্ত যে তাহাদের তখনকার কথা মনে হইতে লাগিল এত করিয়াও কিন্তু তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি আসি না। তখন নিরঞ্জনের কন্যাকুলের নানাবিধ নিন্দা করিয়া, লুচিগন্ধবিক্ষোভিত হৃদয়-স্রোতস্বিনীকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। সর্ব্বশেষে নিরঞ্জনের প্রেতাত্মার অধোগতি দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে, তাহার গৃহে ভোজনের অযৌক্তিকতা এবং নিমন্ত্রিত হইলেও যাইবার অনিশ্চয়তা, অর্থাৎ যাইলে জাতিপাতের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া ম্লানমুখে আবার নিরঞ্জনের গৃহপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় আর এক সখী, আর এক ছাদে উঠিল। তাহাকে সমদুঃখভাগিনী দেখিয়া, দুই জনেরই মনে একটু আনন্দ ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়াও নিরঞ্জনের বাড়ীর কোলাহলের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত ছাদে উঠিয়াছিল। প্রথমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, —"কি ভাই মকর! খাইলে কেমন?" তৃতীয়া শুনিতে পাইল না। তখন দ্বিতীয়া একটু ব্যঙ্গ করিল—"মকরের এখন বড় লোকের সঙ্গে ভাব, সে কি আর আমাদের কথা কানে তুলিবে—মানহানি হইবে না!" মকর এতক্ষণে বুঝিল, তাহার মত অন্যান্য ছাদেও ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত লোক উঠিয়াছে।—সে আর তাহাদের কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। একেবারেই জিজ্ঞাসা করিল,— "সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

১ম সখী। কেন ভাই! তুমি কি জান না?

৩য় সখী। জানিলে আর জিজ্ঞাসা করি?

১ম সখী। কেন, তোদের কি নিমন্ত্রণ করে নি?

২য় সখী। কিসের নিমন্ত্রণ?

১ম সখী। শুনিস্ নি!—সেন বুড়ো যে মরিয়াছে।

৩য় সখী। আহা, কবে?

২য় সখী। আজ চতুর্থী।

৩য় সখী। কি জালা! সেন বুড়ো মরিতে যাইবে কেন? ওই যে গো, বুন্দে দুলের মত পোষাক পরিয়া, সেন বুড়ো কতকগুলো ভদ্র ঝির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ওই যে চার পাঁচজন লোক সেন বুড়োকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ওই দেখ, সেন বুড়ো নাপিত দিয়া গোঁফ কামাইতে বসিল। তখন প্রথমা ও দ্বিতীয়া, "বলিস্ কি, বলিস্

কি" বলিতে বলিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যাগমে আকাশ আঁধার হইয়া আসিতেছিল।

তৃতীয়া তখন নবোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ, বাদুড়গুলো আপনা-আপনির ভিতর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে।"

সহসা এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, আর একটি ছাদের উপর উঠিয়া, পিতা মাতার উদ্দেশে কতকগুলা করুণ বিলাপ সন্ধ্যার মৃদু বাতাসের উপর চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সকলে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি যে নিঠুরের জন্ম এতক্ষণ ধরিয়া রান্নাঘরের ধোঁয়া খাইতেছিলাম, সে আমাকে অনাথিনী করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

১ম সখী। হায় হায়, কি বলিলি বাছা! অনাথিনী করিল, তাতেও তৃপ্ত হইল না, তার উপর আবার চলিয়া গেল! হতভাগা নিঠুর! অনাথিনী বলিলি করিলি, ঘরে রহিলি না কেন?

২য় সখী। কোথায় গেল বলিয়া গেল কি?

৩য় সখী। তোর সঙ্গে কি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল?

প্রৌঢ়া। ওগো, ঝগড়া নয় গো বাছা—ঝগড়া নয়; কোনও কথা হয় নি! আমি কি ঝগড়ার লোক গো? আফিস থেকে এল, আমি পা ধোবার জল রেখে খাবার আনতে গেছি। এসে দেখি গাড়ু প'ড়ে, গামছা প'ড়ে—সে নেই। তার পর জল খাবার হাতে ক'রে কত খুঁজলুম—কোথাও নেই। রাত্তির হয়ে গেল—এখনও এল না। তার পর শুনি, সে সেনেদের বাড়ী গেছে—ওগো, আমার কি হ'ল গো!

২য় সখী। সেনেদের বাড়ী গেছে যখন জানতে পেরেছ, তখন আবার কাঁদছ কেন বাছা? বেশ ত, তোমার জন্ম তোমার কর্ত্তা লুচি আনবে।

প্রৌঢ়া। আমার পিণ্ডি আনবে। সেনেদের বাড়ীতে কি এক স্বয়ম্বর হচ্ছে, সেখানে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক আসছে।" যদি ভুলে আমাদের কর্ত্তার গলায় মালা দেয়, তা হ'লে এই বয়সে আমি আবার কার শরণাপন্ন হব গো?—

সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"স্বয়ম্বর! স্বয়ম্বর কি গো?"

প্রৌঢ়া বলিল—"স্বয়ম্বর কি জান না! ত্রেতা যুগে স্বয়ম্বর হ'ত, দ্বাপর যুগে হ'ত, কত দেশের রাজপুত্তুর রাজকন্তাকে বিয়ে করতে আসত! কলিযুগে কি স্বয়ম্বর ছিল! এই হ'ল। কলির ভুষুণ্ডি সেন, সেই যে নাতনীটেকে পাশ করিয়ে বড় ক'রে রেখেছে গো, তার আজ স্বয়ম্বর হচ্ছে। দেশ বিদেশ থেকে রাজা রাজড়া, জমীদার, উকীল, মোক্তার, খবরের কাগজওয়ালা, ডাক্তার—সব সেন-বাড়ীতে জড় হয়েছে।

'স্বয়ম্বর' কথাঘাতে তিনটি সখীর হৃদয়-তন্ত্রী একেবারে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সকলেই তখন সেনেদের বাড়ীর কোলাহলটার মর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝিয়া ফেলিল। তাহারা আর প্রৌঢ়ার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে সময় পাইল না। তার দিকে আর ফিরিয়াও দেখিল না। "বলিস কি গো?—সে কি কথা গো?" বলিতে বলিতে তরতর করিয়া ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। গজগামিনী সৌদামিনী হইল এবং দেখিতে দেখিতে মিলাইল।

এ দিকে নিরঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে মহা ধুম। বাগানের ভিতরে একটি সুন্দর সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে চারিধারে সুসজ্জিত সুমণ্ডিত মঞ্চাবলি। মঞ্চগুলির আশে পাশে সম্মুখে উপরে মখমলের ঝালর। উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া। মাঝে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা। চীনের টবে ছোট গাছ। চারিধারে বস্ত্রমণ্ডিত বংশস্তম্ভে সুন্দর সুন্দর ছবি। একটিও বিলাতী নয়!

এইখানেই সকলের বিস্মিত হইবার কথা। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না, এটা কাননিকার স্বয়ম্বর-সভা। সভাটা সেই পৌরাণিক প্রথার অবলম্বনে খাঁটি হিন্দুমতে ময়দানবের বংশধর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। খাঁটি পৌরাণিক প্রথার অনুকরণে টোলো পণ্ডিতের বিধানে, এখানে সেই পূর্ব্বযুগের ভারতীয় নাটকের অভিনয় হইবে। কাজেই এখানে সব দেশী, বিলাতীর গন্ধও নাই। দেশী মানুষ, দেশী পশু, দেশী দাস, দেশী দাসী। দেশী গোল, দেশী বোল, দেশী চাহনি, দেশী হাসি! বিলাতীর গন্ধও ছিল না। বরকুল কেমন এক রকম জাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া এসেন্স মাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে যে যার বাড়ীর লোকে ধরিয়া তাহাদিগকে গন্ধ-

কুঙ্কুম কস্তূরী দিয়া সুবাসিত করিয়াছে।—বিলাতীর গন্ধ ছিল না; কিন্তু নাম ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না, অনেকেরই পায়ে বিলাতী জুতা ও মোজা ছিল, গায়ে বিলাতী রেশম পশমের পোষাক ছিল। চোখে বিলাতী চশমা, বুকে বিলাতী ঘড়ী, হাতে বিলাতী ছড়ি। আর কি ছিল না ছিল, ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তবে এটা আমরা বেশ বলিতে পারি যে, সে সকল পদার্থেরও গন্ধ ছিল না।

সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সকাল হইতেই লোকের ভীড় আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় দেখা গেল, নিরঞ্জনের গৃহের সমীপস্থ পথ, অলি গলি, ছাদ প্রাচীর, খোলার চাল—দেয়ালের ফাটল পর্য্যন্ত লোকে পূরিয়া গিয়াছে। ড্রেনের ভিতর লোক ঢুকিয়াছে। বাগানের গাছে গাছে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়, লোক বাদুড়ঝোলা ঝুলিতেছে। নিরঞ্জন নিরুপায় হইয়া, পুলিসের শরণাপন্ন হইলেন। পুলিস, রমণীর প্রেমে বঙ্গবাসীর এই অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। স্বদেশপ্রেমে ইহা হইতে আরও কত অধিক উৎসাহ দেখাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া চিন্তিত হইল। সে উৎসাহে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। আর বাঙ্গালী একবার উৎসাহিত হইলে ইংরাজের রাজ্য থাকা ভার হইবে ভাবিয়া, কেমন একরকম হইয়া গেল। শেষে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত রুলসংযুক্ত হাত ও জুতাসংযুক্ত পা চারিধারে ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোক সরিল না। তখন পুলিসের বড় কর্ত্তা কেল্লায় খবর দিল। কেল্লা হইতে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ফৌজ আসিল।

ফৌজ আসিয়া লোক তাড়াইবে কি, তাহারা স্বয়ম্বরের অর্থ বুঝিয়া, সভায় ঢুকিবার জন্য "টগ অব ওয়ার" আরম্ভ করিল ও হাইজম্প করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকল গোলমাল থামিল। কিন্তু গোল থামিতে থামিতে সোডা লেমনেডের দশবিশলক্ষ বোতল খালি হইয়া গেল। নাগরদোলা দশ বিশ কোটি বার ঘুরিয়া ফেলিল, এমন কি, এক এক খানা পাঁপরভাজা এক এক টাকা দরে বিক্রীত হইল। এমন সমারোহ যে রাজসূয় যজ্ঞেও হয় নাই, আমরা সে সংবাদ লইয়াছি।

বেগতিক দেখিয়া কাপ্তেন পল্টন ফিরাইয়া নিলেন। তখন পুলিসের সাহায্যে লোক বাছিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ঠক বাছিতে যে গাঁ উজোড় হয়! তার উপায়? তখন অনেকগুলি দেশের বড় বড় মাথা একত্র হইয়া দুই চারিটি বিলাতী মাথার সাহায্যে স্থির করিল, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার টিকিট করা হউক। তাহাতে যে অর্থাগম হইবে, তাহার কতক দেশে 'স্বয়ম্বরের উপকারিতা' নামক প্রবন্ধে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হউক, কতক লোক ঠেলাইয়া পুলিসের হাতে যে বেদনা হইয়াছে, সেই বেদনা সারিতে ডারলিংটনের "পেন কিওরার" কিনিয়া দেওয়া হউক।

সন্ধ্যার পর রীতিমত প্রাবেশিক মূল্য দিয়া বরগণ আহ্বানমণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকল ঘর পূরিয়া গেল। যে সকল মহাত্মা সন্তানকে সোনার সঙ্গে ওজন করিয়া, কন্যাকর্ত্তাগণের নিকট হইতে পণ লইবার প্রত্যাশায়, ছেলেদের পাঁচ ছয়টা পাশ করাইয়া আওলা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মাথায় সহসা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ কেহ সভামণ্ডপ-দ্বারে আসিয়া হত্যা মারিল। কেহ কেহ বুদ্ধিমান্ প্রবেশিকা মূল্য দিয়া, মাথা গুঁজিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পুরুষের ভাগ্য দেবতাও জানে না। যদি কন্যা ভুল করিয়া, পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, বাপের গলায় বরমালা দেয়, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। পিতারও একটি স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, আর পুত্রের বিবাহে অর্থ-দারি-সংগ্রহও কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে ভিতরের গোল মিটিয়া গেল। টিকিটবিক্রেতা নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, সভাতলে আর সরিষা ধরিবার স্থান নাই। বকে বকে মানুষ ভরিয়াছে, মানুষের ঘাড়ে মানুষ চাপিয়াছে। কেহ কেহ বা কাহারও কাহারও কোলে উঠিয়াছে।

সহসা বাহিরে আবার একটা গোল উঠিল। নিরঞ্জন স্বয়ম্বর কার্য্যটা শাস্ত্রসম্মত করিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক আনাইয়া, ব্যবস্থা লইতেছিলেন। তাঁহারা এখন তৈলবটের পরিবর্ত্তে সভাগৃহে প্রবেশ লাভের জন্য নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন। নিরঞ্জনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিবার জন্য নানারূপ শ্লোক-সোপানে উঠাইয়া দিতেছেন। দেবভাষা সংস্কৃতের এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার সংযো

চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, অতি বড় বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেও আপনাকে হারাইয়া ফেলে। নিরঞ্জনেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার জরা বিনা বার্দ্ধক্য, অধ্যয়ন বিনা পাণ্ডিত্য, রূপ বিনা সৌন্দর্য্য, অর্থ বিনা ঐশ্বর্য্য, ভূমি বিনা রাজত্ব ও শচী বিনা ইন্দ্রত্ব—ইত্যরূপ নানাজাতীয় রূপকের ভিতর পড়িয়া, নিরঞ্জন কিয়ৎকালের জন্য, আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি করিতে হইবে, সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই যেন নন্দনকাননটা চোখের উপর দেখিতেছিলেন। দুই চারিটা পারিজাতের ফুল তাঁহার নাকের উপর যেন ঝরিতে লাগিল। দুই চারিটা কল্পবৃক্ষের ফল তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। ঐরাবত তাঁহাকে দেখিয়া মাথা নামাইয়া শুণ্ড দুলাইতে লাগিল। উচ্চৈঃশ্রবা চিঁহিহি করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন তখন অতি নম্র ভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

চারিদিক হইতে অধ্যাপকমণ্ডলী সমস্বরে গাহিয়া উঠিল,—"জয়শ্রী সেনরাজগিরিভুবনবিজয়ী ধার্মিকঃ সত্যবাদী!"

১ম অধ্যা। হে মহামহিমান্বিত সেনকুলভাস্কর!

২য় অধ্যা। হে সুধীর অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্কর!

৩য় অধ্যা। হে কন্দর্পগর্ব্বখর্ব্বকারী চারুসুন্দর!

৪র্থ অধ্যা। হে নরদেবতাসিন্ধু শত্রুশোষক!

নিরঞ্জন। আপনারা এমন আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১ম অধ্যা। আপনার এই তৈলবট প্রতিগ্রহণ করা সমাধা ক'রে—

২য় অধ্যা। আজ্ঞে—তৈলবটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আদেশ বিধান ক'রে—

নিরঞ্জন। অন্য কোন আদেশ আবার কি?

৩য় অধ্যা। মহাত্মা আজন্মশুদ্ধঃ আকলোদয়কর্ম।

৪র্থ অধ্যা। আসমুদ্রক্ষিতীশঃ—

১ম অধ্যা। আজানুলম্বিতঃ—

২য় অধ্যা। আকর্ণবিশ্রান্তঃ, আনাকরথবর্ত্ম—

নিরঞ্জন। আপনাদের বক্তব্য কি?

৩য় অধ্যা। হা হা—বক্তব্য কি?—কি জানেন, রাজ-নন্দিনী জনকনন্দিনী ত্রেতাযুগে, রঘুবংশ-ধ্বংস-কারিণী হবে, জগন্নিধি রাঘবকে রাবণারি করার জন্য, হরধনুর্ভঙ্গকারী সেই দয়াময় হরিকে স্বয়ংবরে মাল্য প্রদান করেছিলেন।

২য় অধ্যা। ঠিক, ঠিক—

লঙ্কাকীর্ত্তির্জনকতনয়াঃ শৈবকোদণ্ডভঙ্গে,
ত্রিশ্রঃ কন্যা নিরুপমতয়া ভেজিরে রাঘবেন্দ্রম্।

অর্থাৎ, রাঘবের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন যে রাম—সেই রামকে তিনকন্যা ভজনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন। করেছিলেন, তাতে আমার কি? ঠাকুর! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি চল্লুম।

৩য় অধ্যা। বেশ বেশ, চলুন চলুন—

নিরঞ্জন। আপনারা কোথায় যাবেন? সেখানে আপনাদের স্থান নাই।

৪র্থ অধ্যা। কি জানেন, দ্বাপরে কুরুকুল নির্ম্মূল করতে দ্রুপদনন্দিনী স্বয়ম্বরা—তাতে কি জানেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণেরই শুভাগমনে সেই স্বয়ম্বর-সভা—কি জানেন?

১ম অধ্যা। কি জানেন—যথা কাশীদাসে—দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি—

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আপনারা বলতে চান কি? আরও কিছু অর্থের কি প্রার্থনা করেন?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং—

নিরঞ্জন। ঠাকুর! পয়সা নাও ত নাও; না নাও, ঘরে যাও।

ব্রাহ্মণরা আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ঘেরিল। নিরঞ্জন এতক্ষণ কতকটা ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বারংবার বাধায়, তাঁর ভাব ভাঙ্গিয়া গেল। একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমরা কি চাও?"

সকলে। ক্রুদ্ধো মা ভব, ক্রুদ্ধো মা ভব।

নিরঞ্জন। তবে কি বলতে চাও, শীগ্‌গির বল। আমি তোমাদের জন্য মিছে সময় নষ্ট করতে পারি না।

সকলে। ক্রোধং মা কুরু, ক্রোধং মা কুরু!

নিরঞ্জন। আরে ম'ল। এ ত ভাল বিপদেই পড়া গেল!—দেখ ঠাকুররা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করছ।

১ম অধ্যা। মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।

সকলে। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

নিরঞ্জন। কে আছ, এখানে এস ত হে। এই বামুনগুলোকে গলা টিপে এখান হ'তে বার ক'রে দাও ত।

২য় অধ্যা। কি—সামান্ত তৈলবটের লোভে আমরা ধাজড়ের গলায় পৈতে দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছি, আমাদের গলায় হস্তপ্রক্ষেপ করতে তোমার বাহুবল্লী ভগ্ন হবে না ?

৩য় অধ্যা। তোমার করকমলিনী এত সাহসিনী!—

এই সময়ে এক জন বল্টিয়ার (১) আসিয়া নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, কুমারী একা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক।

৪র্থ অধ্যা। একা!—অনিচ্ছুকা!—

১ম অধ্যা। অহো! ভর্তৃদারিকার একা স্বয়ম্বরে থাকা কোন্ বর্ব্বরে বিধান দিলেক ?

৩য় অধ্যা। কোন্ প্রজ্ঞাশূন্ত, বাগাড়ম্বরপ্রিয় শাস্ত্রকর্ম্মানভিজ্ঞ অজ্ঞাতকুলশীল অধ্যাপক এমন অশাস্ত্রীয় বিধানটা প্রদত্ত করিলেক ?

নিরঞ্জন। সে ত তোমরাই। বিটলে বামুন! দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।

৩য় অধ্যা। হা হা হা। ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্তা।

৪র্থ অধ্যা। তাই বা কেন ?—শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ—কি বল সার্ব্বভৌম ?

২য় অধ্যা। সে ত বিধান আছে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নিরঞ্জন। নাও, এখন দেড়র বেড়র রেখে, কি করতে হবে বল ?

১ম অধ্যা। এক জন বেত্রধারিণী সখীর প্রয়োজন। তিনি ভর্তৃদারিকাকে অর্থাৎ কুমারীকে সহচরী করত, প্রতি মঞ্চের সম্মুখে যাওত বরপাত্রের কুলশীল বিঘোষিত করিবেন।

নিরঞ্জন। বেত্রধারিণী আবার কি ?

২য় অধ্যা। বেত্রধারিণী বললেও হয়—বেত্রধরা বললেও হয়।

৩য় অধ্যা। শুদ্ধমাত্র বেত্রধর বললেও হয়।

৪র্থ অধ্যা। বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা বললেই ভাল হয়।

নিরঞ্জন। আর তোমাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করলে আরও ভাল হয়। কি আপদেই পড়া গেছে—বলি সে জিনিসটে কি ?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে, তিনি বস্তু নহেন, ব্যক্তি।

বল্টিয়ার। তা ত বোঝা গেছে—তিনি পুরুষ কি স্ত্রী ?

২য় অধ্যা। আরে বাপু! তিনি ত্রিযু—অর্থাৎ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃতা—শ্রীবিষ্ণু, ব্যবহৃত হইতে পারেন।

নিরঞ্জন। সব হইতে পারেন, আর তোমাদের মুণ্ডচর্ব্বণ করিতে পারেন না ?

এই সময় আর এক জন বল্টিয়ার আসিয়া বলিল, "মহাশয় আর বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন ? এ দিকে সাতটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই।" নিরঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া আবার একটু নরম হইলেন। হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"কি করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন। বাজে কথায় আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড করাইবেন না।"

বল্টিয়ার। বেত্রধারিণী কি সহচরী ?

১ম অধ্যা। হাঁ—কিন্তু অনুক্রমজ্ঞা।

বল্টিয়ার। পুরুষ হইলে হয় না ?

২য় অধ্যা। কেন হবে না ? অবশ্য হবে। তবে তিনি হবেন, শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিতা।

৩য় অধ্যা। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কি বললে হে সার্ব্বভৌম, কথাটা যে ব্যাকরণদুষ্টা।

বল্টিয়ার। আপনারা হইলে চলিবে কি ?

সকলে। হা হা হা!—(উচ্চহাস্য) চলিবে চলিবে—বিশিষ্টভাবেই চলিবে।

৪র্থ অধ্যা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

নিরঞ্জন। কি! এই কটা পাগল সভায় প্রবেশ করিয়ে সব মাটী ক'রে বসব ? নাও, ওদের দু'চার টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। এখন আর মেয়ে কোথায় পাই, আমি নিজেই না হয় তারে সঙ্গে ক'রে আনি।

১ম অধ্যা। কিন্তু মহোদয় যে শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত।

নিরঞ্জন। পরামাণিক!—

প্রামাণিক ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন, —"দে, আমার গোঁপ দাড়ী কামাইয়া দে।" প্রামাণিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। দে না বেটা! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণগণ বাধা দিল,—"হাঁ হাঁ—রাত্রিকালে ক্ষৌরকার্য্যং ন বিদ্ধ্যাং মতং।" নিরঞ্জন এইবার একটা লাঠী লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অধ্যাপকগণ

(১) উপযাচক হইয়া পরসেবায় নিযুক্ত বীর।

"অকর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য" বলিয়া হাত তুলিল এবং নিজ নিজ মত লইয়া প্রমাণ প্রয়োগাদি করিতে ব্যস্ত হইল। ইত্যবসরে নিরঞ্জন ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিলেন।

তার পর দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্রোধে দর্পণে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। "কে তুই, কে তুই" বলিয়া প্রতিবিম্বের দিকে মুখভঙ্গী করিলেন। মুখভঙ্গীতে সে নিরঞ্জনকে উত্তর দিল। দর্পণ দূরে ফেলিয়া নিরঞ্জন সভাপ্রবিষ্ট হইতে যাইতেছেন, দ্বারবান চিনিতে পারিল না, বাধা দিল। তখন অতিক্রোধে, তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সেই তর্কনিরত ব্রাহ্মণগুলাকে মারিতে গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বরুন্দাজগণ তাঁহাকে চ্যাঙদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।

অসমাপিকা

যে দিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জন গোঁফ দাড়ী মুড়াইয়া দূতী সাজিলেন, সেই দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুমন্ত চোখেই কাননিকা একটি কবিতা লিখিয়াছিল।

আমি একা একা ঘরে ব'সে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ।
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা' হোক করিব আজ।
টেবিলের পর সারি সারি সারি
ছিল যত বাঁধা বই—
শুধু মুখপানে চাহিয়া রহিল—
"অবাক করিলে সই।
এতগুলা সখী আছি চারিধারে
লয়ে এতগুলা হিয়া;
ভাঙে না কি সই আলস তোমার?
তাহার একটি দিয়া?"
"ভাঙে না কি সই আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
গিরি-উপবন, সাগর গগন;
অভ্র ভেদিয়া রবি,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীর,
ভ্রমর-সেবিত ফুল,
সলিল-সেবিত শ্যামল প্রান্তর
বক্র নদীর কূল,
সমীর-সেবিত সরসীর তীরে
তরুলতা নানা জাতি,
তারা-নিষেবিত স্থির শশাঙ্ক,
চাঁদিনী-সেবিতা রাতি।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
চির-জাগন্ত সমর-বিজয়া,
চির-ঘুমন্ত কবি।
জল-ভরা আঁখি, প্রথম মিলন,
মুখ ভরা ভরা হাসি,
এল বক্ষ ভরা ঘন কম্পন
দীর্ঘ-নিশ্বাস-রাশি।
মৃগ-শিশু-ধরা দুধের বালক
মেষ-শিশু-ধরা মেয়ে,
নব বিরহীর শিলায় শয়ন
নৈশশূন্যে চেয়ে।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?
মোরা যদি কথা বলি,
মোরা যদি ভাই, ভুলায়ে তোমার
হাতে তুলে দিই তুলি?
নিরালায় বসে থাকিবে আলসে?
বিষম তোমার ভুল।"
সাজিতে বসিয়া কহিল হাসিয়া
ফুটে-ওঠা-ওঠা ফুল।
সমীর-চুম্বিত চন্দ্র-কিরণ
কুসুম-গন্ধে ভরা,
বাতায়ন-পথে পশিয়া পশিয়া
আমারে করিল ঘেরা।
আমারে ঘেরিল সুধার ধারায়
দূর কোকিলের গান,
আমারে দেখিল দূর দরশনে
একটি নিভৃত স্থান।
আমারে ডাকিল মধুর মর্ম্মরে
শ্যাম-সুন্দর বট,
আর তার সেই ছায়া সোহাগিনী
শ্যাম-সরসী তট।

আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ,
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা হোক করিব আজ ;
ভাঙিব আলস, এমন সময়
ফুল-গন্ধ-স্রোতে
ভাসিয়া আসিল মধুর কণ্ঠ
মধুর চাঁদনী রাতে।
খুলে দিল কত ভগ্ন ভগ্ন
জীবনের ইতিহাস,
ঢেলে দিল কত অশ্রুগর্ভ
বছরের বার মাস।
এনে দিল কত আদর সোহাগ,
এনে দিল কত আশা,
ধরে দিল কত পাদ্য অর্ঘ,
খুলে দিল কত মালা।
উচ্চে উচ্চে উঠিল কণ্ঠ,
আকাশে ডাকিল বান ;
কি করি কি করি ভাবিতে ভাবিতে
ভাসিয়া যাইল প্রাণ।
শুধু ব'সে থাকা শুধু বিড়ম্বনা
কি আর করিব কাজ ?
হে অজ্ঞাত ! তোমার সঙ্গে
আমিও গাইব আজ।

হে অজ্ঞাত ! হে অনিশ্চিত !
হে নিষ্ঠুর ! শুধু স্বর !
জীবনের পথে করিতে সঙ্গিনী
হবে কি আমার বর ?
জীবনের পথে করিতে সঙ্গী
কাঁপিয়া কণ্ঠ গায়,
লইবে কি মোরে হে চারু নিঠুরে !
রাখিবে কি রাঙা পায় ?
আমি বলি তুমি আমার রাজা,
সে বলে আমার রাণী ;
আমি বলি তুমি বড়ই পাগল
সে বলে পাগলিনী।
আমি বলি তুমি এস না নিকটে,
সে বলে কেন হে দূরে ?
আমি বলি তুমি জ্ঞানশূন্য,
সে বলে তোমার তরে।

আমি বলি তুমি চুপ ক'রে রও,
সে বলে কয়ো না কথা ;
তোমার উপর রাগটি আমার
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা।
আমি বলি তুমি সেই সে শকবে
একবার দেখা দিলে।
সে বলে তুমি এই এত কাল
কেমনে রয়েছ ভুলে ?
সে কি মোর দোষ ? তবে কি আমার ?
তবে হে সে দোষ কার ?
যুগ্ম কণ্ঠে গাহিয়া উঠিনু
দোষ শুধু বিধাতার।
আমার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল,
ও দিকে থামিল গান ;
কথা হ'ল শুধু— হ'ল নাক দান,
হ'ল নাক প্রতিদান।

এর পর আর লিখিবার কিছু ছিল কি না, আজি না ; কিন্তু কাননিকার আর লেখা হইল না। লিখিতে লিখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দুই এক ফোঁটা জল পত্রের উপর পড় পড় হইল। কাননিকা চেষ্টা করিয়া স্রোতঃ নিবারণ করিতে গেল ; হাত দিয়া বার বার চোখ মুছিল। কিন্তু স্রোতঃ থামিল না। আপনা-আপনি বলিল—"যাক, আর লিখিব না। হৃদয়ের সকল কথা অক্ষরে ফেলিবার ধৃষ্টতা আর করিব না। অশ্রুজলের অক্ষর বই ! লিখিয়া কি এ মহাকাব্যের শেষ করিতে পারিব ? তবে এ অতৃপ্ত উন্মত্ত হৃদয় লইয়া আকাঙ্ক্ষার পারে যাইবার এ বিড়ম্বনা কেন ? যেখানে কামনার অপূর্ণতাই তৃপ্তি, যেখানে ভাবের উন্মেষেই ভাবপূর্ণতা, আলস্যই যেখানে কার্য্য, সেখানে কাজ করিয়াছি বলিয়া এ অহঙ্কার কেন ? কাজ নাই কবিতা লিখিয়া। হে ঈপ্সিত ! হে সুন্দর ! একবার কি দেখা দিবে ? নিষ্ঠুর ! আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া এত ছল কৌশল কেন ? তোমার স্বরতরঙ্গ বক্ষে ধরিয়াই কি জীবন কাটাইব ? তোমার সৌন্দর্য্য-সাগরে কি এক দণ্ডের তরেও ডুবিতে পারিব না ? কাল সারানিশি তোমায় দেখিবার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম। পৃথিবী পানে চাহিতে সাহস হইল না। হয় তুমি চাঁদ, কিংবা তোমাকে পাইয়া চাঁদ এত সুন্দর। তুমি কি পৃথিবীর কণ্টকময় বুকে কোমল চরণ দুটি রেখেও কখনও রাখ নাই ?

আমার প্রভু! যুগ-যুগান্তের বিরহ আনিয়া ...বার দাসীর পায় ঢালিয়া দাও। হে চাঁদের ...! দাসীর হৃদয়-বহ্নি নিবাইতে চাঁদের সঙ্গে ...লয়া যাও!"

প্রথম মিলন কি শুধু একবার? দুই বার দশ ... নয়, শত বার সহস্র বার নয়, দণ্ডে দণ্ডে পলে ...ল নয়? মিছে কথা। সমীরণ-স্পর্শ পলে পলে ...ন! প্রেম অনন্ত।—তাহার বিরাট অঙ্গের যেখানে ... দিবে, সেইখানেই নূতন স্পর্শসুখানুভব। ...নে দেখিবে, সেইখানেই নূতন। যখন মিলিবে, ...ই প্রথম। সে মিলনে পলের সহিত পর-পলের ... নাই, দণ্ড হইতে দণ্ডান্তর বহুদূর, মাস হইতে ...স্তর জন্মান্তরবিস্মৃতি, বৎসর হইতে বৎসর ...য়!

কাননিকা বলিল, "হে আমার প্রভু! যুগ-...ন্তের বিরহ আনিয়া দাসের পায় ঢালিয়া দাও।" ...র সঙ্গে শুধু মুখের কথা কহিয়া কাননিকার ...প্ত নাই। বুঝি দেখিলে, কাছে রাখিলে সকল তৃপ্তি ...লিবে! ভ্রম ভ্রম—পরস্পরদিগ্ন, দুইটি হৃদয়ের ...দিপত্রের যে ব্যবধান আছে!

কবিতা লিখিয়া কাননিকার আকাঙ্ক্ষা মিটিল ...; ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার মীমাংসা হইল না; ...দিয়া চোখের জল ফুরাইল না। কাননিকা স্থির ...রিল, আর ভাবিব না, আর কবিতা লিখিব না। ... লিখিয়াছি, এ-ও রাখিব না। এই বলিয়া কবিতাটি ছিঁড়িতে যাইতেছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি কোমল কর, তাহার কোমলতর কর ধরিয়া ...ফেলল। কাননিকা ফিরিয়া দেখিল, হরিদাসী ...ঠাকুরঝি।

...তাহাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে কাননিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

জম্বুলমালিকা *

...দাসী কাননিকার বাল্যসহচরী দূরসম্পর্কীয়া ...ভ্রাতৃবধূ..., নিরঞ্জনের জ্ঞাতকপত্নী, কিন্তু ভামিনীর ...সমবয়সী সখী। ভামিনী তাহাকে না দেখিলে ...থাকিতে পারিত না, হরিদাসীও দুই দিন ভামিনীর ...দেখা না পাইলে নিরঞ্জনের বাটীতে ছুটিয়া আসিত। স্নেহময়ী নিরঞ্জন-পত্নী তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিতেন। নিরঞ্জনও হরিদাসীকে বড় ভালবাসিতেন। নিরঞ্জন ননন্দ পতি, কাজেই হরিদাসী তাহার সম্মুখে প্রগলভা হইতে কুণ্ঠিতা হইত না। হরিদাসীর স্বামী সত্যপ্রিয় রায় একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দু। নিরঞ্জনের সাহেবিয়ানায় তিনি বড় তুষ্ট ছিলেন না। বড় আত্মীয় বলিয়া তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেনপরিবারের সহিত সংস্রব রাখিতেন। আর সেই জন্য স্ত্রীকে সেনদের বাড়ী যাতায়াত করিতে বড় নিষেধ করিতেন না। তাহার উপর তিনি হরিদাসীকে অতি দরিদ্রের ঘর হইতে আনিয়াছিলেন। পাছে কোন কথা বলিলে নিজের পৈতৃক অবস্থার স্মরণ করিয়া হরিদাসী দুঃখিতা হয়, এই ভয়ে তিনি তাহার উপর বড় একটা হুকুম চালাইতেন না। পরন্তু গৃহকার্য্যের সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার হাতেই ন্যস্ত করিয়া সত্যপ্রিয় কতকটা অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভ্যাসদোষে সে অধীনতাটা তাঁহার প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিত। স্বাধীনতার সুব্যবহারে হরিদাসী সত্যপ্রিয়ের গৃহটি একটি সোনার সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সন্তানাদি ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহাকে লইয়াই হরিদাসীর সংসার। তাহার বধূ, পুত্র ও কন্যা লইয়া হরিদাসী এমন ঘর পাতিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতর পড়িয়া সত্যপ্রিয় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনাকে অপুত্রক বুঝিতে পারিতেন না। হরিদাসীর সব কাজই ভাল, কেবল একটি কাজ সত্যপ্রিয়ের চোখে বড় ভাল ঠেকিত না। হরিদাসী তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া নিরঞ্জনের পরিবারবর্গকে,—বিশেষ ভামিনীকে—একটু অধিক রকমের ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের সঙ্গে বড় মাখামাখি করিত। সে ভালবাসার স্রোতে পড়িয়া পাছে স্বর্ণলতিকারূপিণী হরিদাসী ভাসিয়া যায়, পাছে মূর্খ স্বামীর সঙ্গে তাহার ভক্তির ধনটুকু ছিঁড়িয়া যায়, পাছে বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, অতিথি-সৎকারাদি ক্রিয়াকলাপ উঠিয়া যায়, এই ভয়ে সত্যপ্রিয় তাঁহার স্ত্রীর সেনেদের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে মুখ ফুটিয়া সোজাসুজি ভাবে গৃহিণীকে বড় একটা কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না,

* ...কার ব্রা.গণের পরিহাস বাক্যাদর্শনা।

ঠারেঠোরে রহস্তের ছলে বলা না বলা করিয়া, দুই একটা কথা হরিদাসীকে শুনাইতেন; বুদ্ধিমতী হরিদাসী স্বামীর মনোগত ভাব এই রহস্তের ভিতর হইতেই বুঝিয়া লইত। কিন্তু কোনমতেই সে সেনেদের বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিত না। এতই সে ভামিনীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে নিরঞ্জন জামাতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে আপনা-আপনি কি বুঝিয়া হরিদাসী সেনেদের বাড়ী যাওয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছিল। আজ কাননিকার স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া হরিদাসী বহুকালের পর এখানে আসিয়াছে।

এইবারে একটি পূর্ব্বাভাস দিয়া স্বয়ম্বরকাহিনী বর্ণনা করিব। রমণীচরণ নিরঞ্জনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হরিদাসীর আশ্রয় গ্রহণ করে। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বলিয়া হরিদাসীর এক ভাই ছিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ শিক্ষিত যুবক। ভগিনীপতির সাহায্যে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। নিজের অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া তাহার বিবাহে অভিরুচি ছিল না। ভগিনী ও ভগিনীপতি তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করে নাই। বারংবার অনুরোধে অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিল। এক দিন সন্ধ্যায় সঙ্গোপনে সে বাটী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় সে শুনিল যে রমণীচরণ শ্বশুরগৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছে। কারণ জানিবার জন্য সে ভগিনীকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। হরিদাসী তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া, রমণীচরণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল। ঘটনা শুনিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রুক্মিণী কাননিকা-হরণে অভিলাষ হইল। তদবধি দূরের সঙ্গীত রূপে কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কখন বাঁশী বাজাইয়া, কখন যোগী সাজিয়া, কখন সাক্ষী হইয়া, অপূর্ব্বকৃষ্ণ কাননিকার মনোহরণের চেষ্টা করিল। সর্ব্বশেষে বটুকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া মটুক নাম ধরিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সর্ব্বশেষে হরিদাসী সহোদরের সাহায্য করিতে সেনগৃহে প্রবেশ করিল।

সেনগৃহের সবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া হরিদাসীর আবার পূর্ব্বপ্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। তবে ভামিনীকে দেখিয়াই সে একটু কাঁদিয়াছে। আর রমণীচরণের কথার উল্লেখ করিয়া একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিয়াছে। দুইটি সখীর বহুদিনের পর পুনর্মিলন দুই জনেরই উপর কিছু কার্য্য করিল। হরিদাসী আহ্লাদে গলিয়া গেল, আর ভামিনীর উপর যা একটু আধটু ঘৃণা ছিল, সব ভুলিয়া গেল। আর পতিসোহাগিনী হিন্দু সাধ্বীর অশ্রুপূর্ণ তরল নয়নজ্যোতিঃ পতিত্যাগিনীর চোখে পড়িয়া তাহাকে কিছু অনুতপ্ত করিল। ভামিনী বুঝিল,—

"সুখ, অতি আকাঙ্ক্ষায় সরলা ললনা প্রায়
লজ্জায় বসনে ঢাকে মুখ;
হেলায় যে সুখ ক'রে, সদা কাল ঘুরে মরে,
তাহার কপালে নাই সুখ।"

আর বুঝিল, হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। তাহার পিতৃভক্তি-সংস্কারে ও তাহার নিজের অবজ্ঞায় স্বামীর গৃহত্যাগের ছবি জীবন্ত হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। অপমানিত স্বামী আর ফিরিল না, তাহার তেজোগর্ব্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, সে আর তাহার সংবাদ লইল না। আর একটি বিশেষ দুঃখ, তাহার "সবে ধন নীলমণি" কন্যা কাননিকাকে আর কেহ তাহার মত করিয়া ভালবাসিল না। এইটিই তাহার বিশেষ দুঃখ। নিরঞ্জন কাননিকাকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু তবুও কেমন তাহাতে ভামিনীর তৃপ্তি হয় না। সে ভালবাসায় তরলতা নাই। কাননিকার মুখে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া সে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এই অভাবটি সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। ভামিনী হরিদাসীর কাছে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। হরিদাসী প্রতীকারের আশ্বাস দিল। বলিল, "রোস্, আগে তোর মেয়ের স্বয়ম্বর ব্যাপার মিটিয়া যাক্, তোর বাপের তেজ ভাঙ্গিয়া যাক, তার পর যা হ'ক একটা উপায় করিব।"

হরিদাসী তাহাকে কাননিকার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিল। ভামিনী নিজে সঙ্গে করিয়া কাননিকার কাছে লইয়া যাইতে চাহিল। হরিদাসী নিষেধ করিল,—বলিল,—"আমি একা যাইব।"

হরিদাসী কাননিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাননিকা কি করিতেছে। পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কাননিকা জানিতে পারিল না, আপনার মনেই লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ করিয়া কাননী

আপনার মনে যে কথাগুলি কহিতে লাগিল, হরিদাসী সব শুনিল। তার পর যেই কাননিকা কবিতাটি ছিঁড়িতে উদ্যত হইল, অমনি তার হাত ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা পাছু ফিরিয়া দেখে—হরিদাসী ঠান্‌দিদি। সমস্ত কথা শুনিয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় ও ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

হরিদাসী কাননিকার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল এবং সেই জন্য তাহাকে আবার পূর্ব্বভাবে আনিবার জন্য বলিল,—"দেখি দিদি, সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিবার বল তোর আছে কি না। আমার হাত ছাড়াইতে পারিলে বুঝিব, তুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবি, বরের ঝাঁক হইতে মনোমত স্বামীটি বাছিয়া লইবি। দুই জনে সাঁতারিয়া কূলে উঠিবি।" কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি যে হার মানিলাম ঠানদিদি। তোমার হাত ত ছাড়াইতে পারিলাম না।"

হরিদাসী। তবে আর স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি? সেখানে স্বামীটিকে ত পাইবিই না, শেষে কার গলায় মালা দিতে কার গলায় মালা দিবি। আমার বরটিও যে তোকে বে করিবার জন্য আসিয়াছে।

কাননিকা। ঠাকুরদাদা আসিয়াছে পাণিগ্রহণ করিতে, ঠান্‌দিদি হাত ধরিল কেন?

হরিদাসী। তোর হাতে আর কেহ হাত দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য।

কাননিকা। আর কেহ এ হাতে হাত দিলে, ঠান্‌দিদির বর কি আমায় লইবে না? ভাল, পরীক্ষায় বুঝিলে কি।

হরিদাসী। বুঝিলাম, কাননিকার হাত দূর হইতে কে ধরিয়াছে। কাননিকা তার ঠান্‌দিদির কাছে সে হাতের মালিককে গোপন করিবার জন্য মধুর অম্লান হাসি হাসিয়া, তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে।

আর বুঝিলাম, একটি বিদুষী, জ্ঞানগর্ব্বিণী বালিকা পুরুষোচিত হৃদয়বল ধরিয়াও, স্বাবলম্বনে অতিসাহসিনী হইয়াও কোন একটি বিশেষ কারণে, অভিমানিনী ঠান্‌দিদিকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছে। ভয়ে বায়ুতাড়িতা মাজ্জী দ্রুতগামিনী, লজ্জা-ভয়ে মুখ আরক্তিম, হস্তকম্পনে পত্রিকা পতনোন্মুখী।

হরিদাসী পত্রিকাখানি কাননিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। কাননিকা চিত্রপুত্তলিকার মত ঠাকুরাণী দিদির পানে চাহিয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না।

হরিদাসী পত্রপাঠান্তে কাননিকার মুখের দিকে চাহিল। কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"মুখের দিকে দেখিতেছ কি?—তুমি যা ভাবিতেছ, তার কিছুই নয়। আমি মাসিক পত্রে দিবার জন্য কবিতাটি লিখিয়াছি। পত্রিকাসম্পাদককে পাঠাইবার জন্য মোড়কে পূরিতেছিলাম।

হরিদাসী। অসম্পূর্ণ কবিতা পাঠাইলে সম্পাদক ছাপাইবে কেন? তাহার সঙ্গে হাতের কম্পন, বক্ষের তরঙ্গ, আর চোখের লজ্জাসংকোচগুলাও পাঠাইয়া দে। নইলে সম্পাদক যে বুঝিতে পারিবে না, ছাপাইতে স্ফূর্ত্তি পাইবে না।

কাননিকা। সেগুলা এর পর মল্লিনাথ ঠান্‌দিদির টীকা-টিপ্পনীর সহিত টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দিব। রহস্যের কথা ছাড়িয়া বাড়ীর কে কেমন আছে বল।

হরিদাসী। বাড়ীর সবাই ভাল, কেবল একটি মূর্ত্তিমান গান, কাননিকার স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। তারই রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য আমি তোদের বাড়ী আসিয়াছি। নহিলে তোদের সাহেব বিবির বাড়ী আমাকে আর কবে আসিতে দেখিয়াছিস্?—এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া হরিদাসী গমনোদ্যতা হইল। কাননিকা পাছু হইতে ডাকিল, "ঠান্‌দিদি!"

হরিদাসী বলিল, "বাড়ী চলিয়াছি, আবার পাছু ডাকিলি কেন?"

কাননিকা। বহুকালের পরে নাতিনীর গৃহে যদি পদধূলিই পড়িল ত সে ধূলি একটু মাথায় না লইয়া ছাড়িব কি?—

হরিদাসী ফিরিল। কাননিকার মুখ দেখিয়া বুঝিল, সে তাহার মনোভাব বুঝিয়াছে।—বলিল, "কি বলিস্? থাকিব কি যাইব?"

কাননিকা হরিদাসীর হাত ধরিল। তারপর বলিব বলিব করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হরিদাসী তখন আর রহস্য করিল না, রহস্য করিবার সময়ও ছিল না, বাহির হইতে ভাগিনী তাহাকে ডাকিতেছিল। বলিল, "আর ত আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি এক কথা বলি। বুঝিয়াছি, এ স্বয়ম্বরে তোর বিন্দুমাত্রও মত নাই।"

কাননিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে এই স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা কর। ঠানদিদি! সহস্র লোকের সম্মুখে নির্লজ্জ হইয়া কেমন করিয়া দাঁড়াইব?"

হরিদাসী। স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তবে তোর গানকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। আর সেই সঙ্গে তোর দাদাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি! এত লেখা পড়া শিখিয়াছিস্, বই লিখিয়াছিস, উপদেশ দিতে পারিস্, আর প্রেমস্পর্শে এমন হতভম্ব হইয়া গেলি যে, আমারও কাছে সাহস করিয়া মনের কথা খুলিতে পারিতেছিস্ না?

কাননিকা। গানকে তুমি দেখিয়াছ?

হরিদাসী। গানকে বিবাহ করিবি?

কাননিকা। দূর! গান শুনিব, বিবাহ করিতে যাইব কেন?

হরিদাসী। তবে তোর দাদাকে একটা তানসেনের বাচ্চা ধরিয়া আনিতে বলি। তবে আর এ স্বয়ম্বরের কথায় মত দিলি কেন?

কাননিকা। দাদা কি কারও মত শোনেন? প্রতিবাদ করিতে গেলে বিপরীত হয়।

হরিদাসী। তোর সে যদি না আসে, স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি?

কাননিকা। তা হইলে কদাকার, কুরূপ, মূর্খ, বৃদ্ধ, যাহাকে দেখিলে বিশ্বপ্রেমিকেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়, তাহার গলায় মালা দিব।

হরিদাসী। এত অভিমান লইয়া কেমন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলি?

এই বলিয়া হরিদাসী কাননিকার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "এখন আর অন্য কথা নয়। এর পর যাহা করিতে বলিব, করিবি। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তোর পূর্ব্ব-জন্মের বড় সুকৃতি যে, এমন বরের হাতে পড়িবি!—কিন্তু মা, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে!"

কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"একেবারে বড়ই ভুল নাকি ঠান্‌দিদি?"

হরিদাসী। অত দূর নয়, তবে কাছাকাছি বটে। সেখানে জুতা খুলিয়া মল পরিতে হইবে, চেয়ার ছাড়িয়া পিঁড়িতে বসিতে হইবে, উল ছাড়িয়া ফুল ধরিতে হইবে।

কাননিকা। আর ঠাকুরদাদার পাকাচুলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। ঠান্‌দিদি! বল ত এখন হইতেই গেরুয়া ধরি।

চারি দিক হইতে কোলাহল উঠিল। বাড়ীর বাহিরে চারি দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল বাটীর ভিতরে কুটুম্বিনীকুল দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোকতরঙ্গে ডুবিল।

এ সংসারে আপনার সামগ্রীর আর দ্বিতীয় মিলিল না। আপনার সামগ্রী যেমন সুন্দর, পৃথিবীতে তেমন ধারা সুন্দর আর কই? আমার ছেলেটি যেন চাঁদের শিশুটি, খায় এত ক'টি, ঘুরে বেড়ায় যেন লাটিমটি। ওর ছেলেটা, যেন কোকিলের ছা-টা, গিলে এতটা, লাফিয়ে বেড়ায় যেন বাঁদরটা। আমার সামগ্রীর তুলনা নাই। তার গালাগালি ও বিকট চীৎকার অন্যের সুরলয়যোগের গীত হইতেও মধুর। তাহার নখাগ্রভাগের কোমলতার তুলনায় অন্যের অধরপ্রান্তও কঠিন।

ললনাকুল যেন গৃহে আসিয়া যে যার পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কাননিকা সম্বন্ধে আইনমত আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেল। অর্থাৎ যে আসিল, সেই তাহিনীর সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল। এক দণ্ডে কাননিকা সহস্র শাশুড়ীর পুত্রবধূ হইল। অযুত ননদীর বউদিদি হইল। কেহ "মা আমার গৃহলক্ষ্মী" বলিয়া বালিকার মুখচুম্বন করিল। কেহ হাতের মাপ লইল—স্বর্ণকারকে রতনচূড় গড়িতে দিবার জন্য। কেহ কর্ণের ছিদ্র গণিতে গেল—কয়টি মাকড়ী হবে দেখিবার জন্য। কেহ নিজের গলার চিক কাননিকার গলায় পরাইয়া দিল, পুত্রবধূটিকে এই ক হারখানি যৌতুক দিয়া তার মুখ দেখিবে।

এ সকল পৌরাণিক। ইহাদের ধারণা, বেশী গহনা পরিতে পাইলেই কাননিকা সন্তুষ্টা হইবে। অপরে আধুনিকা—তাহারা জানে, অলঙ্কার এখন হোয়াইটাওয়ে লেডল ও মুর কোম্পানীর দোকানে। আর কারুকার্য্য এখন হ্যামিল্টনে। তুমি এখন পিয়ানো অর্গানে।

তাহারা কেহ পায়ের পাঞ্জার মাপ লইল। কেহ বা কেমন পশমী মোজা কাননিকার পছন্দ হয় জানিবার জন্য, পায়ের একটু কাপড় উঠাইয়া চ বেষ্টনী লালধূসর বর্ণের মোজা দেখাইল। কেহ কালিফর্ণিয়ার সোনায় গড়া র‍্যাটল্ সর্পের অঙ্গু

তাহার মাথার ব্রেজিলের হীরকখনির সেরা মণি কাননীর চোখের উপর ধরিল। কেহ বিদ্যাপতির পর্বর্ণনায় ভুল আছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য—

"গিরিবর গুরুয়া পয়োধর-পরশিত
গীম গজমতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনাধারা।"—

এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিবার জন্য কাননিকার গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিল। কেহ বা গার্ডচেনটা ঝুলাইয়া দিল।

সমবয়সী সহপাঠিনী সখীগণ কাননিকাকে নানা রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনাইতে লাগিল;—যথা,—

১ম। কাননিকার বিদ্যালয় ছাড়িবার পর আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মনোবিবাদ চলিয়াছে। দুই ভগিনীতে আর মুখ-দেখাদেখি নাই। প্রতিবেশিনী ফ্রান্স জর্মনীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইংলণ্ডের উন্নতিতে তাহারা হিংসায় মরিয়া গেল।

২য়। বড় ভাবনার কথা! রুসিয়া ও জর্মনীর সম্রাটদ্বয়, এক ঘরে দুই দিন ধরিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়াছেন। সুলতান বেচারীর প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তবে একটু ভরসা, রোজবেরি পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, ইউরোপে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৩য়। বাঁচাইলি ভাই। নহিলে রাত্রে আমার ঘুম হইত না। রোজবেরি একটু আশ্বাস না দিলে, তুরস্কের সুলতানকে বাঁচাইবার কোনও ত উপায় পাই না। আহা! বেচারী বড় ভালমানুষ। যে যা বলিতেছে, তাই করিতেছে। তবুও কোন রাজার মন পাইতেছে না।

৪র্থ। ভালমানুষের কাল নেই যে ভাই। যে ভালমানুষ, তারই উপরে যত লোকের অত্যাচার! ম্যাডাগাস্কারের রাণী, ভালমানুষের মেয়ে রাজ্য চালাইতেছিল। ফ্রান্সের তাও সহ্য হইল না, কাড়িয়া লইল।

৫ম। বলিস্ কি? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর আর রাজ্য নাই? আহা কবে কাড়িয়া লইল? কি দুঃখের কথা বলিলি সখি! না, ফ্রান্স দিন দিন অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। কালই টাউনহলে একটা বিরাট সভা করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক ঝুড়ি রাগ পাঠাইয়া দাও।

৬ষ্ঠ। শুধু কি তাই! সে দিন শ্যামরাজ্যে কি উৎপাতই না করিল। ভাগ্যে আমাদের শিখসৈন্য ঠিক সময়ে গিয়া বাধা দিয়াছিল।

৫ম। আমাদের শিখ না হইলে ফ্রান্সকে আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। আমাদের শিখ না হইলে কাহাদেরই বা চলে?

৪র্থ। কিন্তু ভাই! শ্যামকে বড়ই যাতনা দিয়াছে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচোয়া। নহিলে শ্যামের কি হইত বল দেখি?

ইহাদের মধ্যে এক জন অশিক্ষিতা ছিল। সে ইহাদের কথা শুনিতেছিল। কিন্তু ব্যাপারখানা কি, ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। শ্যামের কথা পড়িতেই তার মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল। শুনিল, শ্যামকে কি এক জন—নাম মুখে আসে না, এমন এক জন কে না কি বড়ই যাতনা দিয়াছে।

শ্যাম বলিয়া হয় ত তার পুত্র কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামকে কে যাতনা দিয়াছে গা?"

রমণীগণ এক কথাতেই তাকে নিরক্ষরা বুঝিয়া ফেলিল। সুতরাং তার উত্তর দেওয়া একটা অসম্মান মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তৃতীয়া সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "কিন্তু ইতিমধ্যে যে আঘাত দিয়াছে, তার ঘা শুকাতে অনেক কাল লাগিবে।"

অশিক্ষিতা। কোন সর্ব্বনাশীর বেটা! কোন্ হতভাগা আমার শ্যামের গায়ে হাত দিয়াছে!

তার পর আঙ্গুল মটকাইয়া সেই অত্যাচারীর মৃত্যু কামনা করিল। তাহার হস্তে পক্ষাঘাতের আবাহন করিল। তার পর শ্যাম শ্যাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বিদুষীগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। আর ভাবিল, দেশের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? বাড়ীর দোরের কাছে শ্যাম, তাহাকেও চিনে না?

এইরূপ হাসি-তামাসায়, কথাবার্ত্তায়, পান-ভোজনাদি ক্রিয়ায় সারা দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিদাসী কাননিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইল।

সন্ধ্যা সমাগতা। কাননিকা সুসজ্জিতা। রমণী-গণ উৎকণ্ঠ-কবলিতা। কলিকাতা স্তম্ভিতা। আজ ললিতা লবঙ্গলতা সেনগৃহ হইতে উৎপাটিতা হইয়া কোন এক অনিশ্চিত উদ্যানে রোপিতা হইবে।

পরিচারিকা

দাড়ীগোঁফ কামান নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়-অগোচর হইয়া, দ্বারবানের কাছে তাড়া খাইয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে কাননিকাকে লইতে আসিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিল না। প্রিয়কন্যা ভামিনীই একবার কেয়্যা কেয়্যা বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তার পর জিব কাটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে বৈরাগী ঠাকুর মনে করিয়া একটা গান করিতে বলিল। কেহ মদন অধিকারীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, পরিচয় জানিতে চাহিল। কেহ বুড়োর বিবাহ করিতে সাধ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না। বরাবর কাননিকার ঘরের দিকে চলিলেন। মনে মনে কিন্তু বড় বিরক্ত হইলেন। আর ভাবিলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে, পোষাকে পরিচ্ছদে, হাসিতে গানে, আহারে ব্যবহারে,—আজকালকার নারী-গুলা অনেক উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবাধ্যতা, আর বাচালতা, আর স্বাধীনতা আর কঠিনতা, কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমি নিরঞ্জন না হইয়া যদি আর এক জন বৃদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এই অন্যায় ব্যবহারে আমার মনে যে কষ্ট হইত, সেটা ত ইহারা বুঝিয়াও বুঝিল না।

নিরঞ্জন বরাবর কাননিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কাননিকে!" অনেকগুলি মেয়ে কাননিকাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। ঘেরিয়া এমন কলকল করিতেছিল যে, সে কথা তাহার কানে গেল না। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, কাননিকাকে লইয়া যাইবে কে। হরিদাসীর ধারণা, কাননীর দাদা লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিরঞ্জন সেন এমন বোকা নয়, কাননিকার স্বয়ম্বরের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উদ্যোগ করিয়া, এই সামান্য কাজটা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই দেখ না, কাননিকাকে লইতে লোক আসে।

কাননিকাকে কেমন ধারা লোকে লইয়া যাইবে? কাননিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি একটি সুন্দর চাকর। আর যদি দাদা নিজেই লইয়া যায়—তাও কি কখন হইতে পারে? দাদা কি একটা হেঁজি-পেঁজি লোক? সে কি জানে না, ভাগিনীকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে লোকে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিবে। যদি তার মত একটা বুড়ো লইতে আসে? হরিদাসী সেই বৃদ্ধকে আর ঠাকুর-জামাইকে এক দড়ীতে বাঁধিয়া, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিবে। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন। কথার মর্ম বুঝিয়া কাননিকাকে ডাকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, থাকিব কি পলাইব? কিন্তু এখন অন্য লোক কোথা পাই? যে হরিদাসী, সে ত আমাকে দেখিলে টিট্‌কারিতে অস্থির করিবে।

নিরঞ্জন কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। অমনি হরিদাসীকে বলিল, "কাননিকাকে লইতে এক জন বুড়োই আসিয়েছে। আমি গণিয়া দেখিলাম।" হরিদাসী বলিল, "মিথ্যা কথা!" সমুদায় স্ত্রীগণ হরিদাসীর কথায় প্রতি-ধ্বনি তুলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা।" কাননিকা বলিল "মিথ্যা কথা। আমি বুড়োর সঙ্গে যাব যাইব না।"

রমণী বলিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল "বাজী?"

সমুদায় স্ত্রীগণ বলিয়া উঠিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল,—"তাহা হইলে কাননিকাকে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিব।"

রমণী বলিল, "দিবে?"

হরিদাসী বলিল, "নিশ্চয় দিব। কি বলিস কাননী?"

কাননিকা। সে যদি ঠাকুরদাদা হয়?

রমণী। কখন নয়। তোর দাদার ত দাড়ী গোঁফ আছে?

হরিদাসী। আছে বলে আছে? ঠাকুরজামাই মুখে উলুবনের ক্ষেত করিয়াছে।

রমণী। এ বৃদ্ধের গোঁফ দাড়ী কামান মুখ খানা বাজানা পাঁঠের মতন।

হরিদাসী। তবে ত সে ঠাকুরজামাই নহে। তারে দেখিলে দাবনখাবি বলিয়া ভ্রম হয়।

তখন সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিল। কই, কোথায়? কেউ ত নাই! রমণী বলিল, "আমি দেখিয়াছি এইখানে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল।" সকলে, তাহাকে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বলিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া নিরঞ্জন ছুটিয়া পলাইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে গিয়া বলন্টিয়রগণকে ডাকাইলেন। তাহারা ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন কাননিকাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্য, তাহাদের মধ্যে এক জনকে অনুরোধ করিলেন। সকলে এ উহাকে, সে তাহাকে, যাইতে অনুরোধ করিল। কেহই নিজে পরিচর্য্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনা পয়সায় শুদ্ধমাত্র স্বদেশবত্তা-প্রণোদিত হইয়া, সভার কার্য্য করিতেছে বলিয়া কি কাননিকার ঐ সাটি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছে? পরিচারক হলে ত আর সে আশা নাই। নিরঞ্জন দেখিলেন, নিরুপায়; কে যায়। এই মাথার মাথায় কারে পাই? এক জন বলন্টিয়ার বলিল, "বাগানের প্রান্ত-ভাগে একটি চাকরজাতীয় ছোকরা বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়। তাহাকে দেখিব কি?"

নিরঞ্জন। দেখ দেখ, শীঘ্র দেখ! তাহাকে কিছু বকশিস্ দিবার নাম করিয়া লইয়া আইস। সর্ব্বনাশ হইল, আমার মান সম্ভ্রম সব গেল। বুঝি লোক হাসাইলাম।

বলন্টিয়ার ছুটিল। নিরঞ্জন অন্য বলন্টিয়ার-দলকে বলিলেন, "তোমরা না হয় সেই বাবুনগুলার সন্ধান কর।"—তাহারাও চারিদিকে ছুটিল প্রথম বলন্টিয়ার ফিরিল; নিরঞ্জন বলিলেন, "খবর কি?"

বল। আমি তাহাকে আট আনা পর্য্যন্ত কবুল করিলাম। সে ষোল আনা না পাইলে আসিতে রাজি হয় না।

নিরঞ্জন। আরে তাই দিব বল না ভাই! এখন কি দরে টাকায় মায়া করিলে চলে।

বলন্টিয়ার ছুটিল এবং একটু পরেই চাকরকে ধরিয়া আনিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, চাকর আর কেহ নহে, স্বয়ং মটুক শর্ম্মা। তাঁহার আর চিন্তা করিবার সময় নাই। তিনি একেবারে বলিয়া উঠিলেন—"বে চাকর! ষোল আনাই পাইবি। এই খানে যা বলি, তাই কর।" চাকর মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইল।

নিরঞ্জন বলন্টিয়ারকে বলিলেন, "ইহাকে লিভারি (livery)' পরাইয়া দাও।" রাগান্ধ নিরঞ্জন আর কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেই ক্রোধের ভরে চক্ষু মুদিয়া বলন্টিয়ারের দলকে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা যাহা করিতে হয়, কর। তোমাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। আমার অসুখ করিতেছে। আমি শয়ন করিতে চলিলাম।"

অতি উল্লাসে বলন্টিয়ারগণ কার্য্য করিতে ছুটিল।

আটটাও বাজিল, অমনি ঐক্যতান আরম্ভ হইল। বাদনও থামিল, অমনি যবনিকা উত্তোলিত হইল। যবনিকাও উঠিল, অমনি ভর্ত্তৃদারিকারূপিণী কাননিকা, চাকর মটুকের হাত ধরিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

কাননিকাও প্রবিষ্ট হইল, অমনি চারি দিক হইতে শ্রবণভেদী চড় চড় শব্দ হইল।

ভুবনমোহিনী দর্শনমাত্রেই সভ্যমণ্ডলীর হৃদয় যুগপৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। করতালির শব্দ ছাপাইয়া সে দুরু দুরু ধ্বনি ভাবুকের কানে গেল। পরিচারকের করে করভার ন্যস্ত করিয়া সুন্দরীর লাজমন্থর গমন প্রতিপদবিক্ষেপে হৃদয় কাঁপাইয়া সভাস্থলে একটা অপূর্ব্ব ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। প্রতিপ্রাণ নীরব চীৎকারে বলিয়া উঠিল;—

"মদিরলোচনে! লজ্জানত বদন তুলিয়া একবার আমার পানে চাহিবে কি?"

পরিচারকও অবনতবদন। মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কাননিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সভামধ্যস্থলে সেই কৃত্রিম প্রস্রবণতীরে লইয়া চলিল। যেন লজ্জা লজ্জাকে টানিতেছিল, অন্ধ পঙ্গুকে পথ দেখাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কাননিকা শতবার দাঁড়াইল। শত স্থানে রূপ ঝরিয়া যেন শত সুধাসরসীর সৃষ্টি করিল। দেহযষ্টির কোমলতায় বালিকার প্রতি পদক্ষেপে বিলাসচাপল্য, সেই সহস্র দর্শকের প্রাণে সহস্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই মনে করিল, সুন্দরী তাহারই জন্য এইরূপ করিতেছে। "অহো কামী স্বতাং পশুতি।"

কামনাপরবশ বরকুল বরাননার নয়ন দুটি নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিল। কেহ

এক গাছি ছড়ির মৃগমুখপ্রান্ত অধরে লাগাইয়া ঈষৎ ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কেহ বা দশনপংক্তির সৌন্দর্য্যে কাননিকার হৃদয় খণ্ডন করিবার জন্য অঙ্গুলিদংশনছলে দাঁত বাহির করিল। কেহ বা বিশাল নয়নে বিধাতার শিল্পকৌশল বুঝাইবার জন্য হাত দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া শুধু চক্ষু দুটি বাহির করিয়া রহিল। কেহ বা আলোক ও ছায়া মাখামাখি হইলে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হয় বুঝিয়া, চাঁদ মুখখানি মলিন করিয়া, কাননিকার অঙ্গে অপাঙ্গ রাখিয়া, যেন কোন এক দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ লঙ্কা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, কাননিকাকে দেখিয়াই সে চোখে লঙ্কা দিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল; যদি কবিতারসার্দ্রা করুণাময়ী তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। আর এক বাহুবল্লীতে অঞ্চল ধরিয়া, অপর বাহুলতায় তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, "আর কেঁদ না, আর কেঁদ না", বলিয়া চোখ মুছায়। সাহেবের ঘুসিতে কাহারও নাক থেঁতলাইয়া গিয়াছিল। সে কমল-সদৃশ পূর্ব্ব-মুখশ্রীটি কাননিকাকে দেখাইবার জন্য একহস্তে একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল এবং সাহেব অনুতপ্ত হইয়া আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিল, সেখানি অন্য হস্তে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। সহসা সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরিচারক কথা কহিল।—"হে বাবু-বরেরা! কুমারী আপনাদের নমস্কার করিতেছেন।" বরগণ প্রত্যভিবাদন করিল।

তখন পরিচারক ঘটুক একখানি খাতা ও পেন্‌সিল হাতে করিয়া, প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া পরিচয় লইতে লাগিল।

সেই কৃত্রিম প্রস্রবণের ধারে, কচু, ক্রোটন, ঝাউ-শিশু, তাল-শিশু, নানা জাতীয় বিলাতী গুল্মবনের মাঝারে, একটি বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত চেয়ারে রচিত-বিবাহবেশা পতিংবরা বসিয়া রহিল। সকলের পরিচয় লইয়া পরিচারক কাননিকার কাছে ফিরিল এবং একটি বেত্র হস্তে করিয়া কুমারীকে চেয়ার হইতে উঠাইল। তখন:—

আগে চলে বেত্রধর পিছে চলে বালা,
এক হস্তে গন্ধপাত্র অন্য হস্তে মালা।
টেবো গাল ম্লান ভুঁড়ি বসে এক বর,
তার কাছে কন্যা লয়ে গেল বেত্রধর।
বেত্রধর কুমারীরে দেয় পরিচয়,
রাজ্যেশ্বরে মালা দিতে মতি যদি হয়,
দেখ এই বংশে আছে পুরুষপ্রধান,
ইহারে বর ক'রে রাখ নিজ মান।
হোমরাও চোমরাও ইটিলির রাজা,
বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দাও এরে সাজা।
হরিশ্চন্দ্র দান ক'রে হয়েছে চণ্ডাল,
বলি রাজা দান ক'রে ঢুকেছে পাতাল;
ইনি কিন্তু বড় বড় ফণ্ডে ক'রে দান,
রাতারাতি মহারাজা ইন্দ্রের সমান।
দান ক'রে ধন বাড়ে শুনেছ কি ধনি?
দান করে পুঁটে তেলি হয় নরমণি!
ইহারে বরণ যদি কর বরাননি।
একদিনে হয়ে যাবে ইটালীর রাণী।
"ইটালীর রাণী হব ইটিলীর রাণী!"
উৎফুল্লা হইয়া কথা কহিলা কামিনী।
"ভূমধ্যসাগরে যেই পাদুকারূপিণী,
মেদিনীর অলঙ্কার রোমের জননী;
যাহার গৌরবরবি দিগন্তে বিকাশ,
সেই রোমে আমি কি গো রব বারমাস?"
অত দূর নয় তবে কাছাকাছি বটে,
টাইবার * নয়, পদ্মপুকুরের তটে।
তার তীরে এ ইটালী, নাই সেথা রোম,
চারি ধার বেড়ে তার আছে মুচি ডোম।
যেমন ডোমের নাম শুনে কাননিকা,
কষিত-কাঞ্চন কান্তি হয়ে গেল ফিকা।
তাব বুঝি বেত্রধর অন্য দিকে যায়,
ছল্ ছল্ চোখে রাজা ফেল্ ফেল্ চায়।
অন্য মঞ্চ পাশে তবে লইয়া কুমারী,
বেত্রধর বলে তারে সম্বোধন করি,—
এই যে দেখিছ বালা পুরুষপুঙ্গব,
পা হইতে মাথা এঁর উচ্চশিক্ষা সব।
উচ্চশিক্ষা চাঁদ মুখে, উচ্চশিক্ষা দাঁতে,
উচ্চশিক্ষা হাতে, আর উচ্চশিক্ষা পাতে।
দয়া ক'রে দাও যদি এর গলে মালা,
ভুগিতে হবে না কভু বিরহের জ্বালা।
কি ভোজনে কি শয়নে কি ভ্রমণে পথে,
সকল সময় তুমি রবে সাথে সাথে।

* টাইবার—ইটালী দেশের নদী। ইহার তীরে রোম নগর অবস্থিত।

প্রাণেশ বিদেশে যদি যায় কাননিকা,
তথাপি হবে না তুমি প্রোষিতভর্তৃকা।
তোমার লতিকা-গর্ভে বিজন কাননে,
নৈনিতাল সিমলায় অথবা লণ্ডনে,
আগ্রাজ বোম্বাই কিম্বা ইলোরা-গহ্বরে,
প্যারিসে প্রান্তরে কিম্বা মনুমেন্ট-শিরে,
যথা রবে গুণমণি, তুমি রবে ধনি,—
প্রফুল্লা নলিনী রবে দিবস-রজনী।
স্বামী সঙ্গে রব যদি নিশি দিন মান
কখন করিব আমি বিরহের গান?
কখন লিখিব পত্র প্রাণেশ বলিয়া,
অবসাদে শয্যা'পরে পড়িব ঢলিয়া?
কবিতা ভুলিয়া যাব, ভুলে যাব গান,
ভুলে যাব দীর্ঘশ্বাস, ভুলে যাব মান।"
এই ব'লে অতি মৃদু শির নোয়াইয়া
গজেন্দ্রগমনে বালা চলিল চলিয়া।
বেত্রধর নিরুপায় পাছু পাছু যায়,
আর এক বরবরে তখন দেখায়।
দুঃখিনী এ ভারতের দরিদ্রসন্তান,
উৎসর্গ তাদের তরে করেছে যে প্রাণ,
নৈষ্ঠিক এ সন্ন্যাসীর হ'তে সন্ন্যাসিনী,
ইহার গলায় মালা দিবে কি কাননি?
সন্ন্যাসীর নাম শুনে ক'রনাক ভয়,
বারটি বছর ইনি ভ্রমেন কাননে!
সন্ন্যাসিনী নাম বটে করিবে ধারণ,
হবে না গো পদব্রজে করিতে ভ্রমণ,
যাপিতে হবে না নিশি নীলাকাশতলে,
ভিজিতে হবে না কভু বরষার জলে,
বনে বনে পথে পথে অনাহারে থাকি
খাইতে হবে না কভু কষা আমলকী!
গান গেয়ে ভিক্ষাঝুলি কমণ্ডলু করে
ফিরিতে হবে না কভু গৃহস্থের দ্বারে।
পাবে তুমি বড় বাড়ী, বড় জুড়ী গাড়ী,
পরিতে পাইবে তুমি রাঙা রাঙা শাড়ী।
বরপানে অল্প চেয়ে মৃদু হাসি হাসি
বেত্রধরে সম্বোধিয়া কহিলা রূপসী—
"বড়ই বিস্মিতা আমি তোমার কথায়,
উপার্জ্জন কিসে হয় দরিদ্রসেবায়?
গাড়ী জুড়ী বাড়ী কোথা পেলে বল ত্বরা,
যক্ষের কি ধন ঘরে আছে তারা তারা?
নতুবা ভিখারী ভজি' কার ভরে পেট?"

কথা শুনে লাজে বর মাথা করে হেঁট।
এই স্বয়ম্বর কথা অমৃত-সমান,
দ্বিজ নরোত্তম গায় দেখে পুণ্যবান।

হাতে মনোহর মালা উধাও চলিল বালা,
কত বর পার হয়ে যায়!
কালেক্টার মেজেষ্টার কত জজ ব্যারিষ্টার
কেহ সে হৃদয় নাহি পায়।
জীবনঘাতিনী মালা কারো না পরশে গলা,
সমীরে উড়িয়া যেন চলে;
কত যে প্রভাত রবি মহার্ণবে গেল ডুবি,
জলধর ব্যোমে গেল গলে।
কত হীরা চুনি মতি নিখিল সমাজ-পতি
শৈল মৈত্র দেবের কুমার;
হেমেন্দ্র দীনেশ দ্বিজ শশধর মনসিজ
কড়ি দিয়া ডুবে হ'ল পার।
রাজা বাহাদুর রায় মহা মহা উপাধ্যায়
দত্ত মিত্র চৌধুরী ঠাকুর;
নভেল নাটক গাথা ইতিহাস উপকথা
নারীকণ্ঠ বাজখাঁই সুর।
কুমারীর অবজ্ঞায় মুখ তুলে নাহি চায়
চুপ ক'রে ভেউ ভেউ কাঁদে,
রূপে গুণে অনুপমা তবু না চাহিল রামা
পড়িল না রোদনের ফাঁদে।
আগে আগে উজলিয়া পাছুতে আঁধার দিয়া
ধীরে চলে পূর্ণশশিকলা,
শেষ হ'ল বরকুল স্বয়ম্বরে হ'ল ভুল,
কর হ'তে খসিল না মালা!

এ কি! হইল কি! এই সহস্র বরের মধ্যে একজনও কাননিকার পছন্দ হইল না!

পরিচারক কাননিকাকে সঙ্গে করিয়া চেয়ারে লইয়া বসাইল। তার পর সভাস্থ সকলকে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবুরা, তোমরা আপনারা হুকুম কর ত, আমি একটা কথা বলি।" কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিল। কেহ বলিল, "বল।" কেহ বা বলিল, "তুই আবার কি বলবি?"

পরিচারক এবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল, "আমি সময়ের দাস, সময়ের ফল বড় মিষ্ট, আমি তার লোভে আপনাদের সঙ্গে এসেছি। আমি আর কি বলিব? তবে নিজগুণে

কৃপা ক'রে আপনারা এই দাসের কথা শুনুন। সকল দেশের বিবাহপ্রথার সঙ্গে ভারতের প্রথার আলোচনা কর্ত্তব্য। কোন দেশের বিবাহে নারী-দিগের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভারতের স্বয়ম্বর-প্রথায় কন্যাকে আগে কি স্বাধীনতাই না দেওয়া হইয়াছিল! কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। আপনারা এখন সেই স্বাধীনতা পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। খানিক স্বাধীনতা মার্কিণ হইতে, খানিকটা ইংরাজী, ফরাসী, চীনা, জাপানী হইতে, এই রকম পাঁচটা জাতি হইতে স্বাধীনতা-ফুল তুলিয়া আমাদের দেশে বিবাহ-প্রথার তোড়া তৈয়ারী করিতে প্রস্তুত। তবুও যেন কেমন একটা বাধা-বিপত্তি তাহার সহিত জড়ান আছে। আজ কিন্তু সেটি নাই। বরকুলের মধ্যে চারিবর্ণ ই বিদ্যমান। সকলেরই না কাননিকা-লাভের আশা ছিল!—কিন্তু কেহই কাননিকার মনোমত হইলেন না। বাকী আছে শুধু দাস। এখনও আশা আছে সেই দাসের। দাস একবার এই রূপসী ললনাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে কি?"

সকলেই কাননিকার উপর চটিয়া ছিল। কাননিকাকে অপমানিত করিবার জন্য সকলে একবাক্যে অনুমতি দিল। কে ভাবিয়াছিল, রাজার ভাগ্যে যে ধন মিলিল না, সে ধন দাসের ভাগ্যে মিলিবে?

অনুমতি পাইয়া বেত্রধর বেত্র গাছটি ভূমিতে রাখিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে কাননিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ওগো রাজকন্যে! দাসকুলে আমার জন্ম। আমি এই সমাজবাগানের এক কোণে গুপ্তভাবে ছিলাম। এই মালী মহাপ্রভুদের জলসেচনে আমি মাটী ফুঁড়িয়া ব্যক্ত হইয়াছি।" অন্তের মুখের ভাব দেখিবার জন্য ঘটুক একবার মণ্ডপ'নে চাহিল। অমনি অনেকে অঙ্গুলি দেখাইয়া উৎকোচের ইঙ্গিত করিল।

কাননিকা দাসের মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বরকুল স্থির করিল, কন্যা পতি বাছাই করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে। দুই এক জন বলিল,—"বেশ বেশ, তেবে চিন্তে স্বামী বাছিয়া লও। তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।"

ঘটুক বলিতে লাগিল—"আমি দাস। শুধু দাস কেন, যাহারা হিন্দু সমাজের মাথা ভাজিয়া তাহাকে তাজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি তা[...] দাসের দাস।"

এই বলিয়া ঘটুক জনান্তিকে বলিল, '[...] প্রস্তুত হও।"

কাননিকা। প্রস্তুত হইয়াছি।

প্রেমিকের নির্জ্জনতা কি শুধু নিকুঞ্জে? অ[...] অগণ্যতারকাশোভিনী রজনীর ঘনান্ধকার কি[...] আছে? হে প্রেমিক, কত দিন তোমার বি[...] চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত জীব কত বার যাতা[য়াত] করিয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? আ[...] সেইরূপ প্রেমাবৃতলোচনা কাননিকার দৃষ্টিপথ হই[...] দেখিতে দেখিতে সহস্র লোক অন্তর্হিত হইয়া গে[...] কাননিকা দেখিল, শুধু এক জন।—সেই এক জন[...] নির্জ্জনে পাইয়া বালিকা তাহার গলায়—আ ছি[...] —ছি ছি!—কর কি কর কি!—মালা পরাই[য়া] দিল;—অমনি সকলে "এই ও, এই ও!"—বলি[য়া] একটা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে শ[ব্দ] কাননিকার কানে গেল। সে সেই শব্দকে স্তু[...] করিতে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "এই দাস[...] আজি হইতে আমার প্রাণেশ্বর। হে চন্দ্র সূ[র্য্য], হে সভাস্থ লোকগণ! শুনিয়া রাখ, আজ হই[তে] আমি এই পরিচারকের পরিচারিকা।"

বিশ্বাসঘাতক, জুয়াচুরি, ডাকাতি, মার[...] ধর রে প্রভৃতি শব্দ চারিদিক হইতে যুগপৎ উ[...] হইল।—ঘটুক সেই গোলমালের ভিত[রে] কাননিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। অমনি ব্যা[ণ্ড] বাজিয়া উঠিল। বাহিরে "আরমস্" শব্দ হই[...] গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া পাহারা[...] সারবন্দি দাঁড়াইল। দাসদাসী চক্ষের নি[মেষে] কোথায় চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে কলিকাতার পথে কেবল শব্দ হই[ল] ছুপ ছুপ—কাননিকার সন্ধানে এত লোক ছুটিয়াছি[ল] ভাগীরথীর জলে কেবল শব্দ হইল, ঝুপ ঝুপ[—] এত লোক মনের দুঃখে জলে ঝাঁপ খাইয়াছি[ল]। কাননিকা নিজের স্কন্ধে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক বহন করিয়া সমাজের পূর্ণ সংস্কারসাধন করি[য়া] কোন্ স্বপ্ন দেশে চলিয়া গেল। কিয়রে কণ্ঠ ছা[ড়িয়া] বক্তা বাক্য ঝাড়িল, কিয়নাই যারে ছুলিল,[...] কাননিকা ফিরিল না। কবি-কুঞ্জ কত লা[...] = Ode to lark লিখিল, সমেটে কাগজ পূরা[...] কাতরে করুণা ভিক্ষা করিল, তবু কান[নি]কা

তুলিয়া চাহিল না, গন্তশালতরুর মূলোচ্ছেদ হইল, পয়ার, ত্রিপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, ললিত মালতীতে কাব্যকানন ভরিয়া গেল, তবু কাননিকা তাহাতে পা বাড়াইল না। ভ্রান্তিমান, বিভাবনা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা—ভাল ভাল ফুল-অলঙ্কার ও ফুলমালা হস্তে কত ভাবুক কত পত্রিকা-রাজ্যে কত ঘুরিল, তবু কাননিকার সন্ধান মিলিল না। কত পসারিণী কত মধুর সন্ধ্যায় কাঞ্চন দিগ্বলয়-বেষ্টিত কাননকুঞ্জে কত দীপ জ্বালিল, কিন্তু একটি দীপও কাননিকার মুখ দেখাইল না।

শোকে দুঃখে জাগরণে, কোন দিন অনশনে, কোন দিন অতি ভোজনে, নিরঞ্জনের জীবাত্মা তাঁহার বক্ষে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল। তাহার যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি নিত্য কাঁদিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন, "হে ঋষি, শান্তি-কমণ্ডলুটি সঙ্গে দিয়া তোমার সেই পূর্ব্বযুগের কানন হইতে আশ্রম-ধর্ম্মটি ফিরাইয়া দাও। আয় কাননিকা, কোথায় আছিস্, আয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় দারিদ্র্যে আমার ঘরের শ্রী নষ্ট হইয়াছে। আমার অসভ্যতার ঐশ্বর্য্যে গৃহপূর্ণ করিতে, আয় কাননী, ফিরিয়া আয়।" পতিপুত্র সাথে লইয়া, সীমন্তের সিন্দুরের উজ্জ্বলতায় স্বগৃহ পুনরালোকিত করিতে, এক নব প্রভাতে কাননিকা অনুতপ্ত নিরঞ্জনকে বলিল, "দাদা, আমি আসিয়াছি।"

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই কাননী আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতারণ্যচারিণী হিন্দুর শান্তিময় গৃহের গৃহিণী হইয়াছে। দাস মটুক জামাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ভৃত্য মৃত বটুকভৈরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভামিনী রমণীচরণের পাদমূলে মস্তক অবনত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আত্মীয়-সম্পদে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।

রত্নেশ্বরের মন্দিরে

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

রত্নেশ্বরের মন্দিরে

কর্ণওয়ালিস থিয়েটার

প্রথম অভিনয় রজনী—২৩ ডিসেম্বর, সাল ১৯২২

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

রত্নেশ্বর	…	…	বীরনগরের জমিদার মৃত ঠাকুর রঘুরাম সিংহ ঠাকুরের পুত্র
জানকারাম	…	…	ঐ খুল্লতাত
রাজা কৃত্তিবাস	…	…	রায়নগরের ভূম্যধিকারী
মথুরমোহন	…	…	ঐ ভগিনীপতি
রমণীচরণ	…	…	কৃত্তিবাসের শ্যালক
জটাধারী সিং	…	…	যাদবপুরের মৌজাদার
হলধারী	…	…	জটাধারীর পুত্র
নিতাই	…	…	কৃত্তিবাসের কর্ম্মচারী
দুর্লভ, বল্লভ	…	…	যাদবপুর বাসী
মাধব	…	…	রঘুরামের পূর্ব্বতন ভৃত্য
জগবন্ধু	…	…	মথুরের ভৃত্য

বালক, গ্রামবাসিগণ, ভৃত্যগণ, যাত্রীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুরমা	…	…	মথুরমোহনের কন্যা
লীলাবতী	…	…	কৃত্তিবাসের স্ত্রী
ইন্দু	…	…	
রাঙীবাই	…	…	জানকীরামের স্ত্রী
মোহিনী	…	…	লীলাবতীর পরিচারিকা
হলুরমা,	…	…	জটাধারীর স্ত্রী

কুমারীগণ, পরিচারিকাগণ, গ্রামবাসিনীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

[•] চিহ্নিত গীতগুলি মহাজন পদাবলী হইতে গৃহীত।

রত্নেশ্বরের মন্দিরে

প্রথম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

পথ

গ্রাম্য রমণীগণ

গীত

জয় শিবশঙ্কর, হর ত্রিপুরারি,
পাশী পশুপতি, পিনাকধারী,
শিরে জটাজুট কণ্ঠে কালকুট,
সাধক জনগণ মানস-বিহারী।
ত্রিলোক তারক, ত্রিলোক নাশক,
পরাৎপর প্রভু মোক্ষবিধায়ক,
করুণা নয়নে হের ত্রিলোচন
লয়েছি শরণ শ্রীপদে তোমারি॥ [•]

(মাধবের প্রবেশ)

াধব। তোমরা সব কোথা যাচ্ছ মা সকল?

ম। রত্নেশ্বরের মন্দিরে গো বাবা! বাবার মানত আছে, তাই যাচ্ছি।

াধব। ও! আটাশে শিবরাত্রি। আজ ক'দিন?

ম। আজ হ'ল চৌদ্দদিন।

াধব। ঠাকুর স্থান এখান থেকে কতদূর হবে?

ম। দশ বারো ক্রোশ হবে।

য়। বারো কোশ খুব হবে। রাইনগরইত থেকে দশ কোশ।

াধব। তা এত আগে থেকে যাচ্ছ কেন মা?

ম। দুই এক জন আমাদের ভিতরে বাবার ধরণা দেবে।

য়। আর বিশ পঁচিশ হাজার লোক জড় একটু আগে গিয়ে বাসা না ঠিক না করলে পাব না।

মাধব। ঠিক বলেছ। যাক্, ভাগ্যক্রমে যখন এদেশে এসে পড়েছি, তখন বাবাকে একবার দর্শন করবার ইচ্ছা রইল।

১ম। তোমার বাড়ী কোথায় বাবা?

মাধব। বীরনগরের নাম শুনেছ!

১ম। শুনেছি বাবা, আমাদের গ্রামে রামী কামারণী ব'লে এক বুড়ি ছিল, তার মুখে বীরনগরের নাম শুনেছি। রঘুরাম ব'লে সেখানে একজন বড় ছত্রী জমিদার ছিল না?

মাধব। তোমাদের বাড়ী কি গোপালপুর?

১ম। সবার নয়—আমার বটে।

মাধব। রামীবুড়ী ছিল বল্‌ছিলে যে মা?

১ম। বছর খানেক হ'ল সে মারা গেছে।

মাধব। বুড়ার কাছে যে একটি ছেলে ছিল?

১ম। রতনের কথা বলছ?

মাধব। বেঁচে আছে?

১ম। সে জটাইসিং বাবুর বাড়ী চাকরি করছে।

মাধব। তা'হলে আমি আসি মা। পারিত বাবার স্থানে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

২য়। সেটি তোমার কেউ হয় নাকি বাবা?

[মাধবের প্রস্থান।

শুনতে পেলে না, না শুনলে না!

১ম। বুঝতে পারলুম না বোন্। যা হ'ক, ফিরে এসে জানতে পারব।

(জনৈকা বৃদ্ধা ও যুবতীর প্রবেশ)

বৃদ্ধা। হাঁগা, এগাঁয়ে কি কেউ ভদ্রলোক নেই গা? এখানকার কেউ কি মা বোন নিয়ে ঘর করে না?

১ম। কি হয়েছে বাছা?

বৃদ্ধা। আমার এই নাত্‌নীকে নিয়ে বাবার স্থানে চলেছি, পথে কতকগুলো ছোঁড়া একে যা

মুখে না আসে বলে তামাসা করলে! আমরা জাত খয়রা, অন্যায় দেখলে গুরুর খাতির রাখি না। থাকতো সঙ্গে ওর বাপ্, তাহ'লে তামাসার মজাটা একবার টের পাইয়ে দিত।

(হলধারী প্রভৃতিকে অগ্রে লইয়া রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নেশ্বর। বলত মা, এর ভেতরে কে তোমার মেয়েকে তামাসা করেছে?

বৃদ্ধা। হয়েছে বাবা, আমার মনের দুঃখ মিটে গেছে, ওদের ছেড়ে দাও।

রত্নেশ্বর। যাও, মাফ্ চেয়ে চলে যাও। আর প্রতিজ্ঞা কর, এমন আর কখন করবে না।

['করব না' বলিয়া সকলের প্রস্থান।

বৃদ্ধা। বাবা, কি আর তোমাকে বলব,—তুমি রাজা হও। নে বরি, বাবাকে প্রণাম কর। বাবা, আজ তোর বড় মানরক্ষা করেছে।

২য়। তুমি দিদি, কোনও কথা কইলে না কেন? তোমারইত গ্রাম।

১ম। কি বলব ভাই, আমাদের বাড়ীরও এক কুলাঙ্গার ওর ভিতরে আছে। রতন, বাপ্, আমিও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজা হও।

২য়। এই রতন? বল্‌গো তোরাও বল্। আমরাও কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

সকলে। তুমি রাজা হও।

[নারীগণের প্রস্থান।

(মাধবের পুনঃ প্রবেশ)

মাধব। এই অদ্ভুত শক্তি দেখলুম, তুমি কে ভাই?

রতন। বলতে নেই, এখন বলতে নেই। অহঙ্কার হবে ভাই, অহঙ্কার হবে।

[রত্নেশ্বরের প্রস্থান।

মাধব। এক মহাবীরের শক্তি দেখেছিলুম, আর এত কাল পরে তোমার দেখলুম। তুমি যে মনে বড় সংশয় জাগিয়ে দিলে ভাই।

(১মা নারীর পুনঃ প্রবেশ)

১মা। ও বাবা, ও বাবা! রতনের কথা জানতে চাইছিলে না?

মাধব। ওই রতন?

১মা। ওই রতন!

মাধব। মা! তিন বৎসরের শিশুকে মা কোলে দিয়ে পাঠিয়েছিলুম। পাঠিয়েছিলুম, শত্রু হাত থেকে ছেলেটির জীবনরক্ষা করতে। তা বিশ বৎসর আমি খুনের দায়ে দ্বীপান্তরে। ছেলেকে এতকাল পরে দেখলুম—দেখে ধন্য হ মা মরেছে, তোমার মুখে শুনলুম। শোনামা চোখের জল ফেলতে পারলুম না। কেবল ছেলেটির জন্য।

১মা। ওটি তোমার কে বাবা?

মাধব। আমার সব—ওটি ঠাকুর রঘুবী পুত্র। একথা কাউকে এখন ব'ল না মা!

১মা। না বাবা, এ আশ্চর্য্য কথা, শুনে কাঁদবার, কাউকে বলবার নয়।

মাধব। খুবুর নাম রতন নয়, রত্নেশ রত্নেশ্বরের দোর ধ'রে সন্তান।

১মা। যাও বাবা, আর তুমি দাঁড়িয়ো ন দেখা করগে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারোয়ারী তলা

দুর্লভ ও বল্লভ

দুর্লভ। ওই রত্না?

বল্লভ। তুমি কি! গাঁয়ে রত্না আবার আছে?

দুর্লভ। একা পাঁচজনকে ঘোল খাইয়ে দি

বল্লভ। সে দেখতেই এক তামাসা—দু হাতে, আর একটার মাথার চুল দাঁতে কামড়ে

দুর্লভ। তাইত হে, আমার ভাগ্যে দেখা না! ওর দেহে এত বল!

বল্লভ। তবে হ'ল কি জানো ভাই, বেচারী আর গাঁয়ে থাকতে পেলে না।

দুর্লভ। মনিবের ছেলেকে মেরেছে ব'লে

বল্লভ। জটাইসিং বাবু কি ওকে অমনি ছেড়ে দেবে মনে ক'রেছ?

দুর্লভ। দেবে না? ওহে বলতে বল জটাইবাবু!

ন্ত। চুপ্ চুপ্—আমরা যেন কিছুই না।

(জটাধারীসিং এর প্রবেশ)

টা। হাঁ হুলু রতনা বেটাকে দেখেছ ?

র্ত। কই নাতো বাবু।

টা। কোথা গেল, বেটা কোথায় গেল।

ন্ত। কেন বাবু, সে কি করেছে ?

টা। কোথায় গেল, পাজি; নেমকহারাম র জুতো পিঠে মেরে তোমাকে আজ বাড়ী বিদেয় ক'রে দেবো, তবে আমার নাম ধারী।

[জটাধারীর প্রস্থান

(জটাধারীর স্ত্রীর প্রবেশ)

জ, স্ত্রী। যদি রেয়াত কর, যদি বেটার শাসন র, তা'হলে ছেলেকে নিয়ে আমি এখনি বাপের চলে যাব, তা বল্‌ছি।

দুর্দ্ত। কি হয়েছে হজুর মা ?

জ, স্ত্রী। চাকর, তার এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত ন—মনিবের গায়ে হাত ! ঝাঁটা, ঝাঁটা—তে পেলে একবার হয়—ঝাঁটা পিটে তাকে না ক'রে দিই।

(পুরুষ ও নারীগণের প্রবেশ)

১ম, পু। তোমরা যদি কিছু না কর হজুর মা রা ছাড়ব না।

জ, স্ত্রী। কিছুতেই না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান

১ম, না। বেটা চাকর হয়ে, আমাদের ছেলেদের হাত তুলবে !

বসন্ত। ব্যাপারটা কি গো ?

১ম, না। ওই ব্যাটা রতনা—

১ম, পু। কোথায় পালাবে, খুঁজে বার কর, কে—

দুর্দ্ত। রতনা কি করেছে হে ?

১ম, পু। এসে বলছি ভাই. এসে বলছি। সে বেটাকে ধরে আনি।

[প্রস্থান

১ম, না। ধ'রে আনো, ধ'রে আনো। আগে ড়ে বেটার হাতখানা ভেঙে দাও, তারপর অন্য কথা। গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে ক'রে যারী কাঙালনী বেটাকে খাইয়ে বাঁচিয়েছে।—মেরে ফেল্, নেমকহারাম বেটাকে মেরে ফেল্।

[প্রস্থান

দুর্দ্ত। ভাই মজা বাধলো—চল যাই দেখে আসি।

বসন্ত। নারে ভাই দুলু, একজন লোকের উপর গাঁ শুদ্ধ লোকে অত্যাচার করবে, যে মানুষ ব'লে অভিমান রাখে, তার তা দেখা উচিত নয়।

দুর্দ্ত। ঠিক বলেছ দাদা, একথা আমার মনে হয় নি।

বসন্ত। যদি তাকে রক্ষা করতে পারতুম, তাহ'লে বেতুম।

দুর্দ্ত। রক্ষা কেমন ক'রে করব দাদা। গাঁ শুদ্ধ লোক খুঁকেছে দেখতে পাচ্ছ না !

বসন্ত। আমরা সবে দু'জনা মাত্র;—আমরা দু'জন তার পক্ষ হয়ে সমস্ত গাঁয়ের লোকের শত্রু হব ?

দুর্দ্ত। আমি আবার জটারের খাতক।

বসন্ত। কিন্তু সে কি করেছে জানো !

দুর্দ্ত। তা কেমন ক'রে জানবো ভাই, তোমারই মুখে প্রথম শোনা।

বসন্ত। একটা ধরবার মেয়ে রক্ষেশ্বরের কাছে মানত করতে যাচ্ছিল। ওই হলা, বিশে, কদ্রে—আরও চার পাঁচ বেটা দুবৃত্ত পড়ে তার ওপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল। রতন মেয়েটাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

দুর্দ্ত। তাহ'লে সে ত সাধু, মহাত্মা হে। হে ভগবান, সাধুকে রক্ষা কর।

(লাঠিহস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ)

বসন্ত। কোথায় রে ?

দুর্দ্ত। ওই রতনা বাবুদের মাকি মারধর করেছে।

বসন্ত। তাই বুঝি, সবাই পড়ে তাকে লাঠি পেটা করতে যাচ্ছিস্ ?

১ম, ভৃ। মনিবের নেমক খাই, না গিয়ে কি করব বাবু।

বসন্ত। বেশ, বেশ—কিন্তু শুনে যা, তোদের ভিতরে যার লাঠিতে রতনের প্রাণ বেরিয়ে যাবে,

এইখান দিয়ে হয়ে যাস্। আমরা তাকে টানার মেঠাই খাইয়ে দেবো।

১ম, ভৃ। তবে যাব না নাকিরে।

২য়, ভৃ। এসেছি যখন চল্। আমরা কিছু না করলেই হ'ল।

দুর্লভ। হে ভগবান, সাধুকে রক্ষা কর।

[ভৃত্যগণের প্রস্থান

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নেশ্বর। খুড়ো মশাই! (গ্রামবাসীদ্বয় উভয়েই তাহাকে পলাইতে ইঙ্গিত করিল) অমন করছ কেনগো!

দুর্লভ। পালা-পালা! এই দিক দিয়ে চলে যা।

বল্লভ। আমাদের বাড়ীর কানাচ দিয়ে, বাগানের ভিতর হয়ে চলে যা।

রত্নেশ্বর। কেন খুড়ো মশাই!

বল্লভ। তোকে মারবার জন্য গাঁ শুদ্ধ লোক ঝুঁকেছে।

রত্নেশ্বর। ও! বুঝেছি। তুমি একটু তামাক দাও খুড়োমশাই।

দুর্লভ। ওরে পাগল, এখনি দেখতে পাবে, মারা যাবি—পালা।

রত্নেশ্বর। সেত পরে মারা যাব—এখন তামাক না খেয়ে যে মরি—দাও বাবা এক ছিলিম তামাক।

বল্লভ। (রত্নেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) ওরেরে বেটা, পালা বলছি।

রত্নেশ্বর। উঁহু তামাক খাব।

বল্লভ। কথা শুনবিনি? যা তবে আপাততঃ আমাদের মেলাতে লুকিয়ে থাকগে যা।

রত্নেশ্বর। উঁহু এইখানে বসে তামাক খাব (বসিয়া), আর দাঁড়াতে পারছি না খুড়ো মশাই।

বল্লভ। তাহ'লে মরবি?

রত্নেশ্বর। তুমিই ত মেরে ফেলছ খুড়ো!

বল্লভ। ওঃ বেটার নিয়োত ঘনিয়ে এসেছে!

দুর্লভ। যারে বাবা যা। দাদা মিছে কথা কয়নি। সারা গাঁ তোকে মারবার জন্য ঝুঁকেছে। মেরে ফেললে, আমরা রক্ষা করতে পারব না।

রত্নেশ্বর। কোথায় যাব খুড়োমশাই?

বল্লভ। এখনও গাঁ ছেড়ে পালা, তারপর যেখানে সুবিধা হবে থাকবি।

রত্নেশ্বর। বলতে পার খুড়ো, পৃথিবীতে এমন স্থান কোথায় আছে, যেখানে লুকুলে যম আমাকে খুঁজে পাবে না! যদি জান ত বল, আমি সেইখানে গিয়ে থাকি।

দুর্লভ। ঠিক বলেছিস্ রতন, বোস্ তুই, আমি তোকে তামাক এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বল্লভ। তবে আনো হে, আমি দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি—রতন বীরপুরুষ—কাপুরুষগুলো বীরের কি করতে পারে দেখি।

(রত্নেশ্বরের গীত)

কথায় কথায় পথ যে হারাই
সাধ ক'রে কি তোরে ডাকি।
চলাটা না অচল হ'লে সাধ ক'রে কি বসে থাকি॥
মনকে শুধু আঁখিঠারা ইচ্ছা ক'রে দিশেহারা;
তাতে কারো ক্ষতি হয়নি তারা
নিজেই প'ড়ে গেছি ফাঁকি।
ডাকার মত ডাকতে দেমা যে কটা দিন আছে বাকি॥

রত্নেশ্বর। কই খুড়ো, এখনো যে আসে না।

(দুর্লভের প্রবেশ)

দুর্লভ। নে রতন তামাক খা।

রত্নেশ্বর। (তামাক টানিতে টানিতে) আ! বাঁচালে ছুলু খুড়ো।

বল্লভ। তাইতরে রতন, তোর ভিতরে এত শক্তি ছিল, আমরা ত কেউ জানতুম না!

রত্নেশ্বর। আমিও জানতুম না খুড়ো!

দুর্লভ। ও বেটারাও যে এক একটা ডাকাত রে!

রত্নেশ্বর। ডাকাত ব'লোনা খুড়ো, ডাকাত কথার একটা মান আছে। ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচড়।—নাও, এইবারে তোমরা এক একবার খাও।

বল্লভ। বেশ করে খা।

রত্নেশ্বর। খুব খেয়েছি, পেট ভরে গেছে। আমিও কি জানতুম খুড়ো যে আমার ভেতরে এত শক্তি আছে! দেখলুম এক মা রত্নেশ্বর দেখতে যাচ্ছে। আর পাঁচসাত বেটা দানব তাকে ঘেরেছে। মায়ের গায়ে হাত দেয়, এমন সময়ে মা কেঁদে উঠলো, "হা বাবা রত্নেশ্বর! তোমাকে দেখতে এসে আমার ধর্ম্ম যাবে?" অমনি আমার মাথাটা কেমন

করে উঠলো। আমারও নাম ত রত্নেশ্বর! সে অচল—আমি সচল। অচল যদি অবলাকে রক্ষা করতে সচল হয়, সচল কি ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? চোখ বুজে মনে মনে তখন একবার ডাকলুম, একবার জাগত রত্নেশ্বর! খুড়ো! তোমায় বলব কি, তখন চাইতে গিয়ে দেখি শরীরটে যেন এতখানি ফুলে উঠেছে, আর বুকটো যেন দশহাত চওড়া হয়ে গেছে! বস্ কাম ফতে। ধম্মরা মায়ের ধর্ম্মরক্ষা হয়ে গেল।

দুর্লভ। রতন তুমি ধন্য।

রত্নেশ্বর। এত শক্তি কোথায় ছিল খুড়োমশাই।

বল্লভ। তোমার দেহেই ছিল, তুমি জানতে পারনি।

রত্নেশ্বর। কেন খুড়োমশাই?

বল্লভ। জানবার প্রয়োজন হয়নি।

রত্নেশ্বর। উ হু! প্রয়োজন অনেক হয়ে গেছে। ওটাই বাবুর বাড়ীর চাকরি, প্রয়োজন হয়নি এ কথা কেমন ক'রে বলব!

দুর্লভ। তাহ'লে বাপধন, তোমার মনে।

রত্নেশ্বর। তাও নয়, তাও নয়—আরও দূরে, আরও দূরে, আরও দূরে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল্লভ। ওই ওরা ফিরে আসছে রত্নেশ্বর! যদি সাবধান হবার দরকার বোঝ বাবা, এখনও সময় আছে।

রত্নেশ্বর। কলকেটা নাও বাবা!—আরও দূরে, আরও দূরে, আরও দূরে।

(রত্নেশ্বরের গীত)

ও শমন পালিয়ে যারে পথ থেকে।
আমার ঘরের সর্ব্বনাশী তোরে না দেখে॥
শিবকে শব ক'রে
খাঁড়া ধ'রে নাচছে সে তোর বুকের উপরে।
দেখলে তোরে রাখবে নারে,
তোর রাজ্য যাবে ছারে খারে,
খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে, তোরে ছড়িয়ে দেবে দশদিকে।

(জটাধারী প্রভৃতির প্রবেশ)

জটা। বাবা! আমি যে অপরাধ করেছি।

সকলে। আমরাও যে করেছি বাবু। আমরাও যে করেছি!

জটা। কত তাচ্ছিল্য করেছি, কত গাল দিয়েছি—

সকলে। আমরাও যে করেছি বাবু! চিনতে না পেরে—

জটা। অপরাধ—অপরাধ—

সকলে। অপরাধ, অপরাধ!

রত্নেশ্বর। এ সব কি হুজুর?

জটা। ওরে বাবা, হুজুর কি! ব'লনা বাবু, আর ব'লনা।

সকলে। হুজুর তুমি—অপরাধ, অপরাধ—মাফ্ কর বাবু সাহেব!

জটা। ওরে হলা, ও আঁটকুড়ীর বেটা। পায়ে ধর্ পায়ে ধর্। ফক্‌রে, বিশে, হাঁদা, কেলো—ওরে বেটারা তোরাও পায়ে পড়্। তো' বেটাদের জন্যেই ত আমাদের যত দুর্দ্দশা।

হলা। মাফ্ কর বাবু সাহেব! (অন্যান্য যুবকগণের তথাকরণ)

রত্নেশ্বর। খুড়োমশাই! কিছু কি বুঝতে পারছ?

বল্লভ। অবাক হয়ে দেখছি মাত্র বাবা!

রত্নেশ্বর। বুঝতে পারলে না বাবা। (বুকে হাত দিয়া) এর ভিতরে রত্নেশ্বর জেগেছে। খুড়ো! আমি যে চোখে কাণে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছি না। কোথা তুমি?

বল্লভ। কি বলতে চাও, বল!

রত্নেশ্বর। এটা কি এদের তামাসা না ঘোরতর একটা কাণ্ড? আমি চাকর এরা মনিব; আমি কামার এরা ছত্রি।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। না প্রভু, তুমি কামার নও—তুমি ছত্রি। শুধু ছত্রি নও, ছত্রিশ্রেষ্ঠ। যে বাড়ীতে তোমার পায়ের ধূলো পড়বে, সে বাড়ীর লোক ধন্য হবে। আপনি ঠাকুর রঘুনাথ সিংহরায়ের পুত্র।

রত্নেশ্বর। খুড়ো! শুনছ?

দুর্লভ। আমরা সকলেই শুনছি বাবা!

রত্নেশ্বর। শুনে, আশ্চর্য্য হচ্ছ?

বল্লভ। এ রকম আশ্চর্য্য আমরা জীবনে কখন হইনি।

রত্নেশ্বর। যে কথা বললে, সে কোথা?

মাধব। এই যে সে বাবু, আপনার সুমুখে ড়িয়ে আছে।

রত্নেশ্বর। তোমার নাম?

মাধব। মাধব।

রত্নেশ্বর। তোমাকে কি সম্পর্কে ডাকব?

মাধব। যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছিলেন, মি তাঁকে মা বলতুম।

রত্নেশ্বর। মাধব দাদা, আমাকে ধ'রে তোলো।

মাধব। চোখ খোলো প্রভু, সকলে আশ্চর্য্য য়ে তোমাকে দেখছে।

রত্নেশ্বর। খুলবো মাধবদা, খুলবো। বাবু!

জটাই। আর আমাকে বাবু বলছ কেন বাবু, মিও এক সময় তোমাদের বাড়ীতে চাকরি রেছি। আমার যা মান ঐশ্বর্য্য, তা তোমাদেরই য়।

রত্নেশ্বর। বাবা তোমাকে কি বলতেন?

জটাই। আমি বড় ছিলাম। আমাকে তিনি ই বলতেন।

রত্নেশ্বর। বেশ, আজ থেকে তুমি আমার ঠা। আর হলুর মা, তোমাকে মা বলতুম, মাকে বললুম জ্যাঠাইমা। আর গ্রামের সব! মরা আমার মা, বাপ, ভাই, বোন, বন্ধু! বদা, এইবারে আমার হাত ধ'রে গাঁয়ের বাইরে য় চল।

জটাই। সে কি বাবা, না খাইয়ে তোমাকে যে ড় দেবো না।

সকলে। তা হ'তেই পারে না—হ'তেই পারে

হলু। তা হ'তে পারে না দাদা, তুমি আমাদের করেছ, দুর্ব্বৃত্ত আমরা একদিনেই তোমার মানুষ হয়েছি। আজ আমরা তোমার সেবা।

কগণ। ঠিক বলেছ হলুবা। আমরা আজ কে কিছুতেই ছাড়বো না।

ন্ত। আজ কি, ক'দিন বল্। বাবা রত্নেশ্বর! ড়ীতে তোমাকে এক একদিন নেমন্তন্ন খেতে

ত্নেশ্বর। খুড়ো। ব'ল না। দেখছো না চাইতে পাচ্ছি না। চাইলে আর এখান থেকে পারব না। বিশ বৎসরের সঙ্গ—এর চারদিকে দিদিমার স্নেহ রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে! দেখলেই ভুলে যাব। খুড়ো অনুরোধ ক'র না।

মাধব। আজ আর অনুরোধ করবেন না। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, ওঁর যোগ্য মূর্ত্তি নিয়ে এখানে আবার একদিন যেন আসতে পারি।

বসন্ত। আসবে, আসবে—

সকলে। ঠিক আসবে।

রত্নেশ্বর। মাধবদা!

মাধব। চল ভাই।

জটাই। চল, আমরাও কতকদূর সঙ্গে যাই।

তৃতীয় দৃশ্য

সুরমার কক্ষ

মথুরমোহন ও সুরমা

মথুর। কেমন লোক দেখলি, সুরা?—আমার কাছে লজ্জা করলে ত চলবে না মা! আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে, বেশি দিন বাঁচব না। ভবিষ্যৎ, এখন থেকে তোমাকেই ভেবে কাজ করতে হবে। তোমার উনিশ বৎসর বয়স হ'ল। এদিকে আমার কেউ নেই, অথচ দশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি। তোমাকে সুখী দেখে মরতে পারলেই এখন আমি নিশ্চিন্ত।

সুরমা। নামটা কেমন কেমন ঠেকলো বাবা। আর্শি ডাল্—মানে কি?

মথুর। ও! তোকে ইংরিজি নাম বলেছে বুঝি!

সুরমা। আমি মনে করেছিলুম বুঝি, মসুর ডাল, অড়র ডালের কোন মাসতুতো পিসতুতো ভাই।

মথুর। (হাস্য) ইংরিজি পড়েছে—তিনটে পাশ করেছে। শিক্ষিত ছোকরা, তাই বাংলা নাম মুখে আনতে তার লজ্জা হয়েছে। আর্শি নয়। সেটা হচ্ছে তার নামের ইংরিজি আদ্য অক্ষর। লেখাপড়া শিখলে কি হবে, বোকা বোকা—আমাকে দেখলে, কিন্তু আমার হাঁটুর ওপর কাপড় দেখে প্রণাম করলে না।

সুরমা। তাই বুঝি তুমি বাবা, কাপড় ছেড়ে এলে?

মথুর। কি কর, আজকালকার ছেলেরা কাপড়ে সভ্য, পোষাক পরিচ্ছদ একটু ভাল রকম না দেখলে অসভ্য মনে করে। ভিতরের সভ্যতা আমাদের যে কি আছে, জানেও না, জানতে চায়ও না।

সুরমা। কিন্তু বাবা, কথা তার মন্দ নয়। আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলছিলো। মেজাজ বেশ নম্র।

মথুর। হাজার হ'ক, লেখা পড়া শিখেছে ত। বিদ্যায় নম্রতা আপনি আসে। যাই হ'ক, তুমি তাকে দেখে নাও। এর পর বলতে পারবে না, বাবা আমাকে কার হাতে ধ'রে দিলে। বংশ ভাল, বিত্তে আছে, রূপ আছে। তার ওপর বুঝতে পারছ ত মামীর ভাই। আমি ম'লে তোমার মামাই তোমার অভিভাবক।

সুরমা। মামীর ভাই ত এক রকম মামাই হয়।

মথুর। (সহাস্যে) ওরে পাগলি, তাতে বিয়েতে বাধা হয় না। 'মামার শালা, পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।'

সুরমা। আর্শিবাবু কোথায় গেলো?

মথুর। গেলো নয়রে বুড়ী, গেলেন বলতে হয়। সাবধানে কথা কইবি, বিয়ে হ'ক আর না হ'ক, যেন অসভ্য না বলে চলে যায়। আর আর্শি বাবু নয়—রমণী চরণ বল্।

সুরমা। কি বললে বাবা—রমণী কি?

মথুর। রমণী চরণ বল বি, এ।

সুরমা। ও মা, রমণী আবার পুরুষের নাম হয়!

মথুর। আজকাল ওই রকম নামই দেশের লোকের পছন্দ। যত জাতটা দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে নামগুলোও তেমনি কোমল মেয়েলি হচ্ছে। ও নামে ওর দোষ নয়, সে ওর বাপ মায়ের দোষ। নামের সঙ্গে অনেক সময় প্রকৃতিও জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্রই বিদ্যাসাগর হয়, পুঁটিরাম কোনও কালে হয় না।

সুরমা। আবার 'বিয়ে' না একটা কি বললে! রমণী বাবুর ত বিয়ে হয়েছে।

মথুর। ও! তুই কথাটা ধরেছিস্ বটে। ওটাতে একটু রহস্য আছে। ওটা বাংলায় বোঝায় বিয়ে, কিন্তু ইংরিজিতে উলটো—ওর মানে আইবড়। ব্যাচিলর অভ্ আর্টস, ও একটা বিদ্যের খেতাব।

সুরমা। শুনে বাঁচলুম, বুকের একটা ধুকপুকুনি কেটে গেল। ও বাবা, বিলিতীর সব উলটো!

মথুর। তা হ'লে তোর মামাকে কি চিঠি লিখে পাঠাবো?

সুরমা। কি লিখবে?

মথুর। ওই দেখ! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর সীতে কার মাসী। তোর বিয়ের কথা।

সুরমা। মামা কি তোমাকে চিঠি লিখেছে?

মথুর। না লিখলে, আমি কি তাকে উপযাচক হয়ে পত্র দিয়েছি! সে ছেলে আমি নই সুরমা, কাউকেও খোসামোদ করি। তা করলে, এতদিন কোন্ কালে তোর বিয়ে হয়ে যেত।

সুরমা। মামা কি, আর্শি—দুর ছাই রমণী বাবুর হাত দিয়েই পত্র দিয়েছে?

মথুর। তা কি পারে? রাজা কৃত্তিবাস কি এত বোকা! চিঠি আগে দিয়েছিল। আমি তার উত্তরে পত্র লিখি। তাতে লিখেছিলুম, ছেলেটিকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে। তবে ছেলেটির হাত দিয়ে তোমার মামী এক পত্র দিয়েছে। শিবরাত্রির উৎসবে তোমাকে রাইনগর নিয়ে যেতে আমাকে অনুরোধ করেছে।

সুরমা। শিবরাত্তিরে আমি যাব বাবা! আমি রত্নেশ্বর দেখব।

মথুর। সে কথা পরে, এখন তোর মামার চিঠির জবাব কি?

সুরমা। আমি বুনো মুখ্খু; আর রমণী বাবু সহুরে, তার ওপর পণ্ডিত।

মথুর। পণ্ডিত ব'লেই ত দিতে সাহস করছি।

সুরমা। কিন্তু লোকটি ভাল।

মথুর। মন্দ নয়। তবে আমার যে খুব পছন্দ একথা বলতে পারি না সুরা।

সুরমা। কেমন একটু টেনে টেনে কথা কয়, আর ঠোঁটের ভিতর দিয়ে হাসে। ও মা! ওকি হাসি। প্রাণ খুলে হাসতে জানেনা নাকি!

মথুর। ও একটা বিলিতি সভ্যতার ধরণ! তাতে কিছু আসে যায় না। ছেলেটা ছত্রির সহবত জানে না। ওর এসেই আমাকে আগে প্রণাম করা উচিত ছিল। তা তাতেও ওর বাপ মাকে যত দোষ দিই ওকে তত দিই না।

সুরমা। এবারে তোমাকে দেখলেই প্রণাম করবে।

মথুর। তা'হলে তোর মামাকে জবাব দিই?

সুরমা। জবাব কি রমণী বাবুর হাত দিয়েই বে?

মথুর। দিতে দোষ কি?

সুরমা। যদি সে চিঠি খুলে পড়ে?

মথুর। সে যা জবাব দেব, ও প'ড়ে বুঝতে হবে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করবার কথা ব। লিখব—তোর মত পেলে। আর প'ড়ে তে পারে, বুঝুক।

সুরমা। আর মামীর চিঠির জবাব?

মথুর। ওই এক চিঠিতেই দু'চিঠির জবাব। মার মত না থাকলে ত রাইনগর যাওয়া বে না।

সুরমা। আমি মামার বাড়ী যাব—বাবু!

মথুর। তাহ'লে তোর বিয়ের কথা তাকে দিই। (সুরমা গ্রীবাভঙ্গে সম্মতি জানাইল) । বাবু কোথায় গেলরে?

(জগবন্ধুর প্রবেশ)

জগ। আজ্ঞে হুজুর, আপনার বন্দুকটো নিয়ে বাগানের পথে শীকার করতে গেছেন।

মথুর। ফিরে এলে আমাকে খবর দিবি।

জগ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মথুর। দেখছিস্ সুরা; হাজার হ'ক ছত্রির লত!

সুরমা। কিন্তু বড় কাহিল—যেন কত কাল নি।

মথুর। ও ও একটা ইংরাজি পড়ার গুণ। যত মাথায় ঢুকতে থাকে, ততই যশুরে কইয়ের মাথা ভারি হয়ে পড়ে। হাত পা গুলো সব য়ে নলির মত হয়ে যায়।

সুরমা। সেই মাথায় আবার একরাশ চুল— ত রমণী।

মথুর। তুই যে কেবল তার খুঁৎ বার করতেই লি। দেখ্, পছন্দ না হয় এখনও বল্।

সুরমা। লোক বেশ ভালো।

মথুর। অভ্যাগত কুটুম্ব জেনে তার অভ্যর্থনা ব, কিন্তু সাবধান যেন বে-সহবতি হয়োনা সুরা!

সুরমা। না বাবা তা হ'ব কেন। সত্যিই কি

মথুর। তা হ'বে কেন মা, তুমি মহৎ বংশের মেয়ে। তবে আজকাল সভ্যতাটা কিছু মূর্ত্তি ফিরিয়েছে কিনা, তাই তোমাকে সাবধান হ'তে ও কথা বললুম। তুমি ক্ষত্রিয় বালা, শিরোদীয়া, তোমার তেজস্বিতায় সন্দেহ করতে ত আমার অধিকার নেই।

সুরমা। কিন্তু রমণীবাবু—আমি গাইতে জানি কিনা জিজ্ঞাসা করছিল

মথুর। শুনিয়ে দেবে—সে কি! ওস্তাদ রেখে তোমাকে গান শেখালুম, সে কি বৃথা যাবে?

[প্রস্থান।

সুরমা। ক্ষেৎ—কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছিনা ছাই।
একটা গানই গাই।

গীত

আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, আমি দেখেছি।
দোরের আড়ালে লুকালে হবে কি
আমি চিনে ফেলেছি॥
আর নিতি নিতি আস লুকিয়ে,
দেখি মুখ খানি থাকে শুকিয়ে,
কি জানি তোমার কত-কি
কি-যেন কতদিন ধ'রে শুনেছি॥
এসেছ যখন এসো ঘরে,
যদি যেতে হয় যেয়ো পরে,
চেনা মুখখানি আবার চিনেনি নিকটে যখন পেয়েছি।
এসো ওগো কি নামটী তোমার,
দূর্ ছাই, ভুলে গিয়েছি॥

(রমণীচরণের প্রবেশ)

সুরমা। আসুন।

রমণী। না না, আপনি গান। আমি এসেছি, এটা আপনি অনুগ্রহ ক'রে যদি না মনে করেন, তাহ'লে আমি বড় সুখী হব।

সুরমা। তা আপনি সুখী হ'তে পারেন, কিন্তু আমি যে জাজ্জল্যমান আপনাকে চোখের সামনে দেখছি।

রমণী। যদি আমার আসাটা আপনার অপ্রিয় হয়, তাহ'লে—

রমণী। আপনার সম্বোধনের কথাটা যদি আমি ঈষৎ পরিবর্ত্তন করবার ইচ্ছা করি, তাহ'লে আমি বোধ হয় আশা করতে পারি, আপনি সেটা সদয়-ভাবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

সুরমা। এতক্ষণ ধ'রে কি বল্লেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারলুম না আর্শিবাবু!

রমণী। আর্, শি ব'লে বাবু বলায় ভুল হয়। হয় আমাকে বলবেন মিষ্টার ডাল্, আর সেইটা বললেই সম্বোধনের ভিতর দিয়া একটা উন্মুক্ত আকাশের মত ঘোমটা-খোলা উদারতা এমন একটা অতি কি যেন সরল স্নেহের আবেগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে যে, আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ভাষা আর কোন উপায়ে সেটা প্রকাশ করতে পারে না।

সুরমা। এটা আবার আরও মারাত্মক গোলমেল হয়ে গেল, ডাল বাবু।

রমণী। আপনি আমাকে রমণীবাবু বলবেন।

সুরমা। বললে রাগ করবেন না?

রমণী। দেখুন, রাগ শব্দটা অতি প্রাচীন কালে, অর্থাৎ যখন রাজা অশোক কলিঙ্গ বিজয় করতে গিয়ে ন্যগ্রোধ তরুর তলায় ক্লান্ত হয়ে বসেছিলেন, আর রাজকুমারী তিষ্যরক্ষিতা একছড়া মালা হাতে তাঁকে দেখেই সলজ্জ অধরের পাশ দিয়ে শিশিরের মত শুভ্র কোমল হাসি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখনই ওই রাগ শব্দটার মানে ছিল অনুরাগ। সেই অর্থে কথাটা নিতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তা হ'লে সঙ্কোচহারা হয়ে বলতে পারি, রমণীবাবু বললেই আমি রাগ করব।

সুরমা। তা করুন—

রমণী। বলেন কি—তাহ'লে আপনাকে এ কাঁপা বুকের ক্রন্দন জানাতে, সমস্ত ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি থানা থেকে লাগন-জোগান কথা সংগ্রহ করতে হবে যে!

সুরমা। আপনি পাখী শীকার করতে গিয়েছিলেন না? আপনার হাসি দেখলে আমার হাসি পায়। অমন মুখ টিপে হাসি আমি হাসতে পারি না। আয়নার সুমুখে গিয়ে চেষ্টা করলুম, দাঁত বেরিয়ে পড়ল। যাক্ বাঁচলুম। আপনারও তাহ'লে দাঁত বেরোয়। সত্যি বল্‌ছি, রমণীবাবু, আমি হো-হো না ক'রে হাসতে পারি না। সহরে সেটা বড় অসভ্যতা না?

রমণী। (মাথা নাড়িয়া সহাস্যে) অসভ্যতা ? কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয় মিস্ রয়। পাগল-পারা, অঝোর-ঝরা প্রাণের হাসি যখন অসীমকে বুকে ধরতে অনল-গিরির দোতলবেগে বাইরে ছুটে আসে, তখন তার জগৎ-নাচানো উথলে-ওঠা, ক্ষ্যাপা অধর কিছুতেই রোধ করতে পারে না।

সুরমা। হিহিহি—আপনি বেশ। কিন্তু আমি যে একেবারে মুখখু, রমণী বাবু!

রমণী। আমার এই বুকের ভেতরের সেই চিরজাগ-অজানা কিছুতেই একথা আমাকে বলতে দিচ্ছে না—সুরমা। (জিভ্ কাটিয়া) আমি বিষম অন্যায় অন্যমনস্কে আপনার নামটা যে ধ'রে ফেললুম মিস্ রয়।

সুরমা। তাতে কি, তুমি বেশ করেছ। ওমা, আমি ও কি বলতে কি বলে ফেললুম।

রমণী। আবার বল, আবার 'তুমি' বল সুরমা!

সুরমা। তুমিই ভাল—ও আপনি, আপনি—ও আমার এমন বাধো বাধো ঠেকছিল! ও এই তোমার 'তুমি'র ভেতর দিয়ে, আপনহারা পাগল-ঝোরা সকল-চোরা কি যেন, কি যেন, কোথাকার কি এসে কি যে বুকটার ভিতরে ক'রে গেল—

রমণী। সুরমা, সুরমা!

সুরমা। আচ্ছা শুনলুম, তুমি যে পাখী শীকার করতে গিয়েছিলে?

রমণী। গিয়েছিলুম সুরমা; তোমাদের ওই পিয়াল্ গাছের ডালে বসা, একটা আনমনা ঘুঘুকে দেখে বন্দুকটি যেমন তুলেছি, অমনি তোমার গান আমার বুকে এমন এক মধুর নিঠুর আঘাত করলে যে সারা হাত খানা পর্য্যন্ত তাতে অবশ হয়ে গেল।

সুরমা। তামাসা করছ কেন ডাল্? আমি কি গাইতে জানি!

রমণী। সুরো-সুরো-সুরো—আমার সুরো! আর তুমি আমাকে যা বললে সুখী হও বল, কিন্তু দোহাই সুরো, আমাকে মিথ্যাবাদী ব'ল না। তোমার গান—অনেক মহিলার গান অবশ্য আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার গানের মত—তাইত সুরো, আবার পাছে আমাকে তুমি মিথ্যাবল বল—

সুরমা। চল, তোমার পাখী শীকার দেখিগে।

রমণী। (হাসিতে হাসিতে) নিষ্ঠুরতা? এই প্রাণ-পাগল-করা দিনে?

সুরমা। তাইত, তাহ'লে কি করা যায় !

রমণী। সুরো, তাহ'লে আর একটি—

সুরমা। গান ? কি বল, আমার গান কি
মার মত পণ্ডিতদের শোনাবার !

রমণী। যদি না শোনাও, সুরো, তাহ'লে
মি এমন একটা নিরাশার কথা—দারুণ যন্ত্রণা-
ক আবশ্যকতার তলায় পড়ে তোমাকে শোনাতে
য় হব।

সুরমা। গানে, না কথায় ?

রমণী। সুরো, আমার সমস্ত বুকটার আবেগ
য় অনুরোধ—

সুরমা। থামো বাবু, আমি গাইছি।

(সুরমার গীত)

মি গাইব এমন গান,
কবে না তার তান, লয়, থাকবে না তার মান।
কবে নাকো কোন ছন্দোবদ্ধ আমার গানে,
কবে নাকো এমন কথা, থাকবে গো যার মানে।
কবে শুধু একটি সুর, একটু ছড়ির টান।
বে এসো শুনবে এসো আমার নূতন গান।

রমণী। আজ আমি কোথায় ? কোন্ দুরন্ত
ন্তের নিলাজ পরিহাস আমার কানের কাছে
মৃদু অতি না-শোনা ভাষায় আমাকে এ কি
ছে। তুমি মাটিতে নও, তুমি আকাশে ; তুমি
পনে নও, তুমি প্রকাশে।

সুরমা। আর এ পাশে নয়, ও পাশে। বাবা
সছেন।— (নেপথ্যে-সুরো)

(রমণী শশব্যস্তে উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইল)

(মথুরমোহনের প্রবেশ)

রমণী। আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না শীকার
বেন।

সুরমা। চলুন না, এতে ত আমার খুব আনন্দ।

মথুর। কিগো বাবাজি, তুমি শীকারে গিয়েছ
নুম যে।

সুরমা। উনি আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে অনু-
ধ করছেন।

মথুর। বেশ ত, তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে,
ও।

সুরমা। তাহ'লে চলুন আমি—দূর ছাই, ভাল,

রমণী। রমণীবাবু।

সুরমা। চলুন রমণী বাবু, আপনার সঙ্গে
শীকার ক'রে আসি।

মথুর। বেশ ত বাবাজীর সঙ্গে যা'। তোরও
শীকার করার শক্তিটা বাবাজীকে একবার দেখিয়ে
দে। ভাল ভাল পাখী মেরে আনতে পারিস্—
নিজেই আবার রেঁধে ওঁকে খাইয়ে দিবি—

সুরমা। চলুন রমণী বাবু! দেখা যাক্, কে
ক'টা পাখী মারতে পারে।

রমণী। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া)
আ—প —নি !

সুরমা। আশ্চর্য্য হচ্ছেন ? চলুন না—দেখাই
যাক্। জগা-জগা ! আরে ম'ল জগা !

(জগবন্ধুর প্রবেশ)

মথুর। জগবন্ধু!

সুরমা। আমার রাইফেলটা এনেদে—
শীগ্গির।

জগ। কোথায় রেখেছ দিদিবাবু ?

সুরমা। আরে ম'ল, কোথায় থাকে জানিস্
না ? ন্যাকা হয়েছিস্ ?

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

আপনার সেটা কোথায় রেখেছেন বাবু ?

রমণী। আপনি—শী-কা-র—

(জগবন্ধুর বন্দুক লইয়া প্রবেশ)

সুরমা। আপনার ? (মুখের দিকে চাহিয়া)
বেশ, একটাতেই হবে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

মথুর। বেশী দেরী ক'রনা মা, ওঁকে আবার
আজই রাইনগর ফিরতে হবে। সামনে চৈত্র, আর
সময় নেই। (সহাস্যে) জগবন্ধু! ছোকরা বন্দুক
ছুঁড়তে জানে না।

জগ। তাই যেন মনে হচ্ছে বাবু।

মথুর। তুই যা, বাবুর স্নানটানের ব্যবস্থা করে
রাখ্।

জগ দিদিবাবুর সঙ্গে কি—

মথুর। ভবিতব্য জগা ভবিতব্য।

জগ। হ'লে কিন্তু মন্দ হয় না বাবু! ছেলেটি

মথুর। যা' তুই এখন জলটল ঠিক ক'রে রাখগে যা। ওরা সহরে ছেলে, দিঘীতে স্নান করতে ওদের ভয় করে।

(রমণীচরণের প্রবেশ)

কি বাবা, ফিরে এলে যে ?

রমণী। একটা বন্দুক নিতে এলুম—আর একটা ভুল হয়েছিল—

মথুর। কি ভুল বাবা ?

রমণী। সেটা যদিও অনেকটা মারাত্মক, তবু আপনার মহত্ত্ব সেটাকে অতি তুচ্ছভাবে গ্রহণ করবে, এটা আমি বোধ হয় আশা করতে পারি ?

মথুর। কি বলতে চাও, খুলে বল বাবা !

রমণী। আপনাকে—নমস্কারটা—

মথুর। (হাস্যে) কিছুনা, কিছুনা,—তাতে কি—তাতে কি—

রমণী। অন্তরের ধন্যবাদ—

[হাত তুলিয়া নমস্কার ও প্রস্থান।

মথুর। আরে ম'ল—এর চেয়ে বেটার নমস্কার না করাই যে ছিল ভাল। যাক্ বুঝতে পারছি, মেয়েটা শিখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা তাহ'লে তার মনে লেগেছে। তা হ'লেই হল।

চতুর্থ দৃশ্য

বনপ্রান্তস্থ পথ

রত্নেশ্বর ও মাধব

মাধব। নাও, এইবারে কি করবে তাই বল।

রত্নেশ্বর। তুমি কি ঠিক করলে মাধব দা ?

মাধব। তোমার ঠিকই আমার ঠিক। যদি বাবার স্থানে যেতে চাও, তাহ'লে এইখানে জলটল খাওয়া সেরে নিতে হবে। সুমুখে ওই জঙ্গল, ছ'কোশের ভেতরে আর লোকালয় নেই। আর যদি বীরনগরেই যাওয়া স্থির কর, তাহ'লে আরও কোশ খানেক গিয়ে চটি পাব, সেইখানে গিয়ে বিশ্রাম করি।

রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর দেখতে যাওয়া এখন আমার ঠিক হয় কি মাধবদা ?

মাধব। সে তুমি যে রকম ভালো বুঝবে করবে ভাই। কিন্তু আমার পক্ষে যাবার যোগ্য সময় এমন আর কখনও হয়নি। শুধু হয়নি কেন, হবে না ভাই। আমি বাবা রত্নেশ্বরের দয়ায় তোমাকে পেয়েছি।

রত্নেশ্বর। হুঁ। আমিও যে তোমাকে পেয়েছি মাধবদা ! এমন পাওয়া ত আর কখন পাব না।

মাধব। যদি বাবাকে দেখে দেশে যাও, তাহ'লে দিন দশেকের দেরি।

রত্নেশ্বর। আমার যে দাদা এক লহমা দেরি সইছে না।

মাধব। তাহলে দেখেই যাই চল ভাই।

রত্নেশ্বর। আচ্ছা মাধবদা, তুমি যাওনা কেন।

মাধব। আর তুমি ?

রত্নেশ্বর। আমি আগে চলে যাই।

মাধব। আগে গিয়ে কি করবে ?

রত্নেশ্বর। আমার সেই ভাঙ্গা অট্টালিকা আগে দেখব, যেখানে আমি জন্মেছি।

মাধব। তুমি পাগল !

রত্নেশ্বর। তোমার অপেক্ষায় এইখানে কোথা থাকি।

মাধব। সে পরামর্শ মন্দ নয়। তবে—

রত্নেশ্বর। আবার 'তবে' কেন মাধব দা ! কেউ কি আমাকে দশটা দিনের জন্ত ঠাঁই দিতে পারবেনা !

মাধব। তা কেন ভাই, আমি যে তোমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারবনা। তোমাকে ছেড়ে সেখানে গেলে বাবাকে আমার দেখাই হবেনা ভাই !

রত্নেশ্বর। চল মাধবদা রত্নেশ্বর দেখবো।

মাধব। বেশ, এইখানে একটু তাহ'লে বসো। আমি গাঁয়ে ঢুকে জলযোগের কিছু ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে আসি।—দেখো যেন ফস্ ক'রে কোথাও উঠে যেয়োনা। তুমি যে পাগল। হাসলে চলবে না, যাবেনা বল।

রত্নেশ্বর। আমি বললেই তোমার বিশ্বাস হবে ?

মাধব। নিশ্চয়, তুমি যে রত্নেশ্বর !

রত্নেশ্বর। তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মাধবদা আমি এস্থান ছেড়ে কোথাও যাবনা।

[মাধবের প্রস্থান।

...ড়ী নেই, ঘর নেই, আত্মীয় স্বজন থেকেও নেই, ...ম্পত্তি নেই—নাম? তাই বা কই? কে আমাকে ...কুর রঘুরামের ছেলে ব'লে স্বীকার করবে? কিন্তু ...ত্নেশ্বর, তুমি আছ, আর তোমার দেওয়া অমূল্যদান ...বে আছে। তা'হ'লে, নাম আছে, সম্পত্তি ...াছে, আত্মীয় স্বজন, বাড়ী ঘর—সব আছে।

(পথিকগণের প্রবেশ)

১ম, প। তাইতরে তাই, কি অদৃষ্ট, এবারে ...ত্নেশ্বর দেখা হ'ল না!

২য়, প। আর, রত্নেশ্বর এখন মাথায় থাকুন। ...গে গাঁয়ে ঢুকে প্রাণ বাঁচাই চল্।

রত্নেশ্বর। তোমরা কোথা থেকে আসছ ভাই?

১ম, প। তাইত, তুমি এখানে কে?

২য়, প। উঠে পড়, উঠে পড়।

রত্নেশ্বর। কেন ভাই?

১ম, প। বলবার সময় নেই, উঠে পড়্ ভাই, ...ঠে পড়্। নইলে এখনি বাঘের মুখে যাবি।

২য়, প। মানুষ খেকো বাঘ—আমরা বাবার ...নে যাচ্ছিলুম। যেতে পারলুম না।

১ম, প। উঠে পড়্—আরে গেল পাগল নাকি ...ওঠ ভাই ওঠ্।

রত্নেশ্বর। বাঘ চিরকালই মানুষ খায়—ঘাস ...কো আবার কবে হয় সে?

২য়, প। পাগল, দেখছিস্ না।

১ম, প। তবে চল্ ও হতভাগার জন্যে আমরা ...রি কেন?

[পথিকগণের প্রস্থান।

রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর! জেগে থাকো! শুনছো ...ব মানুষ-খেকো—কিন্তু তুমি কথা দিয়েছ।

(নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

রত্নেশ্বর। (উঠিয়া দাঁড়াইল) না হ'লনা— ...ধবদা আমাকে বেঁধে রেখে গেছে।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। উঠে এস, উঠে এস।

রত্নেশ্বর। কেন মাধবদা?

মাধব। উঠে এস ভাই, আগে উঠে এস, ...ঘ বেরিয়েছে।

রত্নেশ্বর। শুনেছি মাধবদা, শুনেছি। সেটা ...

মাধব। শুনে, বসে আছ!

রত্নেশ্বর। একদল লোক, গাঁয়ের দিকে পালিয়ে গেল।

মাধব। দেখে বসে আছ! (রত্নেশ্বর হাসিল) তুমি কি—তুমি কি! আমার কাছে কথা দিয়ে আবদ্ধ হয়ে বসে আছ?—ওঠ ভাই, এইত আমি এসেছি; এইবারে ওঠ।

রত্নেশ্বর। উঠে কোথায় যাব মাধবদা?

মাধব। আপাততঃ গাঁয়ে আশ্রয় নিই। তারপর দেশেই যাই চল—রত্নেশ্বর দর্শনেত আর যাওয়া হ'লনা!

রত্নেশ্বর। কেন হ'লনা?

মাধব। এই কথা শুনে আরত তোমাকে নিয়ে যেতে সাহস করিনা।

রত্নেশ্বর। মাধবদা আমি রত্নেশ্বর দেখতে যাব।

মাধব। এইকথা শুনেও? বেশ, গাঁয়ের কারও কাছ থেকে একখানা হেতিয়ার জোগাড় করিগে চল।

রত্নেশ্বর। মাধবদা। আমি এইখান থেকেই যাব।

মাধব। এইখান থেকে মানে কি? এই শুধু হাতে? আত্মরক্ষার জন্য একটা লাঠি পর্য্যন্ত না নিয়ে?

(নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

রত্নেশ্বর। মাধবদা! ওই আবার বন্দুক—

[বেগে প্রস্থান।

মাধব। দাঁড়াও—দাঁড়াও! এ পাগলকে নিয়েত ভালা মুস্কিলে পড়লুম! শুধু হাতেই বাঘের মুখে যাবে নাকি! দাঁড়াও—দাঁড়াও।

পঞ্চম দৃশ্য

বন-প্রান্ত

(দুইদিক দিয়া রমণী ও সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। এই দেখ রমণীবাবু; আপনি আসতে না আসতে আমি দু'টো পাখী শীকার ক'রে

রমণী। আবার আপনি ?

সুরমা। আসুক না সে শুভদিন, এত ব্যস্ত কেন ? এখনও ত আমার ভয় যায়নি। যেহেতু আপনি সহুরে আর আমি জঙ্‌লি। শেষকালে কোথাও কিছু নেই, কেবল আমাকে অসভ্য মনে ক'রেই চলে যাবেন। যাক্ আমি দু'টো শীকার করলুম, আপনাকে এইবারে একটা শীকার করতে হবে।

রমণী। আপনি অদ্ভুত—

সুরমা। এখনি অত সুখ্যাতি করবেন না—রমণী কথাটা এখন নয়! আপনিও একটা পাখী আগে মারুন। তখন দুইয়ের সুখ্যাতি এককথায় হয়ে যাবে। আপনিও যেমন আমাকে বলবেন অদ্ভুত রমণী, আমিও অমনি জবাব দিতে বলে উঠবো—অদ্ভুত রমণী! নিন্—ধরুন। আমি এতে টোটা ঠিক ক'রে দিয়েছি, ধরুন—বা! বর রমণীবাবু!

রমণী। সুরমা! আজ এই আমার বুকভরা আনন্দের মুহূর্ত্তে—

সুরমা। জীব হত্যা করবেন না ?

রমণী। করা কি উচিত ? ওই বসন্তের ইঙ্গিত চোখে-ধরা, কুঞ্জের আড়ালে-বসা আপন হারা পাখী—

সুরমা। ওসব কথা এখানে ভাল লাগছে না ভাল বাবু। ও ব'সে ব'সে শোনবার সময় আছে, জায়গা আছে। এখানে আমি বীরাঙ্গনা। এখানে আপনাকে দেখতে চাই বীর।

রমণী। ও সুরমা—সুরমা—সুরো!

(হাত ধরিতে উদ্যত)

সুরমা। ওকি! হাত ধরতে আসছেন কেন ? চারিদিকে আমার প্রজা। যদি আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ নাই হয়।

রমণী। হাত ধ'রে, চাইতেছিলুম ক্ষমা।

সুরমা। বুঝতে পেরেছি, আপনি বন্দুক ছুঁড়তে জানেন না।

রমণী। জানিনা বললে সত্যকে কিছু নির্লজ্জ ভাবে গোপন করা হয়।

সুরমা। ভেৎ—গোপন করা, নির্লজ্জভাবে—ওসব কি ? একবারে বল জান কিনা।

রমণী। যদি বলি জানি, তাহ'লেও সত্যের পাশ দিয়ে মিথ্যাটা এমন একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে চলে যায়—

সুরমা। (হাসিয়া) বেশ, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

রমণী। আজ আমাকে ক্ষমা কর।

সুরমা। কতক্ষণ লাগবে—আপনি পণ্ডিত মানুষ, এখনি বন্দুক ছোঁড়া শিখতে পারবেন। (রমণীচরণ করজোড়ে অসম্মতি জানাইল) আমার কাছে শিখতে কি আপনার লজ্জা বোধ হচ্ছে ?

রমণী। (রমণীচরণ সসম্ভ্রমে জিভ্ কাটিল) তা যদি বলেন, তা হ'লে—

সুরমা। বলাবলি নেই রমণী বাবু, ও আমিও বুঝি না, ভালও বুঝি না, আর তোমার আইবুড়ো থেতাবও বুঝিনা, যতদিন পর্য্যন্ত আমার সুমুখে অন্ততঃ তুমি একটাও পাখী শীকার করতে না পারবে, ততদিন আমাদের বিয়ে হচ্ছে না।

রমণী। তাহ'লে (বন্দুক লইয়া) অয়ি, মধ্যযুগের সেই জগৎ কাঁপানো ক্ষাত্র শক্তি—সেই পৃথ্বী, সেই বাপ্পা, সেই রাণাপ্রতাপ—আমার হৃদয়ে জেগে ওঠো।

সুরমা। আর জেগে উঠেছে—ছেড়ে দাও

রমণী। সুরমা! অনুরোধ রাখবো না।

সুরমা। পাখী তোমার ক্ষাত্র-শক্তির আস্ফালন দেখে পাখা ঝাড়ছে। ঘোড়া টিপ্‌লে নিজেই মরে যেতে বাবু!

রমণী। এরূপ বীরের মরায় বাধা দিয়ে না মিস্ রয়।

সুরমা। আমারও যে মরবার সম্ভাবনা হয়েছে মিষ্টার ভাল। ঘোড়া টিপলে গুলি কোন দিকে ছুটবে তাতো বুঝতে পারছি না।

(নেপথ্যে।—'বাঘ বাঘ'। চতুর্দ্দিকে 'বাঘ বাঘ' শব্দ)

রমণী। অ্যাঁ অ্যাঁ!—

সুরমা। ন'ড়না বাবু, ন'ড়না, নড়লেই মরবে

(নেপথ্যে। 'ভয় নেই—ন'ড়না—ন'ড়না। গুৎ মেরেছে'।)

এই মুখে চেয়ে দাঁড়াও—ভয় নেই—দাঁড়াও।

(বেগে রত্নেশ্বরের প্রবেশ ও সুরমার হস্ত হইতে অতর্কিত ভাবে বন্দুক লইয়া প্রস্থান। রমণীর ভূমিতে পতন)

(মথুরমোহনের প্রবেশ)

মথুর। ফেরো—ফেরো যুবক—ফেরো। মারা গেলে।

সুরমা। কে বাবা, উনি কে?

মথুর। তুমি জান না?

সুরমা। আমি যে এখনো তার মুখ দেখিনি বাবা!

মথুর। সুরমা! তোমাদের বিপদ কেটে গেছে। যাও, এই রমণীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে।

সুরমা। তুমি?

মথুর। আমি যে মথুরমোহন।

সুরমা। তুমি যে বৃদ্ধ বাবা।

মথুর। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। ওই কে, কোথা থেকে উড়ে এসে তোমার জীবন রক্ষা ক'রে উড়ে গেল। একবার সে লোকটাকে দেখবার ক্ষমতাও কি আমার নেই! [প্রস্থান।

সুরমা। আমিও ত তোমার কন্যা। আমারও সে ক্ষমতা নেই! [প্রস্থান।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। দাঁড়াও মা, দাঁড়াও—আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

(রমণীর পলায়ন) [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন।

[মৃত ব্যাঘ্রের উপরে দক্ষিণ পদ রাখিয়া, বাম হস্তে বন্দুক ধরিয়া দণ্ডায়মান রত্নেশ্বর। কলেবর রক্ত।]

(মথুরমোহনের প্রবেশ)

মথুর। কে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ! পাখমারা বন্দুকে এই প্রকাণ্ড বাঘ শীকার করলে। যা অনেক ব্যাঘ্র-শীকারী আমিও আজ পর্যন্ত করতে সাহস করিনি। দেখ-না মল্ল যুদ্ধও যে করতে হয়েছে।

রত্নেশ্বর। একটু করতে হয়েছে বাবা।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। বাবা, বাবা—দেখতে পেয়েছ তাকে? রত্নেশ্বরকে দেখিয়া বিস্ময়ভাবে তার পানে

(মাধবের প্রবেশ)

রত্নেশ্বর। মাধবদা, মাধবদা। যারা রত্নেশ্বর দেখতে এসে, প্রাণভয়ে ফিরে গেছে, তাদের আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

মাধব। দেব ভাই, একটু তোমাকে দাঁড়িয়ে দেখি।

সুরমা। তাইত বাবা, এ রকম বীর ত কখন দেখিনি।

মথুর। এখানে দাঁড়িয়ে দেখলে ত চলবে না মা। ঘরে নিয়ে তোর জীবনদাতার জীবন রক্ষা কর।

সুরমা। আমাদের বাড়ীতে আসুন।

রত্নেশ্বর। কি করব মাধবদা?

মাধব। যাবে, আবার কি করবে।

রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরের মন্দিরে যাবার কি হবে?

মাধব। পাগলামি রাখ, মা আবাহন করছেন, আগে ওঁদের বাড়ী চল।

সুরমা। একবার চল—থাকতে ভাল না লাগে, চলে আসবে।

রত্নেশ্বর। মাধবদা!

মাধব। আবার মাধবদা। একবার যদি না যাও, সত্যি বলছি, তোমার সুমুখে আমি পাথর মাথায় মেরে মরব।

সুরমা। আমরাও রত্নেশ্বরে যাব গো।

রত্নেশ্বর। চল।

মথুর। হাত ধর্—দেখছিস্ কি, পাগলের গা টলছে।

[সুরমা রত্নেশ্বরের হাত ধরিল, রত্নেশ্বর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলিন্দ

কৃত্তিবাস ও মথুর

কৃত্তি। মেয়ের দোষ কি রায়! সমস্ত দোষ, [illegible] তোমার। ওই বীরত্ব তার ওপর.

মথুর। তুমি ত এসেছ রাজা, নিজের চোখেই দেখনা—

কৃত্তি। তোমাকে আর অত বলতে হবে না, আমি বুঝতে পারছি—তোমার দেখাতেই আমার দেখা হয়েছে। তবে আর বলছি কি, যত কিছু দোষ—সব তোমার। ওই বীর্য্যশালী রূপবান যুবা, আইবুড়ো মেয়ে—যুবতী, চোখ ফুটেছে—সে যদি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তাতে আমি ত বালিকার কোন দোষ দিতে পারি না।

মথুর। আমি কর্ত্তব্য মনে ক'রে—

কৃত্তি। দূর তোমার কর্ত্তব্য—ছ'ছুটো দিন মেয়েকে একটা বংশ-পরিচয়হীন ছেলের সেবায় নিযুক্ত রাখা হ'ল তোমার কর্ত্তব্য? ছ'দিন ছ'রাত তারা ছ'জনে নির্জ্জনে। সেব্যসেবকের ভিতরে এর মধ্যে কত গোপন কথা হ'য়ে গেছে, তা কি তুমি জানো?

মথুর। তাইত! এখন বুঝতে পারছি, কাজটা আমার ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। তোমার এ সম্বন্ধকে কিন্তু ভাই—

কৃত্তি। তুমি কি পাগল হয়েছ ভাই। আমার ভাগনীকে ওই কাপুরুষটার হাতে তুলে দেবো? আমি রাজা শ্রীনিবাসের ছেলে নই? তুমি কি ক'রে আমার ভ'গনীকে পেয়েছিলে? রাগ ক'রনা—তোমার কি দেখে বাবা তোমাকে কন্যা দিয়েছিলেন? না ছিল ঘর, না ছিল এক কাঠা জমি, না ছিল একদিন-ও চলবার অন্ন। ছিল বংশ, আর তার উপর ছিল তোমার বীরত্ব। আমি যদি বেঁকে বসতুম, তাহলে কি আমাদের বাড়ীতে তোমার বিয়ে হ'ত?

মথুর। যা খুসী তাই কর ভাই—তোমার ভগিনী মরবার পর থেকে আমার মাথায় আর কিছু নেই।

কৃত্তি। যা খুসী তাই করব কেন, যা কর্ত্তব্য তাই করব। তোমার মাথা খারাপ হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! দিদির কথা মনে হ'লে, আমারই বা কি মাথা ঠিক থাকে। যমজ ভাই বোন—হয়ত সে আধ ঘণ্টার বড়। কিন্তু ওই আধঘণ্টার গুরুত্ব নিয়ে, সে মায়ের মতন আমাকে শাসন ক'রে গেছে। সে আমাকে অনুরোধ না করলে আমি কি ছাই আবার বিয়ে করতুম? সেইত আমার এই দুর্দ্দশা করে গেছে। দিব্যি রাধারমণ, অতিথি, অভ্যাগতের সেবা নিয়েছিলুম। যে জন্ত বিবাহ করা—সন্তান—তা তারও হ'লনা, আমারও হ'ল না।

মথুর। নাও ভাই, চল, বিশ্রাম নেবে। য[illegible] আমার ভাগ্যক্রমে অনেক কাল পরে তোমা[illegible] পেয়েছি, তখন আজ আর তোমাকে কিছুতে ছাড়[illegible] না। এখানে থেকে, বিশ্রাম নিয়ে, আমাকে রক্ষ[illegible] একটা উপায় স্থির ক'রে, যেতে হয়, যাবে ক[illegible] বৈকালে।

কৃত্তি। থাকবার যে যো নেই রায়।

মথুর। পৃথিবী একদিকে, আর আমি এ[illegible] দিকে। যদি যাও, তাহ'লে সত্যই জানবো, মু[illegible] আর কেউ নেই।

কৃত্তি। আমি এসেছি কেন জানো?

মথুর। তা কি আর বুঝতে পারিনি [illegible] আমি কি এতই বোকা। রাণী তার ওই [illegible] ভাইটার জন্ত তোমাকেই আমার কাছে ওকাল[illegible] করতে পাঠিয়েছে।

কৃত্তি। এত বড় 'দিভ যে, তোমাদের [illegible] আসারও অপেক্ষা করতে পারলে না। তোমা[illegible] কি হ'ল এ জানতেও তার সাহস হ'ল না!

মথুর। বোঝ দেখি ভাই! তুইত লেখা[illegible] শিখেছিস্। মূর্খ হ'লে না হয় কথা থাকতো।

কৃত্তি। দূর্, দূর্—ওর লেখাপড়ার [illegible] আগুন।

মথুর। বাড়ীতে ফিরে আবার উল্টো ভা[illegible] এসে যাকে জিজ্ঞাসা করি, রমণীবাবু কোথ[illegible] কেউ বলতে পারেনা কোথায় সে। তখন, [illegible] বলছি, ভাবনা হ'ল রাজা, আর একদিক [illegible] আর একটা বাঘ এসে তাকে তুলে নিয়ে [illegible] নাকি!

কৃত্তি। ছি ছি ছি—আমার পর্য্যন্ত মা[illegible] হেঁট করিয়ে দিয়েছ!—যে লেখা পড়ায় [illegible] স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে, সে লেখ[illegible] শেখাকে ধিক।

মথুর। কেন, গিয়ে সেখানে কিছু কি বলেছে নাকি?

কৃত্তি। আমি রাণীর ওকালতি করতে ব্যস্ত হয়ে আসিনি রায়, সে যা ওকালতি ক[illegible] ওই চিঠিতেই করেছি। সে সেখানে গিয়ে লোককে বলেছে—তুমি ধাঙড়, আর তোমার সাঁওতালনী। সে এর পরে হাকিম হবে,

জজ, মেজেষ্টার, ব্যারেষ্টারের মেয়েরা তার বাড়ীতে তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এসেই তাকে দেখবে একটা বুনো অসভ্য সাঁওতালনী! দেখেই স্যাকণ্ড করতে গিয়ে তারা হাত গুটিয়ে নেবে। আর সাহেব-সমাজে মাষ্টার তাদের পশার একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।

মথুর। তা সে মিছে বলেছে কি ভাই, তারা একে সহুরে, তায় পাশকরা সভ্য। তাদের তুলনায় আমরা ধাউড় সাঁওতালইত বটি।

কৃত্তি। সে জন্ত কি এসেছি রায়, সেত আমিও তার কাছে ধাউড়। আমার জানবার বড়ই কৌতূহল হ'ল—পয়সা পেলে সত্যি সত্যি সাঁওতালিনী বিয়ে করতে যাদের কোনও আপত্তি হয় না, সেই সব ডাল পালার একজন দশ বারো-হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির ওপর হঠাৎ এত চটে গেল কেন!

মথুর। যা যা ঘটেছে, সমস্তই ত তোমাকে খুলে বললুম রাজা!

কৃত্তি। যাক্, আমিত ভুল ক'রেই ছিলুম, এখন তুমিও ঠিক করেছ কি না বুঝতে পারছি না।

মথুর। তুমি যখন এসেছ, তুমিই বোঝ। কিছু করতুম, তোমাকে না জানিয়ে ত করতুম না।

কৃত্তি। ঠাকুর রঘুরাম সিংহের ছেলে, এ কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

মথুর। বিশ্বাস করলুম।

কৃত্তি। ওই ছোকরার কথায়?

মথুর। না। সে কোনও পরিচয় দেয়নি।

কৃত্তি। তবে?

মথুর। ওর যে সঙ্গী, সে বলেছে। প্রথমে বলতে চায়নি। আমি নিতান্ত জেদ ধরাতে বলেছে।

কৃত্তি। ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?

মথুর। একবার। পাঁচ সাতবার। অভয় দিয়ে, কথা প্রকাশ হবে না বললুম—পরিচয় দিলে না। জিজ্ঞাসা করলেই বলে, মাধবদাকে জিজ্ঞাসা কর। শেষে মাধবের কথা নিয়ে তাকে বললুম, তুমি অমুকের ছেলে। শুনে বললে, আমি জানিনা মাধবদা জানে।

কৃত্তি। মহৎ বংশের ছেলে তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু কেমন ক'রে ওর বংশ-পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করি রায়? পরিচয় ওর এখন অগাধ সমুদ্রের তলায় ডুবে গেছে।

মথুর। মহাত্মা শ্রীনিবাসের ছেলে রাজা কৃত্তিবাসও সেটা তুলতে পারবে না?

কৃত্তি। তুমি পাগল—কন্যাস্নেহে মুগ্ধ।

মথুর। কন্যাস্নেহে অন্ধ নই রাজা, যখন জানি শক্তিমান্ সদ্‌বিবেচক স্নেহশীল ওর মামা আছে। ছোঁড়াটার মোহে আমি অন্ধ হয়েছি।

কৃত্তি। যাও, ফিরে যাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তবু আজ আমি থাকবো।

মথুর। রক্ষা কর ভাই। এ বিষম বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার না ক'রে, হাজার তোমার প্রয়োজন থাক, তুমি যেতে পাচ্ছ না।

কৃত্তি। তাহ'লে—বুড়ী কোথায়?—এ সেই ছোকরার কাছেই রয়েছে নাকি?

(জগবন্ধুর চুলের মুঠী ধরিয়া সুরমার প্রবেশ)

জগ। ওরে বাবারে গেছি—গেছি। ছাড়ো-ছাড়ো—

সুরমা। চল্ চল্—পাজী, আগে চল্।

মথুর। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

সুরমা। আগে বাবুর জন্যে তামাক নিয়ে যা।

জগ। রাজা হুজুর—রাজা হুজুর!

(সুরমা হাত ছাড়িয়া কৃত্তিবাসকে দেখিল। প্রণাম করিল)

সুরমা। (কৃত্তিবাসকে জড়াইয়া) কখন এলে মামা?

কৃত্তি। ওকে ঠেঙাচ্ছিলি কেন বুড়ী?

জগ। আজ্ঞে রাজা সাহেব, হুজুর আপনার জন্যে তাড়াতাড়ি পা ধোবার জল, তামাক আনতে বলে দিলেন, আমি তাই আনতে ছুটেছি, পথে দিদিমণি আমাকে বললে, বাবুকে তামাক দে! আমি রাজা সাহেবের নাম ক'রে বললুম, তিনি এসেছেন, আগে তাঁর পা ধোবার জল দিয়ে এখনি আসছি।

কৃত্তি। বুঝেছি, পাজী বেটা, আমার পা ধোবার জল আগে, না বাবুর তামাক আগে? যা, এখনি তাকে তামাক দিয়ে আয় —

জগবন্ধু প্রস্থানোদ্যত)

আর শোন্, খবরদার আমার পরিচয় যেন বাবুর কাছে তুলিসুনি।

রায়। তুমি এখন তোমার কাজ করগে।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

মথুর। তামাক টামাক আমি ঠিক করিয়ে রাখছি, তুমি এসো রাজা।

সুরমা। মামা, আমি তোমাকে তামাক সেজে খাওয়াব।

কৃত্তি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন রায়—তোমার চেয়ে আমার বিপদ কম নয়—যাওনা।

[মথুরের প্রস্থান।

সুরমা। বিপদ কি মামা?

কৃত্তি। একটা বিপদে পড়া গেছেরে বুড়ী,—

সুরমা। তোমার বিপদ, বাবার বিপদ—

কৃত্তি। আমার বিপদ হ'লেই তোর বাবার, তোর বাবার বিপদ হ'লেই আমার।—যা একখানা আধময়লা কাপড় আমাকে এনে দে দেখি।

সুরমা। বুঝেছি।

কৃত্তি। কি বুঝেছিস্?

সুরমা। তা বিপদ কেন মামা, সেত চলে যাচ্ছে।

কৃত্তি। চলে যাচ্ছে!—কোথায়?

সুরমা। আপাততঃ বোধ হয় রত্নেশ্বরের মন্দিরে। তার পর কোথায় যাবে, কেমন ক'রে বলব।

কৃত্তি। এখনি যাচ্ছে?

সুরমা। এতক্ষণ চলে যেতো, শুধু মাধবদা'র অপেক্ষায় বসে আছে।

কৃত্তি। 'মাধবদা' কে?

সুরমা। আমার নয়, তার মাধবদা।

কৃত্তি। তোরও মাধবদা। তা এত শীগ্‌গির চলে যাচ্ছে কেন? তুই কি অযত্ন করেছিস্?

সুরমা। সেবা ত করেছি, তাতে যত্ন হয়েছে কি অযত্ন হয়েছে কেমন ক'রে বুঝব! তবে সে জন্ত সে চলে যাচ্ছে না।

কৃত্তি। আবার কি এখানে আসবে?

সুরমা। তাই বা কেমন ক'রে বলব।

কৃত্তি। তুই কি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলি?

সুরমা। না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি, সেও আমাকে বলেনি।

কৃত্তি। হুঁ! সে জন্ত যাচ্ছে না বললি, কি জন্ত যাচ্ছে? চুপ ক'রে রইলি কেন?

সুরমা। কি জন্ত সে থাকবে? সে যাচ্ছিল রত্নেশ্বর দেখতে। মাঝে দু'দিন অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আবার সুস্থ হয়েছে, চলে যাচ্ছে।

কৃত্তি। এ ক'দিন তোর সঙ্গে কোনও কথা-বার্ত্তা হয়েছিল?

সুরমা। দু'দিন ত জ্বরে সে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, কথা হবে কি করে?

কৃত্তি। আজ? আজ ত সে সুস্থ হয়েছে।

সুরমা। কই, এমন বিশেষ কথাত কিছুই হয় নি।

কৃত্তি। আমাকে কি তুই গোপন করছিস্ বুড়ী?

সুরমা। কেন মামা?

কৃত্তি। তিন দিন দু'জনে মুখোমুখি বসে রইলি,—

সুরমা। মুখোমুখি বসে থাকব কেন মামা! আমার জীবন রক্ষা করতে এসে, তার জীবন না যায়, এই জন্ত ভগবানকে ডেকে তার সেবা করেছি।

কৃত্তি। পরিচয়—তাও কি জানতে চাস্‌নি?

সুরমা। জানতে চাওয়া কি উচিত মামা?

কৃত্তি। যা, আমাকে একখানা আটপৌরে কাপড় এনে দে।

সুরমা। কেন মামা?

কৃত্তি। কেন, তা তোকে কি বলব! আমি কি তোর বাবার বাড়াতে রাজাগিরি করতে এসেছি?

সুরমা। বুঝেছি।

কৃত্তি। কি বুঝেছিস্?

সুরমা। তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে। সে জানবে না আমার মামা রাজা।

কৃত্তি। দেখিস্ মা, আমার পরিচয় যেন সে কোন রকমে না জানতে পারে।

সুরমা। জানলে দোষ কি হবে মামা?

কৃত্তি। আমি আগে জানি, সে দেবতা কি মানুষ, কি ভূত। সে তার পরিচয় যখন জানালে না, আমারই বা পারচয় সে জানবে কেন?

সুরমা। মামী কেমন আছে মামা?

কৃত্তি। এতক্ষণ পরে বুঝি তোর মামীকে মনে পড়ল?

সুরমা। আর রমণীমামা? তা তিনি চলে গেলেন কেন, কাউকে আমাদের না ব'লে?

কৃত্তি। মামী আর তার ভাই হ'ল 'তিনি' আর আমি হলুম তুমি!

সুরমা। মামা, আমি তোমাকে তামাক সেজে খাওয়াবো!

কৃত্তি। তা হ'লে আর দেরি করিস্‌নি, এখনি ও সে চলে যেতে চাচ্ছে, বললি।

[সুরমার প্রস্থান।

আর কাপড়ের কথা যেন ভুলিস নি। এত চমৎকার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

রত্নেশ্বর

রত্নেশ্বর। মনে হচ্ছে, দু'টো দিন যেন আমার বয়স থেকে উড়ে গেছে। জেগে উঠে দেখি তুমি! তাইত, দু'টো দিনই কি তুমি অমনি ক'রে আমার পায়ের কাছটিতে বসে ছিলে? তাহ'লে, তাহ'লে? তুমি-তুমি-তুমি! দূর ছাই, এক ছিলুম তামাক খেতে না পেলে, (মাথায় হাত দিয়া) এটা আর ঠিক হচ্ছে না। এখন আর তুমি নয়, এখন তামাক, চাই তামাক।

রত্নেশ্বরের গীত

ত্বরা করে এসো জগবন্ধু হে আমি বসে আছি
পথ চেয়ে।
পেটটা আমার ফুলে গেলো তামাক না খেয়ে।
কল্‌কে ভরা বিষ্ণুপুরী, তার উপরে তাওয়া,
তার উপরে গুলের আগুন, তার উপরে হাওয়া—
এসো এসো জগবন্ধু কৃপাসিন্ধু গুড়গুড়টী নিয়ে।
আর, যদি পারো, আমার সময় সঙ্গে করে—ইয়ে॥

(পশ্চাৎ হইতে সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। জগবন্ধু এলোনা, ইয়ে এসেছে। (রত্নেশ্বর মুখ ফিরাইল) নাও, তামাক খাও।

রত্নেশ্বর। তামাকেও তুমি!

সুরমা। কি করি, জগবন্ধু আসতে পারলে না। সে তোমার জন্য তামাক সেজে আনছিল, আসতে আসতে গোলমাল হয়ে গেল। বাবার এক আত্মীয় হঠাৎ আজ এসে পড়েছে—

রত্নেশ্বর। তুমি তামাকও সেজে আনলে!

সুরমা। তোমার জন্য কি সেজেছিলুম! সেজেছিলুম তার জন্যে।—মামা।—আমি তাকে মামা বলি। আমার আসল মামা রাজা কৃত্তিবাস।

রত্নেশ্বর। বল বল, আমি বুঝতে পারছি।

সুরমা। রাজা কৃত্তিবাসকে জানো?

রত্নেশ্বর। তাকে আর জানিনা? আমার আগেকার মনিব তার প্রজা।

সুরমা। আমার সে মামাকে তুমি দেখেছ?

রত্নেশ্বর। আমি তাকে কেমন ক'রে দেখবো —ই—

সুরমা। ইয়ে! ইয়ে কি? আমার নাম বলতে পারনা?

রত্নেশ্বর। আর বলা, তুমি আজন্মই আমার কাছে ইয়ে হ'য়ে রইলে।

সুরমা। কেন? আমার মামা রাজা শুনে? কেন, আমিত আমার বাবার মেয়ে। বাবাও ত আমার কম লোক নয়—রাজা না হ'ক একটা জমীদার ত বটে। বাবা তোমাকে ভালবাসে।

রত্নেশ্বর। আমাকে তোমার বাবা ভালো বেসেছে!

সুরমা। বেসেছে কি! সেত প্রথম দিনে যেমন দেখা—নইলে আমাকে তোমার হাত ধ'রে আনতে হুকুম করে? বেসেছে কি, ভালোবাসে—আমার চেয়েও।

রত্নেশ্বর। তাইত ইয়ে।

সুরমা। ওগো ইয়ে, তামাক খাও।

রত্নেশ্বর। সুরমা!

সুরমা। আঃ! বাঁচলুম, একটা মেয়েলি পুরুষ আমার নামটাকে বারবার মুখে উচ্চারণ ক'রে এমন উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছিল যে, নিজেকেই নিজের 'ইয়ে' বলতে ইচ্ছা হয়েছিল। যাক্‌, তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে এতক্ষণ পরে নামটা আবার শুদ্ধ হয়ে গেল।—

রত্নেশ্বর। তোমার বাবা আমাকে ভালোবাসে!

সুরমা। আমার চেয়েও—বুঝ্‌তে পারছনা, না চাচ্ছনা ?

রত্নেশ্বর। বুঝতে ভরসা করছিনা সুরমা। শুনলুম, দু'টো দিন রাত তুমি পাশে ব'সে আমার সেবা করেছ।

সুরমা। দাসীর মত—বাবার হুকুমে। তুমি কি বুঝতে পারনি ?

রত্নেশ্বর। আবছায়ার মত—যেন ছবি। বুঝতে পারলে কি, আমি তোমাকে সেবা করতে দিতুম সুরমা ?

সুরমা। তামাক খাও। আর, দু'খানা গাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছি। গাড়ীতে যেতে চাও গাড়ী; পাল্‌কিতে যেতে চাও, পাল্‌কি; ঘোড়ায় যেতে চাও, ঘোড়া। যাতে যেতে তোমার পছন্দ।

রত্নেশ্বর। আমি হেঁটে যাব সুরমা।

সুরমা। বেশ, তোমার যা ইচ্ছে। এখন তামাক খাও। কিন্তু খেয়ে ভা'ল সেজেছি, কি মন্দ সেজেছি, বলতে হবে। মন ভোলানো কথা বললে চলবেনা—(পিঠে হাত দিয়া) বুঝেছ ? বলতে বলতে ভুলে গেছি। এ তামাক সেই মামার জন্য সেজেছিলুম। মামা খেলে না। বল্‌'ল 'তুই কি তামাক সাজতে জানিস্‌' ? ব'লে, তোমার জন্যে যে সাজা তামাক—জগা বেটা করেছিল—তাই নিয়ে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে। রাগে আমি তোমাকে খাওয়াতে নিয়ে এসেছি।—খাও—তামাক তামাক ক'রে হেদিয়েছিলে যে! সে জন্য আমি জগা বেটাকে মারলুম, আনতে দেরি করেছিল ব'লে।—ওমা! করেছ কি! পিঠের পটি খুলে ফেলেছ—বুকেরও খু'লে ফেলেছ!

রত্নেশ্বর। পিঠ যাক্‌, বুক যাক্‌—সব যাক্‌! তোমার বাবা আমাকে ভালোবাসে!

সুরমা। বাবাকে গিয়ে কি, বারণ ক'রে আসব!

রত্নেশ্বর। তোমার বাবা আমাকে অনুরোধ করেছে, অন্ততঃ আজকের দিনটেও থাকবার জন্য।

সুরমা। তাতো আমিও শুনেছি।

রত্নেশ্বর। কিন্তু তুমি ত একবারের জন্যও থাকতে বললে না সুরমা।

সুরমা। কেমন ক'রে বলব! তুমি ত আমাদের বাড়ীতে আস্‌তেই চাচ্ছিলে না! আমি জোর ক'রে এনেছিলুম। ব'লে'ছলুম, ভাল না লাগে চলে আসবে।—তামাক খাও—আমার মেহনত্‌টা নষ্ট হবে ? (রত্নেশ্বর নল ভূমে নিক্ষেপ করিল) অনুরোধ করব ?

রত্নেশ্বর। না সুরমা, তুমি অনুরোধ ক'র না।

সুরমা। রাখতে পারবেনা, জেনেইত আমি অনুরোধ করিনি।

রত্নেশ্বর। কেন পারব না, বলতে পারো সুরমা ?

সুরমা। আমার বাবা ধনী, মামা অগাধ ধনের অধিকারী—আর তুমি নিতান্ত গরীব।

রত্নেশ্বর। উঁহু! সে জন্য নয়।

সুরমা। তবে কি জন্য ?

রত্নেশ্বর। এখনো আমার কোন পরিচয় নেই।

সুরমা। ও মা! সেইজন্য তুমি চলে যাচ্ছ! তোমার পরিচয় তুমি। তা হ'লে তোমাকেও আমি ছেড়ে দেবো না। অন্ততঃ আজ ত কোন মতেই নয়। বল থাকবো, আমার অনুরোধ, বল থাকবো।

রত্নেশ্বর। থাকলুম সুরমা।

সুরমা। (নল কুড়াইয়া) এইবারে ত আমার সাজা তামাক খেতে আপত্তি নেই ?

রত্নেশ্বর। না।

সুরমা। রত্নেশ্বর ঠাকুর! তোমাকে দেখে আমি রত্নেশ্বর দেখার লোভ ত্যাগ করেছি, আর তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে! (রত্নেশ্বরের ধূম-পান ও কাসি) কেমন—কেমন লাগছে ?

রত্নেশ্বর। (কাসিতে কাসিতে) চমৎকার!

সুরমা। তাই বল—বুনোমামার বরাতে এ কাসির অদৃষ্ট নেই।

রত্নেশ্বর। (কাসিতে কাসিতে) ও বাবা!

সুরমা। মাধবদা আসছে;—

(মাধবের প্রবেশ)

কাসি কমাও বাবু,—কাসি কমাও।

মাধব। গাড়ী, পাল্‌কী, ঘোড়া—তিনই প্রস্তুত কিসে যাবে ?

রত্নেশ্বর। বলছি (কাসি) বলছি মাধবদা!

সুরমা। বলছে মাধবদা! বাবুকে একটু কাসতে দাও। ও মা মাথাটা যে একেবারে ধাঙড়ের মত ক'রে রেখেছ! রাহীলোক দেখলে বলবে কি! (সত্বর একখানা চিরুণী লইয়া রত্নেশ্বরের চুল ধরিয়া আঁচড়'ইতে লাগিল)

মাধব। শীগ্‌গির বল। যেতে হয় ত এখনি।

রত্নেশ্বর। বলছি—মাধবদা। (কাসি)

মাধব। সম্মুখে রাত্তির। ওই বনটিকে একটি বাঘের বাসা মনে ক'রনা, ও রকম বাঘ আরও আছে। ভালুক আছে।

রত্নেশ্বর। আজকে—(কাসি)

সুরমা। থাকনা বাঘ ভালুক—তার ভয়ে বাবু কি একটু কাসতেও পারবে না?

রত্নেশ্বর। আজকে আর যাওয়া হ'লনা মাধবদা! (মাধব হাসিল) হাসলে যে মাধবদা, আমার ভিতর রত্নেশ্বর কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

মাধব। না ভাই, তাহ'লে মাধবদা কাঁদতো।

সুরমা। নাও, আর একবার। আরত যেতে হ'ল না! (রত্নেশ্বর মাথা নাড়িল) আমার অনুরোধ। মাধবদা মুখে হাসছে, কিন্তু চোখে কাঁদছে। আর একবার ভাল ক'রে খাও।

(রত্নেশ্বর তামাক টানিয়া বিষম কাসিল)

(মথুরমোহনের প্রবেশ)

মথুর। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি! কি হ'ল বাবাজি?

(রত্নেশ্বর কাসিতে কাসিতে হাত নাড়িয়া 'কিছু নয়' জানাইল)

সুরমা। কিছু নয় বাবা, মতিহারি তামাক ভালো' না চণ্ডালগড়ি ভাল, তার পরীক্ষা হচ্ছে।

মথুর। তাই ভালো', তোর ওই মামাবাবু শুনে, কি বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে। বাবাজি, একবারটি আমার সঙ্গে আসবে?

রত্নেশ্বর। চলুন।

[মথুর ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান।

সুরমা। (ছুটিয়া মাধবকে ধরিল) মাধবদা, মাধবদা!—আমার পরিচয়?

মাধব। দেবো দিদিমণি? তুমি ঠাকুর রঘুরাম সিংহরায়ের পুত্রবধূ।

সুরমা। মাধবদা! আমি আজ কাছে বসিয়ে তোমাকে পেটভ'রে সন্দেশ খাওয়াবো।

তৃতীয় দৃশ্য

বহির্ব্বাটী

কৃত্তিবাস

কৃত্তি। ছোকরাত একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে বেঁচে গেল। আমার সুমুখে যে একবারে বাঘের ঝাঁক। বাঘ বাঘিনী—ওর খুড়ো জানকীরাম, আমার স্ত্রী, সম্বন্ধী, সমাজ—এর একটাও ত কম নয়। একটু এগুবার চেষ্টা করেছি কি, অমনি চারদিক থেকে তারা আমাকে খেয়ে ফেলতে ছুটে আসবে। তবে আমিও ত ছত্রী, বিপদ দেখে পেছিয়ে আসাতো আমারও কোষ্ঠীতে লেখেনি! কি খবর রায়?

(মথুরের প্রবেশ)

মুখ যে আরও মলিন ক'রে আসছ!

মথুর। তোমার কথা যত ভাবছি, ততই আমি ভীত হয়ে পড়ছি। সত্যিই যদি ছেলেটার পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা না হয়?

কৃত্তি। না হয়, ওই আমার গুণবান সম্বন্ধী আছে। তার কথা শুনে, মুখ আরও চুপ হয়ে গেল যে!

মথুর। ওকেই দিতে হবে?

কৃত্তি। কেন, দিতে দোষ কি রায়! বাঘ দেখে পালিয়েছে ব'লেই কি সে অপাত্র হয়ে গেল! এই বুনো দেশ ছেড়ে একটু বাইরে যাও, দেখবে সর্ব্বত্র ওই রকম পাত্রই এখন পোনেরো আনা। তারা কেরাণী হবে, উকীল হবে, হাকিম হবে। কিন্তু বাঘ দেখলেই পালাবে ভাই।

মথুর। তবে যে তখন তুমি বললে, তাকে দেব না।

কৃত্তি। সে রাগের মাথায় বলেছি রায়। (হাসিয়া) ভয় নেই ভাই—ভয় নেই—তাকে দেবো না। তবে একেও দিতে পারব না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কোন লাভ নেই রায়। আমি কিছুতেই দিতে পারব না। এ শুনেও যদি তুমি দিতে চাও, তাহ'লে শুনে রাখ, এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

মথুর। তোমার অমতে কাজ করব কেন! তুমি ত একটিও অন্যায় কথা বলছ না।

কৃত্তি। জমিদারি কাড়াকাড়ির কথা হ'ত, আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারতুম। এ হচ্ছে সমাজের কথা। ও ছোকরার খুড়ো হচ্ছে এখন আমাদের সমাজপতি। তার সুমুখে তোমার আমার উভয়েরই মাথা হেঁট করতে হয়।—ভালকথা, ছোকরাকে যে আমার কাছে আনবে বললে ?

মথুর। সে এলোনা।

কৃত্তি। কেন—আসতে তার কিসের আপত্তি হ'ল ?

মথুর। বললে, 'মাধবদা না বললে আমি যাব না'।

কৃত্তি। আমার কি পরিচয় তাকে দিয়েছ ?

মথুর। না রাজা।

কৃত্তি। তোমার মেয়ে ?

মথুর। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে বললে—'না বাবা'।

কৃত্তি। এতে কিছু কি বুঝতে পারলে রায় ? ও যে রঘুরামের ছেলে ব'লে পরিচয় দিচ্ছে, এ কথাতে এখন আমারও সন্দেহ হচ্ছে। ওর যে সঙ্গীটে এসেছে, আমার মনে হচ্ছে, এ সমস্ত সেই লোকটারই চাল। নিশ্চয় তার একটা মতলব আছে। জানকী সিং এর সম্পত্তি দাবী করবার নিশ্চয় এ একটা ষড়যন্ত্র। পিছনে আরও লোক আছে

মথুর। যাক্, ও আর ভাবতে পারি না, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় কর রাজা।

[প্রস্থানোদ্যত

কৃত্তি। শোন, আমি বুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

মথুর। কবে ?

কৃত্তি। আজই, আবার কবে। আর তুমি সঙ্গে যেতে ইচ্ছা কর, তুমিও সঙ্গে চল।

মথুর। আজ যে তুমি থাকবে বললে।

কৃত্তি। বুড়াকে এখানে রাখতে আমার মন সরছে না।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। এই যে, বাবু! আমার বাবু কোথায় গেল ?

মথুর। কেন, ঘরে নেই ?

মাধব। কই, দেখলুম নাতো।—আপনিই ত তাকে ডেকে নিয়ে এলেন

মথুর। সেত অনেকক্ষণ। এর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত নিয়ে এসেছিলুম। দেখাত সে করতে চাইলে না—ফিরে গেল।

কৃত্তি। (জনান্তিকে) যাও রায়, মেয়েকেও তার সঙ্গে খুঁজে বার কর। আর মুখের দিকে চাচ্ছ কি—সর্ব্বনাশ ক'রে বসেছ। যাও, এখনি তাকে খুঁজে আন। এনে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করব না।

মথুর। মাধব! আমার মেয়েও কি তার সঙ্গে আছে ?

কৃত্তি। কি তোমার বুদ্ধি রায় - মাধব তা কেমন ক'রে জানবে! যখন তার মনিবই কোথায় বলতে পারছে না।

মাধব। দিদিমণি ত ঘরে রয়েছেন বাবু।

কৃত্তি। সত্যি ?

মাধব। তিনি এতক্ষণ আমাকে কাছে বসিয়ে সন্দেশ খাওয়াচ্ছিলেন।

কৃত্তি। (মথুর তাহার মুখের দিকে চাহিতে) আমার ভুল হয়েছে রায়।

মথুর। তার দণ্ড স্বরূপ আজ তোমাকে থাকতেই হবে।

[মথুরের প্রস্থান।

কৃত্তি। না, এ দেখছি বড় গোলমালেই ফেললে। ওহে বাপু, এদিকে এসত—তোমার নাম মাধব ?

মাধব। আজ্ঞে হাঁ প্রভু।

কৃত্তি। মাধব—কি ?

মাধব। কর্ম্মকার।

কৃত্তি। ওটি কে ?

মাধব। আমার মনিব।

কৃত্তি। তাতো আগেই বুঝেছি। কার ছেলে ?

মাধব। ঠাকুর রঘুরাম সিংহের নাম শুনেছেন ?

কৃত্তি। তার কি ছেলে ছিল ?

মাধব। ছিল বলছেন কেন হুজুর। দেখতেই পাচ্ছেন।

কৃত্তি। দেখতে পেলে আর জিজ্ঞাসা করতুম কি ? আমার সঙ্গে দেখা করবার ভয়ে সে পালিয়েছে।

মাধব। কেন প্রভু ?

কৃত্তি। দেখতে পেলে তাকেই বলব হে। তুমি একবার আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে পার?

মাধব। যে আজ্ঞে, দেব।

কৃত্তি হাঁ দিয়ো, আমি এই বাগানেই রইলুম।

[প্রস্থান।

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নেশ্বর। মাধবদা, মাধবদা—তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মাধব। হঠাৎ আমাকে খোঁজবার এত কি প্রয়োজন হয়েছিল?

রত্নেশ্বর। কি জন্ম আজ আমি গেলুমনা, তোমাকে বলতে। তুমি ত আমার কথা শুনে গেছেছিলে, কিছু কি বুঝেছিলে?

মাধব। তুমিই বুঝিয়ে বল।

রত্নেশ্বর। আমার ত পরিচয় তুমি! তুমি আমাকে যা বলতে বল তাই বলি।

মাধব। একটু আস্তে বল ভাই!

রত্নেশ্বর। কেন মাধব দা!

মাধব। ও দিকে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, শুনতে পাবেন।

রত্নেশ্বর। থাকুক না—দুনিয়ায় একজনকে ছাড়া আমি আর কাউকেও ভয় করিনা। সে এই এটার ভিতরের রত্নেশ্বর। নিজে পরিচয় দিতে পারছিলুম না, কাজেই এখানে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

মাধব। এখন ইচ্ছে হ'ল কি জন্ম ভাই?

রত্নেশ্বর। নিজের পরিচয় পেয়েছি এইবারে মাধবদা!

মাধব। কি রকম—কি রকম পরিচয় পেয়েছ ভাই?

রত্নেশ্বর। সে পরিচয় জানত কেবল সুরমা—তুমিও জানতে না।

মাধব। শীগ্‌গির বল ভাই, শোনবার জন্ম আমি ব্যাকুল হয়েছি।

রত্নেশ্বর। জানত তুমি মাধব দা, আমাকে থাকতে অন্ততঃ আজকের দিনটার জন্মও এ বাড়ীর সকলে অনুরোধ করেছিল—মথুরবাবু, নায়েব, গোমস্তা—কাছারীর সব লোক—মেয়ে পুরুষ, তুমি পর্য্যন্ত। অনুরোধ করেনি কেবল সুরমা।

মাধব। শেষকালে সে অনুরোধ করেছে?

রত্নেশ্বর। না, না—কথা শেষ করতে দাও না মাধব দা!

মাধব। আর বাধা দেবনা ভাই।

রত্নেশ্বর। তার ওপর আমার একটু অভিমান হয়েছিল দাদা! কেন সে আমাকে অনুরোধ করলেনা? জিজ্ঞাসা করতে বললে, 'তুমি অনুরোধ রাখতে পারবেনা জেনে করিনি।' আমি বললুম, কেন পারবনা বল দেখি। সে বললে, 'আমার বাবা জমাদার, মামা রাজা, আর তুমি গরীব।' আমি বললুম সে জন্ম নয়, চলে যাচ্ছি লজ্জায়। আমারত পরিচয় নেই! শুনে, সে বললে কি জান মাধব দা? 'তুমি সেই জন্ম চলে যাচ্ছ! সে কি, তোমার পরিচয় যে তুমি!' ব'লেই আমাকে থাকতে অনুরোধ করলে। মাধব দা! আর পরিচয়ের কথা বলতে তোমাকে অনুরোধ করবনা। আমার পরিচয় আমি। সে এইটার ভিতরেই বাস করছে। এই সচল মন্দির যখন যেখানে থাকবে—হাটে মাঠে বনে অট্টালিকায়, জঙ্গলে যেখানে থাকবে, সেই আমার বাসস্থান। যেমন ইএ কথা মনে হ'ল আর আমি সুরমার অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না।

মাধব। বেশ করেছ ভাই—আমিও তোমাকে বলছি, তোমার পরিচয় তুমি।

রত্নেশ্বর। কে আমার বাপ, কে আমার মা, কি আমার বংশ—সে কেবল তুমি জানো। আর কেউ কি জানে মাধব দা?

মাধব। যে দু' একজন জানে, তারা স্বীকার করবে না। যদিই বা কেউ ধর্ম্মভয়ে স্বীকার করতে যায়, সে তোমাকে চিনবে না। আদালতে তোমারই খুনের দায়ে আমি দ্বীপান্তরে গিয়েছিলুম!

রত্নেশ্বর। তবে? আমার পরিচয় আমি। আমার নাম? মাধব দা! কি আদরের ঝঙ্কারেই সুরমা আমার নাম ধ'রে ডেকেছিল—'রত্নেশ্বর ঠাকুর! তোমাকে দেখে আমি রত্নেশ্বর দেখবার লোভ ত্যাগ করেছি।'

মাধব। আমার রাজা! ওইখানে একটি বাবু তোমার অপেক্ষা করছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কর।

রত্নেশ্বর। কেন মাধবদা?

মাধব। তুমি নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।

রত্নেশ্বর। এ কথা কেন সে বলেছে বুঝতে পেরেছ ?

মাধব। আমার মনে হচ্ছে তিনি তোমার মুখ থেকে তোমার পরিচয় শুনতে চান।

রত্নেশ্বর। তুমি আমার হয়ে তাকে পরিচয় দিয়ে এস। দেখা করার প্রয়োজন বুঝি, করা যাবে মাধব দা! যদি জেদ ধরে, তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'ল।

মাধব। বেশ রাজা।

—

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান পথ

(জগবন্ধুর প্রবেশ)

জগ। কেমন কেমন লাগছে—কিন্তু বেশ লাগছে—কিন্তু লাগতে দেবে কি আমাদের অদেষ্ট ?

(কৃত্তিবাসের প্রবেশ)

কৃত্তি। ছোকরাটি কোথায় গেছে জানিস্ জগবন্ধু ?

জগ। তিনি যে ঘরে রয়েছেন হুজুর।

কৃত্তি। মিথ্যাবাদী, আমি যে দেখে এলুম ঘরে কেউ নেই।

জগ। আমি এই যে তাকে তামাক দিয়ে এলুম হুজুর।

(মাধবের প্রবেশ)

কৃত্তি। কি হে কর্মকার, আবার যে তুমি ?

মাধব। আমি যে আপনাকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলুম বাবু, সে পরিচয় তাঁর মনোমত হয় নি। তাই তিনি আমাকে আবার আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কৃত্তি। আর একটা অদ্ভুত পরিচয় দিতে ?

মাধব। তিনি আপনাকে বলতে বলে দিলেন, তাঁর পরিচয় তিনি।

কৃত্তি। তুমি চোর, আর সে বাটপাড়। তার সৌভাগ্য, রাজা কৃত্তিবাসের ভাগ্নীর সে জীবন রক্ষা করেছে, নইলে তোমাদের দু'জনকেই আমি পুলিশে দিতুম।

মাধব। আমি তাঁর চাকর, একথা তাঁকে বললেই ত ভাল হয় বাবু।

কৃত্তি। সে যে পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছে, দেখা করতে ভরসা করছে কই ?

মাধব। চোরই হ'ন, আর বাটপাড়ই হ'ন—আমার বাবু, আমার মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে দেখা করতে ভরসা হচ্ছে না—আপনার।

কৃত্তি। জগা! যা, তুই ঘরের দোর আগলে দাঁড়াগে যা। এবার যেন সে পালাতে না পারে।

জগ। সে বাঘমারা বাবুকে আগলানো, এ গোলামের কর্ম নয় হুজুর।

কৃত্তি। ভাল, তা না পারিস্, বাঘের পিছনে যেমন ফেউ লাগে, তেমনি লেগে থাক্। যেখানে সে পালিয়ে যাবে, চেঁচাবি।

জগ। সে কাজ করতে খুব পারব হুজুর।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

কৃত্তি। তুমিই বা আর দাঁড়িয়ে কেন ?

মাধব। চোর বলেই দাঁড়িয়ে আছি বাবু! নইলে থাকবার আমার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কৃত্তি। মাধব! ভাই, আমার ওই বোকা ভাগ্নীটিকে তোমার ওই অনামধন্য প্রভুর হাতে সমর্পণের কোনও একটা উপায় স্থির করতে পার ?

মাধব। আপনি ? রাজা—(প্রণাম)

কৃত্তি। আর রাজা নই মাধব, শুধু কৃত্তিবাস। রাজা আবার হ'তে পারি, যদি তোমার ওই মনিবটিকে কোনও উপায়ে বশে আনতে পারি। নইলে ওইত এখন রাজা।

মাধব। হুজুর! আপনার এই কথাতেই যে প্রভুর সব পাওনা হয়ে গেল।

কৃত্তি। কিন্তু উপায় কি—আমি ত সমাজকে অগ্রাহ্য করতে পারব না।

মাধব। তা করলে, রাজা কৃত্তিবাসের নামের গৌরব রইল কোথায়।

কৃত্তি। ঠাকুর জানকীরাম ত তোমার প্রভুকে ভাইপো বলে স্বীকার করবে না।

মাধব। তা কি তিনি জীবন থাকতে করতে পারেন হুজুর।

কৃত্তি। তবে? অজ্ঞাতকুলশীল কোথা থেকে ...ড়ে এসে রাজা কৃত্তিবাসের ভাগ্নীকে ত বিবাহ ...রতে পারে না।

মাধব। তা কি পারে। কোন্ আহাম্মোকে ...কথা বলবে হুজুর! তবে সে ভাবনা আমার ...নিই ত ঘুচিয়ে দিয়েছেন। আপনারও, আমারও। ...ড় চিন্তান্বিত হয়ে আমি তাঁকে তাঁর পৈত্রিক স্থানে ...য়ে যাচ্ছিলুম। ঠাকুর রঘুবাবের পুত্র আমার ...নি, একমাত্র আমি চীৎকার ক'রে বলতে পারি। ...রে ত কেউ বলবে না রাজা! বড়ই ভাবনায় ...ভুকে আমার বীরনগরে নিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রভুই ...মার আজ সে চিন্তা দূর ক'রে দিয়েছেন। তাঁর ...িচয় তিনি।

কৃত্তি। তা ঠিক বলেছ মাধব। মহাত্মা ...রামের ছেলে ব'লে একটা গাড়োলকে ত আর ...র আসনে বসিয়ে সুখ পেতে না।

মাধব। কিছুতেই না হুজুর!

কৃত্তি। তাহ'লে তার জন্মকথা নিয়ে পাঁচজনে ...ক রকম রহস্য করত।

মাধব। এত আর কেউ রহস্য করতে পারবে ...জা! ঠাকুর রত্নেশ্বরের পরিচয়, ঠাকুর রত্নেশ্বর! ...সে পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা হবে, তখন স্বর্গ থেকে ...লোক, তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘোষণা করতে ছুটে ...বে।

কৃত্তি। তাহ'লে শোন, বুড়ীকে নিয়ে এখনি ...মি রাইনগর চলে যাচ্ছি।

মাধব। সে আপনার ইচ্ছা, এ ভৃত্য কি বলবে ...র।

কৃত্তি। পরিচয়টা তোমার প্রভুর, সেইখানেই ...ষ্ঠ হ'লে ভাল হয় না?

মাধব। বেশ ত, আপনার যখন ইচ্ছা, তখন ...ই হ'ক। কিন্তু এ পরিচয় আমার মনিবকে কে ...হচ্ছে জানেন?

কৃত্তি। আমার ভাগ্নীই তাকে বলেছে?

মাধব। নিজের পরিচয় দিতে পারছিল না ...ল, তিনিই আমার প্রভুকে বলেছেন, 'তোমার ...িচয় তুমি।'

কৃত্তি। ছোকরাকে দেখবার বড়ই ইচ্ছা হয়ে-

মাধব। সেটা এখন আর হ'য়ে উঠলো না। ... যদি সে করতে পারে, করতে ব'ল তাকে ...নগরে।

মাধব। তাহ'লে যে দু'চার দিন দেরী হবে হুজুর, দেখা হ'ক না কেন রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

কৃত্তি। তোমার প্রভু কি রত্নেশ্বরে যাবে?

মাধব। আমি যাব, আমাকে যেতেই হবে। মনিবও যাবে। যাব যখন সে বলেছে, তাকে যেতেই হবে।

কৃত্তি। বেশ, মাধব রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

[মাধবের প্রস্থান।

(বালকের প্রবেশ)

গীত

পথের কথা ব'লে দেবে কে আমাকে!
আমি যাবরে, যাবরে সে দেশে—
যেথা সে থাকে।
বসে আছ তুমি কোন্ বনে, কার ধ্যানে,
একমনে গাইছ ওকি গান!
করুণা নিদান, শুনে আকুল হ'ল প্রাণ।
যাব কোন্ পথে, যাব কোন্ পথে
যাব কার সাথে—
পথের মালিক কোথায় পাব আমি তোমাকে॥

কৃত্তি। তোমাকে দোষ দিচ্ছিলুম মথুরবাবু, এখন দেখছি—মোহ আমাকে ঘেরতে আসছে।

বালিকা। ওই একজন বাবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, জিজ্ঞেস কর্ না।

বালক। হাঁ বাবু, বাবার থান্ যাব কোন পথে?

কৃত্তি। কেন, তোদের সঙ্গী নেই?

বালক। নেই বাবু।

কৃত্তি। নেই বাবু কি?

বালিকা। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সব আগে চলে গেছে—

বালক। আমরা দু'জনে পেছিয়ে পড়েছি।

বালিকা। ব'লে দাওনা বাবু, পথটা।

কৃত্তি। দাঁড়া—তোদের কি মা বাপ নেই?

বালক। থাকলে, আমাদের কি সঙ্গে নিয়ে যেতোনা!

কৃত্তি। তা বুঝেছি, কিন্তু বনে ঢুকতে না ঢুকতে বাঘের পেটে যাবি, এ কথাও কি কেউ তোদের বলে নি?

বালক। বলেছে বাবু!

কৃত্তি। তবু যাচ্ছিস্?

বালিকা। কেন বাবু, ভয় কি। ঠাকুর রত্নেশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন।

বালক। শুনলুম তিনি এক মেয়ের ধর্মরক্ষা করেছেন—

বালিকা। আর একটি মেয়েকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন।

বালক। এক চড়ে মানুষ-খেকো বাঘ মেরেছেন।

বালিকা। তার চোখ-রাঙানিতে বাঘ ভালুক সব বন ছেড়ে পালিয়েছে।

কৃত্তি। কে তোদের এ কথা বললে?

বালক। সকলেই বলছে বাবু। এবারে বাবাকে দেখতে সব গাঁ খালি হয়ে গেছে।

বালিকা। পথটা বলে দাওনা বাবু।

কৃত্তি। তবে আর বাবু তোদের পথ ব'লে দেব কেন? রত্নেশ্বর যদি তোদের রক্ষার ভার নেয়, দেবে সে।

(বালক ও বালিকা)

দ্বৈত গীত

ঠিক ঠিক ঠিক।
তুমি পরম কারুণিক।
তুমি পথের কথা বলে দিলে হে—
ভাগ্যে তুমি দিলে বলে, কি যে হ'ত তা' না হ'লে
পথের মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে হ'ত দিক্‌বিদিক্।
তুমি পথের কথা বলে দিলে হে—
তুমি গুরু, তুমিই বাবা, বাবারও অধিক।

[বালক ও বালিকার প্রস্থান।

কৃত্তি। রত্নেশ্বর ঠাকুর। এইত তোমার পরিচয় তুমি।—চল ঠাকুরাণী!

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। মামা। বাবা আমায় বললে, 'তুই সব কাজ ফেলে এখনই মামার সঙ্গে দেখা কর।' কেন মামা?

কৃত্তি। তোমাকে যেতে হবে।

সুরমা। কোথায় মামা?

কৃত্তি। বুঝতে পারছনা?

সুরমা। রাইনগরে?

কৃত্তি। এখনি, আমার সঙ্গে।

সুরমা। একবার বিদায় নিতেও দেবেনা?

কৃত্তি। তাকি আর পারি মা। এখন তুমি যদি মর, তোমার মরামুখ পর্য্যন্ত, তাকে দেখতে দিতে পারি না। দেখতে তার যদি সাহস ও সামর্থ্য থাকে, দেখবে সে তোমাকে রাইনগরে।

সুরমা। চল। (কিয়দ্দূর যাইয়া) হাঁ মামা, কোথাকার কে কোথা থেকে কি ক'রে এসে রাস্তা কৃত্তিবাসকে চোর বলে চলে যাবে?

কৃত্তি। (হাসিয়া) তা—দেখা ক'রে আয়।

[সুরমার প্রস্থান।

(নিতাইএর প্রবেশ)

নিতাই। হজুর, পালকী প্রস্তুত।

কৃত্তি। বেশ, এর মধ্যে তুমি এক কাজ কর। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একটু আগে এই পথ দিয়ে চলে গেছে। যাচ্ছে তারা রত্নেশ্বরে। সঙ্গে কেউ নেই। পরিচয় কিছু দিতে হবে না। একটু আনতে চায়, বলবে, রত্নেশ্বর ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্য

সুরমার কক্ষ

রত্নেশ্বর

(হারমোনিয়মের বাক্স বাজাইয়া)

গীত

যেতে হবে রত্নেশ্বরের মন্দিরে
আন্ আন্ ভূত ভূতিনী
প্রেত প্রেতিনী নন্দিরে।
থাকলে কিছুক্ষণ, ওই ঠাকুরের মতন—
অচল হ'য়ে হেথায় আমায়
থাকতে হ'বে বন্দিরে।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। (সুরে) এটা যেন লাগছে মা আমার ত্যাগের ফন্দীরে।

সুরমা। ও মা, ব'সে ব'সে তুমি আমার সুরের বাক্সটি ভাঙ্‌তে লেগে গেছ।

রত্নেশ্বর। ম্যা ম্যা—সুরের বাক্স।

সুরমা। তা বুঝি জাননা, ও হরি! এর নাম হারমোনিয়ম। বাক্সের ভিতরে সুর;—(বাক্স খুলিয়া, বাক্সের ভিতরেই সুরমা সুর দিল)

রত্নেশ্বর। (সুরমার হাত চাপিয়া) চাপা দাও, চাপা দাও।—ও বাক্সের সুর বাক্সেই পোরা থাক—আমি পথের পথিক—আমার সুর খেলা করছে পথে; নাচছে মাঠে, জলে, জঙ্গলে। সুরমা! একটা কথা তোমাকে বলব?

সুরমা। কি বলবে?

রত্নেশ্বর। এখানে এসে অবধি একবারের জন্য আমি তোমাকে মলিন দেখিনি।

সুরমা। এখন দেখছ?

রত্নেশ্বর। আমার মনে হচ্ছে একটু আগে তুমি চোখের জল মুছেছ। তার পর যেন জোর করে মুখে হাসি মেখে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।

সুরমা। এ রকম কথা, তুমিও ত আগে বলনি।

রত্নেশ্বর। আমার কি দেখতে ভুল হয়েছে সুরমা?

সুরমা। আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রত্নেশ্বর। ও! তুমি আমার আগেই রত্নেশ্বরে যাবে? তা যাওনা, আমিও ত সেখানে যাব! দেখা ত হবে আবার সেখানে।

সুরমা। আমি রত্নেশ্বরে যাব না।

রত্নেশ্বর। কোথায় যাবে?

সুরমা। রাইনগরে, মামার বাড়ী।

রত্নেশ্বর। বা! সেই জন্ম তুমি কাঁদছ? এ ত আনন্দের কথা সুরমা! আমার বাবার বাড়ীর কোন চিহ্নও আছে, শুনেছি। মামার বাড়ীর একটা ভিটি পর্য্যন্ত নেই। তা থাকলেও, বোধ হয় আমার আহ্লাদের সীমা থাকতো না।

সুরমা। সে জন্ম নয়! আর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

রত্নেশ্বর। হুঁ! তা, তাতেই বা দুঃখ কেন সুরমা! আমিত সকাল-বেলাতেই চলে যাচ্ছিলুম। তখন কোথায় যে যাচ্ছিলুম, তাতো আমিও জানতুম না সুরমা! তোমার বাবার ভালবাসা, তোমার স্নেহ, আদর, যত্ন—এইটুকু শুধু মনে পুরে সঙ্গে নিয়ে যেতুম। আর যে কখনো তোমার দেখা পাব, এ প্রত্যাশা ত রাখিনি সুরমা।

(জগবন্ধুর প্রবেশ)

জগ। ও দিদিমণি, দেরি করছ কেন?

সুরমা। যাচ্ছি দাঁড়া।

জগ। আবার দাঁড়া কেন? সবাই অপেক্ষা করছে।

সুরমা। দেখ্ পাজী, মার খেয়ে মরবি বলছি।

রত্নেশ্বর। আর দেরি করবারই বা দরকার কি, সবাই অপেক্ষা করছে তোমার—যাওনা সুরমা!

জগ। কি বলব, তুমি যাবে না?

সুরমা। বলগে যা, আমি বেরিয়েছি।

রত্নেশ্বর। আর একটা কি দু'টো কথা, জগবন্ধু!

জগ। কয়ে নাও—কয়েই চলে এস। আবার যেন ডাকতে না আসতে হয়।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

সুরমা। কিন্তু আমি যে একটা মুস্কিলে পড়েছি।

রত্নেশ্বর। তোমার আবার কি মুস্কিল?

সুরমা। মাধবদা আমার একটা পরিচয় আমাকে দিয়েছে।

রত্নেশ্বর। কি সুরমা?

সুরমা। সে আমাকে বলেছে, আমি ঠাকুর রঘুরামের পুত্রবধূ।

রত্নেশ্বর। হঠাৎ একথা সে কেন বললে? ব'লে ত সে আমাকে অপদস্থই করেছে।

সুরমা। তার কোনও অপরাধ নেই, আমি পরিচয় জানবার জন্ম তাকে জেদ করেছিলুম।

রত্নেশ্বর। সুরমা! পথের ভিখারী রঘুরামের পুত্র এতেও তার গর্ব্ব আছে, কিন্তু তার পুত্রবধূ—

সুরমা। আর কেউ তাকে নেবে মনে করেছ! ও রাম! যমও একে আর ছুঁতে পারবে না। তবে আর বুঝি তোমাকে আমি দেখতে পাব না।

রত্নেশ্বর। যাও, তারা তোমার অপেক্ষা করছে। (পরিক্রমণ) এ কি সুরমা, যাওনি!

সুরমা। পায়ের ধুলো নেবো মনে করছি, কিন্তু নিতে ভরসা করছি না। তুমি ত আমার পরিচয় স্বীকার করলে না!

রত্নেশ্বর। তুমি রঘুরাম ঠাকুরের পুত্রবধূ। কিন্তু আমিত এখনও তাঁর পুত্র ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হইনি।

সুরমা। সে তুমি কখন হবে ঠিক কর, এখন আমাকে পায়ের ধূলো দাও। দেখ, আমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেয়ো না, তাহ'লে বাবার দুঃখের সীমা থাকবে না। তিনি লজ্জায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

রত্নেশ্বর। আমি থাকব সুরমা।

সুরমা। আমার সই তোমাকে দেখতে এসেছে। তাকে পাঠিয়ে দি'। গল্প গুজব ক'র।

রত্নেশ্বর। না, সুরমা, কারো এখানে এখন আসতে হবে না। আমি একা থাকবো।

সুরমা। ওমা, তা কি হয়, তুমি মন মরা হয়ে বসে থাকবে! অনুমতি কর আমি আসি? ওকি গো চুপ, একেবারে চুপ।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দুর গীত

সুর বন্ধ হ'ল সিন্দুকে,
আমার সখা গান জানেনা বলবে যত নিন্দুকে॥
এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা চলবেনা,
কথা কি বলবে না হে, বলবে না হে, বলবে না!
তবে হাটে আমি ভাঙবো হাঁড়ি,
সই, যখন যাবে শ্বশুর বাড়ী.
সাজিয়ে দেব হারি, পারি, সরি, নরি, বিন্দুকে॥

(সুরমার হাত রত্নেশ্বরের হাতে দিল)

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

কৃত্তিবাসের অন্দরমহল

লীলাবতী

(পত্র পাঠ করিতে করিতে পরিভ্রমণ)

লীলা। সব বুঝলুম, কিন্তু এটা ত বুঝলুম না! 'আমি এই ফাল্গুনের আটাশ তারিখেই বুড়ীর বিবাহ দেওয়া স্থির করেছি।' এটাও বুঝতে পারলুম। কিন্তু, 'বিবাহের যা কিছু উৎসব, হবে রত্নেশ্বরের মন্দিরে'—এটার মানেত বুঝতে পারলুম না।—মোহিনী!

(মোহিনীর প্রবেশ)

এ পত্র কে নিয়ে এলরে?

মোহিনী। নিতাই সরকার।

লীলা। তাকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে আয় দেখি।

মোহিনী। কেন রাণীমা, চিঠিতে কি কিছু—

লীলা। না না, সে সব কিছু নয়, তুই শীগ্‌গির তাকে ডেকে নিয়ে আয়।—

মোহিনী। দিদিমণির বিয়ের কথা আছে, না?

লীলা। সে, এর পর এসে শুনবি, এখন নিতাইকে ডেকে দে।

মোহিনী। তাইত ভাবছিলুম, রাজা সাহেব, কোথাও কিছু নেই, কাউকে না ব'লে, রাণীমাকে পর্য্যন্ত না জানিয়ে হঠাৎ প্রতাপপুর চলে গেলেন কেন?

লীলা। পথে কোথাও দেরী করিস্ নি; তাকে ডেকে দিয়ে, তোর মামা সাহেবকেও একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লে আয়।

মোহিনী। কিন্তু রাণীমা, এবারে আমি ছাড়বোনা। এবারে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত—যেখানে যা ধরে—খাঁটি গিনি সোণার অলঙ্কার।

লীলা। হবে হবে—যা।

মোহিনী। একদিকে দিদিমণি, একদিকে মামা। আমি আর কোন আপত্তি শুনবো না।

লীলা। বেশত, সে শুভদিন আসুকই আগে।

মোহিনী। আসবে কি—এসেছে। আমি আগে থাকতেই বাবা রত্নেশ্বরের পূজো মেনে ব'সে আছি।—তার ওপর একখানি মির্জাপুরী গরদ—তাতে কালাপাড়—বুঁটি দেওয়া—

লীলা। আ মর্, গাল না খেলে বুঝি নড়বিনি—যা।

মোহিনী। এই যে যাচ্ছি, আহ্লাদে পা দুখানা কি আর মাটি মাড়িয়ে চলতে চাইছে গো, এই এমনি ক'রে ছুটছে। [প্রস্থান।

লীলা। আর কাউকে এখন কোনও কথা বলিসনি।—কেমন একটা সংশয় ঠেকছে কেন!

সুরার বিয়ের কথাই রয়েছে লেখা—রঘুর ত এতে নাম গন্ধ নেই—অথচ কার সঙ্গে যে বিয়ে, সে কথার উল্লেখ নেই।—(পত্র পাঠ) 'আমি দেওয়ানকে লিখে দিলুম উজ্জুগ আয়োজন করতে সময় বড় সংক্ষেপ, তোমাকেও প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। কেন না বুড়ীর তুমি এখন শুধু মামী নও, মামী বলতেও তুমি, মা বলতেও তুমি। মথুর বাবুর থাকা না থাকা এখন দুইই সমান। সমস্ত ভার আমাদের উপর। আর, আমাদের মানে তোমার উপর। আমি বুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঠাকুর জামাই যাবনা যাবনা করছে, আমি নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি আমি মামী নই মা—সব ভার আমার ওপর! কথা সরল ভাবে নিতে গেলেও কেমন যেন একটা হেঁয়ালির মতন ঠেকছে। পুনশ্চ আবার কি লিখেছে? আষ্টে পিষ্টে—দেব অক্ষর। (পত্র পাঠ) 'আটাসে ভিন্ন আর দিন নেই—মুহূর্তে—কি? চ—ই'—ও হরি! চইত্তির মাস। বুড়ীও বয়স্থা—আর পয়ে আকার তয়ে তয়ে দন্ত্যসয়ে তয়ে রেফ—পাত্রস্থ না করলে অন্দরস্থ নেই।' রঘু যে মাঝে মাঝে দুঃখ কার, টাকার লোভে বাবা আমার একটা নিরেট মুখ্খুর হাতে দিদিকে ধরে দিয়েছে; তাতে তার কোনও দোষ নেই। মাতৃভাষা তাও কি শুদ্ধ ক'রে লিখতে জানেনা গা! যাক আরত তাকে মুখ্খু বলা চলেনা। ওই মুখ্খুকেই জেলার উকীল মোক্তার গুলো মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান করেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট করছে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর, জেলার প্রায় সকল সমিতিতেই পণ্ডিতেরা ওই মুর্খকেই করে সভাপতি।

(নিতাইএর প্রবেশ)

হাঁ নিতাই, প্রতাপপুর থেকে এ পত্র কি তুমি এনেছ?

নিতাই। আজ্ঞে হাঁ রাণীমা!

লীলা। পত্রের তারিখত দেখছি কাল।

নিতাই। কালই আমি নিয়ে আসছিলুম। আসবার সময় রাজা সাহেব আমাকে এক কাজ দিয়ে দিলেন। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে বাবা রত্নেশ্বর দেখতে যাচ্ছিল। সুমুখে সেই বড় দিন, সঙ্গে তাদের কেউ ছিল না। রাজাসাহেব আমাকে হুকুম করলেন, তাদের বাবার স্থান পর্য্যন্ত রেখে আসতে। তাই রাণীমা, একদিন দেরি হয়ে গেল।

লীলা। বুড়ী আর তার বাপের ওপর রঘু এত চটে গেল কেন?

নিতাই। (করজোড়ে) রাণীমা! আমি তা বলতে পারব না।

লীলা। নিশ্চয় তারা আমার ভাইয়ের সঙ্গে কোন অসদ্‌ব্যবহার করেছে।

নিতাই। মামা সাহেব কি কিছু বলেন নি?

লীলা। বললে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব কেন নিতাই! হাজার হ'ক সে ত পণ্ডিত, সে কি নিজের অপমানের কথা বলতে পারে!

নিতাই। রাজা সাহেব যে বলতে নিষেধ করেছেন মা!

লীলা। আমাকেও?

নিতাই। বলেছেন, রাইনগরে গিয়ে যদি শুনি, একথা তুমি কারও কাছে প্রকাশ ক'রেছ, তখনি তোমাকে বরখাস্ত করব।

লীলা। তা হ'লে বুঝতে পাচ্ছি, ঠাকুর-জামাই কিম্বা সুরা, কিম্বা দু'জনেই তার বিশেষ কোন অপমান করেছে।

নিতাই। বাউরি সাঁওতালকেও কখন যিনি একটা কড়া কথা বলতে পারেন না, সেই পিসেবাবু আপনার ভাইয়ের অপমান করতে পারেন?

লীলা। তবে কি সুরা?

নিতাই। মামা সাহেব আসছেন। আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন রাণীমা। রাজা সাহেব কাল যাত্রা ক'রেও কেন যে এলেন না, বুঝতে পারছি না। আজকে যে আসবেন, তাতে সন্দেহই নেই। মা! আমি চাকর!

লীলা। যাও।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

(রমণীচরণের প্রবেশ)

হাঁ রঘু, সেদিনকার কথাটা আমাকেও বলতে কি তোর আপত্তি আছে?

রমণী। ও কিছু বলে গেল নাকি?

লীলা। বললে তোকে জিজ্ঞাসা করব কেন রঘু!

রমণী। তাইত দিদি, এখনও পর্য্যন্ত তুমি সেই কথা মনে রেখেছ! আমিত সেইদিনই সে সব কথা ভুলে গেছি।

লীলা। ও কিছু বললে না ব'লেইত জানবার আমার এত আগ্রহ হচ্ছে। নিশ্চয় তারা তোর বিশেষ কিছু অপমান ক'রেছে। বল্‌না—তুই ভুলতে পারিস্, আমিত ভুলতে পারি না। তোকে নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়ী নিয়ে গিয়ে অপমান—সে অপমান ত আমাকেই করেছে তারা, রমু!

রমণী। তুমি ত আগে এতটা sentimental ছিলে না দিদি!

লীলা। তুইত ক'রে তুলেছিস্ আমাকে sentimental!

রমণী। আমি? তাহ'লে দিদি, don't take offence, modern বাংলায় আমাকে জোর ক'রে বলতে হ'ল, একটা বিরাট বিশ্বকর্ম্মের মত অবোধ-অকস্মাৎ তোমার মাথাটাকে গুলিয়ে দিয়েছে।

লীলা। দেখ্, ওরকম ক'রে কথা বলা আমি যথেষ্ট শিখেছিলুম। এ নির্জ্জলা খাঁটি বাংলায় ও সব জলো দুধের কোনও মূল্যই নেই। ওর দাম কেবল ওই সহরে, ওই মনুমেণ্টের চারধারে—যেটা না বাংলা, না বিলেত; না পূর্ব্ব, না পশ্চিম, না আর্য্য, না অনার্য্য। দেশের পোনেরো আনা তিন পাই লোক আজও তাদের চিনতে পারলে না। চেনবার সময় বুঝি চ'লে গেল রমু! তোদের দেখে হতাশ হয়ে, তারা তাদের বিরাট শরীরটের দিকে চোখ ফেরাতে আরম্ভ করেছে। যে দিন সে শরীরটে তারা ঠিক দেখে ফেলবে রমু,—

রমণী। তাইত দিদি, তাইত দিদি, আমি ভেবেছিলুম Visuvius এর মত, সাগর জমানো একটা বিরাট ঠাণ্ডার চাপ তোমার প্রাণের সমস্ত activityটাকে নিবিয়ে দিয়েছে—সেটা যখন আবার দু'হাজার বৎসর পরে মিলান্ নগর ধ্বংস করা কম্পন নিয়ে, সফেন উল্লাসে ফুটে উঠলো, তখন যেমন সারা বিশ্বটা বিপুল আশ্চর্য্যে শিউরে উঠেছিল, তোমারও এই দপ্ করে জ্ব'লে ওঠা efflux টাও আমাকে তেমনি আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছে।

লীলা। তুই আমার ভাগ্‌নীকে সাঁওতাল্‌নী বলেছিস্ কেন?

রমণী। দেখ দিদি, মনে করেছিলুম,—

লীলা। ও সব মনে করাকরি রেখেদে, তোকে বলতেই হবে, কেন তুই আমার নন্দাইকে ধাঙড়, আর তার মেয়েকে সাঁওতাল্‌নী বলেছিস্।

রমণী। তুমি যে রকম তীব্রভাবে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা কইছ, তাতে আমার ভিতরের সত্যটা সঙ্কোচের নির্ল্লজ্জ চাপ আর সহ্য করতে পারছে না। আমাকে তাহ'লে বাধ্য হয়ে বলতেই হ'ল—তুমিও ত হয়ে গেছ সাঁওতাল্‌নী। এই মূর্খের দেশে প'ড়ে, এমন মূর্খ যে, একটা লোকেও একটা ইংরিজির অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না। তাদের সঙ্গে কথা কইতে হ'লে, মনে মনে word গুলোকে বাংলায় আগে translate ক'রে তারপর প্রকাশ করতে হয়।

লীলা। (হাসি মুখে) যা যা বুঝেছি।

রমণী। বুঝেছি বললেই দিদি, আমি তোমার ওই শেষ হাসি মাখা অসত্যের অকরুণ প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারব না।

লীলা। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) হয়েছে, প্রতিবাদ মেনে নিচ্ছি, এখন যাও।

রমণী। এত সহজে মেনে নেওয়াটাতে তুমি আমাকে কতটা যে ছোট ক'রে দিলে—

লীলা। আরে বাবা ভাই, আর জ্বালাস্‌নি—তোর ঘরে বসে থাকগে যা—আমার সেই দুটি বোধ হয়, সেই ধাঙড় ও সাঁওতাল্‌নীকে নিয়ে আসছে।

রমণী। তাইত দিদি, মনেত ছিল না। কলকাতা থেকে আমার একখানা চিঠি আসবার কথা আছে—

লীলা। চিঠিই আসুক, আর telegramই আসুক, ঘর ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। আমি যখন আছি, তখন তোর কোনো ভয় নেই, যা। বুঝতে পারছি, তুইই একটা কোন গোলমাল ক'রে এসেছিস্।

রমণী। Ettu Brute! দিদি! তুমিও।

[প্রস্থান।

লীলা। আর সে গোলমালটা কোন্‌দিক দিয়ে করেছ, সেটাও একটা অনুমানে বুঝতে পারছি রমু! তাদের মহত্ব আর মর্য্যাদা-বোধ সে কথা প্রকাশ করতে দেয়নি।

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

১ম, প। ওগো রাণীমা, দিদিমণির নাকি বিয়া হইছেন গো।

লীলা। হাঁরে, হবার কথা হচ্ছে। তোরা
উঠোন-টুটোন বেশ ক'রে সাফ করে রাখ্।

[প্রস্থান

পরিচারিকাগণ

গীত

ঘরে জামাই রাখ্‌বি যদি বারমাস,
গিরিপুরে কর্‌গো রাণী গাঁজার চাষ।
ঘরজামাই থাকবে ভোলা নেশার আবেশে,
থাক্‌বে ঘরে প্রাণের উমা আর যাবে না
কৈলাসে।
নেশার আবেশে—
তোর উমারি পাশে,
দিগম্বর থাকবে মা ব'সে।
আর কর্‌বে না সে—কর্‌বে না সে।
কর্‌বে না সে শ্মশান বাস॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

(নেপথ্যে লোক কোলাহল—'জয়, ঠাকুরাণীর জয়')

(দুর্লভ ও বল্লভের প্রবেশ)

দুর্লভ। ব্যাপারটা কি, একেবারেই বুঝতে পারছিনা যে দাদা!

বল্লভ। বুঝতে পারছ না ভায়া!

দুর্লভ। এই যে বললুম দাদা, একেবারেই ঠাকুর রত্নেশ্বরের কথাইত সারা পথটা শুনে আসছি, আবার মাঝখান থেকে 'জয় ঠাকুরাণী' রব উঠলো কেন?

বল্লভ। রত্নেশ্বর ঠাকুরটি কে, তাই কি বুঝতে পেরেছ?

দুর্লভ। রত্নেশ্বর—বাবা রত্নেশ্বর—আবার কে? যিনি এক চড়ে বাঘ মেরেছেন, একবারে বব-বম্ ...র গালবাদ্য ক'রে মথুরাপুরের জঙ্গল থেকে বাঘ ...লুকের দলকে দল তাড়িয়ে দিয়েছেন—বাবা রত্নেশ্বর এ বছর প্রকট হয়েছেন। ঘাড় নাড়ছ যে দাদা, একি শিবঠাকুর রত্নেশ্বর ন'ন। মাথা নাড়তে ...লে কেন বল্লিনে বল।

বল্লভ। সেই সঙ্গে শুনলে না, তারা বলছে, পাষণ্ডদের হাত থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার ক'রে, তার ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন।

দুর্লভ। তাও ত শুনলুম বটে।

বল্লভ। তাতেও বুঝতে পারলে না।

দুর্লভ। আমাদের রতন?

বল্লভ। আর রতন বলা কেন ভাই, বল রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বর তার ভিতর সত্য সত্যই জেগেছে। নইলে, এ রকম অসম্ভব ঘটতে ত বড় দেখা যায় না ভায়া। রাত্রিকালে ঘুমুলো সে জটাই সিংএর চাকর, রামী কামারনীর নাতি রতনা, জেগে উঠেই হ'ল সে বাবু রতন, আর একটু পরেই হ'ল সে ঠাকুর রত্নেশ্বর।

দুর্লভ। বল কি, বল কি দাদা, আমাদের রত্নেশ্বর? সেই এক চড়ে বাঘ মেরেছে?

বল্লভ। ও দিক দিয়ে তাকে দেখোনা ভায়া। সে যা করবার করেছে, মানুষে যা বলবার বলছে। সেই সেদিনের সকালে যা দেখেছিলে, সেই দিক দিয়ে দেখ। গাঁ শুদ্ধ লোক মারবার জন্য ছুটলো, সে একা, সহায় নেই—মনিবের দিন রাত গাল-খাওয়া চাকর—'আহা' করে এমন একটা আপনার জন বুঝি সারা জগৎটার ভিতর নেই, সে এলো, আমাদের কাছে তার বিপদের কথা শুনলে, শুনে ভ্রূক্ষেপও ক'রলে না—এইবারে বুঝতে পেরেছ ভায়া?

দুর্লভ। তাইত, চোখটা যে ফুটিয়ে দিলে দাদা! তুমি আমি তাকে রক্ষার জন্য কি ব্যাকুলই না হয়েছিলুম!

বল্লভ। সে গ্রাহ্যই করলে না। এলো,—বসলে—

দুর্লভ। জোর ক'রে তামাক খেলে।

বল্লভ। তারা সব মারবার জন্য অন্ধ হয়ে ছুটলো। যখন ফিরলে, তখন সকলে হাত জোড় করলে।

দুর্লভ। আবার কি দাদা, সেইত আমাদের রত্নেশ্বর।

বল্লভ। চোখ বুজে গাঁ ছেড়ে চলে গেল। আমরা সব সঙ্গে, আর সে আমাদের দেখলে না। কেন, সেটাও কি বুঝতে পেরেছ দুলু ভাই?

দুর্লভ। এখনো বুঝতে পারব না? দিদিমার মেয়ের লীলাস্থান আর না দেখবার জন্য সে চোখ বোজেনি। ভেতরে দেবতা জেগেছিল, পাছে তাকে

হারিয়ে ফেলে, এই জন্যই সে চোখ খুলতে সাহস করেনি।

বসন্ত। এই ছুর্ন্তি! সত্য সত্যই দেবতা তার ভিতরে জেগেছেন।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ছুর্ন্তি। ও দাদা, ঠাকুরাণী এদিকেই আসছে না?

(নেপথ্যে পাল্কী বাহকের ও জয় ঠাকুরাণীর শব্দ। শব্দ দূর হইতে নিকটে আসিল।)

কই এদিকে ত এলোনা।

(জগবন্ধুর প্রবেশ)

জগ। জয় জয়।—আয় বেটারা হেঁকে আয়।

(নিতাইএর প্রবেশ)

নিতাই। না—না। হাঁরে জগা।

জগ। কি নায়েব ম'শাই!

নিতাই। ও লোক গুলো 'জয় ঠাকুরাণী' ব'লে চেঁচাচ্ছে কেন?

জগ। কি জানি তা। বেটারা বুঝি ক্ষেপেছে। আবার বলছে, 'জয় ঠাকুর রত্নেশ্বর'।

নিতাই। তুই তাতে হাত তালি দিচ্ছিস্ কেন?

জগ। তাইত কেন দিচ্ছি! নায়েব মশাই, এ অসৎসঙ্গের ফল—হাত দু'টোও ত বেটাদের দেখাদেখি ক্ষেপেছে।

(নেপথ্যে পাল্কী বাহকদের শব্দ)

নিতাই। (নেপথ্যাভিমুখে) ওই দিকে—ওই দিকে—এ পথে আসতে হবেনা। অন্দরের বাগানের ফটক দিয়ে বরাবর রাণীর মহলে চলে যা। যা জগা সঙ্গে—রাজা আর পিসে মশাই এখনো পার হ'তে পারেন নি। আমি চললুম।

জগ। যাও যাও।

(বাহকদের শব্দ নিকট হইতে দূরে মিলাইল)

নিতাই। যাও ব'লে দাঁড়িয়ে রইলি যে। পাল্কীর সঙ্গে যা।

জগ। আমি কোন্ কালে চলে গিয়েছি মনে কর না নায়েব মশাই!

[নিতাইএর প্রস্থান।

হ্যাঁ; পাল্কীর সঙ্গে ছোটা, আমার আর কাজ নেই! একটু বসা যাক—ব'সে ব্যাপারটা কোথা থেকে কি হ'ল ভাবা যাক।

ছুর্ন্তি। ও বাবু জগবন্ধু!

জগ। কি বাবু?

ছুর্ন্তি। পাল্কীতে গেলেন, উনি কে?

জগ। রাজকুমারী।

বসন্ত। উনিই কি ঠাকুরাণী? (নেপথ্যে—জগা)

জগ। আরে বাপ্, কি উৎপাত্। এ নায়েবের শাসনে যে প্রাণ যায়রে বাবা!

[ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে করিতে প্রস্থান।

বসন্ত। এবারের কথাটাও কি বুঝতে পারলে দাদা।

ছুর্ন্তি। ঠাকুর-ঠাকুরাণী, এ যে ব্যাকরণেই বুঝিয়ে দিচ্ছে দাদা! কিন্তু বুঝতে গেলেই যে বড় গোলমাল বেধে যাচ্ছে।

বসন্ত। আর গোলমাল! গাঁ থেকে বেরুতে না বেরুতে রতন ঠাকুর হয়ে গেছে—রোজা কৃত্তিবাসের জামাই।

ছুর্ন্তি। সেটা কি ক'রে হবে ভাই, রোজা কৃত্তিবাসের শুনেছি ছেলে পুলে কিছু হয়নি!

বসন্ত। তাইকি? তাতো আমি জানতুম না ছুর্ন্তি!

নেপথ্যে। জগবন্ধু, জগবন্ধু—রাজা পার হ'য়ে এলে ব'ল, আমি এপারে এসেছি।

ছুর্ন্তি। ও দাদা, ওই আমাদের রতন নয়?

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

বসন্ত। রতন!

রত্নেশ্বর। বা—বা! কেও? বুদু খুড়ো, দুদু খুড়ো—দু'জনেই!

বসন্ত। কোথা থেকে এলি বাবা?

ছুর্ন্তি। নদীপার হয়ে এলি শুনলুম।

রত্নে। বা বা বা, কাল ছিলুম মাধবপুর আজ এলুম রাইমগর। আবার কাল সঙ্কল্প করেছি যাব রত্নেশ্বর—যদি না যেতে পারি, এ দুনিয়ায় চলাফেরা খুড়ো বোধ হয়, আমার বন্ধ হবে যাবে।

ছুর্ন্তি। তুই কি সাঁতারে পার হয়ে এলি?

(জগৎবন্ধুর প্রবেশ)

জগ। তুমি—তুমি আমাকে ডাকলে! একি,
রে নদী পার হয়ে এলে?

রত্নে। এই দেখ জগবন্ধু! এপারে যাতে
ও যেতে না আসতে পারি, তাই তোমাদের
নৌকা চলা বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। কি করি
জগবন্ধু, যখন পার হবার নৌকা পেলুম না,
রত্নেশ্বরের নাম করে জলে ঝপাঙ—আর
(সাঁতার দেওয়ার ইঙ্গিত) এই দেখ জগবন্ধু,
এসেছি। তোমার রাজাকে ব'ল, আমি এই
র মাঝেই তার ভাগ্নীর সঙ্গে দেখা করতে
ন্ম। করলুম না, রাজার মর্য্যাদা নষ্ট হবে ব'লে।

জগ। ঠাকুর! তুমি সব পারো, তুমি সব
। প্রভু, চললুম। পাল্কী অনেক দূর চলে
। ঠাকুর, তুমি সব পারো।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

রত্নে। অবাক হয়ে কি শুনছ খুড়ো তোমরা?

বল্লভ। বুঝতে পেরেও যে পারছিনা বাবা!

দুর্লভ। অবাক হওয়া ভিন্ন আর গতি নেই
। পাল্কীতে যিনি গেলেন, তিনি তোমার—

রত্নে। আমার কে এখনও যে বলতে পারছিনা
। সে বলে, ঠাকুর রঘুরাম সিংহ রায়ের
। কিন্তু ঠাকুর রঘুরাম আমার কে, একমাত্র
রা জানে। আমি ত জানি না।

দুর্লভ। আমরা জানি, আমরা জানি—আমরা
দেবো।

রত্নে। না খুড়ো, তোমরাও ত জান না।

বল্লভ। রতনের প্রতি মমতায়, মুখ খুলি কর্না
আমরা কি জানি? আমরাও ত বাবাজীর
চয় এই মাধবেরই মুখে শুনেছি।

রত্নে। কোথায় যাচ্ছ খুড়ো?

বল্লভ। রত্নেশ্বর দেখতে।

দুর্লভ। কিন্তু প্রাণের কথা বলি রতন,
যাকে দেখে আর আমাদের কোথাও যেতে
ইচ্ছে না।

রত্নে। যাও খুড়ো, আবার যদি দেখা হয়,
হবে সেই রত্নেশ্বরে।

দুর্লভ। সেই ভালো—সেই ভালো—এখানে
নে, বুঝতে পারছি তোমায় বাধা হব। সেই
লা। চল দাদা।

বল্লভ। রতন! আশীর্বাদ করি, সস্ত্রীক তোমাকে যেন রত্নেশ্বরের মন্দিরে দেখতে পাই।

দুর্লভ। সস্ত্রীক—সস্ত্রীক—আশীর্বাদ—আশীর্বাদ—একসঙ্গে ঠাকুর ঠাকুরাণী।

[উভয়ের প্রস্থান।

রত্নে। উঃ! বড় ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত—আমি তোমার সঙ্গে পথেই দেখা করতে পারতুম, কিন্তু দেখলুম না। এখন বড় ক্লান্ত—তার ওপর রাজা এখনো আসতে পারেনি। তার ওপর এই ভিজে কাপড়—আর এই হিহিহিহি—কাঁপুনি।

(মাধবের প্রবেশ)

এই যে মাধবদা, তুমিও এলে!

মাধব। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী, আর জীবন থাকতে জন্মভূমিতে ফিরে আসব এ বিশ্বাস ত ছিল না। তিন তিনবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম। দড়ী ছিঁড়ে গিয়ে মরতে পাইনি। তুমি সাঁতরে পার হয়ে এলে, আর আমি পারি না?

রত্নে। তুমি কিন্তু দাদা, ঠিক দাঁড়িয়ে আছ, আমি কিন্তু হিহিহিহি।

মাধব। হিহিহিহি করলে চলবে না। ঠাকুরাণীর সঙ্গে যদি দেখা করতে হয়, তাহ'লে এখনি দেখা করতে হবে। আজ দেখা হ'লত হ'ল নইলে বিলম্ব করলে আর যে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে, এটা আমার মন বলছে না যে ভাই!

রত্নে। শিবরাত্তিরের আর ক'দিন বাকি মাধবদা?

মাধব। ও হরি! ক'দিন কি, কালকের দিনটি কেবল বাকি।

রত্নে। ও! অনেক সময় বাকি—মাধবদা! একটু বিশ্রাম নিতে দাও—বড় ক্লান্ত! মাধবদা! মাধবদা!

মাধব। তাইত তাই।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। ওকি গো, কাঁপছ যে! শীতে, না রাগে, না অনুরাগে? যদি শীতে হয়, তাহ'লে এই শাদা কাপড়, আর এই শাদা আলোয়ান গায়ে দাও। যদি রাগে হয়, তাহ'লে এই ঠাণ্ডা কুর্ত্তিটে গায়ে দিয়ে গায়ের ঝাল গায়ে মারো। আর যদি হয় অনুরাগে, এই—নব বসন্তের পরিহাসের উপর রাগ দেখাতে এর যোগ্য আবরণ আর নেই।

রত্নে। এ কাপড় কোথায় পেলে গা?

ইন্দু। তোমাকে দিয়ে সুখী হ'তে এসেছি, পা'বার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন গা?

মাধব। মা তোমাকে আগ্রহ ক'রে দিতে এসেছে, নাও, বাজে প্রশ্ন ক'রে শীতে মিছামিছি কষ্ট পাও কেন ভাই!

রত্নে। এ বস্ত্র কি তুমি দিচ্ছ?

ইন্দু। যদি বলি, আমি?

রত্নে। ও তিন-টে উপহারই নেবো সই। একটা পরব, একটায় দেহের আবরণ করব, একটা মাথায় বাঁধবো।

ইন্দু। যদি বলি, আমার সই?

রত্নে। সে দিতে পারে না।

ইন্দু। কেন পারে না?

রত্নে। কি মাধবদা, পারে?

মাধব। ভাই! ভাই! আমি কামার—লোহার মত নিরেট বুদ্ধি আমার—আমি বুঝতে পারছি না। ·

রত্নে। যদি সে পারে, তাহ'লে তোমার সে সইকে ব'ল, যে মহাপুরুষের সন্তান ব'লে এখনও আমি আমার পরিচয় দিতে সাহস করিনি, তাঁর পুত্রবধূ ব'লে আর কখনও যেন সে কারও কাছে পরিচয় না দেয়।

(কৃত্তিবাসের প্রবেশ)

কৃত্তি। যদি রাজা দেয়?

রত্নে। আপনি কে?

কৃত্তি। আমার পরিচয় পরে দিচ্ছি। আগে বল, কি করবে যদি রাজা দেয়?

রত্নে। আগে বলুন, রাজা আমাকে এ বস্ত্র ভিক্ষা দিচ্ছেন, না উপহার?

কৃত্তি। উপহার। তোমার অসামান্য পুরুষকার দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েছেন।

রত্নে। ভিক্ষা ব'লে দেন, এই সামান্য কাপড় মাত্র নিতে পারি—উপহার নিতে পারি না।

কৃত্তি। কেন?

রত্নে। সে বড় অপ্রিয় কথা হবে। রাজা নিজে প্রশ্ন করলে একমাত্র তাঁকে বলতে পারি।

মাধব। আমি অনুরোধ করছি ভাই, বল। ওঁকে বললেই রাজাকে বলা হবে।

রত্নে। রাজাকে অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে এই উপহার আমার সুমুখে উপস্থিত করতে হবে।

কৃত্তি। ইন্দু! ওই পট্ট বস্ত্রখানা আমাকে দেত। (বস্ত্র লইয়া বদ্ধাঞ্জলি রত্নেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল)

রত্নে। (হাঁটু গাড়িয়া) আপনিই রাজা?

কৃত্তি। নাও, ঠাকুর রত্নেশ্বর! এই উপহার নিয়ে এই অধমকে কৃতার্থ কর।

রত্নে। রাজা, রাজা! আমার পরিচয়?

কৃত্তি। তোমার পরিচয় তুমি। গ্রহণ কর।

রত্নে। (মস্তকে উপহার ধরিয়া) এইবারে—চল মাধবদা!

কৃত্তি। কোথায়?

রত্নে। রত্নেশ্বরের মন্দিরে, রাজা!

কৃত্তি। আমার বাড়ীর দোরে এসে আতিথ্য না নিয়ে চলে যাবে? ইন্দু! বেটাকে ধ'রে নিয়ে আয়। মাধব! আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ।

[কৃত্তিবাসের প্রস্থান।

ইন্দু। (হাত ধরিয়া) কি সখা, সাহস ক'রে টানবো?

মাধব। আর—সখাকে জিজ্ঞাসা কেন মা, আমি বলছি নিয়ে চল।

রত্নে। মাধ'দা, রাজা কৃত্তিবাস এত মহৎ! আমি যে তার ওপর বড়ই রাগ করেছিলুম। শীতে হিহি ক'রে কাঁপছিলুম, আর রাজার ওপর কেমন ক'রে প্রতিশোধ নেবো ভাবছিলুম। একবার দেখা দিয়েই রাজা যে সর্ব্ব রকমে আমাকে হারিয়ে দিলে! আবার আমি কেমন ক'রে তার কাছে যাব?

মাধব। লজ্জা কিসের ভাই! তুমি ঝুটো কি খাঁটি, রাজা পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

রত্নে। এখন বুঝতে পারলুম মাধবদা, সবার হৃদয়েই ঠাকুর রত্নেশ্বর বাস করছেন। দরকার হ'লে তাঁর, যখন যে কোন হৃদয় থেকে জেগে উঠেন। তাহ'লে মাধবদা, এই শিরোপা মাথায় দিই, কি বল?

মাধব। বেশ, রাইনগরের সকলে চোখ মেলে দেখুক—রাজার কনকাঞ্জলি ঠাকুর রত্নেশ্বর মাথায় ধরেছে।

[প্রস্থান।

(ইন্দুর গীত)

আর ভেবে কি হ'বে।
ভাববার পারে চ'লে চল সখা হে।
সে যে যেতে যেতে ফিরে চেয়েছে কত
তুমি ত দিলে না দেখা হে॥
তাই আজ এই তোমার শাসন
সুতার নিগড়ে তোমার বাঁধন;
আঁখির ইঙ্গিতে আদেশ পালন
তোমারি করম কোথা হে॥

তৃতীয় দৃশ্য

অন্দরমহল

কৃত্তিবাস ও লীলাবতী

ত্তি। যা বলবার সব তোমাকে বল্লুম। যা যা বলবার আছে, একটু সুস্থির হয়ে ব'লব কে এর পরে।

ীলা। আর তোমাকে কিছু বলতে হবেনা।

ত্তি। তাইকে যেন কিছু ব'লো লজ্জা না। সে সব কথা তুমি ছাড়া এখানে আর শোনেনি, শুনবেও না। তার ভবিষ্যতের তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আগে তে ভেবেছি; ভেবে উপায়ও ঠিক ক'রে ছি। কমিশনার কাট-গুড়ী সাহেব যখন নে শীকার করতে এসেছিল, তখন তোমার য়ের হাকিমির জন্ম তাকে অনুরোধ করে-ম। সাহেব স্বীকার করে গেছে, শীগ্‌গিরই মার ভাই একটা ডেপুটিগিরি পেয়ে যাবে। কেও তুমি আছ, আমি আছি, তোমার বমুকে র মুখাপেক্ষী হ'তে হবেনা রাণী!

লীলা। আর একশোবারই ব'লে আমাকে দিচ্ছ কেন রাজা! তুমি যাও বাইরে—দেখগে, গে তোমার যা কিছু করবার। তুমি আমাকে হুকুম দিয়ে যাও, এমন কাজ বোধ হয় ক'রব যাতে তোমার মর্য্যাদার হানি হবে।

কৃত্তি। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লুম রাণী! রায় ই এসে পৌঁছুল কিনা একবার দেখে আসি।

লীলা। পৌঁছিলে তিনি কি আর বাইরে কস্তেন।

কৃত্তি। দেখ' রাণী, আমার দিদি নেই।

লীলা। সে অভাব ত আর পূরণ হবে না রাজা, যতদূর সামর্থ্য তার সেবা করবো।

কৃত্তি। আমি চললুম।

লীলা। সে পাগল—

কৃত্তি। আছে, আছে—অতিকষ্টে দূরে রেখেছি।

লীলা। আমি দেখতে পাব ত?

কৃত্তি। তুমি না দেখলে কি তাকে ছেড়ে দেব! তুমি কাছে ব'সে তাকে খাওয়াবে। মনে হচ্ছে, সারাদিন তার পেটে অন্ন ঢোকেনি! সেই অবস্থায় ওই খরস্রোতা নদী সে সাঁতরে পার হয়েছে। জল অনেক পেটে যে ঢুকেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

লীলা। তুমি এসো।

[কৃত্তিবাসের প্রস্থান।

আর কোনও ভয় তোমার নেই স্বামী, আমার সে স্বপ্ন দেখার বয়স কেটে গেছে। বাঙ্গালীর প্রকৃত সংসার, চিরকালই অকূল সাগরের এ পারে তার সহজ সৌন্দর্য্য নিয়ে ছোট কুটীর-বধূটির মত বেঁচে থাক্। বেঁচে থাক, তার পত্র-পুষ্পভরা গাছপালা নিয়ে, তার সাদা স্বচ্ছ আঙিনাটির আড়ালে। তরল সৌন্দর্য্যের রাশি নিয়ে ওপরের শুধু দৃষ্টি-ভোলানো অট্টালিকা ওপারেই থাকুক।

(জগবন্ধু সহ মথুরমোহনের প্রবেশ)

মথুর। কইগো, আমাদের রাণী কই?

লীলা। আসুন, ঠাকুর-জামাই আসুন।

(অগ্রগমন ও প্রণাম)

মথুর। এই যে, এই যে—এই যেরে জগবন্ধু, আমাদের রাণী। কিগো ঠাকরুণ, আমায় চিনতে পারছ?

লীলা। তাইত, একি আপনার চেহারা হয়েছে ঠাকুর-জামাই!

মথুর। চেহারা দেখছ, এখনও বেঁচে আছি, এটা দেখছ না?

লীলা। বালাই, কেন বেঁচে থাকবেন না, আপনি পুরুষ মানুষ।

মথুর। না না রাণী, আমাকে বেঁচে থাকতে ব'লনা। আমি মরতে এসেছি। তোমার কোলে মাথা রেখে—বুঝেছো?

লীলা। আপনার ঘরে চলুন।

মথুর। আমার ঘরে? আমার ঘর কি নিষ্ঠুর বিধাতা রেখেছে রাণী! তোমার ননদ কোলে ক'রে তোমাকে এখানে এনেছিল। তার কি পুরস্কার নেই রাণী; আমি তোমার ঘরে অতিথি হব।

লীলা। ও কথা বললে আমাকে যে লজ্জা দেওয়া হয়, ঠাকুর-জামাই। আমি ত আপনাদেরই! সে ঘরও ত আপনার।

মথুর। তাহ'লে চল, দু'জ'নে মিলে রাজাকে তার সম্পত্তি থেকে বেদখল করি।—জগবন্ধু! তোর দিদিমণি কোথা?

লীলা। জগবন্ধু জানে না। সে আর ইন্দু বাগানে বেড়াতে গেছে।

মথুর। তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

লীলা। ও পারবে না। যা জগবন্ধু, রান্না-বাড়ীতে মোহিনী আছে, তাকে ডেকে দে।

জগ। কেন পারব না, রাণীমা, আমিত বাগানে যাবার পথ জানি।

লীলা। রাজা সাহেবের হুকুম, চাকরই হ'ক কি যেই হ'ক, তাঁর দোসরা হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন পুরুষ সে বাগানে প্রবেশ করতে পারবে না।

[জগবন্ধুর প্রস্থান।

মথুর। রাজার কাছে যা শোনবার, সব শুনেছ রাণী?

লীলা। তিনি সব বলেছেন।

মথুর। বুঝেছ ত, সত্যি সত্যিই আমি তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে এসেছি।

লীলা। মরতে দেবো কেন ঠাকুর-জামাই!

মথুর। সেবা করবে?

লীলা। ঠাকুরঝি আমাকে যতটা সেবার অধিকার দিয়ে গেছে, ততটা করব।

মথুর। রাণীর গুণ ভেতরে না থাকলে ভগবান কি যাকে তাকে ধ'রে রাণী ক'রে দিয়েছেন। তারপর, ওই মেয়েটিকে দেখেছ?

লীলা। বেশ মেয়ে।

মথুর। ওটি আমার বাল্য সখার একটি মাত্র মেয়ে। তোমার রমুকে ওটি দেবো ঠিক ক'রেছি। অবশ্য রাজার মত না নিয়ে ঠিক করিনি। এইবারে তোমার মত।

লীলা। আমার আবার এতে মতামত কি ঠাকুর-জামাই! রাজা, আপনি, দু'জনে ঠিক করেছেন, আমার তাতে বলবার কি আছে?

মথুর। অমনি দেব না রাণী, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমার ভাইকে যৌতুক দেবো।

লীলা। আপনার আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট।

মথুর। আশীর্ব্বাদও দেব, সম্পত্তিও দেবো। তার মা নেই, বাপ নেই। আর, আমার বলবার যেখানে যা, সে যে তোমারই শ্বশুর দিয়েছেন রাণী!

লীলা। সে যা বলবার রাজাকে বলবেন। এখন আসুন আমার হাত ধ'রে। (হাত ধরিল)

মথুর। আ! কতদিন পরে আমার হাত ধরলে রাণী?

লীলা। ঠাকুরঝি স্বর্গের যেখানেই ব'সে থাকুক না, রাগ করবে না, জেনে ধরেছি ঠাকুর-জামাই।

মথুর। চল, চল, চল—

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত।

(রমণীচরণের প্রবেশ)

রমণী। দিদি, দিদি!

লীলা। দিদি ব'লেই থমকে দাঁড়ালি কেন? এগিয়ে আয়—আয়। রাজা যেমন তোর দিদি-কাক্কী—ইনি তার চেয়ে এতটুকু কম ন'ন।

মথুর। কাছে এস ভাই, লজ্জা কি? তোমার কোনও দোষ আমি দেখিনি।—কি বলতে এসেছ, তোমার দিদিকে বল।

রমণী। দিদি।

লীলা। শুনবো পরে, আগে ঠাকুর-জামাইকে প্রণাম কর।

মথুর। হয়েছে—হয়েছে। (রমণী প্রণাম করিল।)

লীলা। না, হয়নি, আগে প্রণাম কর। এইবারে কি বলতে চাও বল।

রমণী। আমার একটু অপরাধ হয়েছে। এখন বুঝেছি, ভুল বুঝেছি। লেখাপড়ার মাঝে কেবল কতকগুলো কথা আয়ত্ত করেছি। তার মূল উদ্দেশ্য যে, স্বাধীন প্রকৃতি, তা লাভ করতে পারিনি। না ভাষায়, না ভাবে, না ব্যবহারে।

মথুর। যখন বুঝেছ, তখন পেয়েছ। পাণ্ডিত্য কখন বৃথা যায় না। কাজে লাগালে সে কাজ, ধর্ম্ম

ন ধর্ম—দেশের কল্যাণে লাগালে পাণ্ডিত্যই
রশের শ্রী।
না। এখনি যাও ভাই। দেশের ছেলে
ও। যাও—তোমাকে উপহার দেবার জন্ত
দিদি মেয়ে আর দেশের সম্পত্তি তুলে রেখে

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান

সুরমা ও ইন্দু

রমা। কই ইন্দু সই, সেত এলোনা!
ন্দু। তোমার কি মনে হচ্ছে সই, এলোনা সে?
রমা। সন্ধ্যে যে হয়ে এলো, আসবার আর
হইল কই।
ন্দু। সন্ধ্যের পরে?
রমা। এসে ফল? আর ত আমরা এখানে
ত পাব না!
ন্দু। এলোনা, না আসতে পারলে না?
রমা। ছিঃ, ও কথা আর বলিস্‌নি ইন্দু।
ন্দু। এই উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাগান, চারদিকে
পাহারা—
রমা। এ সব তার কাছে কিছু নয়, সে
ত ইচ্ছা করলেই আসতে পারতো, এলোনা।
ইন্দু। কেন এলোনা?
রমা। মামা আমাকে যা বলেছিলেন, আমি
শুনিয়েছিলুম। মামা বলেছিলেন, যদি তার
ও সামর্থ্য থাকে, দেখা যেন আমার সঙ্গে করে
াইনগরে। শুনে সে হেসে বলেছিল, আমার
ও আছে, সামর্থ্যও আছে।
ইন্দু। সই! সে এলোনা?
সুরমা। আমারই বলবার দোষে এলোনা।
বলেছিলুম, আমি ঠাকুর রঘুরামের পুত্রবধূ।
ছাই, একবারও ত বলতে পারলুম না, আমি
মার বধূ!
ইন্দু। এখন যদি দেখতে পাও, তাহ'লে বল?
সুরমা। আর কি দেখতে পাব?
ইন্দু। যদি সে আসতে পারত?

সুরমা। আবার পারতো বলছিস্ ইন্দু! এবারে
বললে আমার রাগ হবে।
ইন্দু। এখনি ত দেখছি রাগ হচ্ছে। শুনলুম,
এ বাগানে কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই।
সুরমা। পুরুষের না থাকতে পারে, মহাপুরুষের
আছে।
ইন্দু। তবে আসি সই—আবার কি বলতে কি
বলে ফেলব।
সুরমা। হাঁ ভাই, সন্ধ্যে হ'তে যেটুকু বাকি,
সে সময়টুকুর জন্য অন্ততঃ আমাকে একা
থাকতে দে।

(ইন্দু প্রস্থান করিল, অপেক্ষার দৃষ্টিতে সুরমা স্থিরভাবে চাহিয়া দাঁড়াইল। রত্নেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া ইন্দু পুনঃ প্রবিষ্ট হইল।)

ইন্দু। ওদিকে সে নেই সই।

(গীত)

ও দিকে সে নেই সই ও দিকে সে নেই,
দেখ দেখি পিছু চেয়ে এই কিনা সেই।

নাও, এইবারে আমি চললুম। আবার তোমার
রাগ হবে।

[প্রস্থান।

সুরমা। এসেছো!—ওগো! উত্তর দিচ্ছ না
কেন? আমার উপর অভিমান হয়েছে? বলতে
ভুলে গেছি ব'লে ঠাকুর রত্নেশ্বর আমার স্বামী?
রত্নে। আমাকে এনেছে।
সুরমা। এনেছে? কে আনলে? বল—ওগো,
চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বল।

(কৃত্তিবাসের প্রবেশ)

কৃত্তি। আমি এনেছি মা।
সুরমা। কেন আনলে মামা? বল, বল—
আমার চোখে যে জল আসছে। আসবার সাহস ও
সামর্থ্য নেই দেখে দয়া ক'রে আনলে? বল, মামা,
আমার চোখ ফেটে যে জল আসছে!
কৃত্তি। ব্যাকুল হ'সনি বুড়ী—ব্যাকুল হ'সনি।
সুরমা। আমি যে এঁর শক্তি ও সাহস দেখবার
জন্ত ব্যাকুল নেত্রে চারদিকে চেয়ে বেড়াচ্ছিলুম।

কেন তুমি আনলে মামা! রাজা কৃত্তিবাস কি ভাগ্নীর মেহে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল?

কৃত্তি। না।

সুরমা। তবে?

কৃত্তি। অসাধারণ, অসাধারণ—সুরমা। দেবতার সাহস ও সামর্থ্য দেখে নিয়ে এসেছি। আমি ওর নদীপারের উপায় বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। মাঝীদের আদেশ করেছিলুম, আমার পার হবার আগে তারা যেন কোনও অপরিচিত লোককে রাইনগরে প্রবেশ করতে না দেয়। পাগল সে আদেশ গ্রাহ্য করেনি। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই কুম্ভীর ভরা বিপুল নদীর খর স্রোতকে হারিয়ে এ পারে এসেছে। এসেছে আমার আগে। ধরেছে তোমাকে পথে। ও যদি সেখানে তোমাকে ইচ্ছা করত দেখতে, যারা তোমার পাল্কীর সঙ্গে ছিল, তারা রোধ করতে পারতো না। পাগল দেখেনি। দেখলে, আবার রাইনগরে আমার মর্য্যাদা, তোমার বাপের মর্য্যাদা চিরকালের জন্য নষ্ট হ'য়ে যেতো। তাই কৃতজ্ঞতা দেখাতে মা, ওকে এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছি।

সুরমা। (নতজানু) আমি যে একটা বড় অপরাধ করেছি!

রত্নে। না সুরমা!

সুরমা। না—করেছি। যে পরিচয় দিতে তুমি সাহস করনি, আমি সেই পরিচয় নিয়ে গর্ব্ব করেছি। আমার বলা উচিত ছিল, আমার পরিচয় তুমি। (উঠিয়া) মামা! আমারও একবার বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, আমার পরিচয় আমি। রাণী অহল্যা বাই, রাণী ভবানী—এঁদের নামে এঁদের পরিচয়। অতি কম লোকেই জানে এঁদের স্বামীর নাম। কিন্তু এঁরা সকলেই ছিলেন স্বামী-হারা। (নতজানু) আমার স্বামী, অজর অমর—ঠাকুর রত্নেশ্বর।

(মধুরমোহনের প্রবেশ)

মধুর। সেটা দুজনে নির্জ্জনে থাকলে, বলতে ভালো, শুনতে ভালো। তোমার বাবা আর মামার পক্ষে সে পরিচয়টা বড় সুবিধের নয় সুত্যে! লোকে সে পরিচয় শুনবে না। আমাদের বংশ-মর্য্যাদা আছে।

সুরমা। কি মামা, তোমারও কি ওই কথা?

কৃত্তি। তুমি বুদ্ধিমতী, একথা তোমার জিজ্ঞাসা করাই যে ভুল হচ্ছে মা!

সুরমা। মামা! পৃথ্বীরাজের বাপের নাম কি?—যিনি তোমার আদিপুরুষ?

কৃত্তি। (মাথায় হাত দিয়া) বটে—বটে। তার বাপও একটা ছিলই বটে—কি বলা যায়?

মধুর। নিশ্চয় ছিল, নইলে কি সে ভুঁইফোঁড় হয়ে জন্মেছে!

সুরমা। তুমি ত শিরোমণি—বাপ্পারাওএর বাপের নাম কি ছিল বাবা?

মধুর। (মাথায় হাত দিয়া) বাপ্পা রাও—তুমি সেটা নিশ্চয় জানো।

সুরমা। আর তোমাদের দুজনকেই জিজ্ঞাসা করি—রাজা দুষ্মন্তের বাপের নাম কি ছিল—শকুন্তলার যিনি শ্বশুর? আর কোথায় কেমন ক'রে তাদের বিবাহ হয়েছিল? সেই বিবাহের ফলে রাজা ভরত। তার নামেই ভারতবর্ষ। যে নাম নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমরা সকলে একবাক্যে চীৎকার করছ। বাবা! পুরুষকার আমার স্বামী, পুরুষকার আমার শ্বশুর। যখন ক্ষত্রিয়জাতির জীবন ছিল, তখন পরিচয় ছিল তার পুরুষকার। যেদিন থেকে জাতি হীন হয়েছে—সেইদিন থেকেই বংশ বংশ করে তারা পাগল।

কৃত্তি বেশ, বেশ—ওরে! তোর ভিতর এত অ'গ্ন ছিল!

সুরমা। নিজেরা কোন চুলোয় গেছে জানেনা কেবল আমার পূর্ব্বপুরুষের এত ঐশ্বর্য্য, এমন বীর্য্য, এত বড় নাম—এই সব কথা নিয়েই দেশ শুদ্ধ লোক মেতে আছে।

রত্নে। চাই চাপা ছিল রাজা, ফুৎকারে তোমরা জ্বালিয়ে দিলে। আর ত তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না সুরমা! মাধবদা!

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। আমাদের রাণীকে সঙ্গে নিয়ে চল রাজা!

মধুর। এই নাও ঠাকুর, তোমাকে দান করলুম। সম্মুখে অন্ধকার ভেদ ক'রে চলে যাও।

ন্তি। কোন উপহার?
ন্থ। এখন উপহার কেমন ক'রে হবে রাজা
। ভিক্ষা।
রমা। আমরা নেবো না।
ন্তি। এস, তোমাদের বাইরে যাবার পথ
। দি।

(লালাবতীর প্রবেশ)

লা। একটু অপেক্ষা রাজা!—এই নাও—
দের গুরুজনের সুমুখে তোমার আয়তির চিহ্ন।
'লে সিন্দূর দান)

[রত্নেশ্বর ও সুরমা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রমা। আর ভাবছ কি, চল—দুর্গা ব'লে
। পড়া গেল, আর ভাবলে হবে কি?

দ্বৈত গীত

। মধুর মাধবী তুমি, কবিত কাঞ্চন ফুলহার।
। আমি ক্ষীণা মাধবী তুমি পরম
প্রেমিক সহকার,
তোমারই মোহন গলে আশ্রয় পাব বলে—
। বাহু বিসারিয়া আমি সমীপে তোমার।
। আমি তোমারই তরে,
। আমি তোমারই তরে।
য়ে। মিলনে উভয়ে যা'ব বিষাদেরি পার।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দিরের সান্নিধ্য

গ্রাম্য যাত্রিগণের গীত

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া,
শিঙা করিছে ভব ভম্ ভম্,
ভো ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ গাল বাজিয়া।
মগন হ'য়ে প্রমথ সাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটী কোটী দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিয়া গাইয়া।
কটী তটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল,
গরজে গরল মানিয়া। [●]

জানকীরাম ও রাণীবাই

রাণী। মরণ, মরণ—আমার মরণ হ'লনা? এই অপমান সয়ে আমি বেঁচে রইলুম? ওগো! কেমন ক'রে বীরনগরে এ মুখ দেখাব?

জানকী। ঠিক হয়েছে রাণু, আক্ষেপ কেন? এই রত্নেশ্বরের মন্দিরে এসে, এতকাল পরে আমার চোখ ফুটেছে। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—আক্ষেপ ক'র না। শুধু রাজা কৃত্তিবাস অপমান করেছে। বুঝি এখনো তোমার পুণ্য আছে—ডোম চণ্ডালে তোমার অপমান করেনি। সেইটে করলেই ঠিক হত,—সেইটে করলেই তোমার আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ত।

রাণী। ঠিক বলেছ, এখন আমি সেটা বুঝতে পারছি!

জানকী। পারছ রাণু, পারছ? বাপ-মা-মরা তিন বছরের ছেলে কোলে তুলে নিয়েছিলে। পুতনা রাক্ষসীর মত মেরে ফেলবার জন্য তাকে মাই দিয়েছিলে!

রাণী। ব'লনা—ব'লনা—আর সে কথা তুলো না! মরণ—মরণ—এখনি আমার মৃত্যু হ'ক। রত্নেশ্বরের দোর থেকে আমাকে বাগ্দীর মত দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে!

জানকী। দেবে না? এ অপমান আমার যে এখন বড় মিষ্টি ঠেকছে। বিষয়ের লোভে ভাসুর-পোকে মেরে ফেলে, এখন ছেলের কামনায় তুমি রত্নেশ্বরকে পূজো দিতে এসেছ। জাগ্রত দেবতা, তোমার আমার মত পাপিষ্ট পাপিষ্ঠার পূজো নেবে কেন?

রাণী। আর ব'লনা, দোহাই ঠাকুর, আর ব'লনা। এবার বললে আমি আত্মহত্যা করবো।

জানকী। অপমানের জন্য করবে, না অনুতাপের জন্য করবে? যে জন্যই কর, নরক এড়াতে পারবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, ঘরে ফিরে চল। ঘরের ছেলে মেরে ফেলেছ, একটা পরের ছেলে পুষ্যি-পুত্তুর নিয়ে তোমার কোলে তুলে দিইগে চল। ঠাকুর রঘুরামের অম

তাকে খাইয়ো, তাহ'লেই তোমার আমার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে।—আবার ওদিকে চাচ্ছ কেন? রত্নেশ্বরের দোর তোমার আমার কাছে জন্মের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

রাণী। ওগো, চুপ কর—কারা আসছে। আমি তাকে মেরে ফেলিনি।

জানকী। না—না—ভুল করেছি, মেরেছি আমি, মেরেছি আমি—সকলের চেয়ে পাপিষ্ঠ—এই স্ত্রীজিত নরাধম। হায় মাধব! আমাদের ঘাতকতার অপরাধে তুমি আজ যাবজ্জীবনের মত দ্বীপান্তরে!

(সুরমা ও মাধবের প্রবেশ)

সুরমা। দেখত মাধবদা, জনতা ছেড়ে নির্জ্জন পথের ধারে দু'টি মানুষ অমন ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

মাধব। কোথায় দিদি?

সুরমা। ওই যে—বোধ হয় যেন কাঁদছে।

মাধব। (কিছুদূর যাইয়া চমকিয়া ফিরিল) তুমি যাও, তুমি জিজ্ঞাসা কর।

সুরমা। কেন, কি হ'ল মাধবদা?

মাধব। আমি এখানে দাঁড়াবও না, ওই দূরে গাছের তলায় রইলুম। কথা কও—তুমি কথা কও। আমার নাম পর্য্যন্ত মুখে এনোনা।

[প্রস্থান।

সুরমা। (কিছুক্ষণ মাধবের গমনপথের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইল) কেন মা, কেন বাবা, তোমরা দু'জনে এখানে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে আছ?

রাণী। আছি মা, মনে দুঃখ হয়েছে একটা, তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

জানকী। জগৎ শুদ্ধ লোক জেনে ফেললে, আর ও মেয়েটি দুঃখ দেখে দুঃখ করতে এসেছে, ওর কাছে গোপন কেন? এখনো তোমার চৈতন্য হ'ল না! মা! আমরা রত্নেশ্বরের দোর থেকে বড় অপমান পেয়ে ফিরে এসেছি।

সুরমা। কে অপমান করলে বাবা?

জানকী। রাজা কৃত্তিবাস।

সুরমা। কি অপমান করলে?

জানকী। চিরদিন রত্নেশ্বরের পূজায় আমাদের প্রথম অধিকার ছিল। সেই জেনে, মন্দিরে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলুম।

সুরমা। রাজা কৃত্তিবাস প্রবেশ করতে দিলে না?

জানকী। পুরোহিত বললে, আগে রাণী পূজা করবেন, তাঁর পূর্ব্বে কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পাবে না।

রাণী। অর্দ্ধেক রেখে বলছ কেন—বললে, আগে রাণী, তার পর যে যেখানে আছে সব, তার পর ঠাকুর জানকীরাম।—চমকে উঠলে কেন মা, আমি একবর্ণও মিছে বলিনি।

সুরমা। ঠাকুর জানকীরাম? হাঁ বাবা, সঙ্গে কি লোক ছিল না?

জানকী। থাকবে না কেন মা, দু'শো লোক সঙ্গে এনেছি। কিন্তু রাজার দু'হাজার লাঠিয়াল মন্দিরের দোর আগলে দাঁড়িয়েছে। লোকের কাছে মুখ দেখাতে না পেরে এখানে এসেছি। মনে করছি, রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে পালাবো।

রাণী। কিন্তু কোথায় যে পালাবো, তা বুঝতে পারছি না।

(রত্নেশ্বরকে লইয়া বালকের প্রবেশ)

বালক। এই—এই বাবু, এই।

রত্নে। তুমি কি মা মন্দিরে ঢুকতে না পেয়ে ফিরে এসেছ?

রাণী। এসেছি বাবা! (জানকীরাম রত্নেশ্বরের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল)

বালক। ঢুকতে চাও মা, ঢুকতে চাও?

রাণী। ঢুকতে ত চাই বাবা!

রত্নে। আমার সঙ্গে আসতে পারবে মা?

রাণী। তুমি কি আমাকে মন্দিরে রাণীর আগে প্রবেশ করাতে পারবে?

রত্নে। আগে থাকতে কেমন ক'রে বলব মা, চেষ্টা করবো।

জানকী। তোমার শক্তি কি?

রত্নে। আমার শক্তি রত্নেশ্বর।

জানকী। মানে বুঝতে পারলুম না। রাজার প্রায় দু'হাজার লাঠিয়াল।

রত্নে। আমার সে সব কিছু নেই বাবা! আমার শুধু আমি আছি।

সুরমা। কেন গো ঠাকুর, এরই মধ্যে এটাকে ভুলে গেলে! আমি কি তোমার কেউ নই?

জানকী। ওরে ছোঁড়া, কোথা থেকে একটা পাগলকে ধ'রে আনলি!

সুরমা। হাঁ ঠাকুর জানকীরাম, শুনেছি ঠাকুর রঘুরাম আপনার জ্যেষ্ঠ ছিলেন?

রত্নে। কি বলছ সুরমা, ঠাকুর জানকীরাম কে? (পরস্পরে মুখ দেখাদেখি)

জানকী। বাবা! বেঁচে আছ? রত্নেশ্বর! রত্নেশ্বর!

রাণী। রত্নেশ্বর? ওগো, কি বলছ গো!

জানকী। এই দুই পাপিষ্ঠ-পাপিষ্ঠার মেরে ফেলবার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ ক'রে তুমি বেঁচে আছ?

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। ছোটঠাকুর, ছোটঠাকরুণ! চিনতে পার?

রাণী। মাধব! মাধব!!

জানকী। মাধব! তুমি যে দ্বীপান্তরে।

মাধব। আমাকে মুক্তি দিয়েছে—

জানকী। তোমার খুড়ো-খুড়ীকে ক্ষমা ক'রে আমাদের সঙ্গে কি আসবে বাবা রত্নেশ্বর?

মাধব। এখন কি দিতে পারি মা! মরতে গেলুম, পারলুম না—মায়ের কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বীপান্তরে চলে গেলুম।

জানকী। দাও মাধব! তোমার রত্নেশ্বরের সম্পত্তি রঘুবরের হাতে তুলে দিয়ে আমরা দু'জনে কাশী চলে যাই।

রাণী। ঠিক বলেছ, আর কেন? ছেলের মানত ক'রে রত্নেশ্বরের পুজো দিতে এসেছিলুম, ঠাকুরের দয়ায় পথেই আমার ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সুরমা। উঁহু, সেটি হবে না। আমার পরিচয় সম্পূর্ণ না ক'রে যেতে পাচ্ছনা। আগে যেতে হবে রত্নেশ্বরের মন্দিরে।—মাধব দা! আমার শ্বশুর হ'লে কি করতেন?

মাধব। ঠাকুর রঘুরাম হ'লে মৃত্যু ভয়ে নিজের অধিকার তিনি কদাচ ত্যাগ করতেন না।

জানকী। আমার কুল-লক্ষ্মী তুমি? এস মা, কাছে এস, তোমাকে দেখি।

রাণী। তাইত ঠাকুর, আমরা কি পেতে এসে কি পেলুম।

জানকী। এসমা সঙ্গে—তোমার শ্বশুরের অধিকার আমি আর ত্যাগ করতে বলতে পারি না।

রাণী। আমিও বলিনা বউ মা, আমার আজ মরতে বড় লোভ হচ্ছে।

রত্নে। বালক! আমি যে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোকে ভুলে গিয়েছিলুম। তুই আমাকে ধরে এনে যা দিলি, এক রত্নেশ্বর ভিন্ন আর যে কেউ তা দিতে পারে না।

বালক। আমাকে কিছু বকসিস দিতে চাও নাকি ঠাকুর?

রত্নে। প্রতিদান যে নেই ভাই!

বালক। আমাকে মন্দিরে ঢোকাতে পার?

রত্নে। যদি নিজে ঢুকতে পারি, তাহ'লে পারি।

বালক। আমি কি জাত জানো?

রত্নে। সে আমাকে জানতে হবে না। যদি জাত হিসেব ক'রে, দেবতার মন্দিরে ঢুকতে হয়, তা হ'লে বুঝবো, হয় সে জড়ের জড় পাথর, নয় সে ধনীর খোসামোদ করা দেবতা। এই দুই অবস্থাতেই কালাপাহাড়ের মত তার মাথা চুর্ণ ক'রে দেব।

মাধব। আয় ভাই, আমাদের সঙ্গে।

রাণী। আয় বাপ্, তুই যেই হ—আমাদের সঙ্গে আয়।

বালক। আমার যাওয়া হয়েছে গো ঠাকুর, আমার ঠাকুর দেখা হয়েছে।

সুরমা। আমাদের সঙ্গে যাবি না ভাই?

বালক। না ভাই, না ভাই।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি

রত্নে। যদি সর্ব্বাগ্রেই প্রবেশ করতে হয়, তাহ'লে আরত দেরি করতে পারি না!

বালক। দেরি ক'রনা বাবু দেরি ক'রনা।

(গীত)

জানি তুমি পাথর কভু নও।
যুগে যুগে ধর্ম্মে ঢুকে মর্ম্ম কথা কও॥
যখন সত্যে ক'রে অপমান
ফুলে উঠে অভিমান—
মানুষকে আর দেখতে না দেয় কোথায় তুমি রও।
তখন ওই পাষাণ গায় যে বাঁশীর গান
সুরে জগৎ পাগল ক'রে আপনি পাগল হও।

(বালিকার প্রবেশ)

বালিকা। ওরে, চলে আয়, চলে আয়। ঠাকুরের মন্দিরে তোর যে ফুল ছড়াবার নিমন্ত্রণ হয়েছে।

(কৃত্তিবাস ও লীলাবতীর প্রবেশ)

কৃত্তি। কি বেয়াই, আবাহন করিনি ব'লে বৈরাগ্য নিতে চাইছিলে নাকি?

জানকী। তাইত রাজা, আমি যে পাগল হবার মত হলুম!

(মথুরমোহনের প্রবেশ)

মথুর। বেয়ান সঙ্গে নিয়ে বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য নিতে হ'লে উটিকে আমাদের কাছে রেখে যেতে হয়। ঠাকুর জানকীরাম! এটি আমার কন্যা। (সুরমাকে দেখাইল)

জানকী। এখন—আমার, এখন—আমার, এখন আমার!

লীলা। এস বেয়ান, তোমাকে আবাহন করি।

কৃত্তি। সকলেই তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। চল—"রত্নেশ্বরের মন্দিরে।"

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

পুরুষ ও স্ত্রীগণ

পু। তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা
বমবম বাজে গাল।
স্ত্রী। ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে
দুলিছে কপাল মাল।
পু। গরজে গঙ্গা জটা'জুট মাঝে,
স্ত্রী। উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
সকলে। ধক ধক ধক মৌলি বন্ধ
জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।

পট-পরিবর্তন

মন্দিরাভ্যন্তর

শিবলিঙ্গের সম্মুখে কুমারীগণ

আনো ফুলরাশি আনো ফুলরাশি
ঢালো ঢালো ওগো ভোলার পায়।
প্রতি কুঞ্জবনে, সযতনে ধ'রে
কুঞ্জরাণী ওরা কি গান গায়।
বলে ওগো ওগো কোথায় কে তোরা
সারাদিন ধ'রে ব'সে যে আছি মোরা
কখন কোথা হ'তে মালা যে আসে নিতে
আলা যে জাগে চোখে কাঁদিতে চায়—
বেলা যে ব'য়ে গেল নিবিড় আয়।

(জানকীরামকে লইয়া কৃত্তিবাস, রাণীবাইকে লইয়া লীলাবতী ও মথুরমোহন প্রবেশ করিল)

কৃত্তি। যা গো তোরা মন্দিরদ্বার থেকে আবাহন ক'রে নিয়ে আয় তাকে, যে ঠাকুর রত্নেশ্বরের প্রথম পূজার অধিকারী। নিয়ে আয় তাকে ওই অসংখ্য কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

লীলা। নিয়ে আয় তাকে, বনে যার পরিচয়, মাঠে যার পরিচয়, কুটীরে যার পরিচয়, প্রাসাদে যার পরিচয়।

(কুমারীগণের অগ্রগমন, রত্নেশ্বর ও সুরমা, বালক বালিকা ও ইন্দুর প্রবেশ)

মথুর। আর এই সমস্ত পরিচয়ের মীমাংসা হ'ক এই—

"রত্নেশ্বরের মন্দিরে"

(রত্নেশ্বরের হস্তে সুরমাকে দান)

—

যবনিকা-পতন

১৮০

কুমারী

(নাট্যকাব্য)

—:•:—

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত)
8 Jan 1899

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

প্রথম প্রকাশ - 1899

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

রাজা।	...	...	
পুরন্দর	...	...	রাজকুমার।
সোমস্বামী	...	...	ঐ সখা।
পতঞ্জলি	...	...	যোগী।
দীনদাস	...	...	রজক।

ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণকুমারগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাণী।	...	...	
লক্ষ্মী	...	...	দীনদাসের স্ত্রী।
অম্বিকা	...	...	রজক-কুমারী।
অপরাজিতা	...	...	চণ্ডাল-কুমারী।

কুমারীগণ, দেববালাগণ, বন্দিনীগণ প্রভৃতি।

কুমারী

—:•:—

প্রস্তাবনা

—:•:—

স্বর্গতোরণ।

দেববালাগণ।

(গীত)

আসা দুদিনের তরে।
য'দিন থাক, সুখে থাক, কেন রও মরমে ম'রে॥
জীবন এমন সাধের ধন,
সাধ ক'রে তায় বাঁধন দিয়ে কেন হে পীড়ন,
খুলে তার দাও হে দুনয়ন;
ঘুচে যাক চোখের নেশা
মিশে যাক আলোক আঁধারে।
আপনায় দেখুক চিন্ময় সে,
ক্ষুদ্র ঘরের ঘেরার ভিতর বিরাট পুরুষ কে,
দেখুক সে দুহাত তুলে,
তুলতে কোলে কে তার দুয়ারে;
দূরে যাক যত অভিমান,
মিলে যাক তোমায় আমায় সমানে সমান,
গগনে ছুটুক প্রেমের গান;—
ভেসে যাক ভাবের লহর মলয়-সমীরে॥

প্রথম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা।

রাজা, রাণী, ব্রাহ্মণগণ ও প্রহরী।

(বন্দিনীগণের গীত)

রাত্তি পোহায়েছে।
জাগত সারানিশি, আলসে অবশ শশী,
অস্ত-অচল-কোলে ঢ'লে পড়েছে॥
ক্ষীণ কিরণ-রেখা
দূর গগনে, কনক-বরণে, অরুণ-আগম লেখা,—
পরশে আবেশে তারা গ'লে গিয়েছে।
নানা ফুল আভরণ, সুন্দর আবরণ,
উল্লাসে তেয়াগিয়া লাজ;—
পঞ্চম তানে, প্রভাতী গানে,
প্রান্তরে মধুস্বর ঢেলে দিয়েছে,
আলোকে আঁধার যেন কোলে নিয়েছে॥

১ম ব্রা। মহারাজ! এই মাহেন্দ্রক্ষণ! এই সময়ে পুত্রকে মৃগয়ায় প্রেরণ করুন। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, সমস্তই আপনার পুত্রের অনায়াসলভ্য হবে।

২য় ব্রা। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করলে দেবকন্যা লাভ হয়।

১ম ব্রা। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আপনার সমস্তই প্রাপ্তি হয়েছে, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, আপনি দেবকন্যার শ্বশুর হ'ন।

(পুরন্দর ও সোমস্বামীর প্রবেশ)

রাজা। পুত্র! এই মাহেন্দ্রক্ষণ, ব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণ ক'রে মৃগয়ায় যাত্রা কর।

রাণী। সোমস্বামী! বাপ, তুমি ব্রাহ্মণকুমার! কিন্তু পুত্রের বাল্যসখা ব'লে তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখে আসছি। পুরন্দর আর কখন গৃহ হ'তে বাহির হয় নি। আশীর্ব্বাদ লয়ে সঙ্গে সঙ্গে থেকো—দেখো যেন তোমার সখা বিপদে না পড়ে।

১ম ব্রা। আর বিলম্ব কেন মহারাজ! যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয়।

রাজা। দ্বারে দ্বারে স্বর্ণকুম্ভ জলে পরিপূর্ণ ও পল্লবাচ্ছাদিত ক'রে রাখ্‌তে বল।

১ম ব্রা। আর ব'লে দাও, তৈলিক, রজক, চণ্ডাল যে কোন শূদ্র আজ প্রভাতে যেন গৃহ হ'তে বহির্গত না হয়।

প্রহরী। (অভিবাদন)

[প্রস্থান।

রাণী। আর মহারাজ! কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করুন, ব্রাহ্মণদের ধনদান করুক।

সোম। এস সখা।

পুর। প্রভু সকল! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রা-গণ। জয়োহস্তু জয়োহস্তু।

সোম। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

সকলে। ব্রাহ্মণায় নমঃ, দুর্গা, দুর্গা।

গমনে বামনশ্চৈব বামন বামন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য-পথ।

অম্বিকা।

(গীত)

বুঝি পথ ভুলে এসেছি।
নইলে কেন যতই চলি ততই চলেছি॥
মেলে না ছুটলে পথের শেষ,
রইলে ব'সে, কান্না আসে,
হায় কোথায় আমার দেশ,—
জানি না কেউ বলে না, তবু ত পথ মেলে না,
চরণ ত আর চলে না—হতাশ হয়েছি॥

অম্বিকা। ও মা! কোথায় গেলি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কই, কোথায় তুই? আঃ সর্ব্বনাশী, এখানে কেন?

অম্বিকা। কেন, এখানে থাকতে দোষটা কি?

লক্ষ্মী। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়!

অম্বিকা। কেন আগে বল?

লক্ষ্মী। আঃ মর্! আগে পালিয়ে আয়!

অম্বিকা। আগে বল।

লক্ষ্মী। এ যে বামুন ঠাকুরদের স্নান করতে যাবার রাস্তা, পালিয়ে আয়, দেখতে পেলে বিপদ ঘটবে, পালিয়ে আয়।

অম্বিকা। বাবাঠাকুররো আসবে কখন্ মা?

লক্ষ্মী। কখন্ কি? এলো ব'লে—দলে দলে ঠাকররো প্রাতঃস্নান করতে এসেছে, চ'লে আয়, চ'লে আয়—ধোপার মেয়ে এখন বামুনের সুমুখে পড়তে আছে?

অম্বিকা। বেশ হয়েছে। তবে আমি ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করবো।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ও সর্ব্বনাশী! কি জিজ্ঞাসা করবি? মাটী ক'রে, জিজ্ঞাসা করবি কি? ওরে হতভাগা মেয়ে!—সর্ব্বনাশ করলে, সবংশে একগাড়ে গেলুম দেখছি।

অনেক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি—কে তুই? অ্যাঁ অ্যাঁ, কে তুমি?

লক্ষ্মী। আজ্ঞা বাবাঠাকুর, আমি।

ব্রাহ্মণ। তুমি! ভাল, এখানে এসেছ কেন?

লক্ষ্মী। না বাবাঠাকুর, আমি আসি নি—এসেছে আমার মেয়ে, আমি মেয়েকে খুঁজতে এসেছি।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কি?

লক্ষ্মী। আমরা কি ব'লেই ত বাবাঠাকুর মেয়েকে বকতে লেগেছি, আমরা কি ব'লেই ত ভয়ে ভয়ে মুখ লুকিয়ে চলছি।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কোন্ জাত?

লক্ষ্মী। এই ধোপা বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। ধোপা?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। ধোপার মেয়ে এত সুন্দরী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। বিধাতার কি একদেশদর্শিতা!

লক্ষ্মী। তা ত বটেই বাবাঠাকুর। একদেশই বা কেন? এ পাড়া ও পাড়া।

ব্রাহ্মণ। তা হ্যাঁ রজকপেহিনি!

লক্ষ্মী। কি বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। তুই কি প্রোষিত-ভর্তৃকা?

লক্ষ্মী। তা কি ক'রে বলবো বাবাঠাকুর! আমার সোয়ামী ঘরে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করে বলতে পারে।

ব্রাহ্মণ। হাঃ হাঃ হাঃ, হা হতবিধে! এ সরলা অবলা কি না রজকের ঘর আলো ক'রে ব'সে আছে? হা কৃষ্ণ, হা কংসনাশন, যদুনন্দ মথুরা নগরে থাকবে রজক-শিরশ্ছেদোজ্জ্বলচ্ছোণি

…ক্ত পথটা প্লাবিত ক'রে, শেষে কি তার ঘরে …াণ্ডাগুটি লুকিয়ে রেখেছ? হা কেশীমর্দ্দন, কৈটভ-…র্দ্দন, গোপিকাজনমোহন!

লক্ষী। কেঁদে আর কি করবে বাবাঠাকুর! …কলকারই ওই এক দশা। আমারও বাপের (রোদন স্বরে) এই তোমার মত বাবাঠাকুর …গজ দিগ্‌গজ পাঁচ ছেলে—দেখতে দেখতে …বাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ। যত দূর মুখ, তত দূর কথা! পাপীয়সি। …যণ্ডি, বর্ব্বরি!

লক্ষী। এ আবার কি রকম কথা বাবাঠাকুর! …মাকে কি আশীর্ব্বাদ করচো?

ব্রাহ্মণ। পালা, দীগৃগির পালা—সকাল বেলা। দুর্গা দুর্গা!

লক্ষী। এই যাচ্ছি, তা হ'লে আমার ওপর …গ কর নি ত দেবতা?

ব্রাহ্মণ। আরে গেল, লোক আসছে, দেখতে …বে, আমার মান যাবে, পালা।

লক্ষী। এই যে পালাচ্ছি, তা হ'লে আমার মেয়েকে দেখতে পেলে এমনি ক'রে পালিয়ে যেতে ব'ল বাবাঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। বলবো—বলবো—পালা।

লক্ষী। আমার মেয়ে বড় দুষ্টু।

ব্রাহ্মণ। ভাল, তাকে শাস্ত করবো এখন।

লক্ষী। তা হ'লে পালাই?

ব্রাহ্মণ। না, এ আমায় সম্ভ্রমটা নষ্ট করে দেখছি।

লক্ষী। কিন্তু মিষ্টি কথা ব'লে একেবারে জল।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তবে নেব—তবে নেব, পালা।

লক্ষী। আর দেখ বাবাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ। না, এ পাপিষ্ঠা আমাকেই পলাতক করলে দেখছি। হে রাম! হে রাম!

[প্রস্থান।

লক্ষী। আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। কেন আমার নারায়ণপূজা হবে না?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে মর্ বেটী, তুই ঘৃণ্য, …চকুলোদ্ভবা, একে যবনী, তায় রজকনন্দিনী, তোর শাস্ত্রকথা শোনবারই অধিকার নেই, তা পূজায় অধিকার। তোরে আর কি ব'ল্‌বো, প্রাতঃ-কালে তোদের নাম মুখে আনলে, দশবার নারায়ণ নাম জপ ক'রে তবে পাপক্ষয় করতে হয়, তোদের মুখদর্শন কর্‌লে আবার স্নান ক'রে তবে শুদ্ধ হ'তে হয়। তবে না কি তুই গৌরাঙ্গী, আর কমল-পত্রাক্ষী, সর্ব্বোপরি না কি শরচ্চন্দ্রনিভাননী, আর না কি সর্ব্বদোষহরা গৌরী, তাই তোর মুখ দেখছি, কিন্তু স্নান করছি না; যাচ্চি যাচ্চি, যেতে পাচ্ছি না, কইব না কইব না কইছি, কিন্তু মুখ সামলাতে পারছি না। কিন্তু এত কাণ্ডকারখানা সত্ত্বেও তোর নারায়ণপূজায় অধিকার নেই। তবে যদি মনোযোগ সহকারে ভক্তিমতী হয়ে ওই মৃণাল-বাহুলতার প্রান্তভাগের করকমলে আমাদের মলিন বস্ত্র ধারণ ক'রে একাগ্রচিত্তে প্রস্তরে নিক্ষেপ করত ধৌত করতে পারিস, তা হ'লেই তোর একেবারে বৈকুণ্ঠলাভ।

অম্বিকা। তোমরা কোথায় যাবে ঠাকুর?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আমরা চিরকাল যেখানে যাই, সেখানে যাব, সেই বৈকুণ্ঠে। আগে সেখানে আমাদের অবারিত দ্বার ছিল, ইচ্ছে করলেই যেতে পাত্তেম, এখন কালমাহাত্ম্যে আর ততটা খাতির নেই—ম'রে যেতে হয়।

অম্বিকা। সেখানে তোমরাও থাকবে, আমিও থাকব, সেটা কি রকম হবে? আমি যদি সেখানে তোমাকে ছুঁয়ে দিই?

বৃ-ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ—সত্যি সত্যিই ছুঁয়ে দিলি না কি?

অম্বিকা। না, এখানে ছোঁব কেন—আমি কি অজ্ঞান?

বৃ-ব্রাহ্মণ। ছুঁয়ে থাকিস্ তো বল, যমুনা এখনও কাছে আছে, আবার ডুব দিয়ে আসি।

অম্বিকা। তবে বুঝি কি করেছি।

বৃ-ব্রাহ্মণ। হে রাম, হে রাম!—ছুঁসনি, না?

অম্বিকা। সে কি দেবতা—আমি কি পাগল?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে পাগ্‌লি, রজককুলের প্রহ্লাদী—নারায়ণ নারায়ণ কচ্ছিস কেন? আমাদের অর্চ্চনা কর। ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ। ভগবান্‌ই আমাদের পূজা করেন। ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে তাঁর নিজের চেয়েও আমাদের মান বাড়িয়েছেন। আমাদের পূজা

কর, তা হ'লে তোকে আর নারায়ণ খুঁজতে হবে না, তোকে খুঁজতে নারায়ণ তোর কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হবে।

অম্বিকা। বেশ, তা হ'লে, প্রভু! আমার পূজা নাও।

(নতজানু হইয়া অর্ঘ্য প্রদানোদ্যোগ)

বৃ-ব্রাহ্মণ। হাঁ, হাঁ, করিস কি? দেখতে পাবে—দেখতে পাবে। যাও মা রাজকুললক্ষ্মি! আমি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি; এখনও ছেলের পৈতে, মেয়ের বে আছে—জাত-ভাইয়েরা দেখতে পেলেই একঘ'রে করবে। তোমার পূজা গ্রহণ করি, আমার শক্তি নাই। মা, আমি পারলুম না—কিছু মনে করিস নি মা—আমি চল্লুম! হরি হরি, এ কি বিভ্রাট!

[প্রস্থান।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। এ কি মা! ভুবনমোহিনী কুমারীরূপিণী, ভবানী, যোগীর আরাধ্য ধন, তুমি আবার অবনতজানু, কার পূজায় নিযুক্ত মা?

অম্বিকা। ঠাকুর, আমি রাজকন্দিনী ব'লে কেউ আমার পূজা নিলে না। ব্রাহ্মণ মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। মহেশ্বর,—তাঁর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হ'তে পেলেম না। ব্রাহ্মণ-কন্যারা পূজা করছিল ব'লে প্রহরীতে তাড়িয়ে দিলে। নারায়ণ,—তাঁর সন্ধান কেউ দিলে না—

পত। কেন, তোর কি পিতা নেই?

অম্বিকা। আছে।

পত। তবে ত সব দেবতাই তোর দ্বারে বাঁধা আছে মা। তোর আবার দেবতার দ্বারে যাবার প্রয়োজন কি?

অম্বিকা। সে কি প্রভু?

পত। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥
পিতার অর্চনা কর, নারায়ণ তোর দত্ত নৈবেদ্য খাবার জন্য লালায়িত হয়ে ছুটে আসবে।

অম্বিকা। সত্যি?

পত। যদি বেদ সত্য হয়, শাস্ত্র সত্য হয়, তা হ'লে এও সত্য। নইলে সব মিথ্যা। আয়, আমার সঙ্গে আয়, আমি পূজার ব্যবস্থা ক'রে দিই, যদি দেবতৃপ্তি না হয়, তা হ'লে স্থির জানবি, জগতে দেবতা নেই—যদি ব্রাহ্মণে প্রতিবাদ করে, তা হ'লে জানবি, ব্রাহ্মণ নেই। আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

(ব্রাহ্মণ-কুমারগণের প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ! মহারাজ!

১ম ব্রা-কু। এই যে, এই যে মহারাজ।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (প্রণাম করিয়া) কি আজ্ঞা ভূদেব?

২য় ব্রা-কু। আজ্ঞা কঠিনা।

রাজা। কি হয়েছে, আজ্ঞা করুন।

২য় ব্রা-কু। আজ্ঞা একেবারে পাকে প্রকারে হয়ে গেছে কঠিনা।

১ম ব্রা-কু। আমাদের হাত নেই।

রাজা। সে কি প্রভু? আপনারা দয়ার আধার—আমি আপনাদের দাস—দাসের প্রতি আদেশ কঠিন হবে কেন দয়াময়?

২য় ব্রা-কু। কঠিন কেন হবে, তা দয়াময়েরা নিজেই বলতে পারছেন না।

১ম ব্রা-কু। আজ আমরা বড়ই ক্রোধান্বিত।

রাজা। কারণ?

১ম ব্রা-কু। কারণ গুরুতর।

২য় ব্রা-কু। প্রথম কারণ মহারাজের উদ্যান।

রাজা। সে কি প্রভু! উদ্যান তো আপনাদের ব্যবহারের জন্যই রচনা করা হয়েছে।

১ম ব্রা-কু। অতি উত্তম—অতি উত্তম।

রাজা। কারণটা কি?

১ম ব্রা-কু। প্রথম কারণ আপনার উদ্যান।

২য় ব্রা-কু। দ্বিতীয় কারণ উদ্যান।

৩য় ব্রা-কু। তৃতীয় কারণ—ওই উদ্যান।

রাজা। উদ্যান কি হ'ল?

১ম ব্রা-কু। দেখুন মহারাজ! আমাদের আশীর্বাদেই আপনার শ্রীবৃদ্ধি।

২য় ব্রা-কু। ক্ষুদ্ররাজ্য বিশাল হয়েছে।

১ম ব্রা-কু। বৃদ্ধবয়সে পুত্র হয়েছে।

৩য় ব্রা-কু। সেই পুত্র এক সময় হামাগুটিক ...দান করেছে, কিন্তু এক্ষণে যৌবরাজ্যে পদার্পণ ...রেই ইতস্ততঃ করছে।

১ম ব্রা-কু। আমাদের আশীর্ব্বাদে মহারাজের ...বসাক্ষাৎকার লাভ হয়েছে।

২য় ব্রা-কু। দেশ থেকে অকালমৃত্যু লোপ ...য়েছে, কালে পর্জ্জন্য বর্ষণ করছে।

৩য় ব্রা-কু। আমাদের আশীর্ব্বাদে পৃথিবী ...শালিনী।

১ম ব্রা-কু। আর রাণী স্বর্গগামিনী।

২য় ব্রা-কু। হাঁ হাঁ, ব'লে কি মূর্খ! ব'লে কি! ...হারাজ! দুঃখিত হবেন না!

রাজা। সে কি দেবতা! আমি আপনাদের ...স, আপনারা যা বলবেন, তাই আমার আশীর্ব্বাদ। ...স্থানের হয়েছে কি?

১ম ব্রা-কু। অপবিত্র হয়েছে।

রাজা। অপবিত্র? সে কি! কে করলে?

২য় ব্রা-কু। উদ্যান একেবারে গেছে।

১ম ব্রা-কু। তার পুষ্পে আর দেবতার অর্চ্চনা ...'তে পারে না।

২য় ব্রা-কু। তার মৃত্তিকা কাকবিষ্ঠায় পরিণত ...য়েছে।

রাজা। কে অপবিত্র করলে?

১ম ব্রা-কু। একটা অপবিত্রা রজক-তনয়া।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু সুন্দরী।

রাজা। রজক-কন্যা?

১ম ব্রা-কু। হাঁ মহারাজ! অস্পর্শীয়া।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু মদিরাক্ষী, সুদতী।

৩য় ব্রা-কু। অভ্রবতী।

১ম ব্রা-কু। বেগবতী।

রাজা। দ্বারে প্রহরী, কেমন ক'রে প্রবেশ ...রলে?

২য় ব্রা-কু। অলক্ষিতে।

৩য় ব্রা-কু। আচম্বিতে।

১ম ব্রা-কু। হেলিতে, দুলিতে। অসমসাহসিনী, ...থা শোনে না।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু শান্ত, মাথা তোলে না।

৩য় ব্রা-কু। আমাদের কোপানলে পড়তে ...য় না।

রাজা। ভাল, আমার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে পুষ্প-...ন করুন, আমি এর প্রতীকার করছি। যে ঘৃণিতা রজকী ব্রাহ্মণের চরণরেণুপূত উদ্যান কলুষিত করতে সাহসিনী হয়েছে, তার নাসা-কর্ণ ছেদন ক'রে সমস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে তাকে দেশত্যাগিনী করিয়ে দেব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আবার আপনাদের ফুল-চয়নের জন্য উদ্যান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছি।

[প্রস্থান।

১ম ব্রা-কু। মহারাজ! সত্বর করুন, নতুবা আমাদের যাগাদি কার্য্য পুষ্পবিহনে পণ্ড হয়।

২য় ব্রা-কু। ধরণীতে আবার পাপের প্রাদুর্ভাব হবে।

৩য় ব্রা-কু। আর দুটি দিনের ভিতরেই মহারাজার বিশাল রাজ্যটি টপ্লায় নমঃ ক'রে দেবে।

(গীত)

অতি প্রকাণ্ড পাপের হাঁ।
তার ক্ষুধার শান্তি কড়ার ক্রান্তি
কখনই হয় নি হবেও না ॥
সে যে চিরদিন একবগ্‌গা,
কইতে দেবে না রায় আর কইতে দেবে না গগ্‌গা,
আর বুঝতে দেবে না মানে,
দেখতে দেবে না চক্ষে আর শুনতে দেবে না কানে,
আর যদি বা দেখিতে পাও,
আর সে হেতু দেখিতে চাও,
দেখিবে বিশ্ব, ভীষণ দৃশ্য,
অথবা ভোঁ নতুবা ভাঁ ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

অম্বিকা।

(গীত)

আমায় দাও হে বনমালী।
আমি সাগর-তরঙ্গে নাচিতে রঙ্গে
আপনারে দিছি ডালি ॥
কে জানে সে জলে ছিল হে টান,
ঢেউয়ে চলে বিষাদ-গান,
সঙ্গে সঙ্গে আকুল প্রাণ যাবে দূরে দূরে চলি।

এখন আঁধারে পড়েছি চলি,
গিয়াছে সকাল, গিয়াছে সন্ধ্যা,
গেছে আজি গেছে কালি,
আমার কি আছে কি ছিল নাইক লেশ,
আছে শুধু শেষ অবশেষ,
ফিরে দাও প্রভু আমার দেশ,
লও হে আমারে তুলি ॥

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। দেবী-কণ্ঠের গান, সমস্ত প্রহরী মোহ-নিদ্রায় অভিভূত—কই, কোথায় রজক-নন্দিনী? ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমার উপর দেবতার কৃপা, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমি মহারাজ্যের অধীশ্বর, ব্রাহ্মণের বরে আমার রাজ্য সর্ব্বদা ধনধান্যে পূর্ণ, প্রজা সুখী, রাজ্যে মঙ্গলের চির-অধিষ্ঠান; ব্রাহ্মণের বরে আমার বন্ধ্যা মহিষী পুত্ররত্নের জননী, ব্রাহ্মণের বরে দেব-নন্দিনী আমার পুত্রবধূ হবে। ব্রাহ্মণের দয়ায় আমি সকল সুখ পেয়েছি, সেই ব্রাহ্মণের জন্ত উদ্যান রচেছি, সে উদ্যানে অপবিত্রা রজক-নন্দিনী! দেখতে পেলে উপযুক্ত শাস্তি দেব। আহা—এ কি, কে তুমি মা দেব-নন্দিনী? (অগ্রসর হইয়া) ফুল কি হবে মা?

অম্বিকা। পূজা করবো।

রাজা। তোমার আবার পূজা কি? ব্রাহ্মণ পুষ্পচয়ন করে তোমার জন্ত। কি পূজা করবে জানতে পাই না কি মা?

অম্বিকা। নারায়ণের পূজা করবো।

রাজা। নারীর নারায়ণ-পূজা শাস্ত্রে ব্যবস্থা নাই যে মা।

অম্বিকা। শাস্ত্র জানি না।

রাজা। তবে কি পূজা কর?

অম্বিকা। নারায়ণ পূজা করি।

রাজা। মন্ত্র জান?

অম্বিকা। জানি।

রাজা। বল দেখি শুনি।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

রাজা। কোন্ ভাগ্যবান্ তোমার পিতা?

অম্বিকা। দীনদাস রজক।

রাজা। তুই-ই রজক-নন্দিনী?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

রাজা। (স্বগত) নারায়ণ! আমাকে বি- বিপদে ফেল্লে! এখন এই সর্ব্বনাশী অপরাধিনী যদি দণ্ডের ব্যবস্থা না করি, এই অপূর্ব্ব মাধুর্‍্য বিলোকন-বিমুগ্ধ আমি যদি কর্ত্তব্য-পথ হ'তে বিচলিত হই, তা হ'লে আমার কি পরিণাম (প্রকাশ্যে) তুমি জান, আমি কে?

অম্বিকা। না প্রভু।

রাজা। আমি দেশের রাজা। (অম্বিকা প্রণাম) ওঠ, আমার কথা শোন। আমি ব্রাহ্মণে ব্যবহারের জন্ত এই উদ্যান রচনা করেছি রজকনন্দিনি! তুই কোন্ সাহসে এখানে প্রবে করলি? এখানকার সমস্ত ফুল ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ব্রহ্মস্ব হরণের শাস্তি কি জানিস্?

অম্বিকা। জানি না।

রাজা। নাসা-কর্ণ ছেদন ক'রে দেশ হ'তে দূর ক'রে দেওয়াই এর শাস্তি।

অম্বিকা। ব্যবস্থা থাকে, শাস্তি দিন।

রাজা। শাস্তি না দিলে আমার কি হবে, ত জানিস?

অম্বিকা। না প্রভু।

রাজা। ঘোর নরক।

অম্বিকা। প্রভু! তবে শাস্তি দিন। মহারাজ শাস্তি দিন।

রাজা। তার পর? যে সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে তুই এই অনধিকার-প্রবেশ করেছিস, সে সৌন্দ থাকবে কোথায়? তোর আছে কে?

অম্বিকা। বাপ আছে, মা আছে।

রাজা। আর নারায়ণ?

অম্বিকা। বাপ মার চরণ।

রাজা। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) চুপ—চুপ কোন্ নরাধম তোরে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিলে?

অম্বিকা। ব্রাহ্মণ।

রাজা। প্রহরি!

নেপথ্যে প্রহরী। মহারাজ!

(প্রহরীর প্রবেশ)

রাজা। এই বালিকা সম্বন্ধে যতক্ষণ আদেশ প্রদান না করি, ততক্ষণ আবদ্ধ রাখ।

প্রহরী। যে আজ্ঞে।

[অম্বিকাকে লইয়া প্রস্থা

রাজা। কি করি, কি করি নারায়ণ ! জ্ঞানহীনা ণী তোমার মাঝে একটা ঘৃণিত রজকের অপবিত্র য়ে ফুল দেয় ! ঘোর অপরাধিনী ! কিন্তু ব্রাহ্মণের খ শুনে যদি এ কার্য্য করে, তা হ'লেই বা তার পরাধ কি ? ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ! বিষম সমস্যা। যার রজ-স্পর্শে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি, বাক্য জ্ঞানে যার আদেশ আজন্ম অবনত মস্তকে লন ক'রে আসছি, সেই ব্রাহ্মণ—সুন্দর, শক্তিমান, মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ ! কি করি, কি করি ঠাকুর ? কি করি ময় ? অগ্রগামী হয়ে নরকস্থ হব—পশ্চাৎপদ য় আবার সেই নরকে পড়ব ? রামাবতারে তুমি হস্তে শূদ্র তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করেছিলে, কিন্তু মুখে লাবণ্যময়ী দেবতাদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যের অধীশ্বরী -এত রূপ, এত মধুরতা !—আমাকে দুর্ব্বল নিস্তেজ র আমার রসনাকে অবশ করলে যে দয়াময়! পদহারী মধুসূদন ! এ বিপদে আমার রক্ষা কর।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। বিপদ্ কেন মহারাজ ! বিপদ কেন ? য়ের কাছে দয়া ভিক্ষা করেছ, দয়ার সাগর দয়া তোমাকে দান করেছেন। দয়ার মধ্যে তুমি, তোমার আবার বিপদ কি ! দয়া পেয়েছ, দয়া বিতরণ কর। রাজ্যে- র। লোকপাল ! প্রজাপালন কর, শাসন কেন ?

রাজা। আপনি কে প্রভু ?

পত। দয়া শক্তি, ভগবৎ-করুণা মহাশক্তি। মহাশক্তি হতেই জগতের উদ্ভব। শক্তির ছে বিভীষিকা ? যেখানে দয়া, সেখানে নরকের য় ? কি কর—কি কর মহারাজ ! বালিকার ক্ষুদ্র র উপর এত মহাস্ত্র নিক্ষেপের আয়োজন ন ?

রাজা। আপনি কে প্রভু ?

পত। তুমি ব্রাহ্মণভক্ত, আগম-বৃদ্ধ-সেবী নিজে । তুমি আবার কার কাছে রাজ্য-শাসনের চাও ? তোমার বাক্য বেদ, তোমার দেশই ধর্মশাস্ত্র।

রাজা। নাস্তিক-শিরোমণি, আপনি এখানে ন ?

পত। মহারাজ ! দয়াময় দয়াময় ক'রে কাতর ছিলে, তাই শুনে বলতে এলেম, দয়া তোমার য়ও। যে দিন মাতৃজঠর হ'তে যোগিবর তুমি স্পর্শে যোগভঙ্গে আত্মহারা হয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদেছিলে, সেই দিন হ'তেই দয়া দাসীর ন্যায় তোমার চিরসঙ্গিনী।

রাজা। আপনি অন্যত্র গমন করুন। আপনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। আমি ব্রাহ্মণের দাস। আপনাকে আদেশ করি, আমার এমন সাধ্য নেই। তবে ব্রাহ্মণগণ আপনাকে দেখলে একটা মহান্ কোলাহল তুলে বসবেন। আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না, বিপন্ন হব। প্রভু, আপনাকে আমি বড় ভয় করি।

পত। মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥

তুমি কেন মহারাজ ! জগতের কে না আমাকে ভয় করে ? কিন্তু বড় লজ্জা, যোগীকে কোনমতে ভয় দেখাতে পারলেম না। আমার বিরাট মূর্ত্তি তার কাছে বিন্দু হয়, আমার কঠোর বজ্র তার মস্তকে পুষ্পরেণু বিকীর্ণ করে। সোঽহং সোঽহং !

[প্রস্থান।

রাজা। এ কি ! এ কি ভীষণ কথা ! এই বজ্রনাদতুল্য কঠোর আদেশ কোন্ শাস্ত্রগর্ভ হ'তে বিচ্যুত ? দয়াময়কে স্মরণ করলেম, বিভীষিকা দেখলেম কেন ? বিপদ্হারী মধুসূদনের নামে বিপদে পড়লেম ! তবে কি অপরাধের শাস্তি নাই ? এই সর্ব্বনাশীর অত্যাচার কি তবে আমাকে নীরবে সহ্য করতে হবে ? মিষ্ট বাক্য, আদর তবে কি তার ব্রহ্মস্ব-হরণের দণ্ড ?

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। গোকোটিদানে ইত্যাদি। গোবিন্দ গোবিন্দ !

রাজা। আসতে আজ্ঞা হয় প্রভু !

ব্রাহ্মণ। এ কি, মহারাজ ! এ উদ্যানে প্রাতঃকালে ! সুপ্রভাত ! প্রাতঃকালে রাজদর্শন বড় সৌভাগ্যের কথা। (রাজার প্রণাম) জয়োঽস্তু। আশীর্ব্বাদ করি, গো-ব্রাহ্মণ-হিতকর, সূর্য্যবংশাবতংস, পুণ্যশীল, দানশীল রাজা চিত্রসেনের যশঃ ত্রিলোকে বিস্তারিত হোক। তার পর, এমন সময় উদ্যানে কেন মহারাজ ? বাটীর সমস্ত কুশল ?

রাজা। ভূদেব যার সহায়, তার গৃহে কি অমঙ্গল আসতে পারে ? আমি আজ প্রভু সক-

লকে পুষ্পচয়ন করতে নিষেধ করবার জন্ত দাঁড়িয়ে আছি।

ব্রাহ্মণ। কেন?

রাজা। পুষ্পবৃক্ষ অপবিত্র হয়েছে!

ব্রাহ্মণ। কি ক'রে হ'ল?

রাজা। এক শূদ্রাণী ক্ষণপূর্ব্বে পুষ্পচয়ন করেছে।

ব্রাহ্মণ। হে রাম! হে রাম! শূদ্রাণী?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ প্রভু, রজকনন্দিনী।

ব্রাহ্মণ। আরে রাম! আরে রাম! দিনটে বৃথা গেল দেখছি। একে শূদ্রাণী, তায় রজকনন্দিনী! বস্ত্র-শুভ্রকারিণী আদি ও অকৃত্রিমা রজকনন্দিনী! বল কি মহারাজ!

রাজা। দেবপূজার উপযুক্ত সমস্ত ফুল সে তুলে ফেলেছে।

ব্রাহ্মণ। হে রাম! আরে রাম! মহাভারত—মহাভারত!

রাজা। আজ আমি বড়ই বিপন্ন প্রভু!

ব্রাহ্মণ। তা ত হবারই কথা, সেই সঙ্গে আমাকেও যে কতকটা বিপন্ন হ'তে হ'ল দেখছি। আমার হাতে আজ গোটাকতক প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে। এক ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ব্যাকরণ পড়িয়েছিল, ও পাড়ার এক যজমান তাকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ ক'রে ফেলেছিল; এক যজমান চণ্ডালের সঙ্গে এক গাছের ছায়ায় বসেছিল; এক যজমান অন্যমনস্ক হয়ে শূদ্রকে বিষয়কর্ম্মের উপদেশ দিয়েছিল; এক জন শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিয়েছে; এক জন জুতো হাতে পথ চলেছে; এক জন দিনের বেলায় দক্ষিণমুখে মূত্রত্যাগ করেছে; আর এক জনের স্ত্রী চোখে কজ্জল দিচ্ছিল, সেই সময় সে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। এগুলোর প্রায়শ্চিত্ত আজ না করলেই নয়, কাজেই এত ফুল পাই কোথায়?

রাজা। ফুল আমি যেখান থেকে পাই, সংগ্রহ ক'রে দেব। এখন আমাকে এ বিপদ্ হ'তে রক্ষা করুন। বড়ই বিপদ্ ঠাকুর, বড়ই বিপদ্!

ব্রাহ্মণ। তা ত হবারই কথা। একে শূদ্রাণী, তায় রজকনন্দিনী, তায় রাজোত্তানবিহারিণী, সর্ব্বোপরি দেবনিবেত্ত পুষ্পাপহারিণী! আরে বাপ রে বাপ, বিপদ্ ব'লে বিপদ!

রাজা। তারে কি শাস্তি প্রদান করি প্রভু!

ব্রাহ্মণ। কেন, শাস্ত্রের যা ব্যবস্থা, নাসিকা-কর্ণ ছেদন ক'রে গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে একেবারে দেশত্যাগিনী করিয়ে দাও। এত বড় স্পর্দ্ধা, শূদ্রাণী, তায় রজকনন্দিনী, এত অসমসাহসিনী? হে রাম! আরে রাম!

রাজা। তাহ'লে প্রভু, আপনিই যদি সে আদেশটা তারে শুনিয়ে দেন।

ব্রাহ্মণ। প্রাতঃকালে আবার রজকনন্দিনীর মুখটা দেখতে হবে? ভাল, আসুক সে দুশ্চারিণী। নাম যখন শোনা হয়ে গেল, তখন দেখতে আর দোষ কি? আসুক, আমি তার গুরু শাস্তির বিধান করছি।

রাজা। প্রহরি! বালিকাকে এ দিকে নিয়ে এস।

(অম্বিকাকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! এ কি মহারাজ! চৈশান দিক আলো ক'রে এ কি মহারাজ! আরে আরে কে কোথায় আছিস? শঙ্খ—শঙ্খ, গঙ্গাজল—গঙ্গাজল—আরে মর্, কে কোথায় আছিস? ঘণ্টা—ঘণ্টা!

রাজা। এই সেই রজকনন্দিনী, শাস্তি আদেশ করুন।

ব্রাহ্মণ। সুচারুদশনা শ্যামা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

রাজা। ভাবান্তর কেন দ্বিজবর? শাস্তি আদেশ করুন।

ব্রাহ্মণ। অতসীপুষ্পবর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা

রাজা। কি কর কি কর ব্রাহ্মণ, শাস্তি দাও।

ব্রাহ্মণ। তাই ত দিচ্ছি—

নিত্যং শ্রীকুলকামিনীং কুলবতীং কৌলামৃতামম্বিকা
নানাযোগ বিলাসিনীং সুরমণীং নিত্যং তপস্যাম্বিতা
বেদান্তার্থ-বিশেষ দেশ-বসনা ভাষা-বিশেষস্থিতাং।
বন্দে পর্ব্বতরাজরাজতনয়াং কালপ্রিয়ে ধামহং।

রাজা। কর কি, কর কি ঠাকুর! উন্ হ'লে না কি?

ব্রাহ্মণ। তাই, তাই।

রাজা। প্রহরি! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও

[অম্বিকাকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

রাজা। ছি ছি ব্রাহ্মণ, শূদ্রাণীর রূপে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করলে?

ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ মহারাজ, কর কি—কর কি? আমার সঙ্গে তুমিও আত্মহারা হও কেন? ব্রাহ্মণের অসম্মান কর কেন?

রাজা। ক্ষমা করুন দয়াময়!

ব্রাহ্মণ। আমি আত্মহারা হ'লে আত্মনাশ। তুমি আত্মহারা হ'লে রাজ্যনাশ।

রাজা। তা হলে বালিকা সম্বন্ধে কি করব আদেশ করুন?

ব্রাহ্মণ। আদেশ আগেও যা, এখনও তা—শাস্তি। গঙ্গাজল কূপে প্রবেশ করলে কূপোদক হয়। রজকের গৃহে জন্মেছে, তার কি শাস্তি নাই?

রাজা। আপনি ও সব কি বলছেন প্রভু?

ব্রাহ্মণ। যা বল্‌ছি, তা তুমি বুঝতে পারবে না। প্রভাতে রাজদর্শন করেছি, তার ফল পেয়েছি। তুমি একটা ভ্রান্ত, জাতিগর্ব্বে উন্মত্ত, যন্ত্র-পরিচালিত-বৎ ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ নামে একটা জড়মাংসপিণ্ড দেখেছ, তুমি কোনও ফল পেলে না। ঐশ্বর্য্য-প্রাচীরে তোমার দৃষ্টি ব্যাহত, তুমি কিছু দেখতে পেলে না। তবে শাস্তিদান অবশ্যকর্ত্তব্য। তার বিধান আছে। তোমারই পূর্ব্বপুরুষ তার বিধান দেখিয়েছেন। রাজা সস্ত্রীক না হ'লে তার অশ্বমেধযজ্ঞ হয় না। রামচন্দ্র কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞে বনবাসিনী সীতার স্বুবর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। মহারাজ! তুমিও তাই কর না কেন?

রাজা। কি করব?

ব্রাহ্মণ। আবার কি করবে—এই সর্ব্বনাশী রজকনন্দিনীর স্বুবর্ণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করাও।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর কর্ত্তরী দিয়ে সেই প্রতিমাটার নাসিকা-কর্ণ বেশ ক'রে ছেদন কর—শুধু তাই কেন, দেহটাকে পর্য্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত কর।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর ব্রাহ্মণ দেখ, আর দান কর।

রাজা। তাই করব?

ব্রাহ্মণ। এখনি, আর কালবিলম্ব নয়।

রাজা। যে আজ্ঞে!

ব্রাহ্মণ। কিন্তু সর্ব্বনাশীকে দেশ থেকে দূর করে দাও। বাপ, এ বহ্নি লোকালয়ে রাখে! ঘরে ঘরে আগুন লেগে যাবে—বিদেয় কর—বিদেয় কর। ও অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ নিশুম্ভকে ছাই করেছে, একটা রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করেছে, আর একটা আঠার অক্ষৌহিণীর মাথার ঘি আহুতি নিয়েছে—আর এইটে বুঝি ব্রাহ্মণকুলের দর্প চূর্ণ করতে এসেছে। গোবিন্দ—গোবিন্দ!—

[প্রস্থান।

রাজা। এ মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনে দেখছি ব্রাহ্মণের মস্তিক বিচলিত হ'ল। তবে কি জানি ব্রাহ্মণ—কাজ নেই—একটা স্বুবর্ণ-মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করাই—আর সর্ব্বনাশীকে দেশত্যাগিনী ক'রে দিই।

(জনৈক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! কই মহারাজ! এই যে মহারাজ! মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

রাজা। সে কি প্রভু? (প্রণামকরণ)

ব্রাহ্মণ। জয়োঽস্তু—মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

রাজা। হয়েছে কি?

ব্রাহ্মণ। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশের আর কি হয়ে থাকে? আদাবন্তে চ মধ্যে চ—সর্ব্বনাশ! পিতৃপুরুষ গেল—আমি গেলুম—বংশটাই গেল—আহা পিতৃপিতামহগুলো এক ফোঁটা জলের জন্য কার কোশার তলায় হাঁ করে দাড়িয়ে থাকবে? আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যদি তিল-জল ঢেলে কেউ তর্পণ করে, তবেই রক্ষে, নইলে বেচারীরা তো এইবারে গেল।

রাজা। আমি যে কিছুই বুঝতে পার্‌লেম না প্রভু।

ব্রাহ্মণ। হায় হায়, এতেও বুঝতে পারলে না মহারাজ? আমার ছেলে যায়।

রাজা। ছেলের কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণ। তার মুণ্ডপাত হয়েছে।

রাজা। সে কি রকম?

ব্রাহ্মণ। রকমটা যে কি, সে কি আমিই বুঝতে পেরেছি ছাই! ছেলে সকালবেলায় সাজী হাতে ফুল তুলতে এলো, তার পর সাজীটাজী কোথায় কি ক'রে ঘরে ফিরে হাঁটুর ভিতর মুখ লুকিয়ে মাথা গুঁজে যে বসলো, সে মাথা আর উঠলো না। ডাকলেও সাড়া দেয় না, কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। মাথা তুলে ধর্‌লে চোখ বুজে থাকে, ছেড়ে দিলে আবার মাথা ঢুপ করে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকলুম। কবিরাজ বল্লে রোগ 'মুণ্ডপাত'—ও রোগের ঔষধ নিদান শাস্ত্রে নেই। তা'হলে কি

হবে মহারাজ? বংশটা কি একেবারে লোপ পাবে? তোমার রাজ্যে অকালমৃত্যু!

রাজা। ও রোগের ওষুধ আমি জানি—একটি রজক-কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ। রাম! রাম! দুর্গা দুর্গা! ও ছেলে এখনি মরুক—এখনি মরুক—কুলাঙ্গার—কুলাঙ্গার! দুর্গা! দুর্গা! তাই—আরে ম'র, তাই? তাই ত বলি নাড়ী পাই, তবু বেটা আড়ষ্ট কেন? দুর্গা দুর্গা! রাম রাম!

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

(বালকগণের গীত)

মুণ্ডপাত মুণ্ডপাত।
আজানুলম্বিত বাহু গুটিয়ে তুলো হাত॥
ছিল বড়ই ভাল লোক,
এমনি ছিল মুখের গড়ন, এমনি ছিল চোখ,
বাঁশীর মতন নাকের বাহার মুক্তাপাতি দাঁত॥
এমনি ছিল হাতের কাঁড়ি, এমনি ছিল গা,
গলার উপর ছিল সে মুণ্ড, কটির নিচে পা,
রজকীর আঁখির ভঙ্গে সকল অঙ্গে
দেখতে দেখতে গেঁটেবাত॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

বন।

দীনদাস ও লক্ষ্মী।

দীন। রাজার শাসন মানতে হবে। বনে চিরকাল থাকতে হবে, খাব কি? সর্ব্বনেশে মেয়ে পা পূজো না ক'রে জল খাবে না। তিন দিন এক রকম যোগেযাগে চালালুম। তার পর? সবংশে কি মরতে চাস্?

লক্ষ্মী। কিছু হ'ল না?

দীন। হবে কি? এ কি তোর লোকালয়? হরিণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম,—ভায়া, কাপড় কাচাবে কি? ভায়া তড়াক ক'রে লাফ মেরে পাহাড়ের ওপাশে চ'লে গেল, জবাব দিলে না। হনুমানকে বল্লুম,—ঠাকুর, এস না, সাজীমাটী দিয়ে কালমুখটা ফরসা ক'রে দিই। ঠাকুর হুপ ক'রে গাছের ঝোপে অন্তর্দ্ধান করলে। বানর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলুম,—ঠাকুর, দাঁত বার্ ক'রে কিচির-মিচির করতে করতে বুঝিয়ে দিলে, দাদা! আমি কাপড় ছিঁড়তে জানি, প'রতে জানি না।

লক্ষ্মী। তা হ'লে উপায়? আমরা না খেতে পেলে ত মেয়ে খাবে না।

দীন। একমাত্র উপায়। তবে তোর পছন্দ হ'লেই হয়।

লক্ষ্মী। আসল কথাটা, এই প্রাণটা তুই আর কোনমতেই রাখতে চাস না?

দীন। কিছুতেই নয়। প্রাণ বড় নটখটী বউ, বড় নটখটী—বড় ঝঞ্ঝাট। আমি তোরে বোঝালুম, তুই আমারে বোঝালি, সে ত বুঝবে না—সে পরের ছেলে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তারে রাখতে হ'লে ত খোরাক চাই।

লক্ষ্মী। তা চাই বই কি। তুই আমি বুঝলুম, প্রাণ পরের ছেলে সে বুঝবে কেন? তা হ'লে কি করবি?

দীন। যেখান থেকে এসেছে, সেইখানে পাঠিয়ে দেব।

লক্ষ্মী। কি ক'রে দিবি?

দীন। গলায় রশী দিয়ে টেনে হিঁচড়ে। তাতে না যায়—জলে ডুবিয়ে; তাতেও না যায়—আগুনে দগ্ধে। নইলে বল দেখি বউ, কাপড় আমার লক্ষ্মী, আমার পূজো—আমার সব—তাকে আমি তিন দিন পাটায় আছড়াতে পাইনি, তার মলিন গা ফরসা করতে পাইনি। আমাতে কি আর আমি আছি? আমার কর্ম্মই যদি গেল ত বেঁচে লাভ?

লক্ষ্মী। ছি ছি! ও সব কি কথা বলিস্?

দীন। আর বলিস—গায়ের জ্বালায় বলতে হয়। মেয়েটা বাবাঠাকুরের কাছে গেছে; এই অবকাশ, আয়, এই সময় যমুনার জলটা একবার মেপে আসি।

লক্ষ্মী। দেখ, যদি মরতে হয়, তা হলে একটু গভীর জল দেখে মরতে হবে। নইলে যে এক হাঁটু থেকে, এক কোমর থেকে এক গলা; শীতে হি হি হি করতে করতে মরব—তা হবে না।

দীন। আর যদি মরতে হয়, তা হ'লে হাসতে হাসতে মরতে হবে, যমুনা যে বুঝতে পারবে আমরা মরছি, সেটি হবে না।

লক্ষ্মী। তা ত বটেই—তা ত বটেই।

[প্রস্থান

(শূদ্র ও শূদ্রাণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমাদের কি, তাতে আমাদের কি।
ও পাড়াতে রাজা আছে শুনেছি না কি।
পেটের জ্বালায় জ্ব'লে, যদি যাও পথ ভুলে,
অমনি পড়িবে পিঠে মধুর লাঠি।
তার জাল-ভরা মৎস্য, আর গোলা-ভরা শস্য,
আর আস্তভরা চর্ব্ব্যচূষ্য তপ্ত ভাতে ঘি॥
কিন্তু পেটের জ্বালায় ইত্যাদি।
তার দ্বার-ভরা দ্বারী, আর ঘর-ভরা নারী,
হাজার চাকর তার লাখ লাখ ঝী।
কিন্তু পেটের জ্বালায় ইত্যাদি।
রাজ্য তার সুবিশাল যেমনটি ধরা,
সাগর তার ধনাগার রতনে ভরা,
কিন্তু হিসেব রেখেছে তার খুঁটিটি নাকি।
কাজেই পেটের জ্বালায় ইত্যাদি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখ

(কুমারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

যমুনা কাঁদে কি হাসে।
জানিস যদি বল্ গো তোরা আছিস্ তো তার
পাশে॥
হেলিস দুলিস চলিস বুকে তার,
যখন তখন মনের মতন দিস গো উপহার,
তবু কি পাসনি তাকে, কথা কি লুকিয়ে রাখে,
থাকে কি সরম নিয়ে, কাকে কি ভালবাসে॥

(পতঞ্জলি ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পত। দেবকন্যা মর্ত্ত্যে আসে, তুমি কি বিশ্বাস কর?

পুর। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

পত। দেখেছ কি? তারে স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যে অবতরণ করতে দেখেছ? না, যেমন দেখা, অমনি স্বর্গের সমস্ত ছবি কল্পনায় অঙ্কিত করে, সাধ করে মর্ত্ত্যের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছ? ভুলে গিয়েছ কমলের অবস্থান পঙ্কে, গোলাপের অবস্থান কণ্টকে! দেবনন্দিনী কক্ষচ্যুত তারকার মত সমীরে সাঁতার দিয়ে এই মহা আকাশ-সাগরের এ কূলে এসে উপস্থিত হয় না, তার আগমন অন্য পথে। সেই মহাপথ ব্যতীত দেবতার মর্ত্ত্যে আসবার অন্য উপায় নেই। সে মহাপথ মাতৃগর্ভ। ফিরে যাও, পার্ব্বতীয়া প্রকৃতি সহজেই সুন্দরী, সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোন কিছু নূতন সুন্দর দেখে তোমার মতিভ্রম হয়েছে।

পুর। সে সৌন্দর্য্য কখনই মর্ত্ত্যের নয়।

পত। বেশ, তবে স্বর্গের। তা হ'লে তার জন্য স্বকার্য্য বিস্মৃত হয়ে শূন্যমনে ঘুরে ঘুরে ফল কি? যেখানেই থাক, দেখতে জানলে জগতের রাশি রাশি সৌন্দর্য্য দৃষ্টিজালে আবদ্ধ হয়। সৃষ্ট পদার্থের কোন্‌টা সুন্দর নয়?

পুর। কেন প্রভু! আমাকে হতাশ করছো? আমি তারে দেখেছি, তার ইতস্ততঃ পরিচালিত মুগ্ধদৃষ্টি আমার চক্ষে পড়েছে, সেই বহুদূরের পর্ব্বতশিখরে গিয়ে আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিবর! তোমার আশ্রম-সান্নিধ্যে দেববালার আগমন ত অসম্ভব নয়।

পত। তবু বলে দেববালা! মরীচিকা-কবলিত পথিক বালুকা-সাগরে তরঙ্গ দেখে—ছোটে, কিন্তু জীবনে কখন জল পায় না। যৌবনের তরঙ্গ-সঞ্জাত নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষার জালে আবদ্ধ তুমি, এখন অধিত্যকা-উপত্যকায়, উদ্যানে, প্রান্তরে, এমন কি পথে পথে দেববালা দেখতে পাবে; কিন্তু মূর্খ রাজকুমার! তৃপ্তি পাবে কি?

পুর। না পাই, ব্রাহ্মণের পদাশ্রিত হব। কল্পতরুর মূলে তৃপ্তিফলের অভাব কি?

পত। কল্পতরু স্বয়ং অহং। সমস্ত ফল আপনার কাছেই পাওয়া যায়, আর কেউ দিতে পারে না। অহংজ্ঞানহীন তোমাতে, আর অহংজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণে প্রভেদ কি? সে তোমায় কি ফল দেবে?

পুর। এ কি কথা প্রভু! ব্রাহ্মণের মুখে এ কি কথা?

পত। ব্রাহ্মণ কি? মুখপানে চেয়ে রইলে যে?

পুর। আপনি কে?

পত। এ প্রশ্নের প্রয়োজন?

পুর। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সবার গুরু, ব্রাহ্মণ কি?

পত। এক খণ্ড সূত্র যার গলায় আছে, সেই কি ব্রাহ্মণ? তা নয় বালক, তা নয়। মানবজীবনের চরমোন্নতিই ব্রাহ্মণত্ব; তা যার নেই, সে অভিমানে ভরা; যার জীবে ঘৃণা, যে সর্ব্বজীবে সমদর্শী নয়, সে আবার ব্রাহ্মণ কিসে? শুদ্ধ উপবীত ধারণ করলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণের পুত্র হ'লেই ব্রাহ্মণ হয় না।

পুর। মহানুভব! আপনি কি যোগশাস্ত্রকার নাস্তিক-চূড়ামণি পতঞ্জলি?

পত। যে মহাযোগ শক্তি পরমাণুর সমষ্টি হ'তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেছে, আমি তারই পূজা করি।

পুর। ঠাকুর! আপনাকে প্রণাম। ব্রাহ্মণগণ আপনার উপর খড়্গহস্ত। পিতা ব্রাহ্মণসেবী। আমি আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করি না।

পত। এস বৎস! আস্তিক্য-বুদ্ধিতে তোমার হৃদয় পূর্ণ হোক,—সর্ব্বজীবে দয়া কর, হিংসা-প্রবৃত্তি যেন ও কোমল হৃদয় স্পর্শ না করে। কঠোরতা ভুলে যাও। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হ'ক—কামনায় যেন এ হৃদয় আলোড়িত—এ জীবন বিড়ম্বিত—না হয়।

[প্রস্থান।

পুর। এই কি সেই সমাজবিপ্লবে বদ্ধপরিকর ব্রাহ্মণকুলের চক্ষুঃশূল যোগী পতঞ্জলি? এই সৌম্য-শান্ত মূর্ত্তি নাস্তিকতা-কালকূটের আধার! মহাযোগ-শক্তি কি ঈশ্বর? কামনাত্যাগের অর্থ কি? যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-নিয়মাদি শুদ্ধ কামনা-পূরণের জন্য—কামনাত্যাগে লাভ কি? দেবনন্দিনীর দর্শনলালসায় পর্ব্বতশিখর ত্যাগ ক'রে প্রান্তরাগ্রে পদ ছিন্ন ক'রে, কণ্টকে দেহ বিক্ষত ক'রে উন্মাদের মত এত দূর ছুটে এসেছি। তারে পেলে আমি স্বর্গসুখ তুচ্ছ জ্ঞান করি। এই নাস্তিক ব্রাহ্মণের কথায় এই স্থান থেকে ফিরে যাব? তাকে পেতে যদি যুগান্তর তপস্যা করতে হয়, সেও স্বীকার, তবু ফিরবো না। কিন্তু দেবনন্দিনী, নাস্তিকের আশ্রয়-বিহারিণী!—নারায়ণ! আমার সংশয় দূর কর।

[প্রস্থান।

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। গেল—গেল—গেল—একেবারে গেল। শিবের আরাধনা করা ছেলে, শিবের শ্বশুর দেখছি আটকে রাখলে। না, আর বাঁচল না। যৌবনের ঘি-মাখম-খেকো চোখ পাহাড় ফুঁড়ে সুন্দরী দেখে। সে কোথা থেকে কি দেখতে পেয়েছে, তারে ফেরান কি আমার সাধ্য? গেল—নিরুপায়ে গেল —বিনা চিকিৎসায় নাড়ী থাকতে থাকতে মারা গেল। শিবের বরে পুত্তুর, গাঁজা-ভাঙের আড়ত থেকে বেরিয়েছে, তারে কি একটা চাল-কলা-খেকো বামুনের সঙ্গে মৃগয়া করতে পাঠায়? উহু-হু! গেছি—পাথরের খোঁচায় পা-টা একেবারে গেছে,—উহু-হু, আবার গেছি। হা মন্মথ, রতিপতি, পঞ্চশর, জগদাৎ মদন! অঙ্কের সঙ্গে হাতের তাগটি পর্য্যন্ত হারিয়েছ? হরেকে মারতে বাণ ছুড়লে শঙ্করার গায়ে লাগে কেন বাবা? রাজকুমার প্রেমে উন্মত্ত হ'ল, আমি খোঁচা খেয়ে মরি কেন? না, এ বড় বাড়াবাড়ি হ'ল—আবার তৃতীয় বার গেছি যে, উঃ—ক্রমাগত যেতে লাগলেম যে, না, এবারে নিশ্চয়ই নেই, সুতরাং—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদী-সম্মুখস্থ বন।

লক্ষ্মী ও দীনদাস।

লক্ষ্মী। মরতেই হয় তো আবার এ বন্দোবস্ত ক'রে মরি এস। বাবাঠাকুর অম্বিকা-অন্ত প্রাণ। এস, অম্বিকাকে তার কাছে রেখে যাই।

দীন। অম্বিকা—মস্ত জ্বালা—মস্ত চিন্তা।

অম্বিকা। অম্বিকার জন্ত ম'রেও সুখ নেই। আমরা যা পারলুম না, অম্বিকাকে তাই করতে রেখে যাব? পূর্ব্বজন্মের কত গোহত্যা ব্রহ্মহত্যায় নীচ ঘরে জন্মেছি, অন্নের জ্বালায় জ্ব'লে মরছি, জেনে শুনে সেই মহাপাপ অম্বিকাকে গছিয়ে যাব। আমরা ব্রাহ্মণের অন্নধ্বংস করবার জন্যে আত্মহত্যা করতে চলেছি, আবার আমাদের কি দুর্দশা হবে, ভেবে দেখছি না, সেই ব্রাহ্মণের বলনাশ করা

ৰিকাকে রেখে যাব ? বউ, আর কোন উপায়
কে তো ভেবে দেখ।

লক্ষ্মী। ভাল, উপায়টা না হয় বাবাঠাকুরকেই
জ্ঞাসা করি চল।

দীন। না না, পাগলা ঠাকুরের কাছে উপায়
াবে না। পাগলা ঠাকুরই আমার সর্ব্বনাশ
রলে, হাত-পা অসাড় ক'রে দিলে। ঠাকুরকে
েখে প্রণাম করি, ঠাকুর প্রণাম ফিরিয়ে দেয়।
প্রণামে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠে।
র ছায়া মাড়ালে অন্ত ব্রাহ্মণে স্নান করে, সেই
ক অপবিত্র, অস্পর্শীয় আমি—আমাকে কি না
কুর কোল দিতে চায় ?—না না বউ, পাগলা
ুরের নাম করিস নি।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। কেন ভাই আমার নাম করবি নি ?

দীন। এই বাবা মাটী করেছে। তোকে
শোবার বল্লুম, পাগলা ঠাকুরের নাম করিস নি।
কুর অন্তর্য্যামী, নামটি করেছিস, আর অমনি
নতে পেয়েছ। এখন যেও ধর।

পত। কেন ভাই, আমার নাম করবি নি ?

দীন। যাও যাও ঠাকুর, জ্বালিও না—তাই
াই ক'র না ! একে নিকর্ম্মা হ'য়ে জলে মরছি, তার
ুপর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না।

পত। তবে কি বলব ?

দীন। কেন, কি বলবে, জান না ? অন্ত
ামুনে যা বলে, তাই বলবে। কেবল বলবে বেটা।
াদরে বেটা, তেকায়ে বেটা, উঠতে বেটা, বসতে
বটা। বেটা নামে আমাদের মৌতাত হয়ে গেছে,
ার তুমি বলবে ভাই, এও কি কখন সহ্য হয় ? কি
লস বউ ?

লক্ষ্মী। ওরে বাবা ! গাটা বিড়িয়ে বিড়িয়ে
ুঠছে।

দীন। তুমি ঠাকুর পাগল। কি বুঝেছ,
গল হয়েছ ? আমাদের সেই সঙ্গে পাগল কর
ন ? তুমি ভূদেব, তোমায় সব সাজে। তুমি
টি সোনা—গয়ে কাঁচা সোনা আরও অলজ্বলে।
মি দাসের বোঝা, আগুনের আঁচ লাগতে না
াগতেই ছাই—ঠাকুর ! এ অধম দাসের সর্ব্বনাশ
ন করছ ?

পত। বেটা বল্লেই সন্তুষ্ট হ'স ?

দীন। ওঃ, তা হ'লে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই !

পত। কি বলিস বেটী, তোরও মত কি ?

লক্ষ্মী। কি বল্লে বাবাঠাকুর ! কি ব'ল্লে
জাগ্রত দেবতা ?

দীন। আর এক কথা ! দেখ ঠাকুর ! ভয়ে
তোমাকে প্রণাম করা দূরে থাক, তোমার কাছেও
আসি নি। আজ আমরা যখন কোন গতিকে
তোমার সুমুখে পড়েছি, তখন তোমাকে প্রণাম
করব। যে মতলব এঁটে বেরিয়েছি, তাতে তোমার
দেখা মিলেছে, ভালই হয়েছে। বউ আর আমি
তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করব। তুমি যদি ঠাকুর
হাত তোল, তা হ'লে ঠিক বলছি, এখনি যমুনার
জলে ঝাঁপ দেব।

পত। সর্ব্বনাশ ! সে কি, আত্মহত্যা !

দীন। রাজা যে দিন থেকে আমাদের সব
তাড়িয়ে দিয়েছে, সে দিন থেকে বেঁচে সুখ নেই,
হেসে সুখ নেই, কেঁদে সুখ নেই, তা হ'লে কি
করব ? সুখের জন্য সংসারে এসেছি—পাটায়
কাপড় আছড়াতে আছড়াতে যে সুখ পেতুম, এখন
সে সুখেও বঞ্চিত ; তা হ'লে কি করব ?

পত। আত্মহত্যা—সর্ব্বনাশ ! নারায়ণ, তার
উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ ?

দীন। তবে কি করব ?

পত। আমাকে প্রণাম কর।

উভয়ে। (প্রণাম করণ)

পত। সোহহং সোহহং। (উভয়ের মস্তকে
পাদস্পর্শ)

দীন। এ কি ?

লক্ষ্মী। এ কি, এ কি প্রভু ?

দীন। গুরু ! ঈশ্বর !

লক্ষ্মী। নারায়ণ ! শঙ্কর !

পত। আমি জাহ্নবী থেকে স্নান ক'রে আসি।
তোরা আমার আশ্রমে যা, প্রসাদ পাবি।

[প্রস্থান।

দীন। কি দেখলি রাঙা বউ ?

লক্ষ্মী। যা দেখতে শতেক জন্ম তপস্যা করতে
হয় ; ধোপার ঘরে জন্মে আমাদের এত সৌভাগ্য ?

দীন। আরে পাগলি ! আকাশের কাছে
শালগাছটাও যা, আর একটা ছোট শ্যাওড়ার
বাচ্চাও তা। আমার চক্ষে ব্রাহ্মণ মস্ত, ব্রাহ্মণের
চক্ষে আমি নীচ। ভগবানের চক্ষে কি ?

লক্ষ্মী। এখন যে ঠাকুর কোল নেবে, তার পর ?

দীন। আরে বাঁদরী! শিবলিঙ্গের আশপাশতলা সব কোল। আমরা তা পেয়েছি—আর কত চাস ?

(পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। হাঁ বাপু! তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ ?

দীন। আপনি কে দেবতা ?

লক্ষ্মী। এমন কুৎকোমুখী কেন দেবতা ?

পুর। তোমরা এখানে একটি হরিণলোচনা দেবকন্যাকে বেড়াতে দেখেছ ?

দীন। এখানে দেবকন্যা মাঝে মাঝে এলেও আসতে পারে। আর হরিণ ত আকচার এ দিক ও দিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দেবতা! লোচনা ত কখন দেখি নি।

পুর। তোমরা কি ?

দীন। আজ্ঞে দেবতা—অম্বর বৈদ্য।

পুর। অম্বর বৈদ্য!

দীন। আজ্ঞে।

পুর। আজ্ঞে কি ?

দীন। আজ্ঞে, আজ্ঞেই বই কি ?

পুর। তোমরা কর কি ?

দীন। আগে ছুঃপু করেছি—এখন বাবাঠাকুরের কৃপায় আনন্দ করছি।

পুর। তোমাদের কাজ কি ?

দীন। আজ্ঞে,—পেসাদ খাওয়া।

পুর। তোমাদের কাছে তা হ'লে পেটের কথা বেরুবে না ?

দীন। আজ্ঞে না।

লক্ষ্মী। আহা বাবাঠাকুর! ওর পেটে আর কথা নেই। আহা! ওর যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখন কত কথাই কয়েছে।

দীন। আর দেবতা, খেতে না পেয়ে কথা শুদ্ধ হজম ক'রে ফেলেছি!

পুর। বেশ, চিরকালের জন্য আহারের বন্দোবস্ত ক'রে দেব, আর যাতে দারিদ্র্যের মুখ না দেখতে হয়, তার উপায় করব।

দীন। না দেবতা, দারিদ্র্যের চাঁদপানা মুখখানা এক দণ্ড না দেখলে আমরা বাঁচব না।

পুর। আরে ব'ল, এরা কি ?

দীন। আজ্ঞে, আমরা অম্বর বৈদ্য। আমরা চাঁদের বংশে জন্মেছি।

পুর। এর মানে কি ?

দীন। আজ্ঞে দেবতা, এর মানে এখনও স্থির হয়নি। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরুল, বাহু থেকে বেরুল ক্ষত্রিয়, হাঁটু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র। চাঁদ আর থাকতে পারলেন না, অভিমানে গ'লে গেলেন। আমরা সেই গলা অভিমান থেকে গজিয়ে উঠলুম। ব্রহ্মা দেখতে পেয়েই বল্লেন—স্থিরোভব স্থিরোভব। তোমরা হলে অম্বর বৈদ্য। আমাদের অভাবে ময়লা কাপড় আর ফরসা হ'ত না। কাজেই দেবতারা ছিল দিগম্বর, আমাদের দেখে তবে তারা কাপড় পরতে শিখলে। কেউ পরলে পীতধড়া, কেউ পরলে বাঘের ছাল, কারও রক্ত বস্ত্র, কেউ বা হাজার চোখ ঢাকাই শাড়ী সর্ব্ব-অঙ্গে চাপা দিয়ে বসল। দেবতা! আমরা শূদ্র নই। স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুরের টোল থেকে পৈতে নেবার ব্যবস্থা আসছে। তবে বৃহস্পতি ঠাকুরের সঙ্গে চাঁদ ঠাকুরের কি একটা ঝগড়া আছে, তাই পেতে পেতে পাচ্ছি না।

পুর। ধোপা ?

দীন। আজ্ঞে দেবতা! এখন আমাদের ওই উপাধিই বটে, তবে আমাদের বড় কর্ত্তাদের বংশধরেরা নাড়ী টেপে, আমরা শাড়ী কাচি।

পুর। প্রথমে মাণিক ব্রাহ্মণ, তার পর রতন-দর্শন, দেবনন্দিনী দর্শনের আশা এইখান থেকেই মিটল দেখছি!—কি দেখলেম! আর কি দেখব না ? দেখবার আকাঙ্ক্ষায় নিশ্বাসে নিশ্বাসে লক্ষ জন্মের বাতনা হৃদয়ে টেনেছি, এই পঞ্চপ্রমাণ যাতনার বোঝা মাথায় ক'রে কেমন ক'রে ঘরে ফিরব ? দেখতে পাব না ? নারায়ণ! হরিচন্দনের অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল দয়া ক'রে আমায় দেখিয়েছিলে। আর কি দেখাবে না ? নির্ঝরিণীতীরে নীর সমীরে ঈষৎ কম্পিত, অরুণ-কিরণে প্রতিফলিত, সেই সোনার শতদল, সেই আমার অতি সুন্দর, অতি মধুর, আর কি ভাগ্যে দেখা ঘটবে না ?

[প্রস্থান।

দীন। দেবতা চ'লে গেল কেন বলতে পারিস?

লক্ষ্মী। দেবতার কি যেন একটা হয়েছে।

হীন। দূর, তবে ছাই বুঝেছিস! কি হয়েছে বলব? সেই যে তালপুকুরের ধারে যে দিন গাছকোমর বেঁধে পাটায় কাপড় আছড়াতে আছড়াতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার আমার দিকে চেয়েছিলি, সেই দিন আমার যা হয়েছিল, তাই হয়েছে।

লক্ষী। তা হ'লে উপায়? ওগো, সে যে সর্ব্বনেশে রোগ গো! ওগো, সে রোগ যে ওষুধ খেলে বাড়ে গো! হজম করতে গেলে গায়ে চ'ড়ে বসে—আটকাতে গেলে ছড়িয়ে পড়ে। ওগো, সে যে সব রোগের সেরা গো।

উভয়ে।—

(গীত)

ওগো সে যে রোগ সর্ব্বনেশে।
তার ধরণ-ধারণ করণ-কারণ
মিশিয়ে থাকে আকাশে॥
রোগের কোথায় ঘর খুঁজতে দিগম্বর,
রোগাসনেই রোগের বাণে অঙ্গ জরজর,
সোনা পুড়ে হলো ক্ষার, জ্বালা বেড়ে গেল তার,
চাঁদ তার বাজের যতন করে সজল বাতাসে॥
রোগে কেউ বা মরেছে,
কেউ বা বেঁচে প্রাণের সনে মরণ গেঁথেছে।
হ'য়ে গেছে কারুর বোল,
কেউ বাতাস খেয়ে ফুলে ঢোল,
কেউ অনেক জীর্ণ হ'য়ে এমনি পানা কৈকাসে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বন।

(অপরাজিতার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

যারে দেখব ব'লে এসেছি।
আগে হ'তে যেন কত দিন তারে
কতবার হ'য়ে দেখেছি॥
তার মুখখানি ভরা হাসি, চোখ দুটি ভরা টান,
মনে প্রাণে-ভরা বাণী, হৃদয়-ভরা প্রাণ।
অধর ভরা মধুর আদর যা কিছু ছিল গো তার,
আমি যেন তার আগে হ'তে সব করেছি আমার,
তাতেও মেটেনি সাধ, ছিঁড়ি বৈরথ বাঁধ,
আর কিছু যদি থাকে দেখে তাই
তার দেশে চলেছি।

[অপরাজিতার প্রস্থান।

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। কথায় কথায় হারিয়ে যাওয়া লক্ষণ ত ভাল নয়। এই দেখলুম সোজা পথে, থর থর ক'রে ছুটলুম; এই দেখলুম পর্ব্বত-শৃঙ্গে, খড়া বেয়ে উঠলুম; ওই দেখলুম পাতালে, চোখ কান বুজে ঝাঁপ দেলুম; যেই দেখলুম স্বর্গে, ফেল ফেল ক'রে চেয়ে রইলুম। বন্ধুর যা কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লেখা আছে, সব পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত খরচ করলুম, তবু ত বন্ধু-রত্নটিকে কিনতে পারলুম না। হাঁটা, বসা, শোয়া, টিক্টিরি খাওয়া, গড়ান, অবশেষে খোঁড়ান কার্য্য পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন করা গেল, তবু এ প্রেমের বাপের তিলকাঞ্চনটা পর্য্যন্ত সারতে পারলুম না গা! যাক, যখন এগিয়েছি, তখন আর একটু এগুব, দেখি কত দূরের জল কত দূরে মরে। প্রেমের বাপের বৃষোৎসর্গ নাম দানসাগর ক'রে তবে হাঁফ ছাড়ব। আর পুরুষ নয়—আত্মহারা, পর-প্রেমে উন্মত্ত বন্ধু নামে একটা বৃষের পুরীষ, তাকে আর নয়—এবারে—বল্তে বল্তে আমার চোখের জল আসছে—এবারে—বল্তে বল্তে যকৃৎটে ঠেলে উঠছে—এবারে উঃ—বলতে বলতে ক্ষুধানল প্রবল—রসনা সজল—অ্যাঁ একেবারে দিব্যোন্মাদ, দিব্যোন্মাদ! তা হ'লে এবারে—না থাক, পরবারে পরবারে—হে প্রেম—এবারে না খেয়ে না দেয়ে যে কোন উপায়ে বেঁচে থাক, সময় এলে দুধ-কলা খাইয়ে তোমায় পুষব, তুমি মনের সাধে মস্তকে দংশন কর।

(অপরাজিতার পুনঃ প্রবেশ)

আহা—আহা! নাম উচ্চারণমাত্রেই যে আমার প্রেম মূর্ত্তি ধ'রে উপস্থিত হলেন।

অপ। হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?

সোম। তুমি কে গা?

অপ। আমি অপরাজিতা।

সোম। আর আমি সোমস্বামী।

অপ। তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সোম। তুমি এখানে উপস্থিত কেন?

অপ। নদীর পাড়ে বাবা আছেন, তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন; ব'লে দিলেন, আমার এক জন আত্মীয় আসছে, সে আসতে আসতে পথ হারিয়ে চ'লে যাবার বন্দোবস্ত করছে, তারে সঙ্গে ক'রে আন।

সোম। আর আমার ঘাড়ে ভূতের আবির্ভাব হয়েছেন, তিনি আমাকে এই পথে ঠেলে নিয়ে এলেন—বল্লেন, এই পথে এস, অপরাজিতাকে দেখতে পাবে।

অপ। কেন, তিনি কি চান?

সোম। এত কাল তিনি শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কেবল চরুর ঘি চুরি ক'রে খেয়েছেন, এখন গাত্রদাহে অস্থির হ'য়ে কেবল একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্রেম রস পান করতে চান।

অপ। প্রেম, প্রেম? তা হ'লে আমার সঙ্গে এস না কেন? আমার বাবা প্রেমের সাগর, যে যায়, সেই তাঁর কাছে গিয়ে শান্তি পায়। কত লোক আসছে, অঞ্জলি পূরে, হৃদয় ভ'রে পান করছে, তবু সেই প্রেম সমভাবে অজস্রধারায় জীব-রাজ্যের দিকে ছুটেছে। এস, আমার সঙ্গে এস।

সোম। বটে, বটে! তা হ'লে ত গিয়েই পড়েছি। কিন্তু অপরাজিতা! কি আর বলব, পাছুটি আমার পেটের সঙ্গে কিছু জ্ঞাতি-শত্রুতা সাধছেন। আমার উদর বলছেন, তোমার বাবা-দত্ত প্রেম-রস, আকণ্ঠ, আদন্ত, আঠোঁট, (হস্ত প্রসারণ করিয়া) আ—তোমার কাছ পর্য্যন্ত পান করি। কিন্তু চরণ বলছেন, যেতে হয়, তুমি গড়িয়ে যাও, আমি তোমায় কাঁধে ক'রে মরি কেন? তাই অপরাজিতা, অত দূর যেতে পারি না পারি, তুমি যদি দয়া ক'রে একটু দিয়ে দাও—অঞ্জলি-অঞ্জলি চাই না—এই গণ্ডুষখানেক।

অপ। কেন? এই যে কাছে আছে, চল না।

সোম। কেন, তুমি কি পার না?

অপ। আমি এখনও ভাল রকম প্রেম শিখি নি।

সোম। সাগরের তীরে বাস করছ, প্রেমের ধারা চারি ধারে ছুটেছে, আর তুমি প্রেম শিখলে না? এ কেমন হ'ল?

অপ। আমার একটা বড় দোষ আছে—আমি সকলকেই আপনার ভাবতে শিখেছি—শোকার্ত্তের জন্ত আমার চক্ষে জলের স্রোত ছোটে, সুখীকে দেখলে আমার হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ ওঠে, ক্ষুধার্ত্ত দেখলে আমার মুখের অন্ন ক'রে পড়ে। আমায় যে নিন্দে করে, আমি তারে ভালবাসি; যে আমায় অনিষ্ট করে, আমি তারে আদর করি; যে আমায় হিংসা করতে আসে, আমি তার পূজা করি।

সোম। (স্বগত) ছি ছি ছি! কার সঙ্গে রহস্য করছিলুম। (প্রকাশ্যে) এত গুণ তোমার, তবে দোষটা কি অপরাজিতা?

অপ। তরুলতা আমার খেলার নিত্য সাথী, পশু-পাখী আমার প্রাণ, কমল আমায় দেখলে তবে মুখ খোলে, কোকিল আমাকে দেখলে তবে পঞ্চস্বরে গান করে। আমি ও সখীগণ যমুনা-তীরের তৃণপ্রান্তরে আকাশের চন্দ্র-তারার রূপ-মাধুরী দেখতে দেখতে গল্প করতে করতে যে সময় ঘুমিয়ে পড়ি, সে সময় বামে হরিণ, দক্ষিণে গাভী, পদপ্রান্তে সিংহ, মাথার শিয়রে কুণ্ডলিত ফণী, আমার সঙ্গে নিদ্রা যায়।

সোম। প্রেমময়ি! তবে তোমার দোষ কি?

অপ। কিন্তু আমার একটা বড় দোষ আছে, আমি বাবার নিন্দা সইতে পারি না। যে নিন্দা করে, তার কাছে আর থাকতে পারি না। সে বিপন্ন হ'লেও তার সেবা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বাবার কাছে এর জন্তে কত তিরস্কার পেয়েছি, তবু আমি গুরুনিন্দককে ভালবাসতে শিখি নি। তাঁর নিন্দা শুন্‌লেই হঠাৎ আমার মাথাটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

সোম। এমন গুরু তোমার কোথায় আছে অপরাজিতা? আমি তাঁরে দেখতে পাই না?

অপ। তাই ত তোমায় বলছি, এস না।

সোম। চল।

অপ। আর একটা কথা—এই বামুনকে আমি বড় ভয় করি। হাাঁ গা, তুমি কি বামুন?

সোম। বামুনকে ভয় কর কেন?

অপ। এই কি জান—এই কি জান—বামুনকে দেখলে বড় ভয় হয়।

সোম তা ত হয়, কিন্তু হয় কেন?

অপ। এই কি জান—এই কি জান—হাাঁ গা তুমি কি বামুন?

সোম। কেন, আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে না কি?

অপ। আমার গাটা ছম্ ছম্ করছে।

সোম। ভয় নেই, আমি বামুন নই। তোমার বাবা কোন্ জাতি?

অপ। তিনি ঠাকুর, তাঁর আবার জাতি কি!

সোম। তুমি কি?

অপ। চণ্ডালিনী।

সোম। চণ্ডালিনী? এ বুঝি সেই নাস্তিক বেটা! আরে মর্ চণ্ডালিনী! চণ্ডালিনী! ওরে বাবা, চণ্ডালিনী!

[বেগে প্রস্থান।

অপ। হায় হায়! কি করলুম? কি করলুম? কিন্তু গুরুনিন্দা, গুরুনিন্দা! গুরু, রক্ষা কর! গুরু, রক্ষা কর!

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বি। এ কি অপরাজিতা! অপরাজিতা! বুঝেছি—বুঝেছি—ছি—ও কি! নিন্দা? কার নিন্দা? গুরুর কি নিন্দা আছে? অক্ষরে অক্ষরে ভগবানের বসতি। ভগবান্ নামে কি ভগবানের নিন্দা হয়? আমি যে বাপ-মায়ের সঙ্গে কত ঝগড়া করি। অপরাজিতা! অপরাজিতা।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বন।

(দীনদাস, লক্ষ্মী ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। রক্ষক! বল, মহামূল্য পুরস্কার দেব—দয়া ক'রে বল, তন্দ্রাময়ে আর আমি পুড়তে পারি না, আমার প্রাণ রক্ষা কর।

লক্ষ্মী। তোমার জন্ত আমাদের কান্না আসছে। কিন্তু কি করি দেবতা? কিছুই যে বুঝতে পারছি না। কি যে উত্তর দেব, তাও ঠাওর করতে পারছি না।

দীন। আচ্ছা দেবতা, লোচনা জিনিসটা কি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল ত দেবতা, দেখি বন ঘুরে আতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে বার করতে পারি কি না।

দীন। লোচনা কি খায়, না গরম হ'লে মাথায় দেয়?

পুর। নাস্তিক ব্রাহ্মণের কথাই কি ঠিক? তবে কি এ আমার দৃষ্টিভ্রম? না না, কখনই নয়! আর যদি ভ্রমই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? ভ্রমে যদি এত আনন্দ, তখন জ্ঞানে আমার কাজ কি? আয় ভ্রম ফিরে আয়, আমি সেই ভ্রমবিজড়িত চক্ষে আর একবার সেই মোহিনী প্রতিমা দর্শন করি।

দীন। আচ্ছা রস, মেয়েকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করি।

লক্ষ্মী। বেশ, সেই ভাল।

দীন। অম্বিকা!

লক্ষ্মী। অম্বি!

নেপথ্যে। কেন মা?

দীন। একবার এ দিকে আয় তো।

পুর। দেবী—দেবা—উপাস্য দেবতা।

[বেগে প্রস্থান।

দীন। সে কি দেবতা, এ আবার কি কথা?

লক্ষ্মী। তাইতো, এ আবার কি কথা?

দীন। এ রকম ধরণের কথা কবার তো বন্দোবস্ত হয়নি।

লক্ষ্মী। না, তা তো হয়নি। অম্বিকা আমার দেবতা? দেবতায় তাকে পূজো করে? ওগো, সে কি গো! দশমাস দশদিন গভ্যে ধ'রে একটা দেবতা বিইয়ে বসলুম?

দীন। তাই তো বউ, তা হ'লে দেখছি ত তোর গর্ভটা কাশীধাম। ও বউ, একটু দাঁড়া, তোর গর্ভটাকে একটা পেন্নাম করি।

লক্ষ্মী। তুই তো করলি—উদ্ধার হয়ে গেলি, আমি এখন কেমন করে পেন্নাম করি। ওগো আমি কি ক'রে উদ্ধার হই? (মস্তক অবনত করণ)

দীন। থাম, থাম, দুঃখু করিস নি, আমার উদ্ধারটা তোকে দিয়ে দেবো। আঃ পোড়া গর্ভ, পেটে হ'লি কেন? হাতে হ'লে তো বউ আমার কপালে ঠুকতে পারতো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অম্বিকা ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। দেবী! পর্বতশৃঙ্গের উপর থেকে এ মোহিনী প্রতিমা দর্শন ক'রে উন্মাদের মত ছুটে এসেছি। করুণাময়ি! হৃদয়পুষ্প অঞ্জলি গ্রহণ কর। ও কি! মুখ ফেরালে যে? দরিদ্রের উপহার কি তোমার মনোমত হ'ল না?

অম্বিকা। আমি দেবী নই, রজকনন্দিনী।

পুর। দেবী নও?

অম্বিকা। রজকনন্দিনী।

পুত্র। এ মহা ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী তুমি, তুমি দেবী নও?

অম্বিকা। রজকনন্দিনী।

পুত্র। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। কে বুঝিয়ে দেবে, কে ব'লে দেবে, কে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দেবে? (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) বল অম্বিকা। পায়ে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি, বল, আমি ঘৃণিত রজক-কন্যা নই— দেবনন্দিনী।

অম্বিকা। আমি রজকনন্দিনী।

পুত্র। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) নারায়ণ। নারায়ণ। [প্রস্থান।

অম্বিকা। কি শুনলেম? আমায় কি শুনালে নারায়ণ? আমি কোথায়? কে আমাকে এত দূরে নিক্ষেপ করলে? কে আমাকে অস্পর্শীয়া রজক-নন্দিনী করলে? আমি রজকনন্দিনী! না না, কি বলছি, আমি কি বলছি, আমি রজকনন্দিনী? তা কেন—আমি পিতার সন্তান।

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। পিতার সন্তান। আর সে পিতা কি অস্পর্শীয়, ঘৃণিত, ইতস্ততঃ তাড়িত রজক অম্বিকা? পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

পত। অম্বিকা। প্রাণ ভ'রে পিতার পূজা করেছিস, তার ফলে নরদেব তোর দ্বারে অতিথি হয়েছে।

অম্বিকা। ঠাকুর, আর আমি পিতৃপূজা করবো না।

পত। সে কি অম্বিকা?

অম্বিকা। আর অম্বিকা। শোন ঠাকুর! আর কখন পিতৃপূজা করবো না। পিতৃপূজায় এত ফল যে, অতি হেয় ধোপার মেয়েকে ব্রাহ্মণ করজোড়ে স্তব করে, রাজা দণ্ড দিতে কাতর হয়, রাজপুত্র হৃদয়-পুষ্প অঞ্জলি দিতে চায়। আমা হ'তে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নষ্ট হ'ল, রাজা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হ'ল, রাজপুত্র উন্মাদ হ'ল।

পত। বলিস কি?

অম্বিকা। (পদতলে পড়িয়া) প্রভু! অধম কন্যার প্রতি করুণা কর। আমার জন্য রাজ্যে অশান্তি আসবে, সমাজ ধ্বংস হবে, দেবভক্ত ব্রাহ্মণভক্ত রাজা নরকস্থ হবে? দয়াময়! এ আমাকে কি মন্ত্র শেখালে?

পত। বেশ, পিতৃপূজার ফল রাখতে না চাস ফল আমায় দে। সোঽহং সোঽহং। দে, শীঘ্র দে। যা করেছিস, যা খেয়েছিস, যা দান করেছিস, যা তপস্যা করেছিস, তার সমস্ত ফল আমায় দে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর ভার ধারণ করেছিলেম, তোর পিতৃপূজায় তার ধরতে পারবো না? নে, বল আমার সঙ্গে,—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

উভয়ে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

পত। আপনার দিকে এই বারে একবার চা দেখি মা! কে তুই?

অম্বিকা। (ভাবাবেশে) ভবানী।

পত। তোর স্বামী?

অম্বিকা। শঙ্কর।

পত। পিতা?

অম্বিকা। গিরিরাজ।

পত। মাতা?

অম্বিকা। মেনকা।

পত। সংসার?

অম্বিকা। আমার পুত্র কন্যা।

পত। আর আমি?

অম্বিকা। আমার প্রিয় পুত্র নারদ।

পত। অম্বিকে। অম্বিকে। এইবার আমি তোর স্তব করি?

অম্বিকা। কর।

পত। সাক্ষাদহং ত্রিভুবনেঽমৃতপূর্ণদেহাং
সন্ধ্যাদি দেবী কমলাং কুল পণ্ডিতেভ্যাং।
তন্মো ভজে দশশতে দল-মধ্য মধ্যে
কৌলেশ্বরীং সকলবিদ্যজনাশ্রয়াং ত্বাং॥
বিশ্বেশ্বরীং সুরকুলে বরকালিকে ত্বাং
সিদ্ধানন্দে প্রতিদিনং প্রণমামি ভক্ত্যা।
ভক্তিং ধনং জয়পদং যদি দেহি দাতুং
তস্মিন্ মহামধুমতী লঘুগেহভাষ্যাং॥

অপরাজিতে, কুব্জিকে, পীঠনায়িকে! তোমরা শীঘ্র এস, মাকে আমার রক্ষা কর। মায়ের কান দিয়ে স্বামী-স্বর-সুধা প্রবেশ করেছে, শীঘ্র এসে মাকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

(কুমারীগণের প্রবেশ ও গীত)

সে যে এসেছিল শুধু সুখেরি তরে,
তার ছিল মনে কত কামনা।
সে যে পুষেছিল আশা বুকে ক'রে,
সে কি বুঝেছিল তার ছলনা॥
সে কি ভেবেছিল সুখে সুখ নাই,
তার উপরে আভা ভিতরে ছাই,
মনোন্মোম্ম রজকনন্দিনীকে দেখে
...র ভরা যাতনা ;—
রতে যদি চাও হে, পথ হ'তে ফিরে যাও,
মিলনে যদি হে সাধ থাকে মনে,
আপনা মিলায়ে নাও,
গেঁথে নাও প্রাণে সুখের গান,
বেঁধে নাও তারে ললিত তান,
জীবনের সাধ মিটিবে এ পারে
পর পারে যেতে হবে না॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুটীর।

(পুরঞ্জয়ের প্রবেশ)

পুর। অম্বিকা!

নেপথ্যে। কে গা?

পুর। একবার বাইরে এস।

নেপথ্যে। কে তুমি?

পুর। একবার বেরিয়ে দেখ। এখানে থেকে বলবো?

নেপথ্যে। আমার এখন হাত যোড়া। আমি পরিষ্কার করছি।

পুর। আমি অতিথি।

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। করলেন কি ঠাকুর! আমরা যে ধোপা।

পুর। তা হোক, আমি অতিথি।

অম্বিকা। তবে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান করে আসি।

পুর। তোমার বাপ কোথায়?

অম্বিকা। কাপড় কাচতে গেছে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি যাব আর আসব। ঠাকুর! এ হাতে আসনও যে দিতে পারবো না!

পুর। অম্বিকা!

অম্বিকা। কাছেই ঠাকুরবাড়ী, প্রভু! সেখানে যাবেন? আমরা ধোপা, এ ঘরে কখন অতিথি আসে নি! মা-বাপ ঘরে নেই, আমি ছেলে মানুষ, কিছু জানি না, কি করতে কি ক'রে বসবো—অপরাধী হ'ব। অতিথি যে কি রকম দেবতা, জানি না ঠাকুর।

পুর। অম্বিকা!

অম্বিকা। কে আপনি?

পুর। চিনতে পারলি নি অম্বিকা। এতবার দেখা হ'ল, একবারও মাথা তুললি নি অম্বিকা!

অম্বিকা। ঠাকুর! ঘরে যান।

পুর। এ অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে গিয়ে কি করবো?

অম্বিকা। পিতৃদেবের পূজা করুন, সকল যন্ত্রণার অবসান হবে।

পুর। আমি যদি রজক হই?

অম্বিকা। ছি ছি! ও কথা কি মুখে আনতে আছে?

পুর। তোর কাপড়ের মোট আমার মাথায় দে অম্বিকা! আমি ব'য়ে নিয়ে যাই।

অম্বিকা। ছি ছি!

পুর। তুই মুখ তোল, দেখ আমি সাজ পরিচ্ছদ ফেলে কি হয়েছি। অনুমতি কর, রাজ্য ঐশ্বর্য্য জাতি গর্ব্ব সব তোর পায়ে অঞ্জলি দিই।

অম্বিকা। আপনি ঘরে যান॥

পুর। ঘরে গিয়ে কি করব?

অম্বিকা। এই যে বল্লুম পিতৃদেবের পূজা করুন।

পুর। শান্তি পাব?

অম্বিকা। আমি ত পেয়েছি।

পুর। তবে তাই যাই?

অম্বিকা। এখনি।

পুর। তা হলে দেখ।

অম্বিকা। কি?

পুর। তুমি আর এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাচ্ছ না ?

অম্বিকা। তা কেমন ক'রে বলব ?

পুর। তা হ'লে দেখ অম্বিকা !

অম্বিকা। আপনি গৃহে যান, আমি রজক-কন্যা, আপনি সমাজ-রক্ষক রাজা।

পুর। তা হ'লে পিতৃ-পূজাই করব ?

অম্বিকা। কতবার বলব ?

পুর। তা হ'লে আমি যাই ?

অম্বিকা। আসুন।

পুর। তা হ'লে পিতৃপূজাই স্থির করলে ?

অম্বিকা। এবারে আপনি স্থির করুন, আমার বলা হয়ে গেছে।

পুর। আচ্ছা, শেষ একটা কথা।

অম্বিকা। শীগগির বলুন।

পুর। তা হ'লে ওই পিতৃপূজাই—

অম্বিকা। আমি আর বলতে পারি না।

পুর। এখন আমি যেন একটু একটু বুঝতে পারছি। আচ্ছা, পিতৃপূজা ত করব, ফলও ত পাব, কিন্তু ব্রাহ্মণে যখন হৈ চৈ করবে ?

অম্বিকা। ব্রাহ্মণে আবাহন না করলে ত আমি যাবই না। কেন, মাটীর পুতুলে অভিষেক ক'রে দেবতার আবাহন হয়, আর আমার বাপের রজকদেহে শুদ্ধ হয় না ? বামুনে সব পারে, আর এটা পারে না ?—ও মা ! আমি কি করলুম !

[প্রস্থান।

পুর। মুখ তুলে কেরাস নি অম্বিকা ! সর্ব্বনাশী আমাকে পাগল করতে রজকের ঘরে লুকিয়ে আছ ? ভাল যাই, আগে কার্য্য করি, তার পর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

ব্রাহ্মণকুমারগণ।

(গীত)

ওগো আমরা সকলে।
যা করি তাই শোভা পায় সৃষ্টির বলে॥
যখন সৃষ্টি ছিল এলো মেলো, আর কিছু ছিল জলে,
আর পুঁথিটি হাতে চতুর্ম্মুখ এই নাড়িটি করলে ;—
ব্রহ্ম—তখন থেকে আমরা সকলে
যখন ধর্ম্ম ছিল চতুষ্পদ আর ধরা ছিল গাই,
জানতে চাও তো, পুঁথি মিলাও তো, জান হে সবাই
কিন্তু এটা ঠিক রেখ মনে,
য[illegible] পেছনে লুকিয়ে কোণে
ছিল সব দেবতা সকলে ;—
তখন—এই শিখার জোরে, এক একটা দৈত্য ধ'রে
স্বপ ঝুপ কে দিছলো ফেলে হোমের অনলে ;—
ক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অ[illegible] আমরা সকলে॥

১ম ব্রা। এত বড় যোগ্যতা, অপমান

২য় ব্রা। শাঁপ ঠোঁটের ডগায় উপস্থিত।

(রাজার প্রবেশ)

মহারাজ ! এইবারে আত্মরক্ষা কর।

রাজা। কি হ'ল প্রভু ! কি হ'ল প্রভু আপনাদের ক্রোধ হ'ল কেন ?

১ম ব্রা। হ'ল কেন ? মহারাজ কি জান না, হ'ল কেন ?

২য় ব্রা। মহারাজ স'রে যাও, আমাদের ক্রোধ-সাগরে বান ডেকেছে—আমরা এখন তাতে হাবুডুবু খাচ্ছি।

রাজা। কেন প্রভু ! দাস কি অপরাধ করেছে ? আর যদি ক'রেই থাকি, ত সে অজ্ঞানকৃত অপরাধ, দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।

১ম ব্রা। না, ক্ষমা আর হ'তেই পারে না।

২য় ব্রা। না, তা হ'তেই পারে না।

৩য় ব্রা। না, কিছুতেই না।

১ম ব্রা। ক্ষমা করতে গেলেই লোকে আমাদের অক্ষম বলবে।

২য় ব্রা। আর অক্ষম ব'ল্লেই আমাদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে।

১ম ব্রা। আর ক্ষমতা লোপ পেলেই চিঁ চিঁ করব।

৪র্থ ব্রা। আর চিঁচিঁ করলে কি করব ?

৩য় ব্রা। ওই চিঁচিঁই করব, ওর বেশী আর করব না।

রাজা। দয়াময় ! ক্রোধের কারণ এ দাসকে না ব'ল্লে দাস কেমন করে প্রতিকার করবে ?

১ম ব্রা। মহারাজ ! বাচস্পতির পুত্রও ব্রাহ্মণ সন্তান, আমরাও ব্রাহ্মণ-সন্তান।

রাজা। আমার চক্ষে সকল ব্রাহ্মণই সমান।

। তারও পৈতা আছে, আমাদেরও

। তার পৈতেও যেমন ক... আমাদের
মনি ফরসা।

কারণটা কি বলুন ?

। সেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, আমরাও
গ্রাহী।

। সেও রজকনন্দিনীকে দেখে হাত
দিয়েছিল, আমরাও দিয়েছিলুম।

। সাজী সেও ফেলেনি, আমরাও ফেলিনি।

। দয়া ক'রে ক্রোধের কারণ বলুন !

। কারণ আবার বলব কি—কারণ
না মহারাজ ? শূদ্রাণীর অত বড় স্বুবর্ণ
নির্মাণ করালে, কেটে কুটে থোড় কুচি
করলে, আমাদের প্রাপ্যটা হ'ল কি ?

। তন্বঙ্গী শূদ্রাণী—বিশালাক্ষী—

। বৃকোদরী—

। আজানুলম্বিতবাহী—

। আধ মণ নিতম্বিনী।

। এত গুণ থাকতে আমরা কি না
লুম ?

। কেন, আপনারা কি বিদেয় পান নি ?

। সে মিছে পাওয়া।

। কেউ পেলে মুড়ো, কেউ নেজা,
, কেউ দাগা, আর আমি কি না একটু
সাগা !

। আর আমি কি না একটু তেলাকুচো

। আমি কি না ছটাক খানেক হাসি !

। আর বাচপোতের বেটা—

। বেটা—

। গজমূর্খ—উষ্ট্রে লুম্পতি রষা যষা।

। অষা—

। ভবৈদ দত্তা কি না নিবিড়নিতম্বা।

। বা।

(গীত)

আমরা সকলে।

নিমিষে উঠবো জ'লে বেগুনে তেলে।
সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে,
বল না—কার রোষে এই
এক নিমেষে গিয়েছে জ'লে।

সুপবিত্র একটি সূত্রে ছিল তার গলে—
প্রকাণ্ড জ্ঞানের কাছি যেমন সব ধ'রে আছি,
আমরা সকলে—
যদুবংশ ধ্বংস হ'ল একটি মুষলে,
মুষল কে বল দিলে ?
এলো সে হাওয়া খাওয়া
হাঁচা কাশা অক্কা পাওয়া, দুর্ব্বাসা,
যেমন তারে উপহাস, একেবারে দশটি মাস।
শাম্বদাদা হাঁস-ফাঁস চোকটি কপালে॥

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ ! কই মহারাজ !

রাজা। এ কি রাজ্ঞী ?

রাণী। কি হ'ল মহারাজ ?

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল ?

রাণী। ছেলে মৃগয়া করতে গিয়ে কি হয়ে
এল মহারাজ ?

১ম ব্রা। অ্যাঁ।—

সকলে। তাই ত হে, অ্যাঁ—

রাজা। কি হ'ল ?

রাণী। একেবারে উন্মাদ !

রাজা। সে কি—উন্মাদ ?

রাণী। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

সকলে। সে কি ? সে কি ?

১ম ব্রা। উন্মাদ হয়ে আসবার কথা তো
হয় নি।

রাণী। কি হ'ল, কি হ'ল, মহারাজ ? বংশের
প্রদীপ শান্ত শিষ্ট পুরন্দর কি হয়ে এলো
মহারাজ ?

রাজা। ও ঠাকুর ! কি হ'ল ?

১ম ব্রা। বল না হে কি হ'ল ?

২য় ব্রা। বল না হে ?

৩য় ব্রা। বল না হে, কেউ নেই—

রাণী। আপনাদের আদেশে মহেন্দ্রক্ষণ দেখে
পুত্রকে যাত্রা করালুম—আপনারা বল্লেন দেবকন্যা
লাভ হবে।

১ম ব্রা। তা হবে।

রাণী। কই হ'ল ? উল্টে যে প্রমাদ হ'ল।

২য়। তা হয়েই থাকে।

১ম ব্রা। হয় দেবকন্যা, না হয় প্রমাদ।

রাজা। চল দেখি—দেখি গে।

রাণী। চল মহারাজ! কি হ'ল দেখ মহারাজ, কবিরাজ ডাকাও,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা। ঠাকুর! আপনারা বাইরে যান, আমি যাচ্ছি।

১ম ব্রা। আর যাচ্ছি, ওহে আর কেন?

সকলে। আর কেন, আর কেন?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রকোষ্ঠ।

রাজা।

রাজা। ব্রাহ্মণের আদেশ, পুত্রের উন্মাদরোগ আরোগ্য করতে হ'লে ষোড়শী কুমারীপূজার প্রয়োজন। মহেশ্বর! ষোড়শী কুমারী কোথায় পাই?—পেলে না—বিমর্ষ মুখে ফিরে এলে যে সোমস্বামী?

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। পেলুম না।

রাজা। পেলে না? আমার এই বিশাল রাজ্য, এত প্রজা, এর ভেতরে একটা ষোড়শী কুমারীর সন্ধান পেলে না? এ যে অসম্ভব কথা সোমস্বামি!

সোম। আর অসম্ভব! কার্য্যতঃ তাই ত দেখছি মহারাজ! ব্রাহ্মণের ভেতর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, তারা আমাকে বাতুল ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলে। বলে, ষোড়শী সাত-ছেলের মা, সে কখন কি কুমারী হয়? তারা নরকে যাবার ভয়ে দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যাকে পাত্রস্থ করে, তাদের মধ্যে ষোড়শী কোথায়?

রাজা। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ঘরে?

সোম। আজ্ঞে তাদের ঘরে ষোড়শী অবিবাহিতা আছে বটে, কিন্তু একটাতেও কুমারী নেই।

রাজা। কেন, তাদের চরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ করেছে?

সোম। আজ্ঞে তা কেন, যৌবনে পদক্ষেপ না করতে করতেই তাঁরা ঘোড়ায় চড়েন, রথ হাঁকান, হ'ল বা একটু আধটু অস্ত্র ধরাধরি শিক্ষা করেন, পাঁচ জন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখাটা [illegible] বৌকলটা চলে, তার ওপর সকলেই ঐশ্বর্য্যমধ্যে প্রতিপালিত, উদরের চিন্তা ত বড় একটা কাউকে করতে হয় না—সবার উপরে ঊষাহরণ, সুভদ্রার পলায়ন, রুক্মিণীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তীর হাঁসের উপাখ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি দু-পাঁচটা উপন্যাসও তাঁদের পড়া শুনা আছে। এই রকম নানা জাতীয় সার প'ড়ে তাঁদের হৃদয়ক্ষেত্রটা এমন উর্ব্বরা হয়ে পড়ে যে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা দিয়ে হৃদয়মধ্যে প্রেমটা একবার প্রবেশ করতে পারলেই একেবারে দিগন্তব্যাপী শাখা-প্রশাখা নিয়ে কিম্ভূত কিমাকার কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অন্য ভাববেন না মহারাজ, আপনার সমাজ-শাসনে রাজ্যে অসতী নাই। তবে মহারাজের রাজ্যের ওপর অধিকার আর দেশবাসীর দেহের ওপর অধিকার। মনের ওপর অধিকার ত নেই, কাজেই আপনার রাজ্যে নারীকুলে অবিবাহিতা আছে, সাবিত্রী আছে, কুমারী নেই।

রাজা। তা হ'লে উপায় সোমস্বামী?

সোম। নিরুপায়। আমার সখা—সমপ্রাণ—তার জন্য অনুসন্ধানে আমি কিছু ত্রুটী করিনি। একস্থানে গিয়ে দেখলুম, একটি মেয়ে বাতায়নে ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে চারিদিক নজর করছিল, নজরটা ঘুরতে ঘুরতে আমার ওপর প'ড়ে গেল। আমিও একটা ক্ষেপচান দিয়ে তারে অভ্যর্থনা করলুম, সেও প্রতিক্ষেপচা দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, আমি দুষ্ট সরলা কুমারী। তা নাবিয়ে এনে দেখি, সেটা যথার্থ একটা কুমারী —অষ্টমবর্ষীয়া—কিন্তু পা থেকে মাথা পর্যন্ত আহার পুরে পুরে সেই বয়সেই অষ্টাদশী পড়েছে। সেটার গালে মিঠাই, বাম হস্তে মুড়ি, দক্ষিণ হস্তে চিঁড়ের চাকতি, বামকুক্ষিতে খই, দক্ষিণে কদমা, নাভীগহ্বরে ক্ষীর।

রাজা। বুঝেছি, তা হ'লে এখন উপায় কি? তা হ'লে কি শূদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে?

সোম। মহারাজ! ওই বিষয়টি আমায় মাপ করবেন, ওটি পারব না।

রাজা। তা হ'লে কি হবে সোমস্বামি? দেবকন্যা দর্শনে উন্মত্ত হয়েছে, সে দিকে আরোগ্য করতে হ'লে ষোড়শী কুমারী প্রয়োজন।

সোম। সে যা হোক, ও দিকে আমায় বলবেন না।

রাজা। কারণ কি ?

সোম। কারণ কি ? কি বলব মহারাজ! গ্রারণ বলতেই ভয় করে। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল ?

সোম। কারণ এই মাথার ভিতর প্রবেশ রলে।

রাজা। ও কি বলছ ?

সোম। আজ্ঞে আর বলাবলি নয়, এবারে রণ গেল, কার্য্য এল, মহারাজ! মস্তিষ্কের শাদ।

রাজা। ও কি পাগলামি আরম্ভ করলে ?

সোম। আজ্ঞে আরম্ভ করেছি বহুকাল। রাজ বুঝি শেষে এনে ফেললেন।

রাজা। আরে গেল, এ ব্রাহ্মণও ক্ষেপে গেছে ?

সোম। তবে শুনুন মহারাজ! ক্ষেপাটা চ কি,না, আপনিই বিচার করুন। আমি কে এক চতুর্দ্দশী চণ্ডালিনী দেখেছিলুম।

রাজা। তার পর ?

সোম। তার পর অমাবস্যা দেখবার ভয়ে পথে পলায়ন করেছিলুম।

রাজা। কুমারী ?

সোম। বোধ হয়।

রাজা। শাস্ত হাব ভাব, এ এস কিছুই জানে

সোম। সেটা ঠাওর ক'রে দেখিনি।

রাজা। কথা কয়েছিল ?

সোম। অনেক।

রাজা। তাতেও বুঝতে পার নি, সে প্রেমা-নে কি না ?

সোম। সেটাও বুঝেছি।

রাজা। কি বুঝেছ ?

সোম। জানে বিলক্ষণ।

রাজা। তবে আর কি হ'ল ?

সোম। আজ্ঞে কি হ'ল নয়, হবার বিলক্ষণ ণ তাতে আছে। সে প্রেমের স্বাদ ভাল পেয়েছে। তবে প্রেমটা তার নিরামিষ।

রাজা। মানে কি ?

সোম। আজ্ঞে, গাছটা, পালাটা, পাথরটা, টা, একটু উঁচিয়ে গেল ত চাঁদটি, তারাটি, ম গোটাকতক টা ও টি নিয়ে তার প্রেম। াঁশের গন্ধ যে একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। হরিণটে, ভেড়াটা, সিংহীটে, পক্ষীটে, এ রকম সামগ্রীগুলোতেও তার নজর আছে। আমার দিকেও যে নজর পড়ে নি, এ কথাও বলতে পারি না। তবে কি জানেন মহারাজ! সে নজরে দাঁত নেই, তাতে হৃদয় বিদ্ধ হয় না—গ'লে যায়।

রাজা। কোথায় সোমস্বামী ? এমন মেয়ে কোথায় সোমস্বামী ? সোমস্বামি! শুধু কামনা পূরণের জন্য এত কাল ব্রাহ্মণ পূজা করেছি। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, কিন্তু জানতেম না যে ভীষণ গরল-সাগরই হচ্ছে কামনা-নদীর পরিণাম। সোম-স্বামি! যখন দরিদ্র ছিলেম, তখন ঐশ্বর্য্য কামনা করেছিলেম, ঐশ্বর্য্য পেলেম। সর্ব্বগুণ-সম্পন্না স্ত্রী চাইলেম, স্ত্রী পেলেম। শেষে পুত্রের জন্য লালায়িত হ'লেম। ভাবলেম, পুত্র পেলে আর কিছু চাইব না, পুত্র পেলেম। কিন্তু কামনা ত গেল না। মহেশ্বরতুল্য তেজস্বী সন্তান পেয়েও মনে করলেম—এখন একবার দেবকন্যার শ্বশুর হ'লে, দেব-বংশের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়। পেলে কি তাই হ'ত সোমস্বামী ? এখন আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমার কামনার ফলে পুত্র উন্মাদ হয়েছে। সেই সঙ্গে বুঝেছি পুত্রও নিজ কর্ম্মফলে উন্মাদ। তবে আমি পিতা, পিতার যে কার্য্য, তা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। পুত্রের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ করব, পুত্র আরোগ্য লাভ করে—তার অদৃষ্ট, না করে—তার অদৃষ্ট।

সোম। তবে কি চণ্ডালিনীকে দেখব ?

রাজা। তোমার ইচ্ছা। ব্রাহ্মণকে আদেশ করি, আমার শক্তি নেই।

সোম। তবে চল্লুম মহারাজ!—টিক্‌টিকি পড়ে যে! ফিরব নাকি ?

রাজা। সে কি সোমস্বামি! সখার জন্য কার্য্য করবে, তাতে অদৃষ্টের ভয় কর ? ব্রাহ্মণ! এত দুর্ব্বল হৃদয়—তেজ নাই ?

সোম। কি, আমার হৃদয়ে তেজ নেই! তবে চল্লুম, দেখব কেমন সে চণ্ডালিনী!

[সোমস্বামীর প্রস্থান।

(বেগে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ সর্ব্বনাশ!

রাজা। আমার কি হ'ল [illegible]

ব্রাহ্মণ। দেবীর জন্ত আসন ক'রে সকল ব্রাহ্মণ একবাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে তাঁর আবাহন করছিলেম।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। দেবকন্তা আপনার পুত্রের কপালে নাচবার জন্ত পায়ে নূপুর বাঁধছিল, আমরাও মহা আনন্দে মন্ত্রের সুর চড়িয়ে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেম।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। আপনার মায়ের আসবার সমস্ত লক্ষণই একে একে প্রকাশ পেতে লাগল। এ দিক থেকে একটা ছেলে ককিয়ে উঠল—ও দিক থেকে একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটল।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর ছেঁড়া দড়ি আবার ছিঁড়ল কি জুড়ল সেটা মনে আসছে না, সার্ব্বভৌমের কুমারী কন্তা খিল্ খিল্ রবে হেসে উঠল।

রাজা। বাজে কি বকছ ঠাকুর? তার পর কি?

ব্রাহ্মণ। ছোট ছোট মেয়েগুলো গান ধ'রে দিলে, আর ছোট ছোট ছোঁড়াগুলো ডিগ্‌বাজী খেতে লাগ্‌ল।

রাজা। উন্মাদ ব্রাহ্মণ! তার পর কি?

ব্রাহ্মণ। তার পর—সেই।

রাজা। সেই কি?

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ মহারাজ! সেই—সেই সে-দিনকার বাগানের সেই!

রাজা। রজকনন্দিনী?

ব্রাহ্মণ। রসুন মহারাজ! চারিদিকে একবার চেয়ে দেখি, তার পর হাঁ কি না বলছি।

রাজা। কি কর ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। হাঁ মহারাজ! আপনি ত ভাল ক'রে দেখেছেন, সেটা কি ঠিক রজকনন্দিনী?

রাজা। তার পর কি হ'ল বলুন?

ব্রাহ্মণ। সেই আসনে বসে প'ড়লো।

রাজা। কিছু বলতে পারলেন না?

ব্রাহ্মণ। বলি নি? সকলেই কিছু কিছু বলেছি মহারাজ! কিন্তু মনে মনে, চোখ বুজে, হাত জোড় ক'রে বলুম—'মা! রজক-নন্দিনি! ও আসনটা যে দেবীর জন্ত মা!' অমনি ব'লে উঠলেন,—'যদি বসতে দিতেই পারবে না ঠাকুর! তবে আবাহন করলে কেন?' ব'লেই মা আবার ম্লানমুখী, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেলেন। আর অমনি অগ্নি নির্ব্বাপিত, যজ্ঞস্থল অন্ধকার, চারিদিকে রোদনের ধ্বনি, শিবাকুল চীৎকার ক'রে উঠল! মহারাজ, সে রজক-নন্দিনীরূপে ভবানী।

রাজা। আবার সেই রজকনন্দিনী? আমি তা হ'লে আজ তার শিরশ্ছেদ করবো।

ব্রাহ্মণ। তা হ'লে শীঘ্র আসুন মহারাজ।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

নিকুঞ্জ কানন।

(অপরাজিতার প্রবেশ)

(গীত)

সে যে আর দেখলে না গো দেখলে না।
বারেক ফিরে মুখ ফিরালে আর
ফিরলে না গো ফিরলে না।
সে যে দেখবে বলে এল,
আসতে পথে আর কি দেখে অমনি ভুলে গেল।
রইল তার মোহন বেণু অধরে গাঁথা,
বাগানের ফুলের সনে বেণুতে তানে তানে
আপন মনে কইলে গো কথা।
বনফুলে কাঁদলে কত শুনলে না গো শুনলে না
তার যে মনে প্রাণ কেড়ে সে বুঝলে না গো
বুঝলে না।

(অপরাজিতার পরিক্রমণ)

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। আরে র'ল—চণ্ডালিনী! এ আবার এখানে কেমন ক'রে জুটল? কিন্তু চণ্ডালিনী সুন্দরী! যৌবন-গর্ব্বিতা স্বাধীনা বন-হরিণীর মত ইতস্ততঃ বিচরণশীলা চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! কিন্তু আমিও তেজস্বী ব্রাহ্মণ, আমি সেই সৌন্দর্য্য থেকে মুখ ফেরালুম, এই বজ্রবাহু দিয়ে মাথাটাকে আ... করলুম, যদি আপনা আপনি অন্যমনস্ক হ'য়ে ফিরে চায়, মাথায় অস্থি অমনি মড়মড় ক'রে ভেঙে যাবে—মাথা ফিরবে না। কিন্তু চণ্ডালিনী কি সুন্দ...

অকোন্মুক্ত শশাঙ্ককোটি-সদৃশী যেন মধুমদে আলোল-নয়নী চণ্ডালিনী কি ভয়ানক সুন্দরী!

(অপরাজিতার প্রস্থান।

আহা হা! চণ্ডালিনী কি চমৎকার চুপ ক'রে থাকে! এ কি! চণ্ডালিনী চ'লে গেল? দেখেও দেখলে না! কথা কইবে প্রত্যাশা করেছিলুম, তাও কইলে না! তবে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে গেল? অবহেলা? সে অতি অসহ। আমি তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে চ'লে যাব, তা না ক'রে চণ্ডালিনী আমাকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল? কোন্ চুলোয় যাবে? এই যে আবার আসছে, কথা না কয়ে যাবার যো কি? আমার গাল না খেয়ে নড়বে সাধ্য কি?

(অপরাজিতার পুনঃপ্রবেশ)

অপ। কি জ্বালা, মালা-ছড়াটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে গেছি—পাঁচ বার নিতে আসছি আর ভুলে যাচ্ছি! এ মালা আমার নারায়ণকে দেব ব'লে উপবাস ক'রে গেঁথেছি, নারায়ণ যেন আমার এই এখানেই আছেন, মালা আর যেতে চায় না।

[প্রস্থানোদ্যত।

সোম। একটা কথা কইব? না থাক। আর কইলুম বা! না থাক—আর থাকবেই বা কেন, হয়েই যাক। চণ্ডালিনি! বলি ও চণ্ডালিনি! শুনে মর, ও চণ্ডালিনি! (সম্মুখে যাইয়া) এত ডাকলুম, উত্তর দিলিনি যে?

অপ। আমায় ডাকলে?

সোম। তবে এতগুলো চণ্ডালিনী চণ্ডালিনী কারে বললুম?

অপ। আমি ত চণ্ডালিনী নই, ব্রাহ্মণী।

সোম। ব্রাহ্মণী?

অপ। হাঁা, ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে।

সোম। সে কি?

অপ। আমার বিবাহ হয়েছে।

সোম। বিবাহ হয়েছে?

অপ। হাঁা, ব্রাহ্মণের সঙ্গে।

সোম। সে কি?

অপ। দাও, পথ ছাড়।

সোম। কখন ছাড়ব না, এই আমি পথ জুড়ে রইলুম। সে কি! বিবাহ হয়েছে! কে ব্রাহ্মণ?

অপ। তা জানি না।

সোম। বিবাহ হয়েছে—সাতপাক ঘুরেছিস, ছাউনির আড়ালে শুভদৃষ্টি করেছিস, কিন্তু কে তা জানিস না?

অপ। না, নাও সয়। আমি স্বামীপূজা করব, সময় উত্তীর্ণ হয়।

সোম। না—স'রব না। আমার সঙ্গে এত ঝগড়া, বিবাদ, বচসা, বাক্‌চাতুরী হ'চ্চে, এমন সময় কে সে বেটা বামুন উটকো এসে তোকে ছোঁ মেরে নিলে? আমার সঙ্গে চাতুরী, আমি ব্রাহ্মণকুল নির্মূল করব।

অপ। আমি তাকে দেখি নি!

সোম। তবে কি ক'রে বিবাহ হ'ল?

অপ। বাবা আমাকে নারায়ণ-সম্মুখে তার নামে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে।

সোম। সে ব্রাহ্মণ জানে?

অপ। তা জানি না।

সোম। সে যদি ঘৃণা করে?

অপ। করে করলে, তুমি পথ ছাড়।

সোম। সব কথা খুলে বল, নইলে পথ ছাড়ব না। বল, সে ব্রহ্মণ কে?

অপ। সে এক মহাতেজস্বী, কিন্তু মহাপ্রেমিক ব্রাহ্মণ। সে এক ক্ষত্রিয়পুত্রের প্রেমে জাত্যভিমান ত্যাগ করেছে।

সোম। কোন্ নরাধম তোর কাছে এ মিথ্যা রটনা করেছে?

অপ। যে বলেছে, সে অন্তর্য্যামী। সে বলে, ব্রাহ্মণত্বের অভিমান তাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, কিন্তু সখার কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে আত্মহারা, সখার কাছে থাকলে, কি করে, কি বলে, বাইরে এলে তার মনে থাকে না।

সোম। তার পর?

অপ। এখন আবার সেই ব্রাহ্মণ এক বালিকার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, জাতি গর্ব্ব, অভিমান, সখা—সমস্ত সেই বালিকার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সোম। তোমায় মুগ্ধ করছে। দেখ অপরাজিতা! আমি যথার্থ বলছি অপরাজিতা! তুই নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই অপরাজিতা! দূর ছাই আর বলব না।

[প্রস্থান।

(অম্বিকার প্রবেশ)

(গীত)

ছিল চাঁদ গগন পারে।
পাতিয়ে কথার ফাঁদ, আয় চাঁদ আয় চাঁদ
ডেকেছি তারে ॥
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো, মাছ কুটলে মুড়ো দেবো,
সোনার থালে ভাত দেবো থরে বিথরে।
হেসে হেসে ভেসে চাঁদ গেল উপরে ;—
আবেশে মুদিতে আঁখি, মাটী পানে চেয়ে দেখি,
গড়াগড়ি দশ চাঁদ নখেরি পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বন।

সোমস্বামী।

সোম। কি বিপদেই পড়েছিলুম, চণ্ডালিনি! কি সর্ব্বনাশ—আবার চণ্ডালিনি! আরে বাপ, কি রক্ষাই পেয়েছি! কিন্তু ভগবান, সে চণ্ডালিনী! আহা হা, অত রূপ—সে চণ্ডালিনী! স্বর্গচ্যুত আধ-প্রস্ফুটিত পারিজাত, অপবিত্র স্থানে নিপতিত! দেবভোগ্য হবে না? শুধু সৌরভ নির্জ্জন প্রান্তরের সমীরণে আপনা আপনি বিলিয়ে যাবে? এত সুন্দরী! তাকে ব্রাহ্মণী করলে না কেন নারায়ণ? —কে বাপু তুমি? এখানে কতক্ষণ আছ?

(দীনদাসের প্রবেশ)

দীন। আজ্ঞে দেবতা, আমি বাপুও বটে, আর আছিও বটে, কিন্তু কতক্ষণ যে আছি, সেটা ঠিক ক'রে বলতে পারছি না।

সোম। সে কি রকম?

দীন। আজ্ঞে এই রকম, আমার থাকা না থাকা দুই সমান; তাই অত থাকাথাকির হিসেব রাখি না।

সোম। কি বিপদ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

দীন। (মাথা ঠুকিয়া) আজ্ঞে কল-কব্জা তো ঠিক আছে, তবে খারাপই বা কেমন ক'রে বলব?

সোম। বাঃ, বাঃ! এ ত এক মজার মানুষ!

দীন। আজ্ঞে ও বিষয়টা একেবারে ঠিক হ'য়ে গেছে।

সোম। তুমি কর কি?

দীন। আজ্ঞে আমোদ করি, আহ্লাদ করি, কলহ করি, কচকচি করি, পাইচারি করি, মানুষ দেখলে অস্থির করি, গর্দ্দিতে আইঢাই করি, শীতে হিহি করি।

সোম। রোজগার?

দীন। কিছু না।

সোম। সংসার চলে কি করে?

দীন। আজ্ঞে হামাগুড়ি দেয়ে।

সোম। সে কি রকম?

দীন। আজ্ঞে সে বিষয়ে একটা গোপনীয়, শোচনীয় কথা আছে। আমাদের বাবা ঠাকুর বলে, সংসার পেট থেকে পড়েই চলতে আরম্ভ করেছে। সংসার আমার এক জায়গায় নেই—এই ছিলুম আত্মীয় -বন্ধুর মাঝখানে, খানিক পরে বনালয়ে, আর একটু পরেই দেখি যমের মাট-মন্দিরে। আবার সেখান থেকে দেখি বাবাঠাকুরের কোলে। দেবতা! কি আর বলব, সে কোলে ব'সে দেখি, এই বোঁকার টাটী সংসার আপনার মনে চুপি চুপি মাথাটি গোঁজ ক'রে—রাজা, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সকলকে মাথায় করে —ও রে বাবা! আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠছে (গুড়ি দিয়া) এই এমনি ক'রে গো ঠাকুর, এমনি ক'রে—কোথায় যে যাচ্ছে, তা ঠিক্ করতে পারলুম না! কেবল কাঁপতে লাগ্‌লুম, আর ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রইলুম।

সোম। তোমার সংসারে কে আছে?

দীন। আমার সংসারে? ও বাবা, আমার, ও বাবা, আমার সংসারে? কে না আছে? মাথায় রাজা ব্রাহ্মণ আছে—উকুন আছে—গায়ে দাদ আছে, ব্রাহ্মণের শ্রীচরণের দাগ আছে। এক বাবাঠাকুর দয়া ক'রে পদ্মপদ ক্যাৎ ক'রে আমার গায়ে বুলিয়ে দিছিলেন।

সোম। তা নয়, স্ত্রী-পুত্র?

দীন। আগে ছিল, এখন নেই।

সোম। কি হ'ল?

দীন। কি যে হ'ল, তা ঠাওর করতে পারছি না। মেয়ে বয়ে গেছে, স্ত্রী তাই না দেখে মরমে ম'রে গেছে, আর আমার স্বর্গলাভ হয়েছে।

সোম। স্বর্গলাভ হয়েছে?

দীন। আজ্ঞে। মনে করি দু-চার দিন এখানে াকি, কিন্তু পোড়া মেয়ের গোঁ, আমাকে কিছুতেই াকতে দেবে না। বলে বাবা স্বর্গ, বাবা স্বর্গ। কি ্বি দেবতা! একে এক মেয়ে, তাতে অভিমানিনী, ই জানি কখন কি করে ব'সে, কাজেই ভয়ে ভয়ে র্গে থাকতে হয়।

সোম। এ বলে কি? এ সব কথার কি র্থ আছে? না পাগলের প্রলাপ? স্বর্গে য় কি?

দীন। আজ্ঞে, ধোলাইকরা মিহি শান্তিপুরে কাপড়ের মতন একগাল হাসি নিয়ে ফর্ ফর্ ক'রে উড়ে বেড়াই।

সোম। খাও কি?

দীন। কেবল থতমত। সে আর তোমায় কি বলব দেবতা। প্রথম যে দিন স্বর্গে যাই, ওই ও দিক থেকে হুহু ক'রে যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় এলো। তার পরেই দেখি না, এই এমনি একটা বিতিকিচ্ছি বিপর্য্যস্ত ঠোঁট। কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, বাবা ঠোঁট, তুমি কে বাবা? আর এ গরীবের কাছে কেন বাবা? ঠোঁট বার দুই খটাখট ক'রে, আমার অন্তর্ভেদ করে বল্লেন, প্রভু! আমি তোমায় পিঠে করব। কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, বাবা! সবই ত তোমার হাঁ, পিঠ কোথায় বাবা? ঠোঁট প্রভু তখন বল্লেন, আমি আগে এসেছি, পিঠ পশ্চাতে আসছেন, পুচ্ছ এখনও অনেক দূরে নাড়া খাচ্ছেন। ক্রমে বুঝলুম স্বয়ং প্রভু গরুড়। আমি তো পিঠে উঠব না, গরুড় মহাপ্রভুও আমাকে ছাড়বেন না। আমার ত গলদঘর্ম, শেষে কোথা থেকে একটা লাল্‌চে লাল্‌চে কাল্‌চে কাল্‌চে শুঁড়—ভিজে কাপড়ে যেমন ইস্ত্রী ঘসে গো ঠাকুর, ভিজে কাপড়ে যেমন ইস্ত্রী ঘসে, তেমনি ক'রে আমার পিঠে ঘসতে লাগলো। এ কি বাবা, তুমি আবার কে? আমি গণেশ, তোমাকে সিদ্ধি দেবার জন্তে গায়ে হাত বুলুচ্ছি।

সোম। তোমার মেয়ে কি সুন্দরী?

দীন। আজ্ঞে, খায় দায় বেড়িয়ে বেড়ায়, সুন্দরী কিনা অত ঠাওর ক'রে দেখিনি। একটু খানি দাঁড়াও দেবতা! তা হ'লে দেখতে পাবে।

সোম। তুমি কি জাত?

দীন। আজ্ঞে অম্বর বৈশ্য।

সোম। অম্বর-বৈশ্য!

দীন। আজ্ঞে, এক দেবতার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে। দেবতা হার মেনে, এক চোঁচা দৌড়ে স্বীকার ক'রে গেছে যে, ধোপা শূদ্দুর নয়।

সোম। (প্রহারোদ্যত)—পাষণ্ড, বর্ব্বর, শূদ্রাধম। আমার পায়ে ছায়া ঠেকালি, সমস্ত বস্ত্রাদি নষ্ট ক'রে দিলি! অঙ্গটাকে অপবিত্র করলি? দূর হ', দূর হ', সুমুখ থেকে দূর হ',—দুর্গা দুর্গা।

দীন। কোথায় আপনার চরণ নেই দেবতা? আমরা তার ধূলো, এখন ঝেড়ে ফেল্‌লে কোথায় যাই দয়াময়?

সোম। সর সর বেটা, নইলে মুণ্ডপাত করব, সর সর। (লাফাইতে লাফাইতে) তোর ছায়া আবার ঠেকে, আবার ঠেকে, ঠেকলো ঠেকলো! তবে রে বর্ব্বর! (পদাঘাত, দীনদাসের পিছাইয়া গমন) স্নান করি ত ভাল করেই করি। পাষণ্ড বেটা, নচ্ছার বেটা, এত বড় আস্পর্দ্ধা?

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। বাবা, কোথায় গেলি? এই যে, এত বেলা করছিস্ কেন? বাবাঠাকুরের প্রসাদ পাবি না?—দে বাবা, পা বাড়িয়ে দে।—এ কি বাবা, মন্ত্র ভুলে গেলুম কেন? একি বাবা, তোর আজ শূদ্রের মূর্ত্তি কেন? অ্যাঁ অ্যাঁ, চণ্ডাল—চণ্ডাল! ও বাবা চণ্ডাল ছুঁয়েছিস?

দীন। (অম্বিকার মুখ চাপিয়া) চুপ—চুপ পোড়ারমুখো মেয়ে! চুপ, দেবতা, দেবতা, প্রণাম কর।

অম্বিকা। দেবতা! (করযোড়ে) ঠাকুর! আপনার এ মূর্ত্তি কেন? ঠাকুর! গুরুদেবের কাছে শুনেছি ক্রোধ চণ্ডাল। যার হৃদয়ে প্রবেশ করে সে চণ্ডালাধম। ঠাকুর! ক্রোধ সংবরণ কর। এমন দুর্লভ দেবতা জন্ম পেয়ে চণ্ডাল হও কেন নারায়ণ! ক্রোধ সংবরণ কর। ঠাকুর! তোমাদে কত ডেকেছি। এলে ত এত ক্রুদ্ধ হ এলে কেন?

সোম। আর তো নেই জননী।

অম্বিকা। ক্রোধের ঘর তো রয়েছে, সে ঘর থাকলে ক্রোধ ফিরে আসতে কতক্ষণ ?

সোম। অভিমান! অভিমান দূর হও, আর আমি ব্রাহ্মণ নই, চণ্ডালাধম।

অম্বিকা। তুমি নারায়ণ। ঠাকুর! আমি তোমায় চিনেছি, আর কেন ছলনা কর ? ঠাকুর! আমায় রক্ষা কর। ভুলে গেছি, মন্ত্র বলে দাও। ঠাকুর! আমায় রক্ষা কর। তুমি যা ব'লে দিয়েছ, যা করতে উপদেশ দিয়েছ, তা ভুলে গেছি। দয়াময়! এই কন্যার প্রতি দয়া কর, পূজা না হ'লে ম'রে যাব। ব'লে দাও—এই উত্তপ্ত হস্তে ফুল শুকিয়ে যায়—শীঘ্র ব'লে দাও, পিতা কি পিতা কে ?

সোম। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ (পিতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।

দীন। না, এ পোড়ারমুখো মেয়ে আমাকে আর বাড়াভাত খেতে দিলে না। বাবাঠাকুর! তোমার কাছে মরণ আছে ? থাকে ত দাও ত বাবা! পেটটা ভরে খাই। আমার পুঁজিপাটা সব ফুরিয়ে গেছে, খাবি পর্য্যন্ত বাড়ন্ত। সত্যি কথা বলতে কি বাবাঠাকুর! পোড়া মেয়ে নিয়ে যে কি অধর্ম্মের ভোগে পড়েছি,—দূর ছাই মেয়ের কাছে থাকাটা ক্রমে দেখছি কুপথ্যি হয়ে পড়ল। (প্রস্থানোদ্যত) ওরে পোড়ারমুখো মেয়ে আমায় নিষ্কৃতি দে।

অম্বিকা। তা হলে কি নিয়ে থাকব ?

দীন। সে তুই খুঁজে নে। আমি আর তোর ফুলের ভার সইতে পারি নে। ডাগর মেয়ে সোয়ামীর ঘরে যা; আমাকে আর যন্ত্রণা দিস্ কেন মা ? রাজার বাড়ীর সিং দরজার থাম ছুটো পায়ে জুড়ে বইবো সেও স্বীকার, তবু তোর ফুলের ভার আর সইব না। দেখ দেবতা! এ পোড়া মেয়ে কি সর্ব্বনেশে মন্ত্র শিখেছে যে, দেবতা হ'য়ে ম'লে পেঁচোয় পেয়ে গেলুম। তোমরা সব হতে পার, দয়া করে কেউ নারায়ণ হও না দেবতা।

সোম। মা মা! কুমারি শক্তিময়ি! পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে, জাতি-অভিমানে, স্বার্থ-মদে আজীবন দাসত্বে এতকাল চণ্ডাল ছিলুম। বুঝিনি মা, আমি কে ? এ সংসারে আমার কতটা অধিকার ? জ্ঞানময়ি! তোমার কৃপায় যদি মা আবার আমি ব্রাহ্মণ হ'লেম, তখন তুমি আমার শঙ্করী গৌরী গুরু—মা তোমায়— (প্রণামোদ্যোগ)

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। কর কি, কর কি ? জ্ঞানহীনা বালিকা, ব্রাহ্মণ হয়ে তার সর্ব্বনাশ কর কেন ?

সোম। কই আমি ব্রাহ্মণ প্রভু ?

পত। যখন তুমি ছিলে না, তখন তোমার অজস্র তীব্র তিরস্কারে, তোমার সহস্র অভিসম্পাতেও বালিকার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। এখন তুমি মেঘমুক্ত প্রভাকর। তোমার অসহ্য তেজ এ ননীর পুতুল সইতে পারবে কেন ? শক্তির অধিকারী তুমি, শক্তিপূর্ণ তুমি, তোমার আর শক্তি হরণের প্রয়োজন কি ? শক্তি রক্ষা কর, দেশ বাঁচাও।

রাজা। মা, মা! পিতৃব্রতে! পতিব্রতা হ'তে চাস ত তা দিতে পারি। সতী, তোর কন্যা-কাল উত্তীর্ণ, পিতা ছেড়ে পতি-দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করবি কি মা ? ব্রাহ্মণ! চিরকাল তোমাদের আদেশে চলে আসছি, তোমাদের আশীর্ব্বাদ দেবকন্যা আমার পুত্রবধূ হবে, ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ বিশ্বাস ক'রে মায়ের আগমন-প্রত্যাশায় আকাশ-পানে চেয়েছিলেম, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বা[illegible] ফলেছে।

পত। ব্রাহ্মণ-বাক্য, আমার বাক্য, বেদ, চি[illegible] সত্য। ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মন্! ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষা[illegible] জন্য, দেব-নন্দিনী আত্মহারা, তাড়াতাড়ি আসতে[illegible] রজক চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলেন। জ্ঞান-চক্ষে[illegible] চেয়ে দেখ, দীনদাস রজক নয়—নারায়ণ। অম্বি[illegible] রজকী নয়, দেব-নন্দিনী—তোমার পুত্রবধূ। এখ[illegible] আসুন মহারাজ, আমার আশ্রমে আসুন। আ[illegible] শিবশক্তি সমন্বয় ক'রে আপনাকে কৃতকৃতার্থ করি[illegible] ব্রাহ্মণ কল্পিয়ছে—আমার প্রাণের প্রাণ আর্য[illegible]

কে সব দিয়েছি, কিন্তু ভাই সে সবের মর্য্যাদা না। মা আমার রাজার ঘরে গিয়ে বিলাসিনী, শর ঘরে অহঙ্কৃতা গর্ব্বিতা অভিমানিনী, কিন্তু নীচ অনার্য্য রজক চণ্ডালের ঘরে মা আমার কয়ী শক্তি। সে শক্তিকে আশ্রয় কর। আর স্নেখ না।

রাজা। তুমি এ অন্ধকারময় পথ দিয়ে আসতে , এই পঙ্কিল জলে ফুটতে পার, তা ত জানতেম দর্পহারিণি! দর্প চূর্ণ হয়েছে। এস মা াজ্ঞি! চির আকিঞ্চনের ধন ঘরে এস।

শেষাঙ্ক।

অম্বিকা ও সোমস্বামী।

সোম। আহা কি সুন্দর স্থান! এ কোথায় নম জননি?

অম্বিকা। গুরু-আশ্রম।

সোম। এ ত অমরাবতী!

অম্বিকা। এই দেখ প্রভু গুরু-মন্দির। ওই র মন্দাকিনী। তরঙ্গে তরঙ্গে ধরণীকে প্লাবিত রবার জন্ত মা আমার উন্মাদিনী, অজস্র ধারায় রাঁর গায়ে ঢ'লে পড়ছেন। মায়ের নাম ক'রে ভাসান দিয়েছ, মা উজান ব'য়ে তোমাকে খানে রেখে গেছেন। মানুষ পশুর ন্যায় বনে নে ঘুরত। ব্রাহ্মণ! তুমিই তাকে সংসারের খ দেখিয়ে, স্ত্রীপুত্র দিয়ে গৃহবাসী করিয়েছ, তাই তাবার বাসের জন্ত অতি যত্নে বিশ্বকর্ম্মা এই স্থান চনা করেছেন।

(অপরাজিতা ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি রমন্তপঃ। পিতৃদত্ত শক্তি, সাধনার ধন, জীবনের াধনা, কোথায় তুমি? আর যে চলতে পারি া মা।

অপ। আর চলতে হবে না।

পুর। আহা এ কি! এ কি অপরাজিতা?

অপ। গুরু-মন্দির।

পুর। গুরু-মন্দির! গুরু-মন্দির এত শোভাময়!

অপ। এত শোভাময়! আর ওই শোভাময়ী, এই সুন্দর দেববাঞ্ছিত আশ্রমের সকল বিভুতির ঈশ্বরী, পিতৃসাধনার গুরুদত্ত ফল।

অম্বিকা। আর এই ঠাকুর সেই বিশ্বকর্ম্মা-রচিত গুরুর আশীর্ব্বাদি ফুল;—তুমি যে মন্ত্র ব'লে দিয়েছিলে, এই তার দক্ষিণা।

সোম। আর কেন সখা! এস আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদে এ মহানন্দের আনন্দ প্রদান করি।

(অম্বিকা ও অপরাজিতার গীত)

বনের পাখী বনে থাকে, আকাশে ছড়ায়
প্রাণের গান।
কেউ গ'লে যায়, কেউ বা ঘুমায়,
কেউ বা ধরে বাণ
পাখীর সনে কেউ বা রয় বনে,
কেউ ধ'রে তায়, পুরে খাঁচায় আনে ভবনে।
পাখীর নাইকো অভিমান,
খাঁচায় গাছে সমান নাচে সমান ধরে তান॥

পট পরিবর্ত্তন।

(অপ্সরাগণের গীত।)

চিনে লও আপন আপন মিলে যাও ভালবেসে।
কেন হে হও জ্বালাতন ঝরে নয়ন হেথা এসে॥
তুমি আমার পানে চাও,
আমি তোমার পানে চাই,
তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে আমিও মুখ ফিরাই—
এত ফেরাফিরি নয় ভাল হে,
হাত ধরাধরি চলি চল হে,
হরি হরি মুখে বল হে,
মনের মতন নাও হেসে।
হাসিলেও যদি আঁখি ভাসে
কেন বিরস বদন রও ব'সে॥

যবনিকা-পতন